মধুসূদন রচনাবলী

সমগ্র বাংলা রচনা

মধুসূদন রচনাবলী

সমগ্র বাংলা রচনা
এক খণ্ডে সম্পূর্ণ

সম্পাদনা
সব্যসাচী রায়

কামিনী প্রকাশালয়
৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশকের নিবেদন

বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়কর প্রতিভা মাইকেল মধুসূদনের রচনাবলী চিরন্তন শিল্পমূল্যে অনন্য। আশ্চর্য এই সাহিত্য-সাধকের অত্যাশ্চর্য সাহিত্যকৃতি বাঙ্গালী মাত্রেরই গর্বের সম্পদ। মনন চিন্তন উপস্থাপনা আঙ্গিক ও পূর্ব-পশ্চিম মিলন-বন্ধনে ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মধুসূদন নিঃসন্দেহে এক নতুন যুগের দিশারী।

বর্তমানে মধুসূদন-সাহিত্যচর্চার আগ্রহ ও সমাদর উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় কবির রচনার বিভিন্ন সংস্করণ বাজারে সহজলভ্য হয়েছে। বাংলা ক্লাসিক সাহিত্যের এই শাশ্বত সম্পদ বাঙালীর ঘরে ঘরে পঠিত হোক, সংরক্ষিত হোক আন্তরিকভাবে আমরাও এই কামনা পোষণ করি।

ইতিপূর্বে আমরা দুই খণ্ডে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী ও তিন খণ্ডে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সমগ্র রচনা সাহিত্যরসপিপাসু পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। বাংলা ক্লাসিক সাহিত্যের সুলভ সংস্করণ সিরিজে এবারে সংযোজিত হল একখণ্ডে মধুসূদনের সমগ্র বাংলা রচনা সংগ্রহ।

বর্তমান সংগ্রহে পাঠকবর্গের সুবিধার্থে দুরূহ শব্দাবলীর অর্থ, টীকা ও বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নির্দেশিকা এবং কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনা-পরিচিতি সংযোজিত হল।

আশা করি আমাদের এই নবতম উদ্যোগ সাহিত্যপিপাসু পাঠকমণ্ডলী সমাদর লাভ করবে।

সূচীপত্র

মধুসূদন দত্ত ঃ প্রাসঙ্গিক তথ্য ৯

কাব্য

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ১৫

মেঘনাদবধ কাব্য ৪৯

ব্রজাঙ্গনা কাব্য ১৩৩

বীরাঙ্গনা কাব্য ১৪৭

কবিতাবলী

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী ১৭৩

নানা কবিতা ১৯৯

নাটক ও প্রহসন

শর্ম্মিষ্ঠা নাটক ২১৯

একেই কি বলে সভ্যতা? ২৫৫

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ ২৬৯

পদ্মাবতী নাটক ২৮৩

কৃষ্ণকুমারী নাটক ৩১৭

মায়া-কানন ৩৬৫

গদ্য রচনা

হেক্‌টর-বধ ৪০৭

মধুসূদন দত্ত ঃ প্রাসঙ্গিক তথ্য

নতুন জীবনমন্ত্র, তেজ ও বীর্যের পূর্ণবেগ নিয়ে মধুসূদনের আবির্ভাব ঘটেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে। তাঁর জীবনী তাঁর বর্ণময় সাহিত্য সৃষ্টির মতই ছিল বহু বিচিত্র ও বিস্ময়কর।

মধুসূদন জন্মেছিলেন যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে, ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি। তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত কলকাতায় বিশিষ্ট আইনজীবী রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। তাঁর শৈশব শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল গ্রামের পাঠশালায় মাতা জাহ্নবীদেবীর তত্ত্বাবধানে। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীর প্রতি আকর্ষণের প্রেরণা এই সময়ে মায়ের কাছ থেকেই তিনি প্রথম লাভ করেছিলেন। উত্তরকালে মধুসূদন-প্রতিভার বিকাশ, পুষ্টি ও সমৃদ্ধি ঘটেছিল এই মূলগত প্রেরণাকে ভিত্তি করেই।

কর্মসূত্রে রাজনারায়ণ সপরিবারে কলকাতার খিদিরপুরে যখন বসবাস আরম্ভ করেন কবির বয়স তখন সাত বৎসর। ১৮৩৩ সালে মধুসূদন হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগে ভর্তি হন। ১৮৪২ সাল পর্যন্ত এখানেই তাঁর শিক্ষালাভ ঘটে। এই কলেজেই তিনি সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক, ভোলানাথ চন্দ্র প্রমুখদের। পরবর্তীকালে তাঁরা সকলেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। মধুসূদনের ব্যক্তিচরিত্র গঠনে হিন্দু কলেজের শিক্ষাপর্বের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। একদিকে তিনি যেমন লাভ করেছিলেন মানব-মন্ত্রে বিশ্বাস ও গভীর ইংরেজি সাহিত্যপ্রীতি, তেমনি তাঁর মনে সঞ্চারিত হয়েছিল দেশীয় আচার ও ভাবনার প্রতি অশ্রদ্ধা।

ছাত্র হিসাবে বরাবরই তিনি ছিলেন কৃতী। কলেজের পরীক্ষায় বৃত্তি পেতেন। নারীশিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে স্বর্ণপদক পেয়েছেন। ইংরেজিতে লেখা কবিতা বিভিন্ন সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত হত। এই সূত্রেই কবির মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়—বড় কবি হতে হলে বিলেত যাওয়া দরকার।

তিনি যখন সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র সেই সময়, ১৮৪৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী অকস্মাৎ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন। মিশন রো-এর ওল্ড মিশন চার্চে আর্চডিকন ডিয়াল্ট্রি তাঁকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁর নতুন নাম হয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বিলাত যাবার অদম্য বাসনা, পিতার নির্বাচিত পাত্রীকে বিবাহ করার অনাগ্রহ এবং রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপবতী বিদুষী কন্যার প্রতি আসক্তি—মধুসূদনের ধর্মান্তর গ্রহণের কারণ হিসাবে উল্লিখিত হয়ে থাকে।

খ্রিস্টান ছাত্রদের হিন্দু কলেজে পড়বার অধিকার না থাকায় মধুসূদন শিবপুরে বিশপ্স কলেজে ভর্তি হন ১৮৪৪ সালে। রাজনারায়ণ তখনো ধর্মান্তরিত পুত্রের খরচ

বহন করতেন। বিশপ্‌স কলেজে বহুভাষাবিদ বিশপ পণ্ডিতদের কাছ থেকে তিনি ক্লাসিক রুচি ও শিল্পচেতনা এবং বহুভাষা শিক্ষার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি বহুভাষাবিদ রূপে প্রতিষ্ঠাও পেয়েছিলেন।

১৮৪৮ সালে মধুসূদন অজ্ঞাত কারণে অকস্মাৎ কলেজ ত্যাগ করে মাদ্রাজে চলে যান। সেখানে দেশীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের চেষ্টায় মাদ্রাজ মেল অরফ্যান এসাইলাম বিদ্যালয়ে ইংরাজি শিক্ষকের পদে চাকুরি লাভ করেন। পরে ১৮৫২ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালযের সঙ্গে সংযুক্ত বিদ্যালয় বিভাগে দ্বিতীয় শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করেন।

মাদ্রাজে মধুসূদন সাত বৎসর ছিলেন। এই সময় শিক্ষক, সাংবাদিক এবং কবি হিসাবে খ্যাতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। ইংরেজি পত্রপত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ ও কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হত। একাধিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গেও তিনি যুক্ত হয়েছিলেন। এক সময়ে Athenaeum ও Hindu Chronicle পত্রিকার সম্পাদনাও করেন। Timothy Penpoem ছদ্মনামে অনেক সনেট গীতিকবিতা ও খণ্ডকাব্য এই সময় তিনি লিখেছিলেন। তাঁর Visions of the past, The captive Lady নামের দুটি দীর্ঘ কবিতা একসঙ্গে পুস্তকাকারে মাদ্রাজ থেকেই প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ সালে। ক্যাপটিভ ল্যাডি মাদ্রাজে প্রশংসিত হলেও বাংলাদেশে বিশেষ সমাদর পায়নি। এই সূত্রে কবি গৌরদাস প্রমুখ বন্ধুদের কাছ থেকে বাংলা কাব্য রচনার উপদেশ ও উৎসাহ লাভ করেন।

মাদ্রাজে অবস্থান কালে কবির জীবনে উল্লেখযোগ্য কতগুলি ঘটনা ঘটেছিল। ১৮৪৮ সালে তিনি অরফান এসাইলামের বালিকা বিভাগের ছাত্রী রেবেকা ম্যাক্টাভিসকে বিবাহ করেন। কবির এই দাম্পত্য জীবন বিশেষ সুখের ছিল না। তবে তাঁদের চারটি সন্তান হয়েছিল। ১৮৫১ সালে ঘটে তাঁর মাতৃবিয়োগ। ইতিমধ্যে হেনরিয়েটা নাম্নী এক ইংরাজকন্যার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল। রেবেকা বিবাহ বিচ্ছেদে রাজী না হওয়ায় হেনরিয়েটার সঙ্গে তাঁর আইনানুগ বা ধর্মানুগ বিবাহ সম্ভব ছিল না। তথাপি হেনরিয়েটার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং তাঁর উত্থান-পতনময় সুখ দুঃখের জীবনে হেনরিয়েটা ছিলেন আমৃত্যু জীবনসঙ্গিনী। হেনরিয়েটার সম্পূর্ণ নাম ছিল এমেলিয়া হেনরিয়েটা সোফিয়া দত্ত। তাঁর পিতার নাম ছিল জেমস প্রেমব্রুক ক্রপলি।

১৮৫৬ সালে মধুসূদন হেনরিয়েটাকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। এবারে দেশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হল। সূচিত হল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। ইউরোপ যাত্রার পূর্বে মাত্র ছয় বৎসর কাল সময়ের মধ্যে একে একে তিনি রচনা করলেন রত্নাবলী নাটকের ইংরেজি অনুবাদ, শর্মিষ্ঠা, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন, তিলোত্তমাসম্ভব, ব্রজাঙ্গনা, মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা প্রভৃতি কাব্য ও কবিতা এবং দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে কেন্দ্র করে দেশের বুদ্ধিজীবী মহলে প্রবল ভাবান্দোলনের সৃষ্টি হল, নতুন প্রাণসম্পদে পূর্ণমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করল বাংলা সাহিত্য। বাঙালী জাতির হৃদয়ের শীর্ষ আসনে সংবর্ধিত ও প্রতিষ্ঠিত হলেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

১৮৬২ সালের ৯ই জুন ব্যারিস্টারি পড়বার উদ্দেশ্যে মধুসূদন ইংলণ্ড যাত্রা করলেন।

পিতৃসম্পত্তি বিক্রয় ও বিলিব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাসের উপর ভরসা করে স্ত্রী সন্তানদের কলকাতায় রেখে গিয়েছিলেন, তাঁর ইউরোপ যাত্রার কয়েক মাসের মধ্যে তারা সকলে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় আর্থিক দুর্বিপাকে পড়লেন হেনরিয়েটা। অবশেষে ১৮৬৩ সালের ২রা মে তিনি কোন ক্রমে অর্থ সংগ্রহ করে পুত্রকন্যাদের নিয়ে ইংলণ্ডে মধুসূদনের কাছে চলে গেলেন। সপরিবারে এবারে কবি আর্থিক অনটনের শিকার হলেন। ঋণে জর্জরিত মধুসূদন এই সময় যে দুর্বিপাকে পড়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহৃদয় সহযোগিতা ও অর্থানুকূল্যে তা থেকে তিনি উদ্ধার লাভ করেছিলেন।

১৮৬৫ সালে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কবি দেশে ফিরে এলেন ১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ইউরোপে ফ্রান্সের ভার্সাই বাসকালে মধুসূদন শিক্ষা করেছিলেন ফরাসি, ইতালিয় ও জার্মান ভাষা।

দেশে ফিরে এলে মধুসূদন কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিসেবে যোগ দেন এবং অল্পকালের মধ্যেই প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় ভোগবাদী ভাবধারায় বর্ধিত কবির জীবনে আয় ও ব্যয়ের সমতা বিধান হত না। ফলে অমিতব্যয়ী উশৃঙ্খল জীবনে অবিলম্বেই নেমে এল দুর্বিপাক। নষ্ট হল পসার। অর্থাগমের অনিশ্চয়তা দূর করবার জন্য তাঁকে ব্যারিস্টারি ছেড়ে গ্রহণ করতে হল মাসিক দেড় হাজার টাকা বেতনের প্রিভি কাউন্সিল আপীলের অনুবাদ বিভাগে পরীক্ষকের পদ। কিন্তু দু' বছর পরেই এই কাজ ছেড়ে দিয়ে পুনরায় ফিরে এলেন আইন ব্যবসায়ে। কবির স্বাস্থ্য তখন নানা রোগে জীর্ণ।

আইন ব্যবসায় ব্যর্থ হয়ে ১৮৭২ সালের গোড়ার দিকে এবারে গ্রহণ করলেন মানভূমে পঞ্চকোট রাজের আইন উপদেষ্টার চাকুরি। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই এই কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরে আসতে বাধ্য হন।

কবির শেষ জীবন রোগযন্ত্রণা, অর্থাভাব ও ঋণের ভারে হয়ে উঠেছিল দুর্বিসহ। এরই মধ্যে নানা সাময়িক কারণে রচনা করেছিলেন কিছু সনেট ও কবিতা, মায়াকানন নামে একটি নাটক এবং হেক্টর বধ নামে একটি গদ্য আখ্যান। বেশ কিছু রচনা তিনি আরম্ভ করেও শেষ করে উঠতে পারেননি।

ক্রমে মধুসূদন অসুস্থ ও অসক্ত হয়ে পড়লেন। অসুস্থ হলেন হেনরিয়েটাও। ১৮৭৩ সালের এপ্রিল মাসে উত্তর পাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে তিনি বেনেপুকুরের বাড়ি থেকে সপরিবারে এসে উঠলেন পাবলিক লাইব্রেরির দোতলায়। কিন্তু এখানে রোগের উপশম না হওয়ায় ফিরে এলেন বেনেপুকুরে। জুন মাসের শেষের দিকে তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় ভর্তি করা হল জেনারেল হাসপাতালে। ১৮৭৩ সালের ২৬ জুন কবির জীবনসঙ্গিনী হেনরিয়েটা পরলোক গমন করলেন। মাত্র কয়েকদিন পরে ২৯ জুন রবিবার বেলা দুটোর সময় কবি মধুসূদনের জীবনাবসান ঘটে।

কাব্য ও কবিতা

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ঃ মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম বাংলা কাব্যগ্রন্থ। কাব্যটির রচনারম্ভের সময় সম্ভবতঃ ১৮৫৯ সালের জুলাই মাস, রচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল ১৮৬০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে প্রথম দুই সর্গ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত সাময়িক পত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এর ১৮৫৯ সালের জুন-জুলাই ও আগষ্ট-সেপ্টেম্বর এই দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৮৬০ সালের মে মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছিলেন রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। কবি তাঁকেই কাব্যটি উৎসর্গ করেছিলেন।

১৮৫৯ সালের শুরু থেকেই কবির পদ্মাবতী নাটক রচনা চলছিল। সেই সময়েই তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবিষ্কার করেন। পদ্মাবতী নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে এই ছন্দের প্রথম প্রয়োগ ঘটে। পরে তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যগ্রন্থ পুরোপুরি এই ছন্দেই রচনা করেন।

মেঘনাদবধ কাব্য ঃ বাংলা সাহিত্যের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্য। রচনাকাল ১৮৬০ সাল থেকে ১৮৬১ সালের মার্চ। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালের জানুয়ারি মাসে—দুই খণ্ডে। রাজা দিগম্বর মিত্র প্রথম সংস্করণের ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। কাব্যটি উৎসর্গ করা হয়েছিল তাঁরই নামে।

মেঘনাদবধ কাব্যের উপাদান বাল্মীকি রামায়ণ থেকে গৃহীত হলেও মধুসূদনের কালজয়ী সৃজনশীল প্রতিভার স্পর্শে স্বাদে ও জীবন ভাবনায় তা তাঁর নিজস্ব মৌলিক রচনা হয়ে উঠেছে।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য ঃ কৃষ্ণবিরহকাতরা ব্রজবালা রাধিকার বিলাপ ও আর্তি এই গীতিকবিতাগুচ্ছের প্রাণবস্তু। কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালের জুলাই মাসে যদিও রচিত হয়েছিল মেঘনাদবধ কাব্য রচনার পূর্বেই। কাব্যগ্রন্থের বিজ্ঞাপনের একস্থানে বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত লিখেছেন ঃ

........"তাঁহার অমিত্রাক্ষর কবিতা রচনাতে যাদৃশ অনুরাগ মিত্রাক্ষরে কিছু সেরূপ নাই বটে, তথাপি তিনি যে প্রণালীতে এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার মিত্রামিত্র উভয়াত্মক অক্ষরেই তদ্রচনার ক্ষমতা প্রতিপন্ন করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ে শ্রীমতি রাধিকার প্রেম প্রসঙ্গে অনেকে অনেক প্রকার কাব্যরচনা করিয়া গিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ নূতন ছন্দ ও

সুমধুর নবভাব পরিপূরিত কবিতা এ পর্যন্ত কেহই রচনা করেন নাই বোধ হয়।”.....

বীরাঙ্গনাকাব্য ঃ কবির এক অভিনব পরিকল্পনার পরিণতি এই পত্র-কাব্য। নায়িকাদের হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বত সংলাপ পত্রাকারে লিখিত হয়েছে। পত্রখণ্ডগুলির বিশেষত্ব এই যে, কাহিনীর খণ্ডাংশে সূক্ষ্মভাবে গল্পরস সম্পৃক্ত হয়ে আছে। এই ধরনের রচনা বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম রচিত হল। মধুসূদনের বিভিন্ন চিঠিপত্র থেকে যে আভাষ পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান করা যায়, কাব্যটি রচিত হয় ১৮৬৬ সালের শেষ দিকে অথবা ১৯৬২ সালের জানুয়ারীর মধ্যে। প্রকাশিত হয় ১৮৬২ সালের শেষ দিকে।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী ঃ পাশ্চাত্য সনেটের অনুসরণে চতুর্দশ পংক্তিযুক্ত কবিতা মধুসূদন বাংলায় প্রথম প্রবর্তন করেন। ফ্রান্সের ভার্সেলস শহরে অবস্থানকালে এই কবিতাবলীর অধিকাংশ রচিত হয়। পরে ১৮৬৬ সালের ১লা আগস্ট গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে নানা বিষয়ের সমাবেশ ঘটলেও অন্তর্নিহিত সুরে কবির মানস-ভ্রমণের বৈচিত্র্য সহজেই ধরা পড়ে।

নানা কবিতা ঃ এই শিরোনামে গ্রথিত হয়েছে কবির বিভিন্ন সময়ে রচিত কাব্য-কবিতা। এই অংশের বেশির ভাগ কবিতাই নানান পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি।

নাটক ও প্রহসন

শর্ম্মিষ্ঠা নাটক ঃ মধুসূদনের সৃজনশীল প্রতিভা যেমন কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও পুষ্ট করেছে, নাট্যসাহিত্যেও সমানভাবে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। পাশ্চাত্য নাট্যরীতির অনুসরণে বাংলায় প্রথম ঐতিহাসিক নাটক ও প্রহসন তিনিই রচনা করেন।

পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উৎসাহে ও পৃষ্টপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় বেলগাছিয়া নাট্যশালা। এখানে ১৮৫৮ সালের ৩১ শে জুলাই প্রথম অভিনীত হয় শ্রীহর্ষের রত্নাবলী নাটক। এই সংস্কৃত নাটকটি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। এই নাটক ইংরাজীতে অনুবাদ করার সূত্রে মধুসূদন যুক্ত হন এই নাট্যশালার সঙ্গে। রাজাদের আগ্রহে উৎসাহিত হয়ে মধুসূদন শর্ম্মিষ্ঠা নাটক রচনা করেন। এইটিই তাঁর প্রথম বাংলা রচনা।

বেলগাছিয়া থিয়েটারে শর্ম্মিষ্ঠা নাটক মঞ্চস্থ হয় ১৮৫৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে—পাইকপাড়ার রাজাদেরই অর্থানুকূল্যে। মধুসূদন পরে এই নাটকের ইংরাজী অনুবাদও করেন।

পদ্মাবতী নাটক ঃ গ্রীক পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে এই নাটক রচিত হয়েছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবিষ্কারের পর মধুসূদন এই নাটকেই প্রথম এই ছন্দে কবিতা লেখেন। প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে।

একেই কি বলে সভ্যতা? বুড় সালিকের ঘাড়ে রো? ঃ বেলগাছিয়া নাট্যশালার তাগিদেই এই ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন দুটি রচনা করেন মধুসূদন। কিন্তু প্রভাবশালী

মহলের আপত্তির ফলে মঞ্চস্থ হতে পারেনি। লেখার সময়ে মধুসূদন দ্বিতীয় প্রহসনটির নাম দিয়েছিলেন 'ভগ্ন শিব মন্দির'। পরে নাম পরিবর্তন করে' বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' রাখা হয়। প্রহসন দুটি একই সঙ্গে প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে। প্রকাশনার ব্যয়ভার বহন করেন বেলগাছিয়ার ছোটরাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ।

'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রথম অভিনীত হয় ১৮৬৫ সালের ১৮ জুলাই শোভাবাজার থিয়েট্রিকাল সোসাইটি কর্তৃক এবং ১৮৬৬ সালে আরপুলি নাট্যসমাজ কর্তৃক 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ।'

কৃষ্ণকুমারী নাটক ঃ 'মেঘনাদবধ কাব্য' লিখতে লিখতে মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী রচনা শুরু করেন ১৯৬০ সালে। প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালের শেষভাগে। প্রকাশের সাতবছর পরে ১৮৬৭ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি প্রথম অভিনীত হয় শোভাবাজার নাট্যশালায়। নাটকটির কাহিনী রাজনৈতিক ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে স্থাপন করেও মধুসূদন আশ্চর্য কৌশলে একটি বৃত্তাকার কাহিনীতে রূপায়িত করেছেন।

মায়া-কানন ঃ ১৮৭৩ সালে কলকাতায় বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মধুসূদন এই রঙ্গালয়ের জন্য লেখেন মায়া-কানন। প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালের ১৪ই মার্চ। একই বছরের ১৮ এপ্রিল অভিনীত হয় বেঙ্গল থিয়েটারে।

গদ্যরচনা

হেক্‌টর-বধ ঃ মহাকবি হোমারের ইলিয়াড কাব্যের কাহিনী সংক্ষিপ্ত আকারে বাংলা ভাষায় সমাপ্ত করতে পারেননি মধুসূদন। ছয়টি পরিচ্ছেদে মূল কাব্যের মাত্র বারোটি সর্গের কাহিনী বিবৃত করেছেন। আরও বারোটি সর্গের কাহিনী নানা কারণে লেখা হয়নি। অসমাপ্ত আকারেই ১৮৭১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থের উপহারপত্রে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে কবি লিখেছেন ঃ

".....মহাকাব্য রচয়িতাকুলের মধ্যে ঈলিয়াস্ রচয়িতা কবি যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ, ইহা সকলেই জানেন.......আমাদিগের রামায়ণ ও মহাভারত রামচন্দ্রের, পঞ্চপাণ্ডবের জীবন-চরিত মাত্র, তবে কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, কিরাতার্জ্জুনীয়ম্ ও নৈষধ ইত্যাদি কাব্য উরূপা খণ্ডের অলংকারশাস্ত্রগুরু অরিস্ততালীসের মতে মহাকাব্য বটে, কিন্তু ঈলিয়াসের নিকট এসকল কাব্য কোথায়? দুঃখের বিষয় এই যে এ লেখকের দোষে বঙ্গ জনগণ কবিপিতার মহাত্মতা ও দেবোপম শক্তি, বোধহয়, প্রায় কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। যদি আমি মেঘ রূপে এ চন্দ্রিমার বিভারাশি স্থানে স্থানে ও সময়ে সময়ে অজ্ঞতা তিমিরে গ্রাস করি, তবুও আমার মার্জ্জনার্থে এই একমাত্র কারণ রহিল, যে সুকোমলা মাতৃভাষার প্রতি আমার এতদূর অনুরাগ, যে তাহাকে এ অলঙ্কারখানি না দিয়া থাকিতে পারি না।"

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

প্রথম সর্গ

ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন;
সতত ধবলাকৃতি, অচল,[1] অটল;
যেন উৰ্দ্ধবাহু সদা, শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগীকুলধ্যেয় যোগী![2] নিকুঞ্জ, কানন,
তরুরাজি, লতাবলী, মুকুল, কুসুম—
অন্যান্য অচলভালে শোভে যে সকল,
(যেন মরকতময় কনককিরীট)
না পরে এ গিরি, সবে করি অবহেলা,
বিমুখ পৃথিবীপতি পৃথ্বীসুখে যেন
জিতেন্দ্রিয়! সুনাদিনী বিহঙ্গিনীদল,
সুনাদী বিহঙ্গ, অলি মত্ত মধুলোভে,
কভু নাহি ভ্রমে তথা! মৃগেন্দ্র কেশরী,—
করীশ্বর,—গিরীশ্বরশরীর[3] যাহার,—
শার্দ্দুল, ভল্লুক, বনচর জীব যত—
বনকমলিনী কুরঙ্গিণী সুলোচনা,—
ফণিনী মণিকুন্তলা, বিষাকর ফণী,—
না যায় নিকটে তার—বিকট শেখর!
অদূরে ঘোর তিমির গভীর গহ্বরে,
কলকল করে জল মহাকোলাহলে,
ভোগবতী[4] স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি
কল্লোলিনী ; ঘন স্বনে বহেন পবন,
মহাকোপে লয়রূপে তমোগুণান্বিত,
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ব্বনাশকারী!
দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, দানবারি,—
দানবী, মানবী, দেবী, কিবা নিশাচরী
সকলেরি অগম — দুর্গম দুর্গ যেন!
দিবানিশি মেঘরাশি উড়ে চারি দিকে,
ভূতনাথসঙ্গে রঙ্গে নাচে ভূত যেন।

এ হেন নির্জ্জন স্থানে দেব পুরন্দর
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা
বীণাপাণি? কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে
প্রণমি, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি!
তব কৃপা-মন্দর দানব-দেব-বল,
শেষের অশেষ দেহ—দেহ এ দাসেরে ;[5]
এ বাক্‌সাগর আমি মথি সযতনে,
লভি, মা, কবিতামৃত—নিরুপম সুধা!
অকিঞ্চনে কর দয়া, বিশ্ববিনোদিনি!
যে শশীর স্থান, মাতঃ, স্থাণুর ললাটে,[6]
তাঁহারি আভায় শোভে ফুলকুলদলে
নিশার শিশিরবিন্দু, মুক্তাফলরূপে!—
কহ, সতি ;—কি না তুমি জান, জ্ঞানময়ি?
কোথা সে ত্রিদিব, যার ভোগ লভিবারে
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে,
কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে—
সাগর বিপুলবংশ যে লোভেতে হত?[7]
কোথা সে অমরাপুরী কনকনগরী?
কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম,[8] সুবর্ণ আলয়,
প্রভায় মলিন যার ইন্দু, প্রভাকর?
কোথা সে কনকাসন, রাজছত্র কোথা,
রবির পরিধি যেন মেরু-শৃঙ্গোপরি—
উভয় উজ্জ্বলতর উভয়ের তেজে?
কোথা সে নন্দনবন, সুখের সদন?
কোথা পারিজাত-ফুল, ফুলকুলপতি?
কোথা সে উর্বশী, রূপে ঋষি-মনোহরা,
চিত্রলেখা—জগৎজনের চিত্তে লেখা,
মিশ্রকেশী—যার কেশ, কামের নিগড়,
কি অমরে, কিবা নরে, না বাঁধে কাহারে?
কোথায় কিন্নর? কোথা বিদ্যাধরদল?

---

১. পর্বত। ২. যোগীকুলের ধ্যেয় যে মহাযোগী অর্থাৎ মহাদেব। ৩. শ্রেষ্ঠ পর্বতের ন্যায় বিপুলাকৃতি।
৪. ত্রিলোকে গঙ্গার তিন নাম। স্বর্গে সুরধুনী, মর্ত্যে গঙ্গা, পাতালে ভোগবতী।
৫. মন্দর পর্বতকে মথন-দণ্ড ও শেষনাগকে মথন-রজ্জু করে দানব ও দেবগণ সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগে সমুদ্র মন্থন করে অমৃত তুলেছিলেন। কবি দেবী সরস্বতীর কাছে প্রার্থনা করছেন, তিনি যেন বিপুলদেহ মন্দর পর্বতের ন্যায় তাঁর অপার করুণা, দেব-দানবের অপরিসীম বল ও শেষনাগের বিনাশহীন দেহের ন্যায় সুদীর্ঘ জীবন লাভ করেন, শব্দ ও বাক্যরূপ সাগর মন্থন করে তিনি অমৃতরূপ কাব্য রচনা করবেন।
৬. স্থাণু অর্থাৎ পর্বত। এখানে ধ্যানমগ্ন অচল অটল মহাযোগী শিব।
৭. রামায়ণের সগর রাজবংশের কাহিনী — অক্ষয় স্বর্গ লাভ কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান আয়োজন কালে পাতালে সগর রাজার ষাটহাজার পুত্র কপিল মুনির কোপে প্রাণ হারিয়েছিল।
৮. বৈজয়ন্ত দেবরাজ ইন্দ্রের এক নাম। এখানে ইন্দ্রের বাসস্থান—ইন্দ্রপুরী।

গন্ধর্ব্ব—মদনগর্ব্ব, খর্ব্ব যার রূপে?
চিত্ররথ—কামিনীকুলের মনোরথ—
মহারথী? কোথা বজ্র, ভীমপ্রহরণ!
যার দ্রুত ইরম্মদে,[৯] গভীর গর্জ্জনে,
দেব-কলেবর কাঁপে করি থর থর;
ভূধর অধীর সদা, চমকে ভুবন
আতঙ্কে? কোথা সে ধনুঃ, ধনুঃকুলরাজা
আভাময়, যার চারু-রত্ন-কান্তিছটা
শোভে গো গগনশিরে (মেঘময় যবে)
শিখিপুচ্ছচূড়া যেন হৃষীকেশকেশে![১০]
কোথায় পুষ্কর, আবর্ত্তক—ঘনেশ্বর?
কোথায় মাতলি বলী? কোথা সে বিমান,
মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে—
গতি, ভাতি—উভয়েতে তড়িৎ লাঞ্ছিত?
কোথায় গজেন্দ্র ঐরাবত? উচ্চৈঃশ্রবাঃ
হয়েশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি?
কোথায় পৌলোমী[১১] সতী, অনন্ত-যৌবনা,
দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরোবর-কমলিনী,
দেব-কুল-লোচন-আনন্দময়ী দেবী,
আয়তলোচনা? কোথা স্বর্ণ কল্পতরু,
কামদ বিধাতা যথা, যার পূত পদ
আনন্দে নন্দনবনে দেবী মন্দাকিনী[১২]
ধোন্ সদা প্রবাহিণী কলকল কলে?—
হায় রে, কোথায় আজি সে দেববিভব!
হায় রে, কোথায় আজি সে দেবমহিমা!
দুর্দ্দান্ত দানবদল, দৈববলে বলী,
পরাভবি সুরদলে ঘোরতর রণে,
পূরিয়াছে স্বর্গপুরী মহাকোলাহলে,
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি।
যথা প্রলয়ের কালে, রুদ্রের নিশ্বাস
বাতময়, উথলিলে জল সমাকুল,
প্রবল তরঙ্গদল, তীর অতিক্রমি,
বসুধার কুন্তল হইতে লয় কাড়ি
সুবর্ণকুসুম-লতা-মণ্ডিত মুকুট;—
যে সুচারু শ্যামঅঙ্গ ঋতুকুলপতি
গাঁথি নানা ফুলমালা সাজান আপনি
আদরে, হরে প্লাবন তার আভরণ।

সহস্রেক বৎসর যুঝিয়া দানবারি;
প্রচণ্ড দিতিজ[১৩] ভুজ প্রতাপে তাপিত,
ভঙ্গ দিয়া বিমুখ হইলা সবে রণে—
আকুল! পাবক যথা, বায়ু যাঁর সখা,
সর্ব্বভুক্, প্রবেশিলে নিবিড় কাননে,
মহাত্রাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালায় কেশরী:
মদকল নগদল,[১৪] চঞ্চল সভয়ে,
করভ[১৫] করিণী ছাড়ি পালায় অমনি
আশুগতি; মৃগাদন[১৬] শার্দ্দূল, বরাহ,
মহিষ, ভীষণ খড়্গী—অক্ষয় শরীরী,
ভল্লুক বিকটাকার, দুরন্ত হিংসক
পালায় ভৈরবরবে, ত্যজি বনরাজি;—
পালায় কুরঙ্গ রঙ্গরসে ভঙ্গ দিয়া,
ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ, বেগে ধায় চারি দিকে;—
মহাকোলাহলে চলে জীবন-তরঙ্গ,
জীবনতরঙ্গ যথা পবনতাড়নে!
অব্যর্থ কুলিশে[১৭] ব্যর্থ দেখি সে সমরে,
পালাইলা পরিহরি সংগ্রাম কুলিশী[১৮]
পুরন্দর; পালাইলা পাশী[১৯] দেখি পাশে
ম্রিয়মাণ, মন্ত্রবলে মহোরগ[২০] যেন!
পালাইলা যক্ষনাথ[২১] ভীম গদা ফেলি,
করী যেন করহীন! পালাইলা বেগে
বাতাকারে মৃগপৃষ্ঠে[২২] বায়ুকুলপতি;
জরজর-কলেবর, দুষ্টাসুর-শরে
পালাইলা শিখি-পৃষ্ঠে শিখিবরাসন
মহারথী;[২৩] পালাইলা মহিষ বাহনে
সর্ব্বঅন্তকারী যম, দন্ত কড়মড়ি,
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড—ব্যর্থ এবে রণে।
পালাইলা দেবগণ রণভূমি ত্যজি;
জয় জয় নাদে দৈত্য ভুবন পূরিল।
দৈববলে বলী পাপী, মহা অহঙ্কারে
প্রবেশিল স্বর্গপুরী—কনক নগরী,—
দেবরাজাসনে, মরি, দেবারি বসিল!
হায় রে, যে রতির মৃণাল-ভুজপাশ,
(প্রেমের কুসুম-ডোর,) বাঁধিত সতত
মধুসখে, স্মরহর-কোপানল যেন
বিরহ-অনল রূপ ধরি, মহাতাপে

৯. মুহুর্মুহু ঝলকিত বিদ্যুৎ।
১০. মেঘাচ্ছন্ন আকাশে উজ্জ্বল বর্ণময় ইন্দ্রধনু যেন শ্রীকৃষ্ণের চূড়ার ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় শোভমান।
১১. পুলোমা দৈত্যের কন্যা দেবরাজ ইন্দ্রের স্ত্রী। ১২. স্বর্গবাহিনী গঙ্গা। ১৩. কশ্যপপত্নী দিতির পুত্র দানবগণ।
১৪. মত্ত হস্তীর তুল্য চঞ্চল ও কম্পমান পাহাড়শ্রেণী।
১৫. হস্তীশাবক। ১৬. পশুহনক। ১৭. বজ্র।
১৮. বজ্রধারণকারী। ১৯. পাশধারী বরুণদেব।
২০. মহাসর্প। ২১. যক্ষরাজ কুবের। ২২. বাহন মৃগের পৃষ্ঠে। ২৩. ময়ূর যার বাহন সেই দেবসেনাপতি।

খণ্ডিতে লাগিল এবে সে রতির হিয়া।[২৪]
সুন্দ উপসুন্দাসুর, সুরে পরাভবি,
লণ্ড ভণ্ড করিল অখিল ভূমণ্ডল ;
ঔর্ব্ব ঋষি ক্রোধানল পশি যেন জলে,
জ্বালাইলা জলেশ্বরে, নাশি জলচরে।[২৫]
তোমার এ বিধি, বিধি, কে পারে বুঝিতে,
কিবা নরে, কি অমরে? বোধাগম্য তুমি!
ত্যজি দেববলদলে দেবদলপতি
হিমাচলে মহাবল চলিলা একাকী ;—
যথা পক্ষরাজ বাজ, নির্দ্দয় কিরাত
লুটিলে কুলায় তার পর্ব্বত-কন্দরে,
শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া,
আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গোপরি,
কিম্বা উচ্চশাখ বৃক্ষশাখে বসে উড়ি ;—
ধবল অচলে এবে চলিলা বাসব।
বিপদের কালজাল আসি বেড়ে যবে,
মহতজনভরসা মহত যে জন।
এই সুরপতি যবে ভীষণ অশনি-
প্রহারে[২৬] চূর্ণিয়াছিলা শৈল-কুল-পাখা
হৈম, শৈলরাজসুত মৈনাক পশিলা
অতলজলধিতলে—মান বাঁচাইতে![২৭]
যথা ঘোরতর বাত্যা, অস্থিরি নির্ঘোষে
গভীর পয়োধি[২৮] নীর, ধরি মহাবলে
জলচর-কুলপতি মীনেন্দ্র তিমিরে,
ফেলাইলে তুলে কূলে, মৎস্যনাথ তথা
অসহায় মহামতি হয়েন অচল ;
অভিমানে শিলাসনে বসিলা আসিয়া
জিষ্ণু[২৯]—অজিষ্ণু গো আজি দানব-সংগ্রামে
দানবারি! মহারথী বসিলা একাকী ;—
নিকটে বিকট বজ্র, ব্যর্থ এবে রণে,
কমল চরণে পড়ি যায় গড়াগড়ি,
প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষতশীর কেশরী
শিখরী সমীপে যথা—ব্যথিত হৃদয়ে!
কনক-নির্ম্মিত ধনু—রতন-মণ্ডিত,
(কাদম্বিনী ধনী যারে পাইলে অমনি
যতনে সীমন্তদেশে পরয়ে হরষে)
অনাদরে শোভে, হায়, পর্ব্বতশিখরে,
ধবল-ললাট-দেশ উজলি সুতেজে,
শশিকলা উমাপতি-ললাটে যেমতি।
শূন্য তূণ—বারিশূন্য সাগর যেমনি,
যবে ঋষি অগস্ত্য শুষিলা জলদলে
ঘোর রোষে![৩০] শঙ্খ, যার নিনাদে আকুল
দৈত্যকুল—করী-অরি-নিনাদে যেমতি
করিবৃন্দ—নিরানন্দে সে এবে!
হায় রে, অনাথ আজি ত্রিদিবের নাথ!
হায় রে, গরিমাহীন গরিমা-নিধান!
যে মিহির, তিমিরারি, কর-রত্ন-দানে
ভূষেন রজনী-সখা, স্বর্ণতারাবলী,
গ্রহরাশি,—রাহু আসি গ্রাসিয়াছে তাঁরে!
এবে দিনমণি দেব, মৃদু-মন্দ-গতি,
অস্তাচলে চালাইলা স্বর্ণ-চক্ররথ,
বিশ্রাম বিলাস আশে মহীপতি যথা
সাঙ্গ করি রাজ্য-কার্য্য অবনীমণ্ডলে।
শুখাইল নলিনীর প্রফুল্ল আনন,
দুরূহ বিরহকাল কাল যেন দেখি
সমুখে! মুদিলা আঁখি ফুলকুলেশ্বরী।
মহাশোকে চক্রবাকী অবাক্ হইয়া,
আইলো তরুর কোলে ভাসি নেত্রনীরে,
একাকিনী—বিরহিণী—বিষণ্ণবদনা,
বিধবা দুহিতা যেন জনকের গৃহে।
মৃদুহাসি শশী সহ নিশি দিলা দেখা,
তারাময় সিঁথি পরি সীমন্তে সুন্দরী ;
বন, উপবন, শৈল, জলাশয়, সরঃ,
চন্দ্রিমার রজঃকান্তি কান্তিল সবারে।
শোভিল বিমল জলে বিধুপরায়ণা
কুমুদিনী ; স্থলে শোভে বিশদবসনা[৩০] (১)
ধুতুরা চির যোগিনী, অলি মধুলোভী
কভু না পরশে যারে। উতরিলা ধীরে,
বিরাম-দায়িনী নিদ্রা—রজনীর সখী—
কুহকিনী স্বপ্নদেবী স্বজনীর সহ।
বসুমতী সতী তাঁর চরণকমলে,
জীবকুল লয়ে নমি নীরব হইলা।
আইলা রজনী ধনী ধবল-শিখরে
ধীরভাবে, ভীমা দেবী ভীম পাশে যথা
মন্দগতি। গেলা সতী কৌমুদীবসনা
শিলাতলে দেবরাজ বিরাজেন যথা।

২৪. মদন ভস্মের পর পত্নী রতির বিলাপ প্রসঙ্গ।
২৫. বাড়বাগ্নির জন্ম-প্রসঙ্গ। ২৬. বজ্রাঘাতে।
২৭. দেবরাজ ইন্দ্রের উড়ন্ত মৈনাক পর্বতের ডানা কেটে দেবার পৌরাণিক প্রসঙ্গ।
২৮. সমুদ্র। ২৯. জয়শীল—বিজয়ী। ৩০. অগস্ত্য মুনির সমুদ্র শোষণের পৌরাণিক প্রসঙ্গ। ৩০(১). শুভ্রবসন পরিহিতা।

ধরি পাদপদ্মযুগ করপদ্মযুগে,
কাঁদিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবী প্রণাম করিলা
দেবনাথে। অশ্রু-বিন্দু, ইন্দ্রের চরণে,
শোভিল, শিশির যেন শতদল-দলে,
জাগান অরুণে যবে উষা সাজাইতে
একচক্ররথ, খুলি সুকমল-করে
পূর্ব্বাশার হৈম দ্বার! আইলেন এবে
নিদ্রাদেবী, সহ স্বপ্ন-দেবী সহচরী,
পুষ্পদাম সহ, আহা, সৌরভ যেমতি!
মৃদু মন্দ গন্ধবহ-বাহনে আরোহি,
আসি উতরিলা দোঁহে যথা বজ্রপাণি ;
কিন্তু শোকাকুল হেরি দেবকুলনাথে,
নিঃশব্দে বিনতভাবে দূরে দাঁড়াইলা,
সুকিঙ্করীবৃন্দ যথা নরেন্দ্র সমীপে
দাঁড়ায়,—উজ্জ্বল স্বর্ণপুতলীর দল।
হেরি অসুরারি দেবে শোকের সাগরে
মগ্ন, মগ্ন বিশ্ব যেন প্রলয়সলিলে,—
কাঁদিতে কাঁদিতে নিশি নিদ্রা পানে চাহি,
সুমধুর স্বরে শ্যামা কহিতে লাগিলা ;—
"হায়, সখি, এ কি লীলা খেলিলা বিধাতা?
দেবকুলেশ্বর যিনি, ত্রিদিবের পতি,
এই শিলাময় দেশ—অগম, বিজন,
ভয়ঙ্কর—মরি! এ কি সাজে লো তাঁহারে?
হায় রে, যে কল্পতরু নন্দনকাননে,
মন্দাকিনী তটিনীর স্বর্ণতটে শোভে
প্রভাময়, কে ফেলে লো উপাড়ি তাহারে
মরুভূমে? কার বুক না ফাটে লো দেখি
এ মিহিরে ডুবিতে এ তিমির-সাগরে!"
কহিতে কহিতে দেবী শর্ব্বরী[৩১] সুন্দরী
কাঁদিয়া তারাকুন্তলা ব্যাকুলা হইলা!
শোকের তরঙ্গ যবে উথলে হৃদয়ে,
ছিন্ন-তার বীণা সম নীরব রসনা ;—
অরে রে দারুণ শোক, এই তোর রীতি!
শুনি যামিনীর বাণী, নিদ্রাদেবী তবে
উত্তর করিলা সতী অমৃতভাষিণী,
মধুপানে মাতি যেন মধুকরীশ্বরী[৩২]
মধুর গুঞ্জরে, আহা, নিকুঞ্জ পূরিলা :—
"যা কহিলে সত্য, সখি, দেখি বুক ফাটে ;
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে?
আইস এবে, তুমি, আমি, স্বপ্নদেবী সহ,
কিঞ্চিৎ কালের তরে হরি, যদি পারি,
এ বিষম শোকশেল, যতন করিয়া।
ডাক তুমি, হে স্বজনি, মলয় পবনে ;
বল তারে সুসৌরভ আশু আনিবারে,
কহ তব সুধাংশুরে সুধা বরষিতে।
যাই আমি, যদি পারি, মুদি, প্রিয়সখি,
ও সহস্র আঁখি, মন্ত্রবলে কি কৌশলে।
গড়ুক স্বপনদেবী মায়ার পৌলোমী—
মৃগাক্ষী,[৩৩] পীবরস্তনী,[৩৪] সুবিম্ব-অধরা,
সুশোভিত কবরী মন্দারে, কৃশোদরী ;
বেড়ুক দেবেন্দ্রে সৃজি মায়ার নন্দন ;
মায়ার উর্ব্বশী আসি, স্বর্ণবীণা করে,
গায়ুক মধুর গীত মধু পঞ্চস্বরে;
রম্ভা-উরু রম্ভা আসি নাচুক কৌতুকে।
যে অবধি, নলিনীর বিরহে কাতর,
নলিনীর সখা আসি নাহি দেন দেখা
কনক উদয়াচল-শিখরে, উজলি
দশ দিশ, হে স্বজনি, আইস তোমা দোঁহে,
সাধিতে এ কার্য্য মোরা করি প্রাণপণ।"
তবে নিশি, সহ নিদ্রা, স্বপ্ন কুহকিনী,
হাত ধরাধরি করি, বেড়িলা বাসবে—
সুবর্ণ চম্পকদাম গাঁথি যেন রতি
দোলাইলা প্রাণপতি মদনের গলে!
ধীরভাবে দেবীদল, বেড়িয়া দেবেশে,
যাঁর যত তন্ত্র, মন্ত্র, ছিটা, ফোঁটা ছিল,
একে একে লাগাইলা ; কিন্তু দৈবদোষে,
বিফল হইল সব ; যামিনী অমনি,
চঞ্চল বিস্ময়ে দেবী, মৃদু, কলস্বরে,—
একাকিনী, সুনাদিনী কপোতী যেমতি
কুহরে নিবিড় বনে—কহিতে লাগিলা ;—
"কি আশ্চর্য্য, প্রিয়সখি, দেখিলাম আজি!
কেবা জিনে ত্রিভুবনে আমা তিন জনে?
চিরবিজয়িনী মোরা যাই লো যে স্থলে!
সাগর মাঝারে, কিম্বা গহন বিপিনে,
রাজসভা, রণভূমে, বাসরে, আসরে,
কারাগারে, দুঃখ, সুখ, উভয় সদনে,
করি জয় স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে, আমরা ;
কিন্তু সে প্রবল বল বৃথা হেথা এবে।"
শুনি স্বপ্নদেবী হাসি—হাসে শশী যথা—
কহিলা শ্যামা স্বজনী রজনীর প্রতি ;

৩১. রাত্রিদেবী। ৩২. রানী মৌমাছি। ৩৩. হরিণের ন্যায় চোখ যার। ৩৪. যার স্তনযুগল স্থূল।

মিছে খেদ কেন, সখি, কর গো আপনি?
দেবেন্দ্ররমণী ধনী পুলোমদুহিতা
বিনা, আর কার সাধ্য নিবাইতে পারে
এ জ্বলন্ত শোকানল? যদি আজ্ঞা দেহ,
যাই আমি আনি হেথা সে চারুহাসিনী।
হায়, সখি, পতিহীনা কপোতী যেমতি,
কন্দর, শৃঙ্গধর সমীপে, বিলাপি
ডাকে কান্তে সীমন্তিনী, বিরহবিধুরা,
সাথি দূতী সহ সতী ভ্রমেন জগতে,
শোকে! শুন মন দিয়া, রজনি স্বজনি,
যদি আজ্ঞা কর তবে এখনি যাইব।"
এত বলি আদেশিলা শশাঙ্করঙ্গিণী।
চলিলা স্বপনদেবী নীলাম্বর-পথে—
বিমল তরলতর রূপে আলো করি
দশ দিশ ; আশুগতি গেলা কুহকিনী,
উৎপতিত তারা যেন উঠিল আকাশে।
গেলা চলি স্বপ্নদেবী মায়াবী সুন্দরী
দ্রুতবেগে ; বিভাবরী নিদ্রাদেবী সহ
বসিল ধবল শৃঙ্গে ; আহা, কিবা শোভা!
যুগল কমল, যেন জগৎ মোহিতে,
ফুটিল এক মৃণালে ক্ষীর-সরোবরে!
ধবল শিখরে বসি নিদ্রা, বিভাবরী,
আকাশের পানে দোঁহে চাহিতে লাগিলা,
হায় রে, চাতকী যথা সতৃষ্ণ নয়নে
চাহে আকাশের পানে জলধারা-আশে!
আচম্বিতে পূর্ব্বভাগে গগনমণ্ডল
উজলিল, যেন দ্রুত পাবকের শিখা,
ঠেলি ফেলি দুই পাশে তিমির-তরঙ্গ,
উঠিল অম্বর-পথে ; কিম্বা ত্বিষাম্পতি[৩৫]
অরুণ সারথি সহ স্বর্ণচক্র রথে
উদয় অচলে আসি দরশন দিলা।
শতেক যোজন বেড়ি আলোক-মণ্ডল
শোভিল আকাশে, যেন রঞ্জনের ছটা
নীলোৎপল-দলে, কিম্বা নিকষে যেমতি
সুবর্ণের রেখা—লেখা বক্র চক্ররূপে।
এ সুন্দর প্রভাকর পরিধি মাঝারে,
মেঘাসনে বসি ওগো কোন্ সতী ওই?
কেমনে, কহ, মা, শ্বেতকমলবাসিনি,
কেমনে মানব আমি চাব ওঁর পানে?
রবিচ্ছবি পানে, দেবি, কে পারে চাহিতে?
এ দুর্ব্বল দাসে কর তব বলে বলী।
চরণ যুগল শোভে মেঘবর-শিরে,
নীল জলে রক্তোৎপল প্রফুল্লিত যথা,
কিম্বা মাধবের বুকে কৌস্তুভ রতন।
দশ চন্দ্র পড়ি রে রাজীব[৩৬] পদতলে,
পূজা ছলে বসে তথা—সুখের সদন।
কাঞ্চন-মুকুট শিরে—দিনমণি তাহে
মণিরূপে শোভে ভানু ; পৃষ্ঠে মন্দ দোলে
বেণী,—কামবধূ রতি যে বেণী লইয়া
গড়েন নিগড় সদা বাঁধিতে বাসবে!
অনন্ত যৌবন দেব, বসন্ত যেমনি
সাজায় মহীর দেহ সুমধুর মাসে,
উল্লাসে ইন্দ্রাণী পাশে বিরাজে সতত
অনুচর, যোগাইয়া বিবিধ ভূষণ!
অলিপংক্তি,—রতিপতি-ধনুকের গুণ,—
সে ধনুরাকার ধরি বসিয়াছে সুখে
কমল নয়ন-যুগোপরি, মধু আশে
নীরব!—হায় রে মরি! এ তিন ভুবনে
কে পারে ফিরাতে আঁখি হেরি ও বদন!
পদ্মরাগ-খচিত, পদ্মের পর্ণ সম
পট্টবস্ত্র ; সু-অঞ্চল জ্বলে রত্নাবলী,
বিজলীর ঝলা যেন অচঞ্চল সদা!
সে আঁচল ইন্দ্রাণীর পীনস্তনোপরি
ভাতে, কামকেতু যথা যবে কামসখা
বসন্ত, হিমান্তে, তারে উড়ায় কৌতুকে!
ভুবনমোহিনী দেবী, বসি মেঘাসনে,
আইলা অম্বরপথে মৃদুমন্দগতি,—
নীলাম্বু সাগর-মুখে নীলোৎপল-দলে
যথা রমা সুকেশিনী কেশববাসনা,
সুরাসুর মিলি যবে মথিলা সাগরে![৩৭]
হায়, ও কি অশ্রু কবি হেরে ও নয়নে?
অরে রে বিকট কীট, নিদারুণ শোক,
এ হেন কোমল ফুলে বাসা কি রে তোর—
সর্ব্বভুক্ সম, হায়, তুই দুরাচার
সবর্বভুক্? শূন্যমার্গে কাঁদেন বিষাদে
একাকিনী স্বরীশ্বরী![৩৮] চল, ঘনপতি![৩৯]
ঘন-কুলোত্তম তুমি, উড় দ্রুতবেগে।
তুমি হে গন্ধমাদন, তোমার শিখরে

৩৫. সূর্য। ৩৬. পদ্ম। ৩৭. দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন প্রসঙ্গ। ৩৮. স্বর্গের রানী। ৩৯. মেঘশ্রেষ্ঠ।

ফলে সে দুর্লভ স্বর্ণলতিকা, পরশে
যাহার, শোকের শক্তি-শেলাঘাত হতে
লভিবেন পরিত্রাণ বাসব সুমতি।[৪০]
আইলা পৌলোমী সতী মেঘাসনে বসি,
তেজোরাশি-বেষ্টিতা ; নাদিল জলধর ;
সে গভীর নাদ শুনি, আকাশসম্ভবা
প্রতিধ্বনি সপুলকে বিস্তারিলা তারে
চারিদিকে ; কুঞ্জবন, কন্দর, পর্ব্বত,
নিবিড় কানন, দূর নগর, নগরী,
সে স্বর-তরঙ্গ রঙ্গে পূরিল সবারে।
চাতকিনী জয়ধ্বনি করিয়া উড়িল
শূন্য পথে, হেরি দূরে প্রাণনাথে যথা
বিরহবিধুরা বালা, ধায় তার পানে।
নাচিতে লাগিল মত্ত শিখিনী সুখিনী ;
প্রকাশিল শিখী চারু চন্দ্রক-কলাপ ;
বলাকা, মালায় গাঁথা, আইলা ত্বরিতে
যুড়িয়া আকাশপথ ; সুবর্ণ কন্দলী—
ফুলকুলবধূ সতী সদা লজ্জাবতী,
মাথা তুলি শূন্যপানে চাহিয়া হাসিল ;
গোপিনী শুনি যেমনি মুরলীর ধ্বনি,
চাহে গো নিকুঞ্জপানে, যবে ব্রজধামে,
দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে যমুনার কূলে,
মৃদুস্বরে সুন্দরীরে ডাকেন মুরারি।[৪১]
ঘনাসন ত্যজি আশু নামিলা ইন্দ্রাণী
ধবলের পদদেশে। এ কি চমৎকার?
প্রভাকীর্ণ, তেজোময় কনকমণ্ডিত
সোপান দেখিলা দেবী আপন সম্মুখে—
মণি মুক্তা হীরক খচিত শত সিঁড়ি
গড়ি যেন বিশ্বকর্ম্মা স্থাপিলা সেখানে।
উঠিলেন ইন্দ্রপ্রিয়া মৃদু মন্দ গতি
ধবল শিখরে সতী। আচম্বিতে তথা
নয়ন-রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোভিল।
বিবিধ কুসুমজাল, স্তবকে স্তবকে
বনরত্ন, মধুর সর্ব্বস্ব, স্মরধন,
বিকশিয়া চারি দিকে হাসিতে লাগিল—
নীল নভস্তলে হাসে তারাদল যথা।
মধুকর-নিকর আনন্দধ্বনি করি
মকরন্দ[৪২]-লোভে অন্ধ আসি উতরিলা :
বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল
বরষিলা স্বরসুধা ; মলয় মারুত—
ফুল-কুল-নায়ক প্রবর সমীরণ—
প্রতি অনুকূল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে
প্রেমের রহস্য আসি কহিতে লাগিলা ;
ছুটিল সৌরভ যেন রতির নিশ্বাস,
মন্মথের মন যবে মথেন কামিনী
পাতি প্রণয়ের ফাঁদ প্রণয়কৌতুকে
বিরলে। বিশাল তরু, ব্রততী[৪৩]-রমণ,
মঞ্জরিত ব্রততীর বাহুপাশে বাঁধা,
দাঁড়াইল চারি দিকে, বীরবৃন্দ যথা ;
শত শত উৎস, রজস্তম্ভের আকারে
উঠিয়া আকাশে, মুক্তাফল কলরবে
বরষি, আর্দ্রিল অচলের বক্ষঃস্থল।
সে সকল জলবিন্দু একত্র মিশিয়া,
সৃজিল সত্বর এক রম্য সরোবর
বিমল-সলিল-পূর্ণ ; সে সরে হাসিল
নলিনী, ভুলিয়া ধনী তপন-বিরহ
ক্ষণকাল। কুমুদিনী, শশাঙ্ক-রঙ্গিণী,
সুখের তরঙ্গে রঙ্গে ফুটিয়া ভাসিল।
সে সরোদর্পণে তারা, তারানাথ সহ,
সুতরল জলদলে কান্তি রজতেজে,
শোভিল পুলকে—যেন নূতন গগনে!
অবিলম্বে শম্বরারি[৪৪]-সখা ঋতুপতি
উতরিলা সম্ভাষিতে ত্রিদিবের দেবী।—
কার সঙ্গে এ কুঞ্জের দিব রে তুলনা?
প্রাণপতি সহ রতি ভুঞ্জে রতি যথা
কি ছার সে কুঞ্জবন এ কুঞ্জের কাছে।
কালিন্দী আনন্দময়ী তটিনীর তটে
শোভে যে নিকুঞ্জবন—যথা প্রতিধ্বনি,
বংশীধ্বনি শুনি ধনী—আকাশদুহিতা—
শিখে সদা রাধানাম মাধবের মুখে,
এ কুঞ্জের সহ তার তুলনা না খাটে।[৪৫]
কি কহিবে কবি তবে এ কুঞ্জের শোভা?
প্রমদার পাদপদ্ম-পরশে অশোক
সুখে প্রসূনের[৪৬] হার পরে তরুবর ;
কামিনীর বিধুমুখ-শীধু[৪৭]-সিক্ত হলে,
বকুল, ব্যাকুল তার মন রঞ্জাইতে,
ফুল-আভরণে ভূষে আপনার বপুঃ
হরষে, নাগর যথা প্রেমলাভ আশে ;—

৪০. রামায়ণে বর্ণিত শক্তিশেলবিদ্ধ লক্ষণের বিশল্যকরণীযোগে জীবন লাভের প্রসঙ্গ।
৪১. রাধিকা ও কৃষ্ণের ব্রজলীলার উল্লেখ।
৪২. মধু। ৪৩. লতা। ৪৪. শম্বরাসুর হত্যাকারী মদনদেব। ৪৫. রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা প্রসঙ্গ।
৪৬. পুষ্প। ৪৭. মধু থেকে তৈরি মদ্য।

কিন্তু আজি ধবলের হেরে বাজি-খেলা।
কেন রে বিজন, বন্ধ্য, ভয়ঙ্কর গিরি,
হেরি এ নারীন্দু-পদ অরবিন্দ-যুগ,
আনন্দ-সাগর-নীরে মজিলি কি তুই?
শঙ্কর দিগম্বর, স্মর প্রহরণে,
হৈমবতী-সতী-রূপ-মাধুরী দেখিয়া,
ত্যজিলা কি কামমদে তপ যাগ ছাড়ি?
ত্যজি ভস্ম, চন্দন কি লেপিলা দেহেতে?
ফেলি দূরে হাড়মালা, রত্ন কণ্ঠমালা
পরিলা কি নীলকণ্ঠে, নীলকণ্ঠ ভব?[৪৮]—
ধন্য রে অঙ্গনাকুল, বলিহারি তোরে!
প্রবেশিলা কুঞ্জবনে পৌলোমী সুন্দরী;
অলিকুল ঝঙ্কারিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি,
মকরন্দ-গন্ধে যেন আকুল হইয়া,
পেড়িল বাসব-হৃৎ-সরসী-পদ্মিনীরে,
স্বর্গের লভিতে সুখ স্বর্গপুরী যথা
বেড়ে আসি দৈত্যদল! অদূরে সুন্দরী
মনোরম পথ এক দেখিলা সম্মুখে।
উভয় পারশে শোভে দীর্ঘ তরুরাজী,
মুকুলিত-সুবর্ণ-লতিকা-বিভূষিত,
নারী-দেহে শোভে যথা কনকের হার
চকমকি! দেবদারু—শৈলশৃঙ্গ যথা
উচ্চতর; লতাবধূ-লালসা রসাল,
রসের সাগর তরু; মৌল—মধুদ্রুম;
শোভাঞ্জন—জটাধর যথা জটাধর
কপর্দ্দী[৪৯]; বদরী[৫০]—যার স্নিগ্ধ তলে বসি,
দ্বৈপায়ন, চিরজীবী যশঃসুধা পানে,
কহেন মধুর স্বরে, ভুবন মোহিয়া,
মহাভারতের কথা! কদম্ব সুন্দর—
করি চুরি কামিনীর সুরভি নিশ্বাস
দিয়াছে মদন যার কুসুম-কলাপে,[৫১]
কেন না মন্মথ-মন মথেন যে ধনী,
তাঁর কুচাকার ধরে সে ফুল-রতন!
অশোক—বৈদেহি, হায়, তব শোকে, দেবি,
লোহিত বরণ আজু প্রসূন যাহার
যথা বিলাপীর আঁখি! শিমুল—বিশাল
বৃক্ষ, ক্ষত-দেহ যেন রণক্ষেত্রে রথী
শোণিতার্দ্র! সুইঙ্গুদী, তপোবনবাসী
তাপস; শল্‌মলী; শাল; তাল, অভ্রভেদী
চূড়াধর; নারিকেল, যার স্তনচয়
মাতৃদুগ্ধসম রসে তোষে তৃষাতুরে!
গুবাক; চালিতা; জাম, সুভ্রমররূপী
ফল যার; উর্দ্ধশির তেঁতুল; কাঁঠাল,
যার ফলে স্বর্ণকণা শোভে শত শত
ধনদের গৃহে যেন! বংশ, শতচূড়,
যাহার দুহিতা বংশী, অধর-পরশে,
গায় রে ললিত গীত সুমধুর স্বরে!
খর্জ্জুর, কুম্ভীরনিভ ভীষণ মূরতি,
তবু মধুরসে পূর্ণ! সতত থাকে রে
সুগুণ কুদেহে ভবে বিধির বিধানে!
তমাল—কালিন্দীকূলে যার ছায়াতলে
সরস বসন্তকালে রাধাকান্ত হরি
নাচেন যুবতী সহ![৫২] শমী—বরাঙ্গনা,
বন-জ্যোৎস্না! আমলকী—বনস্থলী-সখী;
গাম্ভারী—রোগান্তকারী যথা ধন্বন্তরি—
দেবতাকুলের বৈদ্য! আর কব কত?
চলিলা দেব-কামিনী মরাল-গামিনী;
রুণুরুণু ধ্বনি করি কিঙ্কিণী বাজিল;
শুনি সে মধুর বোল তরুদল যত,
রতিভ্রমে পুষ্পাঞ্জলি শত হস্ত হতে
বরষি, পূজিল স্তব্ধে রাঙা পা দুখানি।
কোকিল কোকিলা সহ মিলি আরম্ভিল
মদন-কীর্ত্তন-গান; চলিলা রূপসী—
যেখানে সুরাঙাপদ অর্পিলা ললনা,
কোকনদফুল ফুটি শোভিল সেখানে!
অদূরে দেখিলা দেবী অতি মনোহর
হৈম, মরকতময়, চারু সিংহাসন;
তাহার উপরে তরু-শাখাদল মিলি,
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে, প্রসারে কৌতুকে,
নবীন পল্লবছত্র, প্রবালে খচিত,
বেষ্টিত মাণিকরূপী মুকুলঝালরে;
সুপ্ত পীতাম্বর[৫৩]-শিরে অনন্ত যেমতি
(ফণীন্দ্র) অযুত ফণা ধরেন যতনে।
চারি দিকে ফুটে ফুল; কিংশুক, কেতকী,
স্মর-প্রহরণ[৫৪] উভে; কেশর সুন্দর—
রতিপতি করে যারে ধরেন আদরে,
ধরেন কনকদণ্ড মহীপতি যথা;
পাটলি—মদন-তূণ, পূর্ণ ফুল-শরে;

৪৮. মদনদেব কর্তৃক যোগীশ্বর মহাদেবের তপোভঙ্গ প্রসঙ্গ। ৪৯. জটাধারী শিব।
৫০. কুল নামক ফল। ৫১. সুরভিত কদমফুলের সৌন্দর্য বর্ণনা। ৫২. রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রসঙ্গ।
৫৩. পীতবর্ণের পোশাকধারী বনমালী। ৫৪. কামদেবের অস্ত্র।

মাধবিকা—যার পরিমল-মধু-আশে,
অনিল উন্মত্ত সদা ; নবীনা মালিকা—
কানন-আনন্দময়ী ; চারু গন্ধরাজ—
গন্ধের আকর, গন্ধ-মাদন যেমতি ;
চম্পক—যাহার আভা দেবী কি মানবী,
কে না লোভে ত্রিভুবনে? লোহিতলোচনা
জবা—মহিষমর্দ্দিনী আদরেন যারে ;
বকুল—আকুল অলি যার সুসৌরভে ;
কদম্ব—যাহার কান্তি দেখি, সুখে মজি,
রতির কুচ-যুগল গড়িলা বিধাতা ;
রজনীগন্ধা—রজনী-কুন্তল-শোভিনী,
শ্বেত, তব শ্বেতভুজ যথা, শ্বেতভুজে!
কর্ণিকা—কোমল উরে[৫৫] যাহার বিলাসী
(তপন-তাপেতে তাপী) শিলীমুখ,[৫৬] সুখে
লভে সুবিরাম, যথা বিরাজেন রাজা
সুপট্ট-শয়নে ; হায়, কর্ণিকা অভাগা
বরবর্ণ বৃথা যার সৌরভ বিহনে,
সতীত্ব বিহনে যথা যুবতীযৌবন।
কামিনী—যামিনী-সখী, বিশদ-বসনা
ধুতূরা যোগিনী যথা, কিন্তু রতি-দূতী,
রতি কাম সেবায় সতত ধনী রত!
পলাশ—প্রবালে গড়া কুণ্ডলের রূপে
ঝলকে যে ফুল বনস্থলী-কর্ণ মূলে ;
তিলক—ভবানী-ভালে শশিকলা যথা
সুন্দর! ঝুমুকা—যার চারু মূর্ত্তি গড়ি
সুবর্ণে, প্রমদা কর্ণে পরে মহাদরে!—
আর আর ফুল যত কে পারে বর্ণিতে?
এ সব ফুলের মাঝে দেখিলা রূপসী
শোভিছে অঙ্গনাকুল, ফুলরুচি হরি,
রূপের আভায় আলো করি বনরাজী ;—
পবর্বতদুহিতা সবে—কনক-পুতলী,
কমলবসনা, শিরে কমলকিরীট,
কমল-ভূষণা, কমলায়ত-নয়না,
কমলময়ী যেমনি কমল-বাসিনী
ইন্দিরা![৫৭] কাহার করে হৈম ধূপদান,
তাহে পুড়ি গন্ধরস, কুন্দুরু, অগুরু,
গন্ধামোদে আমোদিছে সুনিকুঞ্জবন,
যেন মহাব্রতে ব্রতী বসুন্ধরা-পতি
ধবল, ভূধরেশ্বর! কার হাতে শোভে
স্বর্ণথালে পাদ্য অর্ঘ্য ; কেহ বা বহিছে
মণিময় পাত্রে ভরি মন্দাকিনী-বারি,
কেহ বা চন্দন, চুয়া, কস্তুরী, কেশর,
কেহ বা মন্দারদাম[৫৮]— তারাময় মালা!
মৃদঙ্গ বাজায় কেহ রঙ্গরসে ঢলি ;
কোন ধনী, বীণাপাণি-গঞ্জিনী, পুলকে
ধরি বীণা, বরিষিছে সুমধুর ধ্বনি ;
কামের কামিনী সমা কোন বামা ধরে
রবাব, সঙ্গীত-রস-রসিত অর্ণব ;[৫৯]
বাজে কপিনাশ—দুঃখনাশ যার রবে ;
সপ্তস্বরা, সুমন্দিরা, আর যন্ত্র যত ;—
তম্বুরা—অম্বরপথে গম্ভীরে যেমতি
গরজে জীমূত,[৬০] নাচাইয়া ময়ূরীরে।
দেখিয়া সতীরে, যত পাৰ্ব্বতী যুবতী,[৬১]
নৃত্য করি মহানন্দে গাইতে লাগিলা,
যথা যবে, আশ্বিন, হে মাস-বংশ-রাজা,
আন তুমি গিরি-গৃহে গিরীশ-দুহিতা
গৌরী, গিরিরাজ-রাণী মেনকা সুন্দরী,
সহ সহচরীগণ, তিতি নেত্রনীরে,
নাচেন গায়েন সুখে![৬২] হেরিয়া শচীরে
অচিরে পাৰ্ব্বতীদল গীত আরম্ভিলা।
"স্বাগত, বিধুবদনা, বাসব-বাসনা!
অমরাপুরী-ঈশ্বরি! এ পর্ব্বত-দেশে
স্বাগত, ললনা, তুমি! তব দরশনে,
ধবল অচল আজি অচল হরষে!
শৈলকুল-শক্র শক্র,[৬৩] তব প্রাণপতি;
কিন্তু যূথনাথ যুঝে যূথনাথ সহ—
কেশরী কেশরী সঙ্গে যুদ্ধ-রঙ্গে রত।
আইস, হে লাবণ্যবতি, দুহিতা যেমতি,
আইসে নিজ পিত্রালয়ে নির্ভয় হৃদয়ে,
কিম্বা বিহঙ্গিনী যথা বিপদের কালে,
বহুবাহু তরু-কোলে! যাঁর অন্বেষণে
ব্যগ্র তুমি সে রতনে পাইবা এখনি—
দেখ তব পুরন্দরে ওই সিংহাসনে!"
নীরবিলা নগবালাদল, অরবিন্দ-

৫৫. বক্ষদেশে। ৫৬. মৌমাছি। ৫৭. লক্ষ্মীদেবী। ৫৮. স্বর্গের পুষ্প পারিজাতগুচ্ছ। ৫৯. সমুদ্র। ৬০. মেঘ।
৬১. পর্বতবাসিনী যুবতী।
৬২. বাংলা শাক্তপদাবলীর অন্তর্গত আগমনী ও বিজয়া গানে বর্ণিত দুর্গোৎসব প্রসঙ্গ।
৬৩. পর্বতকুলের শত্রু ইন্দ্র। উড়ন্ত পর্বত মৈনাকের ইন্দ্র কর্তৃক পক্ষচ্ছেদন প্রসঙ্গ।

ভূষণা।[৬৪] সম্মুখে দেবী কনক-আসনে,
নন্দনকাননে যেন, দেখিলা বাসবে।
অমনি রমণী, হেরি হৃদয়-রমণে,
চলিলা দেবেশ-পাশে সত্বর-গামিনী,
প্রেম-কুতূহলে ; যথা বরিষার কালে,
শৈবলিনী,[৬৫] বিরহ-বিধুরা, ধায় রড়ে
কল কল কলরবে সাগর উদ্দেশে,
মজিতে প্রেমতরঙ্গ-রঙ্গে তরঙ্গিণী।
যথা শুনি চিত্ত-বিনোদিনী বীণাধ্বনি,
উল্লাসে ফণীন্দ্র জাগে, শুনিয়া অদূরে
পৌলোমীর পদ-শব্দ—চির পরিচিত—
উঠিলেন শচীপতি শচী-সমাগমে!
উন্মীলিলা আখণ্ডল[৬৬] সহস্র লোচন,
যথা নিশা-অবসানে মানস-সুসরঃ
উন্মীলে কমল-কুল ; কিম্বা যথা যবে
রজনী শ্যামাঙ্গী ধনী আইসে মৃদুগতি,
খুলিয়া অযুত আঁখি গগন কৌতুকে
সে শ্যাম বদন হেরে—ভাসি প্রেম-রসে!
বাহু পসারিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বাঁধিলা প্রণয়পাশে চারুহাসিনীরে
যতনে, রতনাকর শশিকলা যথা,
যবে ফুল-কুল-সখী হৈমময়ী উষা
মুক্তাময় কুণ্ডল পরান ফুলকুলে!
"কোথা সে ত্রিদিব, নাথ?"—ভাসি নেত্রনীরে
কহিতে লাগিলা শচী—"দারুণ বিধাতা
হেন বাম মোর প্রতি কিসের কারণে?
কিন্তু এবে, হে রমণ, হেরি বিধুমুখ,
পাশরিল দাসী তার পূর্ব্বদুঃখ যত!
কি ছার সে স্বর্গ? ছাই তার সুখভোগে!
এ অধিনী সুখিনী কেবল তব পাশে!
বাঁধিলে শৈবলবৃন্দ সরের শরীর,
নলিনী কি ছাড়ে তারে? নিদাঘ যদ্যপি
শুখায় সে জল, তবে নলিনীও মরে!
আমি হে তোমারি, দেব!"—কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
নীরবিলা চন্দ্রাননা অশ্রুময় আঁখি ;—
চুম্বিলা সে সাশ্রু আঁখি দেব অসুরারি
সোহাগে,—চুম্বয়ে যথা মলয়-অনিল
উজ্জ্বল শিশির-বিন্দু কমল-লোচনে!
"তোমারে পাইলে, প্রিয়ে, স্বর্গের বিরহ
দুরূহ কি ভাবে কভু তোমার কিঙ্কর?
তুমি যথা, স্বর্গ তথা!"—কহিলা সুস্বরে,
বাসব, হরষে যথা গরজে কেশরী
কৃশোদর, হেরি বীর পর্ব্বত-কন্দরে
কেশরিণী কামিনীরে ;—কহিলা সুমতি,—
"তুমি যথা, স্বর্গ তথা, ত্রিদিবের দেবি!
কিন্তু, প্রিয়ে, কহ এবে কুশল বারতা!
কোথা জলনাথ? কোথা অলকার পতি?
কোথা হৈমবতীসুত তারকসূদন,[৬৭]
শমন, পবন, আর যত দেব-নেতা?
কোথা চিত্ররথ? কহ, কেমনে জানিলা
ধবল আশ্রয়ে আমি আশ্রয়ী, সুন্দরি?"
উত্তর করিলা দেবী পুলোম-দুহিতা—
মৃগাক্ষী, বিম্ব-অধরা, পীনপয়োধরা,
কৃশোদরী ;—"মম ভাগ্যে, প্রাণ-সখা, আজি
দেখা মোর শূন্য মার্গে স্বপ্নদেবী সহ!
পুষ্করের পৃষ্ঠে বসি, সৌদামিনী যেন,
ভ্রমিতেছিনু এ বিশ্ব অনাথা হইয়া,
স্বপ্ন মোরে দিল, নাথ, তোমার বারতা!
সমরে বিমুখ, হায়, অমরের সেনা,
ব্রহ্ম-লোকে স্মরে তোমা ; চল, দেবপতি,
অনতিবিলম্বে, নাথ, চল, মোর সাথে!"
শুনি ইন্দ্রাণীর বাণী, দেবেন্দ্র অমনি
স্মরিলা বিমানবরে;[৬৮] গম্ভীর নিনাদে
অটল রথ, তেজঃপুঞ্জ, সে নিকুঞ্জবনে।
বসিলা দেবদম্পতী পদ্মাসনোপরে।
উঠিল আকাশে গর্জ্জি স্বর্ণ ব্যোমযান,
আলো করি নভস্তল, বৈনতেয়[৬৯] যথা
সুধানিধি সহ সুধা বহি সযতনে।[৭০]

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে ধবল-শিখরো নাম প্রথম সর্গ।

৬৪. পদ্মপুষ্পভূষণে সজ্জিতা পর্বতকন্যাগণ। ৬৫. নদী। ৬৬. দেবরাজ ইন্দ্র।
৬৭. দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় কর্তৃক তারকাসুর বধের পৌরাণিক প্রসঙ্গ।
৬৮. দেবতাদের আকাশযান। ৬৯. বিনতার পুত্র—গরুড়। ৭০. গরুড় কর্তৃক অমৃত হরণের পৌরাণিক প্রসঙ্গ।

দ্বিতীয় সর্গ

কোথা ব্রহ্মলোক? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন?[১] যে দুর্লভ লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহা যোগ,
কেমনে, মানব আমি, ভব-মায়াজালে
আবৃত পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি,
যাইব সে মোক্ষধামে? ভেলায় চড়িয়া,
কে পারে হইতে পার অপার সাগর?
কিন্তু, হে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনি,
তব বলে বলী যে, মা, কি অসাধ্য তার
এ জগতে? উর[২] তবে, উর পদ্মালয়া
বীণাপাণি! কবির হৃদয়-পদ্মাসনে
অধিষ্ঠান কর উরি! কল্পনা-সুন্দরী—
হৈমবতী কিঙ্করী তোমার, শ্বেতভুজে,
আন সঙ্গে, শশিকলা কৌমুদী যেমতি।
এ দাসেরে বর যদি দেহ গো, বরদে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, এ ভারতভূমি
শুনিবে, আনন্দার্ণবে ভাসি নিরবধি,
এ মম সঙ্গীতধ্বনি মধু হেন মানি!
উঠিল অম্বরপথে হৈম ব্যোমযান
মহাবেগে, ঐরাবত সহ সৌদামিনী
বহি পয়োবাহ যথা; রথ-চূড়া-শিরে
শোভিল দেব-পতাকা, বিদ্যুৎ আকৃতি,
কিন্তু শান্তপ্রভাময়; ধাইল চৌদিকে—
হেরি সে কেতুর কান্তি, ভ্রান্তি-মদে মাতি,
অচলা চপলা তারে ভাবি, দ্রুতগামী
জীমূত, গম্ভীরে গর্জ্জি, লভিবার আশে
সে সুরসুন্দরী,—যথা স্বয়ম্বরস্থলে,
রাজেন্দ্রমণ্ডল, স্বয়ম্বরা-রূপবতী-
রূপমাধুরীতে অতি মোহিত হইয়া,
বেড়ে তারে,—জরজর পঞ্চশর-শরে!
এইরূপে মেঘদল আইল ধাইয়া,
হেরি দূরে সে সুকেতু রতনের ভাতি;
কিন্তু দেখি দেবরথে দেবদম্পতীরে,
সিহরি অম্বরতলে সাষ্টাঙ্গে পড়িল
অমনি! চলিল রথ মেঘময় পথে—
আনন্দময়-মদন-স্যন্দন[৩]— যেমনি
অপরাজিতা-কাননে চলে মধুকালে
মন্দগতি; কিম্বা যথা সেতু-বন্ধোপরে
কনক-পুষ্পক, বহি সীতা সীতানাথে![৪]

এড়াইয়া মেঘমালা, মাতলি সারথি
চালাইলা দেবযান ভৈরভ আরবে;
শুনি সে ভৈরবারব দিগ্বারণ যত—
ভীষণ মূরতিধর—রুষি হুঙ্কারিল
চারি দিকে; চমকিল জগত! বাসুকি
অস্থির হইলা ত্রাসে! চলিল বিমান;—
কত দূরে চন্দ্র-লোক অম্বরে শোভিল,
রজদ্বীপ নীলজলে। সে লোকে পুলকে
বসেন রতনাসনে কুমুদবাসন,
কামিনী-কুলের সখী যামিনীর সখা,
মদন রাজার বঁধু, দেব সুধানিধি
সুধাংশু। বরবর্ণিনী দক্ষের দুহিতা-
বৃন্দ বেড়ে চন্দ্রে যেন কুমুদের দাম
চির বিকচিত, পুরি আকাশ সৌরভে—
রূপের আভায় মোহি রজনীমোহনে।
হেম হর্ম্ম্যে—দিবানিশি যার চারি পাশে
ফেরে অগ্নিচক্ররাশি মহাভয়ঙ্কর—
বিরাজয়ে সুধা, যথা মেঘবর-কোলে
চপলা, বা অবরোধে যথা কুলবধূ—
ললিতা, ভুবনস্পৃহা, প্রফুল্ল-যৌবনা;
নারী-অরবিন্দ সহ ইন্দু মহামতি,
হেরি ত্রিদিবের ইন্দ্রে দূরে, প্রণমিলা
নম্রভাবে; যথা যবে প্রলয়-পবন
নিবিড় কাননে বহে, তরুকুলপতি
ব্রততী-সুন্দরীদল শাখাবলী সহ,
বন্দে নমাইয়া শির অজেয় মারুতে।
এড়াইয়া চন্দ্রলোকে দেবরথ দ্রুতে
উতরিল বসে যথা রবির মণ্ডলী
গগনে। কনকময়, মনোহর পুরী,
তার চারি দিকে শোভে,—মেখলা যেমতি
আলিঙ্গয়ে অঙ্গনার চারু কৃশোদরে
হরষে পসারি বাহু,—রাশিচক্র; তাহে
রাশি-রাশির আলয়। নগর মাঝারে
একচক্র রথে দেব বসেন ভাস্কর।
অরুণ, তরুণ সদা, নয়নরমণ
যেন মধু কাম-বঁধু,—যবে ঋতুপতি
বসন্ত, হিমান্তে, শুনি পিককুলধ্বনি,
হরষে তুষেন আসি কামিনী মহীরে,
কাতরা বিরহে তাঁর,—বসেছে সম্মুখে

১. দারিদ্র্য, নিঃস্ব। ২. আবির্ভূত হও। ৩. রথ। ৪. রামায়ণে বর্ণিত রাবণবধের শেষে সীতা উদ্ধার প্রসঙ্গ।

সারথি। সুন্দরী ছায়া, মলিনবদনা,
নলিনীর সুখ দেখি দুঃখিনী কামিনী,
বসেন পতির পাশে নয়ন মুদিয়া,—
সপত্নীর প্রভা নারী পারে কি সহিতে?
চারি দিকে গ্রহদল দাঁড়ায় সকলে
নতভাবে, নরপতি-সমীপে যেমতি
সচিব। অম্বরতলে তারাবৃন্দ যত—
ইন্দীবর-নিকর[৫]—অদূরে হাসি নাচে,
যথা, রে অমরাপুরি, কনক-নগরি,
নাচিত অপ্সরাকুল, যবে শচীপতি,
স্বরীশ্বর, শচী সহ দেবসভা-মাঝে,
বসিতেন হৈমাসনে! নাচে তারাবলী
বেড়ি দেব দিবাকরে, মৃদু মন্দপদে;
করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর
তা সবারে, রত্নদানে যথা মহীপতি
সুন্দরী কিঙ্করীদলে তোষে—তুষ্ট ভাবে!
হেরি দূরে দেবরাজে, গ্রহকুলরাজা
সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলা মহিপতি।—
এড়াইয়া সূর্য্যলোক চলিল বিমান।
এবে চন্দ্র সূর্য্য আর নক্ষত্রমণ্ডলী
—রজত কনক দ্বীপ অম্বর-সাগরে—
পশ্চাতে রাখিয়া সবে, হৈম ব্যোমযান
উতরিল যথা শত দিবাকর জিনি,
প্রভা—স্বয়ম্ভুর[৬]— পাদপদ্মে স্থান যাঁর—
উজ্জ্বলেন দেশ ধনী প্রকৃতিরূপিণী,
রূপে মোহি অনাদি অনন্ত সনাতনে!
প্রভা—শক্তিকুলেশ্বরী, যাঁর সেবা করি
তিমিরারি বিভাবসু[৭] তোষেন স্বকরে
শশী তারা গ্রহাবলী, বারিদ যেমতি
অম্বুনিধি সেবি সদা, তোষে বসুধারে
তৃষাতুরা, আর তোষে চাতকিনী-দলে
জলদানে। ইন্দ্রপ্রিয়া পৌলোমী রূপসী—
পীনপয়োধরা—হেরি কারণ-কিরণে,
সভয়ে চারুহাসিনী নয়ন মুদিলা,
কুমুদিনী, বিধুপ্রিয়া, তপন উদিলে
মুদয়ে নয়ন যথা! দেব পুরন্দর
অসুরারি, তুলি রোষে দম্ভোলি[৮] যে করে
বৃত্রাসুরে অনায়াসে নাশেন সংগ্রামে,
সেই কর দিয়া এবে প্রভার বিভাসে
চমকি ঢাকিলা আঁখি! রথ-চূড়া-শিরে
মলিনিল দেবকেতু, ধূমকেতু যেন
দিবাভাগে; যান-মুখে বিস্ময়ে মাতলি
সূতেশ্বর অন্ধভাবে রশ্মি দিলা ছাড়ি
হীনবল; মহাতঙ্কে তুরঙ্গম-দল
মন্দগতি, যথা বহে প্রতীপ[৯] গমনে
প্রবাহ! আইল এবে রথ ব্রহ্মলোকে।
মেরু,—কনক-মৃণাল কারণ-সলিলে;
তাহে শোভে ব্রহ্মলোক কনক-উৎপল;
তথা বিরাজেন ধাতা—পদতল যাঁর
মুমুক্ষু[১০] কুলের ধ্যেয়—মহামোক্ষধাম।
অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্র বাসব
কাঞ্চন-তোরণ, রাজ-তোরণ-আকার,
আভাময়; তাহে জ্বলে আদিত্য আকৃতি,
প্রতাপে আদিত্যে জিনি, রতননিকর।
নর-চক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা,
কেমনে নররসনা বর্ণিবে তাহারে—
অতুল ভব-মণ্ডলে? তোরণ-সম্মুখে
দেখিলা দেবদম্পতী দেবসৈন্য-দল,—
সমুদ্র-তরঙ্গ যথা, যবে জলনিধি
উথলেন কোলাহলি পবন-মিলনে
বীরদর্পে; কিম্বা যথা সাগরের তীরে
বালিবৃন্দ, কিম্বা যথা গগনমণ্ডলে
নক্ষত্র-চয়—অগণ্য। রথ কোটি কোটি
স্বর্ণচক্র, অগ্নিময়, রিপুভস্মকারী,
বিদ্যুত-গঠিত-ধ্বজ-মণ্ডিত; তুরগ[১১]—
বিরাজেন সদাগতি যার পদতলে
সদা, শুভ্র-কলেবর, হিমানী-আবৃত
গিরি যথা, স্কন্ধে কেশরাবলীর শোভা—
ক্ষীরসিন্ধু-ফেনা যেন—অতি মনোহর!
হস্তী, মেঘাকার সবে,—যে সকল মেঘ,
সৃষ্টি বিনাশিতে যবে আদেশেন ধাতা,
আখণ্ডল পাঠান ভাসাতে ভূমণ্ডলে
প্রলয়ে; যে মেঘবৃন্দ মন্দ্রিলে অম্বরে,
শৈলের পাষাণ-হিয়া ফাটে মহা ভয়ে,
বসুধা কাঁপিয়া যান সাগরের তলে
তরাসে! অমরকুল—গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
যক্ষ, রক্ষ, মহাবলী, নানা অস্ত্রধারী—
বারণারি ভীষণ দশনে, বজ্র-নখে
শাস্ত্রিত যেমতি, কিম্বা নাগারি গুরুড়,
গরুত্মন্ত-কুলপতি![১২] হেন সৈন্যদল,

৫. বহু সংখ্যক নীলপদ্ম। ৬. মহাদেবের। ৭. সূর্য। ৮. বজ্র। ৯. বিপরীত গতিতে বহমান। ১০. মোক্ষলাভে প্রত্যাশী। ১১. দ্রুতগামী অশ্ব। ১২. পক্ষীদের অধিপতি—গরুড়ের বিশেষণ বিশেষ।

অজেয় জগতে, আজি দানবের রণে
বিমুখ, আশ্রয় আসি লভিয়াছে সবে
ব্রহ্ম-লোকে, যথা যবে প্রলয়-প্লাবন
গভীর গরজি গ্রাসে নগর নগরী
অকালে, নগরবাসী জনগণ যত
নিরাশ্রয়, মহাত্রাসে পালায় সত্বরে
যথায় শৈলেন্দ্র বীরবর ধীর-ভাবে
বজ্রপদপ্রহরণে তরঙ্গনিচয়
বিমুখয়ে ; কিম্বা যথা, দিবা অবসানে,
(মহতের সাথে যদি নীচের তুলনা
পারি দিতে) তমঃ যবে গ্রাসে বসুধারে,
(রাহু যেন চাঁদেরে) বিহগকুল ভয়ে
পূরিয়া গগন ঘন কূজন-নিনাদে,
আসে তরুবর-পাশে আশ্রমের আশে!
এ হেন দুর্ব্বার সেনা, যার কেতূপরি
জয় বিরাজয়ে সদা, খগেন্দ্র যেমতি
বিশ্বম্ভর-ধ্বজে,[১৩] হেরি ভগ্ন দৈত্যরণে,
হায়, শোকাকুল এবে দেবকুলপতি
অসুরারি! মহৎ যে পরদুঃখে দুঃখী
নিজ দুঃখে কভু নহে কাতর সে জন।
কুলিশ চূর্ণিলে শৃঙ্গ, শৃঙ্গধর সহে
সে যাতনা, ক্ষণমাত্র অস্থির হইয়া ;
কিন্তু যবে কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
ব্যথিত বারণ আসি কাঁদে উচ্চস্বরে
পড়ি গিরিবর-পদে, গিরিবর কাঁদে
তার সহ! মহাশোকে শোকাকুল রথী
দেবনাথ, ইন্দ্রাণীর করযুগ ধরি,
(সোহাগে মরাল যথা ধরে রে কমলে!)
কহিলা সুমৃদু স্বরে ;—"হায়, প্রাণেশ্বরি
বিধির অদ্ভুত বিধি দেখি বুক ফাটে!
শৃগাল-সমরে দেখ বিমুখ কেশরী-
বৃন্দ সুরেশ্বরি ওই তোরণ-সমীপে
ম্রিয়মাণ অভিমানে। হায় দেব-কুলে
কে না চাহে ত্যজিবারে কলেবর আজি,
যাইতে, শমন তোর তিমির-ভবনে,
পাসরিতে এ গঞ্জনা? ধিক্, শত ধিক্
এ দেব-মহিমা! অমরতা, ধিক্ তোরে।
হায়, বিধি কোন্ পাপে মোর প্রতি তুমি
এ হেন দারুণ! পুনঃ পুনঃ এ যাতনা
কেন গো ভোগাও দাসে? হায়, এ জগতে
ত্রিদিবের নাথ ইন্দ্র, তার সম আজি
কে অনাথ? কিন্তু নহি নিজ দুঃখে দুঃখী।
সৃজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায় ;
তুমি গড়, তুমি ভাঙ, বজায় রাখহ
তুমি ; কিন্তু এই যে অগণ্য দেবগণ
এ সবার দুঃখ, দেব, দেখি প্রাণ কাঁদে।
তপন-তাপেতে তাপি পশু পক্ষী, যদি
বিশ্রাম-বিলাস-আশে, যায় তরু-পাশে
দিনকর-খরতর-কর সহ্য করি
আপনি সে মহীরুহ আশ্রিত যে প্রাণী
ঘুচায় তাহার ক্লেশ ;—হায় রে, দেবেন্দ্র
আমি, স্বর্গপতি, মোর রক্ষিত যে জন
রক্ষিতে তাহারে মম না হয় ক্ষমতা?
এতেক কহিয়া দেব দেবকুলপতি
নামিলেন রথ হতে সহ সুরেশ্বরী
শূন্যমার্গে। আহা মরি, গগন পরশি
পৌলোমীর পাদপদ্ম, হাসিল হরষে!
চলিলা দেব-দম্পতী নীলাম্বর-পথে।
হেথা দেবসৈন্য, হেরি দেবেশ বাসবে,
অমনি উঠিলা সবে করি জয়ধ্বনি
উল্লাসে বারণ-বৃন্দ আনন্দে যেমতি
হেরি যূথনাথে। লয়ে গন্ধর্ব্বের দল—
গন্ধর্ব্ব মদনগর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে—
গন্ধর্ব্বকুলের পতি চিত্ররথ রথী
বেড়িলা মেঘবাহনে,[১৪] অগ্নি-চক্ররাশি
বেড়ে যথা অমৃত, বা সুবর্ণ-প্রাচীর
দেবালয় ; নিষ্কোষিয়া অগ্নিসম অসি,
ধরি বাম করে চন্দ্রাকার হৈম ঢাল,
অভেদ্য সমরে, দ্রুত বেড়িলা বাসবে
বীরবৃন্দ। দেবেন্দ্রের উচ্চ শিরোপরি
ভাতিল,—রবিপরিধি উদিলেক যেন
মেরু-শৃঙ্গোপরি,—মণিময় রাজছাতা
বিস্তারি কিরণজাল ; চতুরঙ্গ দলে
রঙ্গে বাজে রণবাদ্য যাহার নিক্বণে—
পবন উথলে যথা সাগরের বারি—
উথলে বীর-হৃদয় সাহস-অর্ণব।
আইলেন কৃতান্ত ভীষণ দণ্ড হাতে :
ভালে জ্বলে কোপাগ্নি ভৈরব-ভালে[১৫] যথা

১৩. বিষ্ণুর রথের পতাকা গরুড় চিহ্নলাঞ্ছিত—পৌরাণিক প্রসঙ্গ।
১৪. মেঘ বাহন যার—ইন্দ্র। ১৫. মহাদেবের ললাটস্থ তৃতীয় নয়ন।

বৈশ্বানর,[১৬] যবে, হায়, কুলগ্নে মদন
ঘুচাইয়া রতির মৃণাল-ভুজ-পাশ,
আসি, যথা মগ্ন তপঃসাগরে ভূতেশ,[১৭]
বিঁধিলা (অবোধ কাম!) মহেশের হিয়া
ফুলশরে।[১৮] আইলেন বরুণ দুর্জ্জয়,
পাশ হস্তে জলেশ্বর, রাগে আঁখি রাঙা—
তড়িত-জড়িত ভীমাকৃতি মেঘ যেন।
আইলা অলকাপতি[১৯] সাপটিয়া ধরি
গদাবর ; আইলেন হৈমবতী-সুত,
তারকসূদন দেব শিখীবরাসন,
ধনুর্ব্বাণ হাতে দেব-সেনানী ; আইলা
পবন সর্ব্বদমন ;—আর কব কত?
অগণ্য দেবতাগণ বেড়িলা বাসবে,
যথা (নীচ সহ যদি মহতের খাটে
তুলনা) নিদ্রাস্বজনী নিশীথিনী যবে,
সুচারুতারা মহিষী, আসি দেন দেখা
মৃদুগতি, খদ্যোতের ব্যূহ প্রতিসরে
ঘেরে তরুবরে, রত্ন-কিরীট পরিয়া
শিরে,—উজলিয়া দেশ বিমল কিরণে!
কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর ;—
"সহস্রেক বৎসর এ চতুরঙ্গ দল
দুর্ব্বার, দানব সঙ্গে ঘোরতর রণে
নিরন্তর যুঝি, এবে নিরস্ত সমরে
দৈববলে। দৈববল বিনা, হায়, কেবা
এ জগতে তোমা সবা পারে পরাজিতে,
অজেয়, অমর, বীরকুলশ্রেষ্ঠ? বিনা
অনন্ত, কে ক্ষম, যম, সর্ব্ব-অন্তকারি,
বিমুখিতে এ দিক্‌পালগণে তোমা সহ
বিগ্রহে? কেমনে এবে এ দুর্জ্জয় রিপু—
বিধির প্রসাদে দুষ্ট দুর্জ্জয়,—কেমনে
বিনাশিবে, বিবেচনা কর, দেবদল?
যে বিধির বরে বসি দেবরাজাসনে
আমি ইন্দ্র, মোর প্রতি প্রতিকূল তিনি,
না জানি কি দোষে, এবে! হায় এ কার্ম্মুক[২০]
বৃথা আজি ধরি আমি এই বাম করে ;
এ ভীষণ বজ্র আজি নিস্তেজ পাবক!"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, কহিতে লাগিলা
অন্তক, গম্ভীর স্বরে গরজে যেমতি
মেঘকুলপতি কোপে, কিম্বা বারণারি,
বিদরি মহীর বক্ষ তীক্ষ্ণ বজ্র-নখে
রোষী ;—"না বুঝিতে পারি, দেবপতি, আমি
বিধির এ লীলা? যুগে যুগে পিতামহ
এইরূপে বিড়ম্বেন অমরের কুল ;
বাড়ান দানবদর্প, শৃগালের হাতে
সিংহেরে দিয়া লাঞ্ছনা। তুষ্ট তিনি তপে ;—
যে তাহারে ভক্তিভাবে ভজে, তার তিনি
বশীভূত ; আমরা দিক্‌পালগণ যত
সতত রত স্বকার্য্যে,—লালনে পালনে
এ ভব-মণ্ডল, তাঁরে পূজিতে অক্ষম
যথাবিধি। অতএব যদি আজ্ঞা কর,
ত্রিদিবের পতি, এই দণ্ডে দণ্ডাঘাতে
নাশি এ জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—অতল জলতলে।
পরে এড়াইয়া সবে সংসারের দায়,
যোগধর্ম্ম অবিলম্বি, নিশ্চিন্ত হইয়া
তুষিব চতুরাননে, দৈত্যকুলে ভুলি,
ভুলি এ দুঃখ, এ সুখ। কে পারে সহিতে—
হায় রে, কহ, দেবেন্দ্র, হেন অপমান?
এই মতে সৃষ্টি যদি পালিতে ধাতার
ইচ্ছা, তবে বৃথা কেন আমা সবা দিয়া
মথাইলা সাগর? অমৃত-পানে মোরা,
অমর ; কিন্তু এ অমরতার কি ফল
এই? হায়, নীলকণ্ঠ,[২১] কিসের লাগিয়া
ধর হলাহল, দেব, নীল কণ্ঠদেশে?[২২]
জ্বলুক জগত! ভস্ম কর বিশ্ব! ফেল
উগরিয়া সে বিষাগ্নি! কার সাধ হেন
আজি, যে সে ধরে প্রাণ এ অমরকুলে?"
এতেক কহিয়া দেব সর্ব্ব-অন্তকারী
কৃতান্ত হইলা ক্ষান্ত ; রাগে চক্ষুদ্বয়
লোহিত-বরণ, রাঙা জবাযুগ যেন!
তবে সর্ব্বদমন পবন মহাবলী
কহিতে লাগিলা, যথা পর্ব্বত-গহ্বরে
হুহুঙ্কারে কারাবদ্ধ বারি, বিদরিয়া
অচলের কর্ণ ;—"যাহা কহিলা শমন,
অযথার্থ নহে কিছু। নিদারুণ বিধি
আমা সবা প্রতি বাম অকারণে সদা।
নাশিতে এ সৃষ্টি, প্রলয়ের কালে যথা
নাশেন আপনি ধাতা, বিধি মম। কেন?—

১৬. অগ্নি। ১৭. মহাদেব। ১৮. মহাদেব কর্তৃক মদনভস্ম প্রসঙ্গ। ১৯। অলকাপুরীর অধিপতি ধনদেবতা কুবের।
২০. ধনুক। ২১. কণ্ঠ যার নীল—মহাদেব। ২২. সমুদ্রমন্থন ও মহাদেবের বিষপানের পৌরাণিক প্রসঙ্গ।

কেন, হে ত্রিদশগণ,[২৩] কিসের কারণে
সহিব এ অপমান আমরা সকলে
অমর? দিতিজ-কুল প্রতি যদি এত
স্নেহ পিতামহের, নূতন সৃষ্টি সৃজি,
দান তিনি করুন পরম ভক্তদলে।
এ সৃষ্টি, এ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—আলয়
সৌন্দর্য্যের, রত্নাগার, সুখের সদন,—
এত দিন বাহুবলে রক্ষা করি এবে
দিব কি দানবে? গরুড়ের উচ্চ নীড়
মেঘাবৃত,—খঞ্জন গঞ্জন মাত্র তার।
দেহ আজ্ঞা, দেবেশ্বর ; দাঁড়াইয়া হেথা—
এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে—দেখ সবে, মুহূর্ত্তেকে,
নিমিষে নাশি এ সৃষ্টি, বিপুল, সুন্দর,
বাহুবলে,—ত্রিজগৎ লণ্ডভণ্ড করি।"
কহিতে কহিতে ভীমাকৃতি প্রভঞ্জন
নিশ্বাস ছাড়িলা রোষে। থর থর থরে
(ধাতার কনক-পদ্ম-আসন যে স্থলে,
সে স্থল ব্যতীত) বিশ্ব কাঁপিয়া উঠিল!
ভাঙ্গিল পর্ব্বতচূড়া ; ডুবিল সাগরে
তরী ; ডরে মৃগরাজ, গিরিগুহা ছাড়ি,
পলাইলা দ্রুতবেগে ; গর্ভিণী রমণী
আতঙ্কে অকালে, মরি, প্রসবি মরিলা!
তবে ষড়ানন স্কন্দ, আহা, অনুপম
রূপে! হৈমবতী সতী কৃত্তিকা যাঁহারে
পালিলা,[২৪] সরসী যথা রাজহংস-শিশু,
আদরে ; অমরকুল-সেনানী সুরথী,
তারকারি, রণদণ্ডে প্রচণ্ড-প্রহারী,
কিন্তু ধীর, মলয় সমীর যেন, যবে
স্বর্ণবর্ণা ঊষা সহ ভ্রমেন মারুত
শিশিরমণ্ডিত ফুলবনে প্রেমামোদে ;—
উত্তর করিলা তবে শিখীবরাসন
মৃদু স্বরে, যথা বাজে মুরারির বাঁশি,
গোপিনীর মন হরি, মঞ্জু কুঞ্জবনে ;[২৫]—
"জয় পরাজয় রণে বিধির ইচ্ছায়।
তবে যদি যথাসাধ্য যুদ্ধ করি, রথী
রিপুর সম্মুখে হয় বিমুখ সুমতি
রণক্ষেত্রে, কি শরম তার? দৈববলে
বলী যে অরি, সে যেন অভেদ্য কবজে
ভূষিত ; শতসহস্র তীক্ষ্ণতর শর
পড়ে তার দেহে, পড়ে শৈলদেহে যথা
বরিষার জলাসার। আমরা সকলে
প্রাণপণে যুঝি আজি সমরে বিরত,
এ নিমিত্তে কে, ধিক্কার দিবে আমা সবে?
বিধির নির্ব্বন্ধ, কহ, কে পারে খণ্ডাতে?
অতএব শুন, যম, শুন সদাগতি,
দুর্জ্জয় সমরে দোঁহে, শুন মোর বাণী,
দূর কর মনস্তাপ। তবে কহ যদি,
বিধির এ বিধি কেন? কেন প্রতিকূল
আমা সবা প্রতি হেন দেব পিতামহ?
কি কহিব আমি—দেবকুলের কনিষ্ঠ?
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় যাঁহার ইচ্ছাক্রমে;
অনাদি, অনন্ত যিনি, বোধাগম্য, রীতি
তাঁর যে, সেই সুরীতি। কিসের কারণে,
কেহ হেন করেন চতুরানন, কহ,
কে পারে বুঝিতে? রাজা, যাহা ইচ্ছা, করে ;
প্রজার কি উচিত বিবাদ রাজা সহ?"
এতেক কহিয়া দেব স্কন্দ তারকারি
নীরবিলা। অগ্রসরি অম্বুরাশি-পতি
(বীর-কম্বু নাদে যথা) উত্তর করিলা ;—
"সম্বর, অম্বরচর,[২৬] বৃথা রোষ আজি!
দেখ বিবেচনা করি, সত্য যা কহিলা
কার্ত্তিকেয় মহারথী। আমরা সকলে
বিধাতার পদাশ্রিত, অধীন তাঁহারি ;
অধীন যে জন, কহ, স্বাধীনতা কোথা
সে জনের? দাস সদা প্রভু-আজ্ঞাকারী
দানব-দমন আজ্ঞা আমা সবা প্রতি
দানব-দমনে এবে অক্ষম আমরা ;—
চল যাই ধাতার সমীপে, দেবগণ।
সাগর-আদেশে সদা তরঙ্গ-নিকর
ভীষণ নিনাদে ধায়, সংহারিতে বলে
শিলাময় রোধঃ[২৭] কিন্তু তার প্রতিঘাতে
ফাঁফর, সাগর-পাশে যায় তারা ফিরি
হীনবল! চল মোরা যাই, দেবপতি,
যথা পদ্মযোনি[২৮] পদ্মাসন পিতামহ।
এ বিপুল বিশ্ব নাশে, সাধ্য কার হেন,
তিনি বিনা? হে অন্তক বীরবর, তুমি
সর্ব্ব-অন্তকারী, কিন্তু বিধির বিধানে।
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড শোভে তব করে

২৩. ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যারা দেখতে পান বা জানেন—দেবতা। ২৪. কার্ত্তিকেয়র জন্ম সম্পর্কিত পৌরাণিক প্রসঙ্গ। ২৫. রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা প্রসঙ্গ। ২৬. আকাশমার্গে চলাচলকারী।
২৭. প্রস্তরময় বাঁধ। ২৮. বিষ্ণুর নাভিপদ্ম যার যোনি বা উৎপত্তিস্থল—ব্রহ্মা।

দণ্ডধর, যাহার প্রহারে ক্ষয় সদা
অমর অক্ষয়দেহ, চূর্ণ নগরাজা,
এ দণ্ডের প্রহরণ, বিধি আদেশিলে,
বাজে দেহে,—সুকোমল ফুলাঘাত যেন,—
কামিনী হানয়ে যবে মৃদু মন্দ হাসি
প্রিয়দেহে প্রণয়িনী, প্রণয়-কৌতুকে,
ফুলশর! তুমি, দেব, ভীম প্রভঞ্জন,
ভগ্ন তরুকুল যার ভীষণ নিশ্বাসে,
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, বলী বিরিঞ্চির[২৯] বলে
তুমি, জলস্রোতঃ যথা পর্ব্বত-প্রসাদে।
অতএব দেখ সবে করি বিবেচনা,
দেবদল। বাড়বাগ্নি-সদৃশ জ্বলিছে
কোপানল মোর মনে! এ ঘোর সংগ্রামে
ক্ষত এ শরীর, দেখ, দৈত্য-প্রহরণে,
দেবেশ, কিন্তু কি করি? এ ভৈরব পাশ,
ম্রিয়মাণ—মন্ত্রবলে মহোরগ যেন।”
তবে অলকার নাথ, এ বিশ্ব যাঁহার
রত্নাগার, উত্তরিলা যক্ষদলপতি ;—
“নাশিতে ধাতার সৃষ্টি, যেমন কহিলা
প্রচেতা,[৩০] কাহার সাধ্য? তবে যদি থাকে
এ হেন শকতি কারো, কেমনে সে জন,
দেব কি মানব, পারে এ কর্ম্ম করিতে
নিষ্ঠুর? কঠিন হিয়া হেন কার আছে?
কে পারে নাশিতে তোরে, জগৎজননি
বসুধে, রে ঋতুকুলরমণি, যাহার
প্রেমে সদা মত্ত ভানু ইন্দু—ইন্দীবর
গগনের! তারা-দল যার সখী-দল!
সাগর যাহারে বাঁধে রজভুজ-পাশে![৩১]
সোহাগে বাসুকি নিজ শত শিরোপরি
বসায়! রে অনন্তে, রে মেদিনি কামিনী,
শ্যামাঙ্গি, অলক যার ভূষিতে উল্লাসে
সৃজেন সতত ধাতা ফুলরত্নাবলী
বহুবিধ! আলিঙ্গয়ে ভূধর যাহারে
দিবানিশি! হে আছয়ে, হে দিক্‌পালগণ,
এ হেন নির্দ্দয়? রাহু শশী গ্রাসিবারে
ব্যগ্র সদা দুষ্ট, কিন্তু রাহু,—সে দানব।
আমরা দেবতা,—এ কি আমাদের কাজ?
কে ফেলে অমূল মণি সাগরের জলে
চোরে ডরি? যদি প্রিয়জন যে, সে জনে
গ্রাসে রোগ, কাটারীর ধারে গলা কাটি
প্রণয়ী-হৃদয় কি গো নীরোগে তাহারে?
আর কি কহিব আমি, দেখ ভাবি সবে।
যদিও মতের সহ মতের বিগ্রহে
(শুষ্ক কাষ্ঠ সহ শুষ্ক কাষ্ঠের ঘর্ষণে
যেমনি) জনমে অগ্নি, সত্যদেবী যাহে
জ্বালান প্রদীপ ভ্রান্তি-তিমির নাশিতে ;
কিন্তু বৃথা-বাক্যবৃক্ষে কভু নাহি ফলে
সমুচিত ফল ; এ তো অজানিত নহে।
অতএব চল সবে যাই যথা ধাতা
পিতামহ। কি আজ্ঞা তোমার, দেবপতি?”
কহিতে লাগিলা পুনঃ সুরেন্দ্র বাসব
অসুরারি ;—“পালিতে এ বিপুল জগত
সৃজন, হে দেবগণ, আমাসবাকার।
অতএব কেমনে যে রক্ষক, সে জন
হইবে ভক্ষক? যথা ধর্ম্ম জয় তথা।
অন্যায় করিতে যদি আরম্ভি আমরা,
সুরাসুরে বিভেদ কি থাকিবেক, কহ,
জগতে? দিতিজবৃন্দ অধর্ম্মেতে রত ;
কেমনে, আমরা যত অদিতিনন্দন,
অমর, ত্রিদিব-বাসী, তার সুখভোগী,
আচরিব, নিশাচর আচরে যেমতি
পাপাচার? চল সবে ব্রহ্মার সদনে—
নিবেদি চরণে তাঁর এ ঘোর বিপদ!
হে কৃতান্ত দণ্ডধর, সর্ব্ব-অন্তকারি,—
হে সর্ব্বদমন বায়ুকুলপতি, রণে
অজেয়,—হে তারকসূদন ধনুর্দ্ধারি
শিখিধ্বজ,—হে বরুণ, রিপু-ভস্মকর
শরানলে,—হে কুবের, অলকার নাথ,
পুষ্পকবাহন দেব, ভীম গদাধর,
ধনেশ,—আইস সবে যথা পদ্মযোনি
পদ্মাসনে বসেন অনাদি সনাতন।
এ মহা-সঙ্কটে, কহ, কে আর রক্ষিবে
তিনি বিনা ত্রিভুবনে এ সুর-সমাজে
তাঁহারি রক্ষিত? চল বিরিঞ্চির কাছে!”
এতেক কহিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বাসব, স্মরিলা চিত্ররথে মহারথী।
অগ্রসরি করযোড়ে নমিলা দেবেশে
চিত্ররথ ; আশীর্ব্বাদি কহিলা সুমতি

২৯. প্রজাপতি ব্রহ্মা। ৩০. জলাধিপতি বরুণদেব।
৩১. রূপার ন্যায় শুভ্রবর্ণের বাহু।

ব্রজপাণি, "এ দিক্‌পালগণ সহ আমি
প্রবেশিব ব্রহ্মপুরে ; রক্ষা কর, রথি,
দেবকুলাঙ্গনা যত দেবেশ্বরী সহ।"
বিদায় মাগিয়া পুরন্দর সুরপতি
শচীর নিকটে, সহ ভীম প্রভঞ্জন,
শমন, তপনসুত, তিমিরবিলাসী,
ষড়ানন তারকারি, দুর্জ্জয় প্রচেতা,
ধনদ অলকানাথ, প্রবেশ করিলা
ব্রহ্মপুরে—মোক্ষধাম, জগত-বাঞ্ছিত।
তবে চিত্ররথ রথী গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর
মহাবলী, দেবদত্ত শঙ্খ ধরি করে,
ধ্বনিলা সে শঙ্খবর। সে গভীর ধ্বনি
শুনিয়া অমনি তেজস্বিনী দেবসেনা
অগণ্য, দুর্ব্বার রণে, গরজি উঠিলা
চারি দিকে। লক্ষ লক্ষ অসি, নাগরাশি
উদ্গীরি পাবক যেন, ভাতিল আকাশে!
উড়িল পতাকাচয়, হায় রে, যেমতি
রতনে রঞ্জিত-অঙ্গ বিহঙ্গম-দল!
উঠি রথে রথী দর্পে ধনু টঙ্কারিলা
চাপে পরাইয়া গুণ ; ধরি গদা করে
করিপৃষ্ঠে চড়ে কেহ, কেশরী যেমতি
চড়ে তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গে ; কেহ আরোহিলা
(গরুড়-বাহনে যথা দেব চক্রপাণি)
অশ্ব, সদাগতি সদা বাঁধা যার পদে!
শূল হস্তে, যেন শূলী ভীষণ নাশক,
পদাতিক-বৃন্দ উঠে হুহুঙ্কার করি,
মাতি বীরমদে শুনি সে শঙ্খনিনাদ!
বাজিল গম্ভীরে বাদ্য, যার ঘোর রোল
শুনি নাচে বীর-হিয়া, ডমরুর রোলে
নাচে যথা ফণিবর—দুরন্ত দংশক—
বিষাকর ; ভীরু প্রাণ বিদরে অমনি
মহাভয়ে! সুর-সৈন্য সাজিল নিমিষে,
দানব-বংশের ত্রাস, রক্ষা করিবারে
স্বর্গের ঈশ্বরী দেবী পৌলোমী সুন্দরী,
আর যত সুরনারী ; যথা ঘোর বনে
মহা মহীরুহব্যূহ, বিস্তারিয়া বাহু
অযুত, রক্ষয়ে সবে ব্রততীর কুল,
অলকে ঝলকে যার কুসুম-রতন
অমূল জগতে রাজ ইন্দ্রাণী-বাঞ্ছিত।
যথা সপ্ত সিন্ধু বেড়ে সতী বসুধারে
জগৎজননী, ত্রিদিবের সৈন্যদল
বেড়িলা ত্রিদিবদেবী অনন্ত-যৌবনা
শচীরে, সাপটি করে চন্দ্রাকার ঢাল,
অসি, অগ্নিশিখা যেন ;—শত প্রতিসরে
বেড়িলা সুচন্দ্রাননে চতুস্কন্ধ দল।
তবে চিত্ররথ রথী, সৃজি মায়াবলে
কনক-সিংহ-আসন, অতুল, অমূল,
জগতে, যুড়িয়া কর, কহিলা প্রণমি
পৌলোমীরে, "এ আসনে বসুন মহিষী,
দেবকুলেশ্বরী ; যথা সাধ্য, আমি দাস,
দেবেন্দ্র-অভাবে, রক্ষা করিব তোমারে।"
বসিলা কনকাসনে বাসব-বাসনা
মৃগাক্ষী। হায় রে মরি, হেরি ও বদন
মলিন, কাহার হিয়া না বিদরে আজি?
কার রে না কাঁদে প্রাণ, শরদের শশি,
হেরি তোরে রাহুগ্রাসে? তোরে, রে নলিনি,
বিষণ্ণবদনা, যবে কুমুদিনী-সখী
নিশি আসি, ভানুপ্রিয়ে, নাশে সুখ তোর!
হেরি ইন্দ্রাণীরে যত সুচারুহাসিনী
দেবকামিনী সুন্দরী, আসি উতরিলা
মৃদুগতি। আইলেন ষষ্ঠী মহাদেবী—
বঙ্গকুলবধূ যাঁরে পূজে মহাদরে,
মঙ্গলদায়িনী ; আইলেন মা শীতলা,
দুরন্ত বসন্ততাপে তাপিত শরীর
শীতল প্রসাদে যাঁর—মহাদয়াময়ী
ধাত্রী ; আইলেন দেবী মনসা, প্রতাপে
যাঁহার ফণীন্দ্র ভীত ফণিকুল সহ,
পাবক নিস্তেজ যথা বারি-ধারা-বলে ;
আইলেন সুবচনী—মধুর ভাষিণী[৩২] ;
আইলেন যক্ষেশ্বরী মুরজা সুন্দরী,
কুঞ্জরগামিনী ; আইলেন কামবধূ
রতি ; হায়! কেমনে বর্ণিব অল্পমতি
আমি ও রূপমাধুরী,—ও স্থির যৌবন,
যার মধুপানে মত্ত স্মর মধুসখা
নিরবধি? আইলেন সেনা সুলোচনা,
সেনানীর প্রণয়িনী—রূপবতী সতী!
আইলা জাহ্নবী দেবী—ভীষ্মের জননী
কালিন্দী আনন্দময়ী, যাঁর চারু কূলে
রাধাপ্রেম-ডোরে-বাঁধা রাধানাথ, সদা
ভ্রমেন, মরাল যথা নলিনীকাননে![৩৩]

৩২. ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা, সুবচনী—বঙ্গদেশের একান্ত লৌকিক দেবী। কবি পৌরাণিক দেবদেবীদের সঙ্গে ও সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ৩৩. পদ্মবনে—রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা প্রসঙ্গ।

আইলা মুরলা সহ তমসা বিমলা—
বৈদেহীর সখী দোঁহে ;—আর কব কত ?
অগণ্য সুরসুন্দরী, ক্ষণপ্রভা-সম[৩৪]
প্রভায়, সতত কিন্তু অচপলা যেন
রত্নকান্তিছটা, আসি বসিলা চৌদিকে ;
যথা তারাবলী বসে নীলাম্বরতলে
শশী সহ, ভরি ভব কাঞ্চন-বিভাসে !
বসিলেন দেবীকুল শচীদেবী সহ
রতন-আসনে ; হায়, নীরব গো আজি
বিষাদে ! আইলা এবে বিদ্যাধরী দল।
আইলা উর্ব্বশী দেবী,—ত্রিদিবের শোভা,
ভব-ললাটের শোভা শশিকলা যথা
আভাময়ী। কেমনে বর্ণিব রূপ তব,
হে ললনে, বাসবের প্রহরণ তুমি
অব্যর্থ ! আইলা চারু চিত্রলেখা সখী,
বিশালাক্ষী যথা লক্ষ্মী—মাধব-রমণী।
আইলেন মিশ্রকেশী,—যাঁর কেশ, তব,
হে মদন, নাগপাশ—অজেয় জগতে।
আইলেন রম্ভা,—যাঁর উরুর বর্ত্তুল
প্রতিকৃতি ধরি, বনবধূ বিধুমুখী
কদলীর নাম রম্ভা, বিদিত ভুবনে।
আইলেন অলম্বুষা,—মহা লজ্জাবতী
যথা লতা লজ্জাবতী, কিন্তু (কে না জানে ?)
অপাঙ্গে গরল,—বিশ্ব দহে গো যাহাতে !
আইলেন মেনকা ; হে গাধির নন্দন[৩৫]
অভিমানি, যার প্রেমরস-বরিষণে
নিবারিলা পুরন্দর তপ-অগ্নি তব,
নিবারয়ে মেঘ যথা আসার বরষি
দাবানল।[৩৬] শত শত আসিয়া অপ্সরী,
নতভাবে ইন্দ্রাণীরে নমি, দাঁড়াইলা
চারি দিকে ; যথা যবে,—হায় রে স্মরিলে
ফাটে বুক !—ত্যজি ব্রজ ব্রজকুলপতি
অক্রুরের সহ চলি গেলা মধুপুরে,—
শোকিনী গোপিনীদল, যমুনা-পুলিনে,
বেড়িল নীরবে সবে রাধা বিলাপিনী।।[৩৭]

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে ব্রহ্মপুরীতোরণ
নাম দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ

হেথা তুরাসাহ[১] সহ ভীম প্রভঞ্জন—
বায়ুকুল-ঈশ্বর,—প্রচেতাঃ পরন্তপ,
দণ্ডধর মহারথী—তপন-তনয়—
যক্ষদল-পতি দেব অলকার নাথ,
সুরসেনানী শূরেন্দ্র,—প্রবেশ করিলা
ব্রহ্মপুরী। এড়াইয়া কাঞ্চন-তোরণ
হিরন্ময়, মৃদগতি চলিলা সকলে,
পদ্মাসনে পদ্মযোনি বিরাজেন যথা
পিতামহ। সুপ্রশস্ত স্বর্ণ-পথ দিয়া
চলিলা দিক্‌পাল-দল পরম হরষে।
দুই পাশে শোভে হৈম তরুরাজী, তাহে
মরকতময় পাতা, ফুল রত্ন-মালা,
ফল,—হায়, কেমনে বর্ণিব ফল-ছটা ?
সে সকল তরুশাখা-উপরে বসিয়া
কলস্বরে গান করে পিকবরকুল
বিনোদি বিধির হিয়া ! তরুরাজী-মাঝে
শোভে পদ্মরাগমণি-উৎস শত শত
বরষি অমৃত, যথা রতির অধর
বিম্বময়, বর্ষে, মরি, বাক্য-সুধা, তুষি
কামের কর্ণকুহর ! সুমন্দ সমীর—
সহ গন্ধ,—বিরিঞ্চির চরণ-যুগল-
অরবিন্দে জন্ম যার—বহে অনুক্ষণ
আমোদে পূরিয়া পুরী ! কি ছার ইহার
কাছে বনস্থলীর নিশ্বাস, যবে আসি
বসন্তবিলাসী আলিঙ্গয়ে কামে মাতি
সে বনসুন্দরী, সাজাইয়া তার তনু
ফুল-আভরণে ! চারি দিকে দেবগণ
হেরিলা অযুত হর্ম্ম্য রম্য, প্রভাকর,
সুমেরু নগেন্দ্র যথা—অতুল জগতে !
সে সদনে করে বাস ব্রহ্মপুরবাসী,
রমার রম-উরসে যথা শ্রীনিবাস
মাধব ! কোথায় কেহ কুসুম-কাননে,

৩৪. বিদ্যুতালোক। ৩৫. মহর্ষি গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র মুনি। ৩৬. ইন্দ্রের প্ররোচনায় মেনকা কর্ত্তৃক বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের প্রসঙ্গ। ৩৭. রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা প্রসঙ্গ।

১. দেবরাজ ইন্দ্র।

কুসুম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে,
গাইছে মধুর গীত ; কোথায় বা কেহ
ভ্রমে, সদানন্দ সম সদানন্দ মনে
মঞ্জু কুঞ্জে, বহে যথা পীযূষ-সলিলা[১] (১)
নদী, কল কল রব করি নিরবধি,
পরি বক্ষস্থলে হেম-কমলের দাম ;—
নাচে সে কনকদাম মলয়-হিল্লোলে,
উর্ব্বশীর বক্ষে যথা মন্দারের মালা,
যবে নৃত্য-পরিশ্রমে ক্লান্তা সীমন্তিনী
ছাড়েন নিশ্বাস ঘন, পূরি সুসৌরভে
দেব-সভা! কাম—হায়, বিষম অনল
অন্তরিত!—হৃদয় যে দহে, যথা দহে
সাগর বাড়বানল! ক্রোধ বাতময়,
উথলে যে শোণিত-তরঙ্গ ডুবাইয়া
বিবেক! দুরন্ত লোভ—বিরাম-নাশক,
হায় রে, গ্রাসক যথা কাল, তবু সদা
অশনায় পীড়িত! মোহ—কুসুমডোর,
কিন্তু তোর শৃঙ্খল, রে ভব-কারাগার,
দৃঢ়তর! মায়ার অজেয় নাগপাশ!
মদ—পরমত্তকারী, হায়, মায়া-বায়ু,
ফাঁপায় যে হৃদয়, কুরস যথা দেহ
রোগীর! মাৎসর্য্য—যার সুখ, পরদুখে,
গরলকণ্ঠ!—এ সব দুষ্ট রিপু, যারা
প্রবেশি জীবনফুলে, কীট যেন, নাশে
সে ফুলের অপরূপ রূপ, এ নগরে
নারে প্রবেশিতে, যথা বিষাক্ত ভুজগ
মহৌষধাগারে। হেথা জিতেন্দ্রিয় সবে,
ব্রহ্মার নিসর্গধারী, নদচয় যথা
লভয়ে ক্ষীরতা বহি ক্ষীরোদ সাগরে!
হেরি সুনগর-কান্তি, ভ্রান্তিমদে মাতি,
ভুলিলা দেবেশ-দল মনের বেদনা
মহানন্দে! ফুলবনে প্রবেশিয়া, কেহ
তুলিলা সুবর্ণপুল ; কেহ, ক্ষুধাতুর,
পাড়িয়া অমৃতফল ক্ষুধা নিবারিলা ;
কেহ পান করিলা পীযূষ-মধু সুখে ;
সঙ্গীত-তরঙ্গে কেহ কেহ রঙ্গে ঢালি
মনঃ হৈম তরুমূলে নাচিলা কৌতুকে।
এইরূপে দেবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
উতরিলা বিরিঞ্চির মন্দির-সমীপে
স্বর্ণময় ; হীরকের স্তম্ভ সারি সারি
শোভিছে সম্মুখে, দেবচক্ষু যার আভা
ক্ষণ সহিতে অক্ষম! কে পারে বর্ণিতে
তাঁহার সদন বিশ্বম্ভর সনাতন
যিনি? কিম্বা কি আছে গো এ ভবমণ্ডলে
যার সহ তাহার তুলনা করি আমি?
মানব-কল্পনা কভু পারে কি কল্পিতে
ধাতার বৈভব—যিনি বৈভবের নিধি?
দেখিলেন দেবগণ মন্দির-দুয়ারে
বসি সুকনকাসনে বিশদবসনা
ভক্তি—শক্তি-কুলেশ্বরী, পতিতপাবনী,
মহাদেবী। অমনি দিক্‌পাল-দল নমি
সাষ্টাঙ্গে, পূজিলা মার রাঙা পা দুখানি!
"হে মাতঃ"—কহিলা ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে—
"হে মাতঃ, তিমিরে যথা বিনাশেন ঊষা,
কলুষনাশিনী তুমি! এ ভবসাগরে
তুমি না রাখিলে, হায়, ডুবে গো সকলে
অসহায়! হে জননি, কৈবল্যদায়িনি,[২]
কৃপা কর আমা সবা প্রতি—দাস তব।"—
শুনি বাসরের স্তুতি, ভক্তি শক্তীশ্বরী
আশীষ করিলা দেবী যত দেবগণে
মৃদু হাসি ; পাইলেন দিব্য চক্ষু সবে।
অপর আসনে পরে দেখিলা সকলে
দেবী আরাধনা,—ভক্তিদেবীর স্বজনী,
একপ্রাণা দোঁহে। পুনঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
কহিতে লাগিলা শচীকান্ত কৃতাঞ্জলি-
পুটে,—"হে জননি, যথা আকাশমণ্ডলী
নিনাদবাহিনী, তথা তুমি, শক্তীশ্বরি,
বিধাতার কর্ণমূলে বহ গো সতত
সেবক-হৃদয়-বাণী। আমা সবা প্রতি
দয়া কর, দয়াময়ি, সদয় হইয়া।"
শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী, দেবী আরাধনা—
প্রসন্নবদনা মাতা—ভক্তিপানে চাহি,
—চাহে যথা সূর্য্যমুখী রবিচ্ছবি পানে—
কহিলা,—"আইস, ওগো সখি বিধুমুখি
চল যাই লইয়া দিক্‌পাল-দলে যথা
পদ্মাসনে বিরাজেন ধাতা ; তোমা বিনা
এ হৈম কপাট, সখি, কে পারে খুলিতে?"
"খুলি এ কপাট আমি বটে ; কিন্তু, সখি,"
(উত্তর করিলা ভক্তি) "তোমা বিনা বাণী
কার শুনি, কর্ণদান করেন বিধাতা।

১ (১). জল যার অমৃতের তুল্য। ২. মোক্ষদায়িনী।

চল যাই, হে স্বজনি, মধুর-ভাষিণি,—
খুলিব দুয়ার আমি ; সদয় হৃদয়ে,
অবগত করাও ধাতারে, কি কারণে
আসি উপস্থিত হেথা দেবদল, তুমি।"
তবে ভক্তি দেবীশ্বরী সহ আরাধনা
অমৃত-ভাষিণী, লয়ে দেবপতিদলে
প্রবেশিলা মন্দগতি ধাতার মন্দিরে
নতভাবে। কনক-কমলাসনে তথা
দেখিলেন দেবগণ স্বয়ম্ভু লোকেশে!
শত শত ব্রহ্ম-ঋষি বসেন চৌদিকে,
মহাতেজা, তেজোগুণে জিনি দিননাথে,
কাঞ্চন-কিরীট শিরে! প্রভা আভাময়ী,—
মহারূপবতী সতী,—দাঁড়ান সম্মুখে—
যেন বিধাতার হাস্যাবলী মূর্ত্তিমতী!
তাঁর সহ দাঁড়ান সুবর্ণবীণা করে,
বীণাপাণি, স্বরসুধা-বর্ষণে বিনোদি
ধাতার হৃদয়, যথা দেবী মন্দাকিনী
কলকল-রবে সদা তুষেন অচল-
কুল-ইন্দ্র হিমাচলে—মহানন্দময়ী!
শ্বেতভুজা, শ্বেতাজে[৩] বিরাজে পা দুখানি,
রক্তোৎপল-দল যেন মহেশ-উরসে ;—
জগৎ-পূজিতা দেবী—কবিকুল-মাতা!
হেরি বিরিঞ্চির পাদ-পদ্ম, সুরদল,
অমনি শচী-রমণ সহ পঞ্চ জন—
নমিলা সাষ্টাঙ্গে। তবে দেবী আরাধনা
যুড়ি কর কলস্বরে কহিতে লাগিলা ;—
"হে ধাতঃ জগত-পিতঃ, দেব সনাতন
দয়াসিন্ধু! সুন্দ উপসুন্দাসুর বলী,
দলি আদিতেয়-দলে বিষম সংগ্রামে,
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি,
লণ্ডভণ্ড করি স্বর্গ—দাবানল যথা
বিনাশে কুসুমে পশি কুসুমকাননে
সর্ব্বভুক্! রাজ্যচ্যুত, পরাভূত রণে,
তোমার আশ্রয় চায় নিরাশ্রয় এবে
দেবদল,—নিদাঘার্ত্ত পথিক যেমতি
তরুবর-পাশে আসে আশ্রম-আশায়।—
হে বিভো জগৎযোনি,[৪] অযোনি আপনি,
জগদন্ত[৫] নিরন্তক,[৬] জগতের আদি
অনাদি! হে সবর্বব্যাপি, সর্ব্বজ্ঞ, কে জানে
মহিমা তোমার? হায়, কাহার রসনা,—
দেব কি মানব,—গুণকীর্ত্তনে তোমার
পারক? হে বিশ্বপতি, বিপদের জালে
বদ্ধ দেবকুলে, দেব, উদ্ধার গো আজি।"
এতেক নিবেদি তবে দেবী আরাধনা
নীরব হইলা, নমি ধাতার চরণে
কৃতাঞ্জলিপুটে। শুনি দেবীর বচন—
কি ছার তাহার কাছে কাকলী-লহরী
মধুকালে?—উত্তর করিলা সনাতন-
ধাতা ; "এ বারতা, বৎসে, অবিদিত নহে।
সুন্দ উপসুন্দাসুর দৈব-বলে বলী ;
কঠোর তপস্যাফলে অজেয় জগতে।
কি অমর কিবা নর সমরে দুর্ব্বার
দোঁহে! ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি
নিবারিতে এ দানবদ্বয়ে। বায়ু-সখা
সহ বায়ু আক্রমিলে কানন, তাহারে
কে পারে রোধিতে,—কার পরাক্রম হেন?"
এতেক কহিলা দেব দেব-প্রজাপতি।
অমনি করিয়া পান ধাতার বচন-
মধু, ব্রহ্ম-পুরী সুখতরঙ্গে ভাসিল!
শোভিলা উজ্জ্বলতরে প্রভা আভাময়ী,
বিশাল-নয়না দেবী। অখিল জগত
পূরিল সুপরিমলে, কমল-কাননে
অযুত কমল যেন সহসা ফুটিয়া
দিল পরিমল-সুধা সুমন্দ অনিলে!
যথায় সাগর-মাঝে প্রবল পবন
বলে ধরি পোত, হায়, ডুবাইতেছিলা
তারে, শান্তি-দেবী তথা উতরি সত্বরে,
প্রবোধি মধুর ভাষে, শান্তিলা মারুতে।
কালের নশ্বর শ্বাস-অনলে যেখানে
ভস্মময় জীবকুল (ফুলকুল যথা
নিদাঘে) জীবনামৃত-প্রবাহ সেখানে
বহিল, জীবন দান করি জীবকুলে,—
নিশির শিশির-বিন্দু সরসে যেমতি
প্রসূন, নীরস, মরি, নিদাঘ-জ্বলনে!
প্রবেশিলা প্রতি গৃহে মঙ্গল-দায়িনী
মঙ্গলা! সুশস্যে পূর্ণা হাসিলা বসুধা ;—
প্রমোদে মোদিল[৭] বিশ্ব বিস্ময় মানিয়া!
তবে ভক্তি শক্তীশ্বরী, সহ আরাধনা,

৩. শ্বেতপদ্ম। ৪. বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মা। ৫. সৃজনকর্তা হিসেবে বিশ্বের অন্ত ও ব্রহ্মার মধ্যে। ৬. যার শেষ নেই বা বিনাশ নেই—ব্রহ্মা। ৭. আনন্দে প্রফুল্লিত।

প্রফুল্লবদনা যথা কমলিনী, যবে
ত্বিষাম্পতি দিননাথ তাড়াই তিমিরে,
কনক-উদয়াচলে আসি দেন দেখা ;—
লইয়া দিক্‌পালদলে, যথা বিধি পূজি
পিতামহে, বাহিরিলা ব্রহ্মালয় হতে।
"হে বাসব," কহিলেন ভক্তি মহাদেবী,
"সুরেন্দ্র, সতত রত থাক ধর্ম্মপথে।
তোমার হৃদয়ে, যথা রাজেন্দ্র-মন্দিরে
রাজলক্ষ্মী, বিরাজিব আমি হে সতত।"
"বিধুমুখী সখী মম ভক্তি শক্তীশ্বরী,"—
কহিলেন আরাধনা মৃদুমন্দ হাসি—
"বিরাজেন যদি সদা তোমার হৃদয়ে,
শচীকান্ত, নিতান্ত জানিও আমি তব
বশীভূতা! শশী যথা কৌমুদী সেখানে।
মণি, আভা, একপ্রাণা ; লভ এ রতনে,
অযতনে আভা লাভ করিবে, দেবেশ!
কালিন্দীরে পান সিন্ধু গঙ্গার সঙ্গমে!"
বিদায় হইলা তবে সুরদল, সেবি
দেবীদ্বয়ে। পরে সবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
উতরিলা পুনঃ যথা পীযুষ-সলিলা
বহে নিরবধি নদী কলকল কলে—
সুবর্ণ-তটিনী ; যথা অমরী ব্রততী,
অমর সুতরুকুল ; স্বর্ণকান্তি ধরি
ফুলকুল ফোটে নিত্য সুনিকুঞ্জবনে,
ভরি সুসৌরভে দেশ। হৈম বৃক্ষমূলে,—
রঞ্জিত কুসুম-রাগে,—বসিলেন সবে।
কহিলা বাসব তবে ঈষৎ হাসিয়া,—
"দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে, রণ পরিহরি,
আইলাম আমা সবে ধাতার সমীপে
ধায়ে রড়ে,—বিধির বিধান বোধাগম!
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য নাহি পথ ; কহ,
কি বুঝ সঙ্কেত-বাক্যে, কহ, দেবগণ?
বিচার করহ সবে ; সাবধানে দেখ
কি মর্ম্ম ইহার! দুধে জল যদি থাকে,
তবু রাজহংসপতি পান করে তারে,
তেয়াগিয়া তোয়ঃ কে কি বুঝ, কহ, শুনি।"—
উত্তর করিলা যম ;—"এ বিষয়ে, দেব
দেবেন্দ্র, স্বীকারি আমি নিজ অক্ষমতা।
বাহু-পরাক্রমে কর্ম্ম-নির্ব্বাহ যেখানে,
দেবনাথ, সেথা আমি। তোমার প্রসাদে
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডনাশক,
শিখেছি ধরিতে এরে ; কিন্তু নাহি জানি
চালাইতে লেখনী, পশিতে শব্দার্ণবে
অর্থরত্ন-লোভে—যেন বিদ্যার ধীবর।"
"আমিও অক্ষম যম-সম"—উত্তরিলা
প্রভঞ্জন—"সাধিবারে তোমার এ কাজ,
বাসব! করীর কর যথা, পারি আমি
উপাড়িতে তরুবর, পাষাণ চূর্ণিতে,
চিরধীর শৃঙ্গধরে বজ্রসম চোটে
অধীরিতে ; কিন্তু নারি তুলিতে বাছিয়া
এ সূচি, হে নমুচিসূদন[৮] শচীপতি।"
উত্তর করিলা তবে স্কন্দ তারকারি
মৃদু স্বরে ;—"দেহ, ওহে দেবকুলপতি,
দেহ অনুমতি মোরে, যাই আমি যথা
বসে সুন্দ উপসুন্দ,—দুরন্ত অসুর।
যুদ্ধার্থে আহ্বানি গিয়া ভাই দুই জনে।
শুনি মোর শঙ্খধ্বনি রুষিবে অমনি
উভয় ; কহিব আমি—'তোমাদের মাঝে
বীরশ্রেষ্ঠ বীর যে, বিগ্রহ দেহ আসি।'
ভাই ভাই বিরোধ হইবে এ হইলে।
সুন্দ কহিবেক আমি বীর-চূড়ামণি ;
উপসুন্দ এ কথায় সায় নাহি দিবে
অভিমানে। কে আছে গো, কহ, দেবপতি
রথীকুলে, স্বীকারে যে আপন ন্যূনতা?
ভাই ভাই বিবাদ হইলে, একে একে
বধিব উভয়ে আমি বিধির প্রসাদে—
বধে যথা বারণারি বারণ-ঈশ্বরে।"
শুনি সেনানীর বাণী, ঈষৎ হাসিয়া
কহিতে লাগিলা দেব যক্ষকুল-রাজা
ধনেশ ;—"যা কহিলেন হৈমবতীসুত,
কৃত্তিকাকুলবল্লভ, মনে নাহি লাগে।
কে না জানে ফণী সহ বিষ চিরবাসী?
দংশিলে ভুজঙ্গ, বিষ-অশনি অমনি
বায়ুগতি পশে অঙ্গে—দুর্ব্বার অনল।
যথায় যুঝিবে সুন্দাসুর দুষ্টমতি,
নিষ্কোষিবে অসি তথা উপসুন্দ বলী
সহকারী ; উভয়ের বিক্রম উভয়।
বিশেষতঃ কূট-যুদ্ধে দৈত্যদল রত।
পাইলে একাকী তোমা, হে উমাকুমার,
অবশ্য অন্যায়যুদ্ধ করিবে দানব

৮. নমুচি নামক দৈত্য হত্যাকারী—ইন্দ্র।

পাপাচার। বৃথা তুমি পড়িবে সঙ্কটে,
বীরবর! মোর বাণী শুন, দেবপতি
মহেন্দ্র ; আদেশ মোরে, ধনজালে বেড়ি
বাঁধি আমি—যথা ব্যাধ বধয়ে শার্দ্দুল,
আনায়-মাঝারে তারে আনিয়া কৌশলে—
এ দুষ্ট দনুজ দোঁহে! অবিদিত নহে,
বসুমতী সতী মম বসু-পূর্ণাগার,
যথা পঙ্কজিনী ধনী ধরয়ে যতনে
কেশর,—মদন অর্থ। বিবিধ রতন—
তেজঃপুঞ্জ, নয়নরঞ্জন, রাশি রাশি,
দেহ আজ্ঞা, দেব, দান করি দানবেরে।
করি দান সুবর্ণ—উজ্জ্বল বর্ণ, সহ
রজত, সুশ্বেত যথা দেবী শ্বেতভুজা।
ধনলোভে উন্মত্ত উভয় দৈত্যপতি,
অবশ্য বিবাদ করি মরিবে অকালে—
মরিল যেমতি দ্বন্দ্বি, হায়, মন্দমতি!
সহ সুপ্রতীক ভ্রাতা লোভী বিভাবসু!"—
    উত্তর করিলা তবে জলেশ বরুণ
পাশী ;—"যা কহিলে সত্য, যক্ষকুলপতি,
অর্থে লোভ ; লোভে পাপ ; পাপ-নাশকারী।
কিন্তু ধন কোথা এবে পাবে, ধনপতি?
কোথা সে বসুধা শ্যামা, সুবসুধারিণী[৯]
তোমার? ভুলিলে কি গো, আমরা সকলে
দীন, পত্রহীন তরু হিমানীতে যথা,
আজি! আর আছে কি গো সে সব বিভব?
আর কি—কি কাজ কিন্তু এ মিছা বিলাপে?
কহ, দেবকুলনিধি, কি বিধি তোমার?"
    কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর
অসুরারি ;—"ভাসি আমি অজ্ঞাত সলিলে
কর্ণধার, ভাবনায় চিন্তায় আকুল,
নাহি দেখি অনুকূল কূল কোন দিকে!
কেমনে চালাব তরী বুঝিতে না পারি?
কেমনে হইব পার অপার সাগর?
শূন্যতূণ আমি আজি এ ঘোর সমরে।
বজ্রাপেক্ষা তীক্ষ্ণ মম প্রহরণ যত,
তা সকলে নিবারিল এ কাল সংগ্রামে
অসুর। যখন দুষ্ট ভাই দুই জন
আরম্ভিলা তপঃ, আমি পাঠানু যতনে
সুকেশিনী উর্ব্বশীরে ; কিন্তু দৈববলে
বিফলবিভ্রমা বামা লজ্জায় ফিরিল,—
গিরিদেহে বাজি যথা রাজীব! সতত
অধীর সুধীর ঋষি যে মধুর হাসে,
শোভিল সে বৃথা, হায়, সৌদামিনী যথা
অন্ধজন প্রতি শোভে বৃথা প্রজ্বলনে!
যে কেশে নিগড় সদা গড়ে রতিপতি ;
যে অপাঙ্গবিষানলে জ্বলে দেব-হিয়া ;—
নারিল সে কেশপাশ বাঁধিতে দানবে!
বিফল সে বিষানল, হলাহল যথা
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠদেশে! কি আর কহিব,—
বৃথা মোরে জিজ্ঞাসহ, জলদলপতি।"
    এতেক কহিয়া দেব দেবেন্দ্র বাসব
নীরবিলা, আহা, মরি, নিশ্বাসি বিষাদে!
বিষাদে নীরব দেখি পৌলোমীরঞ্জনে,
মৌনভাবে বসিলেন পঞ্চদেব রথী।
    হেন কালে—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে?
হেন কালে অকস্মাৎ হইল দৈববাণী।
"আনি বিশ্বকর্ম্মায়, হে দেবগণ, গড়
বামায়,—অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে।
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম,
ভূত, তিল তিল সবা হইতে লইয়া,
সৃজ এক প্রমদারে—ভব-প্রমোদিনী।
তা হতে হইবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি।"—
    তবে দেবপতি, শুনি আকাশ-সম্ভবা-
ভারতী, পবন পানে চাহিয়া কহিলা,—
"যাও তুমি, আন হেথা, বায়ুকুল-রাজা,
অবিলম্বে বিশ্বকর্ম্মা, শিল্পীকুলরাজে!"
    শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, অমনি তখনি
প্রভঞ্জন শূন্যপথে উড়িলা সুমতি
আশুগ ;[১০]—কাঁপিল বিশ্ব থর থর করি
আতঙ্কে, প্রমাদ গণি অস্থির হইলা
জীবকুল, যথা যবে প্রলয়ের কালে,
টঙ্কারি পিনাক[১১] রোষে পিনাকী ধূর্জ্জটি[১২]
বিশ্বনাশী পাশুপত[১৩] ছাড়েন হুঙ্কারে।
    চলি গেলা পবন, পবনবেগে দেব
শূন্যপথে। হেথা ব্রহ্মপুরে পঞ্চজন
ভাসিলা—মানস-সরে রাজহংস যথা—
আনন্দ-সলিলে সদানন্দের সদনে!
যে যাহা ইচ্ছিলা তাহা পাইলা তখনি।
যে আশা, এ ভবমরুদেশে মরীচিকা,

৯ বসু ধারণকারিণী। ১০. অতি দ্রুত যার গতি। ১১. শিবের ধনুক। ১২. মহাদেব।
১৩. বিশ্বসংহারকারী অস্ত্র পাশুপত যিনি ধারণ করেন তিনি পশুপতি—শিব।

ফলবতী নিরবধি বিধির আলয়ে!
মাগিলেন সুধা শচীকান্ত শান্তমতি ;
অমনি সুধালহরী বহিল সম্মুখে
কলরবে। চাহিলেন ফল জলপতি ;
রাশি রাশি ফল আসি সুবর্ণ-বরণ—
পড়িল চৌদিকে। যাচিলেন ফুল দেব-
সেনানী ; অযুত ফুল, স্তবকে স্তবকে
বেড়িল শূরেন্দ্রে যথা চন্দ্রে তারাবলী।
রত্নাসন মাগি তাহে বসিলা কুবের—
মণিময় শেষের অশেষ দেহোপরি
শোভিলেন যেন পীতাম্বর চিন্তামণি।
ভ্রমিতে লাগিলা যম মহাহৃষ্টমতি,
যথা শরদের কালে গগনমণ্ডলে,
পবন-বাহনারোহী, ভ্রমে কুতূহলী
মেঘেন্দ্র, রজনীকান্ত-রজঃকান্তি হেরি,—
হেরি রত্নাকারা তারা,—সুখে মন্দগতি!

এড়াইয়া ব্রহ্মপুরী, বায়ুকুল-রাজা
প্রভঞ্জন,[14] বায়ুবেগে চলিলেন বলী
যথায় বসেন বিশ্বোপান্তে মহামতি
বিশ্বকর্ম্মা। বাতাকারে উড়িলা সুরথী
শূন্যপথে, উথলিয়া নীলাম্বর যেন
নীল অম্বুরাশি। কত দূরে ত্বিষাম্পতি
দিনকান্ত রবিলোকে অস্থির হইলা
ভাবি দুষ্ট রাহু বুঝি আইল অকালে
মুখ মেলি। চন্দ্রলোকে রোহিণীবিলাসী[15]
সুধানিধি, পাণ্ডুবর্ণ আতঙ্কে স্মরিয়া
দুরন্ত বিনতাসুতে,[16]—সুধা-অভিলাষী!
মুদিলা নয়ন হৈম তারাকুল ভয়ে,
ভৈরব দানবে হেরি যথা বিদ্যাধরী,
পঙ্কজিনী তমঃপুঞ্জে ; বাসুকির শিরে
কাঁপিলা ভীরু বসুধা ; উঠিলা গর্জ্জিয়া
সিন্ধু, দ্বন্দ্বে রত সদা, চির-বৈরি হেরি ;[17]—
সাজিল তরঙ্গ-দল রণ-রঙ্গে মাতি।

এ সবে পশ্চাতে রাখি আঁখির নিমিষে
চলি গেলা আশুগতি। ঘন ঘনাবলী
ধায় আগে রড়ে ঝড়ে ভূত-দল যথা
ভূত-নাথ সহ। একে একে পার হয়ে
সপ্ত অব্দি,[18] চলিলা মরুৎকুলনিধি
অবিশ্রান্ত, ক্লান্তি, শান্তি, সবে অবহেলি
চলে যথা কাল। কত দূরে যমপুরী
ভয়ঙ্করী দেখিলেন ভীম সদাগতি।[19]
কোন স্থলে হিমানীতে কাঁপে থরথরি
পাপি-প্রাণ, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপি দুর্ম্মতি ;—
কোন স্থলে কালাগ্নেয়-প্রাচীর-বেষ্টিত
কারাগারে জ্বলে কেহ হাহাকার রবে
নিরবধি ; কোথাও বা ভীম-মূর্ত্তি-ধারী
যমদূত প্রহারয়ে চণ্ড দণ্ড শিরে
অদয় ; কোথাও শত শকুনি-মণ্ডলী
বজ্রনখা, বিদরিয়া বক্ষঃ মহাবলে,
ছিন্ন ভিন্ন করে অন্ত্র ; কোথাও বা কেহ,
তৃষায় আকুল, কাঁদে বসি নদী-তীরে,
করিয়া শত মিনতি বৈতরণী-পদে
বৃথা,—না চাহেন দেবী দুরাত্মার পানে,
তপস্বিনী ধনী যথা—নয়নরমণী—
কভু নাহি কর্ণদান করে কামাতুরে—
জিতেন্দ্রিয়া! কোথাও বা হেরি লক্ষ লক্ষ
উপাদেয় ভক্ষ্যদ্রব্য, ক্ষুধাতুর প্রাণী
মাগে ভিক্ষা ভক্ষণ—রাজেন্দ্র-দ্বারে যথা
দরিদ্র,—প্রহরী-বেত্র-আঘাতে শরীর
জরজর। সতত অগণ্য প্রাণিগণ
আসিতেছে দ্রুতগতি চারি দিক্ হতে,
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে যথা পতঙ্গের দল
দেখি অগ্নিশিখা,—হায়, পুড়িয়া মরিতে!
নিস্পৃহ এ লোকে বাস করে লোক যত।
হায় রে, যে আশা আসি তোষে সর্ব্বজনে
জগতে, এ দুরন্ত অন্তকপুরে গতি-
রোধ তার! বিধাতার এই যে বিধান।
মরুস্থলে প্রবাহিণী কভু নাহি বহে।
অবিরামে কাটে কীট ; পাবক না নিবে।
শত-সিন্ধু-কোলাহল জিনি, দিবানিশি,
উঠয়ে ক্রন্দনধ্বনি—কর্ণ বিদরিয়া।

হেরি শমনের পুরী, বিস্ময় মানিয়া
চলিলা জগৎপ্রাণ পুনঃ দ্রুতগতি
যথায় বসেন দেব-শিল্পী। কতক্ষণে

১৪. পবনদেব। ১৫. রোহিণীর (নক্ষত্র) স্বামী চন্দ্র। ১৬. গরুড়পক্ষী। ১৭. কবি এখানে বায়ু ও সমুদ্রের মধ্যে শত্রুসম্বন্ধ কল্পনা করেছেন। ১৮. পুরাণে উল্লিখিত সপ্ত সমুদ্র প্রসঙ্গ। ১৯. যমপুরীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বেগবান বায়ুর উল্লেখ।

উত্তরমেরুতে বীর উতরিলা আসি।
অদূরে শোভিল বিশ্বকর্ম্মার সদন।
ঘন ঘনাকার ধূম উড়ে হর্ম্ম্যোপরি,
তাহার মাঝারে হৈম গৃহাগ্র অযুত
শোভাতে, বিদ্যুতের রেখা অচঞ্চল যেন
মেঘাবৃত আকাশে, বা বাসবের ধনু
বর্ণময়! প্রবেশিয়া পুরী বায়ুপতি
দেখিলেন চারি দিকে ধাতু রাশি রাশি
শৈলাকার; মূর্ত্তিমান্ দেব বৈশ্বানরে।[২০]
পাত্রে সোহাগায় সোণা গলিছে সোহাগে
প্রেম রসে; বাহিরিছে রজত গলিয়া
ফুটে, বাহিরায় যথা বিমল-সলিল-
প্রবাহ, পর্ব্বত-সানু-উপরি যাহারে
পালে কাদম্বিনী ধনী; লৌহ, যার তনু
অক্ষয়, তাপিলে অগ্নি, মহারাগে ধাতু
জ্বলে অগ্নিসম তেজ,—অগ্নিকুণ্ডে পড়ি
পুড়িছে,—বিষম জ্বালা যেন ঘৃণা করি,—
নীরবে শোকাগ্নি যথা সহে বীর-হিয়া।
কাঞ্চন-আসনে বসি বিশ্বকর্ম্মা দেব,
দেব-শিল্পী, গড়িছেন অপূর্ব্ব গড়ন,
হেন কালে তথায় আইলা সদাগতি।
হেরি প্রভঞ্জনে দেব অমনি উঠিয়া
নমস্কারি বসাইলা রত্ন-সিংহাসনে।
"আপন কুশল কহ, বায়ুকুলেশ্বর,"—
কহিতে লাগিলা বিশ্বকর্ম্মা—"কহ, বলি,
স্বর্গের বারতা। কোথা দেবেন্দ্র কুলিশী?
কি কারণে, সদাগতি, গতি হে তোমার
এ বিজন দেশে? কহ, কোন্ বরাঙ্গনা—
দেবী কি মানবী—এবে ধরিয়াছে, তোমা
প্রীতি পীরিতের ফাঁদ? কহ, যত চাহ,
দিব আমি অলঙ্কার,—অতুল জগতে!
এই দেখ নূপুর ; ইহার বোল শুনি
বীণাপাণি-বীণা দেব, ছিন্ন-তার, খেদে!
এই দেখ সুমেখলা[২১] দেখি ভাব মনে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে কি শোভা ইহার!
এই দেখ মুক্তাহার; হেরিলে ইহারে
উরজ[২২]-কমলযুগ-মাঝারে, মনোজ[২৩]
মজে গো আপনি! এই দেখ, দেব, সিঁথি;
কি ছার ইহার কাছে, ওরে নিশীথিনি,
তোর তারাময় সিঁথি! এই যে কঙ্কণ
খচিত রতনবৃন্দে, দেখ, গন্ধবহ।
প্রবাল-কুণ্ডল এই দেখ, বীরমণি;—
কি ছার ইহার কাছে বনস্থলী-কাণে
পলাশ,—রমণী-মনোরমণ ভূষণ!
আর আর আছে যত, কি কব তোমারে?"
হাসিয়া হাসিয়া যদি এতেক কহিলা,
বিশ্বকর্ম্মা, উত্তর করিলা মহামতি
শ্বসন, নিশ্বাস বীর ছাড়িয়া বিষাদে;—
"আর কি আছে গো, দেব, সে কাল এখন?
বিশ্বোপান্তে তিমির-সাগর-তীরে সদা
বস তুমি, নাহি জান স্বর্গের দুর্দ্দশা!
হায়, দৈত্যকুল এবে, প্রবল সমরে,
লুটিছে ত্রিদশালয় লণ্ডভণ্ড করি,
পামর! স্মরেন তোমা দেব অসুরারি,
শিল্পিবর; তেঁই আমি আইনু সত্বরে।
চল, দেব, অবিলম্বে ; বিলম্ব না সহে।
মহা ব্যগ্র ইন্দ্র আজি তব দরশনে।"
শুনি পবনের বাণী, কহিতে লাগিলা
দেব-শিল্পী—"হায়, দেব, এ কি পরমাদ[২৪]—!
দিতিজকুল উজ্জ্বলি, কোন্ মহারথী
বিমুখিলা দেবরাজে সম্মুখ-সমরে
বলে? কহ, কার অস্ত্রে রোধ গতি তব,
সদাগতি? কে ব্যথিল তীক্ষ্ণ প্রহরণে
যমে? নিরস্তিল কেবা জলেশ পাশীরে?
অলকানাথের গদা—শৈল-চূর্ণ-কারী?
কে বিঁধিল, কহ, হায়, খরতর শরে
ময়ূর-বাহনে? এ কি অদ্ভুত কাহিনী!
কোথায় হইল রণ? কিসের কারণে?
মরে যবে সমরে তারক মন্দমতি,
তদবধি দৈত্যদল নিস্তেজ-পাবক,—
বিষহীন ফণী; এবে প্রবল কেমনে?
বিশেষ করিয়া কহ, শুনি, শূরমণি।
উত্তরমেরুতে সদা বসতি আমার
বিশ্বোপান্তে। ওই দেখ তিমির-সাগর
অকূল, পর্ব্বতাকার যাহার লহরী
উথলিছে নিরবধি মহা কোলাহলে।
কে জানে জল কি স্থল? বুঝি দুই হবে।
লিখিলা এ মেরু ধাতা জগতের সীমা
সৃষ্টিকালে; বসে তমঃ, দেখ ওই পাশে।
নাহি যান প্রভাদেবী তাহার সদনে,

২০. বিশ্বকর্মার কর্মশালায় অগ্নি। ২১. মনোরম কটিভূষণে সজ্জিতা। ২২. স্তন। ২৩. বামদেব। ২৪. বিপদ অর্থে প্রমাদ শব্দের কাব্যরূপ।

পাপীর সদনে যথা মঙ্গল-দায়িনী
লক্ষ্মী। এত দূরে আমি কিছু নাহি জানি;
বিশেষ করিয়া কহ সকল বারতা।"
উত্তর করিলা তবে বায়ু-কুলপতি—
"না সহে বিলম্ব হেথা, কহিনু তোমারে,
শিল্পিবর, চল যথা বিরাজেন এবে
দেবরাজ ; শুনিবে গো সকল বারতা
তাঁর মুখে। কোন্ সুখে কব, হায়, আমি,
সিংহদল-অপমান শৃগালের হাতে?
স্মরিলে ও কথা দেহ জ্বলে কোপানলে!
বিধির এ বিধি তেঁই সহি মোরা সবে
এ লাঞ্ছনা। চল দেব, চল শীঘ্রগতি।
আজি হে তোমার ভার উদ্ধার করিতে
দেব-বংশ,—দেবরিপু ধ্বংসি স্বকৌশলে।"
এতেক কহিয়া দেব বায়ু-কুলপতি
দেব দেব-শিল্পী সহ উঠিলা আকাশে
বায়ুবেগে। ছাড়াইয়া কৃতান্ত-নগরী,
বসুধা বাসুকি-প্রিয়া, চন্দ্র সুধানিধি,
সূর্য্যলোক, চলিলেন মনোরথগতি
দুই জন ; কত দূরে শোভিল অম্বরে
স্বর্ণময়ী ব্রহ্মপুরী, শোভেন যেমতি
উমাপতি-কোলে উমা হৈমকিরীটিনী।
শত শত গৃহচূড়া হীরক-মণ্ডিত
শত শত সৌধশিরে ভাতে সারি সারি
কাঞ্চন-নির্ম্মিত। হেরি ধাতার সদন
আনন্দে কহিলা বায়ু দেব-শিল্পী প্রতি ;—
"ধন্য তুমি দেবকুলে, দেব-শিল্পী গুণি!
তোমা বিনা আর কার সাধ্য নির্ম্মাইতে
এ হেন সুন্দরী পুরী—নয়ন-রঞ্জিনী।"
"ধাতার প্রসাদে, দেব, এ শক্তি আমার"—
উত্তরিলা বিশ্বকর্ম্মা—"তাঁর গুণে গুণী,
গড়ি এ নগর আমি তাঁহার আদেশে।
যথা সরোবর-জল, বিমল, তরল,
প্রতিবিম্বে নীলাম্বর তারাময় শোভা
নিশাকালে, এই রমা প্রতিমা প্রথমে
উদয়ে ধাতার মনে,—তবে পাই আমি।"
এইরূপ কথোপকথনে দেবদ্বয়
প্রবেশিলা ব্রহ্মপুরী—মন্দগতি এবে।
কত দূরে হেরি দেব জীমূতবাহন
বজ্রপাণি, সহ কার্ত্তিকেয় মহারথী,
পাশী, তপনতনয়, মুরজা-বল্লভ
যক্ষরাজ, শীঘ্রগামী দেব-শিল্পী দেব
নিকটিয়া, করপুটে প্রণাম করিলা
যথা বিধি। দেখি বিশ্বকর্ম্মায় বাসব
মহোদয় আশীষিয়া কহিতে লাগিলা,—
"স্বাগত, হে দেব-শিল্পী! মরুভূমে যথা
তৃষাকুল জন সুখী সলিল পাইলে,
তব দরশনে আজি আনন্দ আমার
অসীম! স্বাগত, দেব, শিল্পি-চূড়ামণি!
দৈববলে বলী দুই দানব, দুর্জ্জয়
সমরে, অমরপুরী গ্রাসিয়াছে আসি,
হায়, গ্রাসে রাহু যথা সুধাংশু-মণ্ডলী!
ধাতার আদেশ এই শুন মহামতি।
'আনি বিশ্বকর্ম্মায়, হে দেবগণ, গড়
বামায়, অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে।
ত্রিলোকে আঁছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম,
ভূত, সবা হইতে লইয়া তিল তিল,
সৃজ এক প্রমদারে—ভবপ্রমোদিনী।
তাহা হতে হবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি'।"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী শিল্পীন্দ্র অমনি
নমিয়া দিক্‌পালদলে বসিলেন ধ্যানে ;
নীরবে বেড়িলা দেবে যত দেবপতি।
আরম্ভিয়া মহাতপঃ, মহামন্ত্রবলে
আকর্ষিলা স্থাবর, জঙ্গম, ভূত যত
ব্রহ্মপুরে শিল্পিবর। যাহারে স্মরিলা
পাইলা তখনি তারে। পদ্মদ্বয় লয়ে
গড়িলেন বিশ্বকর্ম্মা রাঙ্গা পা দুখানি।
বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিলা তাহাতে
যেন লাক্ষারস-রাগ। বনস্থল-বধূ
রম্ভা উরুদেশে আসি করিলা বসতি ;
সুমধ্যম মৃগরাজ দিলা নিজ মাঝা ;
খগোল নিতম্ব-বিম্ব ; শোভিল তাহাতে
মেখলা, গগনে, মরি, ছায়াপথ যথা!
গড়িলেন বাহু-যুগ লইয়া মৃণালে।
দাড়িম্বে কদম্বে হৈল বিষম বিবাদ ;
উভয়ে চাহিল আসি বাস করিবারে
উরস-আনন্দ-বনে ; সে বিবাদ দেখি
দেব-শিল্পী গড়িলেন মেরু-শৃঙ্গাকারে
কুচযুগ। তপোবলে শশাঙ্ক সুমতি
হইলা বদন দেব অকলঙ্ক ভাবে ;
ধরিলা কবরীরূপ কাদম্বিনী ধনী,
ইন্দ্রচাপে বানাইয়া মনোহর সিঁথি।
জ্বলে যে তারা-রতন ঊষার ললাটে,
তেজঃপুঞ্জ, দুইখান করিয়া তাহারে

গড়াইলা চক্ষুদ্বয়, যদিও হরিণী
রাখিলেক দেবপদে আনি নিজ আঁখি।
গড়িলা অধর দেব বিম্বফল দিয়া,
মাখিয়া অমৃতরসে ; গজ-মুক্তাবলী
শোভিল রে দন্তরূপে বিশ্ব বিমোহিয়া!
আপনি রতি-রঞ্জন নিজ ধনু ধরি
ভুরুছলে বসাইলা নয়ন উপরে;
তা দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা হাসি কাড়ি নিলা
তূণ তাঁর; বাছি বাছি সে তূণ হইতে
খরতর ফুল-শর, নয়নে অর্পিলা
দেব-শিল্পী। বসুন্ধরা নানা রত্ন-সাজে
সাজাইলা বরবপু, পুষ্পলাবী যথা
সাজায় রাজেন্দ্রবালা কুসুমভূষণে।
চম্পক, পঙ্কজপর্ণ, সুবর্ণ চাহিল
দিতে বর্ণ বরাঙ্গনে ; এ সবারে ত্যজি,—
হরিতালে শিল্পীবর রাগিলা সুতনু!
কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল
দিতে নিজ মধু-রব ; কিন্তু বীণাপাণি,
আনি সঙ্গে রঙ্গে রাগ-রাগিণীর কুল,
রসনায় আসন পাতিলা বাগীশ্বরী!
অমৃত সঞ্চারি তবে দেব-শিল্পী-পতি
জীবাইলা কামিনীরে ;—সুমোহিনী-বেশে
দাঁড়াইলা প্রভা যেন, আহা, মূর্ত্তিমতী!
হেরি অপরূপ কান্তি আনন্দ-সলিলে
ভাসিলেন শচীকান্ত ; পবন অমনি,
প্রফুল্ল কমলে যেন পাইয়া, স্বনিলা
সুস্বনে! মোহিত কামে মুরজামোহন,
মনে মনে ধন-প্রাণ সঁপিলা বামারে!
শান্ত জলনাথ যেন শান্তি-সমাগমে!
মহাসুখী শিখিধ্বজ, শিখিবর যথা
হেরি তোরে, কাদম্বিনি, অনম্বরতলে!
তিমির-বিলাসী যম হাসিয়া উঠিলা,
কৌমুদিনী-প্রমদায় হেরি মেঘ যথা
শরদে! সাবাসি, ওহে দেব-শিল্পী গুণি!
ধাতাবরে, দেববর, সাবাসি তোমারে!
হেন কালে,—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে ;—
হেন কালে পুনর্ব্বার হৈল দৈববাণী;—
"পাঠাও, হে দেবপতি, এ রমা বামারে,
(অনুপমা বামাকুলে)—যথা অমরারি
সুন্দ উপসুন্দাসুর ; আদেশ অনঙ্গে
যাইতে এ বরাঙ্গনা সহ সঙ্গে মধু,
ঋতুরাজ। এ রূপের মাধুরী হেরিয়া
কাম-মদে মাতি দৈত্য মরিবে সংগ্রামে!
তিল তিল লইয়া গড়িলা সুন্দরীরে
দেব-শিল্পী, তেঁই নাম রাখ তিলোত্তমা।"—
শুনিয়া দেবেন্দ্রগণ আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী-ভারতী, নমিলা ভক্তিভাবে
সাষ্টাঙ্গে। তৎপরে সবে প্রশংসা করিয়া
বিদায় করিলা বিশ্বকর্ম্মা শিল্পী-দেবে।
প্রণমি দিক্‌পাল-দলে বিশ্বকর্ম্মা দেব
চলি গেলা নিজ দেশে। সুখে শচীপতি
বাহিরিলা, সঙ্গে ধনী অতুলা জগতে,—
যথা সুরাসুর যবে অমৃত বিলাসে
মথিলা সাগরজল, জলদলপতি
ভুবন-আনন্দময়ী ইন্দিরার সাধে![25]

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে সম্ভবো নাম
তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

সুর্বণ বিহঙ্গী যথা, আদরে বিস্তারি
পাখা,—শক্র-ধনু-কান্তি আভায় যাহার
মলিন,—যতনে ধনী শিখায় শাবকে
উড়িতে, হে জগদম্বে, অম্বর-প্রদেশে ;—
দাসের করিয়া সঙ্গে রঙ্গে আজি তুমি
ভ্রমিয়াছ নানা স্থানে ; কাতর সে এবে,
কুলায়ে লয়ে তাহারে চল, গো জননি!
সফল জনম মম ও পদ-প্রসাদে,
দয়াময়ি! যথা কুন্তী-নন্দন-পৌরব,
ধীর যুধিষ্ঠির, সশরীরে মহাবলী
ধর্ম্মবলে প্রবেশিলা স্বর্গ,[1] তব বরে
দীন আমি দেখিনু, মানব-আঁখি কভু

২৫. দেবাসুর কর্তৃক সমুদ্রমন্থনের পৌরাণিক প্রসঙ্গ। ১. মহাভারতে বর্ণিত যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গগমন প্রসঙ্গ।

নাহি দেখিয়াছে যাহা ; শুনিনু ভারতী,
তব বীণা-ধ্বনি বিনা অতুলা জগতে!
চল ফিরে যাই যথা কুসুম-কুন্তলা
বসুধা। কল্পনা,—তব হেমাঙ্গী সঙ্গিনী,—
দান করিয়াছে যারে তোমার আদেশে
দিব্য-চক্ষু, ভুল না, হে কমল-বাসিনি,
রসিতে রসনা তার তব সুধা-রসে!
বরষি সঙ্গীতামৃত মনীষী তুষিবে,—
এই ভিক্ষা করে দাস, এই দীক্ষা মাগে।
যদি গুণগ্রাহী যে, নিদাঘ-রূপ ধরি,
আশার মুকুল নাশে এ চিত্তকাননে,
সেও ভাল ; অধমে, মা, অধমের গতি!—
ধিক্ সে যাজ্ঞা,—ফলবতী নীচ কাছে!
    মহানন্দে মহেন্দ্র সসৈন্যে মহামতি
উতরিলা যথা বসে বিন্ধ্য গিরিবর
কামরূপী,—হে অগস্ত্য, তব অনুরোধে
অদ্যাপি অচল![২] শত শত শৃঙ্গ শিরে,
বীর বীরভদ্র-শিরে জটাজূট যথা
বিকট: অশেষ দেহ শেষের যেমনি!
দ্রুতগতি শূন্যপথে দেবরথ, রথী,
মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, যত চতুরঙ্গ-দল
আইলা, কঞ্চুক[৩] তেজঃপুঞ্জে উজ্জ্বলিয়া
চারি দিক্! কাম্য নামে নিবিড় কানন—
খাণ্ডব-সম, (পাণ্ডব ফাল্গুনির গুণে
দহি হবির্ব্বহ[৪] যাহে নীরোগী হইলা)[৫]—
সে কাননে দেবসেনা প্রবেশিল বলে
প্রবল। আতঙ্কে পশু, বিহঙ্গম আদি
আশু পলাইল সবে ঘোরতর রবে,
যেন দাবানল আসি, গ্রাসিবার আশে
বনরাজী, প্রবেশিলা সে গহন বনে!—
কাতারে কাতারে সেনা প্রবেশিল আসি
অরণ্যে, উপাড়ি তরু, উপাড়ি ব্রততী,
ঝড় যথা, কিম্বা করিযুথ, মত্ত মদে।
অধীর সত্রাসে ধীর বিন্ধ্য মহীধর,
শীঘ্র আসি শচীকান্ত-নমুচিসূদন-
পদতলে নিবেদিলা কৃতাঞ্জলিপুটে,—
"কি কারণে, দেবরাজ, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব পদে কিঙ্কর? কেমনে
এ অসহ ভার, প্রভু, সহিবে এ দাস?
পাঞ্চজন্য[৬]-নিনাদক প্রবঞ্চি বলিরে
বামনরূপে যেরূপ, হায়, পাঠাইলা
অতল পাতালে তারে,[৭] সেই রূপ বুঝি
ইচ্ছা তব, সুরনাথ, মজাইতে দাসে
রসাতলে!" উত্তরিলা হাসি দেবপতি
অসুরারি :—"যাও, বিন্ধ্য, চলি নিজ স্থানে
অভয়ে ; কি অপকার তোমার সম্ভবে
মোর হাতে? ভুজবলে নাশিয়া দিতিজে
আজি, উপকার, গিরি, তোমার করিব,
আপনি হইব মুক্ত বিপদ্ হইতে ;—
তেঁই হে আইনু মোরা তোমার সদনে।
    হেন মতে বিদাইয়া বিন্ধ্য মহাচলে,
দেব-সৈন্য-পানে চাহি কহিলা গম্ভীরে
বাসব ; "হে সুরদল. ত্রিদিব-নিবাসি,
অমর! হে দিতিসুত-গর্ব্ব-খর্ব্বকারি!
বিধির নির্ব্বন্ধে, হায়, নিরানন্দ আজি
তোমা সবে! রণ-স্থলে বিমুখ যে রথী,
কত যে ব্যথিত সে তা কে পারে বর্ণিতে?
কিন্তু দুঃখ দূর এবে কর, বীরগণ!
পুনরায় জয় আসি আশু বিরাজিবে
এ দেব-কেতনোপরে। ঘোরতর রণে
অবশ্য হইবে ক্ষয় দৈত্যচয় আজি।
দিয়াছি মদনে আমি, বিধির প্রসাদে,
যে শর,—কে সম্বরিবে সে অব্যর্থ শরে?
লয়ে তিলোত্তমায়—অতুলা ধনী রূপে—
ঋতুপতি সহ রতিপতি সর্ব্ব-জয়ী
গেছে চলি যথায় নিবাসে দেব-অরি
দানব! থাকহ সবে সুসজ্জ হইয়া।
সুন্দ উপসুন্দ যবে পড়িবে সমরে,
অমনি পশিব মোরা সবে দৈত্যদেশে
বায়ুগতি, পশে যথা মদকল করী
নলবনে, নলদলে দলি পদতলে।"
    শুনি সুরেন্দ্রের বাণী, সুরসৈন্য যত
হুহুঙ্কারি নিষ্কোষিলা অগ্নিময় অসি
অযুত, আগ্নেয় তেজে পূরি বনরাজী!
টঙ্কারিলা ধনু ধনুর্দ্ধর-দল বলী
রোষে : লোফে শূল শূলী,—হায়, ব্যগ্র সবে

২. অগস্ত্য মুনি ও বিন্ধ্যপর্বত সম্পর্কিত পৌরাণিক প্রসঙ্গ। ৩. বর্ম। ৪. যজ্ঞের হবিঃ বহন করেন যিনি — অগ্নিদেব। ৫. মহাভারতে বর্ণিত অর্জুন কর্তৃক খাণ্ডববন দাহন প্রসঙ্গ। ৬. পঞ্চজন নামক অসুরের অস্থিদ্বারা নির্মিত শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ। ৭. নারায়ণের বামনাবতার সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনী।

মারিতে মরিতে রণে—যা থাকে কপালে!
ঘোর রবে গরজিলা গজ ; হয়ব্যূহ[৮]
মিশাইলা হ্রেষারব[৯] সে রবের সহ!
শুন সে ভীষণ স্বন দনুজ দুর্ম্মতি
হীনবীর্য্য হয়ে ভয়ে প্রমাদ গণিল
অমরারি, যথা শুনি খগেন্দ্রের ধ্বনি,
ম্রিয়মাণ নাগকুল অতল পাতালে!
হেন কালে আচম্বিতে আসি উতরিলা
কাম্যবনে নারদ, দীদিবি রবি যেন
দ্বিতীয়। হরষে বন্দি দেব-ঋষিবরে,
কহিলেন হাসি ইন্দ্র—দেবকুলপতি—
"কি কারণে এ নিবিড় কাননে নারদ
তপোধন, আগমন তোমার গো আজি?
দেখ চারি দিকে, দেব, নিরীক্ষণ করি
ক্ষণকাল ; খরতর-করবাল[১০]-আভা,
হবির্ব্বহ নহে যাহে উজ্জ্বল এ স্থলী ;—
নহে যজ্ঞধূম ও,—ফলক সারি সারি
সুবর্ণমণ্ডিত,—অগ্নিশিখাময় যেন
ধূমপুঞ্জ, কিম্বা মেঘ,—তড়িত-জড়িত!"
আশীষি দেবেশে, হাসি দেব-ঋষিবর
নারদ, উত্তরছলে কহিলা কৌতুকে ;—
"তোমা সম, শচীপতি, কে আছে গো আজি
তাপস? সে কাল-অগ্নি জ্বালি চারি দিকে
বসিয়াছ তপে, দেব, দেখি কাঁপি আমি
চরতপোবনবাসী! অবশ্য পাইবে
মনোনীত বর তুমি ; রিপুদ্বয় তব
ক্ষয় আজি, সহস্রাক্ষ, কহিনু তোমারে।'
সুধিলা সুরসেনানী সুমধুর স্বরে
অগ্রসরি ;—"কৃপা করি কহ, মুনিবর,
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ কি কারণে
রুদ্ধ শমনের পক্ষে নাশিতে দানব-
দল-ইন্দ্র সুন্দ উপসুন্দ মন্দমতি?
যে দম্ভোলি তুলি করে, নাশিলা সমরে
বৃত্রাসুরে সুরপতি ; যে শরে তারকে
সংহারিনু রণে আমি ;—কিসের কারণে
নিরস্ত সে সব অস্ত্র এ দোঁহার কাছে?
কার বরবলে, প্রভু, বলী দিতি-সুত?"
উত্তর করিলা তবে দেবর্ষি নারদ ;—
"ভকত-বৎসল যিনি, তাঁর বলে বলী
দৈত্যদ্বয়। শুন দেব, অপূর্ব্ব কাহিনী।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য, যাহারে নাশিলা
চক্রপাণি নরসিংহ-রূপে,[১১] তার কুলে
জন্মিল নিকুম্ভ নামে সুরপুররিপু,
কিন্তু, বজ্রি, তব বজ্র-ভয়ে সদা ভীত
যথা গরুত্মান্ শৈল।[১২] তার পুত্র দোঁহে
সুন্দ উপসুন্দ—এবে ভুবন-বিজয়ী।
এই বিন্ধ্যাচলে আসি ভাই দুই জন
করিল কঠোর তপঃ ধাতার উদ্দেশে
বহুকাল। তপে তুষ্ট সদা পিতামহ ;
"বর মাগ" বলি আসি দরশন দিলা।
যথা সরঃসুপ্তপদ্ম রবি দরশনে
প্রফুল্লিত, বিরিঞ্চিরে হেরি দৈত্যদ্বয়
করযোড়ে মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল ;—
"হে ধাতঃ, হে বরদ, অমর কর, দেব,
আমা দোঁহে! তব বর-সুধাপান করি,
মৃত্যুঞ্জয় হব, প্রভু, এই ভিক্ষা মাগি।"
হাসি কহিলেন তবে দেব সনাতন
অজ,—"জন্মে মৃত্যু, দৈত্য। দিবস রজনী—
এক যায় আর আসে,—সৃষ্টির বিধান।
অন্য বর মাগ, বীর, যাহা দিতে পারি।"
"তবে যদি,"—উত্তর করিল দৈত্যদ্বয়—
"তবে যদি অমর না কর, পিতামহ,
আমা দোঁহে, দেহ ভিক্ষা, তব বরে যেন
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য কারণে না মরি।"
"ওম্" বলি বর দিলা কমল-আসন।
একপ্রাণ দুই ভাই চলিল স্বদেশে
মহানন্দে। যে যেখানে আছিল দানব,
মিলিল আসিয়া সবে এ দোঁহার সাথে,
পর্ব্বত-সদন ছাড়ি যথা নদ যবে
বাহিরায় হুহুঙ্কারি সিন্ধু-অভিমুখে
বীরদর্পে, শত শত জল-স্রোত আসি
মিশি তার সহ, বীর্য্য বৃদ্ধি তার করে।—
এইরূপে মহাবলী নিকুম্ভ-নন্দন-
যুগ, বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছে এবে
স্বর্গ ; কিন্তু ত্বরা নষ্ট হবে দুষ্টমতি।"
এতেক কহিয়া তবে দেবর্ষি নারদ
আশীষিয়া দেবদলে, বিদায় মাগিয়া,
চলি গেলা ব্রহ্মপুরে ধাতার সদনে।

৮. অশ্বদ্বারা নির্মিত ব্যূহ। ৯. অশ্বের রব। কবি হ্রেষারবকে বরাবর হেষারব লিখেছেন। ১০. তরবারি।
১১. বিষ্ণুর নরসিংহ অবতারে দানবরাজ হিরণ্যকশিপু বিনাশের পৌরাণিক প্রসঙ্গ। ১২. পক্ষযুক্ত পর্বত অর্থাৎ মৈনাক।

কাম্যবনে সৈন সহ দেবেন্দ্র রহিলা,
যথা সিংহ, হেরি দূরে বারণ-ঈশ্বরে,
নিবিড় কানন মাঝে পশি সাবধানে,
একদৃষ্টে চাহে বীর ব্যগ্রচিত্ত হয়ে
তার পানে। এই মতে রহিলেন যত
দেববৃন্দ কাম্যবনে বিন্ধ্যের কন্দরে।
হেথা মীনধ্বজ[১৩] সহ মীনধ্বজ রথে,
বসন্ত-সারথি—রঙ্গে চলিলা সুন্দরী
দেবকুল-আশালতা। অতি-মন্দগতি,
চলিল বিমান শূন্যপথে, যথা ভাসে
স্বর্ণবর্ণ, মেঘবর, অম্বর-সাগরে
যবে অস্তাচল-চূড়া উপরে দাঁড়ায়ে
কমলিনী পানে ফিরে চাহেন ভাস্কর
কমলিনী-সখা। যথা সে ঘনের সনে
সৌদামিনী, মীনধ্বজে তেমনি বিরাজে
অনুপমা রূপে বামা—ভুবন-মোহিনী।
যথায় অচলদেশে দেব-উপবনে
কেলি করে সুন্দ উপসুন্দ মহাবলী
অমরারি, তিন জন তথায় চলিলা।
হেরি কামকেতু দূরে, বসুধা সুন্দরী,
আইলা বসন্ত জানি, কুসুম-রতনে
সাজিলা ; সুবৃক্ষশাখে সুখে পিকদল
আরম্ভিল কলস্বরে মদন-কীর্ত্তন।
মুঞ্জরিল কুঞ্জবন, গুঞ্জরিল অলি
চারি দিকে ; স্বনস্বনে মন্দ সমীরণ,
ফুলকুল-উপহার সৌরভ লইয়া,
আসি সম্ভাষিল সুখে ঋতুবংশ-রাজে।
"হে সুন্দরি"—মৃদু হাসি মদন কহিলা—
"ভীরু, উন্মীলিয়া আঁখি,—নলিনী যেমনি
নিশা অবসানে মিলে কমল-নয়ন—
চেয়ে দেখ চারি দিকে ; তব আগমনে
সুখে বসন্তের সখী বসুন্ধরা সতী
নানা আভরণে সাজি হাসেন কামিনী,
নববধূ বরিবারে কুলনারী যথা।
ত্যজি রথ চল এবে—ওই দৈত্যবন।
যাও চলি, সুহাসিনি, অভয় হৃদয়ে।
অন্তরীক্ষে রক্ষা হেতু ঋতুরাজ সহ
থাকিব তোমার সঙ্গে ; রঙ্গে যাও চলি,
যথায় বিরাজে দৈত্যদ্বয়, মধুমতি।"
প্রবেশিলা কুঞ্জবনে কুঞ্জর-গামিনী
তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি
শরমে, ভয়ে কাতরা নবকুল-বধূ
লজ্জাশীলা। মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী
মুহুর্মুহুঃ চাহি চারি দিকে, চাহে যথা
অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিণী ; কভু
চমকে রমণী শুনি নূপুরের ধ্বনি ;
কভু মরমর পাতাকুলের মর্ম্মরে ;
মলয়-নিশ্বাসে কভু ; হায় রে, কভু বা
কোকিলের কুহুরবে! গুঞ্জরিলে অলি
মধু-লোভী, কাঁপে বামা, কমলিনী যথা
পবন-হিল্লোলে! এইরূপে একাকিনী
ভ্রমিতে লাগিলা ধনী গহন কাননে।
সিহরিলা বিন্ধ্যাচল ও পদ-পরশে,
সম্মোহন-বাণাঘাতে যোগীন্দ্র যেমতি
চন্দ্রচূড়![১৪] বনদেবী—যথায় বসিয়া
বিরলে, গাঁথিতেছিলা ফুল-রত্ন-মালা,
(বরগুঞ্জমালা যথা গাঁথে ব্রজাঙ্গনা
দোলাইতে কুঞ্জবিহারীর বরগলে)—
হেরি সুন্দরীরে, ত্বরা অলকান্ত[১৫] তুলি,
রহিলেন একদৃষ্টে চাহি তার পানে
তথায়, বিস্ময় সাধ্বী মানি মনে মনে।
বনদেব—তপস্বী—মুদিলা আঁখি, যথা
হেরি সৌদামিনী ঘনপ্রিয়ায় গগনে
দিনমণি। মৃগরাজ কেশরী সুন্দর
নিজ পৃষ্ঠাসন বীর সঁপিলা প্রণমি—
যেন জগদ্ধাত্রী আদ্যাশক্তি মহামায়ে!
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দূতী—অতুলা জগতে
রূপে—উতরিলা যথা বনরাজী মাঝে
শোভে সর, নভস্তল বিমল যেমতি।
কলকল স্বরে জল নিরন্তর ঝরি
পর্ব্বত-বিবর হতে সৃজে সে বিরলে
জলাশয়। চারি দিকে শ্যাম তট তার
শত-রঞ্জিত কুসুমে। উজ্জ্বল দর্পণ
বনদেবীর সে সর—খচিত রতনে!
হাসে তাহে কমলিনী, দর্পণে যেমনি
বনদেবীর বদন! মৃদু মন্দ রবে

১৩. কামদেব। ১৪. মহাদেব। ১৫. সামনের বা পাশের কেশগুচ্ছের প্রান্তভাগ।

পবন-হিল্লোলে বারি উছলিছে কূলে।
এই সরোবর-তীরে আসি সীমন্তিনী
(ক্লান্তা এবে) বসিলা বিরামলাভ-লোভে,
রূপের আভায় আলো করি সে কানন।
ক্ষণকাল বসি বামা চাহি সর পানে
আপন প্রতিমা হেরি—ভ্রান্তি-মদে মাতি,
একদৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিলা
বিবশে![১৬] "এ হেন রূপ"—কহিলা রূপসী
মৃদু স্বরে—"কারো আঁখি দেখেছে কি কভু?
ব্রহ্মপুরে দেখিয়াছি আমি দেবপতি
বাসব ; দেবসেনানী ; আর দেব যত
বীরশ্রেষ্ঠ ; দেখিয়াছি ইন্দ্রাণী সুন্দরী ;
দেব-কুল-নারী-কুল ; বিদ্যাধরী-দলে ;
কিন্তু কার তুলনা এ ললনার সহ
সাজে? ইচ্ছা করে, মরি, কায় মন দিয়া
কিঙ্করী হইয়া ওঁর সেবি পা দুখানি!
বুঝি এ বনের দেবী,—মোরে দয়া করি
দয়াময়ী—জল-তলে দরশন দিলা।"
এতেক কহিয়া ধনী অমনি উঠিয়া
নমাইলা শির—যেন পূজার বিধানে,
প্রতিমূর্ত্তি প্রতি ; সেও শির নামাইল!
বিস্ময় মানিয়া বামা কৃতাঞ্জলিপুটে
মৃদু স্বরে সুধিলা—"কে তুমি, হে রমণি?"
আচম্বিতে "কে তুমি? কে তুমি, হে রমণি—
হে রমণি?" এই ধ্বনি বাজিল কাননে!
মহা ভয়ে ভীতা দূতী চমকি চাহিলা
চারি দিকে। হেন কালে হাসি সকৌতুকে,
মধু সহ রতি-বঁধু আসি দেখা দিলা।
"কাহারে ডরাও তুমি, ভুবন-মোহিনি?"
(কহিলেন পুষ্পধনু) "এই দেখ আমি
বসন্ত-সামন্ত সহ আছি, সীমন্তিনি,
তব কাছে। দেখিছ যে বামা-মূর্ত্তি জলে,
তোমারি প্রতিমা, ধনি ; ওই মধুধ্বনি,
তব ধ্বনি প্রতিধ্বনি শিখি নিনাদিছে!
ও রূপ-মাধুরী হেরি, নারী তুমি যদি
বিবশা এত, রূপসি, ভেবে দেখ মনে
পুরুষকুলের দশা! যাও ত্বরা করি ;—
অদূরে পাইবে এবে দেবারি দানবে!"
ধীরে ধীরে পুনঃ ধনী মরালগামিনী
চলিলা কানন-পথে। কত স্বর্ণ-লতা
সাধিল ধরিয়া, আহা, রাঙা পা দুখানি,
থাকিতে তাদের সাথে ; কত মহীরুহ,
মোহিত মদন-মদে, দিলা পুষ্পাঞ্জলি ;
কত যে মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল
কপোতীর সহ ; কত গুণ্ গুণ্ করি
আরাধিল অলি-দল,—কে পারে কহিতে?
আপনি ছায়া সুন্দরী—ভানুবিলাসিনী—
তরুমূলে, ফুল ফল ডালায় সাজায়ে,
দাঁড়াইলা—সখীভাবে বরিতে বামারে ;
নীরবে চলিলা সাথে সাথে প্রতিধ্বনি ;
কলরবে প্রবাহিণী—পর্ব্বত-দুহিতা—
সম্বোধিলা চন্দ্রাননে ; বনচর যত
নাচিল হেরিয়া দূরে বন-শোভিনীরে,
যথা, রে দণ্ডক, তোর নিবিড় কাননে,
(কত যে তপস্যা তোর কে পারে বুঝিতে?)
হেরি বৈদেহীরে—রঘুরঞ্জন-রঞ্জিনী![১৭]
সাহসে সুরভি বায়ু, ত্যজি কুবলয়ে,
মুহুর্মুহুঃ অলকান্ত উড়াইয়া কামী
চুম্বিলা বদন-শশী! তা দেখি কৌতুকে
অন্তরীক্ষে মধু সহ বদন হাসিলা!—
এইরূপে ধীরে ধীরে চলিলা রূপসী।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন দিতিসুত আজি
মহাবলী। দৈববলে দলি দেব-দলে—
বিমুখি অমরনাথে সম্মুখ-সমরে,
ভ্রমিতেছে দেববনে দৈত্যকুলপতি।
কে পারে আঁটিতে দোঁহে এ তিন ভুবনে?
লক্ষ লক্ষ রথ, রথী, পদাতিক, গজ,
অশ্ব ; শত শত নারী—বিশ্ব-বিনোদিনী,
সঙ্গে রঙ্গে করে কেলি নিকুম্ভ-নন্দন
জয়ী। কোন স্থলে নাচে বীণা বাজাইয়া
তরুমূলে বামাকুল, ব্রজবালা যথা
শুনি মুরলীর ধ্বনি কদম্বের মূলে।[১৮]—
কোথায় গাইছে কেহ মধুর সুস্বরে।
কোথায় বা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয় রসে
ভাসে কেহ। কোথায় বা বীরমদে মাতি,
মল্ল সহ যুঝে মল্ল ক্ষিতি টলমলি।
বারণে বারণে রণ—মহা ভয়ঙ্কর,
কোন স্থলে। গিরিচূড়া কোথায় উপড়ি,
হুহুঙ্কারি নভস্তলে দানব উড়িছে
ঝড়ময়, উথলিয়া অম্বর-সাগর—

১৬. বিহ্বলভাবে। ১৭. রঘুপতি রামচন্দ্রকে যিনি আনন্দ দান করতেন—সীতা। রামায়ণে বর্ণিত সীতা রামের দণ্ডক কাননে বাস প্রসঙ্গ। ১৮. রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রসঙ্গ।

যথা উথলয়ে সিন্ধু দ্বন্দ্বি তিমিঙ্গিল[১৯]
মীনরাজ—কোলাহলে পূরিয়া গগন।
কোথায় বা কেহ পশি বিমল সলিলে,
প্রমদা সহিত কেলি করে নানা মতে
উন্মদ মদন-শরে। কেহ বা কুটীরে
কমল-আসনে বসে প্রাণসখী লয়ে,
অলঙ্কারি কর্ণমূল কুবলয়-দলে।
রাশি রাশি অসি শোভে, দিবাকর-করে
উদ্‌গীরি পাবক যেন। ঢাল সারি সারি—
যথা মেঘপুঞ্জ—ঢাকে সে নিকুঞ্জবন।
ধনু, তূণ অগণ্য ; ত্রিশূলাকার শূল
সর্ব্বভেদী। তা সবার নিকটে বসিয়া
কথোপকথনে রত যোধ শত শত।
যে যার সমরক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাতে
বিমুখিল, তার কথা কহে সেই জন।
কেহ কহে—সেনানীর কাটিনু কবচ ;
কেহ কহে—মারি গদা ভীম যমরাজে
খেদাইনু ; কেহ কহে—ঐরাবত-শুঁড়ে
চোক্ চোক্ হানি শর অস্থিরিনু তারে।
কেহ বা দেখায় দেব-আভরণ ; কেহ
দেব-অস্ত্র ; দেব-বস্ত্র আর কোন জন।
কেহ দুষ্ট তুষ্ট হয়ে পরে নিজ শিরে
দেবরথী-শিরচূড় ।—এইরূপে এবে
বিহরয়ে দৈত্য-দল—বিজয়ী সমরে।
হে বিভো, জগতযোনি, দয়াসিন্ধু তুমি ;
তেঁই ভবিতব্যে, দেব, রাখ গো গোপনে!
কনক-আসনে বসে নিকুম্ভ-নন্দন
সুন্দ উপসুন্দাসুর। শিরোপরি শোভে
দেবরাজ-ছত্র, তেজে আদিত্য-আকৃতি।
বীতিহোত্র[২০]-মূর্ত্তি বীর বেড়ে শত শত
দৈত্যদ্বয়ে, ঝকমকি বীর-আভরণে,
বীর-বীর্য্যে পূর্ণ সবে, কালকূটে যথা
মহোরগ! বসে দোঁহে কনক-আসনে
পারিজাত-মালা গলে, অনুপম রূপে,
হায় রে, দেবেন্দ্র যথা দেবকুল-মাঝে!
চারি দিকে শত শত দৈত্য-কুল-পতি
নানা উপহার সহ দাঁড়ায় বিনত-
ভাবে, সুপ্রসন্ন মুখে প্রশংসি দুজনে,
দৈত্য-কুল-অবতংস! দূরে নৃত্য-করী
নাচে, নাচে তারাবলী যথা নবস্তলে
স্বর্ণময়ী। বন্দে বন্দী মহানন্দ মনে,—
"জয়, জয়, অমরারি, যার ভুজ-বলে
পরাজিত আদিতেয় দিতিসুত-রিপু
বজ্রী! জয়, জয়, বীর, বীর-চূড়ামণি,
দানব-কুল-শেখর! যার প্রহরণে,—
করী যথা কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
ত্যজি বন যায় দূরে,—স্বরীশ্বর আজি,
ত্যজি স্বর[২১], বিশ্বধামে ভ্রমিছে একাকী
অনাথ! হে দৈত্য-কুল, উজ্জ্বল গো এবে
তুমি! হে দানব-বালা, হে দানব-বধূ,
কর গো মঙ্গল-ধ্বনি দানব-ভবনে!
হে মহি, হে মহীতল, তুমিও, হে দিব,
আনন্দ-সাগরে আজি মজ, ত্রিভুবন!
বাজাও মৃদঙ্গ রঙ্গে, বীণা, সপ্তস্বরা—
দুন্দুভি, দামামা, শৃঙ্গ, ভেরী, তূরী বাঁশী
শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁঝরী। বরিষ ফুল-ধারা!
কস্তুরী, চন্দন আন, কেশর, কুম্‌কুম!
কে না জানে দেব-বংশ পর-হিংসাকারী?
কে না জানে দুষ্টমতি ইন্দ্র সুরপতি
অসুরারি? নাচ সবে তার পরাভবে,
মড়ক ছাড়িলে পুরী পৌরজন যথা।"
মহানন্দে সুন্দ উপসুন্দাসুর বলী
অমরারি, তুষি যত দৈত্যকুলেশ্বরে
মধুর সম্ভাষে, এবে, সিংহাসন ত্যজি,
উঠিলা,—কুসুমবনে ভ্রমণ প্রয়াসে,
একপ্রাণ দুই ভাই—বাগর্থ যেমতি!
"হে দানব," আরম্ভিলা নিকুম্ভ-কুমার
সুন্দ,—"বীরদলশ্রেষ্ঠ, অমরমর্দ্দন,[২২]
যার বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছি আমি
ত্রিদিব-বিভব ; শুন, হে সুরারি রথী-
ব্যূহ, যার যাহা ইচ্ছা, সেই তাহা কর।
চিরবাদী রিপু এবে জিনিয়া বিবাদে
ঘোরতর পরিশ্রমে, আরাম সাধনে
মন রত কর সবে।" উল্লাসে দনুজ,[২৩]
শুনি দনুজেন্দ্র-বাণী, অমনি নাদিল।
সে ভৈরব-রবে ভীত আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি পলাইলা রড়ে ; মূর্চ্ছা পায়ে
খেচর, ভূচর সহ, পড়িল ভূতলে।
থরথরি গিরিবর বিন্ধ্য মহামতি
কাঁপিলা, কাঁপিলা ভয়ে বসুধা সুন্দরী

১৯. পৌরাণিক বিশ্বাস মতে সুবৃহৎ সামুদ্রিক প্রাণী তিমিকেও যে প্রাণী গিলে খায়। ২০. অগ্নি অথবা সূর্য। ২১. স্বর্গপুরী। ২২. দেবতাদের যারা মর্দন অর্থাৎ পরাজিত করেছে—দানব। ২৩. দনুর পুত্র—দৈত্য বা দানব।

দূর কাম্যবনে যথা বসেন বাসব,
শুনি সে ঘোর ঘর্ঘর, ত্রস্ত হয়ে সবে,
নীরবে এ ওঁর পানে লাগিলা চাহিতে।
চারি দিকে দৈত্যদল চলিলা কৌতুকে,
যথা শিলীমুখ-বৃন্দ, ছাড়ি মধুমতী-
পুরী[২৪] উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আনন্দে গুঞ্জরি
মধুকালে, মধুতৃষা তুষিতে কুসুমে।
মঞ্জু কুঞ্জে বামাব্রজরঞ্জন দুজন
ভ্রমিলা, অশ্বিনী-পুত্র-যুগ[২৫] সম রূপে
অনুপম ; কিম্বা যথা পঞ্চবটী-বনে
রাম রামানুজ,—যবে মোহিনী রাক্ষসী
সূর্পণখা হেরি দোঁহে, মাতিল মদনে![২৬]
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দৈত্য আসি উতরিলা
যেথায় ফুলের মাঝে বসি একাকিনী
তিলোত্তমা। সুন্দ পানে চাহিয়া সহসা
কহে উপসুন্দাসুর,—"কি আশ্চর্য্য, দেখ—
দেখ, ভাই, পূর্ণ আজি অপূর্ব্ব সৌরভে
বনরাজী! বসন্ত কি আবার আইল?
আইস দেখি কোন্ ফুল ফুটি আমোদিছে
কানন?" উত্তরে হাসি সুন্দাসুর বলী,—
"রাজ-সুখে সুখী প্রজা ; তুমি আমি, রথি,
সসাগরা বসুধারে দেবালয় সহ
ভুজবলে জিনি, রাজা ; আমাদের সুখে
কেন না সুখিনী হবে বনরাজী আজি?"
এইরূপে দুই জন ভ্রমিলা কৌতুকে,
না জানি কালরূপিণী ভুজঙ্গিনী রূপে
ফুটিছে বনে সে ফুল, যার পরিমলে
মত্ত এবে দুই ভাই, হায় রে, যেমতি
বকুলের বাসে অলি মত্ত মধুলোভে!
বিরাজিছে ফুলকুল-মাঝে একাকিনী
দেবদূতী, ফুলকুল-ইন্দ্রাণী যেমতি
নলিনী! কমল-করে আদরে রূপসী
ধরে যে কুসুম, তার কমনীয় শোভা
বাড়ে শতগুণ, যথা রবির কিরণে
মণি-আভা! একাকিনী বসিয়া ভাবিনী,
হেন কালে উতরিলা দৈত্যদ্বয় তথা।
চমকিলা বিধুমুখী সম্মুখে

দৈত্যদ্বয়ে, যথা যবে ভোজরাজবালা
কুন্তী, দুর্ব্বাসার মন্ত্র জপি সুবদনা,
হেরিলা নিকটে হৈম-কিরীটী ভাস্করে![২৭]
বীরকুল-চূড়ামণি নিকুম্ভ-নন্দন
উভে ; ইন্দ্রসম রূপ—অতুল ভুবনে।
হেরি বীরদ্বয়ে ধনী বিস্ময় মানিয়া
একদৃষ্টে দোঁহা পানে লাগিলা চাহিতে,
চাহে যথা সূর্য্যমুখী সে সূর্য্যের পানে!
"কি আশ্চর্য্য! দেখ, ভাই", কহিল শূরেন্দ্র
সুন্দ ; "দেখ চাহি, ওই নিকুঞ্জ-মাঝারে।
উজ্জ্বল এ বন বুঝি দাবাগ্নিশিখাতে
আজি ; কিম্বা ভগবতী আইলা আপনি
গৌরী! চল, যাই ত্বরা, পূজি পদযুগ!
দেবীর চরণ-পদ্ম-সদ্মে[২৮] যে সৌরভ
বিরাজে, তাহাতে পূর্ণ আজি বনরাজী।"
মহাবেগে দুই ভাই ধাইলা সকাশে
বিবশ। অমনি মধু, মন্মথে সম্ভাষি,
মৃদু স্বরে ঋতুবর কহিলা সত্বরে ;—
"হান তব ফুল-শর, ফুল-ধনু ধরি,
ধনুর্দ্ধর, যথা বনে নিষাদ, পাইলে
মৃগরাজে।" অন্তরীক্ষে থাকি রতিপতি,
শরবৃষ্টি করি, দোঁহে অস্থির করিলা,
মেঘের আড়ালে পশি মেঘনাদ যথা
প্রহারয়ে সীতাকান্ত উর্ম্মিলাবল্লভে।[২৯]
জর জর ফুলশরে, উভয়ে ধরিলা
রূপসীরে। আচ্ছন্নিল গগন সহসা
জীমূত! শোণিতবিন্দু পড়িল চৌদিকে!
ঘোষিল নির্ঘোষে ঘন কালমেঘ দূরে ;
কাঁপিলা বসুধা ; দৈত-কুল-রাজলক্ষ্মী,
হায় রে, পূরিলা দেশ হাহাকার রবে!
কামমদে মত্ত এবে উপসুন্দাসুর
বলী, সুন্দাসুর পানে চাহিয়া কহিলা
রোষে ; "কি কারণে তুমি স্পর্শ এ বামারে,
ভ্রাতৃবধূ তব, বীর?" সুন্দ উত্তরিলা—
"বরিনু কন্যায় আমি তোমার সম্মুখে
এখনি! আমার ভার্য্যা গুরুজন তব ;
দেবর বামার তুমি ; দেহ হাত ছাড়ি।"

২৪. মৌচাক। ২৫. স্বর্গের চিকিৎসক অশ্বিনীকুমার যুগল। এঁরা যমজ দেবতা। ২৬. রামায়ণে বর্ণিত রাবণভগ্নী সূর্পনখার রামলক্ষ্মণকে প্রণয় নিবেদন প্রসঙ্গ। ২৭. মহাভারতের মহাবীর কর্ণের জন্ম প্রসঙ্গ। ২৮. আবাস, গৃহ। পদ্মরূপ চরণের আশ্রয়ে। ২৯. উর্মিলার পতি লক্ষ্মণ—রামায়ণের রামলক্ষ্মণের সঙ্গে মেঘনাদের যুদ্ধ প্রসঙ্গ।

যথা প্রজ্বলিত অগ্নি আহুতি পাইলে
আরো জ্বলে, উপসুন্দ—হায়, মন্দমতি—
মহা কোপে কহিল—"রে অধর্ম্ম-আচারি,
কুলাঙ্গার, ভ্রাতৃবধূ মাতৃসম মানি ;
তার অঙ্গ পরশিস্ অনঙ্গ-পীড়নে?"
"কি কহিলি, পামর?[৩০] অধর্ম্মচারী আমি?
কুলাঙ্গার? ধিক্ তোরে, ধিক্, দুষ্টমতি,
পাপি! শৃগালের আশা কেশরীকামিনী
সহ কেলি করিবার,—ওরে রে বর্ব্বর!"
এতেক কহিয়া রোষে নিষ্কোষিলা অসি
সুন্দাসুর, তা দেখিয়া বীরমদে মাতি,
হুহুঙ্কারি নিজ অস্ত্র ধরিলা অমনি
উপসুন্দ,—গ্রহ-দোষে বিগ্রহ-প্রয়াসী।
মাতঙ্গিনী-প্রেম-লোভে কামার্ত্ত যেমতি
মাতঙ্গ যুঝয়ে, হায়, গহন কাননে
রোষাবেশে, ঘোর রণে কুক্ষণে রণিলা
উভয়, ভুলিয়া, মরি, পূর্ব্বকথা যত!
তমঃসম জ্ঞান-রবি সতত আবরে
বিপত্তি! দোঁহার অস্ত্রে ক্ষত দুই জন,
তিতি ক্ষিতি রক্তস্রোতে, পড়িলা ভূতলে!
কতক্ষণে সুন্দাসুর চেতন পাইয়া
কাতরে কহিল চাহি উপসুন্দ পানে ;
"কি কর্ম্ম করিনু, ভাই, পূর্ববকথা ভুলি?
এত যে করিনু তপঃ ধাতায় তুষিতে ;
এত যে যুঝিনু দোঁহে বাসবের সহ ;
এই কি তাহার ফল ফলিল হে শেষে?
বালিবন্ধে সৌধ, হায়, কেন নির্ম্মিনু
এত যত্নে? কাম-মদে রত যে দুর্ম্মতি,
সতত এ গতি তার বিদিত জগতে।
কিন্তু এই দুঃখ, ভাই, রহিল এ মনে—
রণক্ষেত্রে শত্রু জিনি, মরিনু অকালে,
মরে যথা মৃগরাজ পড়ি ব্যাধ-ফাঁদে।"
এতেক কহিয়া, হায়, সুন্দাসুর বলী,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, শরীর ত্যজিলা
অমরারি, যথা, মরি, গান্ধারীনন্দন,
নরশ্রেষ্ঠ, কুরুবংশ ধ্বংস গণি মনে,
যবে ঘোর নিশাকালে অশ্বত্থামা রথী
পাণ্ডব-শিশুর শির দিলা রাজহাতে![৩১]
মহা শোকে শোকী তবে উপসুন্দ বলী
কহিলা ; "হে দৈত্যপতি, কিসের কারণে
লুটায় শরীর তব ধরণীর তলে?
উঠ, বীর, চল, পুনঃ দলিগে সমরে
অমর! হে শূরমণি, কে রাখিবে আজি
দানব-কুলের মান, তুমি না উঠিলে?
হে অগ্রজ, ডাকে দাস চির অনুগত
উপসুন্দ ; অল্প দোষে দোষী তব পদে
কিঙ্কর ; ক্ষমিয়া তারে হে বাসবজয়ি,
লয়ে এ বামারে, ভাই, কেলি কর উঠি!'
এইরূপে বিলাপিয়া উপসুন্দ রথী,
অকালে কালের হস্তে প্রাণ সমর্পিলা
কর্ম্মদোষে। শৈলাকারে রহিলা দুজনে
ভূমিতলে, যথা শৈল—নীরব, অচল।
সমরে পড়িল দৈত্য। কন্দর্প অমনি
দর্পে শঙ্খ ধরি ধীর নাদিলা গম্ভীরে।
বহি সে বিজয়নাদ আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি, রড়ে ধনী ধাইলা আশুগা
মহারঙ্গে। তুঙ্গ শৃঙ্গে, পর্ব্বতকন্দরে,
পশিল স্বর-তরঙ্গ। যথা কাম্যবনে
দেব-দল, কতক্ষণে উতরিলা তথা
নিরাকারা দূতী। "উঠ", কহিলা সুন্দরী,
"শীঘ্র করি উঠ, ওহে দেবকুলপতি!
ভ্রাতৃভেদে ক্ষয় আজি দানব দুর্জ্জয়।"
যথা অগ্নি-কণা-স্পর্শে বারুদ-কণিক-
রাশি, ইরম্মদরূপে, উঠয়ে নিমিষে
গরজি পবন-মার্গে, উঠিলা তেমতি
দেবসৈন্য শূন্যপথে! রতনে খচিত
ধ্বজদণ্ড ধরি করে চিত্ররথ রথী
উন্মীলিলা দেবকেতু কৌতুকে আকাশে।
শোভিল সে কেতু, শোভে ধূমকেতু যথা
তারাশির,—তেজে ভস্ম করি সুররিপু!
বাজাইল রণবাদ্য বাদ্যকর-দল
নিক্কণে। চলিলা সবে জয়ধ্বনি করি।
চলিলেন বায়ুপতি, খগপতি যথা
হেরি দূরে নাগবৃন্দ—ভয়ঙ্কর গতি ;
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড চলিলা হরষে
শমন ; চলিলা ধনুঃ টঙ্কারিয়া রথী
সেনানী ; চলিলা পাশী ; অলকার পতি,
গদা হস্তে ; স্বর্ণরথে চলিলা বাসব,
ত্বিষায় জিনিয়া ত্বিষাম্পতি দিনমণি।
চলে বাসবীয় চমূ[৩২] জীমূত যেমতি

৩০. নরাধম, হীনজন। ৩১. মহাভারতে বর্ণিত দুর্যোধনের মৃত্যুকাহিনী প্রসঙ্গ। ৩১. সৈন্যবাহিনী—এক অক্ষৌহিণীর ত্রিশভাগের এক ভাগ পরিমাণ। (এক অক্ষৌহিণী = ১০৯৩৫০ পদাতি, ৬৫৬১০ অশ্ব, ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭ , মোট ২১৮৭০০ চতুরঙ্গ সেনাবিশিষ্ট বাহিনী)।

শঙ্খ সহ মহারড়ে ; কিম্বা চলে যথা
প্রমথনাথের সাথে প্রমথের কুল
নাশিতে প্রলয়কালে, ববম্বম রবে—
বববম রবে যবে রবে শিঙ্গাধ্বনি![৩৩]
ঘোর নাদে দেবসৈন্য প্রবেশিল আসি
দৈত্যদেশে। যে যেখানে আছিল দানব,
হুতাশ তরাসে কেহ, কেহ ঘোর রণে
মরিল। মুহূর্ত্তে, আহা, যত নদ নদী
প্রস্রবণ, রক্তময় হইয়া বহিল!
শৈলাকার শবরাশি গগন পরশে।
শকুনি গৃধিনী যত—বিকট মূরতি—
পূরিয়া আকাশদেশ, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
মাংসলোভে। বায়ুসখা সুখে বায়ু সহ
শত শত দৈত্যপুরী লাগিলা দহিতে।
মরিল দানব-শিশু, দানব-বনিতা।
হায় রে, যে ঘোর বাত্যা দলে তরু-দলে
বিপিনে, নাশে সে মূঢ় মুকুলিত লতা,
কুসুম-কাঞ্চন-কান্তি! বিধির এ লীলা।
বিলাপী বিলাপধ্বনি জয়নাদ সহ
মিশিয়া পূরিল বিশ্ব ভৈরব আরবে!
কত যে মারিলা যম কে পারে বর্ণিতে?
কত যে চূর্ণিলা, ভাঙ্গি তুঙ্গ শৃঙ্গ, বলী
প্রভঞ্জন ;—তীক্ষ্ণ শরে কত যে কাটিলা
সেনানী ; কত যে যূথনাথ গদাঘাতে
নাশিলা অলকানাথ ; কত যে প্রচেতা
পাশী ; হায়, কে বর্ণিবে, কার সাধ্য এত?
দানব-কুল-নিধনে, দেব-কুল-নিধি
শচীকান্ত, নিতান্ত কাতর হয়ে মনে
দয়াময়, ঘোর রবে শঙ্খ নিনাদিলা
রণভূমে। দেবসেনা, ক্ষান্ত দিয়া রণে
অমনি, বিনতভাবে বেড়িলা বাসবে।
কহিলেন সুনাসীর[৩৪]—গম্ভীর বচনে ;—
"সুন্দ-উপসুন্দাসুর, হে শূরেন্দ্র রথি,
অরি মম, যমালয়ে গেছে দোঁহে চলি
অকালে কপালদোষে। আর কারে ডরি?
তবে বৃথা প্রাণিহত্যা কর কি কারণে?
নীচের শরীরে বীর কভু কি প্রহারে
অস্ত্র? উচ্চ তরু—সেই ভস্ম ইরম্মদে।
যাক্ চলি নিজালয়ে দিতিসুত যত।
বিষহীন ফণী দেখি কে মারে তাহারে?
আনহ চন্দনকাষ্ঠ কেহ, কেহ ঘৃত ;
আইস সবে দানবের প্রেতকর্ম্ম করি
যথা বিধি। বীর-কুলে সামান্য সে নহে,
তোমা সবা যার শরে কাতর সমরে!
বিশ্বনাশী বজ্রাগ্নিরে অবহেলা করি,
জিনিল যে বাহু-বলে দেবকুলরাজে,
কেমনে তাহার দেহ দিবে সবে আজি
খেচর ভূচর জীবে? বীরশ্রেষ্ঠ যারা,
বীরারি পূজিতে রত সতত জগতে!"
এতেক কহিলা যদি বাসব, অমনি
সাজাইলা চিতা চিত্ররথ মহারথী।
রাশি রাশি আনি কাষ্ঠ সুরভি, ঢালিলা
ঘৃত তাহে। আসি শুচি—সর্ব্বশুচিকারী—
দহিলা দানব-দেহ। অনুমৃতা হয়ে,
সুন্দ-উপসুন্দাসুর-মহিষী রূপসী
গেলা ব্রহ্মলোকে,—দোঁহে পতিপরায়ণা।
তবে তিলোত্তমা পানে চাহি সুরপতি
জিষ্ণু, কহিলেন দেব মৃদু মন্দস্বরে ;—
"তারিলে দেবতাকুলে অকূল পাথারে
তুমি ; দলি দানবেন্দ্রে তোমার কল্যাণে,
হে কল্যাণি, স্বর্গলাভ আবার করিনু।
এ সুখ্যাতি তব, সতি, ঘুষিবে জগতে
চিরদিন। যাও এবে (বিধির এ বিধি)
সূর্য্যলোকে ; সুখে পশি আলোক-সাগরে,
কর বাস, যথা দেবী কেশব-বাসনা,
ইন্দুবদনা ইন্দিরা—জলধির তলে।"
চলি গেলা তিলোত্তমা—তারকারা ধনী—
সূর্য্যলোকে। সুরসৈন্য সহ সুরপতি
অমরাপুরীতে হর্ষে পুনঃ প্রবেশিলা।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে বাসব-বিজয়ো
নাম চতুর্থ সর্গ।

৩৩. সৃষ্টি লয়কালে মহাকালরূপী মহাদেবের হস্তস্থিত শিঙ্গার ঘোর রব। ৩৪. দেবরাজ ইন্দ্র।

মেঘনাদবধ কাব্য

প্রথম সর্গ

সম্মুখে সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,[১]
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি[২]
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিত মেঘনাদে[৩]—অজেয় জগতে—
ঊর্ম্মিলাবিলাসী[৪] নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?[৫]
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,[৬]
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি।
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্য্যে রত[৭], হইল সে তোমার প্রসাদে,
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয়[৮] উমাপতি!
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক। উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছায়া।
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।
কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্রমিত্র আদি
সভাসদ্, নতভাবে বসে চারি দিকে।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজী, মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র[৯] যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে।[১০] ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা[১১] সম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা[১২]—ঝলসি নয়নে!
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায়; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে![১৩]—
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূরতি,
পাণ্ডব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি![১৪] মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি,
অনন্ত বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি

১. অমৃতের ন্যায় মধুর ভাষা যে নারীর। এখানে বাগদেবী সরস্বতীকে সম্বোধন করা হয়েছে। ২. রাক্ষস কুলের রত্ন স্বরূপ। ৩. মেঘগর্জনের ন্যায় রব যার সে মেঘনাদ। দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করে তিনিই ইন্দ্রজিৎ।
৪. ঊর্মিলা যার প্রিয়পাত্রী সেই ঊর্মিলার স্বামী লক্ষ্মণ। ৫. শঙ্কা বা ভয় দূর করল।
৬. বাল্মীকির কবিত্বশক্তি লাভের পৌরাণিক ঘটনা। ৭. বাল্মীকির রত্নাকর নামে কুখ্যাত দস্যুজীবনের প্রসঙ্গ।
৮. মৃত্যুকে যিনি জয় করেছেন—মহাদেব ৯. ফণাধারী সাপকুলের ইন্দ্রস্বরূপ অর্থাৎ অধিপতি—বাসুকি।
১০. বাসুকি তাঁর মস্তকে পৃথিবী ধারণ করে আছেন এই পৌরাণিক প্রসঙ্গ। ১১. বিদ্যুৎ।
১২. রত্ন থেকে বিচ্ছুরিত হয় যে রশ্মি। ১৩. মহাদেবের কোপানলে মদনভস্মের পৌরাণিক প্রসঙ্গ।
১৪. মহাভারতের প্রসঙ্গ—শূলহস্তে মহাদেব কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবশিবির পাহারা দিয়েছিলেন।

কাকলী লহরী, মরি! মনোহর, যথা
বাঁশরীস্বরলহরী গোকুল বিপিনে![15]
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে?[16]
এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে। কর যোড় করি,
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব্ব কলেবর।
বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত
ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে
একমাত্র বাঁচে বীর; যে কাল তরঙ্গ
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে—
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম।
এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
নৈকষেয়![17] সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে।
আঁধার জগত, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে! কত ক্ষণে চেতন পাইয়া,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ;—
"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বাধিল সম্মুখে রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?[18]—
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমিতোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে!
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায়, সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে? হায় ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?"
এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-
কুলপতি রাবণ; হায় রে মরি, যথা
হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
হত যত প্রিয়পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে।[19]
তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ[20] বুধঃ[21])
কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা
নতভাবে;—"হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত,
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে!
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে ? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে;—
অভ্রভেদী[22] চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর

১৫. কৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রসঙ্গ। ১৬. যুধিষ্ঠিরকে সন্তুষ্ট করার মানসে দানবশিল্পী ময়দানব ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের রাজসভা ও যজ্ঞসভা নির্মাণ করেছিলেন। মহাভারতের কাহিনী। ১৭. নিকষা নামে রাক্ষসীর পুত্র— রাবণ।
১৮. অসম্ভাব্যতা বোঝাতে এই উপমা—ফুলের পাপড়ি দিয়ে শাল্মবৃক্ষ যেন ছেদন করা হয়েছে।
১৯. মহাভারতের পাণ্ডব ও কৌরবের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রসঙ্গ। ২০. শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী। ২১. জ্ঞানী ব্যক্তি।
২২. আকাশভেদী।

প্রপঞ্চ পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ সুখ যত।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।"
উত্তর করিলা তবে লঙ্কা-অধিপতি;—
"যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান[23]
সারণ! জানি হে আমি, এ ভব-মণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন[24] লয় কেহ হরি।"
এতেক কহিয়া রাজা, দূত পানে চাহি,
আদেশিলা,—"কহ, দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী?"
প্রণমি রাজেন্দ্রপদে, করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত;—"হায়, লঙ্কাপতি,
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা[25]?
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর[26] অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে!
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জনে;
সিংহনাদে; জলধির কল্লোলে; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে[27] দেব, ছুটিতে পবন
পথে; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে![28]
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর!—
পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে[29] ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে; বিদ্যুতঝলা-সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল[30] অম্বর প্রদেশে
শনশনে!— ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু!
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে?

এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্! কত ক্ষণ পরে,
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ[31] যথা বিবিধ রতনে
খচিত,"—এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া
পূর্ব্বদুঃখ! সভাজন কাঁদিলা নীরবে।
অশ্রুময়-আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরীমনোহর;— "কহ, রে সন্দেশ-
বহ,[32] কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ?"
"কেমনে, হে মহীপতি," পুনঃ আরম্ভিল
ভগ্নদূত, "কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি,
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ,[33] সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে! চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ
নির্ঘোষে[34]! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর[35] মাঝারে
অযুত! নাদিল কম্বু[36] অম্বুরাশি-রবে[37]!—
আর কি কহিব, দেব? পূর্ব্বজন্মদোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি! হায় রে বিধাতঃ
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে?
কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি,
হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহু সহ
রণভূমে? কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
রিপু-প্রহরণে; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।"
এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা; "সাবাসি, দূত! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে?

২৩. প্রধান সভাসদ। ২৪. পদ্ম উৎপাটনের পরে জলে ভাসমান বিপর্যস্ত পদ্মের নাল। ২৫. বীরত্ব।
২৬. হস্তীর ন্যায় বলশালী বীরশ্রেষ্ঠ। ২৭. বজ্রাগ্নি—বিদ্যুৎ ২৮. ধনুকের ছিলার শব্দ। ২৯. ঘন মেঘের ন্যায়।
৩০. বাণের ঝাঁক। ৩১. দেবরাজ ইন্দ্রের ধনুক। ৩২. দূত। ৩৩. পশুরাজ সিংহ।
৩৪. বায়ু ও সমুদ্রের চিরন্তন দ্বন্দ্ব—কবি কল্পনা। এই প্রসঙ্গে গ্রীকপুরাণের কাহিনী দ্বারা কবি প্রভাবিত।
৩৫. চর্মনির্মিত ঢাল ৩৬. শঙ্খ। ৩৭. সাগর জলের গর্জন।

ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধারী! চল, সবে,—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্ জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু; চল, দেখি জুড়াই নয়নে।"
উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,
কনক-উদয়াচলে দিনমণি[৩৮] যেন
অংশুমালী[৩৯]। চারি দিকে শোভিল কাঞ্চন-
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা[৪০]—মনোহরা পুরী!
হেমহর্ম্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে;
কমল-আলয় সরঃ; উৎস রজঃ-ছটা;
তরুরাজী; ফুলকুল-চক্ষু-বিনোদন,
যুবতীযৌবন যথা; হীরাচূড়াশিরঃ
দেবগৃহ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ রতন-পূর্ণ; এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,
জগত-বাসনা তুই, সুখের সদন।
দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—
অটল অচল যথা; তাহার উপরে,
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীহর;[৪১] তথা
জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
নক্ষত্র-মণ্ডল কিম্বা আকাশ-মণ্ডলে।
থানা দিয়া পূর্ব্ব দ্বারে, দুর্ব্বার সংগ্রামে,
বসিয়াছে বীর নীল; দক্ষিণ দুয়ারে
অঙ্গদ, করভসম নব বলে বলী;
কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক-[৪২]
ভূষিত, হিমান্তে[৪৩] অহি ভ্রমে ঊর্দ্ধ ফণা—
ত্রিশূলসদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে[৪৪]!
উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি
বীরসিংহ। দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে—
হায় রে বিষণ্ণ এবে জানকী-বিহনে,
কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক! লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনু,
মিত্রবর বিভীষণ। এত প্রসরণে,[৪৫]
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী,—
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা[৪৬]! অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি
রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে।
কেহ উড়ে; কেহ বসে; কেহ বা বিবাদে;
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীবে; কেহ, গরজি উল্লাসে,
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি; কেহ শোষে রক্তস্রোতে!
পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি;
ঝড়গতি ঘোড়া, হায় গতিহীন এবে!
চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী[৪৭], সাদী[৪৮], শূলী[৪৯],
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি
একত্রে! শোভিছে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, ধনুঃ
ভিন্দিপাল[৫০], তূণ, শর, মুদ্গর, পরশু[৫১],
স্থানে স্থানে; মণিময় কিরীট, শীর্ষক[৫২],
আর বীর-আভরণ, মহাতেজস্কর।
পড়িয়াছে যন্ত্রীদল যন্ত্রদল মাঝে।
হৈমধ্বজ দণ্ড হাতে, যম-দণ্ডাঘাতে,
পড়িয়াছে ধ্বজবহ। হায় রে, যেমতি
স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষিদলবলে,[৫৩]
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে!
পড়িয়াছে বীরবাহু বীর-চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,[৫৪]
এড়িলা একাঘ্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে।[৫৫]
মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ;
"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার

৩৮. সূর্য। ৩৯. কিরণ যার মালা স্বরূপ—সূর্য। ৪০. স্বর্ণনির্মিত সৌধরাজি লঙ্কার মুকুটস্বরূপ। ৪১. বিদেহরাজকন্যা সীতাকে যে হরণ করেছে—রাবণ। ৪২. আবরণ। ৪৩. শীত ঋতুর শেষে। ৪৪. গর্বে, তেজে। ৪৫. বেষ্টনে। ৪৬. চণ্ডীর ন্যায় ভয়ঙ্করী। ৪৭. গজারোহী সৈন্যদল। ৪৮. অশ্বারোহী সৈন্যদল। ৪৯. শূলধারী সৈন্যদল ৫০. বর্শাজাতীয় ক্ষেপণীয় যুদ্ধাস্ত্র। ৫১. কুঠার। ৫২. শিরস্ত্রাণ। ৫৩. কৃষকদের ক্ষমতায়। ৫৪. ধনুকধারী কর্ণ ৫৫. নির্দিষ্ট একজনকে বিনাশ করতে পারে যে বাণ—একাঘ্নী। মাহাভারতের ঘটোৎকচ বধের কাহিনীর উল্লেখ।

প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে!
তবু বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে
কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র-আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী;—
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী—
তুমি হে জগত-পিতা, এ কি রীতি তব?
হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র-কেশরী!
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?”
এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর-মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গ-নিচয়,
ফেণাময়, ফণাময় যথা ফণিবর,
উথলিছে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে।
অপূর্ব্ব-বন্ধন সেতু; রাজপথ-সম
প্রশস্ত; বহিছে জনস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃ-পথে জল যথা বরিষার কালে।
অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি;—
“কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি; প্রভঞ্জন-সম[৫৬]
ভীম পরাক্রমে! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে[৫৭]? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙাল[৫৮] ভাঙি,
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।”
এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে
সভাতলে; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি; পাত্র, মিত্র, সভাসদ্-আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে!
হেন কালে চারি দিকে সহসা ভাসিল
রোদন-নিনাদ মৃদু; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুরধ্বনি, কিঙ্কিণীর বোল[৫৯]
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী।
আলু থালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন![৬০]
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতন-হীন বন-সুশোভিনী
লতা! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন! বীরবাহু-শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,
যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে; শোকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু; অশ্রুবারি-ধারা
আসার[৬১]; জীমূত-মন্দ্র[৬২] হাহাকার রব!
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে।
ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে
কিঙ্করী; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর;
ক্ষোভে, রোষে, দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীমরূপী; পাত্র, মিত্র, সভাসদ্ যত,
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।
কত ক্ষণে মৃদু স্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে;
“একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে

৫৬ ঝড়। ৫৭. পাখিধরা ফাঁদ। ৫৮. বাঁধ। ৫৯. নূপুরের শব্দ। ৬০. খোঁপা ৬১. বৃষ্টিধারা।
৬২ মেঘের গর্জনধ্বনি।

রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম; তুমি
রাজকুলেশ্বর; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?"
উত্তর করিলা তবে দশানন বলী;—
"এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে!
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি?
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি! বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী,
দেখ, বীরশূন্য এবে; নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী!
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর! আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে!
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবা নিশি! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমুলশিম্বী[৬৩] ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।"
নীরবিলা রক্ষোনাথ; শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্ব্বনন্দিনী,
কাঁদিলা,—বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে।
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি;—
"এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি
তোমারে?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে; বীরমাতা তুমি;
বীরকর্ম্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিত অশ্রুনীরে?"
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী
চিত্রাঙ্গদা;—"দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের[৬৪] প্রসূ[৬৫] ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে; ইহার চৌদিকে
রজত-প্রাচীর সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি? কাকোদর[৬৬] সদা
নম্রশিরঃ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি!"
এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী,
চিত্রাঙ্গদা, কাঁদি সঙ্গে সঙ্গীদলে লয়ে,
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে,
ত্যজি সুকনকাসন, উঠিলা গর্জ্জিয়া
রাঘবারি। "এত দিনে" (কহিলা ভূপতি)
"বীরশূন্য লঙ্কা মম! এ কাল সমরে,
আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের মান? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি!"
এতেক কহিলা যদি নিকষানন্দন
শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে,
সাজিল কর্ব্বুরবৃন্দ[৬৭] বীরমদে মাতি,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে
বারী[৬৮] হতে (বারিস্রোতঃ-সম পরাক্রমে
দুর্ব্বার) বারণযূথ[৬৯]; মন্দুরা[৭০] ত্যজিয়া
বাজীরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্[৭১]। আইল চড়ে রথ স্বর্ণচূড়,

৬৩. শিমুলের বীজকোষ। ৬৪. বীরকুলে পুষ্পস্বরূপ—বীরকুলের গৌরব। ৬৫. প্রসবিনী জননী। ৬৬. সর্প। ৬৭. রাক্ষসগণ। ৬৮. হাতিশালা ৬৯. হাতির দল ৭০. অশ্বশালা। ৭১. ঘোড়ার মুখের লাগামসংলগ্ন লৌহখণ্ড।

বিভায় পূরিয়া পুরী। পদাতিক-ব্রজ,
কনক শিরস্ক[৭২] শিরে, ভাস্বর[৭৩] পিধানে[৭৪]
অসিবর; পৃষ্ঠে চর্ম্ম অভেদ্য সমরে,
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা,
আয়সী[৭৫]-আবৃত দেহ, আইল কাতারে।
আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে
বজ্রপাণি; সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার,
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী
পরশু,—উঠিল আভা আকাশ-মণ্ডলে,
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল।
রক্ষঃকুলধ্বজ ধরি, ধ্বজধর বলী
মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত,
বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড়
অম্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে
রণবাদ্য, হয়ব্যূহ হেষিল উল্লাসে,
গরজিল গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে;
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ অসির ঝন্ ঝনি
রোধিল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহলে!
টলিল কনকলঙ্কা বীরপদভরে ঃ—
গর্জ্জিলা বারীশ[৭৬] রোষে! যথা জলতলে
কনক-পঙ্কজ-বনে, প্রবাল-আসনে,
বারুণী[৭৭] রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিলা,[৭৮] পশিল সে স্থলে
আরাব[৭৯]; চমকি সতী চাহিলা চৌদিকে।
কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সম্ভাষি
মধুস্বরে;—"কি কারণে, কহ, লো স্বজনি,
সহসা জলেশ পশী অস্থির হইলা?
দেখ, থর থর করি কাঁপে মুক্তাময়ী
গৃহচূড়া। পুনঃ বুঝি দুষ্ট বায়ুকুল
যুঝিতে তরঙ্গচয়-সঙ্গে দিলা দেখা।
ধিক্ দেব প্রভঞ্জনে[৮০]! কেমনে ভুলিলা
আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে
বায়ুপতি? দেবেন্দ্রের সভায় তাঁহারে
সাধিনু সে দিন আমি বাঁধিতে শৃঙ্খলে
বায়ু-বৃন্দে; কারাগারে রোধিতে সবারে।[৮১]
হাসিয়া কহিলা দেব;—অনুমতি দেহ,
জলেশ্বরি, তরঙ্গিণী বিমলসলিলা
আছে যত ভবতলে কিঙ্করী তোমারি,
তা সবার সহ আমি বিহারি সতত,—
তা হলে পালিব আজ্ঞা;—তখনি, স্বজনি,
সায় তাহে দিনু আমি। তবে কেন আজি,
আইলা পবন মোরে দিতে এ যাতনা?"
উত্তর করিলা সখী কল কল রবে;[৮২]
"বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিষি,
তুমি। এ ত ঝড় নহে; কিন্তু ঝড়াকারে
সাজিছে রাবণ রাজা স্বর্ণলঙ্কাধামে,
লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব্ব রণে।"
কহিলা বারুণী পুনঃ;—"সত্য, লো স্বজনি,
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ।
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী মম প্রিয়তমা
সখী। যাও শীঘ্র তুমি তাঁহার সদনে,
শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা।
এই স্বর্ণকমলটি দিও কমলারে।
কহিও, যেখানে, তাঁর রাঙা পা দুখানি
রাখিতেন শশিমুখী বসি পদ্মাসনে,
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি
আঁধারি জলধি-গৃহ, গিয়াছেন গৃহে।"
উঠিলা মুরলা সখী, বারুণী-আদেশে,
জলতল ত্যজি, যথা উঠয়ে চটুলা
সফরী,[৮৩] দেখাতে ধনী রজঃ-কান্তি-ছটা-[৮৪]
বিভ্রম বিভাবসুরে। উতরিলা দূতী
যথায় কমলালয়ে, কমল-আসনে,
বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা
লঙ্কাপুরে। ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে দুয়ারে,

৭২. মুকুট। ৭৩. উজ্জ্বল। ৭৪. আচ্ছাদন—এখানে তরবারির খাপ।
৭৫. লৌহবর্ম ৭৬. সমুদ্র ৭৭. জলদেবতা বরুণের স্ত্রী (শুদ্ধরূপ বরুণানী)।
৭৮. কবির কল্পনায় সমুদ্রতলদেশের রূপ। ৭৯. রব। ৮০. ঝড়।
৮১. সকলকে বন্দী করতে। ৮২. সখী অর্থে মুরলা নদী—নদীর কলকল ধ্বনি কবিকল্পনায় কথা বলার শব্দ।
৮৩. পুঁটি মাছ। ৮৪. রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল অঙ্গকান্তি।

জুড়াইলা আঁখি সখী, দেখিয়া সম্মুখে,
যে রূপমাধুরী মোহে মদনমোহনে।
বহিছে বাসন্তানিল—চির অনুচর—
দেবীর কমলপদপরিমল-আশে
সুস্বনে। কুসুম-রাশি শোভিছে চৌদিকে,
ধনদের[৮৫] হৈমাগারে রত্নরাজী যথা।
শত স্বর্ণ-ধূপদানে পুড়িছে অগুরু,
গন্ধরস, গন্ধামোদে আমোদি দেউলে।
স্বর্ণপাত্রে সারি সারি উপহার নানা,
বিবিধ উপকরণ। স্বর্ণদীপাবলী
দীপিছে,[৮৬] সুরভি তৈলে পূর্ণ—হীনতেজাঃ,
খদ্যোতিকাদ্যোতি[৮৭] যথা পূর্ণ-শশী-তেজে!
ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ইন্দিরা
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি—
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা
করতলে বিন্যাসিয়া কপোল, কমলা
তেজস্বিনী, বসি দেবী কমল-আসনে;—
পশে কি গো শোক হেন কুসুম-হৃদয়ে?
প্রবেশিলা মন্দগতি মন্দিরে সুন্দরী
মুরলা; প্রবেশি দূতী, রমার চরণে
প্রণমিলা, নতভাবে। আশীষি ইন্দিরা—
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী—কহিতে লাগিলা;—
"কি কারণে হেথা আজি, কহ লো মুরলে,
গতি তব? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী,
প্রিয়তমা সখী মম? সদা আমি ভাবি
তাঁর কথা। ছিনু যবে তাঁহার আলয়ে,
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী
বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে?
রমার আশার বাস হরির উরসে[৮৮];—
হেন হরি হারা হয়ে বাঁচিল যে রমা,
সে কেবল বারুণীর স্নেহৌষধগুণে?
ভাল ত আছেন, কহ, প্রিয়সখী মম
বারীন্দ্রাণী?" উত্তরিলা মুরলা রূপসী;—
"নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী।
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ;
শুনিতে লালসা, তাঁর রণের বারতা।
এই যে পদ্মটি, সতি, ফুটেছিল সুখে।
যেখানে রাখিতে তুমি রাঙা পা দুখানি;
তেঁই পাশি-প্রণয়িনী প্রেরিয়াছে এরে।"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা কমলা,
বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না;— "হায় লো স্বজনি,
দিন দিন হীন-বীর্য্য রাবণ দুর্ম্মতি,
যাদঃ-পতি[৮৯]-রোধঃ[৯০] যথা চলোর্ম্মি[৯১]-
আঘাতে!
শুনি চমকিবে তুমি। কুম্ভকর্ণ বলী
ভীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথা
ভূধর, পড়েছে সহ অতিকায় রথী।
আর যত রক্ষঃ আমি বর্ণিতে অক্ষম।
মরিয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি,
ওই যে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিছ, মুরলে,
অন্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পুত্রশোকে
বিকলা। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী।
বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবা নিশি
প্রমদা-কুল-রোদন! প্রতি গৃহে কাঁদে
পুত্রহীনা মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী!"
সুধিলা মুরলা;—"কহ, শুনি, মহাদেবি,
কোন্ বীর আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে
বীরদর্পে?" উত্তরিলা মাধব-রমণী;—
"না জানি কে সাজে আজি। চল লো মুরলে,
বাহিরিয়া দেখি মোরা কে যায় সমরে।"
এতেক কহিয়া রমা মুরলার সহ,
রক্ষঃকুল-বালা-রূপে, বাহিরিলা দোঁহে
দুকূল[৯২]-বসনা। রুণু রুণু মধুবোলে
বাজিল কিঙ্কিণী; করে শোভিল কঙ্কণ,
নয়নরঞ্জন কাঞ্চি[৯৩] কৃশ কটিদেশে।
দেউল দুয়ারে দোঁহে দাঁড়ায়ে দেখিলা,
কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে,
সাগরতরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে
দ্রুতগামী। ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘর্ঘরে
চক্রনেমি[৯৪]। দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াকারে।
অধীরিয়া বসুধারে পদভরে, চলে
দন্তী[৯৫] আস্ফালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা
কাল-দণ্ড। বাজে বাদ্য গম্ভীর নিক্কণে।
রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত
তেজস্কর। দুই পাশে, হৈম-নিকেতন-

৮৫. ধনের অধিপতি যক্ষরাজ কুবের। ৮৬. দীপ্যমান—যা জ্বলছে। ৮৭. জোনাকির আলো। ৮৮. বক্ষ।
৮৯. সমুদ্র। ৯০. তটভূমি। ৯১. সদাচঞ্চল তরঙ্গ। ৯২. পট্টবস্ত্র। ৯৩. মেখলা। ৯৪. চাকার পরিধি। ৯৫. হাতি।

বাতায়নে দাঁড়াইয়া ভুবনমোহিনী
লঙ্কাবধূ বরিষয়ে কুসুম-আসার,
করিয়া মঙ্গলধ্বনি। কহিলা মুরলা,
চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে;—
"ত্রিদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে
আজি! মনে হয় যেন, বাসব আপনি,
স্বরীশ্বর, সুর-বল-দল সঙ্গে করি,
প্রবেশিলা লঙ্কাপুরে। কহ, কৃপাময়ি,
কৃপা করি কহ, শুনি, কোন্ কোন্ রথী
রণ-হেতু সাজে এবে মত্ত বীরমদে?"
কহিলা কমলা সতী কমলনয়না;—
'হায়, সখী, বীরশূন্য স্বর্ণ লঙ্কাপুরি!
মহারথীকুল-ইন্দ্র[৯৬] আছিল যাহারা,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, ক্ষয় এ দুর্জ্জয়
রণে! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমণি!
ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণ-চূড়-রথে,
ভীমমূর্ত্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষঃ-দল-পতি,
প্রক্ষ্বেড়নধারী[৯৭] বীর, দুর্ব্বার সমরে।
গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে
রিপুকুল-কাল বলী, ভিন্দিপালপাণি!
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা, গদাধর যথা
মুরারি! সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ
প্রমত্ত, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম
কঠিন! অন্যান্য যত কত আর কব?
শত শত হেন যোধ হত এ সমরে,
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে
বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যূহ
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।"
সুধিলা মুরলা দূতী; "কহ, দেবীশ্বরি,
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী
ইন্দ্রজিতে রক্ষঃ-কুল-হর্য্যক্ষ বিগ্রহে?
হত কি সে বলী, সতি, এ কাল সমরে?"
উত্তর করিলা রমা সুচারুহাসিনী;
"প্রমোদ-উদ্যানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে,
যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে
বারবাহু; যাও তুমি বারুণীর পাশে,
মুরলে। কহিও তাঁরে এ কনক-পুরী
ত্যজিয়া, বৈকুণ্ঠ-ধামে ত্বরা যাব আমি।
নিজদোষে মজে রাজা লঙ্কা-অধিপতি।
হায়, বরিষার কালে বিমল-সলিলা
সরসী, সমলা যথা কর্দ্দম-উদ্গমে,
পাপে পূর্ণ স্বর্ণলঙ্কা! কেমনে এখানে
আর বাস করি আমি? যাও চলি, সখি,
প্রবাল-আসনে যথা বসেন বারুণী
মুক্তাময় নিকেতনে। যাই আমি যথা
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে।
প্রাক্তনের[৯৮] ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।"
প্রণমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া,
উঠিলা পবন-পথে মুরলা রূপসী
দূতী, যথা শিখণ্ডিনী[৯৯], আখণ্ডল-ধনুঃ-
বিবিধ-রতন-কান্তি আভায় রঞ্জিয়া
নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জু কুঞ্জবনে!
উতরি জলধি-কূলে, পশিলা সুন্দরী
নীল-অম্বু-রাশি। হেথা কেশব-বাসনা
পদ্মাক্ষী, চলিলা রক্ষঃ-কুল-লক্ষ্মী, দূরে
যথায় বাসব-ত্রাস বসে বীরমণি
মেঘনাদ। শূন্যমার্গে চলিলা ইন্দিরা।
কত ক্ষণে উতরিলা হৃষীকেশ-প্রিয়া,
সুকেশিনী, যথা বসে চির-রণজয়ী
ইন্দ্রজিত। বৈজয়ন্তধাম-সম পুরী,—
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী
হীরাচূড়; চারি দিকে রম্য বনরাজী
নন্দনকানন যথা।[১০০] কুহরিছে ডালে
কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি;
বিকশিছে ফুলকুল; মর্ম্মরিছে পাতা;
বহিছে বাসন্তানিল; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর। প্রবেশি দেবী সুবর্ণ-প্রাসাদে,
দেখিলা সুবর্ণ-দ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে
ভীমরূপী বামাবৃন্দ, শরাসন[১০১] করে।
দুলিছে নিষঙ্গ-[১০২] সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে।
বিজলীর ঝলা সম, বেণীর মাঝারে,
রত্নরাজী, তূণে শর মণিময় ফণী!
উচ্চ কুচ-যুগোপরি সুবর্ণ কবচ,[১০৩]

৯৬. মহারথীদের মধ্যে বিশিষ্ট। ৯৭. লৌহধনুকধারী ৯৮. জন্মান্তরের কর্মফল যা ভোগ করা হয়নি।
৯৯. ময়ূরী। ১০০. স্বর্গের উদ্যানের মতো। ১০১. ধনুক। ১০২. তূণ। ১০৩. বর্ম।

রবি-কর-জাল যথা প্রফুল্ল কমলে।
তূণে মহাখর শর; কিন্তু খরতর
আয়ত-লোচনে শর। নবীন যৌবন-
মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী যথা
মধুকালে। বাজে কাঞ্চী, মধুর শিঞ্জিতে,[১০৪]
বিশাল নিতম্ববিম্বে; নূপুর চরণে।
বাজে বীণা, সপ্তস্বরা, মুরজ, মুরলী;
সঙ্গীত-তরঙ্গ, মিশি সে রবের সহ,
উথলিছে চারি দিকে, চিত্ত বিনোদিয়া।
বিহারিছে বীরবর, সঙ্গে বরাঙ্গনা
প্রমদা, রজনীনাথ বিহারেন যথা
দক্ষ-বালা-দলে লয়ে; কিম্বা, রে যমুনে,
ভানুসুতে[১০৫], বিহারেন রাখাল যেমতি
নাচিয়া কদম্বমূলে, মুরলী অধরে,
গোপ-বধূ-সঙ্গে রঙ্গে তোর চারু কূলে।[১০৬]
মেঘনাদধাত্রী নামে প্রভাষা রাক্ষসী।
তার রূপ ধরি রমা, মাধব-রমণী,
দিলা দেখা, মুষ্টে যষ্টি, বিশদ-বসনা[১০৭]।
কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিৎ, প্রণমিয়া ধাত্রীর চরণে,
কহিলা,— "কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজি
এ ভবনে? কহ দাসে লঙ্কার কুশল।"
শিরঃ চুম্বি, ছদ্মবেশী অম্বুরাশি-সুতা[১০৮]
উত্তরিলা;—"হায়! পুত্র, কি আর কহিব
কনক-লঙ্কার দশা! ঘোরতর রণে,
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী!
তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি,
সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি।"
জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া;—
"কি কহিলা, ভগবতি? কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে? নিশা-রণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে ; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে; তবে
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দাসে।"
রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী
উত্তরিলা;—"হায়! পুত্র, মায়াবী মানব
সীতাপতি; তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি ত্বরা করি; রক্ষ রক্ষঃকুল-
মান, এ কাল সমরে, রক্ষঃ-চূড়ামণি!"
ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ; ফেলাইলা কনক-বলয়
দূরে; পদ-তলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়! "ধিক্ মোরে" কহিলা গম্ভীরে
কুমার, "হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামাদল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ; আন রথ ত্বরা করি;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।"[১০৯]
সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ[১১০] বীর-আভরণে,
হৈমবতীসুত[১১১] যথা নাশিতে তারকে
মহাসুর[১১২]; কিম্বা যথা বৃহন্নলারূপী
কিরীটী, বিরাটপুত্র সহ, উদ্ধারিতে
গোধন, সাজিলা শূর শমীবৃক্ষমূলে।[১১৩]
মেঘবর্ণ রথ; চক্র বিজলীর ছটা;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি। রথে চড়ে বীর-চূড়ামণি
বীরদর্পে, হেন কালে প্রমীলা সুন্দরী,
ধরি পতি-কর-যুগ (হায় রে, যেমতি
হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরু-কুলেশ্বরে)
কহিলা কাঁদিয়া ধনী; "কোথা প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি?" হাসি উত্তরিলা

১০৪. ভূষণের ধ্বনি। ১০৫. সূর্যকন্যা যমুনার প্রতি সম্বোধন। ১০৬. রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রসঙ্গ। ১০৭. শুভ্র পোশাক পরিহিতা। ১০৮. সমুদ্রমন্থন কালে উত্থিত বলে লক্ষ্মীর অপর নাম। ১০৯. শত্রু সকলকে। ১১০. ঋষভ বা বৃষসদৃশ বলশালী শ্রেষ্ঠ রথী। ১১১. কার্তিক ১১২. কার্তিক কর্তৃক তারকাসুর বধের পৌরাণিক কাহিনী। ১১৩. অজ্ঞাতবাস কালে বিরাট রাজ্যে অর্জুনের যুদ্ধ সজ্জার প্রয়োজনে ছদ্মবেশ ত্যাগের মহাভারতীয় কাহিনী।

মেঘনাদ, "ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি।"
উঠিল পবন-পথে, ঘোরতর রবে,
রথবর, হৈমপাখা বিস্তারিয়া যেন
উড়িলা মৈনাক-শৈল,[১১৪] অম্বর উজলি!
শিঞ্জিনী[১১৫] আকর্ষি রোষে, টঙ্কারিলা ধনুঃ
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘ মাঝে
ভৈরবে। কাঁপিল লঙ্কা, কাঁপিলা জলধি!
সাজিছে রাবণ রাজা, বীরমদে মাতি;—
বাজিছে রণ-বাজনা; গরজিছে গজ;
হ্রেষে অশ্ব; হুঙ্কারিছে পদাতিক, রথী;
উড়িছে কৌশিক-ধ্বজ;[১১৬] উঠিছে আকাশে
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা।[১১৭] হেন কালে তথা
দ্রুতগতি উতরিলা মেঘনাদ রথী।
নাদিলা কর্ব্বুরদল হেরি বীরবরে
মহাগর্ব্বে। নমি পুত্র পিতার চরণে,
করযোড়ে কহিলা;—"হে রক্ষঃ-কুল-পতি,
শুনেছি, মরিয়া না কি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি!
কিন্তু অনুমতি দেহ; সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"
আলিঙ্গি কুমারে, চুম্বি শিরঃ, মৃদুস্বরে
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি;—
"রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বৎস; তুমি
রাক্ষস-কুল-ভরসা। এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রতি।
কে কবে শুনেছে পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে?"
উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু;—
"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে;
আর এক বার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে;
দেখিব এ বার বীর বাঁচে কি ঔষধে!"
কহিলা রাক্ষসপতি;—"কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম,— তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে; হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধু-তীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বাতরু যথা
বজ্রাঘাতে! তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি!
সেনাপতি-পদে আমি বরিনু তোমারে।
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে;
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।"
এতেক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে।
অমনি বন্দিল বন্দী,[১১৮] করি বীণাধ্বনি
আনন্দে; "নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,[১১৯]
অশ্রুবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি।
রক্ষঃ-কুল-রবি ওই উদয়-অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী!
উঠ রাণি, দেখ, ওই ভীম বাম করে
কোদণ্ড, টঙ্কারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল! দেখ তূণ, যাহে
পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম!
গুণি-গণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র কেশরী,
কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে!
ধন্য রাণী মন্দোদরী! ধন্য রক্ষঃ-পতি
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি!

১১৪. উড়ন্ত মৈনাকের প্রসঙ্গ। ১১৫. ধনুকের ছিলা ১১৬. কোষ অর্থাৎ রেশমী কাপড়ের ধ্বজা বা পতাকা।
১১৭. সুবর্ণ বর্মের আভা। ১১৮. স্তুতি গায়ক। ১১৯. শোকাকুলা লঙ্কাপুরীকে মূর্তিমতী নারীরূপে কবিকল্পনা।

আকাশ-দুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি,
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কালি,
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।"

বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস;—
পূরিল কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অভিষেকো নাম
প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ

অস্তে গেলা দিনমণি; আইলা গোধূলি,
একটি রতন ভালে।[১]— ফুটিলা কুমুদী;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী; কূজনি পাখী পশিল কুলায়ে;
গোষ্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হাম্বা রবে।
আইলা সুচারু-তারা শশী সহ হাসি,
শর্ব্বরী; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।
আইলেন নিদ্রা দেবী; ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা।
উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ-আলয়ে।
বসিলেন দেবপতি দেবসভা মাঝে,
হেমাসনে; বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী
চারুনেত্রা। রজ-ছত্র, মণিময় আভা,
শোভিল দেবেন্দ্র-শিরে। রতনে খচিত
চামর যতনে ধরি, ঢুলায় চামরী।
আইলা সুসমীরণ, নন্দন-কানন-
গন্ধমধু বহি রঙ্গে। বাজিল চৌদিকে
ত্রিদিব-বাদিত্র[২]। ছয় রাগ, মূর্ত্তিমতী
ছত্রিশ রাগিণী সহ, আসি আরম্ভিলা
সঙ্গীত। উর্ব্বশী, রম্ভা সুচারুহাসিনী,
চিত্রলেখা, সুকেশিনী মিশ্রকেশী, আসি
নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব-কুল-মনঃ!
যোগায় গন্ধর্ব্ব স্বর্ণ-পাত্রে সুধারসে।
কেহ বা দেব-ওদন[৩]; কুঙ্কুম, কস্তুরী,
কেশর বহিছে কেহ; চন্দন কেহ বা;
সুগন্ধ মন্দার-দাম গাঁথি আনে কেহ।
বৈজয়ন্ত-ধামে সুখে ভাসেন বাসব
ত্রিদিব-নিবাসী সহ; হেন কালে তথা,
রূপের আভায় আলো করি সুর-পুরী
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী আসি উতরিলা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিলা রমার চরণে
শচীকান্ত। আশীষিয়া হৈমাসনে বসি,
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষ[৪]-বক্ষোনিবাসিনী
কহিলা; "হে সুরপতি, কেন যে আইনু
তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া।"
উত্তর করিলা ইন্দ্র; "হে বারীন্দ্র-সুতে,
বিশ্বরমে[৫], এ বিশ্বে ও রাঙা পা দুখানি
বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা মা গো! যার প্রতি তুমি,
কৃপা করি, কৃপা-দৃষ্টি কর, কৃপাময়ি,
সফল জনম তারি! কোন্ পুণ্য-ফলে,
লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা, দাসেরে?"
কহিলেন পুনঃ রমা, "বহুকালাবধি
আছি আমি, সুরনিধি, স্বর্ণ-লঙ্কাধামে।
পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায়, এত দিনে
বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্ম্ম-দোষে,
মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে
না পারি ছাড়িতে, দেব। বন্দী যে দেবেন্দ্র,
কারাগার-দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হতে? যত দিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে।
মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ি,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।
একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে
এবে; আর বীর যত, হত এ সমরে।

১. প্রাক-সন্ধ্যায় গোধূলি লগ্নে আকাশের সন্ধ্যাতারা—শুকতারা। ২. বাদ্যযন্ত্র ৩. খাদ্য।
৪. পুণ্ডরীক—শ্বেতপদ্ম। শ্বেতপদ্মের ন্যায় চোখ যার—বিষ্ণু। ৫. ভুবনমোহিনী।

বিক্রম-কেশরী শূর আক্রমিবে কালি
রামচন্দ্রে; পুনঃ তারে সেনাপতি-পদে
বরিয়াছে দশানন। দেব-কুল-প্রিয়
রাঘব; কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি, আরম্ভিলে
যুদ্ধ দম্ভী মেঘনাদ, বিষম শঙ্কটে
ঠেকিবে বৈদেহীনাথ, কহিনু তোমারে।
অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন,
দেবেন্দ্র! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয়[৬] যথা
বল-জ্যেষ্ঠ, রক্ষঃ-কুল-শ্রেষ্ঠ শূরমণি!"
এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা
নীরবিলা; আহা মরি, নীরবে যেমতি
বীণা, চিত্ত বিনোদিয়া সুমধুর নাদে!
ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আদি যত,
শুনি কমলার বাণী, ভুলিলা সকলে
স্বকৰ্ম্ম; বসন্তকালে পাখীকুল যথা,
মুঞ্জরিত কুঞ্জে, শুনি পিকবর-ধ্বনি!
কহিলেন স্বরীশ্বর; "এ ঘোর বিপদে,
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ, কে আর রাখিবে
রাঘবে? দুর্ব্বার রণে রাবণ-নন্দন।
পন্নগ-অশনে[৭] নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি! এ দম্ভোলি,[৮]
বৃত্রাসুর-শিরঃ চূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে
অস্ত্র-বলে মহাবলী; তেঁই এ জগতে
ইন্দ্রজিৎ নাম তার। সর্ব্বশুচি[৯]-বরে
সর্ব্বজয়ী বীরবর। দেহ আজ্ঞা দাসে,
যাই আমি শীঘ্রগতি কৈলাস-সদনে।"
কহিলা উপেন্দ্র-প্রিয়া বারীন্দ্রনন্দিনী;
"যাও তবে সুরনাথ, যাও ত্বরা করি।
চন্দ্র-শেখরের পদে, কৈলাস-শিখরে,
নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা।
কহিও সতত কাঁদে বসুন্ধরা সতী,
না পারি সহিতে ভার; কহিও, অনন্ত
ক্লান্ত এবে। না হইলে নির্ম্মূল সমূলে
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে!
বড় ভাল বিরূপাক্ষ[১০] বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিও, বৈকুণ্ঠপুরী বহু দিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, এক বার তিনি,
কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে?
কোন্ পিতা দুহিতারে পতি-গৃহ হতে
রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে![১১]
ত্র্যম্বকে[১২] না পাও যদি, অম্বিকার পদে
কহিও এ সব কথা।"—এতেক কহিয়া,
বিদায় হইয়া চলি গেলা শশিমুখী
হরিপ্রিয়া। অনম্বর-পথে[১৩] সুকেশিনী,
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে।
সোনার প্রতিমা, যথা! বিমল সলিলে
ডুবে তলে জলরাশি উজলি স্বতেজে!
আনিলা মাতলি[১৪] রথ; চাহি শচী পানে
কহিলেন শচীকান্ত মধুর বচনে
একান্তে; "চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি!
পরিমল-সুধা সহ পবন বহিলে,
দ্বিগুণ আদর তার! মৃণালের রুচি
বিকচ কমল-গুণে, শুন লো ললনে।"
শুনি প্রণয়ীর বাণী, হাসি নিতম্বিনী,
ধরিয়া পতির কর, আরোহিলা রথে।
স্বর্গ-হৈম-দ্বারে রথ উতরিল ত্বরা।
আপনি খুলিল দ্বার মধুর নিনাদে
অমনি! বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে
দেবযান; সচকিতে জগত জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে
উদিলা! ডাকিল ফিঙা; আর পাখী যত
পূরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সংগীতে!
বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ, গৃহকার্য্য উঠিলা সাধিতে!
মানস-সকাশে শোভে কৈলাসশিখরী
আভাময়; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে!
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর; স্বর্ণ-ফুল-শ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি পীত ধড়া যেন!
নির্ঝর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চ্চিত সে বপুঃ!
ত্যজি রথ, পদব্রজে, সহ স্বরীশ্বরী,
প্রবেশিলা স্বরীশ্বর আনন্দ-ভবনে।
রাজরাজেশ্বরী-রূপে বসেন ঈশ্বরী[১৫]
স্বর্ণাসনে; ঢুলাইছে চামর বিজয়া;
ধরে রাজ-ছত্র জয়া। হায় রে, কেমনে,

৬. বিনতানন্দন গরুড়। ৭. পন্নগ—সর্প। সর্প যার আহার—গরুড়পক্ষী। ৮. বজ্র। ৯. যিনি সবকিছুকে পরিশোধিত বা পবিত্র করেন—অগ্নি। ১০. বিরূপ বা বিকৃত চোখ যাব—মহাদেব। নিয়ত ধ্যানের ফলে মহাযোগী। মহাদেবের চোখের দৃষ্টি সর্বদাই উর্ধমুখী।১১ জটাজুটধারী মহাদেব।১২. মহাদেব। ১৩. আকাশ-পথে। ১৪. দেবরাজ ইন্দ্রের রথের সারথি। ১৫. দেবী দুর্গা।

ভবভবনের[১৬] কবি বর্ণিবে বিভব?
দেখ, হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে।
পূজিলা শক্তির পদ মহাভক্তি ভাবে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ। আশীষি অম্বিকা
জিজ্ঞাসিলা;—"কহ, দেব, কুশল বারতা,—
কি কারণে হেথা আজি, তোমা দুই জনে?"
কর-যোড়ে আরম্ভিলা
দম্ভোলি-নিক্ষেপী;—
"কি না তুমি জান, মাতঃ, অখিল জগতে?
দেবদ্রোহী লঙ্কাপতি, আকুল বিগ্রহে,
বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি
সেনাপতি-পদে? কালি প্রভাতে কুমার
পরন্তপ[১৭] প্রবেশিবে রণে, ইষ্টদেবে
পূজি, মনোনীত বর লভি তার কাছে।
অবিদিত নহে মাতঃ, তার পরাক্রম।
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্ত-ধামে,
আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা, ভগবতী।
কহিলেন হরিপ্রিয়া, কাঁদে বসুন্ধরা,
এ অসহ ভার সতী না পারি সহিতে;
ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ; তিনিও আপনি
চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক-
লঙ্কাপুরী। তব পদে এ সংবাদ দেবী
আদেশিলা নিবেদিতে দাসেরে, অন্নদে!
দেব-কুল-প্রিয় বীর রঘু-কুল-মণি।
কিন্তু দেবকুলে হেন আছে কোন্ রথী
যুঝিবে যে রণ-ভূমে রাবণির সাথে?
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমরে
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিত নামে!
কি উপায়ে, কাত্যায়নি,[১৮] রক্ষিবে রাঘবে,
দেখ ভাবি। তুমি কৃপা না করিলে, কালি
আরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি!"
উত্তরিলা কাত্যায়নী;—"শৈব-কুলোত্তম
নৈকষেয়; মহা স্নেহ করেন ত্রিশূলী[১৯]
তার প্রতি; তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কভু
সম্ভবে কি মোর হতে? তবে মগ্ন এবে
তাপসেন্দ্র,[২০] তেঁই, দেব, লঙ্কার এ গতি।"
কৃতাঞ্জলি-পুটে পুনঃ বাসব কহিলা;—
"পরম-অধর্ম্মাচারী নিশাচর-পতি—
দেব-দ্রোহী! আপনি, হে নগেন্দ্র-নন্দিনি,
দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন
হরে যে দুর্ম্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
কভু কি উচিত, মাতঃ? সুশীল রাঘব,
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু, সুখ-ভোগ ত্যজি
পশিল ভিখারী-বেশে নিবিড় কাননে।
একটি রতনমাত্র তাহার আছিল
অমূল; যতন কত করিত সে তারে,
কি আর কহিবে দাস? সে রতন, পাতি
মায়াজাল, হরে দুষ্ট! হায়, মা, স্মরিলে
কোপানলে দহে মনঃ! ত্রিশূলীর বরে
বলী রক্ষঃ, তৃণ-জ্ঞান করে দেব-গণে!
পর-ধন, পর-দার লোভে সদা লোভী
পামর। তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি)
হেন মূঢ়ে দয়া কর, দয়াময়ি?"
নীরবিলা স্বরীশ্বর; কহিতে লাগিলা
বীণাবাণী স্বরীশ্বর; মধুর সুস্বরে;—
"বৈদেহীর দুঃখে, দেবি, কার না বিদরে
হৃদয়? অশোক-বনে বসি দিবা নিশি
(কুঞ্জবন-সখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি)
কাঁদেন রূপসী শোকে! কি মনোবেদনা
সহেন বিধুবদনা পতির বিহনে;
ও রাঙা চরণে, মাতঃ, অবিদিত নহে।
আপনি না দিলে দণ্ড, কে দণ্ডিবে, দেবি,
এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে? নাশি মেঘনাদে,
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে;
দাসীর কলঙ্ক[২১] ভঞ্জ, শশাঙ্কধারিণী[২২]!
মরি, মা, শরমে আমি, শুনি লোকমুখে,
ত্রিদিব-ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রণে!"
হাসিয়া কহিলা উমা; "রাবণের প্রতি
দ্বেষ তব, জিষ্ণু! তুমি, হে মঞ্জুনাশিনী[২৩]
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে।
দুই জন অনুরোধ করিছ আমারে
নাশিতে কনক-লঙ্কা। মোর সাধ্য নহে
সাধিতে এ কার্য্য। বিরূপাক্ষের রক্ষিত
রক্ষঃ-কুল; তিনি বিনা তব এ বাসনা,
বাসব, কে পারে, কহ, পূর্ণিতে জগতে?
যোগে মগ্ন, দেবরাজ, বৃষধ্বজ আজি।

১৬. শিবের আবাস। ১৭. শত্রু দমনকারী। ১৮. দুর্গা। ১৯. মহাদেব। ২০. মহাদেব।
২১. লজ্জা—মেঘনাদ কর্তৃক ইন্দ্রের পরাজয়ে শচীর লজ্জা। ২২. দেবী দুর্গা। শিবের ন্যায় তাঁর মস্তকেও চন্দ্রকলা থাকে।
২৩. সুন্দরী শ্রেষ্ঠা—যে সুন্দরীকুলের গর্ব হরণ করে।

যোগাসন নামে শৃঙ্গ, মহাভয়ঙ্কর,
ঘন ঘনাবৃত, তথা বসেন বিরলে
যোগীন্দ্র। কেমনে যাবে তাঁহার সমীপে?
পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম!"
কহিলা বিনত-ভাবে অদিতিনন্দন;—
"তোমা বিনা কার শক্তি, হে মুক্তি-দায়িনি
জগদম্বে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি
ভৈরব? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃকুল, রাখ
ত্রিভুবন; বৃদ্ধি কর ধর্ম্মের মহিমা;
হ্রাসো বসুধার ভার; বসুন্ধরাধর
বাসুকিরে কর স্থির; বাঁচাও রাঘবে।"
এইরূপে দৈত্য-রিপু স্তুতিলা সতীরে।
হেন কালে গন্ধামোদে সহসা পুরিল
পুরী; শঙ্খঘন্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে
মঙ্গল নিক্কণ সহ, মৃদু যথা যবে
দূর কুঞ্জবনে গাহে পিককুল মিলি!
টলিল কনকাসন! বিজয়া সখীরে
সম্ভাষিয়া মধুস্বরে, ভবেশ-ভাবিনী
সুধিলা; "লো বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি,
কে কোথা, কি হেতু মোরে পূজিছে অকালে?"
মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে,
নিবেদিলা হাসি সখী; "হে নগনন্দিনি,
দাশরথি রথী তোমা পূজে লঙ্কাপুরে।
বারি-সংঘটিত-ঘটে, সুসিন্দুরে আঁকি
ও সুন্দর পদযুগ, পূজে রঘুপতি
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেখিনু গণনে।
অভয়-প্রদান তারে কর গো, অভয়ে।
পরম ভকত তব কৌশল্যা-নন্দন
রঘুশ্রেষ্ঠ; তার তারে বিপদে, তারিণি!"
কাঞ্চন-আসন ত্যজি, রাজরাজেশ্বরী
উঠিয়া, কহিলা পুনঃ বিজয়ারে সতী;
"দেব-দম্পতীরে তুমি সেব যথাবিধি,
বিজয়ে! যাইব আমি যথা যোগাসনে
(বিকটশিখর!) এবে বসেন ধূর্জ্জটি।"
এতেক কহিয়া দুর্গা দ্বিরদ-গামিনী
প্রবেশিলা হৈম গেহে। দেবেন্দ্র বাসবে
দিব-মহিষী সহ, সম্ভাষি আদরে,
স্বর্ণাসনে বসাইলা বিজয়া সুন্দরী।
পাইলা প্রদাস দোঁহে পরম-আহ্লাদে।
শচীর গলায় জয়া হাসি দোলাইলা
তারাকারা[২৪] ফুলমালা; কবরী-বন্ধনে
বসাইলা চিররুচি, চির-বিকচিত
কুসুম-রতন-রাজী; বাজিল চৌদিকে
যন্ত্রদল, বামাদল গাইল নাচিয়া।
মোহিল কৈলাসপুরী; ত্রিলোক মোহিল!
স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুর ধ্বনি,
হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন!
নিদ্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা,
ভাবি প্রিয়-পদ-শব্দ শুনিলা ললনা
দুয়ারে! কোকিলকুল নীরবিল বনে।
উঠিলেন যোগীব্রজ, ভাবি ইষ্টদেব,
বর মাগ বলি, আসি দরশন দিলা!
প্রবেশি সুবর্ণ-গেহে, ভবেশ-ভাবিনী
ভাবিলা, "কি ভাবে আজি ভেটিব ভবেশে?"
ক্ষণ কাল চিন্তি সতী চিন্তিলা রতিরে।
যথায় মন্মথ-সাথে, মন্মথ-মোহিনী
বরাননা,[২৫] কুঞ্জবনে বিহারিতেছিলা,
তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলময়-
বায়ু তরঙ্গিণী-রূপে বহিল নিমিষে।
নাচিল রতির হিয়া বীণা-তার যথা
অঙ্গুলির পরশনে! গেলা কামবধূ,
দ্রুতগতি বায়ুপথে, কৈলাস-শিখরে।
সরসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী
নমে ত্বিষাম্পতি[২৬]- দূতী উষার চরণে,
নমিলা মদন-প্রিয়া হরপ্রিয়া-পদে!
আশীষি রতিরে, হাসি কহিলা অম্বিকা;—
"যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্র; কেমনে,
কোন্ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাঁহার সমাধি,
কহ মোরে, বিধুমুখি?" উত্তরিলা নমি
সুকেশিনী;—"ধর, দেবি, মোহিনী মূরতি।
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বর বপুঃ, আনি
নানা আভরণ; হেরি যে সবে, পিনাকী[২৭]
ভুলিবেন, ভুলে যথা ঋতুপতি, হেরি
মধুকালে বনস্থলী কুসুম-কুন্তলা।[২৮]

২৪. তারার ন্যায় আকার বিশিষ্ট। ২৫. সুন্দর যার মুখশ্রী। ২৬. সূর্য। ২৭. পিনাক নামক ধনুক যিনি ব্যবহার করেন।
২৮. কামদেবের সহযোগে মোহিনী বেশধারিণী পার্বতী কর্তৃক মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের পৌরাণিক প্রসঙ্গ।

এতেক কহিয়া রতি, সুবাসিত তেলে
মাজি চুল, বিনানিলা মনোহর বেণী।
যোগাইলা আনি ধনী বিবিধ ভূষণে,
হীরক, মুকুতা, মণি-খচিত; আনিলা
চন্দন, কেশর সহ কুঙ্কুম, কস্তুরী;
রত্ন-সঙ্কলিত-আভা কৌষেয় বসনে।
লাক্ষারসে[29] পা দুখানি চিত্রিলা হরষে
চারুনেত্রা। ধরি মূর্ত্তি ভুবনমোহিনী,
সাজিলা নগেন্দ্র-বালা; রসানে[30] মার্জ্জিত
হেম-কান্তি-সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল!
হেরিলা দর্পণে দেবী ও চন্দ্র- আননে;
প্রফুল্ল নলিনী যথা বিমল সলিলে
নিজ-বিকচিত[31]-রুচি। হাসিয়া কহিলা,
চাহি স্মর-হর-প্রিয়া[32] স্মর-প্রিয়া পানে;—
"ডাক তব প্রাণনাথে।" অমনি ডাকিলা
(পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে ঋতুবরে!)
মদনে মদন-বাঞ্ছা। আইলা ধাইয়া
ফুল-ধনুঃ; আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী,
স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে!
কহিলা শৈলেশসুতা; "চল মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগীপতি
যোগে মগ্ন এবে; বাছা, চল ত্বরা করি।"
অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন,
মদন আনন্দময়, উত্তরিলা, ভয়ে;—
"হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এ দাসেরে?
স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, মরি, মা, তরাসে!
মূঢ় দক্ষ-দোষে যবে দেহ ছাড়ি, সতি,
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি,
তোমার বিরহ-শোকে বিশ্ব-ভার ত্যজি
বিশ্বনাথ, আরম্ভিলা ধ্যান; দেবপতি
ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান ভাঙিতে।
কুলগ্নে গেনু, মা, যথা মগ্ন বামদেব
তপে; ধরি ফুল-ধনুঃ, হানিনু কুক্ষণে
ফুল-শর। যথা সিংহ সহসা আক্রমে
গজরাজে, পূরি বন ভীষণ গর্জ্জনে,
গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু,
বাস যাঁর, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর-ভালে।
হায়, মা, কত যে জ্বালা সহিনু, কেমনে
নিবেদি ও রাঙা পায়ে? হাহাকার রবে,
ডাকিনু বাসবে, চন্দ্রে, পবনে, তপনে;
কেহ না আইল; ভস্ম হইনু সত্বরে!—
ভয়ে ভগ্নোদ্যম আমি ভাবিয়া ভবেশে;—
ক্ষম দাসে, ক্ষেমঙ্করি! এ মিনতি পদে।"—
—আশ্বাসি মদনে, হাসি কহিলা শঙ্করী;—
"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে,
অনঙ্গ। আমার বরে চিরজয়ী তুমি!
যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতেজে
জ্বালাইল, পূজা তব করিবে সে আজি,
ঔষধের গুণ ধরি, প্রাণ-নাশ-কারী
বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিদ্যার কৌশলে!"
প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে
কহিলা; "অভয় দান কর যারে তুমি,
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে?
কিন্তু নিবেদন করি ও কমল-পদে;—
কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্র-নন্দিনি,
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে?
মুহূর্ত্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত, হেরিলে
ও রূপ-মাধুরী; সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত[34] যত
বিবাদিল দেব সহ সুধামধু-হেতু।
মোহিনী মূরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী হৃষীকেশে ত্রিভুবন হেরি,
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে!
অধর-অমৃত আশে ভুলিলা অমৃত
দেব-দৈত্য[35]; নাগদল নম্রশিরঃ লাজে
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে!
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে।

২৯. আলতা। ৩০. স্বর্ণ উজ্জ্বল করবার একপ্রকার কঠিন প্রস্তর। ৩১. প্রস্ফুটিত। ৩২. স্মর-হর—মহাদেব। তাঁর প্রেয়সী—দুর্গা। ৩৩. হর-কোপানলে মদনভস্ম কাহিনীর প্রসঙ্গ। ৩৪. দিতির পুত্র। ৩৫. সমুদ্রমন্থনে অমৃত লাভের পর দেবদৈত্যের সংঘর্ষকালে মোহিনীবেশে বিষ্ণুর দৈত্যদের ছলনা—পৌরাণিক প্রসঙ্গ।

মলম্বা[৩৬] অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর!" অমনি অম্বিকা,
সুবর্ণ বরণ ঘন মায়ায় সৃজিয়া,
মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়বে।
হায় রে, নলিনী যেন দিবা-অবসানে
ঢাকিল বদনশশী! কিম্বা অগ্নি-শিখা,
ভস্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা!
কিম্বা সুধা-ধন যেন, চক্র-প্রসরণে,
বেড়িলেন দেব শক্র সুধাংশু-মণ্ডলে![৩৭]
    দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃতা যেন
উষা! সাথে মনমথ, হাতে ফুল-ধনুঃ,
পৃষ্ঠে তূণ, খরতর ফুল-শরে ভরা—
কন্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী।
    কৈলাস-শিখরি-শিরে ভীষণ শিখর
ভৃগুমান্, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত
ভুবনে; তথায় দেবী ভুবন-মোহিনী
উত্তরিলা গজপতি। অমনি চৌদিকে
গভীর গহ্বরে বদ্ধ, ভৈরব নিনাদী
জলদল নীরবিলা, জল-কান্ত যথা
শান্ত শান্তিসমাগমে; পলাইল দূরে
মেঘদল, তমঃ যথা উষার হসনে!
দেখিলা সম্মুখে দেবী কপর্দ্দী[৪০] তপসী,
বিভূতি-ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন,
তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্য-জ্ঞান-হত!
    কহিলা মদনে হাসি সুচারুহাসিনী;
"কি কাজ বিলম্বে আর, হে শম্বর-অরি?[৪১]
হান তব ফুল-শর।" দেবীর আদেশে
হাঁটু পাড়ি মীনধ্বজ, শিঞ্জিনী টঙ্কারি,
সম্মোহন-শরে শূর বিঁধিলা উমেশে!
সিহরিলা শূলপাণি। লড়িল মস্তকে
জটাজূট, তরুরাজী যথা গিরিশিরে
ঘোর মড় মড় রবে লড়ে ভূকম্পনে।
অধীর হইলা প্রভু! গরজিলা ভালে
চিত্রভানু,[৪২] ধকধকি উজ্জ্বল জ্বলনে![৪৩]
ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি
ভবানীর বক্ষঃ-স্থলে,[৪৪] পশয়ে যেমতি
কেশরী-কিশোর[৪৫] ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে,
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে!
উন্মীলি নয়ন এবে উঠিলা ধূর্জ্জটি।
মায়া-ঘন-আবরণ ত্যজিলা গিরিজা।
    মোহিত মোহিনীরূপে, কহিলা হরষে
পশুপতি; "কেন হেথা একাকিনী দেখি,
এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেন্দ্রজননি?[৪৬]
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি?
কোথায় বিজয়া, জয়া?" হাসি উত্তরিলা
সুচারুহাসিনী উমা; "এ দাসীরে, ভুলি,
হে যোগীন্দ্র, বহু দিন আছ এ বিরলে;
তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে
পা দুখানি। যে রমণী পতিপরায়ণা,
সহচরী সহ সে কি যায় পতি-পাশে?
একাকী প্রত্যূষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার!" আদরে ঈশান,[৪৭]
ঈষত হাসিয়া দেব, অজিন-আসনে
বসাইলা ঈশানীরে[৪৮]। অমনি চৌদিকে
প্রফুল্লিল ফুলকুল; মকরন্দ-লোভে
মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইল ধাইয়া;
বহিল মলয়-বায়ু; গাইল কোকিল;
নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম-আসার
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে! উমার উরসে
(কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে[৪৯]
ইহা হতে!) কুসুমেষু, বসি কুতূহলে,

৩৬. সোনার গিলটি। ৩৭. বসন। ৩৮. তামা—যে তামা সোনার গিলটি করা। ৩৯. স্বর্গ থেকে গরুড়ের অমৃত হরণ প্রসঙ্গ। ৪০. মহাদেব। ৪১. শম্বরাসুরের শত্রু—কামদেব শম্বরাসুরকে বধ করেছিল। ৪২. অগ্নি। ৪৩. মদনভস্ম প্রসঙ্গ। ৪৪. মদনভস্ম প্রসঙ্গ। ৪৫. সিংহশাবক। ৪৬. গণদেবতা গণেশজননী দুর্গা। ৪৭. মহাদেব। ৪৮. ঈশানের পত্নী—দুর্গা। ৪৯. কামদেব।

হানিলা, কুসুম-ধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে
শর-জাল;—প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী!
লজ্জা-বেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,
হাসি ভস্মে লুকাইলা দেব বিভাবসু!
মোহন মূরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে
কহিলা হাসিয়া দেব; "জানি আমি, দেবি,
তোমার মনের কথা,—বাসব কি হেতু
শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস-সদনে;
কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি।
পরম ভকত মম নিকষানন্দন;
কিন্তু নিজ কর্ম্ম ফলে মজে দুষ্টমতি।
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
মহেশ্বরি! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে,
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি?
পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে।
সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,
মায়াদেবি-নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
চলি গেলা মীনধ্বজ, নীড় ছাড়ি উড়ে
বিহঙ্গম-রাজ যথা, মুহুর্মুহুঃ চাহি
সে সুখ-সদন পানে! ঘন রাশি রাশি,
স্বর্ণবর্ণ, সুবাসিত বাস শ্বাসি ঘন,
বরষি প্রসূনাসার[৫০]—কমল, কুমুদী,
মালতী, সেঁউতি, জাতি, পারিজাত-আদি
মন্দ-সমীরম-প্রিয়া—ঘিরিল চৌদিকে
দেবদেব মহাদেবে মহাদেবী সহ।
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত হৈমময় দ্বারে
দাঁড়াইলা বিধুমুখী মদন-মোহিনী,
অশ্রুময় আঁখি, আহা! পতির বিহনে!
হেন কালে মধু-সখা উতরিলা তথা।
অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধি, তুষিলা ললনে
প্রেমালাপে। শুখাইল অশ্রুবিন্দু, যথা
শিশির-নীরের বিন্দু শতদল দলে,
দরশন দিলে ভানু উদয়-শিখরে।
পাই প্রাণ-ধনে ধনী, মুখে মুখ দিয়া,
(সরস বসন্তকালে সারী শুক যথা)
কহিলেন প্রিয়-ভাষে; "বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে, হে রতি-রঞ্জন!
কত যে ভাবিতেছিনু, কহিব কাহারে?
বামদেব নামে, নাথ, সদা, কাঁপি আমি,
স্মরি পূর্ব্ব-কথা যত! দুরন্ত হিংসক
শূলপাণি! যেয়ো না গো আর তাঁর কাছে,
মোর কিরে[৫১] প্রাণেশ্বর!" সুমধুর হাসে
উত্তরিলা পঞ্চসর; "ছায়ার আশ্রমে,
কে কবে ভাস্কর-করে ডরায়, সুন্দরি!
চল এবে যাই যথা দেবকুল-পতি।"
সুবর্ণ-আসনে যথা বসেন বাসব,
উতরি মন্মথ তথা, নিবেদিলা নমি
বারতা। আরোহি রথে দেবরাজ রথী
চলি গেলা দ্রুতগতি মায়ার সদনে।
অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অম্বরে,
অকম্প চামর শিরে; গম্ভীর নির্ঘোষে
ঘোষিল রথের চক্র, চূর্ণি মেঘদলে।
কত ক্ষণে সহস্রাক্ষ[৫২] উতরিলা বলী
যথা বিরাজেন মায়া। ত্যজি রথ-বরে,
সুরকুল-রথীবর পশিলা দেউলে।
কত যে দেখিলা দেব কে পারে বর্ণিতে?
সৌর-খরতর-কর-জাল-সঙ্কলিত
আভাময়[৫৩] স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী
শক্তীশ্বরী। কর-যোড়ে বাসব প্রণমি
কহিলা; "আশীষ দাসে, বিশ্ব-বিমোহিনি!"
আশীষি সুধিলা দেবী;"কহ, কি কারণে,
গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নন্দন?"
উত্তরিলা দেবপতি;—"শিবের আদেশে,
মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে।
কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিত্রি[৫৪] জিনিবে
দশানন-পুত্রে কালি? তোমার প্রসাদে
(কহিলেন বিরূপাক্ষ) ঘোরতর রণে
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
ক্ষণ কাল চিন্তি দেবী কহিলা বাসবে;—
"দুরন্ত তারকাসুর, সুর-কুল- পতি,
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি
সমরে; কৃত্তিকা-কুল-বল্লভ সেনানী,

৫০. পুষ্পবৃষ্টি। ৫১. শপথ (দিব্য)। ৫২. ইন্দ্র।
৫৩. সূর্যের সমুদয় কিরণচ্ছটা একত্র সঙ্কলিত হলে যেমন ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি হয়—সেরূপ আভাযুক্ত।
৫৪. সুমিত্রার পুত্র লক্ষ্মণ।

পার্ব্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে।[৫৫]
বধিতে দানব-রাজে সাজাইলা বীরে
আপনি বৃষভ-ধ্বজ, সৃজি রুদ্র-তেজে
অস্ত্রে। এই দেখ, দেব, ফলক,[৫৬] মণ্ডিত
সুবর্ণে; ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে
আপনি কৃতান্ত; ওই দেখ, সুনাসীর,[৫৭]
ভয়ঙ্কর তূণীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে,
বিষাকর ফণী-পূর্ণ নাগ-লোক যথা!
ওই দেখ ধনুঃ, দেব!” কহিলা হাসিয়া,
হেরি সে ধনুর কান্তি, শচীকান্ত বলী,
“কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধনুঃ
রত্নময়! দিবাকর-পরিধি যেমতি,
জ্বলিছে ফলক-বর-ধাঁধিয়া নয়নে!
অগ্নিশিখা-সম অসি মহাতেজস্কর!
হেন তূণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে?”
“শুন দেব,” (কহিলেন পুনঃ মায়াদেবী)
“ওই সব অস্ত্রবলে নাশিলা তারকে
ষড়ানন। ওই সব অস্ত্রবলে, বলি,
মেঘনাদ-মৃত্যু, সত্য কহিনু তোমারে।
কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,
দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে
রাবণিরে। প্রের তুমি অস্ত্র রামানুজে,
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে,
রক্ষিব লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষস-সংগ্রামে।
যাও চলি সুর-দেশে, সুরদল-নিধি।
ফুল-কুল-সখী উষা যখন খুলিবে
পূর্ব্বাশার[৫৮] হেমদ্বারে পদ্মকর দিয়া
কালি, তব চির-ত্রাস, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিত-ত্রাস-হীন করিবে তোমারে—
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে!”
মহানন্দে দেব-ইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে,
অস্ত্র লয়ে গেলা চলি ত্রিদশ-আলয়ে।
বসি দেব-সভাতলে কনক-আসনে
বাসব, কহিলা শূর চিত্ররথ শূরে;—
যতনে লইয়া অস্ত্র, যাও মহাবলি,
স্বর্ণ লঙ্কা-ধামে তুমি। সৌমিত্রি কেশরী
মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে
মেঘনাদে। কেমনে, তা দিবেন কহিয়া
মহাদেবী মায়া তারে। কহিও রাঘবে,
হে গন্ধর্ব্ব-কুল-পতি, ত্রিদিব-নিবাসী
মঙ্গল-আকাঙক্ষী তার; পার্ব্বতী আপনি
হর-প্রিয়া, সুপ্রসন্ন তার প্রতি আজি।
অভয় প্রদান তারে করিও সুমতি!
মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে
রাবণ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী সতীরে
বৈদেহী-মনোরঞ্জন রঘুকুল-মণি।
মোর রথে, রথীবর, আরোহণ করি
যাও চলি। পাছে তোমা হেরি লঙ্কা-পুরে,
বাধায় বিবাদ রক্ষঃ; মেঘদলে আমি
আদেশিব আবরিতে গগনে; ডাকিয়া
প্রভঞ্জনে, দিব আজ্ঞা ক্ষণ ছাড়ি দিতে
বায়ু-কুলে; বাহিরিয়া নাচিবে চপলা;[৫৯]
দম্ভোলি-গম্ভীর-নাদে পূরিব জগতে।”
প্রণমি দেবেন্দ্র-পদে, সাবধানে লয়ে
অস্ত্রে, চলি গেলা মর্ত্ত্যে চিত্ররথ রথী।
তবে দেব-কুল-নাথ ডাকি প্রভঞ্জন
কহিলা, “প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে
লঙ্কাপুরে, বায়ুপতি; শীঘ্র দেহ ছাড়ি
কারাবদ্ধ বায়ুদলে[৬০]; লহ মেঘদলে;
দ্বন্দ্ব ক্ষণ-কাল বৈরী বারি-নাথ সনে
নির্ঘোষে!” উল্লাসে দেব চলিলা অমনি,
ভাঙিলে শৃঙ্খল লম্ফী কেশীর যেমতি,
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত
গিরি-গর্ভে[৬১]। কত দূরে শুনিলা পবন
ঘোর কোলাহলে; গিরি (দেখিলা) লড়িছে
অন্তরিত[৬২] পরাক্রমে, অসমর্থ যেন
রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে।
শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে।
হুহুঙ্কারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে
যথা অম্বুরাশি, যবে ভাঙে আচম্বিতে
জাঙাল! কাঁপিল মহী; গর্জ্জিল জলধি!
তুঙ্গ-শৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ-আবলী
কল্লোলিল, বায়ু-সঙ্গে রণরঙ্গে মাতি!
ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে[৬৩] জীমূত; হাসিল
ক্ষণ-প্রভা; কড়মড়ে নাদিল দম্ভোলি।
পলাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে।

৫৫. দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় কর্তৃক তারকাসুর বধের পৌরাণিক প্রসঙ্গ। ৫৬. ঢাল। ৫৭. ইন্দ্র। ৫৮. পূর্বদিক।
৫৯. বিদ্যুৎ। ৬০. পবনদেব পর্বতগুহায় বায়ুকুল অবরুদ্ধ রাখেন, প্রয়োজনে মুক্ত করেন— ঝড় সম্পর্কে কবিকল্পনা।
৬১. পর্বত গুহা। ৬২. দৃষ্টির অগোচরে। ৬৩. গম্ভীর রব।

ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাবক উগরি
রাশি রাশি; বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি
মড়মড়ে; মহাঝড় বহিল আকাশে;
বর্ষিল আসার যেন সৃষ্টি ডুবাইতে
প্রলয়ে। বৃষ্টিল শিলা তড়তড়তড়ে।
পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে।
যথায় শিবির মাঝে বিরাজেন বলী
রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উতরিলা রথী
চিত্ররথ, দিবাকর যেন অংশুমালী,
রাজ-আভরণ দেহে! শোভে কটিদেশে
সারসন, রাশি-চক্র-সম তেজোরাশি,
ঝোলে তাহে অসিবর—ঝল ঝল ঝলে!
কেমনে বর্ণিবে কবি দেব-তূণ, ধনুঃ,
চর্ম্ম, বর্ম্ম, শূল, সৌর-কিরীটের আভা
স্বর্ণময়ী? দৈববিভা[৬৪] ধাঁধিল নয়নে
স্বর্গীয় সৌরভে দেশ পূরিল সহসা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিয়া, দেবদূত-পদে
রঘুবর, জিজ্ঞাসিলা, "হে ত্রিদিববাসি,
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোন্ দেশ সাজে
এ হেন মহিমা, রূপ?—কেন হেথা আজি,
নন্দন-কানন ত্যজি কহ এ দাসেরে?
নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে।
তবে যদি কৃপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি,
পাদ্য, অর্ঘ্য লয়ে বসো এই কুশাসনে।
ভিখারী রাঘব হায়!" আশীষিয়া রথী
কুশাসনে বসি তবে কহিলা সুস্বরে;
"চিত্ররথ নাম মম, শুন দাশরথি;
চির-অনুচর আমি সেবি অহরহঃ
দেবেন্দ্রে; গন্ধর্ব্বকুল আমার অধীনে।
আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে।
তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবকুল সহ
দেবেশ। এই যে অস্ত্র দেখিছ নৃমণি,
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজে
দেবরাজ। আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী
প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে কালি
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।
দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘুকুল-মণি।
সুপ্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়া!"
কহিলা রঘুনন্দন; "আনন্দ-সাগরে
ভাসিনু, গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে!
অজ্ঞ নর আমি; হায়, কেমনে দেখাব
কৃতজ্ঞতা? এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।"
হাসিয়া কহিলা দূত; "শুন, রঘুমণি,
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র-পালন,
ইন্দ্রিয়-দমন, ধর্ম্মপথে সদা গতি;
নিত্য সত্য-দেবী-সেবা; চন্দন, কুসুম,
নৈবেদ্য, কৌষিক বস্ত্র আদি বলি[৬৫] যত,
অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি
অসৎ! এ সার কথা কহিনু তোমারে!"
প্রণমিলা রামচন্দ্র; আশীষিয়া রথী
চিত্ররথ, দেবরথে গেলা দেবপুরে।
থামিল তুমুল ঝড়; শান্তিলা জলধি;
হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ,
হাসিল কনকলঙ্কা। তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
রজোময়; কুমুদিনী হাসিল কৌতুকে।
আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে, শিবা
শবাহারী; পালে পালে গৃধিনী, শকুনি,
পিশাচ। রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ
ভীম-প্রহরণ[৬৬]-ধারী—মত্ত বীরমদে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অস্ত্রলাভো নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

৬৪. অপার্থিব ঔজ্জ্বল্য। ৬৫. পূজানুষ্ঠানের উপকরণ। ৬৬. ভীষণ অস্ত্র।

তৃতীয় সর্গ

প্রমোদ-উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী।
অশ্রুআঁখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে
কভু, ব্রজ-কুঞ্জ-বনে, হায় রে, যেমনি
ব্রজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে
পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী।[১]
কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ
বিরহিণী, শূন্য নীড়ে কপোতী যেমতি
বিবশা! কভু বা উঠি উচ্চ-গৃহ-চূড়ে,
এক-দৃষ্টে চাহে বামা দূর লঙ্কা পানে,
অবিরল চক্ষুঃজল পুঁছিয়া আঁচলে!
নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা,
গীত-ধ্বনি। চারি দিকে সখী-দল যত,
বিরস-বদন, মরি, সুন্দরীর শোকে!
কে না জানে ফুলকুল বিরস-বদনা,
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী?
উতরিলা নিশী-দেবী প্রমোদ-উদ্যানে।
শিহরি প্রমীলা সতী, মৃদু কল-স্বরে,
বাসন্তী নামেতে সখী বসন্ত-সৌরভা,
তার গলা ধরি কাঁদি কহিতে লাগিলা;—
"ওই দেখ, আইল লো তিমির যামিনী,
কাল-ভুজঙ্গিনী-রূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি! কোথায় সখি, রক্ষঃ-কুল-পতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি-কালে?
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী;
কি কাজে এ ব্যাজ[২] আমি বুঝিতে না পারি।
তুমি যদি পার, সই, কহ লো আমারে।"
কহিলা বাসন্তী সখী, বসন্তে যেমতি
কুহরে বসন্তসখা,—"কেমনে কহিব
কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি?
কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমন্তিনি!
ত্বরায় আসিবে শূর নাশিয়া রাঘবে।
কি ভয় তোমার সখি। সুরাসুর-শরে
অভেদ্য শরীর যাঁর, কে তাঁরে আঁটিবে
বিগ্রহে[৩]? আইস মোরা যাই কুঞ্জ-বনে।
সরস কুসুম তুলি, চিকণিয়া গাঁথি
ফুলমালা। দোলাইও হাসি প্রিয়গলে
সে দামে,[৪] বিজয়ী রথ-চূড়ায় যেমতি
বিজয়-পতাকা লোক উড়ায় কৌতুকে।"
এতেক কহিয়া দোঁহে পশিলা কাননে,
যথায় সরসী সহ খেলিছে কৌমুদী,
হাসাইয়া কুমুদেরে; গাইছে ভ্রমরী;
কুহরিছে পিকবর; কুসুম ফুটিছে;
শোভিছে আনন্দময়ী বনরাজী-ভালে
(মণিময় সিঁথিরূপে) জোনাকের পাঁতি;
বহিছে মলয়ানিল, মর্ম্মরিছে পাতা।
আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিলা দুজনে।
কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি
মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে কহিতে?
কত দূরে হেরি বামা সূর্য্যমুখী দুঃখী,
মলিন-বদনা, মরি, মিহির-বিরহে
দাঁড়াইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে;—
"তোর লো যে দশা এই ঘোর নিশা-কালে,
ভানু-প্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা!
আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে!
এ পরাণ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে!
যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ, অস্তাচল আচ্ছন্ন লো তিনি!
আর কি পাইব আমি (উষার প্রসাদে
পাইবি যেমতি, সতি, তুই) প্রাণেশ্বরে?"
অবচয়ি[৫] ফুল-চয়ে সে নিকুঞ্জ-বনে,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, সখীরে সম্ভাষি
কহিলা প্রমীলা সতী; "এই ত তুলিনু
ফুল-রাশি; চিকণিয়া গাঁথিনু, স্বজনি,
ফুলমালা; কিন্তু কোথা পাব সে চরণে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পূজিবারে!
কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি।
চল, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে।"
কহিল বাসন্তী সখী; "কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অলঙ্ঘ্য সাগর-
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে!
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা।"
রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী!
"কি কহিলি, বাসন্তি? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,

১. রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা প্রসঙ্গ। ২. বিলম্ব ৩. যুদ্ধ। ৪. মালা। ৫. চয়ন ক'রে।

কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানবনন্দিনী আমি; রক্ষঃ-কুল-বধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?"
এতেক কহিয়া সতী, গজ-পতি-গতি,
রোষাবেশে প্রবেশিলা সুবর্ণ-মন্দিরে।
যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা
নারী-দেশে, দেবদত্ত শঙ্খ-নাদে রুষি,
রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে;
উথলিল চারি দিকে দুন্দুভির ধ্বনি;
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,[৬]
উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্ম্মুক টঙ্কারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে! ঝক্ ঝক্ ঝকি
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী!
মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব, ঊর্দ্ধ কর্ণে শুনি
নূপুরের ঝণঝণি, কিঙ্কিণীর বোলী,
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী।
বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি
দূরে! রঙ্গে গিরি-শৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে,[৭]
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি;
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে।
নৃ-মুণ্ড-মালিনী নামে উগ্রচণ্ডা[৮] ধনী
সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে,
মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের[৯] কাছে
আনন্দে। চড়িলা ঘোড়া এক শত চেড়ী[১০]
অশ্ব-পার্শ্বে কোষে অসি বাজিল ঝনঝনি।
নাচিল শীর্ষক-চূড়া; দুলিল কৌতুকে
পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তূণীরের সাথে।
হাতে শূল, কমলে কন্টকময় যথা
মৃণাল। হ্রেষিল অশ্ব মগন হরষে,
দানব-দলনী-পদ্ম-পদ-যুগ[১১] ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি!
বাজিল সমর-বাদ্য চমকিলা দিবে
অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে।
রোষে লাজভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা। কিরীট-ছটা কবরী-উপরি,
হায় রে, শোভিল যথা কাদম্বিনী-শিরে
ইন্দ্রচাপ! লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা,
ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা
শশিকলা! উচ্চ কুচ আবরি কবচে
সুলোচনা, কটিদেশে যতনে আঁটিলা
বিবিধ রতনময় স্বর্ণ-সারসনে।
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক দুলিল,
রবির পরিধি হেন ধাঁধিয়া নয়নে!
ঝকঝকি ঊরুদেশে (হায় রে, বর্ত্তুল
যথা রম্ভা বন-আভা!) হৈমময় কোষে
শোভে খরশান[১২] অসি; দীর্ঘ শূল করে;
ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ!—
সাজিলা দানব-বালা, হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,
কিম্বা শুম্ভ নিশুম্ভ, উন্মাদ বীর-মদে।[১৩]
ডাকিনি যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে
অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দ। চড়িলা সুন্দরী
বড়বা[১৪] নামেতে বামী[১৫]—বাড়বাগ্নি-শিখা![১৬]
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি

৬. কাশীরাম দাসের মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব প্রসঙ্গ। ৭. পর্বতগুহা। ৮. কোপনস্বভাবা। ৯. বারান্দা।
১০. দাসী—নারী-প্রহরী।
১১. অসুরনাশিনী কালীর পাদপদ্মযুগল। ১২. অত্যন্ত ধারালো। ১৩. মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর শুম্ভনিশুম্ভ ও মহিষাসুর বধের প্রসঙ্গ। ১৪. বড়বা নামের অশ্বী। ১৫. অশ্বী। ১৬. অশ্বারূঢ়া দেবী যেন বাড়বানলের শিখা।

সখীবৃন্দে; "লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী-সম এবে।
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে?
যাইব তাঁহার পাশে; পশিব নগরে
বিকট কটক[১৭] কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে;—এ প্রতিজ্ঞা বীরাঙ্গনা, মম ;
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে!
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানবি;—
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষত[১৮]-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে!
অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?
চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপণা।
দেখিব যে রূপ দেখি সূর্পণখা পিসী
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী-বনে;
দেখিব লক্ষ্মণ শূরে; নাগ-পাশ দিয়া
বাঁধি লব বিভীষণে—রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে!
দলিব বিপক্ষ-দলে, মাতঙ্গিনী যথা
নলবন। তোমরা লো বিদ্যুত-আকৃতি
বিদ্যুতের গতি চল পড়ি অরি-মাঝে!"
নাদিল দানব-বালা হুহুঙ্কার রবে,
মাতঙ্গিনীযূথ যথা—মত্ত মধু-কালে!
যথা বায়ু সখা সহ দাবানল-গতি
দুর্ব্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে।
টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি;
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে;—
কিন্তু নিশা-কালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নি-শিখা? অগ্নিশিখা-তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে।
কত ক্ষণে উতরিলা পশ্চিম দুয়ারে
বিধুমুখী। একবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনুঃ
স্ত্রীবৃন্দ! কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে; কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী; রথে রথী; তুরঙ্গমে
সাদীবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে
কুলবধূ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে;
পর্ব্বত-গহ্বরে সিংহ; বন-হস্তী বনে;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত!

পবন-নন্দন[১৯] হনু ভীষণ-দর্শন,
রোষে অগ্রসরি শূর গরজি কহিলা;—
"কে তোরা এ নিশা-কালে আইলি মরিতে?
জাগে এ দুয়ারে হনু, যার নাম শুনি
থরথরি রক্ষোনাথ কাঁপে সিংহাসনে!
আপনি জাগেন প্রভু রঘু-কুল-মণি,
সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী,
শত শত বীর আর—দুর্দ্ধর্ষ সমরে।
কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ধরিলি দুর্ম্মতি?
জানি আমি নিশাচর পরম-মায়াবী।
কিন্তু মায়া-বল আমি টুটি বাহু-বলে;
যথা পাই মারি অরি ভীম প্রহরণে।"
নৃ-মুণ্ড-মালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী!)
কোদণ্ড টঙ্কারি রোষে কহিলা হুঙ্কারে;—
"শীঘ্র ডাকি আন্ হেথা তোর সীতানাথে,
বর্ব্বর! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী!
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে?
দিনু ছাড়ি; প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি!
কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ? যা চলি,
ডাক্ সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে,
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক্ বিভীষণে!
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ—প্রমীলা সুন্দরী
পত্নী তাঁর; বাহুবলে প্রবেশিবে এবে
লঙ্কাপুরে, পতিপদ পূজিতে যুবতী!
কোন্ যোধ সাধ্য, মূঢ়, রোধিতে তাঁহারে?"
প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি
হনু, অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।
ক্ষণ-প্রভা-সম বিভা খেলিছে কিরীটে;
শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম্ম, সৌর-অংশু-রাশি
মণি-আভা সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি!
বিস্ময় মানিয়া হনু, ভাবে মনে মনে;—
"অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উতরিনু যবে
লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে,[২০]
প্রচণ্ডা, খর্পর খণ্ডা[২১] হাতে, মুণ্ডমালী।
দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী-আদি
রাবণের প্রণয়িনী দেখিনু তা সবে।
রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃ-কুল-বধূ,

১৭. ভয়ঙ্কর সৈন্যব্যূহ। ১৮. যে দ্বেষ করে—শত্রু।
১৯. হনুমান পবনদেবের ঔরসে অঞ্জনা নাম্নী বানরীর গর্ভজাত। ২০. ভয়ঙ্করী—চণ্ডী। ২১. খর্পর ও খড়্গ।

(শশিকলা-সম রূপে)ঘোর নিশা-কালে,
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে।
দেখিনু অশোক-বনে (হায় শোকাকুলা)
রঘু-কুল-কমলেরে; কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ মাধুরী কভু এ ভুবনে!
ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে
প্রেম-পাশে বাঁধা সদা হেন সৌদামিনী!"
এতেক ভাবিয়া মনে অঞ্জনা-নন্দন
(প্রভঞ্জন স্বনে যথা) কহিলা গম্ভীরে;
"বন্দীসম শিলাবন্ধে বাঁধিয়া সিন্দুরে,
হে সুন্দরি, প্রভু মম, রবি-কুল-রবি,
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে।
রক্ষোরাজ বৈরী তাঁর; তোমরা অবলা,
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে?
নির্ভয় হৃদয়ে কহ; হনুমান্ আমি
রঘুদাস; দয়া-সিন্ধু রঘু-কুল-নিধি।
তব সাথে কি বিবাদ তাঁর সুলোচনে?
কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি;
কি হেতু আইলা হেথা? কহ, জানাইব
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে।"
উত্তর করিলা সতী,—হায় রে সে বাণী
ধ্বনিল হনুর কানে বীণাবাণী যথা
মধুমাখা!—"রাঘুবর পতি -বৈরী মম;
কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি
তাঁর সঙ্গে। পতি মম বীরেন্দ্র-কেশরী,
নিজ-ভুজ-বলে তিনি ভুবন-বিজয়ী;
কি কাজ আমার যুঝি তাঁর রিপু সহ?
অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে;
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুত-ছটা
রমে আঁখি,[২২] মরে নর, তাহার পরশে।
লও সঙ্গে, শূর, তুমি এই মোর দূতি।
কি যাচ্‌ঞা করি আমি রামের সমীপে
বিবরিয়া কবে রামা; যাও ত্বরা করি।"
নৃ-মুণ্ড-মালিনী দূতী, নৃ-মুণ্ড-মালিনী-
আকৃতি,[২৩] পশিয়া ধনী অরি-দল-মাঝে
নির্ভয়ে, চলিলা যথা গুরুত্মতী[২৪] তরি,
তরঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা,
অকূল সাগর-জলে ভাস একাকিনী।
আগে আগে চলে হনু পথ দেখাইয়া।
চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে
হেরি অগ্নি-শিখা ঘরে! হাসিলা ভামিনী
মনে মনে। একদৃষ্টে চাহে বীর যত
দড়ে রড়ে জড় সবে[২৫] হয়ে স্থানে স্থানে।
বাজিল নূপুর পায়ে, কাঞ্চী কটি-দেশে।
ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী
জরজরি সর্ব্ব জনে কটাক্ষের শরে
তীক্ষ্ণতর। শিরোপরি শীর্ষকের চূড়া,
চন্দ্রক[২৬]-কলাপময়,[২৭] নাচে কুতূহলে;
ধক্‌ধকে রত্নাবলী কুচ-যুগমাঝে
পীবর[২৮]! দুলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী,
কামের পতাকা যথা উড়ে মধু-কালে!
নব-মাতঙ্গিনী-গতি চলিলা রঙ্গিণী,
আলো করি দশ দিশ, কৌমুদী যেমতি,
কুমুদিনী-সখী, ঝলে বিমল সলিলে,
কিম্বা ঊষা অংশুময়ী গিরিশৃঙ্গ-মাঝে!
শিবিরে বসেন প্রভু রঘু-চূড়ামণি;
কর-পুটে শূর-সিংহ লক্ষ্মণ সম্মুখে,
পাশে বিভীষণ সখা, আর বীর যত,
রুদ্র-কুল-সমতেজঃ, ভৈরব মূরতি।
দেব-দত্ত অস্ত্র-পুঞ্জ শোভে পিঠোপরি,
রঞ্জিত রঞ্জনরাগে[২৯], কুসুম-অঞ্জলি-
আবৃত;[৩০] পুড়িছে ধূপ ধূমি ধূপদানে;
সারি সারি চারি দিকে জ্বলিছে দেউটী।
বিস্ময়ে চাহেন সবে দেব-অস্ত্র পানে।
কেহ বাখানেন খড়্গ চর্ম্মবর কেহ,
সুবর্ণ-মণ্ডিত যথা দিবা-অবসানে
রবির প্রসাদে মেঘ; তূণীর কেহ বা;
কেহ বর্ম্ম, তেজোরাশি! আপনি সুমতি
ধরি ধনুঃ-বরে করে কহিলা রাঘব ;

২২. দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে। ২৩. নরমুণ্ডের মালা ধারিণী কালীর ন্যায় আকৃতি যার। ২৪. পালযুক্ত। ২৫. ভীতি ও বিস্ময়ের ভাব নিয়ে সকলে মিলিত হয়েছে। ২৬. বর্ণোজ্জ্বল চিহ্ন। ২৭. ময়ূরপুচ্ছ (বর্ণোজ্জ্বল চিহ্নগুলি ময়ূরপুচ্ছের চক্রাকার উজ্জ্বল বর্ণের চিহ্নের মত)। ২৮. স্থূল। ২৯. রক্তচন্দনে রঞ্জিত। ৩০. পুষ্পাঞ্জলির ফুলে দেবতা ও অস্ত্র আবৃত।

"বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিনু পিনাকে
বাহু-বলে; এ ধনুকে নারি গুণ দিতে!
কেমনে, লক্ষ্মণ ভাই নোয়াইবে এরে?[৩১]
সহসা নাদিল ঠাট[৩২]; জয় রাম ধ্বনি
উঠিল আকাশ-দেশে ঘোর কোলাহলে,
সাগর-কল্লোল যথা! ত্রস্তে রক্ষোরথী,
দাশরথি পানে চাহি, কহিলা কেশরী;
"চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে।
নিশীথে কি ঊষা আসি উতরিলা হেথা?"
বিস্ময়ে চাহিলা সবে শিবির বাহিরে।
"ভৈরবীরূপিণী বামা," কহিলা নৃমণি,
"দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া।
মায়াময় লঙ্কা-ধাম; পূর্ণ ইন্দ্র-জালে;
কাম-রূপী তবাগ্রজ।[৩৩] দেখ ভাল করি;
এ কুহক তব কাছে অবিদিত নহে।
শুভক্ষণে, রক্ষোবর, পাইনু তোমারে
আমি! তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে
এ দুর্ব্বল বলে,[৩৪] কহ, এ বিপত্তি-কালে?
রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে!"
হেন কালে হনূ সহ উতরিলা দূতী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলি-পুটে,
(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে!)
কহিলা; "প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত গুরুজনে;—নৃ-মুণ্ড-মালিনী
নাম মম; দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী,
বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী,
তাঁর দাসী।" আশীষিয়া, বীর দাশরথি
সুধিলা; "কি হেতু, দূতি, গতি হেথা তব?
বিশেষিয়া কহ মোরে, কি কাজে তুষিব
তোমার ভর্ত্রিণী[৩৫], শুভে? কহ শীঘ্র করি।"
উত্তরিলা ভীমা-রূপী; "বীর-শ্রেষ্ঠ তুমি,
রঘুনাথ; আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে;
নতুবা ছাড়হ পথ; পশিবে রূপসী
স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পূজিতে পতিরে।
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভুজ-বলে;
রক্ষোবধূ মাগে রণ; দেহ রণ তারে,
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা; যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্ব্বাণ ধর,
ইচ্ছা যদি, নর-বর; নহে চর্ম্ম অসি,
কিম্বা গদা, মল্ল-যুদ্ধে সদা মোরা রত!
যথারুচি কর, দেব; বিলম্ব না সহে।
তব অনুরোধে সতী রোধে সখী-দলে,
চিত্রবাঘিনীরে[৩৬] যথা রোধে কিরাতিনী,
মাতে যবে ভয়ঙ্করী—হেরি মৃগ-পালে।"
এতেক কহিয়া রামা শিরঃ নোমাইলা,
প্রফুল্ল কুসুম যথা। (শিশিরমণ্ডিত)
বন্দে নোমাইয়া শিরঃ মন্দ সমীরণে!
উত্তরিলা রঘুপতি; "শুন, সুকেশিনি,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃ-পতি; তোমার সকলে
কুলবালা; কুলবধূ; কোন্ অপরাধে
বৈরি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে?
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়।
জনম রামের, রামা, রঘুরাজ-কুলে
বীরেশ্বর; বীরপত্নী, হে সুনেত্রা দূতি,
তব ভর্ত্রী, বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত।
কহ তাঁরে শত মুখে বাখানি, ললনে,
তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা
বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে!
ধন্য ইন্দ্রজিৎ! ধন্য প্রমীলা সুন্দরী!
ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে;
বন-বাসী, ধন-হীন বিধি-বিড়ম্বনে;
কি প্রসাদ, সুবদনে, (সাজে যা তোমারে)
দিব আজি? সুখে থাক, আশীর্ব্বাদ করি!"
এতেক, কহিয়া প্রভু কহিলা হনূরে;
"দেহ ছাড়ি পথ, বলি। অতি সাবধানে,
শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামা-দলে।"
প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিরিলা দূতী।
হাসিয়া কহিলা মিত্র বিভীষণ; "দেখ,
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া,
রঘুপতি! দেখ, দেব, অপূর্ব্ব কৌতুক।
না জানি এ বামা-দলে কে আঁটে সমরে,
ভীমারূপী, বীর্য্যবতী চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজ-কুল-অরি[৩৭]?" কহিলা রাঘব;
"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
রক্ষোবর! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি!

৩১. মিথিলায় জনকপুরীতে রামচন্দ্রের হরধনুভঙ্গের প্রসঙ্গ। ৩২. সেনাদল। ৩৩. তোমার অগ্রজ রাবণ ইচ্ছামত রূপ ধারণ করতে পারে—তাই কামরূপী। ৩৪. বলীকে—বলবানকে। ৩৫. পালন-কর্ত্রী। ৩৬. চিতাবাঘিনী। ৩৭. মার্কণ্ডেয় চণ্ডী দেবী কর্তৃক রক্তবীজ সংহার প্রসঙ্গ।

মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে!
চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুত্র-বধূ।"
যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশ দিশ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিবা-রাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জে[৩৮]! শুনিলা চমকি
কোদণ্ড-ঘর্ঘর ঘোড়া দড়বড়ি,
হুহুঙ্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝনঝনি।
সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজন,
ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরী!
উড়িছে পতাকা—রত্ন-সঙ্কলিত-আভা;
মন্দগতি আস্কন্দিতে[৩৯] নাচে বাজী-রাজী;
বোলিছে ঘঙ্ঘুরাবলী ঘুনু ঘুনু বোলে।
গিরি-চূড়াকৃতি ঠাট দাঁড়ায় দু-পাশে
অটল, চলিছে মধ্যে বামা-কুল-দলে!
উপত্যকা-পথে যথা মাতঙ্গিনী-যূথ,
গরজে পূরিয়া দেশ, ক্ষিতি টলমলি।
সর্ব্ব-অগ্রে উগ্রচণ্ডা নৃ-মুণ্ড-মালিনী,
কৃষ্ণ-হয়ারূঢ়া ধনী, ধ্বজ-দণ্ড করে
হৈমময়; তার পাছে চলে বাদ্যকরী,
বিদ্যাধরী দল যথা, হায় রে ভূতলে
অতুলিত! বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা-
আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিক্কণে!
তার পাছে শূল-পাণি বীরাঙ্গনা-মাঝে
প্রমীলা, তারার দলে শশিকলা যথা!
পরাক্রমে ভীমা বামা। খেলিছে চৌদিকে
রতন-সম্ভবা বিভা ক্ষণ-প্রভা-সম।
অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুম-ধনুঃ, মুহুর্মুহু হানি
অব্যর্থ কুসুম-শরে! সিংহ-পৃষ্ঠে যথা
মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গা; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী; খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্র[৪০]-রমণী
শোভে বীর্য্যবতী সতী বড়বার পিঠে—
বড়বা, বামী-ঈশ্বরী, মণ্ডিত রতনে!
ধীরে ধীরে, বৈরীদলে যেন অবহেলি,
চলি গেলা বামাকুল। কেহ টঙ্কারিলা
শিঞ্জিনী; হুঙ্কারি কেহ উলঙ্গিলা অসি;
আস্ফালিলা শূলে কেহ; হাসিলা কেহ বা
অট্টহাসে টিটকারি; কেহ বা নাদিল,
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী,
বীর-মদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবী!
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে, কহিলা রাঘব;
"কি আশ্চর্য্য, নৈকষেয়? কভু নাহি দেখি,
কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে!
নিশার স্বপন আজি দেখিনু কি জাগি?
সত্য করি কহ মোরে, মিত্র-রত্নোত্তম।
না পারি বুঝিতে কিছু; চঞ্চল হইনু
এ প্রপঞ্চ[৪১] দেখি, সখে বঞ্চো না আমারে।
চিত্ররথ-রথী-মুখে শুনিনু বারতা,
উরিবেন মায়া-দেবী দাসের সহায়ে;
পাতিয়া এ ছল সতী পশিলা কি আসি
লঙ্কাপুরে? কহ, বুধ, কার এ ছলনা?"
উত্তরিলা বিভীষণ; "নিশার স্বপন
নহে এ, বৈদেহী-নাথ, কহিনু তোমারে।
কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে
সুরারি, তনয়া তার প্রমীলা সুন্দরী।
মহাশক্তি-অংশে, দেব, জনম বামার,
মহাশক্তি-সম তেজে! কার সাধ্য আঁটে
বিক্রমে এ দানবীরে? দম্ভোলী-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষে হে হর্য্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে,
সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে
বিমোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগম্বরে!
জগতের রক্ষা-হেতু গড়িলা বিধাতা
এ নিগড়ে, যাহে বাঁধা মেঘনাদ বলী—
মদ-কল কাল হস্তী! যথা বারি-ধারা
নিবারে কানন-বৈরী ঘোর দাবানলে
নিবারে সতত সতী প্রেম-আলাপনে
এ কালাগ্নি! যমুনার সুবাসিত জলে
ডুবি থাকে কাল ফণী, দুরন্ত দংশক!
সুখে বসে বিশ্ববাসী, ত্রিদিবে দেবতা,
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে।"
কহিলেন রঘুপতি; "সত্য যা কহিলে,
মিত্রবর, রথীশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ রথী।
না দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভুবনে
দেখিয়াছি ভৃগুরামে,[৪২] ভৃগুমান্ গিরি-
সদৃশ অটল যুদ্ধে! কিন্তু শুভ ক্ষণে
তব ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, ধনুর্ব্বাণ ধরে!
এবে কি করিব, কহ, রক্ষঃ-কুল-মণি?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে;
কে রাখে এ মৃগ-পালে? দেখ হে চাহিয়া,

৩৮. মেঘখণ্ডগুলিকে স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত করে। ৩৯. দুলকি চাল। ৪০. বিষ্ণু। ৪১. মায়া। ৪২. ভৃগুবংশের রাম—কুঠারধারী পরশুরাম।

উথলিছে চারি দিকে ঘোর কোলাহলে
হলাহল সহ সিন্ধু! নীলকণ্ঠ যথা
(নিস্তারিণী-মনোহর) নিস্তারিলে ভবে,[৪৩]
নিস্তার এ বলে, সখে, তোমারি রক্ষিত।—
ভেবে দেখ মনে শূর, কাল সর্প তেজে
তবাগ্রজ, বিষ-দন্ত তার মহাবলী
ইন্দ্রজিৎ। যদি পারি ভাঙিতে প্রকারে
এ দন্তে, সফল তবে মনোরথ হবে;
নতুবা এসেছি মিছে সাগরে বাঁধিয়া
এ কনক লঙ্কাপুরে, কহিনু তোমারে।"
কহিলা সৌমিত্রি শূর শিরঃ নোমাইয়া
ভ্রাতৃপদে; "কেন আর ডরিব রাক্ষসে,
রঘুপতি? সুরনাথ সহায় যাহার,
কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভব-মণ্ডলে?
অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে
রাবণি। অধর্ম্ম কোথা কবে জয় লাভে?
অধর্ম্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুলপতি;
তার পাপে হত-বল হবে রণ-ভূমে
মেঘনাদ; মরে পুত্র জনকের পাপে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে
কালি, কহিলেন, চিত্ররথ সুর-রথী।
তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে?"
উত্তরিলা বিভীষণ; "সত্য যা কহিলে,
হে বীর-কুঞ্জর! যথা ধর্ম্ম জয় তথা।
নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষঃ-কুল-পতি!
মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর-অরি
মেঘনাদ; কিন্তু তবু থাক সাবধানে।
মহাবীর্য্যবতী এই প্রমীলা দানবী;
নৃ-মুণ্ড-মালিনী, যথা নৃ-মুণ্ড-মালিনী,
রণ-প্রিয়া! কাল সিংহী পশে যে বিপিনে
তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত
উচিত থাকিতে তার। কখন্, কে জানে,
আসি আক্রমিবে ভীমা কোথায় কাহারে!
নিশায় পাইলে রক্ষা, মারিব প্রভাতে।"
কহিলেন রঘুমণি মিত্র বিভীষণে;
"কৃপা করি, রক্ষোবর, লক্ষ্মণেরে লয়ে,
দুয়ারে দুয়ারে সখে, দেখ সেনাগণে;
কোথায় কে জাগে আজি? মহাক্লান্ত সবে
বীরবাহু সহ রণে। দেখ চারি দিকে—
কি করে অঙ্গদ; কোথা নীল মহাবলী;
কোথা বা সুগ্রীব মিতা? এ পশ্চিম দ্বারে
আপনি জাগিব আমি ধনুর্ব্বাণ হাতে।"
"যে আজ্ঞা," বলিয়া শূর বাহিরিলা লয়ে
ঊর্ম্মিলা-বিলাসী শূরে। সুরপতি-সহ
তারক-সূদন যেন শোভিলা দুজনে,
কিম্বা ত্বিষাম্পতি-সহ ইন্দু সুধানিধি।
লঙ্কার কনক-দ্বারে উতরিলা সতী
প্রমীলা। বাজিল শিঙ্গা, বাজিল দুন্দুভি
ঘোর রবে; গরজিল ভীষণ রাক্ষস,
প্রলয়ের মেঘ কিম্বা করিযূথ যথা!
রোষে বিরূপাক্ষ রক্ষঃ প্রক্ষ্বেড়ন করে;
তালজঙ্ঘা—তাল-সম-দীর্ঘ-গদাধারী,
ভীমমূর্ত্তি প্রমত্ত! হ্রেষিল অশ্বাবলী।
নাদে গজ; রথ-চক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে;
দুরন্ত কৌন্তিক-কুল[৪৪] কুন্তে আস্ফালিল;
উড়িল নারাচ[৪৫], আচ্ছাদিয়া নিশানাথে।
অগ্নিময় আকাশ পূরিল কোলাহলে,
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে,
উগরে আগ্নেয় গিরি অগ্নি-স্রোতরাশি
নিশীথে! আতঙ্কে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে কহে চণ্ডা নৃ-মুণ্ড-মালিনী;
"কাহারে হানিস্ অস্ত্র, ভীরু, এ আঁধারে?
নহি রক্ষোরিপু মোরা, রক্ষঃ-কুল-বধূ,
খুলি চক্ষু দেখ চেয়ে।" অমনি দুয়ারী
টানিল হুড়ুকা ধরি হড় হড় হড়ে!
বজ্রশব্দে খুলে দ্বার। পশিলা সুন্দরী
আনন্দে কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।
যথা অগ্নি-শিখা দেখি পতঙ্গ-আবলী
ধায় রঙ্গে, চারি দিকে আইলা ধাইয়া
পৌর জন; কুলবধূ দিলা হুলাহুলি,
বরষি কুসুমাসারে; যন্ত্র-ধ্বনি করি
আনন্দে বন্দিল বন্দী। চলিলা অঙ্গনা
আগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে।
বাজাইল বীণা, বাঁশী, মুরজ, মন্দিরা
বাদ্যকরী বিদ্যাধরী; হেষি আস্কন্দিল
হয়-বৃন্দ; ঝন্‌ঝনিল কৃপাণ পিধানে[৪৬]।
জনজীর কোলে শিশু জাগিল চমকি।
খুলিয়া গবাক্ষ কত রাক্ষসী যুবতী,

৪৩. সমুদ্রমন্থনে উৎপন্ন হলাহল পান করে মহাদেব নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। ৪৪. বর্শা বা বল্লমধারী সৈন্যদল।
৪৫. লৌহনির্মিত বাণ। ৪৬. কোষ বা খাপ।

নিরীখিয়া দেখি সবে সুখে বাখানিলা
প্রমীলার বীরপণা। কত ক্ষণে বামা
উতরিলা প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে—
মণিহারা ফণী যেন পাইল সে ধনে!
অরিন্দম ইন্দ্রজিত কহিলা কৌতুকে ;—
"রক্তবীজে বধি বুঝি, এবে, বিধুমুখি,
আইলা কৈলাস-ধামে?[৪৭] যদি আজ্ঞা কর,
পড়ি পদ-তলে তবে; চিরদাস আমি
তোমার, চামুণ্ডে!" হাসি, কহিলা ললনা;
"ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী
দাসী; কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।
অবহেলি শরানলে; বিরহ-অনলে
(দুরূহ) ডরাই সদা; তেঁই সে আইনু,
নিত্য নিত্য মন যারে চাহে, তাঁর কাছে!
পশিল সাগরে আসি রঙ্গে তরঙ্গিণী।"
এতেক কহিয়া সতী, প্রবেশি মন্দিরে,
ত্যজিলা বীর-ভূষণে; পরিলা দুকূলে
রতনময় আঁচল, আঁটিয়া কাঁচলি
পীন-স্তনী; শ্রোণিদেশে[৪৮] ভাতিল মেখলা।
দুলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী
উরসে; জ্বলিল ভালে তারা-গাঁথা সিঁথি
অলকে মণির আভা কুণ্ডল শ্রবণে।
পরি নানা আভরণ সাজিলা রূপসী।
ভাসিলা আনন্দ-নীরে রক্ষঃ-চূড়া-মণি
মেঘনাদ; স্বর্ণাসনে বসিলা দম্পতী।
গাইল গায়ক-দল; নাচিল নর্ত্তকী;
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী ত্রিদশ-আলয়ে
যথা; ভুলি নিজ দুঃখ, পিঞ্জরে-মাঝারে,
গায় পাখী; উথলিল উৎস কলকলে,
সুধাংশুর অংশু-স্পর্শে যথা অম্বু-রাশি।
বহিল বাসন্তানিল মধুর সুস্বনে,
যথা যবে ঋতুরাজ, বনস্থলী সহ,
বিরলে করেন কেলি মধু মধুকালে।
হেথা বিভীষণ সহ সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা উত্তর-দ্বারে; সুগ্রীব সুমতি
জাগেন আপনি তথা বীর-দল সাথে,
বিন্ধ্য-শৃঙ্গ-বৃন্দ যথা—অটল সংগ্রামে!
পূরব দুয়ারে নীল, ভৈরব মূরতি;
বৃথা নিদ্রা দেবী তথা সাধিছেন তারে।
দক্ষিণ দুয়ারে ফিরে কুমার অঙ্গদ,
ক্ষুধাতুর হরি[৪৯] যথা আহার-সন্ধানে,
কিম্বা নন্দী শূল-পাণি কৈলাস-শিখরে।
শত শত অগ্নি-রাশি জ্বলিছে চৌদিকে
ধূম-শূন্য; মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি
নক্ষত্র-মণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে।
চারি দ্বারে বীর-ব্যূহ জাগে; যথা যবে
বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শস্য-কুল বাড়ে
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্র-পাশে,
তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে,
খেদাইয়া মৃগযূথে, ভীষণ মহিষে,
আর তৃণজীবী জীবে। জাগে বীরব্যূহ,
রাক্ষস-কুলের ত্রাস, লঙ্কার চৌদিকে।
হৃষ্টমতি দুই জন চলিলা ফিরিয়া
যথায় শিবিরে বীর ধীর দাশরথি।
হাসিয়া কৈলাসে উমা কহিলা সম্ভাষি
বিজয়ারে, "লঙ্কা পানে দেখ লো চাহিয়া,
বিধুমুখি! বীর-বেশে পশিছে নগরে
প্রমীলা, সঙ্গিনী-দল সঙ্গে বরাঙ্গনা।
সুবর্ণ-কঞ্চুক-বিভা উঠিছে আকাশে!
সবিস্ময়ে দেখ ওই দাঁড়ায়ে নৃমণি
রাঘব, সৌমিত্রি, মিত্র বিভীষণ-আদি
বীর যত! হেন রূপ কার নর-লোকে?
সাজিনু এ বেশ আমি নাশিতে দানবে
সত্য-যুগে। ওই শোন ভয়ঙ্কর ধ্বনি!
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে টঙ্কারিছে বামা
হুঙ্কারে। বিকট ঠাট কাঁপিছে চৌদিকে!
দেখ লো নাচিছে চূড়া কবরী-বন্ধনে।
তুরঙ্গম-আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে
গৌরাঙ্গী, হায় রে মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে
কনক-কমল যেন মানস-সরসে!"
উত্তরে বিজয়া সখী; "সত্য যা কহিলে,
হৈমবতি, হেন রূপ কার নর-লোকে?
জানি আমি বীর্য্যবতী দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, তোমার দাসী; কিন্তু ভাব মনে,
কিরূপে আপন কথা রাখিবে, ভবানি?
একাকী জগত-জয়ী ইন্দ্রজিত তেজে,
তা সহ মিলিল আসি প্রমীলা; মিলিল
বায়ু-সখী অগ্নি-শিখা সে বায়ুর সহ!

৪৭. মার্কণ্ডেয় পুরাণের চামুণ্ডা কর্ত্তৃক রক্তবীজ সংহার প্রসঙ্গ ৪৮. নিতম্ব। ৪৯. সিংহ।

কেমনে রক্ষিবে রামে কহ, কাত্যায়নি?
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে?”
ক্ষণ কাল চিন্তি তবে কহিলা শঙ্করী;
“মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী,
বিজয়ে; হরিব তেজঃ কালি তার আমি।
রবিচ্ছবি-করস্পর্শে উজ্জ্বল যে মণি
আভা-হীন হয় সে, লো, দিবা-অবসানে;
তেমতি নিস্তেজাঃ কালি করিব বামারে।
অবশ্য লক্ষ্মণ শূর নাশিবে সংগ্রামে
মেঘনাদে! পতি সহ আসিবে প্রমীলা
এ পুরে; শিবের সেবা করিবে রাবণি;
সখী করি প্রমীলারে তুষিব আমরা।”
এতেক কহিয়া সতী পশিলা মন্দিরে।
মৃদুপদে নিদ্রা দেবী আইলা কৈলাসে;
লভিলা কৈলাস-বাসী কুসুম-শয়নে
বিরাম ; ভবের ভালে দীপি[৫০] শশি-কলা,
উজলিল সুখ-ধাম রজোময় তেজে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সমাগমো নাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ

চতুর্থ সর্গ

নামি আমি, কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে!
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবা নিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভব-দম দুরন্ত শমনে—
অমর! শ্রীভর্ত্তৃহরি[১]; সূরী[২] ভবভূতি[৩]
শ্রীকণ্ঠ[৪]; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস[৫]—সুমধুর-ভাষী;
মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি[৬]
মনোহর; কৃত্তিবাস[৭], কীর্ত্তিবাস[৮] কবি,
এ বঙ্গের অলঙ্কার!হে পিতঃ, কেমনে,
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি?
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা; কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি!) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।—
ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে,
সুবর্ণ-দীপ-মালিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা
রত্নহারা! ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা;
নাচিছে নর্ত্তকী-বৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক;নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী,
খল খল খল হাসি মধুর অধরে!
কেহ বা সুরাতে রত, কেহ শীধু[৯]-পানে।
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফল-ফুলে;
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ; বাতায়নে বাতি;
জনস্রোতঃ রাজ-পথে বহিছে কল্লোলে,
যথা মহোৎসবে, যবে মাতে পুরবাসী।
রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্টি হইছে চৌদিকে—
সৌরভে পূরিয়া পুরী। জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে,
কেহ নাহি সাধে তাঁরে পশিতে আলয়ে,
বিরাম-বর প্রার্থনে!“মারিবে বীরেন্দ্র
ইন্দ্রজিত কালি রামে; মারিবে লক্ষ্মণে;
সিংহনাদে খেদাইবে শৃগাল-সদৃশ

৫০. দীপ্তিময়।

১. রামচরিতাত্মক কাব্য ভট্টিকাব্য-এর রচয়িতা। ২. পণ্ডিত। ৩. রামচরিতাত্মক সংস্কৃত নাটক উত্তররামচরিত এবং বীরচরিতম্ প্রণেতা। ৪. উত্তরচরিতম্-এ উল্লিখিত ভবভূতির উপাধি। ৫. মহাকবি বাল্মীকি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই দুই লোকোত্তর প্রতিভার পর সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। ৬. অনর্ঘরাঘবম্ নাটকের প্রমেতা মুরারি মিশ্র। ৭. সর্বজনপ্রিয় বাংলা রামায়ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ এর রচয়িতা কৃত্তিবাস ওঝা।
৮. কীর্ত্তিবাস কীর্ত্তির আবাস। ৯. মধু।

বৈরী-দলে সিন্ধু-পারে; আনিবে বাঁধিয়া
বিভীষণে; পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে
রাহু; জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া
পুনঃ সে সুধাংশু-ধনে;" আশা, মায়াবিনী,
পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে,
গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃপুরে—
কেন না ভাসিবে রক্ষঃ আহ্লাদ-সলিলে?
একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা।[১০] আঁধার কুটীরে
নীরবে! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে![১১]
মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে[১২]।
স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা! লড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল! বসেছে অরবে
শাখে পাখী! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে যেন তরু, তাপি মনস্তাপে
ফেলিয়াছে খুলি সাজ! দূরে প্রবাহিণী,
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-কাহিনী!
না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে।
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে!
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে!
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন! হেন কালে তথা
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণ-তলে, সরমা সুন্দরী—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে!
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুর-স্বরে; "দুরন্ত চেড়ীরা,
তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশা-কালে;
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দূর; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ?[১৩] নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি!
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ! কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি?"
কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে; সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা! তারা রত্ন যথা!
দিয়া ফোঁটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা।
"ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে!"
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে। আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল উজলি
দশ দিশ! মৃদু স্বরে কহিলা মৈথিলী;[১৪]—
"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি!
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্ন-হেতু। সেই সেতু[১৫] আনিয়াছে হেথা—
এ কনক-লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে!
মণি, মুক্তা,রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে এ ধনে?"
কহিলা সরমা; "দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর-কথা তব সুধা-মুখে;
কেন বা আইলা বনে রঘু-কুল-মণি।
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি? এই ভিক্ষা করি,
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে।
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল; এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী।

১০. রাঘব যাঁকে বাঞ্ছা বা কামনা করেন—সীতা। ১১. মধুসূদন এই উপমাটি বাল্মীকি রামায়ণ থেকে গ্রহণ করেছেন। ১২. সমুদ্রমন্থনের পৌরাণিক প্রসঙ্গ। দুর্বাসার শাপে লক্ষ্মীর স্বর্গত্যাগ ও সমুদ্রতলে বাস।
১৩. এয়োস্ত্রীর লক্ষণ ললাটের সিঁদুর চিহ্ন। সীতার সিঁদুরবিহীন রূপের কথা বলা হয়েছে। ১৪. মিথিলারাজকন্যা—সীতা। ১৫. যোগাযোগ। রাবণ কর্তৃক অপহৃতা সীতা পথে তাঁর চিহ্নস্বরূপ অলঙ্কার খুলে ফেলেছিলেন।

কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে
এ চোর? কি মায়া-বলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে?"
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারিঃধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে,—"হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি! পূর্ব্ব-কথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া।—
"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন-সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল মূল বীর সৌমিত্রি; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীবনাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে।
"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘু-কুল-বধূ আমি; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি!
কুটীরের চারি দিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি![16]
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিক-রাজ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক[17]-গীতে
খোলে আঁখি? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর! নর্ত্তক নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে?
অতিথি আসিত নিত্য করভ,[18] করভী
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে,
মহাদরে; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।—
সরসী আরসি মোর! তুলি কুবলয়ে
(অমূল রতন-সম) পরিতাম কেশে;
সাজিতাম ফুল-সাজে; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে!
হায়, সখি, আর কিলো পাব প্রাণনাথে?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব; নয়নমণি? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?"
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রু-নীরে।
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা কহিলা সতী সীতার চরণে;
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে; কি কাজ স্মরিয়া?
হেরি তব অশ্রু-বারি ইচ্ছি মরিবারে!"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা[19] (কাদম্বা[20] যেমতি
মধু-স্বরা!); "এ অভাগী, হায়, লো, সুভগে
যদি না কাঁদিবে তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে? কহি, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারি-রাশি দুই পাশে; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে।
কে আছে সীতার আর এ অরক্ষ[21]-পুরে
"পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার[22]-কান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বালা-কেলি
পদ্মবনে; কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে!
অজিন[23] (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে!)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরু-মূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা

১৬. মধুর বসন্তকাল পঞ্চবটী বনে চিরবিরাজিত। ১৭. স্তুতি পাঠক। ১৮. হাতির শাবক। ১৯. প্রিয় বাক্য বলে যে রমণী। ২০. কলহংসী। ২১. রাক্ষস। ২২. গহন অরণ্য। ২৩. মৃগচর্ম।

কুরঙ্গিনী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,[২৪]
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি!
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে, অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে।[২৫]
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে? কব বা কেমনে?
শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র[২৬] কথা
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা! এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী!—
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত?"—নীরবিলা আয়ত-লোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী;
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজ-ভোগে! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বন-বাসে!
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে
সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে!
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্ব জন তথা,
জগত-আনন্দ তুমি, ভুবন-মোহিনী!
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি? শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!
দেখ চেয়ে, নীলাম্বরে শশী, যাঁর আভা
মলিন তোমার রূপে, পিইছেন[২৭] হাসি
তব বাক্য-সুধা, দেবি, দেব সুধানিধি!
নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত,
শুনিবারে ও কাহিনী, কহিনু তোমারে।
এ সবার সাধ, সাধ্বি, মিটাও কহিয়া।"
কহিলা রাঘব-প্রিয়া; "এইরূপে, সখি,
কাটাইনু কত কাল পঞ্চবটী-বনে
সুখে। ননদিনী তব, দুষ্টা সূর্পণখা,
বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল শেষে!
শরমে সরমা সই, মরি লো স্মরিলে
তার কথা! ধিক্ তারে! নারী-কুল-কালি।
চাহিল মারিয়া মোরে বরিতে বাঘিনী
রঘুবরে! ঘোর রোষে সৌমিত্রি কেশরী
খেদাইলা দূরে তারে। আইল ধাইয়া
রাক্ষস, তুমুল রণ বাজিল কাননে।
সভয়ে পশিনু আমি কুটীর মাঝারে।
কোদণ্ড-টঙ্কারে, সখি, কত যে কাঁদিনু
কব কারে? মুদি আঁখি, কৃতাঞ্জলি-পুটে
ডাকিনু দেবতা-কুলে রক্ষিতে রাঘবে!
আর্ত্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে।
অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িনু ভূতলে।
"কতক্ষণ এ দশায় ছিনু যে, স্বজনি,
নাহি জানি; জাগাইলা পরশি দাসীরে
রঘুশ্রেষ্ঠ। মৃদু স্বরে, (হায় লো, যেমতি
স্বনে মন্দ সমীরণ কুসুম-কাননে
বসন্তে!) কহিল কান্ত; 'উঠ, প্রাণেশ্বরি,
রঘুনন্দনের ধন! রঘু-রাজ-গৃহ-
আনন্দ। এই কি শয্যা সাজে হে তোমারে,
হেমাঙ্গি[২৮]?'—সরমা সখি, আর কি শুনিব
সে মধুর ধ্বনি আমি?"—সহসা পড়িলা
মূর্চ্ছিত হইয়া সতী; ধরিল সরমা!

২৪. কুরঙ্গিনী—হরিণী। সখীভাবে হরিণীদের সঙ্গে আনন্দে নৃত্য করতেন। ২৫. নাতিনী-জামাই রঙ্গ-তামাসার পাত্র, বাঙ্গালীর একান্ত ঘরোয়া ভাবনা। ২৬. তন্ত্রশাস্ত্রের পাঁচটি গ্রন্থের কথা বলা হয়েছে। নীতিকাহিনী গ্রন্থ পঞ্চতন্ত্র নয়।
২৭. পান করছেন। ২৮. হেম বা স্বর্ণের ন্যায় অঙ্গকান্তি যার।

যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ, শুনিয়া
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষ-শাখে, হানে
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম-আঘাতে
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে!
কত ক্ষণে চেতন পাইলা সুলোচনা।
কহিলা সরমা কাঁদি; "ক্ষম দোষ মম,
মৈথিলি! এ ক্লেশ আজি দিনু অকারণে,
হায়, জ্ঞানহীন আমি!" উত্তর করিলা
মৃদু স্বরে সুকেশিনী রাঘব-বাসনা;—
"কি দোষ তোমার, সখি? শুন মনঃ দিয়া,
কহি পুনঃ পূর্ব্ব-কথা। মারীচ কি ছলে
(মরুভূমে মরীচিকা, ছলয়ে যেমতি!)
ছলিল, শুনেছ তুমি সূর্পণখা-মুখে।
হায় লো কুলগ্নে, সখি, মগ্ন লোভ-মদে,
মাগিনু কুরঙ্গে আমি! ধনুর্ব্বাণ ধরি,
বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষ্মণে
রক্ষা-হেতু রাখি ঘরে। বিদ্যুত-আকৃতি
পলাইল মায়া-মৃগ, কানন উজলি,
বারণারি-গতি নাথ ধাইলা পশ্চাতে
হারানু নয়ন-তারা আমি অভাগিনী!
সহসা শুনিনু, সখি, আর্ত্তনাদ দূরে—
'কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই, এ বিপত্তি-কালে?
মরি আমি!' চমকিলা সৌমিত্রি কেশরী!
চমকি ধরিয়া হাত, করিনু মিনতি;—
'যাও বীর; বায়ু-গতি পশ এ কাননে;
দেখ, কে ডাকিছে তোমা? কাঁদিয়া উঠিল
শুনি এ নিনাদ, প্রাণ! যাও ত্বরা করি
বুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন, রথি!'
"কহিলা সৌমিত্রি; 'দেবি কেমনে পালিব
আজ্ঞা তব? একাকিনী কেমনে রহিবে
এ বিজন বনে তুমি? কত যে মায়াবী
রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা, কে পারে কহিতে?
কাহারে ডরাও তুমি? কে পারে হিংসিতে
রঘুবংশ-অবতংসে[২৯] এ তিন ভুবনে,
ভৃগুরাম-গুরু বলে?[৩০]—আবার শুনিনু
আর্ত্তনাদ; 'মরি আমি! এ বিপত্তি-কালে,
কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই? কোথায় জানকি?'
ধৈরয ধরিতে আর নারিনু, স্বজনি!
ছাড়ি লক্ষ্মণের হাত, কহিনু, কুক্ষণে;—
'সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী;
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর! ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, দুর্ম্মতি[৩১]!
রে ভীরু, রে বীর-কুল-গ্লানি, যাব আমি,
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে
দূর বনে?' ক্রোধ-ভরে, আরক্ত-নয়নে
বীরমণি, ধরি ধনুঃ, বাঁধিয়া নিমিষে
পৃষ্ঠে তূণ, মোর পানে চাহিয়া কহিলা;—
'মাতৃ-সম মানি তোমা, জনক-নন্দিনি,
মাতৃ-সম! তেঁই সহি এ বৃথা গঞ্জনা!
যাই আমি! গৃহমধ্যে থাক সাবধানে।
কে জানে কি ঘটে আজি? নহে দোষ, মম;
তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু তোমারে।'
এতেক কহিয়া শূর পশিলা কাননে।
"কত যে ভাবিনু আমি বসিয়া বিরলে,
প্রিয়সখি, কহিব তা কি আর তোমারে?
বাড়িতে লাগিল বেলা; আহ্লাদে নিনাদি,
কুরঙ্গ, বিহঙ্গ-আদি মৃগ-শিশু যত,
সদাব্রত-ফলাহারী, করভ করভী
আসি উতরিল সবে। তা সবার মাঝে
চমকি দেখিনু যোগী, বৈশ্বানর-সম
তেজস্বী, বিভূতি অঙ্গে, কমণ্ডলু করে,
শিরে জটা। হায়, সখি, জানিতাম যদি
ফুল-রাশি মাঝে দুষ্ট কাল-সর্প-বেশে,
বিমল সলিলে বিষ, তা হলে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে?
"কহিল মায়াবী; 'ভিক্ষা দেহ, রঘুবধূ,
(অন্নদা এ বনে তুমি!) ক্ষুধার্ত্ত অতিথে।'

২৯. অলংকার বা গৌরব। ৩০. বিবাহের পর সস্ত্রীক অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন কালে পথে অস্ত্রশক্তি পরীক্ষায় রামচন্দ্র পরশুরামের দম্ভ চূর্ণ করেছিলেন। সেই অর্থে রামচন্দ্র গুরু স্বরূপ।
৩১. লক্ষ্মণকে নিন্দাবাদের জন্য অনুতপ্ত সীতা অতীতকথা ব্যক্ত করছেন।

"আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি,
কর-পুটে কহিনু, 'অজিনাসনে বসি,
বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে; অতি-
ত্বরায় আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি,
সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ।' কহিল দুর্ম্মতি—
(প্রতারিত রোষ[৩২] আমি নারিনু বুঝিতে)
'ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি, কহিনু তোমারে।
দেহ ভিক্ষা; নহে কহ, যাই অন্য স্থলে।
অতিথি-সেবায় তুমি বিরত কি আজি,
জানকি? রঘুর বংশে চাহ কি ঢালিতে
এ কলঙ্ক-কালি, তুমি রঘু-বধূ? কহ,
কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্ম-শাপে?
দেহ ভিক্ষা; শাপ দিয়া নহে যাই চলি।
দুরন্ত রাক্ষস এবে সীতাকান্ত-অরি
মোর শাপে।'—লজ্জা ত্যজি, হায় লো স্বজনি,
ভিক্ষা-দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে,—
না বুঝে পা দিনু ফাঁদে; অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাসুর তব আমায় তখনি;
"একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথ
ভ্রমিতেছিনু কাননে; দূর গুল্ম-পাশে
চরিতেছিল হরিণী! সহসা শুনিনু
ঘোর নাদ; ভয়াকুলা দেখিনু চাহিয়া
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে!
'রক্ষ, নাথ,' বলি আমি পড়িনু চরণে।
শরানলে শূর-শ্রেষ্ঠ ভস্মিলা শার্দ্দূলে
মুহূর্ত্তে। যতনে তুলি বাঁচাইনু আমি
বন-সুন্দরীরে, সখি। রক্ষঃ-কুল-পতি,
সেই শার্দ্দূলের রূপে, ধরিল আমারে!
কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি
এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তি-কালে।
পূরিনু কানন আমি হাহাকার রবে।
শুনিনু ক্রন্দন-ধ্বনি; বনদেবী বুঝি
দাসীর দশায় মাতা কাতরা, কাঁদিলা!
কিন্তু বৃথা সে ক্রন্দন! হুতাসন-তেজে
গলে লৌহ, বারি-ধারা দমে কি তাহারে?
অশ্রু-বিন্দু মানে কি লো কঠিন যে হিয়া।
"দূরে গেল জটাজুট; কমণ্ডলু দূরে!
রাজরথী-বেশে মূঢ় আমায় তুলিল
স্বর্ণ-রথে। কহিল যে কত দুষ্টমতি,
কভু রোষে গর্জ্জি, কভু সুমধুর স্বরে,
স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা!
"চালাইল রথ রথী। কাল-সর্প-মুখে
কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাঁদিনু, সুভগে,
বৃথা! স্বর্ণ-রথ-চক্র, ঘর্ঘরি নির্ঘোষে,
পূরিল কানন-রাজী, হায়, ডুবাইয়া
অভাগীর আর্ত্তনাদ; প্রভঞ্জন-বলে
ত্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড়মড়ে,
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী?
ফাঁফর হইয়া, সখি, খুলিনু সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী; ছড়াইনু পথে;
তেঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধূ,
আভরণ[৩৩]। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে।"
নীরবিলা শশিমুখী। কহিলা সরমা,—
"এখনও তৃষাতুরা এ দাসী, মৈথিলি;
দেহ সুধা-দান তারে। সফল করিলা
শ্রবণ-কুহর আজি আমার!" সুস্বরে
পুনঃ আরম্ভিলা তবে ইন্দু-নিভাননা;—
"শুনিতে লালসা যদি, শুন লো ললনে।
বৈদেহীর দুঃখ-কথা কে আর শুনিবে?—
"আনন্দে নিশাদ[৩৪] যথা ধরি ফাঁদে পাখী,
যায় ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপতি;
হায় লো, সে পাখী যথা কাঁদে ছটফটি
ভাঙিতে শৃঙ্খল তার, কাঁদিনু, সুন্দরি!
" 'হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,
(আরাধিনু মনে মনে) এ দাসীর দশা
ঘোর রবে কহ যথা রঘু-চূড়া-মণি,
দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভুবন-বিজয়ী!
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি ; দূত-পদে
বরিনু তোমায় আমি, যাও ত্বরা করি
যথায় ভ্রমেণ প্রভু! হে বারিদ, তুমি
ভীমনাদী ডাক নাথে গম্ভীর নিনাদে!
হে ভ্রমর মধুলোভি, ছাড়ি ফুল-কুলে
গুঞ্জর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেন্দ্র বলী,

৩২. ক্রোধের ছলনা। ৩৩. নিরলঙ্কার সীতা তাঁর দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত করছেন। ৩৪. ব্যাধ।

সীতার বারতা তুমি; গাও পঞ্চ স্বরে
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধু-সখা
কোকিল! শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে!'
এইরূপে বিলাপিনু, কেহ না শুনিল।[৩৫]
"চলিল কনক-রথ; এড়াইয়া দ্রুতে
অভ্রভেদী গিরি-চূড়া, বন, নদ, নদী,
নানা দেশ। স্বনয়নে দেখেছ, সরমা,
পুষ্পকের[৩৬] গতি তুমি; কি কাজ বর্ণিয়া?
"কত ক্ষণে সিংহনাদ শুনিনু সম্মুখে
ভয়ঙ্কর! থরথরি আতঙ্কে কাঁপিল
বাজি-রাজি, স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে!
দেখিনু, মেলিয়া আঁখি, ভৈরব-মূরতি
গিরি-পৃষ্ঠে বীর, যেন প্রলয়ের কালে
কালমেঘ![৩৭] 'চিনি তোরে,' কহিলা গম্ভীরে
বীর-বর, 'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ।
কোন্ কুলবধূ আজি হরিলি, দুর্ম্মতি?
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেম-দীপ? এই তোর নিত্য কর্ম্ম, জানি।
অস্ত্রী-দল-অপবাদ ঘুচাইব আজি
বধি তোরে তীক্ষ্ণ শরে! আয় মূঢ়মতি!
ধিক্ তোরে রক্ষোরাজ! নির্লজ্জ পামর
আছে কি রে তোর সম এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে?'
"এতেক কহিয়া, সখি, গর্জ্জিলা শূরেন্দ্র!
অচেতন হয়ে আমি পড়িনু স্যন্দনে!"
"পাইয়া চেতন পুনঃ দেখিনু রয়েছি
ভূতলে। গগন-মার্গে রথে রক্ষোরথী
যুঝিছে সে বীর-সঙ্গে হুহুঙ্কার-নাদে।
অবলা-রসনা, ধনি, পারে কি বর্ণিতে
সে রণে? সভয়ে আমি মুদিনু নয়ন!
সাধিনু দেবতা-কুলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে রাক্ষসে,
অরি মোর; উদ্ধারিতে বিষম সঙ্কটে
দাসীরে! উঠিনু ভাবি পশিব বিপিনে,
পলাইব দূর দেশে। হায় লো, পড়িনু
আছাড় খাইয়া, যেন ঘোর ভূকম্পনে!
আরাধিনু বসুধারে—'এ বিজন দেশে,
মা আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃস্থলে
লহ অভাগীরে, সাধ্বি! কেমনে সহিছ
দুঃখিনী মেয়ের জ্বালা? এস শীঘ্র করি!
ফিরিয়া আসিবে দুষ্ট; হায়, মা, যেমতি
তস্কর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে,
পুঁতি যথা রত্ন-রাশি রাখে সে গোপনে,
পর-ধন! আসি মোরে তরাও, জননি!'
"বাজিল তুমুল যুদ্ধ গগনে, সুন্দরি;
কাঁপিল বসুধা; দেশ পূরিল আরবে[৩৮]!
অচেতন হৈনু পুনঃ। শুন, লো ললনে,
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব্ব কাহিনী।—
দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী
মা আমার! দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী,
'বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ; তোর হেতু সবংশে মজিবে
অধম! এ ভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে!
যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্ম্মতি
রাবণ, জানিনু আমি, সুপ্রসন্ন বিধি
এত দিনে মোর প্রতি; আশীষিনু তোরে!
জননীর জ্বালা দূর করিলি, মৈথিলি!
ভবিতব্য-দ্বার আমি খুলি; দেখ চেয়ে।'[৩৯]
"দেখিনু সম্মুখে, সখি, অভ্রভেদী গিরি;[৪০]
পঞ্চ জন বীর তথা নিমগ্ন সকলে
দুঃখের সলিলে যেন! হেন কালে আসি
উতরিলা রঘুপতি লক্ষ্মণের সাথে।
বিরস-বদন নাথে হেরি, লো স্বজনি,
উতলা হইনু কত, কত যে কাঁদিনু
কি আর কহিব তার? বীর পঞ্চ জনে[৪১]
পূজিল রাঘব-রাজে, পূজিল অনুজে।
একত্রে পশিলা সবে সুন্দর নগরে।

৩৫. সীতার এই পূর্বদুঃখ স্মরণের মধ্যে মানুষ ও প্রকৃতির সহজ সম্পর্ক ব্যক্ত হয়েছে। মূল রামায়ণ ও কালিদাসের জন্য শকুন্তলাতেও এই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ৩৬. রাবণের আকাশচারী স্বর্ণরথ। ৩৭. পক্ষীরাজ জটায়ুর কথা বলা হচ্ছে। ইনি রাজা দশরথের বন্ধু ছিলেন। ৩৮. ভীতিজনক শব্দ। ৩৯. সীতার স্বপ্নে ভবিষ্যৎ দর্শনের ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে। প্রাচীন মহাকাব্যের এক বিশেষ রীতি। ৪০. গগন ভেদকরে ঊর্ধমুখী যে পর্বত। এখানে ঋষ্যমুখ পর্বতের কথা বলা হয়েছে।
৪১. পঞ্চবীর—সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান, নল, নীল।

"মারি সে দেশের রাজা[৪২] তুমুল সংগ্রামে
রঘুবীর, বসাইলা রাজ-সিংহাসনে
শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ-বর পঞ্চ জন মাঝে।
ধাইল চৌদিকে দূত; আইলা ধাইয়া
লক্ষ লক্ষ বীর-সিংহ ঘোর কোলাহলে।
কাঁপিল বসুধা, সখি, বীর-পদ-ভরে!
সভয়ে মুদিনু আঁখি! কহিলা হাসিয়া
মা আমার, 'কারে ভয় করিস্, জানকি?
সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে,
মিত্রবর। বধিল যে শূরে তোর স্বামী,
বালি নাম ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে।
কিষ্কিন্ধ্যা নগর ওই। ইন্দ্র-তুল্য বলী-
বৃন্দ[৪৩] চেয়ে দেখ্ সাজে।' দেখিনু চাহিয়া,
চলিছে বীরেন্দ্র-দল জল-স্রোতঃ যথা
বরিষায়, হুহুঙ্কারি! ঘোর মড়মড়ে
ভাঙিল নিবিড় বন; শুধাইল নদী;
ভয়াকুল বন-জীব পলাইল দূরে;
পূরিল জগত, সখি, গম্ভীর নির্ঘোষে।
"উতরিলা সৈন্য-দল সাগরের তীরে।
দেখিনু, সরমা সখি, ভাসিল সলিলে
শিলা; শৃঙ্গধরে ধরি, ভীম পরাক্রমে
উপাড়ি, ফেলিল জলে বীর শত শত।
বাঁধিল অপূর্ব্ব সেতু শিল্পিকুল মিলি।
আপনি বারীশ পাশী, প্রভুর আদেশে,
পরিলা শৃঙ্খল পায়ে! অলঙ্ঘ্য সাগরে
লঙ্ঘি, বীর-মদে পার হইল কটক!
টলিল এ স্বর্ণ-পুরী বৈরী-পদ-চাপে,
'জয়, রঘুপতি, জয়!' ধ্বনিল সকলে!
কাঁদিনু হরষে, সখি! সুবর্ণ-মন্দিরে
দেখিনু সুবর্ণাসনে রক্ষঃ-কুল-পতি।
আছিল সে সভাতলে ধীর ধর্ম্মসম
বীর এক[৪৪]; কহিল সে, 'পূজ রঘুবরে,
বৈদেহীরে দেহ ফিরি; নতুবা মরিবে
সবংশে!' সংসার-মদে মত্ত রাঘবারি,
পদাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী।
অভিমানে গেলা চলি সে বীর-কুঞ্জর
যথা প্রাণনাথ মোর।"—কহিল সরমা,
"হে দেবি, তোমার দুঃখে কত যে দুঃখিত
রক্ষোরাজানুজ বলী, কি আর কহিব?
দুজনে আমরা, সতি, কত যে কেঁদেছি
ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে কহিতে?"
"জানি আমি," উত্তরিলা মৈথিলী রূপসী,
"জানি আমি বিভীষণ উপকারী মম
পরম! সরমা সখি, তুমিও তেমনি!
আছে যে বাঁচিয়া হেথা অভাগিনী সীতা,
সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়া-গুণে!
কিন্তু কহি, শুন মোর অপূর্ব্ব স্বপন;
"সাজিল রাক্ষস-বৃন্দ যুঝিবার আশে;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য; উঠিল গগনে
নিনাদ। কাঁপিনু, সখি, দেখি বীর-দলে,
তেজে হুতাশন-সম, বিক্রমে কেশরী।
কত যে হইল রণ, কহিব কেমনে।
বহিল শোণিত-নদী! পর্ব্বত-আকারে
দেখিনু শবের রাশি, মহাভয়ঙ্কর।
আইল কবন্ধ[৪৫], ভূত, পিশাচ, দানব,
শকুনি, গৃধিনী আদি যত মাংসাহারী
বিহঙ্গম; পালে পালে শৃগাল; আইল
অসংখ্য কুক্কুর। লঙ্কা পূরিল ভৈরবে।
"দেখিনু কর্ব্বুর-নাথে পুনঃ সভাতলে,
মলিন বদন এবে, অশ্রুময় আঁখি,
শোকাকুল! ঘোর রণে রাঘব-বিক্রমে
লাঘব-গরব, সই! কহিল বিষাদে
রক্ষোরাজ, 'হায়, বিধি, এই কি রে ছিল
তোর মনে? যাও সবে, জাগাও যতনে
শূলী-শম্ভু-সম ভাই কুম্ভকর্ণে মম।
কে রক্ষিবে রক্ষঃ-কুলে সে যদি না পারে?
ধাইল রাক্ষস-দল; বাজিল বাজনা
ঘোর রোলে; নারী-দল; দিল হুলাহুলি।
বিরাট্-মূরতি-ধর পশিল কটকে
রক্ষোরথী[৪৬]। প্রভু মোর, তীক্ষ্নতর শরে,
(হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লো জগতে?)
কাটিলা তাহার শির! মরিল অকালে
জাগি সে দুরন্ত শূর! জয় রাম ধ্বনি
শুনিনু হরষে, সই! কাঁদিলা রাবণ!
কাঁদিল কনক-লঙ্কা হাহাকার রবে!
"চঞ্চল হইনু, সখি, শুনিয়া চৌদিকে
ক্রন্দন! কহিনু মায়ে, ধরি পা দুখানি,
'রক্ষঃ-কুল-দুঃখে বুক ফাটে মা, আমার!

৪২. কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালি। ৪৩. বলশালী বীরগণ। ৪৪. বিভীষণের প্রসঙ্গ। ৪৫. মুণ্ডহীন দেহ বিশিষ্ট এবং মুখ বুকের মধ্যে এমন আকৃতি বিশিষ্ট রাক্ষস। ৪৬. কুম্ভকর্ণের প্রসঙ্গ।

পরেরে কাতর দেখি সতত কাতরা
এ দাসী; ক্ষম, মা, মোরে!' হাসিয়া কহিলা
বসুধা, 'লো রঘুবধু, সত্য যা দেখিলি!
লণ্ডভণ্ড করি লঙ্কা দণ্ডিবে রাবণে
পতি তোর। দেখ পুনঃ নয়ন মেলিয়া।'
"দেখিনু, সরমা সখি, সুর-বালা-দলে,
নানা আবরণ হাতে, মন্দারের মালা,
পট্টবস্ত্র। হাসি তারা বেড়িল আমারে।
কেহ কহে, 'উঠ, সতি, হত এত দিনে
দুরন্ত রাবণ রণে!' কেহ কহে, 'উঠ,
রঘুনন্দনের ধন, উঠ, ত্বরা করি,
অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে,
পর নানা আভরণ। দেবেন্দ্রাণী শচী
দিবেন সীতায় দান আজি সীতানাথে।'
"কহিনু, সরমা সখি, করপুটে আমি ;
'কি কাজ, হে সুরবালা, এ বেশ ভূষণে
দাসীরে? যাইব আমি যথা কান্ত মম,
এ দশায়, দেহ আজ্ঞা; কাঙ্গালিনী সীতা,
কাঙ্গালিনী-বেশে তারে দেখুন নৃমণি!'
"উত্তরিলা সুরবালা; 'শুন লো মৈথিলি!
সমল খনির গর্ভে মণি; কিন্তু তারে
পরিষ্কারি রাজ-হস্তে দান করে দাতা!'
"কাঁদিয়া, হাসিয়া, সই, সাজিনু সত্বরে।
হেরিনু অদূরে নাথে, হায় লো, যেমতি
কনক-উদয়াচলে দেব অংশুমালী!
পাগলিনী প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
পদযুগ, সুবদনে! জাগিনু অমনি!
সহসা, স্বজনি, যথা নিবিলে দেউটি,
ঘোর অন্ধকার ঘর; ঘটিল সে দশা
আমার, আঁধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে!
হে বিধি, কেন না আমি মরিনু তখনি?
কি সাধে এ পোড়া প্রাণ রহিল এ দেহে?"
নীরবিলা বিধুমুখী, নীরবে যেমতি
বীণা, ছিঁড়ে তার যদি! কাঁদিয়া সরমা
(রক্ষঃ-কুল-রাজ-লক্ষ্মী রক্ষোবধু-রূপে)
কহিলা; "পাইবে নাথে, জনক-নন্দিনি!
সত্য এ স্বপন তব, কহিনু তোমারে!
ভাসিছে সলিলে শিলা, পড়েছে সংগ্রামে
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস কুম্ভকর্ণ বলী;
সেবিছেন বিভীষণ জিষ্ণু রঘুনাথে
লক্ষ লক্ষ বীর সহ। মরিবে পৌলস্ত্য[৪৭]
যথোচিত শাস্তি পাই[৪৮]; মজিবে দুর্ম্মতি
সবংশে! এখন কহ, কি ঘটিল পরে।
অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী।"
আরম্ভিলা পুনঃ সতী সুমধুর স্বরে;
"মিলি আঁখি, শশিমুখি, দেখিনু সম্মুখে
রাবণে; ভূতলে, হায়, সে বীর-কেশরী,
তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে!
"কহিল রাঘব-রিপু; 'ইন্দীবর আঁখি
উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে, ইন্দু-নিভাননে,
রাবণের পরাক্রম! জগত-বিখ্যাত
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজ-বলে!
নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্দন
কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্ব্বরে?'
" 'ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধিবারে মরিনু সংগ্রামে,
রাবণ';কহিলা শূর অতি মৃদু স্বরে
'সম্মুখে সমরে পড়ি যাই দেবালয়ে।
কি দশা ঘটিবে তোর, দেখ্ রে ভাবিয়া?
শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে!
কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষঃ? পড়িলি সঙ্কটে,
লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী-রতনে!'
"এতেক কহিয়া বীর নীরব হইলা!
তুলিল আমায় পুনঃ রথে লঙ্কাপতি।
কৃতাঞ্জলি-পুটে কাঁদি কহিনু, স্বজনি,
বীরবরে; 'সীতা নাম, জনক-দুহিতা,
রঘুবধূ দাসী, দেব! শূন্য ঘরে পেয়ে
আমায়, হরিছে পাপী ; কহিও এ কথা
দেখা যদি হয়, প্রভু, রাঘবের সাথে!'
"উঠিল গগনে রথ গম্ভীর নির্ঘোষে।
শুনিনু ভৈরব রব; দেখিনু সম্মুখে
সাগর নীলোর্ম্মিময়[৪৯]! বহিছে কল্লোলে
অতল, অকূল জল, অবিরাম-গতি।
ঝাঁপ দিয়া জলে, সখি, চাহিনু ডুবিতে;
নিবারিল দুষ্ট মোরে! ডাকিনু বারীশে,
জলচরে মনে মনে, কেহ না শুনিল,
অবহেলি অভাগীরে! অনম্বর-পথে
চলিল কনক-রথ মনোরথ-গতি।
"অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে।
সাগরের ভালে, সখি, এ কনক-পুরী
রঞ্জনের রেখা! কিন্তু কারাগার যদি

৪৭. পুলস্ত্যের পুত্র রাবণ। ৪৮. পেয়ে। ৪৯. নীল বর্ণের তরঙ্গপূর্ণ।

সুবর্ণ-গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে
কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা?
সুবর্ণ-পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী
সে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী? দুঃখিনী সতত
যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ-বিহারিণী!
কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরি!
কে কবে শুনেছে, সখি কহ, হেন কথা?
রাজার নন্দিনী আমি, রাজ-কুল-বধূ,
তবু বদ্ধ কারাগারে!"—কাঁদিলা রূপসী
সরমার গলা ধরি; কাঁদিলা সরমা।
কত ক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি সুলোচনা
সরমা কহিলা; "দেবি, কে পারে খণ্ডিতে
বিধির নির্ব্বন্ধ? কিন্তু সত্য যা কহিলা
বসুধা। বিধির ইচ্ছা, তেঁই লঙ্কাপতি
আনিয়াছে হরি তোমা! সবংশে মরিবে
দুষ্টমতি! বীর আর কে আছে এ পুরে
বীরযোনি[৫০]? কোথা, সতি, ত্রিভুবন-জয়ী
যোধ যত? দেখ চেয়ে, সাগরের কূলে,
শবাহারী জন্তু-পুঞ্জ ভুঞ্জিছে উল্লাসে
শব-রাশি! কান দিয়া শুন, ঘরে ঘরে
কাঁদিছে বিধবা বধূ! আশু পোহাইবে
এ দুঃখ-শর্ব্বরী তব! ফলিবে, কহিনু,
স্বপ্ন! বিদ্যাধরী-দল মন্দারের দামে
ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি আশু সাজাইবে!
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা কামিনী
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে!
ভুলো না দাসীরে, সাধ্বি! যত দিন বাঁচি,
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব
ও প্রতিমা, নিত্য যথা, আইলে রজনী,
সরসী হরষে পূজে কৌমুদিনী-ধনে।
বহু ক্লেশ, সুকেশিনি, পাইলে এ দেশে।
কিন্তু নহে দোষী দাসী!" কহিলা সুস্বরে
মৈথিলী; "সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কি লো আছে এ জগতে?
মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ! সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি,
তপন-তাপিত আমি, জুড়ালে আমারে!
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে!
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি!
আর কি কহিব, সখি? কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্হ[৫১] রত্ন! দরিদ্র, পাইলে
রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধনি?"
নমিয়া সতীর পদে, কহিলা সরমা;
"বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি!
না চাহে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে,
রঘু-কুল-কমলিনি! কিন্তু প্রাণপতি
আমার, রাঘব-দাস; তোমার চরণে
আসি কথা কই আমি, এ কথা শুনিলে
রুষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব সঙ্কটে!"[৫২]
কহিলা মৈথিলী; "সখি, যাও ত্বরা করি,
নিজালয়ে; শুনি আমি দূর পদ-ধ্বনি;
ফিরি বুঝি চেড়ীদল আসিছে এ বনে।"
আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী
সরমা; রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অশোকবনং নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ

পঞ্চম সর্গ

হাসে নিশি তারাময়ী ত্রিদশ-আলয়ে।
কিন্তু চিন্তাকুল এবে বৈজয়ন্ত-ধামে
মহেন্দ্র; কুসুম-শয্যা ত্যজি, মৌন-ভাবে
বসেন ত্রিদিব-পতি রত্ন-সিংহাসনে;—
সুবর্ণ-মন্দিরে সুপ্ত আর দেব যত।[১]
অভিমানে স্বরীশ্বরী কহিলা সুস্বরে;
"কি দোষে, সুরেশ, দাসী দোষী তব পদে?
শয়ন-আগারে তবে কেন না করিছ

৫০. বীর সন্তানের জন্ম দিতে পারে এমন। ৫১. অতি মূল্যবান। ৫২. বিভীষণপত্নী সরমা রাবণ কর্তৃক সীতার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন।
১. স্বর্গ ও দেবমণ্ডলীর কবিকল্পনায় লৌকিক প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

পদার্পণ? চেয়ে দেখ, ক্ষণেক মুদিছে,
উন্মীলিছে পুনঃ আঁখি, চমকি তরাসে
মেনকা, উর্ব্বশী, দেখ, স্পন্দ-হীন যেন!
চিত্র-পুত্তলিকা-সম চারু চিত্রলেখা!
তব ডরে ডরি দেবী বিরাম-দায়িনী
নিদ্রা নাহি যান, নাথ, তোমার সমীপে,
আর কারে ভয় তার? এ ঘোর নিশীথে,
কে কোথা জাগিছে, বল? দৈত্য-দল আসি
বসেছে কি থানা দিয়া স্বর্গের দুয়ারে?"
উত্তরিলা অসুরারি; "ভাবিতেছি, দেবি,
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে?
অজেয় জগতে, সতি, বীরেন্দ্র রাবণি।"
"পাইয়াছ অস্ত্র কান্ত"; কহিলা পৌলোমী
অনন্ত-যৌবনা, "যাহে বধিলা তারকে
মহাশূর তরকারি; তব ভাগ্য-বলে,
তব পক্ষ বিরূপাক্ষ; আপনি পার্ব্বতী,
দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা, সুসিদ্ধ
হবে মনোরথ কালি; মায়া দেবীশ্বরী
বধের বিধান কহি দিবেন আপনি;
তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ কি কারণে?"
উত্তরিলা দৈত্য-রিপু; "সত্য যা কহিলে,
দেবেন্দ্রাণি; প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে;
কিন্তু কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্মণে
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি,[২] না পারি বুঝিতে।
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রা-নন্দন;
কিন্তু দন্তী কবে, দেবি, আঁটে মৃগরাজে?
দম্ভোলি-নির্ঘোষ আমি শুনি, সুবদনে;
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর; দেখি ইরম্মদে;
বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী;
তবু থরথরি হিয়া কাঁপে, দেবি, যবে
নাদে রুষি মেঘনাদ, ছাড়ে হুহুঙ্কারে
অগ্নিময় শর-জাল বসাইয়া চাপে
মহেষ্বাস; ঐরাবত অস্থির আপনি
তার ভীম প্রহরণে!" বিষাদে নিশ্বাসি
নীরবিলা সুরনাথ; নিশ্বাসি বিষাদে
(পতি-খেদে সতী-প্রাণ কাঁদে রে সতত!)
বসিলা ত্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে।
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, চারু চিত্রলেখা
দাঁড়াইলা চারি দিকে; সরসে যেমতি
সুধাকর-কর-রাশি বেড়ে নিশাকালে
নীরবে মুদিত পদ্মে। কিম্বা দীপাবলী
অম্বিকার পীঠতলে শারদ-পার্ব্বণে,
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চির-বাঞ্ছা! মৌনভাবে বসিলা দম্পতী;
হেন কালে মায়া-দেবী উতরিলা তথা।
রতন-সম্ভবা বিভা দ্বিগুণ বাড়িল
দেবালয়ে; বাড়ে যথা রবি-কর-জালে
মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি[৩] নন্দন-কাননে[৪]!
সসম্ভ্রমে প্রণমিলা দেব দেবী দোঁহে
পাদপদ্মে। স্বর্ণাসনে বসিলা আশীষি
মায়া। কৃতাঞ্জলি-পুটে সুর-কুল-নিধি
সুধিলা, "কি ইচ্ছা, মাতঃ, কহ এ দাসেরে?"
উত্তরিলা মায়াময়ী; "যাই, আদিতেয়,[৫]
লঙ্কাপুরে; মনোরথ তোমার পুরিব;
রক্ষঃকুল-চূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে
আজি। চাহি দেখ ওই পোহাইছে নিশি।
অবিলম্বে, পুরন্দর,[৬] ভবানন্দময়ী
উষা দেখা দিবে হাসি উদয়-শিখরে;
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে!
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লইব লক্ষ্মণে,
অসুরারি। মায়া-জালে বেড়িব রাক্ষসে।
নিরস্ত্র, দুর্ব্বল বলী দৈব-অস্ত্রাঘাতে,
অসহায় (সিংহ যেন আনায়[৭] মাঝারে)
মরিবে—বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে?
মরিবে রাবণি রণে; কিন্তু এ বারতা
পাবে যবে রক্ষঃ-পতি কেমনে রক্ষিবে
তুমি রামানুজে, রামে, ধীর বিভীষণে
রঘু-মিত্র? পুত্র-শোকে বিকল দেবেন্দ্র,
পশিবে সমরে শূর কৃতান্ত-সদৃশ
ভীমবাহু! কার সাধ্য বিমুখিবে তারে?—
ভাবি দেখ, সুরনাথ, কহিনু যে কথা।"
উত্তরিলা শচীকান্ত নমুচিসূদন[৮];—
"পড়ে যদি মেঘনাদ সৌমিত্রির শরে
মহামায়া, সুর-সৈন্য সহ কালি আমি

২. বিশাল বা দীর্ঘ যার চোখ। ৩. পারিজাত ফুলের মত স্বর্ণবর্ণ। ৪. স্বর্গের উপবন। ৫. দেবগণ অদিতির পুত্র। এখানে বিশেষ ভাবে ইন্দ্রকে বোঝানো হয়েছে। ৬. ইন্দ্র। ৭. ফাঁদ। ৮. ইন্দ্র কর্তৃক দৈত্য নমুচি হত্যার পৌরাণিক প্রসঙ্গ।

রক্ষিব লক্ষ্মণে পশি রাক্ষস-সংগ্রামে।
না ডরি রাবণে, দেবি, তোমার প্রসাদে!
মার তুমি আগে, মাতঃ মায়া-জাল পাতি,
কর্ব্বুর-কুলের গর্ব্ব, দুর্ম্মদ সংগ্রামে
রাবণি! রাঘবচন্দ্র দেব-কুল-প্রিয়;
সমরিবে প্রাণপণে অমর, জননি,
তার জন্যে। যাব আমি আপনি ভূতলে
কালি, দ্রুত ইরম্মদে দম্ভিব কর্ব্বুরে।"
    "উচিত এ কর্ম্ম তব, অদিতি-নন্দন
বজ্রি!" কহিলেন মায়া, "পাইনু পিরীতি
তব বাক্যে, সুরশ্রেষ্ঠ! অনুমতি দেহ,
যাই আমি লঙ্কাধামে!" এতেক কহিয়া,
চলি গেলা শক্তীশ্বরী আশীষী দোঁহারে।—
দেবেন্দ্রের পরে নিদ্রা প্রণমিলা আসি।
    ইন্দ্রাণীর কর-পদ্ম ধরিয়া কৌতুকে
প্রবেশিলা মহা-ইন্দ্র শয়ন-মন্দিরে—
সুখালয়! চিত্রলেখা, উর্ব্বশী, মেনকা,
রম্ভা, নিজ গৃহে সবে পশিলা সত্বরে।
খুলিলা নূপুর, কাঞ্চী, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী
আর যত আভরণ; খুলিলা কাঁচলি;
শুইলা ফুল-শয়নে সৌর-কর-রাশি-
রূপিণী সুর-সুন্দরী। সুস্বনে বহিল
পরিমলময় বায়ু, কভু ইন্দু-নিভাননে
কভু উচ্চ কুচে, কভু বা অলকে
করি কেলি, মত্ত যথা মধুকর, যবে
প্রফুল্লিত[৯] ফুলে অলি পায় বন-স্থলে!
    স্বর্গের কনক-দ্বারে উতরিলা মায়া
মহাদেবী; সুনিনাদে আপনি খুলিল
হৈম দ্বার। বাহিরিয়া বিমোহিনী,
স্বপন-দেবীরে স্মরি, কহিলা সুস্বরে;—
    "যাও তুমি লঙ্কাধামে, যথায় বিরাজে
শিবিরে সৌমিত্রি শূর। সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তার,[১০] কহিও, রঙ্গিণি,
এই কথা; উঠ বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময়; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।'
অবিলম্বে স্বপ্ন-দেবি, যাও লঙ্কাপুরে;
দেখ, পোহাইছে রাতি, বিলম্ব না সহে।"
    চলি গেলা স্বপ্ন-দেবি; নীল নভঃ-স্থল
উজলি, খসিয়া যেন পড়িল ভূতলে
তারা! ত্বরা উরি যথা শিবির মাঝারে
বিরাজেন রামানুজ, সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তাঁর, কহিলা সুস্বরে
কুহকিনী; "উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময়; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।"
    চমকি উঠিয়া বলী চাহিলা চৌদিকে!
হায় রে, নয়ন-জলে ভিজিল অমনি
বক্ষঃস্থল! "হে জননি," কহিলা বিষাদে
বীরেন্দ্র, "দাসের প্রতি কেন বাম এত
তুমি? দেহ দেখা পুনঃ পূজি পা দুখানি;
পুরাই মনের সাধ লয়ে পদ-ধূলি,
মা আমার! যবে আমি বিদায় হইনু
কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে
হৃদয়! আর কি, দেবি, এ বৃথা জনমে
হেরিব চরণ-যুগ?" মুছি অশ্রু-ধারা
চলিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জর-গমনে
যথা বিরাজেন প্রভু রঘু-কুল-রাজা।
    কহিলা অনুজ, নমি অগ্রজের পদে—
"দেখিনু অদ্ভুত স্বপ্ন, রঘু-কুল-পতি।
শিরোদেশে বসি মোর সুমিত্রা জননী
কহিলেন; 'উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময়; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,

৯. শুদ্ধ প্রয়োগ প্রফুল্ল। ১০. কবিকল্পনায় পাশ্চাত্য প্রভাব বিশেষতঃ হোমরীয় রীতি লক্ষ্যণীয়।

যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।’
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
কাঁদিয়া ডাকিনু আমি, কিন্তু না পাইনু
উত্তর কি আজ্ঞা তব, কহ, রঘুমণি?
    জিজ্ঞাসিলা বিভীষণে বৈদেহী-বিলাসী;—
“কি কহ, হে মিত্রবর, তুমি? রক্ষঃপুরে
রাঘব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে।”
    উত্তরিলা রক্ষঃশ্রেষ্ঠ; “আছে সে কাননে
চণ্ডীর দেউল, দেব, সরোবর-কূলে।
আপনি রাক্ষস-নাথ পূজেন সতীরে
সে উদ্যানে; আর কেহ নাহি যায় কভু
ভয়ে ভয়ঙ্কর স্থল! শুনেছি দুয়ারে
আপনি ভ্রমেন শম্ভু—ভীম-শূল-পাণি!
যে পূজে মায়েরে সেথা জয়ী সে জগতে!
আর কি কহিব আমি? সাহসে যদ্যপি
প্রবেশ করিতে বনে পারেন সৌমিত্রি,
সফল, হে মহারথি, মনোরথ তব!”
    “রাঘবের আজ্ঞাবর্ত্তী, রক্ষঃ-কুলোত্তম,
এ দাস”; কহিলা বলী লক্ষ্মণ, “যদ্যপি
পাই আজ্ঞা, অনায়াসে পশিব কাননে!
কে রোধিবে গতি মোর?” সুমধুর স্বরে
কহিলা রাঘবেশ্বর, “কত যে সয়েছ
মোর হেতু তুমি, বৎস, সে কথা স্মরিলে
না চাহে পরাণ মোর আর আয়াসিতে[১১]
তোমায়! কিন্তু কি করি। কেমনে লঙ্ঘিব
দৈবের নির্ব্বন্ধ, ভাই? যাও সাবধানে,—
ধর্ম্ম-বলে মহাবলী! আয়সী[১২] সদৃশ
দেবকুল-আনুকূল্য রক্ষুক তোমারে!”
    প্রণমি রাঘব-পদে, বন্দি বিভীষণে
সৌমিত্রি, কৃপাণ করে, যাত্রা করি বলী
নির্ভয়ে উত্তর দ্বারে চলিলা সত্বরে। জাগিছে
সুগ্রীব মিত্র বীতিহোত্র[১৩]-রূপী
বীর-বল-দলে তথা। শুনি পদধ্বনি,
গম্ভীরে কহিলা শূর; “কে তুমি? কি হেতু
ঘোর নিশাকালে হেথা? কহ শীঘ্র করি,
বাঁচিতে বাসনা যদি! নতুবা মারিব
শিলাঘাতে চূর্ণি শিরঃ!” উত্তরিলা হাসি
রামানুজ “রক্ষোবংশে ধ্বংস, বীরমণি!
রাঘবের দাস আমি।” আশু অগ্রসরি
সুগ্রীব বন্দিলা সখা বীরেন্দ্র লক্ষ্মণে।
মধুর সম্ভাষে তুষি কিষ্কিন্ধ্যা-পতিরে,
চলিলা উত্তর মুখে ঊর্ম্মিলা-বিলাসী।
    কত ক্ষণে উতরিয়া উদ্যান-দুয়ারে
ভীম-বাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন-মূর্ত্তি! দীপিছে ললাটে
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি
মণি! জটাটুট শিরে, তাহার মাঝারে
জাহ্নবীর ফেন-লেখা, শারদ নিশাতে
কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন!
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ; শাল-বৃক্ষ-সম
ত্রিশূল দক্ষিণ করে! চিনিলা সৌমিত্রি
ভূতনাথে। নিষ্কোষিয়া তেজস্কর অসি
কহিলা বীর-কেশরী; “দশরথ রথী,
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ,[১৪] বিখ্যাত ভুবনে,
তাঁহার তনয় দাস নমে তব পদে,
চন্দ্রচূড়! ছাড় পথ; পূজিব চণ্ডীরে
প্রবেশি কাননে; নহে দেহ রণ দাসে!
সতত অধর্ম্ম কর্ম্মে রত লঙ্কাপতি;
তবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে,
বিরূপাক্ষ, দেহ রণ বিলম্ব না সহে!
ধর্ম্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে;—
সত্য যদি ধর্ম্ম, তবে অবশ্য জিনিব!”
    যথা শুনি বজ্র-নাদ, উত্তরে হুঙ্কারি
গিরিরাজ, বৃষধ্বজ কহিলা গম্ভীরে!
“বাখানি সাহস তোর, শূর-চূড়া-মণি
লক্ষ্মণ! কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে!
প্রসন্ন প্রসন্নময়ী আজি তোর প্রতি,
ভাগ্যধর!” ছাড়ি দিলা দুয়ার দুয়ারী
কপর্দ্দী; কানন মাঝে পশিলা সৌমিত্রি।
    ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিলা চমকি।
কাঁপিল নিবিড় বন মড় মড় রবে
চৌদিকে! আইল ধাই রক্ত-বর্ণ-আঁখি
হর্য্যক্ষ, আস্ফালি পুচ্ছ, দন্ত কড়মড়ি।
জয় রাম নাদে রথী উলঙ্গিলা অসি।[১৫]
পলাইল মায়া-সিংহ, হুতাশন-তেজে
তমঃ যথা। ধীরে ধীরে চলিলা নির্ভয়ে
ধীমান্। সহসা মেঘ আবরিল চাঁদে
নির্ঘোষে! বহিল বায়ু হুহুঙ্কার স্বনে!

১১. ক্লেশ দিতে।
১২. লৌহবর্ম। ১৩. অগ্নি। ১৪. রাজা দশরথের পরিচয়। রঘুর পুত্র অজ, তার পুত্র দশরথ। ১৫. তলোয়ার।

চকমকি ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশে,
দ্বিগুণ আঁধারি দেশ ক্ষণ-প্রভা-দানে!
কড় কড় কড়ে বজ্র পড়িল ভূতলে
মুহুর্মুহুঃ! বাহু-বলে উপাড়িলা তরু
প্রভঞ্জন! দাবানল পশিল কাননে!
কাঁপিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি
দূরে, লক্ষ লক্ষ শঙ্খ রণক্ষেত্রে যথা
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ মিশিয়া ঘর্ঘরে।
অটল অচল যথা দাঁড়াইলা বলী
সে রৌরবে![১৬] আচম্বিতে নিবিল দাবাগ্নি;
থামিল তুমুল ঝড়; দেখা দিলা পুনঃ
তারাকান্ত; তারাদল শোভিল গগনে!
কুসুম-কুন্তলা মহী হাসিলা কৌতুকে।
ছুটিল সৌরভ; মন্দ সমীর স্বনিলা।
সবিস্ময়ে ধীরে ধীরে চলিলা সুমতি।
সহসা পূরিল বন মধুর নিক্কণে!
বাজিল বাঁশরী, বীণা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা,
সপ্তস্বরা; উথলিল সে রবের সহ
স্ত্রী-কণ্ঠ-সম্ভব রব, চিত্ত বিমোহিয়া!
দেখিলা সম্মুখে বলী, কুসুম-কাননে
বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন!
কেহ অবগাহে দেহ স্বচ্ছ সরোবরে,
কৌমুদী নিশীথে যথা! দুকূল, কাঁচলি
শোভে কূলে, অবয়ব বিমল সলিলে
মানস-সরসে, মরি স্বর্ণপদ্ম যথা!
কেহ তুলে পুষ্পরাশি; অলঙ্কারে কেহ
অলক, কাম-নিগড়! কেহ ধরে করে
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, মুকুতা-খচিত
কোলম্বক[১৭]; ঝকঝকে হৈম তার তাহে,
সঙ্গীত-রসের ধাম! কেহ বা নাচিছে
সুখময়ী; কুচযুগ পীবর মাঝারে
দুলিছে রতন-মালা, চরণে বাজিছে
নূপুর, নিতম্ব-বিম্বে ক্বণিছে[১৮] রশনা[১৯]!
মরে নর কাল-ফণী-নশ্বর-দংশনে;—
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী
মণিময়, হেরি তারে কাম-বিষে জ্বলে
পরাণ! হেরিলে ফণী পলায় তরাসে
যার দৃষ্টি-পথে পড়ে কৃতান্তের দূত;
হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে
বাঁধিতে গলায়, শিরে, উমাকান্ত যথা,
ভুজঙ্গ-ভূষণ শূলী? গাইছে জাগিয়া
তরুশাখে মধুসখা[২০]; খেলিছে অদূরে
জলযন্ত্র[২১]; সমীরণ বহিছে কৌতুকে
পরিমল-ধন লুটি কুসুম-আগারে!
অবিলম্বে বামাদল, ঘিরি অরিন্দমে,
গাইল; "স্বাগত, ওহে রঘু-চূড়া-মণি!
নহি নিশাচরী মোরা, ত্রিদিব-নিবাসী!
নন্দন-কাননে, শূর, সুবর্ণ-মন্দিরে
করি বাস; করি পান অমৃত উল্লাসে;
অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে;
উরজ[২২] কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত;
না শুখায় সুধারস অধর-সরসে;
অমরী আমরা, দেব! বরিনু তোমারে
আমা সবে; চল, নাথ, আমাদের সাথে।
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে
লভিতে যে সুখ-ভোগ, দিব তা তোমারে,
গুণমণি! রোগ, শোক-আদি কীট যত
কাটে জীবনের ফুল এ ভব-মণ্ডলে
না পশে যে দেশে মোরা আনন্দে নিবাসি
চিরদিন!" করপুটে কহিলা সৌমিত্রি,
"হে সুর-সুন্দরী-বৃন্দ, ক্ষম এ দাসেরে!
অগ্রজ আমার রথী বিখ্যাত জগতে
রামচন্দ্র, ভার্য্যা তাঁর মৈথিলী; কাননে
একাকিনী পাই তাঁরে আনিয়াছে হরি
রক্ষোনাথ। উদ্ধারিব, ঘোর যুদ্ধে নাশি
রাক্ষসে, জানকী সতী; এ প্রতিজ্ঞা মম
সফল হউক, বর দেহ, সুরাঙ্গনে!
নর-কুলে জন্ম মোর; মাতৃ হেন মানি
তোমা সবে।" মহাবাহু এতেক কহিয়া
দেখিলা তুলিয়া আঁখি, বিজন সে বন!
চলি গেছে বামাদল স্বপনে যেমতি,
কিম্বা জলবিম্ব যথা সদা সদ্যোজীবী[২৩]!—
কে বুঝে মায়ার মায়া এ মায়া-সংসারে?
ধীরে ধীরে পুনঃ বলী চলিলা বিস্ময়ে।
কত ক্ষণে শূরবর হেরিলা অদূরে
সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল
সুবর্ণ-সোপান শত মণ্ডিত রতনে।
দেখিলা দেউলে বলী দীপিছে প্রদীপ;

১৬. ভীষণ পাপীদের জন্য নির্দিষ্ট অগ্নিময় নরক। ১৭. বীণার কাঠামো। ১৮. বাজছে। ১৯. মেঘলা। ২০. মধু অর্থে বসন্তকাল। বসন্তকালের সখা কোকিল। ২১. জলের ফোয়ারা। ২২. স্তন। ২৩. ক্ষণকাল জীবন যার।

পীঠতলে ফুলরাশি ; বাজিছে ঝাঁঝরী,
শঙ্খ, ঘন্টা; ঘটে বারি; ধুম, ধুপদানে
পুড়ি, আমোদিছে দেশ মিশিয়া সুরভি
কুসুম-বাসের সহ। পশিয়া সলিলে
শূরেন্দ্র করিলা স্নান; তুলিলা যতনে
নীলোৎপল; দশ দিশ পূরিল সৌরভে।
প্রবেশি মন্দিরে তবে বীরেন্দ্র-কেশরী
সৌমিত্রি, পূজিলা বলী সিংহবাহিনীরে
যথাবিধি। "হে বরদে" কহিলা সাষ্টাঙ্গে
প্রণমিয়া রামানুজ, দেহ বর দাসে!
নাশি রক্ষঃশূরে, মাতঃ, এই ভিক্ষা মাগি
মানব-মনের কথা, হে অন্তর্যামিনি,
তুমি যত জান, হায়, মানব-রসনা
পারে কি কহিতে তত? যত সাধ মনে,
পুরাও সে সবে, সাধ্বি!" গরজিল দূরে
মেঘ; বজ্রনাদে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া
সহসা! দুলিল, যেন ঘোর ভূকম্পনে,
কানন, দেউল, সরঃ—থর থর থরে!
সম্মুখে লক্ষ্মণ বলী দেখিলা কাঞ্চন-
সিংহাসনে মহামায়ে। তেজঃ রাশি রাশি
ধাঁধিল নয়ন ক্ষণ বিজলী-ঝলকে!
আঁধার দেউল বলী হেরিলা সভয়ে
চৌদিক! হাসিলা সতী ; পলাইল তমঃ
দ্রুতে; দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলা সুমতি!
মধুর স্বর-তরঙ্গ বহিল আকাশে।
কহিলেন মহামায়া; "সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতী-সুমিত্রা-সুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি! দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে।
ধরি, দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর-মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য; নিকষে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি!" প্রণমি শূরমণি
মায়ার চরণ-তলে, চলিলা সত্বরে
যথায় রাঘব-শ্রেষ্ঠ। কূজনিল জাগি
পাখী-কুল ফুল-বনে, যন্ত্রীদল যথা
মহোৎসবে পূরে দেশ মঙ্গল-নিক্কণে!
বৃষ্টিলা কুসুম-রাশি শূরবর-শিরে
তরুরাজী; সমীরণ বহিলা সুস্বনে।
"শুভ ক্ষণে গর্ভে তোরে লক্ষ্মণ, ধরিল
সুমিত্রা জননী তোর!"—কহিলা আকাশে
আকাশ-সম্ভবা বাণী,—"তোর কীর্ত্তি -গানে
পূরিবে ত্রিলোক আজি, কহিনু রে তোরে!
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলি, সৌমিত্রি,
তুই! দেবকুল-তুল্য অমর হইলি!"
নীরবিলা সরস্বতী; কূজনিল পাখী
সুমধুরতর স্বরে সে নিকুঞ্জ-বনে।
কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ-মন্দিরে
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কূজন-ধ্বনি সে সুখ-সদনে।
জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে।
প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি)[২৪] "ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী ঊষা তুমি, রূপসী, তোমারে
পাখী-কুল! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন!
উঠ, চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ, কান্তা; তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার। নয়ন-তারা! মহার্হ রতন।
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে

২৪. কবির রোমান্টিক কল্পনার প্রকাশ।

কুসুম!" চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,—
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে![২৫]
আবরিলা অবয়ব সুচারু-হাসিনী
শরমে। কহিলা পুনঃ কুমার আদরে;—
"পোহাইল এতক্ষণে তিমির শর্ব্বরী;
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি,
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয়? চল, প্রিয়ে, এবে
বিদায় হইব নমি জননীর পদে!
পরে যথাবিধি পূজি দেব বৈশ্বানরে,
ভীষণ-অশনি-সম শর-বরিষণে
রামের সংগ্রাম-সাধ মিটাব সংগ্রামে।"
সাজিলা রাবণ-বধূ, রাবণ-নন্দন,
অতুল জগতে দোঁহে; বামাকুলোত্তমা
প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী!
শয়ন-মন্দির হতে বাহিরিলা দোঁহে—
প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে!
লজ্জায় মলিনমুখী পলাইলা দূরে
(শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে)
খদ্যোত; ধাইল অলি পরিমল-আশে;
গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চস্বরে;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য; নমিল রক্ষক
জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগনে!
রতন-শিবিকাসনে বসিলা হরষে
দম্পতি। বহিল যান যান-বাহ-দলে
মন্দোদরী মহিষীর সুবর্ণ-মন্দিরে।
মহাপ্রভাধর গৃহ ; মরকত, হীরা,
দ্বিরদ-রদ-মণ্ডিত, অতুল জগতে।
নয়ন-মনোরঞ্জন যা কিছু সৃজিলা
বিধাতা, শোভে সে গৃহে! ভ্রমিছে দুয়ারে
প্রহরিণী, প্রহরণ কাল-দণ্ড-সম
করে; অশ্বারূঢ়া কেহ; কেহ বা ভূতলে।
তারাকারা দীপাবলী দীপিছে চৌদিকে।
বহিছে বাসন্তানিল, অযুত-কুসুম-
কানন-সৌরভ-বহ। উথলিছে মৃদু
বীণা-ধ্বনি, মনোহর স্বপন যেমতি!
প্রবেশিলা অরিন্দম, ইন্দু-নিভাননা
প্রমীলা সুন্দরী সহ, সে স্বর্ণ-মন্দিরে।
ত্রিজটা নামে রাক্ষসী আইল ধাইয়া।
কহিলা বীর-কেশরী; "শুন লো ত্রিজটে,
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি আমি আজি
যুঝিব রামের সঙ্গে পিতার আদেশে
নাশিব রাক্ষস-রিপু; তেঁই ইচ্ছা করি
পূজিতে জননী-পদ। যাও বার্ত্তা লয়ে;
কহ, পুত্র পুত্রবধূ দাঁড়ায়ে দুয়ারে
তোমার, হে লঙ্কেশ্বরি!" সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
কহিল শূরে ত্রিজটা, (বিকটা রাক্ষসী)
"শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী,
যুবরাজ! তোমার মঙ্গল-হেতু তিনি
অনিদ্রায়, অনাহারে পূজেন উমেশে!
তব সম পুত্র, শূর, কার এ জগতে।
কার বা এ হেন মাতা?" এতেক কহিয়া
সৌদামিনী-গতি দূতী ধাইল সত্বরে।
গাইল গায়িকা-দল সুযন্ত্র-মিলনে;—
"হে কৃত্তিকে হৈমবতি, শক্তিধর তব
কার্ত্তিকেয় আসি দেখ তোমার দুয়ারে
সঙ্গে সেনা সুলোচনা! দেখ আসি সুখে,
রোহিণী-গঞ্জিনী বধূ; পুত্র, যাঁর রূপে
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে! ভাগ্যবতী তুমি!
ভুবন-বিজয়ী শূর ইন্দ্রজিৎ বলী—
ভুবন-মোহিনী সতী প্রমীলা সুন্দরী!"
বাহিরিলা লঙ্কেশ্বরী শিবালয় হতে।
প্রণমে দম্পতী পদে। হরষে দুজনে
কোলে করি, শিরঃ চুম্বি, কাঁদিলা মহিষী!
হায় রে, মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে
তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ-আগার,
শুক্তি মুকুতার ধাম, মণিময় খনি।
শরদিন্দু পুত্র; বধূ শারদ-কৌমুদী;
তারা-কিরীটিনী নিশিসদৃশী আপনি
রাক্ষস-কুল ঈশ্বরী! অশ্রু-বারি-ধারা
শিশির, কপোল-পর্ণে পড়িয়া শোভিল!
কহিলা বীরেন্দ্র; "দেবি, আশীষ দাসেরে।
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাবিধি
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে!
শিশু ভাই বীরবাহু; বধিয়াছে তারে
পামর। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে?
দেহ পদ-ধূলি, মাতঃ! তোমার প্রসাদে
নির্ব্বিঘ্ন করিব আজি তীক্ষ্ণ শর-জালে
লঙ্কা! বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে
রাজদ্রোহী! খেদাইব সুগ্রীব, অঙ্গদে
সাগর অতল জলে!" উত্তরিলা রাণী

২৫. রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রসঙ্গ।

মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে;—
"কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি!
আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী
আমার। দুরন্ত রণে সীতাকান্ত বলী;
দুরন্ত লক্ষ্মণ শূর; কাল-সর্প-সম
দয়া-শূন্য বিভীষণ! মত্ত লোভ-মদে,
স্ববন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে,
ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি
স্বশিশু! কুক্ষণে, বাছা, নিকষা শাশুড়ী
ধরেছিলা গর্ব্ভে দুষ্টে, কহিনু রে তোরে!
এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুর্ম্মতি!"
হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিলা রথী;—
"কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে,
রক্ষোবৈরী? দুই বার পিতার আদেশে
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দোঁহে
অগ্নিময় শর-জালে! ও পদ-প্রসাদে
চির-জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে
এ দাস! জানেন তাত বিভীষণ, দেবি,
তব পুত্র-পরাক্রম; দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রথী;
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্ত্যে নরেন্দ্র! কি হেতু
সভয় হইলা আজি, কহ, মা, আমারে?
কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি?"
মহাদরে শিরঃ চুম্বি কহিলা মহিষী;—
"মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি,
নতুবা সহায় তার দেবকুল যত!
নাগ-পাশে যবে তুই বাঁধিলি দুজনে,
কে খুলিল সে বন্ধন? কে বা বাঁচাইল,
নিশারণে যবে তুই বাঁধিলি রাঘবে
সসৈন্যে? এ সব আমি না পারি বুঝিতে!
শুনেছি মৈথিলী-নাথ আদেশিলে, জলে
ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি; আসার বরষে!
মায়াবী মানব রাম! কেমনে, বাছনি,
বিদাইব তোরে আমি আবার যুঝিতে
তার সঙ্গে? হায়, বিধি, কেন না মরিল
কুলক্ষণা সূর্পণখা মায়ের উদরে।"
এতেক কহিয়া রাণী কাঁদিলা নীরবে।
কহিলা বীর-কুঞ্জর; "পূর্ব্ব-কথা স্মরি,
এ বৃথা বিলাপ, মাতঃ কর অকারণে!
নগর-তোরণে অরি; কি সুখ ভুঞ্জিব,
যত দিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে!
আক্রমিলে হুতাশন[২৬] কে ঘুমায় ঘরে?
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি! হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি মা, রাবণি
ইন্দ্রজিত? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা,
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময়?[২৭] রথী যত
মাতুল? হাসিবে বিশ্ব! আদেশ দাসেরে,
যাইব সমরে, মাতঃ নাশিব রাঘবে!
ওই শুন, কূজনিছে বিহঙ্গম বনে।
পোহাইল বিভাবরী। পূজি ইষ্টদেবে,
দুদ্ধর্ষ রাক্ষস-দলে পশিব সমরে।
আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে।
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে
ও পদ-রাজীব-যুগ, সমর-বিজয়ী!
পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।—
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে?"
মুছিলা নয়ন-জল রতন-আঁচলে,
উত্তরিলা লঙ্কেশ্বরী; "যাইবি রে যদি—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে
রক্ষুন এ কাল-রণে! এই ভিক্ষা করি
তাঁর পদযুগে আমি। কি আর কহিব?
নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি
আমায় এ ঘরে তুই!" কাঁদিয়া মহিষী
কহিলা চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে;
"থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি; জুড়াইব,
ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ!
বহুলে[২৮] তারার করে[২৯] উজ্জ্বল ধরণী।"
বন্দি জননীর পদ বিদায় হইলা
ভীমবাহু। কাঁদি রাণী, পুত্র-বধূ সহ
প্রবেশিলা পুনঃ গৃহে। শিবিকা ত্যজিয়া,
পদ-ব্রজে যুবরাজ চলিলা কাননে—
ধীরে ধীরে রথীবর চলিলা একাকী,
কুসুম-বিবৃত পথে, যজ্ঞ-শালা মুখে।
সহসা নূপুর-ধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে।
চির-পরিচিত, মরি, প্রণয়ীর কানে
প্রণয়িনী-পদ-শব্দ! হাসিলা বীরেন্দ্র
সুখে বাহু-পাশে বাঁধি ইন্দীবরাননা
প্রমীলারে। "হায়, নাথ," কহিলা সুন্দরী,
"ভেবেছিনু, যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে ;

২৬. অগ্নি। ২৭. ময়দানব রাবণপত্নী মন্দোদরীর পিতা। সেই সূত্রে ময় ইন্দ্রজিতের মাতামহ।
২৮. কৃষ্ণপক্ষে। ২৯. তারার আলোয়।

সাজাইব বীর-সাজে তোমায়। কি করি?
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী।
রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি
পদযুগ! শুনিয়াছি, শশিকলা না কি
রবি-তেজে সমুজ্জ্বলা; দাসীও তেমতি,
হে রাক্ষস-কুল-রবি! তোমার বিহনে,
আঁধার জগত, নাথ, কহিনু তোমারে!"
মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা! শতদল-দলে
কি ছার শিশির-বিন্দু ইহার তুলনে?
    উত্তরিলা বীরোত্তম, "এখনি আসিব,
বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা-সুশোভিনি।
যাও তুমি ফিরি, প্রিয়ে, যথা লঙ্কেশ্বরী।
শশাঙ্কের অগ্রে, সতি, উদে লো রোহিণী!
সৃজিলা কি বিধি, সাধ্বি, ও কমল-আঁখি
কাঁদিতে? আলোকাগারে কেন লো উদিছে
পয়োবহ[৩০]? অনুমতি দেহ, রূপবতি,—
ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়া
উষা, পলাইছে, দেখ, সত্বর গমনে,—
দেহ অনুমতি, সতি, যাই যজ্ঞাগারে।"
    যথা যবে কুসুমেষু,[৩১] ইন্দ্রের আদেশে,
রতিরে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুক্ষণে
ভাঙিতে শিবের ধ্যান; হায় রে, তেমতি
চলিলা কন্দর্প-রূপী ইন্দ্রজিত বলী,—
ছাড়িয়া রতি-প্রতিমা প্রমীলা সতীরে!
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন; কুলগ্নে
করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—
রাক্ষস-কুল-ভরসা, অজেয় জগতে!
প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে?
বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী।
    কত ক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি রক্ষোবধূ,
হেরিয়া পতিরে দূরে কহিলা সুস্বরে;
"জানি আমি কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্ রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি,
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,
অভিমানি? সরু মাঝা তোর রে কে বলে,
রাক্ষস-কুল-হর্য্যক্ষে হেরে যার আঁখি,
কেশরি? তুইও তেঁই সদা বনবাসী।
নাশিস্ বারণে তুই; এ বীর-কেশরী
ভীম-প্রহরেণ রণে বিমুখে বাসবে,
দৈত্য-কুল-নিত্য-অরি, দেবকুল-পতি।"
    এতেক কহিয়া সতী, কৃতাঞ্জলি-পুটে,
আকাশের পানে চাহি আরাধিলা কাঁদি;
"প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্র-নন্দিনি,
সাধে তোমা, কৃপা-দৃষ্টি কর লঙ্কাপানে,
কৃপাময়ি! রক্ষঃশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে!
অভেদ্য কবচ-রূপে আবর শূরেরে!
যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত,
জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে!
দেখো, মা, কুঠার যেন না স্পর্শে উহারে!
আর কি কহিবে দাসী? অন্তর্যামী তুমি!
তোমা বিনা, জদগম্বে, কে আর রাখিবে?"
    বহে যথা সমীরণ পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
প্রমীলার আরাধনা কৈলাস-সদনে।
কাঁপিলা সভয়ে ইন্দ্র। তা দেখি, সহসা
বায়ু-বেগে বায়ুপতি দূরে উড়াইলা
তাহায়! মুছিয়া আঁখি, গেলা চলি সতী,
যমুনা-পুলিনে যথা, বিদায়ি মাধবে,
বিরহ-বিধুরা গোপী যায় শূন্য-মনে
শূন্যালয়ে, কাঁদি বামা পশিলা মন্দিরে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে উদ্যোগো নাম
পঞ্চমঃ সর্গঃ

ষষ্ঠ সর্গ

    ত্যজি সে উদ্যান, বলী সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা, শিবিরে যথা বিরাজেন প্রভু
রঘু-রাজ; অতি দ্রুতে চলিলা সুমতি
হেরি মৃগরাজে[১] বনে, ধায় ব্যাধ যথা
অস্ত্রালয়ে,বাছি বাছি লইতে সত্বরে
তীক্ষ্ণতর প্রহরণ নশ্বর[২] সংগ্রামে।
    কত ক্ষণে মহাযশাঃ উতরিল যথা
রঘুরথী। পদযুগে নমি, নমস্কারি

৩০. জল যে বহন করে মেঘ। ৩১. কামদেব।
১. পশুরাজ সিংহকে। ২. সংহারক।

মিত্রবর বিভীষণে, কহিলা সুমতি,—
"কৃতকার্য্য আজি, দেব, তব আশীর্ব্বাদে
চিরদাস! স্মরি পদ, প্রবেশি কাননে,
পূজিনু চামুণ্ডে, প্রভু, সুবর্ণ-দেউলে।
ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পাতিলা
মায়াজাল, কেমনে তা নিবেদি চরণে,
মূঢ় আমি? চন্দ্রচূড়ে দেখিনু দুয়ারে
রক্ষক ; ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি
তব পুণ্যবলে, দেব ; মহোরগ[3] যথা
যায় চলি হতবল মহৌষধগুণে!
পশিল কাননে দাস ; আইল গর্জ্জিয়া
সিংহ; বিমুখিনু তাহে; ভৈরব হুঙ্কারে
বহিল তুমুল ঝড়; কালাগ্নি সদৃশ
দাবাগ্নি বেড়িল দেশ; পুড়িল চৌদিকে
বনরাজী; কত ক্ষণে নিবিলা আপনি
বায়ুসখা[4] বায়ুদেব গেলা চলি দূরে।
সুরবালাদলে এবে দেখিনু সম্মুখে
কুঞ্জবনবিহারিণী; কৃতাঞ্জলি-পুটে,
পূজি, বর মাগি দেব, বিদাইনু সবে।
অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজলি
সুদেশ। সরসে পশি, অবগাহি দেহ,
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিনু মায়েরে
ভক্তিভাবে। আবির্ভাবি বর দিলা মায়া।
কহিলেন দয়াময়, —'সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতীসুমিত্রাসুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি। দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ্ তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য; পিধানে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি!' কি ইচ্ছা তব, কহ,
নৃমণি? পোহায় রাতি; বিলম্ব না সহে।
মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে?"
উত্তরিলা রঘুনাথ, "হায় রে, কেমনে—
যে কৃতান্তদূতে[5] দূরে হেরি, উর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে; দেব নর ভস্ম যার বিষে;—
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে,
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে;
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম[6] বধিনু সংগ্রামে;
আনিনু রাজেন্দ্রদলে[7] এ কনকপুরে
সসৈন্যে; শোণিতস্রোতঃ, হায়, অকারণে,
বরিষার জলসম, আর্দ্রিল মহীরে!
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ববন্ধুবান্ধবে
হারাইনু ভাগ্যদোষে; কেবল আছিল
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী; তাহারে
(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে?)
নিবাইল দুরদৃষ্ট! কে আর আছে রে
আমার সংসারে, ভাই যার মুখ দেখি
রাখি এ পরাণ আমি? থাকি এ সংসারে?
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ! কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে,
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইনু আমরা।"
উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী;—
"কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপনি
এত? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরে সে ত্রিভুবনে? দেব-কুলপতি
সহস্রাক্ষ পক্ষ তব; কৈলাস-নিবাসী
বিরূপাক্ষ; শৈলবালা ধর্ম্ম-সহায়িনী!
দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে ; কাল মেঘ সম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারি দিকে! দেবহাস্য উথলিছে,দেখ
এ তব শিবির, প্রভু! আদেশ দাসেরে
ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে;
অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদপ্রসাদে।
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ! কেন অবহেল
দেব-আজ্ঞা? ধর্ম্মপথে সদা গতি তব
এ অধর্ম্ম কার্য্য, আর্য্য, কেন কর আজি?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে?"
কহিলা মদুরভাষে বিভীষণ বলী
মিত্র;—"যা কহিলা সত্য রাঘবেন্দ্র রথী।
দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম পরাক্রমে
রাবণি, বাসবত্রাস, অজেয় জগতে।
কিন্তু বৃথা ভয় আজি করি মোরা তারে।

৩. মহাসর্প। ৪. অগ্নি। ৫. কৃতান্ত—যম। সর্পস্বরূপ যমদূত।

৬. রাক্ষসদল ৭. রাজার দল—এখানে সুগ্রীব প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।

স্বপনে দেখিনু আমি, রঘুকুলমণি,
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী; শিরোদেশে বসি,
উজলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে,
কহিলা অধীনে সাধ্বী;—'হায়! মত্ত মদে
ভাই তোর, বিভীষণ! এ পাপ-সংসারে
কি সাধে করি রে বাস, কলুষদ্বেষিণী[৮]
আমি? কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে
পঙ্কিল? জীমূতাবৃত গগনে কে কবে
হেরে তারা? কিন্তু তোর পূর্ব্ব কর্ম্মফলে
সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর; পাইবি
শূন্য রাজ-সিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ,
তুই! রক্ষঃকুলনাথ-পদে আমি তোরে
করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে,
যশস্বি! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী
ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে; সহায় হইবি
তুই তার! দেব-আজ্ঞা পালিস্ যতনে,
রে ভাবি কর্ব্বুররাজ!—' উঠিনু জাগিয়া;—
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু;
স্বর্গীয় বাদিত্র, দূরে শুনিনু গগনে
মৃদু! শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে
মদনমোহনে মোহে যে রূপমাধুরী!
গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদম্বিনীরূপী
কবরী; ভাতিছে কেশে রত্নরাশি;—মরি!
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
মেঘমালে! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা
জগদম্বা[৯]। বহুক্ষণ রহিনু চাহিয়া
সতৃষ্ণ নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল
মনোরথ; আর মাতা নাহি দিলা দেখা।
শুন দাশরথি রথি, এসকল কথা
মন দিয়া। দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি,
যথা যজ্ঞাগারে পূজে দেব বৈশ্বানরে
রাবণি। হে নরপাল, পাল সযতনে
দেবাদেশ! ইষ্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে
তোমার, রাঘব-শ্রেষ্ঠ, কহিনু তোমারে!"
উত্তরিলা সীতানাথ সজল-নয়নে;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম,
আকুল পরাণ কাঁদে! কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে?
হায়, সখে, মন্থরার কুপন্থায় যবে
চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে
নির্দ্দয়; ত্যজিনু যবে রাজ্যভোগ আমি
পিতৃসত্যরক্ষা হেতু; স্বেচ্ছায় ত্যজিল
রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে!
কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা! উচ্চে অবরোধে
কাঁদিলা ঊর্ম্মিলা বধূ; পৌরজন যত—
কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব?
না মানিল অনুরোধ; আমার পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।
কহিলা সুমিত্রা মাতা;—'নয়নের মণি
আমার, হরিলি তুই, রাঘব! কে জানে,
কি কুহকবলে তুই ভুলালি বাছারে?
সঁপিনু এ ধন তোরে। রাখিস্ যতনে
এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি।"
নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি।
ফিরি যাই বনবাসে! দুর্ব্বার সমরে,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি!
সুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র; বিশারদ রণে
অঙ্গদ, সুযুবরাজ; বায়ুপুত্র হনু,
ভীমপরাক্রম পিতা প্রভঞ্জন যথা;
ধূম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম
অগ্নিরাশি; নল, নীল; কেশরী-কেশরী
বিপক্ষের পক্ষে শূর; আর যোধ যত
দেবাকৃতি, দেববীর্য্য; তুমি মহারথী;—
এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে
যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী
যুঝিবে তাহার সঙ্গে? হায়, মায়াবিনী
আশা তেঁই, কহি সখে, এ রাক্ষস-পুরে,
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, আইনু আমরা।"
সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী নিনাদিলা মধুর নিনাদে;
"উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি,
সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয়
তুমি? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল?
দেখ চেয়ে শূন্য পানে।" দেখিলা বিস্ময়ে
রঘুরাজ, অহি সহ যুঝিছে অম্বরে
শিখী। কেকারব মিশি ফণীর স্বননে,
ভৈরব আরবে দেশ পূরিছে চৌদিকে!
পক্ষছায়া আবরিছে, ঘনদল যেন,
গগন; জ্বলিছে মাঝে, কালানল-তেজে,
হলাহল! ঘোর রণে রণিছে[১০] উভয়ে।
মুহুর্মুহুঃ ভয়ে মহী কাঁপিলা; ঘোষিল

৮. পাপকে ঘৃণা করেন যে নারী। ৯. জগন্মাতা দেবী দুর্গা। ১০. যুদ্ধ করছে।

উথলিয়া জলদল। কতক্ষণ পরে,
গত প্রাণ শিখীবর পড়িলা ভূতলে;
গরজিলা অজাগর—বিজয়ী সংগ্রামে।[11]
কহিলা রাবণানুজ; "স্বচক্ষে দেখিলা
অদ্ভুত ব্যাপার আজি ; নিরর্থ এ নহে,
কহিনু, বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে!
নহে ছায়াবাজী ইহা; আশু যা ঘটিবে,
এ প্রপঞ্চরূপে[12] দেব দেখালে তোমারে;
নির্বীরিবে[13] লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী!"
প্রবেশি শিবিরে তবে রঘুকুলমণি
সাজাইলা প্রিয়ানুজে দেব-অস্ত্রে। আহা,
শোভিলা সুন্দর বীর স্কন্দ[14] তারকারি-
সদৃশ! পরিলা বক্ষে কবচ সুমতি
তারাময়; সরাসনে ঝল ঝল ঝলে
ঝলিল ভাস্বর[15] অসি মণ্ডিত রতনে।
রবির পরিধি সম দীপে পৃষ্ঠদেশে
ফলক; দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত,[16] কাঞ্চনে
জড়িত, তাহার সঙ্গে নিষঙ্গ[17] দুলিল
শরপূর্ণ। বাম হস্তে ধরিলা সাপটি
দেবধনুঃ ধনুর্দ্ধর; ভাতিল মস্তকে
(সৌরকরে গড়া যেন) মুকুট, উজলি
চৌদিক; মুকুটোপরি লড়িল সঘনে
সুচূড়া, কেশরীপৃষ্ঠে লড়য়ে যেমতি
কেশর! রাঘবানুজ সাজিলা হরষে,
তেজস্বী-মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী!
শিবির হইতে বলী বাহিরিলা বেগে—
ব্যগ্র, তুরঙ্গম যথা শৃঙ্গকুলনাদে,
সমরতরঙ্গ যবে উথলে নির্ঘোষে!
বাহিরিলা বীরবর; বাহিরিলা সাথে
বীরবেশে বিভীষণ রণে!
বরষিলা পুষ্প দেব; বাজিল আকাশে
মঙ্গলবাজনা; শূন্যে নাচিল অপ্সরা,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল পূরিল জয়রবে!
আকাশের পানে চাহি, কৃতাঞ্জলিপুটে,
আরাধিল রঘুবর; "তব পদাম্বুজে,
চায় গো আশ্রয় আজি রাঘব ভিখারী,
অম্বিকে! ভুল না, দেবি, এ তব কিঙ্করে!
ধর্ম্মরক্ষা হেতু, মাতঃ, কত যে পাইনু
আয়াস, ও রাঙা পদে অবিদিত নহে।
ভুঞ্জাও ধর্ম্মের ফল, মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে,
অভাজনে; রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃসমরে,
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষ্মণে!
দুর্দ্দান্ত দানবে দলি, নিস্তারিলা তুমি,
দেবদলে, নিস্তারিণি! নিস্তার অধীনে,
মহিষমর্দ্দিনি, মর্দ্দি দুর্ম্মদ রাক্ষসে!"
এইরূপে রক্ষোরিপু স্তুতিলা সতীরে।
যথা সমীরণ বহে পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
রাঘবের আরাধনা কৈলাসসদনে।
হাসিলা দিবিন্দ্র দিবে; পবন অমনি
চালাইলা আশুতরে[18] সে শব্দবাহকে।[19]
শুনি সে সু-আরাধনা, নগেন্দ্রনন্দিনী,
আনন্দে, তথাস্তু, বলি আশীষিলা মাতা।
হাসি দেখা দিল ঊষা উদয়-অচলে
আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে,
দুঃখতমোবিনাশিনী! কূজনিল পাখী
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি, ধাইল চৌদিকে
মধুজীবী; মৃদুগতি চলিলা শর্ব্বরী,
তারাদলে লয়ে সঙ্গে; ঊষার ললাটে
শোভিল একটি তারা, শত-তারা-তেজে!
ফুটিল কুন্তলে ফুল, নব তারাবলী!
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে রাঘব কহিলা;
"সাবধানে যাও, মিত্র। অমূল রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,
রথীবর! নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে—
জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে!"
আশ্বাসিলা মহেস্বাসে বিভীষণ বলী।
"দেবকুলপ্রিয়[20] তুমি, রঘুকুলমণি;
কাহারে ডরাও, প্রভু? অবশ্য নাশিবে
সমরে সৌমিত্রি শূর মেঘনাদ শূরে।"
বন্দি রাঘবেন্দ্রপদ, চলিলা সৌমিত্রি
সহ মিত্র বিভীষণ। ঘন ঘনাবলী

১১. অজগর শব্দটিকে কবি কবিতার ধ্বনি ও মাত্রার অনুরোধে অজাগর লিখেছেন। ১২. মায়ারূপে।
১৩. বীরশূন্য করবে। ১৪. কার্ত্তিক। ১৫. উজ্জ্বল। ১৬. হাতির দাঁতে তৈরি। ১৭. তূণ। ১৮. অতিশীঘ্র। ১৯. বায়ু।
২০. দেবতাদের প্রিয়।

বেড়িল দোঁহারে, যথা বেড়ে হিমানীতে[২১]
কুজ্ঝটিকা গিরিশৃঙ্গে, পোহাইলে রাতি।
চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে দোঁহে।[২২]
যথায় কমলাসনে বসেন কমলা—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী—রক্ষোবধূ-বেশে,
প্রবেশিলা মায়াদেবী সে স্বর্ণ-দেউলে।
হাসিয়া সুধিলা রমা, কেশববাসনা;—
"কি কারণে, মহাদেবি, গতি এবে তব
এ পুরে? কহ, কি ইচ্ছা তোমার, রঙ্গিণি?"
উত্তরিলা মৃদু হাসি মায়া শক্তীশ্বরী;—
"সম্বর, নীলাম্বুসুতে,[২৩] তেজঃ তব আজি;
পশিবে এ স্বর্ণপুরে দেবাকৃতি[২৪] রথী
সৌমিত্রি; নাশিবে শূর, শিবের আদেশে,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দম্ভী মেঘনাদে।—
কালানল সম তেজঃ তব, তেজস্বিনি;
কার সাধ্য বৈরিভাবে পশে এ নগরে?
সুপ্রসন্ন হও, দেবি, করি এ মিনতি,
রাঘবের প্রতি তুমি! তার, বরদানে,
ধর্ম্মপথ-গামী রামে, মাধবরমণি!"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা ইন্দিরা;—
"কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া,[২৫] অবহেলে তব
আজ্ঞা? কিন্তু প্রাণ মম কাঁদে গো স্মরিলে
এ সকল কথা! হায়, কত যে আদরে
পূজে মোরে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রাণী মন্দোদরী,
কি আর কহিব তার? কিন্তু নিজদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি! সম্বরিব, দেবি,
তেজঃ;—প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে?
কহ সৌমিত্রিরে তুমি পশিতে নগরে
নির্ভয়ে। সন্তুষ্ট হয়ে বর দিনু আমি,
সংহারিবে এ সংগ্রামে সুমিত্রানন্দন!"
বলী—অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে!"
চলিলা পশ্চিম দ্বারে কেশববাসনা—
সুরমা, প্রফুল্ল ফুল প্রত্যূষে যেমতি
শিশির-আসারে ধৌত! চলিলা রঙ্গিণী
সঙ্গে মায়া। শুখাইল রম্ভাতরুরাজি;
ভাঙ্গিল মঙ্গলঘট; শুষিলা মেদিনী
বারি। রাঙা পায়ে আসি মিশিল সত্বরে
তেজোরাশি, যথা পশে, নিশা-অবসানে,
সুধাকর-কর-জাল রবি-কর-জালে!
শ্রীভ্রষ্টা হইল লঙ্কা; হারাইলে, মরি!
কুন্তলশোভন মণি ফণিনী যেমনি!
গম্ভীর নির্ঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা
ঘনদল; বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা;
কল্লোলিলা জলপতি; কাঁপিলা বসুধা,
আক্ষেপে, রে রক্ষঃপুরি, তোর এ বিপদে,
জগতের অলঙ্কার তুই, স্বর্ণময়ি!
প্রাচীরে উঠিয়া দোঁহে হেরিলা অদূরে
দেবাকৃতি সৌমিত্রিরে, কুজ্ঝটিকাবৃত
যেন দেব ত্বিষাম্পতি, কিম্বা বিভাবসু
ধূমপুঞ্জে। সাথে সাথে বিভীষণ রথী—
বায়ুসখা সহ বায়ু—দুর্ব্বার সমরে।
কে আজি রক্ষিবে, হায়, রাক্ষসভরসা
রাবণিরে! ঘন বনে, হেরি দূরে যথা
মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে,
সুযোগপ্রয়াসী; কিম্বা নদীগর্ভে যথা
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া, বেগে
যমচক্ররূপী[২৬] নক্র[২৭] ধায় তার পানে
অদৃশ্যে, লক্ষ্মণ শূর, বধিতে রাক্ষসে,
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, বিদায়ি মায়ারে,
স্বমন্দিরে গেলা চলি ইন্দিরা সুন্দরী।
কাঁদিলা মাধবপ্রিয়া! উল্লাসে শুষিলা
অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা—শুষে শুক্তি যথা
যতনে, হে কাদম্বিনি, নয়নাম্বু তব,
অমূল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে
ভাতে যবে স্বাতী[২৮] সতী গগনমণ্ডলে।[২৯]
প্রবল মায়ার বলে পশিলা নগরে
বীরদ্বয়। সৌমিত্রির পরশে খুলিল
দুয়ার অশনি-নাদে; কিন্তু কার কানে
পশিল আরাব? হায়! রক্ষোরথী যত
মায়ার ছলনে অন্ধ, কেহ না দেখিলা
দুরন্ত কৃতান্তদূতসম রিপুদ্বয়ে,

২১. শীতকালে। ২২. দুজনে। ২৩. লক্ষ্মী। ২৪. দেবতার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। ২৫. জগতের আরাধ্যা। ২৬. যমচক্রের ন্যায় ভয়ানক। ২৭. কুমীর। ২৮. একটি নক্ষত্র। চন্দ্রের পত্নীরূপে কথিত। ২৯. স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়লে শুক্তিগর্ভে মুক্তার জন্ম হয়—প্রচলিত বিশ্বাস।

কুসুম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে!
সবিস্ময়ে রামানুজ দেখিলা চৌদিকে
চতুরঙ্গ বল দ্বারে;—মাতঙ্গে নিষাদী,
তুরঙ্গমে সাদীবৃন্দ, মহারথী রথে,
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত—
ভীমাকৃতি ভীমবীর্য্য; অজেয় সংগ্রামে।
কালানল-সম বিভা উঠিছে আকাশে!
হেরিলা সভয়ে বলী সর্ব্বভুক্রূপী
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষেড়নধারী,
সুবর্ণ স্যন্দনারূঢ়; তালবৃক্ষাকৃতি
দীর্ঘ তালজঙ্ঘা শূর—গদাধর যথা
মুর-অরি; গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে
রিপুকুলকাল বলী; বিশারদ রণে,
রণপ্রিয়, বীরমদে প্রমত্ত সতত
প্রমত্ত; চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষ পতি-সম;—
আর আর মহাবলী, দেবদৈত্যনর-
চিরত্রাস! ধীরে ধীরে, চলিলা দুজনে;
নীরবে উভয় পার্শ্বে হেরিলা সৌমিত্রি
শত শত হেম-হর্ম্ম্য, দেউল, বিপণি,[৩০]
উদ্যান, সরসী উৎস; অশ্ব অশ্বালয়ে,
গজালয়ে গজবৃন্দ; স্যন্দন অগণ্য
অগ্নিবর্ণ; অস্ত্রশালা, চারু নাট্যশালা,
মণ্ডিত রতনে, মরি! যথা সুরপুরে!—
লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে—
দেবলোভ, দৈত্যকুল-মাৎসর্য্য[৩১]? কে পারে
গণিতে সাগরে রত্ন, নক্ষত্র আকাশে?
নগর মাঝারে শূর হেরিলা কৌতুকে
রক্ষোরাজরাজগৃহ। ভাতে সারি সারি
কাঞ্চনহীরকস্তম্ভ; গগন পরশে
গৃহচূড়, হেমকূটশৃঙ্গাবলী যথা
বিভাময়ী। হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষুঃ বিনোদিয়া
তুষাররাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি
সৌরকর! সবিস্ময়ে চাহি মহাযশাঃ
সৌমিত্রি, শূরেন্দ্র মিত্র বিভীষণ পানে,
কহিলা—"অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে,
রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে।
এ হেন বিভব, আহা কার ভবতলে?"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি উত্তরিলা বলী
বিভীষণ,—"যা কহিলে সত্য, শূরমণি!
এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে?
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে।
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,—
সাগরতরঙ্গ যথা! চল ত্বরা করি,
রথীবর, সাধ কাজ বধি মেঘনাদে;
অমরতা লভ, দেব, যশঃসুধা-পানে!"
সত্বরে চলিলা দোঁহে,মায়ার প্রসাদে
অদৃশ্য! রাক্ষসবধূ, মৃগাক্ষীগঞ্জিনী,
দেখিলা লক্ষ্মণ বলী সরোবরকূলে,
সুবর্ণ-কলসি কাঁখে, মধুর অধরে
সুহাসি! কমল ফুল ফোটে জলাশয়ে
প্রভাতে! কোথাও রথী বাহিরিছে বেগে
ভীমকায়; পদাতিক, আয়সী-আবৃত,
ত্যজি ফুলশয্যা; কেহ শৃঙ্গ নিনাদিছে
ভৈরবে নিবারি নিদ্রা; সাজাইছে বাজী
বাজীপাল[৩২]; গর্জ্জি গজ সাপটে প্রমদে
মুদ্গর; শোভিছে পট্ট-আবরণ পিঠে
ঝালরে মুকুতাপাঁতি; তুলিছে যতনে
সারথি বিবিধ অস্ত্র স্বর্ণধ্বজ রথে।
বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা,
হায় রে, সুমনোহর, বঙ্গগৃহে যথা
দেবদোলোৎসব বাদ্য; দেবদল যবে,
আবির্ভাবি ভবতলে, পূজেন রমেশে![৩৩]
অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী
কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে
উজলি চৌদিক রূপে, ফুলকুলসখী
উষা যথা! কোথাও বা দধি দুগ্ধ ভারে
লইয়া, ধাইছে ভারী;ক্রমশঃ বাড়িছে
কল্লোল, জাগিছে পুরে পুরবাসী যত।
কেহ কহে, "চল, ওহে উঠিগে প্রাচীরে।
না পাইব স্থান যদি না যাই সকালে
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ জুড়াইব আঁখি
দেখি আজি যুবরাজে সমর-সাজনে,
আর বীরশ্রেষ্ঠ সবে।" কেহ উত্তরিছে
প্রগল্‌ভে,[৩৪] "কি কাজ, কহ, প্রাচীর উপরে?
মুহূর্ত্তে নাশিবে রামে অনুজ লক্ষ্মণে
যুবরাজ, তাঁর শরে কে স্থির জগতে?
দহিবে বিপক্ষদলে, শুষ্ক তৃণে যথা

৩০. দোকান। ৩১. অপরের সৌভাগ্যে ঈর্ষা। ৩২. অশ্বপালক। ৩৩. রাধাকৃষ্ণের দোললীলা প্রসঙ্গ। ৩৪. দর্পভরে।

দহে বহ্নি, রিপুদমী! প্রচণ্ড আঘাতে
দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধিবে অধমে।
রাজপ্রসাদের হেতু অবশ্য আসিবে
রণজয়ী সভাতলে; চল সভাতলে।"
কত যে শুনিলা বলী, কত যে দেখিলা,
কি আর কহিবে কবি? হাসি মনে মনে,
দেবাকৃতি, দেববীর্য্য, দেব-অস্ত্রধারী
চলিলা যশস্বী, সঙ্গে বিভীষণ রথী;—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার শোভিল অদূরে।
কুশাসনে ইন্দ্রজিত পূজে ইষ্টদেবে
নিভৃতে; কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী,
চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে।
পুড়ে ধূপদানে ধূপ; জ্বলিছে চৌদিকে
পূত ঘৃতরসে দীপ; পুষ্প রাশি রাশি,
গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষী, ভরা
হে জাহ্নবি, তব জলে, কলুষনাশিনী
তুমি! পাশে হেম-ঘন্টা, উপহার নানা,
হেম-পাত্রে; রুদ্ধ দ্বার;—বসেছে একাকী
রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—
যোগীন্দ্র—কৈলাস গিরি, তব উচ্চ চূড়ে!
যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে
যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝন্‌ঝনিল অসি
পিধানে, ধ্বনিল বাজি তূণীর-ফলকে,
কাঁপিল মন্দির ঘন বীরপদভরে।
চমকি মুদিত আঁখি মিলিলা রাবণি।
দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী—
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী!
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর, কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলা, "হে বিভাবসু, শুভ ক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে!
কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি আইলা
রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে? এ কি লীলা তব,
প্রভাময়?" পুনঃ বলী নমিলা ভূতলে।
উত্তরিলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি;—
"নাহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া,
রাবণি! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম; দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে।" যথা পথে সহসা হেরিলে
ঊর্ধ্ব ফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি
পথিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে।
সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া!
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড,[৩৫] হায় রে গলিল!
গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল!
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে![৩৬]
বিস্ময়ে কহিলা শূর, "সত্য যদি তুমি
রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজপুরে আজি? রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম অস্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগর-দ্বার; শৃঙ্গধরসম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ; প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে;—
কোন্ মায়াবলে, বলি, ভুলালে এ সবে?
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে? এ প্রপঞ্চে তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে
সর্ব্বভুক্? কি কৌতুক এ তব, কৌতুকি?
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি; কেমনে
এ মন্দিরে পশিবে সে? এখনও দেখ
রুদ্ধ দ্বার! বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে
নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে,
বাঁধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে
শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম[৩৭]। বিলম্বিলে আমি,
ভগ্নোদ্যম রক্ষঃ-চমূ, বিদাও আমারে!"
উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী,—
"কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি!
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে!
মদে মত্ত সদা তুই; দেব-বলে বলী,
তবু অবহেলা, মূঢ় করিস্ সতত
দেবকুলে! এত দিনে মজিলি দুর্ম্মতি;
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে!"
এতেক কহিয়া বলী উলঙ্গিলা অসি
ভৈরবে! ঝলসি আঁখি কালানল-তেজে

৩৫. লৌহপিণ্ড। ৩৬. পৌরাণিক নল-দময়ন্তী প্রসঙ্গ। ৩৭. শিঙ্গাবাদকবৃন্দ।

ভাতিল কৃপাণবর, শক্রকরে যথা
ইরম্মদময় বজ্র! কহিলা রাবণি,—
"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে[৩৮] আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথীকুলপ্রথা আগাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে;—কি আর কহিব?"
জলদ-প্রতিম স্বনে[৩৯] কহিলা সৌমিত্রি,
"আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি,
অবোধ, তেমতি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে।"
কহিলা বাসবজেতা, (অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্ত শূরে শূর তপ্তলৌহাকৃতি
রোষে![৪০]) "ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে,
লক্ষ্মণ! নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয় সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথীবৃন্দ! তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই; তস্কর-সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি!
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,
পামর? কে তোরে হেথা আনিল দুর্ম্মতি?"
চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু
নিক্ষেপিলা ঘোর নাদে লক্ষ্মণের শিরে।
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে
মড়মড়ে! দেব-অস্ত্র বাজিল ঝন্‌ঝনি,
কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে!
বহিল রুধির-ধারা! ধরিলা সত্বরে
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ;—নারিলা তুলিতে
তাহায়! কার্ম্মুক ধরি কর্ষিলা; রহিল
সৌমিত্রির হাতে ধনুঃ! সাপটিলা কোপে
ফলক; বিফল বল সে কাজ সাধনে!
যথা শুণ্ডধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়া
শৃঙ্গধরশৃঙ্গে বৃথা, টানিলা তূণীরে
শূরেন্দ্র! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে!
চাহিলা দুয়ার পানে অভিমানে মানী।
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতম শূল হস্তে, ধূমকেতুসম
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণ রণে!
"এত ক্ষণে"—অরিন্দম কহিলা বিষাদে—
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলীশম্ভুনিভ[৪১]
কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী।
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি[৪২] তোমা, গুরু জন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভুঞ্জিব[৪৩] আহবে।"
উত্তরিলা বিভীষণ; "বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্! রাঘবদাস আমি; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি;—
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে।
স্থাপিলা বিধুরে[৪৪] বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন্ মহাকুলে?
কে বা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী,

৩৮. মহাযুদ্ধ। ৩৯. মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গুরুগম্ভীর শব্দে। ৪০. মহাভারতের অভিমন্যুবধ প্রসঙ্গ। দ্রোণাচার্য, কর্ণ অশ্বত্থামা, দুর্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি—এই সপ্তরথী একযোগে যুদ্ধ করে ব্যূহমধ্যে একা অভিমন্যুকে বধ করেছিলেন। ৪১. শূলধারী মহাদেবের ন্যায়। ৪২. গঞ্জনা করি না। ৪৩. বিনাশ করব। ৪৪. চন্দ্র।

কবে হে বীরকেশোরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথীপ্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা! ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া
এখনি! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের! কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল
দম্ভী; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি, —ভ্রাতৃ-পুত্র তব?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?"
মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে;
"নহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভর্ৎস মোরে
তুমি! নিজ কর্ম্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি![৪৫]
বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে!
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি! পরদোষে কে চাহে মজিতে?"
রুষিলা বাসবত্রাস। গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,[৪৬]
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—"ধর্ম্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি;—কোন্ ধর্ম্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুন স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা![৪৭]
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্ম্মতি।"[৪৮]
হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে
সৌমিত্রি, হুঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলী।
সন্ধানি[৪৯] বিন্ধিলা শূর খরতর শরে
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা
মহেম্বাস শরজালে বিঁধেন তারকে![৫০]
হায় রে, রুধির-ধারা (ভূধর-শরীরে
বহে বরিষার কালে জলস্রোতঃ যথা,)
বহিল, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া মেদিনী!
অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ, ঘন্টা, উপহারপাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে;
যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে
সপ্ত রথী অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা
রথচূড়, রথচক্র; কভু ভগ্ন অসি,
ছিন্ন চর্ম্ম, ভিন্ন বর্ম্ম, যা পাইলা হাতে![৫১]
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম-সঞ্চালনে![৫২] সরোষে রাবণি
ধাইলা লক্ষ্মণ পানে গর্জ্জি ভীম নাদে,
প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী!
মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে
ভীষণ মহিষারূঢ় ভীম দণ্ডধরে;
শূল হস্তে শূলপাণি; শঙ্খ, চক্র গদা
চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ; হেরিলা সভয়ে
দেবকুলরথীবৃন্দে সুদিব্য বিমানে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী
নিষ্ফল[৫৩], হায় রে মরি, কলাধর যথা
রাহুগ্রাসে; কিম্বা সিংহ আনায় মাঝারে!

৪৫. আপনা আপনি বিনষ্ট হলে। ৪৬. ক্রুদ্ধ হয়ে। ৪৭. প্রচলিত উক্তি প্রয়োগ। ৪৮. রামলক্ষ্মণের অনুগামী বিভীষণের প্রতি তিরস্কারবাক্য। ৪৯. লক্ষ্য করে। ৫০. কার্ত্তিক কর্তৃক তারকাসুর বধের পৌরাণিক প্রসঙ্গ। ৫১. মেঘনাদের সঙ্গে লক্ষ্মণের অন্যায়যুদ্ধের প্রসঙ্গে অভিমন্যু-হত্যার উল্লেখ। ৫২. লক্ষ্মণের নিক্ষিপ্ত তীর মেঘনাদ মশকাদি তাড়নের ন্যায় সরিয়ে দিচ্ছেন—হোমরীয় কল্পনার প্রভাবে। ৫৩. বলহীন, নিথর।

ত্যজি ধনুঃ, নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
রামানুজ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে
নয়ন! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র। থরথরি কাঁপিলা বসুধা;
গর্জ্জিলা উথলি সিন্ধু! ভৈরব আরবে
সহসা পূরিল বিশ্ব! ত্রিদিবে, পাতালে,
মর্ত্ত্যে, মরমর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে! যথায় বসি হৈম সিংহাসনে
সভায় কর্ব্বুরপতি, সহসা পড়িল
কনক-মুকুট খসি, রথচূড় যথা
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে।
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে!
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল!
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দুরবিন্দু সুন্দর ললাটে!
মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্ত্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি,
আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে![৫৪]
অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু,
রাক্ষসকুল ভরসা, পরুষ[৫৫] বচনে
কহিলা লক্ষ্মণ শূরে,"বীরকুলগ্লানি,
সুমিত্রানন্দন্ তুই! শত ধিক্ তোরে!
রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে!
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে!
দৈত্যকুলদল[৫৬] ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?
আর কি কহিব তোরে? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,
নরাধম? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস্ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে!
দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে
সে রোষ, কাননে যদি পশিস্ কুমতি!
নারিবে রজনী, মূঢ় আবরিতে তোরে।
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুষিলে?
কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,
কলঙ্কি?" এতেক কহি, বিষাদে সুমতি
মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে।
অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে
চিরানন্দ! লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।
কহিলা রাবণানুজ সজল নয়নে;—
"সুপট্ট-শয়নশায়ী তুমি, ভীমবাহু,
সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে?
কি কহিবে রক্ষোরাজ হেরিলে তোমারে
এ শয্যায়? মন্দোদরী, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী?
শরদিন্দুনিভাননা প্রমীলা সুন্দরী?
সুরবালা-গ্লানি রূপে দিতিসুতা যত
কিঙ্করী? নিকষা সতী—বৃদ্ধা পিতামহী?
কি কহিবে রক্ষঃকুল, চূড়ামণি তুমি
সে কুলে? উঠ, বৎস! খুল্লতাত আমি
ডাকি তোমা—বিভীষণ; কেন না শুনিছ,
প্রাণাধিক? উঠ, বৎস, খুলিব এখনি
তব অনুরোধে দ্বার! যাও অস্ত্রালয়ে
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে!
হে কর্ব্বুরকুলগর্ব্ব, মধ্যাহ্নে কি কভু
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী
জগতনয়নানন্দ? তবে কেন তুমি
এ বেশে, যশস্বি, আজি পড়ি হে ভূতলে?
নাদে শৃঙ্গনাদী, শুন, আহ্বানি তোমারে;
গর্জ্জে গজরাজ, অশ্ব হ্রেষিছে ভৈরবে;
সাজে রক্ষঃঅনীকিনী[৫৭], উগ্রচণ্ডা রণে।
নগর-দুয়ারে অরি, উঠ, অরিন্দম!
এ বিপুল কুলমান রাখ এ সমরে!"
এইরূপে বিলাপিলা বিভীষণ বলী
শোকে। মিত্রশোকে শোকী সৌমিত্রি কেশরী
কহিলা,—"সম্বর খেদ, রক্ষঃচূড়ামণি!
কি ফল এ বৃথা খেদে? বিধির বিধানে
বাধিনু এ যোধে আমি, অপরাধ নহে

৫৪. রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার উল্লেখ। ৫৫. কর্কশ। ৫৬. দৈত্যকুলকে দলন করেছেন যিনি। ৫৭. সৈন্যবাহিনী।

তোমার! যাইব চল যথায় শিবিরে
চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে।
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য শুন কান দিয়া
ত্রিদশ-আলয়ে, শূর।" শুনিলা সুরথী
ত্রিদিব-বাদিত্র-ধ্বনি—স্বপনে যেমনি
মনোহর! বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,
শার্দ্দূলী অবৰ্ত্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিশাদ, পবনবেগে ধায় ঊর্ধ্বশ্বাসে
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা,
হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিষাদে!
কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রথী,
মারি সুপ্ত পঞ্চ শিশু পান্ডবশিবিরে
নিশীথে, বাহিরি, গেলা মনোরথগতি,
হরষে তরাসে ব্যগ্র, দুর্য্যোধন যথা
ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্ররণে![৫৮]
মায়ার প্রসাদে দোঁহে অদৃশ্য, চলিলা
যথায় শিবিরে শূর মৈথিলীবিলাসী।
প্রণমি চরণাম্বুজে, সৌমিত্রি কেশরী
নিবেদিলা করপুটে,—"ও পদ-প্রসাদে,
রঘুবংশ-অবতংস, জয়ী রক্ষোরণে
এ কিঙ্কর! চুম্বি শিরঃ, আলিঙ্গি আদরে
অনুজে, কহিলা প্রভু সজল নয়নে,—
"লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,
হে বাহুবলেন্দ্র! ধন্য বীরকুলে তুমি!
সুমিত্রা জননী ধন্য! রঘুকুলনিধি
ধন্য পিতা দশরথ, জন্মদাতা তব!
ধন্য আমি তবাগ্রজ! ধন্য জন্মভূমি
অযোধ্যা! এ যশঃ তব ঘোষিবে জগতে
চিরকাল! পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম! নিজবলে দুর্ব্বল সতত
মানব; সু-ফল ফলে দেবের প্রসাদে!"
মহামিত্র বিভীষণে সম্ভাষি সুস্বরে
কহিলা বৈদেহীনাথ,—"শুভক্ষণে, সখে
পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে।
রাঘবকুলমঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে!
কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজগুণে,
গুণমণি! গ্রহরাজ দিননাথ যথা,
মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে!
চল সবে, পূজি তাঁরে, শুভঙ্করী যিনি
শঙ্করী!" কুসুমাসার বৃষ্টিলা আকাশে
মহানন্দে দেববৃন্দ; উল্লাসে নাদিল,
"জয় সীতাপতি জয়!" কটক চৌদিকে,—
আতঙ্কে কনক-লঙ্কা জাগিলা সে রবে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে বধো নাম
ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

সপ্তম সর্গ

উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি[১] যেন,
উন্মীলি নয়নপদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে,
চাহিলা মহীর পানে! উল্লাসে হাসিলা
কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।
উৎসবে মঙ্গলবাদ্য উথলে যেমতি
দেবালয়ে, উথলিল সুস্বরলহরী
নিকুঞ্জে। বিমল জলে শোভিল নলিনী;
স্থলে সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষী হেম সূর্য্যমুখী।
নিশীর শিশিরে যথা অবগাহে দেহ
কুসুম, প্রমীলা সতী, সুবাসিত জলে
স্নানি পীনপয়োধরা, বিনানিলা বেণী।
শোভিল মুকুতাপাঁতি সে চিকণ কেশে,
চন্দ্রমার রেখা যথা ঘনাবলী মাঝে
শরদে![২] রতনময় কঙ্কণ লইলা
ভূষিতে মৃণালভুজ সুমৃণালভুজা;—
বেদনিল বাহু, আহা, দৃঢ় বাঁধে যেন,
কঙ্কণ! কোমল কণ্ঠে স্বর্ণকণ্ঠমালা
ব্যথিল কোমল কণ্ঠ! সম্ভাষি বিস্ময়ে
বসন্তসৌরভা সখী বাসন্তীরে, সতী
কহিলা,—"কেন লো, সই, না পারি পরিতে
অলঙ্কার? লঙ্কাপুরে কেন বা শুনিছি

৫৮. মহাভারতের দুর্যোধনের মৃত্যু ও অশ্বত্থামা কৃপাচার্য কর্তৃক দ্রৌপদীর পঞ্চ শিশুপুত্রের হত্যাকাহিনী প্রসঙ্গ।

১. ব্রহ্মা। ২. পতিপ্রাণা প্রমীলার রূপসজ্জার মাধ্যমে কবির হৃদয়ের গভীর সহানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। মেঘনাদের মৃত্যু সংবাদ তখনো প্রমীলা পাননি।

রোদন-নিনাদ দূরে, হাহাকার ধ্বনি?
বামেতর আঁখি মোর নাচিছে সতত;
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ! না জানি, স্বজনি,
হায় লো, না জানি আজি পড়ি কি বিপদে?
যজ্ঞাগারে প্রাণনাথ, যাও তাঁর কাছে,
বাসন্তি! নিবার যেন না যান সমরে
এ কুদিনে বীরমণি। কহিও জীবেশে
অনুরোধে দাসী তাঁর ধরি পা দুখানি!"
নীরবিলা বীণাবাণী, উত্তরিলা সখী
বাসন্তী, "বাড়িছে ক্রমে, শুন কান দিয়া
আর্ত্তনাদ, সুবদনে! কেমনে কহিব
কেন কাঁদে পুরবাসী? চল আশুগতি
দেবের মন্দিরে যথা দেবী মন্দোদরী
পূজিছেন আশুতোষে। মত্ত রণমদে,
রথ, রথী, গজ, অশ্ব চলে রাজপথে;
কেমনে যাইব আমি যজ্ঞাগারে, যথা
সাজিছেন রণবেশে সদা রণজয়ী
কান্ত তব, সীমন্তিনি?" চলিলা দুজনে
চন্দ্রচূড়ালয়ে, যথা রক্ষঃকুলেশ্বরী
আরাধেন চন্দ্রচূড়ে রক্ষিতে নন্দনে—
বৃথা! ব্যগ্রচিত্ত দোঁহে চলিলা সত্বরে।
বিরসবদন এবে কৈলাস-সদনে
গিরিশ। বিষাদে ঘন নিশ্বাসি ধূর্জ্জটি,
হৈমবতী পানে চাহি, কহিলা, "হে দেবি,
পূর্ণ মনোরথ তব; হত রথীপতি
ইন্দ্রজিৎ কাল রণে! যজ্ঞাগারে বলী
সৌমিত্রি নাশিল তারে মায়ার কৌশলে!
পরম ভকত মম রক্ষঃকুলনিধি,
বিধুমুখি! তার দুঃখে সদা দুঃখী আমি।
এই যে ত্রিশূল, সতি হেরিছ এ করে,
ইহার আঘাত হতে গুরুতর বাজে
পুত্রশোক! চিরস্থায়ী, হায়, সে বেদনা,—
সর্ব্বহর কাল তহে না পারে হরিতে!
কি কবে রাবণ, সতি, শুনি হত রণে
পুত্রবর? অকস্মাৎ মরিবে, যদ্যপি
নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুদ্রতেজোদানে।
তুষিনু বাসবে, সাধ্বি, তব অনুরোধে[৩];
দেহ অনুমতি এবে তুষি দশাননে।"
উত্তরিলা কাত্যায়নী, "যাহা ইচ্ছা কর,
ত্রিপুরারি![৪] বাসবের পূরিবে বাসনা,
ছিল ভিক্ষা তব পদে, সফল তা বে।
দাসীর ভকত, প্রভু, দাশরথি রথী;
এ কথাটি, বিশ্বনাথ থাকে যেন মনে!
আর কি কহিবে দাসী ও পদরাজীবে?"
হাসিয়া স্মরিলা শূলী বীরভদ্র শূরে।
ভীষণ-মূরতি রথী প্রণমিলে পদে
সাষ্টাঙ্গে, কহিলা হর,—"গতজীব রণে
আজি ইন্দ্রজিৎ, বৎস। পশি যজ্ঞাগারে,
নাশিল সৌমিত্রি তারে উমার প্রসাদে।
ভয়াকুল দূতকুল এ বারতা দিতে
রক্ষোনাথে। বিশেষতঃ কি কৌশলে বলী
সৌমিত্রি নাশিলা রণে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
নাহি জানে রক্ষোদূত। দেব ভিন্ন, রথি,
কার সাধ্য দেবমায়া বুঝে এ জগতে।
কনক-লঙ্কায় শীঘ্র যাও, ভীমবাহু,
রক্ষোদূতবেশে তুমি; ভর, রুদ্রতেজে,
নিকষানন্দনে আজি আমার আদেশে।"
চলিলা আকাশপথে বীরভদ্র বলী
ভীমাকৃতি; ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে
সভয়ে; সৌন্দর্য্যতেজে হীনতেজাঃ রবি,
সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে।
ভয়ঙ্করী শূলছায়া পড়িল ভূতলে।
গম্ভীর নিনাদে নাদি অম্বুরাশিপতি
পূজিলা ভৈরবদূতে। উতরিলা রথী
রক্ষঃপুরে ; পদচাপে থর থর থরি
কাঁপিল কনক-লঙ্কা, বৃক্ষশাখা যথা
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে।
পশি যজ্ঞাগারে শূর দেখিলা ভূতলে
বীরেন্দ্র! প্রফুল্ল, হায় কিংশুক[৫] যেমতি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে।
সজল নয়নে বলী হেরিলা কুমারে।
ব্যথিল অমর-হিয়া মর-দুঃখ হেরি।
কনক-আসনে যথা দশানন রথী,
রক্ষঃকুলচূড়ামণি, উতরিলা তথা
দূতবেশে বীরভদ্র, ভস্মরাশি মাঝে
গুপ্ত বিভাবসু সম তেজোহীন এবে।

৩. ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে মহাদেবের শোক। ৪. ত্রিপুর অসুর সংহারক শিব। ৫. পলাশ।

প্রণামের ছলে বলী আশীষি রাক্ষসে,
দাঁড়াইলা করপুটে[৬], অশ্রুময় আঁখি,
সম্মুখে। বিস্ময়ে রাজা সুধিলা, "কি হেতু
হে দূত, রসনা তব বিরত সাধিতে
স্বকর্ম্ম? মানব রাম, নহ ভৃত্য তুমি
রাঘবের, তবে কেন, হে সন্দেশ-বহ,
মলিন বদন তব? দেবদৈত্যজয়ী
লঙ্কার পঙ্কজরবি সাজিছে সমরে
আজি, অমঙ্গল বার্ত্তা কি মোরে কহিবে?
মরিল রাঘব যদি ভীষণ অশনি-
সম প্রহরণে রণে, কহ সে বারতা,
প্রসাদি তোমারে আমি।" ধীরে উত্তরিলা
ছদ্মবেশী; "হায়, দেব, কেমনে নিবেদি
অমঙ্গল বার্ত্তা পদে, ক্ষুদ্র প্রাণী আমি?
অভয় প্রদান অগ্রে, হে কর্ব্বুরপতি,
কর দাসে!" ব্যগ্রচিত্তে উত্তরিলা বলী,
"কি ভয় তোমার, দূত? কহ ত্বরা করি,
শুভাশুভ ঘটে ভবে বিধির বিধানে।
দানিনু অভয়, ত্বরা কহ বার্ত্তা মোরে!"
বিরূপাক্ষচর বলী রক্ষোদূতবেশী
কহিলা, "হে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, হত রণে আজি
কর্ব্বুর-কুলের গর্ব্ব মেঘনাদ রথী!"
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বিঁধিলে
মৃগেন্দ্রে নশ্বর শরে, গর্জ্জি ভীম নাদে
পড়ে মহীতলে হরি, পড়িলা ভূপতি
সভায়! সচিববৃন্দ, হাহাকার রবে,
বেড়িল চৌদিকে শূরে; কেহ বা আনিল
সুশীতল বারি পাত্রে, বিউনিল[৭] কেহ।
রুদ্রতেজে বীরভদ্র আশু চেতনিলা
রক্ষোবরে। অগ্নিকণা পরশে যেমতি
বারুদ উঠিয়া বলী, আদেশিলা দূতে
"কহ, দূত, কে বধিল চিররণজয়ী
ইন্দ্রজিতে আজি রণে? কহ শীঘ্র করি।"
উত্তরিলা ছদ্মবেশী; "ছদ্মবেশে পশি
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে সৌমিত্রি কেশরী,
রাজেন্দ্র, অন্যায় যুদ্ধে বধিল কুমতি
বীরেন্দ্রে! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমনি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে,
মন্দিরে দেখিনু শূরে। বীরশ্রেষ্ঠ তুমি
রক্ষোনাথ, বীরকর্ম্মে ভুল শোক আজি।
রক্ষঃকুলাঙ্গনা, দেব, আর্দ্রিবে মহীরে
চক্ষুঃজলে। পুত্রহানী[৮] শত্রু যে দুর্ম্মতি,
ভীম প্রহরণে তারে সংহারি সংগ্রামে,
তোষ তুমি, মহেম্বাস, পৌর জনগণে!"
আচম্বিতে দেবদূত অদৃশ্য হইলা,
স্বর্গীয় সৌরভে সভা পূরিল চৌদিকে।
দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী,
ভীষণ ত্রিশূল-ছায়া।[৯] কৃতাঞ্জলিপুটে
প্রণমি, কহিলা শৈব ; "এত দিনে, প্রভু,
ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে
তোমার? এ মায়া, হায়, কেমনে বুঝিব
মূঢ় আমি, মায়াময়? কিন্তু অগ্রে পালি
আজ্ঞা তব, হে সর্ব্বজ্ঞ; পরে নিবেদিব
যা কিছু আছে এ মনে ও রাজীবপদে।"
সরোষে—তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে—
কহিলা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, "এ কনক-পুরে,
ধনুর্দ্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে!"
উথলিল সভাতলে দুন্দুভির ধ্বনি,
শৃঙ্গনিনাদক যেন, প্রলয়ের কালে,
বাজাইলা শৃঙ্গবরে গম্ভীর নিনাদে!
যথা সে ভৈরব রবে কৈলাস-শিখরে
সাজে আশু ভূতকুল সাজিল চৌদিকে
রাক্ষস; টলিল লঙ্কা বীরপদভরে!
বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রামে বেগে
স্বর্ণধ্বজ; ধূম্রবর্ণ বারণ, আস্ফালি
ভীষণ মুদ্গর শুণ্ডে; বাহিরিল হ্রেষে
তুরঙ্গম, চতুরঙ্গে আইলা গর্জ্জিয়া
চামর[১০], অমর-ত্রাস; রথীবৃন্দ সহ
উদগ্র[১০], সমরে উগ্র; গজবৃন্দ মাঝে
বাস্কল[১০], জীমূতবৃন্দ মাঝারে যেমতি
জীমূতবাহন বজ্রী ভীম বজ্র করে!
বাহিরিল হুহুঙ্কারি অসিলোমা[১০] বলী
অশ্বপতি; বিড়ালাক্ষ[১০] পদাতিকদলে
মহাভয়ঙ্কর রক্ষঃ দুর্ম্মদ সমরে!

৬. যুক্ত করে। ৭. বাতাস করল। ৮. পুত্রকে যে হনন করল। ৯. রাবণ শিবের উপাসক ছিলেন। ১০. কবি চামর, উদগ্র, বাস্কল, অসিলোমা, বিড়ালাক্ষ প্রভৃতি রাক্ষস সেনাপতিদের নাম মার্কণ্ডেয় চণ্ডী থেকে গ্রহণ করেছেন।

আইল পতাকীদল, উড়িল পতাকা,
ধূমকেতুরাশি যেন উদিল সহসা
আকাশে! রাক্ষসবাদ্য বাজিল চৌদিকে।
যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী
চণ্ডী, দেব-অস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে
অট্টহাসি, লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী
রক্ষঃকুল-অনীকিনী—উগ্রচণ্ডা রণে।[১১]
গজরাজতেজঃ ভুজে; অশ্বগতি পদে;
স্বর্ণরথ শিরঃচূড়া; অঞ্চল পতাকা
রত্নময়; ভেরী, তূরী, দুন্দুভি, দামামা
আদি বাদ্য সিংহনাদ! শেল, শক্তি, জাটি,
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদ্গর,
পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত—শোভে দন্তরূপে!
জনমিল নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে!
থর থর থরে মহী কাঁপিলা সঘনে;
কল্লোলিলা উথলিয়া সভয়ে জলধি;
অধীর ভূধরব্রজ[১২],—ভীমার গর্জ্জনে,
পুনঃ যেন জন্মি চণ্ডী নিনাদিলা রোষে!
চমকি শিবিরে শূর রবিকুলরবি
কহিলা সম্ভাষি মিত্র বিভীষণে, "দেখ,
হে সখে, কাঁপিছে লঙ্কা মুহুর্মুহুঃ এবে
ঘোর ভূকম্পনে যেন! ধূমপুঞ্জ উড়ি
আবরিছে দিননাথে ঘন ঘন রূপে;
উজলিছে নভস্তল ভয়ঙ্করী বিভা,
কালাগ্নিসম্ভবা যেন শুন, কান দিয়া,
কল্লোল, জলধি যেন! উথলিছে দূরে
লয়িতে[১৩] প্রলয়ে বিশ্ব!" কহিলা—সত্রাসে
পাণ্ডুগণ্ডদেশ রক্ষঃ, মিত্রচূড়ামণি,
"কি আর কহিব দেব? কাঁপিছে এ পুরী
রক্ষোবীরপদভরে, নহে ভূকম্পনে!
কালাগ্নিসম্ভবা বিভা নহে যা দেখিছ
গগনে, বৈদেহীনাথ; স্বর্ণবর্ম্ম-আভা
অস্ত্রাদির তেজঃ সহ মিশি উজলিছে
দশ দিশ! রোধিছে যে কোলাহল, বলি,
শ্রবণকুহর এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি;
গরজে রাক্ষসচমু, মাতি বীরমদে।
আকুল পুত্রেন্দ্রশোকে, সাজিছে সুরথী
লঙ্কেশ! কেমনে, কহ রক্ষিবে লক্ষ্মণে,
আর যত বীরে, বীর, এ ঘোর সঙ্কটে?"
সুস্বরে কহিলা প্রভু, "যাও ত্বরা করি
মিত্রবর, আন হেথা আহ্বানি সত্বরে
সৈন্যাধ্যক্ষদলে তুমি। দেবাশ্রিত সদা,
এ দাস; দেবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে।"
শৃঙ্গ ধরি রক্ষোবর নাদিলা ভৈরবে।
আইলা কিষ্কিন্ধ্যানাথ গজপতিগতি;
রণবিশারদ শূর অঙ্গদ; আইলা
নল, নীল দেবাকৃতি; প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনু; জম্বুবান বলী;
বীরকুলর্ষভ বীর শরভ; গবাক্ষ
রক্তাক্ষ, রাক্ষসত্রাস; আর নেতা যত।
সম্ভাষি বীরেন্দ্রদলে যথাবিধি বলী
রাঘব, কহিলা প্রভু ; "পুত্রশোকে আজি
বিকল রাক্ষসপতি সাজিছে সত্বরে
সহ রক্ষঃ-অনীকিনী ; সঘনে চলিছে
বীরপদভরে লঙ্কা! তোমরা সকলে
ত্রিভুবনজয়ী রণে; সাজ ত্বরা করি ;
রাখ গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে।
স্ববন্ধুবান্ধবহীন বনবাসী আমি
ভাগ্যদোষে; তোমরা হে রামের ভরসা,
বিক্রম, প্রতাপ,রণে! একমাত্র রথী
জীবে লঙ্কাপুরে এবে ; বধ আজি তারে,
বীরবৃন্দ! তোমাদেরি প্রসাদে বাঁধিনু
সিন্ধু; শূলীশম্ভুনিভ কুম্ভকর্ণ শূরে
বধিনু তুমুল যুদ্ধে; নাশিল সৌমিত্রি
দেবদৈত্যনরত্রাস ভীম মেঘনাদে!
কুল, মান, প্রাম মোর রাখ হে উদ্ধারি,
রঘুবন্ধু, রঘুবধু, বদ্ধা কারাগারে
রক্ষঃ-ছলে! স্নেহপণে কিনিয়াছ রামে
তোমরা; বাঁধ হে আজি কৃতজ্ঞতা-পাশে
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য[১৪] দাক্ষিণ্য[১৫] প্রকাশি!"
নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে।
বারিদপ্রতিম[১৬] স্বনে স্বনি উত্তরিলা
সুগ্রীব ; "মরিব, নহে মারিব রাবণে,
এ প্রতিজ্ঞা, শূরশ্রেষ্ঠ, তব পদতলে!
ভুঞ্জি রাজ্যসুখ, নাথ, তোমার প্রসাদে;—
ধনমানদাতা তুমি ; কৃতজ্ঞতা-পাশে
চির বাঁধা, এ অধীন, ও পদপঙ্কজে!
আর কি কহিব,শূর? মম সঙ্গীদলে

১১. মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রসঙ্গ। ১২. পর্বতসমূহ। ১৩. লয় বা বিনাশ সাধন করতে। ১৪. দক্ষিণভারতের অধিবাসীবৃন্দের প্রতি সম্বোধন। ১৫. দয়া। ১৬. মেঘের ন্যায়।

নাহি বীর, তব কর্ম্ম সাধিতে যে ডরে
কৃতান্ত! সাজুক রক্ষঃ, যুঝিব আমরা
অভয়ে!" গর্জ্জিলা রোষে সৈন্যাধ্যক্ষ যত,
গর্জ্জিলা বিকট ঠাট[১৭] জয় রাম নাদে!
সে ভৈরব রবে রুষি, রক্ষঃ-অনীকিনী
নিনাদিলা বীরমদে, নিনাদেন যথা
দানবদলনী দুর্গা দানবনিনাদে!—
পূরিল কনক-লঙ্কা গম্ভীর নির্ঘোষে!
কমল-আসনে যথা বসেন কমলা,
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী, পশিল সে স্থলে
আবাব; চমকি সতী উঠিলা সত্বরে।
দেখিলা পদ্মাক্ষী, রক্ষঃ সাজিছে চৌদিকে
ক্রোধান্ধ; রাক্ষসধ্বজ উড়িছে আকাশে,
জীবকুল-কুলক্ষণ! বাজিছে গম্ভীরে
রক্ষোবাদ্য। শূন্যপথে চলিলা ইন্দিরা—
শরদিন্দুনিভাননা[১৮]—বৈজয়ন্ত ধামে।
বাজিছে বিবিধ বাদ্য ত্রিদশ-আলয়ে;
নাচিছে অপ্সরাবৃন্দ; গাইছে সুতানে
কিন্নর; সুবর্ণাসনে দেবদেবীদলে
দেবরাজ, বামে শচী সুচারুহাসিনী;
অনন্ত বাসন্তানিল বহিছে সুস্বনে;
বর্ষিছে মন্দারপুঞ্জ গন্ধর্ব্ব চৌদিকে।
পশিলা কেশব-প্রিয়া দেবসভাতলে।
প্রণমি কহিলা ইন্দ্র, "দেহ পদধূলি,
জননি; নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে—
গতজীব রণে আজি দুরন্ত রাবণি!
ভুঞ্জিব স্বর্গের সুখ নিরাপদে এবে।
কৃপাদৃষ্টি যার প্রতি কর, কৃপাময়ি,
তুমি, কি অভাব তার?" হাসি উত্তরিলা
রত্নাকররত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী,—
"ভূতলে পতিত এবে, দৈত্যকুলরিপু,
রিপু তব; কিন্তু সাজে রক্ষোবলদলে
লঙ্কেশ, আকুল রাজা প্রতিবিধানিতে
পুত্রবধ! লক্ষ রক্ষঃ সাজে তার সনে।
দিতে এ বারতা, দেব, আইনু এ দেশে।
সাধিল তোমার কর্ম্ম সৌমিত্রি সুমতি;
রক্ষ তারে, আদিতেয়! উপকারী জনে,
মহৎ যে প্রাণ-পণে উদ্ধারে বিপদে!
আর কি কহিব, শক্র? অবিদিত নহে
রক্ষঃকুলপরাক্রম! দেখ চিন্তা করি,
কি উপায়ে শচীকান্ত, রাখিবে রাঘবে।"
উত্তরিলা দেবপতি,—"স্বর্গের উত্তরে,
দেখ চেয়ে, জগদম্বে, অম্বর প্রদেশে;—
সুসজ্জ অমরদল। বাহিরায় যদি
রণ-আশে মহেম্বাস রক্ষঃকুলপতি,
সমরিব তার সঙ্গে রঙ্গে, দয়াময়ি।—
না ডরি রাবণে, মাতঃ, রাবণি বিহনে!"
বাসবীয় চমূ রমা দেখিলা চমকি
স্বর্গের উত্তর ভাগে। যত দূর চলে
দেবদৃষ্টি, দৃষ্টি দানে হেরিলা সুন্দরী
রথ, গজ, অশ্ব, সাদী, নিষাদী, সুরথী,
পদাতিক যমজীয়, বিজয়ী সমরে।
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, কালাগ্নি-সদৃশ
তেজে; শিখিধ্বজরথে স্কন্দ তারকারি
সেনানী, বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী।
জ্বলিছে অম্বর যথা বন দাবানলে;
ধূমপুঞ্জ সম তাহে শোভে গজরাজী;
শিখারূপে শূলগ্রাম ভাতিছে ঝলসি
নয়ন! চপলা যেন অচলা, শোভিছে
পতাকা; রবিপরিধি জিনি তেজোগুণে,
ঝকঝকে চর্ম্ম; বর্ম্ম ঝলে ঝলঝলে!
সুধিলা মাধবপ্রিয়া;—"কহ দেবনিধি
আদিতেয়, কোথা এবে প্রভঞ্জন-আদি
দিক্‌পাল? ত্রিদিবসৈন্যে শূন্য কেন হেরি
এ বিরহে?" উত্তরিলা শচীকান্ত বলী;
"নিজ নিজ রাজ্য আজি রক্ষিতে দিক্‌পালে
আদেশিনু, জগদম্বে। দেবরক্ষোরণে,
(দুর্জ্জয় উভয় কুল) কে জানে কি ঘটে?—
হয়ত মজিবে মহী, প্রলয়ে যেমতি,
আজি, এ বিপুল সৃষ্টি যাবে রসাতলে!"
আশীষিয়া সুকেশিনী কেশববাসনা
দেবেশে, লঙ্কায় মাতা সত্বরে ফিরিলা
সুবর্ণ ঘনবাহনে; পশি স্বমন্দিরে,
বিষাদে কমলাসনে বসিলা কমলা,—
আলো করি দশ দিস রূপের কিরণে,
বিরসবদন, মরি, রক্ষঃকুলদুঃখে!
রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষঃকুলপতি;—
হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে
চৌদিকে রথীন্দ্রদল! বাজিছে অদূরে
রণবাদ্য;রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে,
অসঙ্খ্য রক্ষোসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে।
হেন কালে সভাতলে উতরিলা রাণী

১৭. সৈন্যশ্রেণী। ১৮. শরতের চাঁদের ন্যায় মুখ যে রমণীর।

মন্দোদরী, শিশুশূন্য নীড় হেরি যথা
আকুলা কপোতী, হায়! ধাইছে পশ্চাতে
সখীদল। রাজপদে পড়িলা মহিষী।
যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে
রক্ষোরাজ, "বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি। তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব!
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ। যাও ফিরি; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণি মন্দোদরী?
বনসুশোভন শাল ভূপতিত আজি;
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবর শিরে;
গগনরতন শশী চিররাহুগ্রাসে!"
ধরাধরি করি সখী লইলা দেবীরে
অবরোধে! ক্রোধভরে বাহিরি, ভৈরবে
কহিলা রাক্ষসনাথ, সম্বোধি রাক্ষসে ;—
"দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী; যার শরজালে
কাতর দেবেন্দ্র সহ দেবকুল-রথী ;
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে ;—
হত সে বীরেশ আজি অন্যায় সমরে,
বীরবৃন্দ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে,
সৌমিত্রি বধিল পুত্রে, নিরস্ত্র সে যবে
নিভৃতে। প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী, আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহপাত্র তার যত—পিতা, মাতা ভ্রাতা,
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে,
স্বর্ণলঙ্কা-অলঙ্কার! বহুকালাবধি
পালিয়াছি পুত্রসম তোমা সবে আমি;—
জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে, কোন্ বংশখ্যাতি
রক্ষোবংশখ্যাতিসম? কিন্তু দেব নরে
পরাভবি, কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে
বৃথা! নিদারুণ বিধি, এত দিনে এবে
বামতম[১৯] মম প্রতি; তেঁই শুখাইল
জলপূর্ণ আলবাল[২০] অকাল নিদাঘে!
কিন্তু না বিলাপি আমি। কি ফল বিলাপে?
আর কি পাইব তারে? অশ্রুবারিধারা,
হায় রে, দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া
কঠিন? সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্ম্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপট-সমরী[২১];
বৃথা যদি রত্ন আজি, আর না ফিরিব—
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে
এ জন্মে! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি!
দেবদৈত্যনরত্রাস তোমরা সমরে;
বিশ্বজয়ী; স্মরি তারে, চল রণস্থলে;
মেঘনাদ হত রণে; এ বারতা শুনি,
কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্ব্বুরকুলে,
কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব মেঘনাদ বলী!"
নীরবিলা মহেস্বাস নিশ্বাসি বিষাদে।
ক্ষোভে রোষে রক্ষঃসৈন্য নাদিলা নির্ঘোষে,
তিতিয়া মহীরে, মরি, নয়ন-আসারে!
শুনি সে ভীষণ স্বন নাদিলা গম্ভীরে
রঘুসৈন্য। ত্রিদিবেন্দ্র নাদিলা ত্রিদিবে!
রুষিলা বৈদেহীনাথ, সৌমিত্রি কেশরী,
সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনু, নেতৃনিধি যত,
রক্ষোযম; নল, নীল, শরভ সুমতি,—
গর্জ্জিল বিকট ঠাট জয় রাম নাদে!
মন্দ্রিলা জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে ;
ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব, গর্জ্জিল অশনি ;
চামুণ্ডার হাসিরাশিসদৃশ হাসিল
সৌদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিলা
দুর্ম্মদ দানবদলে, মত্ত রণমদে।"
ডুবিলা তিমিরপুঞ্জে তিমির-বিনাশী
দিনমণি; বায়ুদল বহিলা চৌদিকে
বৈশ্বানরশ্বাসরূপে; জ্বলিল কাননে
দাবাগ্নি; প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহসা
পুরী, পল্লী; ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে
অট্টালিকা, তরুরাজী; জীবন ত্যজিল
উচ্চ কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি!
মহাভয়ে ভীতা মহী কাঁদিয়া চলিলা
বৈকুণ্ঠে। কনকাসনে বিরাজেন যথা
মাধব, প্রণমি সাধ্বী আরাধিলা দেবে;—

১৯. একান্ত বিমুখ। ২০. গাছের গোড়ায় জল আটকাবার জন্য গোলাকার মাটির ঘেরা। ২১. সমরে যে কপটতার আশ্রয় নেয়। ২২. মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রসঙ্গ।

"বারে বারে অধীনীরে, দয়াসিন্ধু তুমি,
হে রমেশ, তরাইলা বহু মূর্ত্তি ধরি ;
কূর্ম্মপৃষ্ঠে তিষ্ঠাইলা দাসীরে প্রলয়ে
কূর্ম্মরূপে;[২৩] বিরাজিনু দশনশিখরে
আমি, (শশাঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখা-
সদৃশী) বরাহমূর্ত্তি ধরিলা যে কালে,
দীনবন্ধু![২৪] নরসিংহবেশে বিনাশিয়া
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে, জুড়ালে দাসীরে![২৫]
খর্ব্বিলা বলির গর্ব্ব খর্ব্বাকারছলে,
বামন![২৬] বাঁচিনু, প্রভু, তোমার প্রসাদে!
আর কি কহিব, নাথ! পদাশ্রিতা দাসী!
তেঁই পাদপদ্মতলে এ বিপত্তিকালে।"
হাসি সুমধুর স্বরে সুধিলা মুরারি,
"কি হেতু কাতরা আজি, কহ জগন্মাতাঃ
বসুধে? আয়াসে আজি কে বৎসে, তোমারে?"
উত্তরিলা কাঁদি মহী; "কি না তুমি জান,
সর্ব্বজ্ঞ? লঙ্কার পানে দেখ, প্রভু, চাহি।
রণে মত্ত রক্ষোরাজ; রণে মত্ত বলী
রাঘবেন্দ্র; রণে মত্ত ত্রিদিবেন্দ্র রথী!
মদকল করিত্রয় আয়াসে[২৭] দাসীরে!
দেবতাকৃতি রথীপতি সৌমিত্রি কেশরী
বধিলা সংগ্রামে আজি ভীম মেঘনাদে;
আকুল বিষম শোকে রক্ষঃকুলনিধি
করিল প্রতিজ্ঞা, রণে মারিবে লক্ষ্মণে;
করিলা প্রতিজ্ঞা ইন্দ্র রক্ষিতে তাহারে
বীরদর্পে ;—অবিলম্বে, হায়, আরম্ভিবে
কাল রণ, পীতাম্বর স্বর্ণলঙ্কাপুরে
দেব, রক্ষঃ, নর রোষে। কেমনে সহিব
এ ঘোর যাতনা, নাথ কহ তা আমারে?"
চাহিলা রমেশ হাসি স্বর্ণলঙ্কা পানে।
দেখিলা রাক্ষসবল বাহিরিছে দলে
অসংখ্য, প্রতিঘ-অন্ধ[২৮], চতুঃস্কন্ধরূপী।
চলিছে প্রতাপ আগে জগত কাঁপায়ে;
পশ্চাতে শব্দ চলে শ্রবণ বধিরি;
চলিছে পরাগ[২৯] পরে দৃষ্টিপথ রোধি
ঘন ঘনাকাররূপে![৩০] টলিছে সঘনে
স্বর্ণলঙ্কা! বহির্ভাগে দেখিলা শ্রীমতি
রঘুসৈন্য; উর্ম্মিকুল সিন্ধুমুখে যথা
চির-অরি প্রভঞ্জন দেখা দিলে দূরে।
দেখিলা পুণ্ডরীকাক্ষ[৩১], দেবদল বেগে
ধাইছে লঙ্কার পানে, পক্ষিরাজ যথা
গরুড়, হেরিয়া দূরে সদা-ভক্ষ্য ফণী,
হুঙ্কারে! পূরিছে বিশ্ব গম্ভীর নির্ঘোষে!
পলাইছে যোগীকুল যোগ যাগ ছাড়ি;
কোলে করি শিশুকুলে কাঁদিছে জননী,
ভয়াকুলা; জীবব্রজ ধাইছে চৌদিকে
ছন্নমতি! ক্ষণকাল চিন্তি চিন্তামণি
(যোগীন্দ্র-মানস-হংস) কহিলা মহীরে ;—
"বিষম বিপদ, সতি, উপস্থিত দেখি
তব পক্ষে! বিরূপাক্ষ, রুদ্রতেজোদানে,
তেজস্বী করিলা আজি রক্ষঃকুলরাজে।
না হেরি উপায় কিছু ; যাহ তাঁর কাছে,
মেদিনি!" পদারবিন্দে কাঁদি উত্তরিলা
বসুন্ধরা; "হায়, প্রভু, দুরন্ত সংহারী
ত্রিশূলী; সতত রত নিধনসাধনে!
নিরন্তর তমোগুণে পূর্ণ ত্রিপুরারি।
কাল-সর্প-সাধ, সৌরি[৩২], সদা দগ্ধাইতে,
উগরি বিষাগ্নি, জীবে! দয়াসিন্ধু তুমি,
বিশ্বম্ভর; বিশ্বভার তুমি না বহিলে,
কে আর বহিবে, কহ? বাঁচাও দাসীরে,
হে শ্রীপতি, এ মিনতি ও রাঙা চরণে!"
উত্তরিলা হাসি বিভু, "যাও নিজ স্থলে,
বসুধে; সাধিব কার্য্য তোমার, সম্বরি
দেববীর্য্য। না পারিবে রক্ষিতে লক্ষ্মণে
দেবেন্দ্র, রাক্ষসদুঃখে দুঃখী উমাপতি।"
মহানন্দে বসুন্ধরা গেলা নিজ স্থলে।
কহিলা গরুড়ে প্রভু, "উড়ি নভোদেশে,
গরুত্মান্, দেবতেজঃ হর আজি রণে,
হরে অম্বুরাশি যথা তিমিরারি রবি;
কিম্বা তুমি, বৈনতেয়, হরিলা যেমতি
অমৃত। নিস্তেজ দেবে আমার আদেশে।"
বিস্তারি বিশাল পক্ষ, উড়িলা আকাশে
পক্ষিরাজ; মহাছায়া পড়িল ভূতলে,
আঁধারি অযুত বন, গিরি, নদ, নদী।

২৩. বিষ্ণুর কূর্ম অবতারের পৌরাণিক প্রসঙ্গ। ২৪. বিষ্ণুর বরাহ অবতারের প্রসঙ্গ। ২৫. বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতারের প্রসঙ্গ। ২৬. বিষ্ণুর বামনাবতারের প্রসঙ্গ। ২৭. ক্লেশ দেয়। ২৮. ক্রোধে অন্ধের ন্যায়। ২৯. ধুলো। ৩০. মেঘের আকৃতিতে। ৩১. বিষ্ণু বা নারায়ণ। ৩২. সূর্যপুত্র যম।

যথা গৃহমাঝে বহ্নি জ্বলিলে উত্তেজে,
গবাক্ষ-দুয়ার-পথে বাহিরায় বেগে
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারি দ্বার দিয়া
রাক্ষস, নিনাদি রোষে ; গর্জ্জিল চৌদিকে
রঘুসৈন্য ; দেববৃন্দ পশিলা সমরে।
আইলা মাতঙ্গবর ঐরাবত, মাতি
রণরঙ্গে; পৃষ্ঠদেশে দম্ভোলিনিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ, দীপ্যমান মেরুশৃঙ্গ যথা
রবিকরে, কিম্বা ভানু মধ্যাহ্নে; আইলা
শিখিধ্বজ রথে রথী স্কন্দ তারকারি
সেনানী; বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী;
কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিবিধ বাহনে!
আতঙ্কে শুনিলা লঙ্কা স্বর্গীয় বাজনা;
কাঁপিল চমকি দেশ অমর-নিনাদে!
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ইন্দ্রে কহিলা নৃমণি,
"দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি!
কত যে করিনু পুণ্য পূর্ব্বজন্মে আমি,
কি আর কহিব তার? তেঁই সে লভিনু
পদাশ্রয় আজি তব এ বিপত্তি-কালে,
বজ্রপাণি! তেঁই আজি চরণ-পরশে
পবিত্রিলা ভূমণ্ডল ত্রিদিবনিবাসী?"
উত্তরিলা স্বরীশ্বর সম্ভাষি রাঘবে,
"দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি!
উঠি দেবরথে, রথি, নাশ বাহুবলে
রাক্ষস অধর্ম্মাচারী। নিজ কর্ম্মদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি; কে রক্ষিবে তারে?
লভিনু অমৃত যথা মথি জলদলে,
লণ্ডভণ্ডি লঙ্কা আজি, দণ্ডি নিশাচরে,
সাধ্বী মৈথিলীরে, শূর, অর্পিবে তোমারে
দেবকুল! কত কাল অতল সলিলে
বসিবেন আর রমা, আঁধারি জগতে?"
বাজিল তুমুল রণ দেবরক্ষোনরে।
অম্বুরাশি সম কম্বু ঘোষিল চৌদিকে
অযুত; টঙ্কারি ধনুঃ ধনুর্দ্ধর বলী
রোধিলা শ্রবণপথ! গগন ছাইয়া
উড়িল কলম্বকুল ইরম্মদতেজে
ভেদি বর্ম্ম, চর্ম্ম, দেহ, বহিল প্লাবনে
শোণিত! পড়িল রক্ষোনরকুলরথী;
পড়িল কুঞ্জরপুঞ্জ, নিকুঞ্জে যেমতি
পত্র প্রভঞ্জনবলে; পড়িল নিনাদি
বাজীরাজী; রণভূমি পূরিল ভৈরবে!
আক্রমিলা সুরবৃন্দে চতুরঙ্গ বলে
চামর—অমরত্রাস। চিত্ররথ রথী
সৌরতেজঃ রথে শূর পশিলা সংগ্রামে,
বারণারি সিংহ যথা হেরি সে বারণে।
আহ্বানিল ভীম রবে সুগ্রীবে উদগ্র
রথীশ্বর; রথচক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে
শতজলস্রোতোনাদে। চালাইলা বেগে
বাস্কল মাতঙ্গযূথে, যূথনাথ যথা
দুর্ব্বার, হেরিয়া দূরে অঙ্গদে; রুষিলা
যুবরাজ, রোষে যথা সিংহশিশু হেরি
মৃগদলে! অসিলোমা, তীক্ষ্ণ অসি করে,
বাজীরাজী সহ ক্রোধে বেড়িল শরভে
বীরর্ষভ। বিড়ালাক্ষ (বিরূপাক্ষ যথা
সর্ব্বনাশী) হনু সহ আরম্ভিলা কোপে
সংগ্রাম। পশিলা রণে দিব্য রথে রথী
রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, স্বরীশ্বর যথা
বজ্রধর! শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি,
সুন্দর লক্ষ্মণ শূরে দেখিলা বিস্ময়ে
নিজপ্রতিমূর্ত্তি মর্ত্ত্যে। উড়িল চৌদিকে
ঘনরূপে রেণুরাশি ; টলটল টলে
টলিলা কনক-লঙ্কা; গর্জ্জিলা জলধি।
সৃজিলা অপূর্ব্ব ব্যূহ শচীকান্ত বলী।
বাহিরিলা রক্ষোরাজ পুষ্পক-আরোহী;
ঘর্ঘরিল রথচক্র নির্ঘোষে, উগরি
বিস্ফুলিঙ্গ; তুরঙ্গম হ্রেষিল উল্লাসে।
রতনসম্ভবা বিভা, নয়ন ধাঁধিয়া,
ধায় অগ্রে, ঊষা যথা, একচক্র রথে
উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে!
নাদিল গম্ভীরে রক্ষঃ হেরি রক্ষোনাথে।
সম্ভাষি সারথিবরে, কহিলা সুরথী,
"নাহি যুঝে নর আজি, হে সূত, একাকী,
দেখ চেয়ে![৩৩] ধূমপুঞ্জে অগ্নিরাশি যথা,
শোভে অসুরারিদল রঘুসৈন্য মাঝে।
আইলা লঙ্কায় ইন্দ্র শুনি হত রণে
ইন্দ্রজিত।" স্মরি পুত্রে রক্ষঃকুলনিধি,
সরোষে গর্জ্জিয়া রাজা কহিলা গভীরে;
"চালাও, হে সূত, রথ যথা বজ্রপাণি
বাসব।" চলিল রথ মনোরথগতি।
পালাইল রঘুসৈন্য, পালায় যেমনি

৩৩. মানুষদের পক্ষে যুদ্ধ করছে ছদ্মবেশী দেবতারাও।

মদকল করিরাজে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
বনবাসী! কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন,
বজ্র-অগ্নিপূর্ণ, যবে উড়ে বায়ুপথে
ঘোর নাদে, পশুপক্ষী পালায় চৌদিকে
আতঙ্কে! টঙ্কারি ধনুঃ, তীক্ষ্ণতর শরে
মুহূর্ত্তে ভেদিলা ব্যূহ বীরেন্দ্র-কেশরী,
সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে
বালিবন্ধ[৩৪]! কিম্বা যথা ব্যাঘ্র নিশাকালে
গোষ্ঠবৃতি[৩৫]! অগ্রসরি শিখিধ্বজ রথে,
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে তারকারি[৩৬] বলী
রোধিলা সে রথগতি। কৃতাঞ্জলিপুটে
নমি শূরে লঙ্কেশ্বর কহিলা গম্ভীরে,
"শঙ্করী শঙ্করে, দেব, পূজে দিবানিশি
কিঙ্কর! লজ্জায় তবে বৈরীদল মাঝে
কেন আজি হেরি তোমা? নরাধম রামে
হেন আনুকূল্য দান কর কি কারণে,
কুমার? রথীন্দ্র তুমি; অন্যায় সমরে
মারিল নন্দনে মোর লক্ষ্মণ; মারিব
কপটসমরী মূঢ়ে; দেহ পথ ছাড়ি!"
কহিলা পার্ব্বতীপুত্র, "রক্ষিব লক্ষ্মণে,
রক্ষোরাজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে।
বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে,
নতুবা এ মনোরথ নারিবে পূর্ণিতে!"
সরোষে, তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে,
হুঙ্কারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলনিধি
অগ্নিসম, শরজালে কাতরিয়া রণে
শক্তিধরে![৩৭] বিজয়ারে সম্ভাষি অভয়া
কহিলা, "দেখ্ লো, সখি চাহি লঙ্কা পানে,
তীক্ষ্ণ শরে রক্ষেশ্বর বিঁধিছে কুমারে
নির্দ্দয়! আকাশে দেখ্, পক্ষীন্দ্র হরিছে—
দেবতেজঃ যা লো তুই সৌদামিনীগতি,
নিবার্ কুমারে, সই। বিদরিছে হিয়া
আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা
বাছার কোমল দেহে।[৩৮] ভকত-বৎসল
সদানন্দ; পুত্রাধিক স্নেহেন ভকতে;
তেঁই সে রাবণ এবে দুর্ব্বার সমরে,
স্বজনি!" চলিলা আশু সৌরকররূপে
নীলাম্বরপথে দূতী। সম্বোধি কুমারে
বিধুমুখী, কর্ণমূলে কহিলা—"সম্বর
অস্ত্র তব, শক্তিধর, শক্তির আদেশে।
মহারুদ্রতেজে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি!"
ফিরাইলা রথ হাসি স্কন্দ তারকারি
মহাসুর। সিংহনাদে কটক[৩৯] কাটিয়া
অসঙ্খ্য, রাক্ষসনাথ ধাইলা সত্বরে
ঐরাবত-পৃষ্ঠে যথা দেব বজ্রপাণি।
বেড়িল গন্ধর্ব্ব নর শত প্রসরণে
রক্ষেন্দ্রে; হুঙ্কারি শূর নিরস্তিলা সবে
নিমিষে, কালাগ্নি যথা ভস্মে বনরাজী।
পালাইলা বীরদল জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায়! আইলা রোষে দৈত্যকুল-অরি,
হেরি পার্থে কর্ণ যথা কুরুক্ষেত্ররণে।[৪০]
ভীষণ তোমর রক্ষঃ হানিলা হুঙ্কারি
ঐরাবতশিরঃ লক্ষি। অর্দ্ধপথে তাহে
শর বৃষ্টি স্বরীশ্বর কাটিলা সত্বরে।
কহিলা কর্ব্বুরপতি গর্ব্বে সুরনাথে;
"যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকান্ত বলি,
চির কম্পবান্ তুমি, হত সে রাবণি,
তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে!
তেঁই বুঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি,
নির্লজ্জ! অবধ্য তুমি অমর; নহিলে
দমনে শমন যথা, দমিতাম তোমা
মুহূর্ত্তে! নারিবে তুমি, রক্ষিতে লক্ষ্মণে,
এ মম প্রতিজ্ঞা, দেব!" ভীম গদা ধরি,
লম্ফ দিয়া রথীশ্বর পড়িলা ভূতলে
সঘনে কাঁপিলা মহী পদযুগভরে,
উরুদেশে কোষে অসি বাজিল ঝন্ঝনি!
হুঙ্কারি কুলিশী রোষে ধরিলা কুলিশে!
অমনি হরিল তেজঃ গরুড়; নারিলা
লাড়িতে দম্ভোলি দেব দম্ভোলিনিক্ষেপী।
প্রহারিলা ভীম গদা গজরাজশিরে
রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি
অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে

৩৪. বালির বাঁধ। ৩৫. গোয়ালের বেড়া। ৩৬. তারক নামক অসুর সংহারক—কার্ত্তিক। ৩৭. এখানে শক্তিমান কার্ত্তিকের কথা বলা হয়েছে। ৩৮. দেবীর চরিত্রে মানবিকতা আরোপিত হয়েছে। ৩৯. সৈন্যদল। ৪০. মহাভারতের কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধের প্রসঙ্গ।

ঝড়ে! ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িলা
হাঁটু গাড়ি। হাসি রক্ষঃ উঠিলা স্বরথে।
যোগাইলা মুহূর্ত্তেকে মাতলি সারথি
সুরথ ; ছাড়িলা পথ দিতিসুতরিপু
অভিমানে। হাতে ধনুঃ, ঘোর সিংহনাদে
দিব্য রথে দাশরথি পশিলা সংগ্রামে।
কহিলা রাক্ষসপতি; "না চাহি তোমারে
আজি, হে বৈদেহীনাথ। এ ভবমণ্ডলে
আর এক দিন তুমি জীব নিরাপদে।
কোথা সে অনুজ তব কপটসমরী
পামর? মারিব তারে; যাও ফিরি তুমি
শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ।" নাদিলা ভৈরবে
মহেস্বাস, দূরে শূর হেরি রামানুজে।
বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে
শূরেন্দ্র; কভু বা রথে, কভু বা ভূতলে।
চলিল পুষ্পক বেগে ঘর্ঘরি নির্ঘোষে;
অগ্নিচক্র-সম চক্র বর্ষিল চৌদিকে
অগ্নিরাশি; ধূমকেতু-সদৃশ শোভিল
রথচূড়ে রাজকেতু! যথা হেরি দূরে
কপোত, বিস্তারি পাখা, ধায় বাজপতি
অম্বরে; চলিলা রক্ষঃ হেরি রণভূমে
পুত্রহা সৌমিত্রি শূরে; ধাইলা চৌদিকে
হুহুঙ্কারে দেব নর রক্ষিতে শূরেশে।
ধাইলা রাক্ষসবৃন্দ হেরি রক্ষোনাথে।
বিড়ালাক্ষ রক্ষঃশূরে বিমুখি সংগ্রামে,
আইলা অঞ্জনাপুত্র,—প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনু, গর্জ্জি ভীম নাদে।
যথা প্রভঞ্জনবলে উড়ে তুলারাশি
চৌদিকে ; রাক্ষসবৃন্দ পালাইলা রড়ে
হেরি যমাকৃতি বীরে। রুষি লঙ্কাপতি
চোক্ চোক্[41] শরে শূর অস্থিরিলা শূরে।
অধীর হইলা হনু, ভূধর যেমতি
ভূকম্পনে! পিতৃপদ স্মরিলা বিপদে
বীরেন্দ্র, আনন্দে বায়ু নিজ বল দিলা
নন্দনে, মিহির যথা নিজ করদানে
ভূষেন কুমুদবাঞ্ছা সুধাংশুনিধিরে।
কিন্তু মহারুদ্রতেজে তেজস্বী সুরথী
নৈকষেয়, নিবারিলা পবনতনয়ে ;—
ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পালাইলা হনু।
আইলা কিষ্কিন্ধ্যাপতি, বিনাশি সংগ্রামে
উদগ্রে বিগ্রহপ্রিয়। হাসিয়া কহিলা
লঙ্কানাথ,—"রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে,
বর্ব্বর, আইলি তুই এ কনকপুরে?
ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে ;
তারে ছাড়ি কেন হেথা রথীকুল মাঝে
তুই, রে কিষ্কিন্ধ্যানাথ? ছাড়িনু, যা চলি
স্বদেশে! বিধবাদশা কেন ঘটাইবি
আবার তাহার, মূঢ়? দেবর কে আছে
আর তার?" ভীম রবে উত্তরিলা বলী
সুগ্রীব,—"অধর্ম্মচারী কে আছে জগতে
তোর সম, রক্ষোরাজ? পরদারালোভে[42]
সবংশে মজিলি, দুষ্ট? রক্ষঃকুলকালি
তুই, রক্ষঃ! মৃত্যু তোর আজি মোর হাতে!
উদ্ধারিব মিত্রবধূ বধি আজি তোরে!"
এতেক কহিয়া বলী গর্জ্জি নিক্ষেপিলা
গিরিশৃঙ্গ। অনশ্বর আঁধারি ধাইল
শিখর; সুতীক্ষ্ণ শরে কাটিলা সুরথী
রক্ষোরাজ, খান খান করি সে শিখরে।
টঙ্কারি কোদণ্ড পুনঃ রক্ষঃ-চূড়ামণি
তীক্ষ্ণতম শরে শূর বিঁধিলা সুগ্রীবে
হুঙ্কারে! বিষমাঘাতে ব্যথিত সুমতি,
পালাইলা ; পালাইলা সত্রাসে চৌদিকে
রঘুসৈন্য, (জল যথা জাঙাল ভাঙিলে
কোলাহলে); দেবদল, তেজোহীন এবে,
পালাইলা নর সহ, ধূম সহ যথা
যায় উড়ি অগ্নিকণা বহিলে প্রবলে
পবন! সম্মুখে রক্ষঃ হেরিলা লক্ষ্মণে
দেবাকৃতি! বীরমদে দুর্ম্মদ সমরে
রাবণ, নাদিলা বলী হুহুঙ্কার রবে;
নাদিলা সৌমিত্রি শূর নির্ভয় হৃদয়ে,
নাদে যথা মত্ত করী মত্তকরিনাদে!
দেবদত্ত ধনুঃ ধন্বী টঙ্কারিলা রোষে।
"এত ক্ষণে, রে লক্ষ্মণ,"—কহিলা সরোষে
রাবণ, "এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে,
নরাধম? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি?
শিখিধ্বজ শক্তিধর? রঘুকুলপতি,
ভ্রাতা তোর? কোথা রাজা সুগ্রীব? কে তোরে
রক্ষিবে পামর, আজি? এ আসন্ন কালে
সুমিত্রা জননী তোর, কলত্র[43] উর্ম্মিলা,
ভাব্ দোঁহে! মাংস তোর মাংসাহারী জীবে

৪১. তীক্ষ্ম। ৪২. পরস্ত্রীর লোভে। ৪৩. পত্নী।

দিব এবে ; রক্তস্রোতঃ শুষিবে ধরণী!
কুক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্ম্মতি,
পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি,
হরিলি রাক্ষসরত্ন—অমূল জগতে।"
গর্জ্জিলা ভৈরবে রাজা বসাইয়া চাপে
অগ্নিশিখাসম শর ; ভীম সিংহনাদে
উত্তরিলা ভীমনাদী সৌমিত্রি কেশরী,
"ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি,
নাহি ডরি যমে আমি; কেন ডরাইব
তোমায় ? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথা সাধ্য কর, রথি; আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা!"
বাজিল তুমুল রণ; চাহিলা বিস্ময়ে
দেব নর দোঁহা পানে; কাটিলা সৌমিত্রি
শরজাল মুহুর্মুহুঃ হুহুঙ্কার রবে!
সবিস্ময়ে রক্ষোরাজ কহিলা, "বাখানি
বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশরি!
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্ সুরথি,
তুই ; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে!"
স্মরি পুত্রবরে শূর, হানিলা সরোষে
মহাশক্তি[৪৪]! বজ্রনাদে উঠিলা গর্জ্জিয়া,
উজ্জ্বলি অম্বরদেশ সৌদামিনীরূপে
ভীষণরিপুনাশিনী! কাঁপিলা সভয়ে
দেব, নর! ভীমাঘাতে পড়িল ভূতলে
লক্ষ্মণ, নক্ষত্র যথা; বাজিল ঝন্‌ঝনি
দেব-অস্ত্র, রক্তস্রোতে আভাহীন এবে।
সপন্নগ[৪৫] গিরিসম পড়িলা সুমতি।
গহন কাননে যথা বিঁধি মৃগবরে
কিরাত অব্যর্থ শরে, ধায় দ্রুতগতি
তার পানে ; রথ ত্যজি রক্ষোরাজ বলী
ধাইল ধরিতে শবে! উঠিল চৌদিকে
আর্ত্তনাদ! হাহাকারে দেবনররথী
বেড়িলা সৌমিত্রি শূরে।[৪৬] কৈলাসসদনে
শঙ্করের পদতলে কহিলা শঙ্করী,—
"মারিল লক্ষ্মণে, প্রভু, রক্ষঃকুলপতি
সংগ্রামে! ধূলায় পড়ি যায় গড়াগড়ি
সুমিত্রানন্দন এবে! তুষিলা রাক্ষসে,
ভকত-বৎসল তুমি; লাঘবিলা রণে
বাসবের বীরগর্ব্ব; কিন্তু ভিক্ষা করি,
বিরূপাক্ষ, রক্ষ, নাথ, লক্ষ্মণের দেহে!"
হাসিয়া কহিলা শূলী বীরভদ্র শূরে
"নিবার লঙ্কেশে, বীর!" মনোরথ-গতি,
রাবণের কর্ণমূলে কহিলা গম্ভীরে
বীরভদ্র ; "যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে,
রক্ষোরাজ! হত রিপু, কি কাজ সমরে?"
স্বপ্নসম দেবদূত অদৃশ্য হইলা।
সিংহনাদে শূরসিংহ আরোহিলা রথে;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল গম্ভীরে
রাক্ষস ; পশিলা পুরে রক্ষঃ-অনীকিনী—
রণবিজয়িনী ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী, তাণ্ডবি উল্লাসে,
অট্টহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা নিনাদি
রক্তস্রোতে আর্দ্রদেহ! দেবদল মিলি
স্তুতিলা সতীরে যথা, আনন্দে বন্দিলা
বন্দীবৃন্দ রক্ষঃসেনা বিজয়সংগীতে![৪৭]
হেথা পারভূত যুদ্ধে, মহা-অভিমানে
সুরদলে সুরপতি গেলা সুরপুরে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে শক্তিনির্ভেদো নাম
সপ্তমঃ সর্গঃ।

৪৪. অপ্রতিরোধ্য এক ভয়ঙ্কর অস্ত্র। ৪৫. সর্পসহ। ৪৬. যুদ্ধে নিহত শত্রুর মৃতদেহের লাঞ্ছনার মধ্যে দুর্মর আক্রোশ ও দুর্বার প্রতিহিংসার পর ঘৃণা প্রকাশ পাচ্ছে। ৪৭. মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর প্রসঙ্গ।

অষ্টম সর্গ

রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে,
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে
কিরীট; রাখিলা খুলি অস্তাচলচূড়ে
দিনান্তে শিরের রত্ন তমোহা[১] মিহিরে
দিনদেব; তারাদলে আইলা রজনী;
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি।
শত শত অগ্নিরাশি জ্বলিল চৌদিকে
রণক্ষেত্রে। ভূপতিত যথায় সুরথী
সৌমিত্রি, বৈদেহীনাথ ভূপতিত তথা
নীরবে! নয়নজল, অবিরল বহি,
ভ্রাতৃলোহ সহ মিশি, তিতিছে মহীরে,
গিরিদেহে বহি যথা, মিশ্রিত গৈরিকে,[২]
পড়ে তলে প্রস্রবণ! শূন্যমনাঃ খেদে
রঘুসৈন্য;—বিভীষণ বিভীষণ রণে,
কুমুদ, অঙ্গদ, হনু, নল, নীল বলী,
শরভ, সুমালী, বীরকেশরী সুবাহু,
সুগ্রীব, বিষণ্ণ সবে প্রভুর বিষাদে!
চেতন পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে;—
"রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ করে হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি; আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি,
বিপদ্-সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে?
উঠ, বলি! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চিরভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃকারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি! কেমনে ভুলিলে
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে!
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ,
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয়? না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্ সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি? উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুলজয়কেতু! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে!
তোমার শয়নে হনূ বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনুঃ যথা; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ ; বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি,
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলীদল! উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি!
"কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,[৩]—
অভাগিনী! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর? কি কহিব, সুধিবেন যবে
মাতা, 'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর?' কি বলে বুঝাব
উর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে?
উঠ, বৎস![৪] আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে।
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে
প্রাণাধিক? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
(সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে!)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার! আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতাকুলে দিলা কি দেবতা
এই ফল? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি;
শিশির-আসরে, নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত ; প্রণদান দেহ এ প্রসূনে!

---

১. তমঃ বা অন্ধকার নাশক। ২. গিরিজাত এক ধরনের রক্তবর্ণ মাটি। ৩. ভ্রাতার বিরহদুঃখে রামচন্দ্রের আক্ষেপ।
৪. রামচন্দ্রের হৃদয়নিংড়ানো বিলাপ।

সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।"
এইরূপে বিলাপিলা রক্ষঃকুলরিপু
রণক্ষেত্রে, কোলে করি প্রিয়তমানুজে;
উচ্ছ্বাসিলা বীরবৃন্দ বিষাদে চৌদিকে
মহীরূহব্যূহ যথা উচ্ছ্বাসে নিশীথে,
বহে যবে সমীরণ গহন বিপিনে।
নিরানন্দ শৈলসুতা কৈলাস-আলয়ে
রঘুনন্দনের দুঃখে; উৎসঙ্গ-প্রদেশে,[৫]
ধূর্জ্জটির পাদপদ্মে পড়িছে সঘনে
অশ্রুবারি, শতদলে শিশির যেমতি
প্রত্যূষে! সুধিলা প্রভু, "কি হেতু, সুন্দরি,
কাতরা তুমি হে আজি, কহ তা আমারে?"
"কি না তুমি জান, দেব?" উত্তরিলা দেবী
গৌরী, লক্ষ্মণের শোকে, স্বর্ণলঙ্কাপুরে,
আক্ষেপিছে রামচন্দ্র, শুন, সকরুণে।
অধীর হৃদয় মম রামের বিলাপে!
কে আর, হে বিশ্বনাথ, পূজিবে দাসীরে
এ বিশ্বে? বিষম লজ্জা দিলে, নাথ, আজি
আমায়; ডুবালে নাম কলঙ্কসলিলে।
তপোভঙ্গ দোষে দাসী দোষী তব পদে,
তাপসেন্দ্র; তেঁই বুঝি, দণ্ডিলা এরূপে?
কুক্ষণে আইল ইন্দ্র আমার নিকটে!
কুক্ষণে মৈথিলীপতি পূজিল আমারে!"
নীরবিলা মহাদেবী কাঁদি অভিমানে।
হাসি উত্তরিলা শম্ভু, "এ অল্প বিষয়ে
কেন নিরানন্দ তুমি, নগেন্দ্রনন্দিনি?
প্রের রাঘবেন্দ্র শূরে কৃতান্তনগরে[৬]
মায়া সহ; সশরীরে, আমার প্রসাদে,
প্রবেশিবে প্রেতদেশে দাশরথি রথী।
পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে কয়ে
কি উপায়ে ভাই তার জীবন লভিবে,
আবার; এ নিরানন্দ ত্যজ চন্দ্রাননে!
দেহ এ ত্রিশূল মম মায়ায়, সুন্দরি।
তমোময়, যমদেশে অগ্নিস্তম্ভ সম
জ্বলি উজ্জ্বলিবে দেশ; পূজিবে ইহারে
প্রেতকুল; রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা।"
কৈলাস-সদনে দুর্গা স্মরিলা মায়ারে।
অবিলম্বে কুহকিনী আসি প্রণমিলা
অম্বিকায়; মৃদু স্বরে কহিলা পার্ব্বতী;—
"যাও তুমি লঙ্কাধামে, বিশ্ববিমোহিনি।
কাঁদিছে মৈথিলীপতি, সৌমিত্রির শোকে
আকুল; সম্বোধি তারে সুমধুর ভাষে,
লহ সঙ্গে প্রেতপুরে; দশরথ পিতা
আদেশিবে কি উপায়ে লভিবে সুমতি
সৌমিত্রি জীবন পুনঃ, আর যোধ যত,
হত এ নশ্বর রণে। ধর পদ্মকরে
ত্রিশূলীর শূল, সতি। অগ্নিস্তম্ভ সম
তমোময় যমদেশে জ্বলি উজ্জ্বলিবে
অস্ত্রবর।" প্রণমিয়া উমায় চলিলা
মায়া। ছায়াপথে ছায়া পালাইলা দূরে
রূপের ছটায় যেন মলিন! হাসিল
তারাবলী—মণিকুল সৌরকরে যথা।
পশ্চাতে খমুখে[৭] রাখি আলোকের রেখা,
সিন্ধুনীরে তরী যথা, চলিলা রূপসী
লঙ্কা পানে। কত ক্ষণে উতরিলা দেবী
যথায় সসৈন্যে ক্ষুণ্ণ রঘুকুলমণি।
পুরিল কনক-লঙ্কা স্বর্গীয় সৌরভে।
রাঘবের কর্ণমূলে কহিলা জননী,
"মুছ অশ্রুবারিধারা, দাশরথি রথি,
বাঁচিবে প্রাণের ভাই; সিন্ধুতীর্থ-জলে
করি স্নান, শীঘ্র তুমি চল মোর সাথে
যমালয়ে; সশরীরে পশিবে, সুমতি,
তুমি প্রেতপুরে আজি শিবের প্রসাদে।
পিতা দশরথ তব দিবেন কহিয়া
কি উপায়ে সুলক্ষণ লক্ষ্মণ লভিবে
জীবন। হে ভীমবাহু, চল শীঘ্র করি।
সৃজিব সুড়ঙ্গপথ; নির্ভয়ে, সুরথি,
পশ তাহে; যাব আমি পথ দেখাইয়া
তবাগ্রে। সুগ্রীব-আদি নেতৃপতি যত
কহ সবে, রক্ষা তারা করুক লক্ষ্মণে।"
সবিস্ময়ে রাঘবেন্দ্র সাবধানি যত,
নেতৃনাথে, সিন্ধুতীরে চলিলা সুমতি
মহাতীর্থ। অবগাহি পূত স্রোতে দেহ
মহাভাগ,[৮] তষি দেব পিতৃলোক-আদি
তর্পণে শিবির-দ্বারে উতরিলা ত্বরা
একাকী। উজ্জ্বল এবে দেখিলা নৃমণি

৫. পাহাড়ের কোলে। ৬. যমপুরীতে। ৭. আকাশ। ৮. মহাভাগ্যবান ব্যক্তি।

দেবতেজঃপুঞ্জে গৃহ। কৃতাঞ্জলিপুটে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া রথী পূজিলা দেবীরে।
ভূষিয়া ভীষণ তনু সুবীর ভূষণে
বীরেশ, সুড়ঙ্গপথে পশিলা সাহসে
কি ভয় তাহারে, দেব সুপ্রসন্ন যারে?
চলিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, তিমির কানন-
পথে পথী চলে যথা, যবে নিশাভাগে
সুধাংশুর অংশু পশি হাসে সে কাননে।
আগে আগে মায়াদেবী চলিলা নীরবে।
কত ক্ষণে রঘুবর শুনিলা চমকি
কল্লোল, সহস্র শত সাগর উথলি
রোষে কল্লোলিছে যেন! দেখিলা সভয়ে
অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত!
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী
বজ্রনাদে; রহি রহি উথলিছে বেগে
তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পাত্রে পয়ঃ
উচ্ছ্বসিয়া ধূমপুঞ্জ, ত্রস্ত অগ্নিতেজে![10]
নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশদেশে;
কিম্বা চন্দ্র, কিম্বা তারা; ঘন ঘনাবলী,
উগরি পাবকরাশি, ভ্রমে শূন্যপথে
বাতগর্ভ, গর্জ্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি
পিনাকী,[11] পিনাকে ইষু[12] বসাইয়া রোষে!
সবিস্ময়ে রঘুনাথ নদীর উপরে
হেরিলা অদ্ভুত সেতু অগ্নিময় কভু
কভু ঘন ধূমাবৃত, সুন্দর কভু বা
সুবর্ণে নির্ম্মিত যেন! ধাইছে সতত
সে সেতুর পানে প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি
হাহাকার নাদে কেহ; কেহ বা উল্লাসে!
সুধিলা বৈদেহীনাথ,—"কহ, কৃপাময়ি
কেন নানা বেশ সেত ধরিছে সতত?
কেন বা অগণ্য প্রাণী (অগ্নিশিখা হেরি
পতঙ্গের কুল যথা) ধায় সেত পানে?"
উত্তরিলা মায়াদেবী,—"কামরূপী সেতু,
সীতানাথ; পাপী-পক্ষে অগ্নিময় তেজে,
ধূমাবৃত; কিন্তু যবে আসে পুণ্য-প্রাণী,
প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা!
ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ, নৃমণি
ত্যজি দেহ ভবধামে, আসিছে সকলে
প্রেতপুরে, কর্ম্মফল ভুঞ্জিতে এ দেশে।
ধর্ম্মপথগামী যারা যায় সেতুপথে
উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্বদ্বারে; পাপী যারা
সাঁতারিয়া নদী পার হয় দিবানিশি
মহাক্লেশে; যমদূত পীড়য়ে পুলিনে,
জলে জ্বলে পাপ-প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন![13]
চল মোর সাথে তুমি; হেরিবে সত্বরে
নরচক্ষুঃ কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা।"
ধীরে ধীরে রঘুবর চলিলা পশ্চাতে,
সুবর্ণ-দেউটী সম অগ্রে কুহকিনী
উজ্জ্বলি বিকট দেশ। সেতুর নিকটে
সভয়ে হেরিলা রাম বিরাট-মূরতি
যমদূত দণ্ডপাণি। গর্জ্জি বজ্রনাদে
সুধিল কৃতান্তচর, "কে তুমি? কি বলে,
সশরীরে, হে সাহসি, পশিলা এ দেশে
আত্মময়? কহ ত্বরা, নতুবা নাশিব
দণ্ডাঘাতে মুহূর্ত্তেকে!" হাসি মায়াদেবী
শিবের ত্রিশূল মাতা দেখাইলা দূতে।
নতভাবে নমি দূত কহিল সতীরে;
"কি সাধ্য আমার, সাধ্বি, রোধি আমি গতি
তোমার? আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ
উল্লাসে, আকাশ যথা উষার মিলনে!"
বৈতরণী নদী পার হইলা উভয়ে।
লৌহময় পুরীদ্বার দেখিলা সম্মুখে
রঘুপতি; চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি
ঘোরে অবিরাম-গতি চৌদিক উজলি!
আগ্নেয় অক্ষরে লেখা দেখিলা নৃমণি
ভীষণ তোরণ-মুখে,—"এই পথ দিয়া

৯. রামের নরকদর্শন বর্ণনা লক্ষ্যণীয়। ১০. বৈতরণী নদীর পৌরাণিক বর্ণনা। ১১. পিনাক নামক ধনুক যিনি ধারণ করেন—মহাদেব। ১২. বাণ। ১৩. যমপুরীর পৌরাণিক বর্ণনা।

যায় পাপী দুঃখদেশে চির দুঃখ-ভোগে;
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা প্রবেশ এ দেশে!"[১৪]
অস্থিচর্ম্মসার দ্বারে দেখিলা সুরথী
জ্বর-রোগ। কভু শীতে কাঁপে ক্ষীণ তনু
থর থরি ; ঘোর দাহে কভু বা দহিছে,
বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি।
পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ু, বলে কভু আক্রমিছে
অপহরি জ্ঞান তার। সে রোগের পাশে
বিশাল-উদর বসে উদরপরতা;
অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য উগরি দুর্ম্মতি
পুনঃ পুনঃ দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে
সুখাদ্য! তাহার পাশে প্রমত্তত্ব হাসে
ঢুলু ঢুলু ঢুলু আঁখি! নাচিছে, গাইছে
কভু, বিবাদিছে কভু, কাঁদিছে কভু বা
সদা জ্ঞানশূন্য মূঢ়, জ্ঞানহর সদা!
তার পাশে দুষ্ট কাম, বিগলিত-দেহ
শব যথা, তবু পাপী রত গো সুরতে
দহে হিয়া অহরহঃ কামানলতাপে!
তার পাশে বসি যক্ষ্মা শোণিত উগরে,
কাসি কাসি দিবানিশি; হাঁপায় হাঁপানি—
মহাপীড়া! বিসূচিকা গতজ্যোতিঃ আঁখি;
মুখ-মল-দ্বারে বহে লোহের লহরী
শুভ্রজলরয়রূপে! তৃষারূপে রিপু
আক্রমিছে মুহুর্মুহুঃ; অঙ্গগ্রহ নামে
ভয়ঙ্কর যমচর গ্রহিছে প্রবলে
ক্ষীণ অঙ্গ, যথা ব্যাঘ্র, নাশি জীব বনে
রহিয়া রহিয়া পড়ি কামড়ায় তারে
কৌতুকে! অদূরে বসে সে রোগের পাশে
উন্মত্ততা,—উগ্র কভু, আহুতি পাইলে
উগ্র অগ্নিশিখা যথা। কভু হীনবলা।
বিবিধ ভূষণে কভু ভূষিত; কভু বা
উলঙ্গ, সমর-রঙ্গে হরপ্রিয়া যথা
কালী! কভু গায় গীত করতালি দিয়া
উন্মদা; কভু বা কাঁদে; কভু হাসিরাশি
বিকট অধরে; কভু কাটে নিজ গলা
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে; গিলে বিষ; ডুবে জলাশয়ে,
গলে দড়ি! কভু, ধিক্! হাব ভাব-আদি
বিভ্রমবিলাসে বামা আহ্বানে কামীরে
কামাতুরা! মল, মূত্র, না বিচারি কিছু
অন্ন সহ মাখি, হায়, খায় অনায়াসে!
কভু বা শৃঙ্খলাবদ্ধা, কভু ধীরা যথা
স্রোতোহীন প্রবাহিণী—পবন বিহনে!
আর আর রোগ যত কে পারে বর্ণিতে?
দেখিলা রাঘব রথী অগ্নিবর্ণ রথে
(বসন শোণিতে আর্দ্র, খর অসি করে,)
রণে! রথমুখে বসে ক্রোধ সূতবেশে!
নরমুণ্ডমালা গলে, নরদেহরাশি
সম্মুখে! দেখিলা হত্যা, ভীম খড়্গপাণি;
উর্ধ্ববাহু সদা, হায়, নিধনসাধনে!
বৃক্ষশাখে গলে রজ্জু দুলিছে নীরবে
আত্মহত্যা, লোলজিহ্বা উন্মীলিত আঁখি
ভয়ঙ্কর! রাঘবেন্দ্রে সম্ভাষি সুভাষে
কহিলেন মায়াদেবী—"এই যে দেখিছ
বিকট শমনদূত যত, রঘুরথি,
নানা বেশে এ সকলে ভ্রমে ভূমণ্ডলে
অবিশ্রাম, ঘোর বনে কিরাত যেমতি
মৃগয়ার্থে! পশ তুমি কৃতান্তনগরে,
সীতাকান্ত; দেখাইব আজি হে তোমারে
দিক দশায় আত্মকুল[১৫] জীবে আত্মদেশে[১৬]!
দক্ষিণ দুয়ার এই; চৌরাশি নরক-
কুণ্ড আছে এই দেশে।[১৭] চল ত্বরা করি।"
পশিলা কৃতান্তপুরে সীতাকান্ত বলী,
দাবদগ্ধ বনে, মরি, ঋতুরাজ যেন
বসন্ত; অমৃত কিম্বা জীবশূন্য দেহে!
অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে
আর্ত্তনাদ; ভূকম্পনে কাঁপিছে সঘনে
জল স্থল; মেঘাবলী উগরিছে রোষে
কালাগ্নি; দুর্গন্ধময় সমীর বহিছে
লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্মশানে!
কত ক্ষণে রঘুশ্রেষ্ঠ দেখিলা সম্মুখে
মহাহ্রদ; জলরূপে বহিছে কল্লোলে
কালাগ্নি! ভাসিছে তাহে কোটি কোটি প্রাণী

১৪. যমপুরীর এই বর্ণনায় পাশ্চাত্য প্রভাব লক্ষ্যণীয়। ১৫. প্রেতাত্মাসমূহ। ১৬. যমলোকে। ১৭. ভারতীয় বিশ্বাস মতে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন প্রকার অপরাধীর জন্য ৮৪ টি নরক আছে।

ছটফটি হাহাকারে! "হায় রে, বিধাতঃ
নির্দ্দয়, সৃজিলি কি রে আমা সবাকারে
এই হেতু? হা দারুণ, কেন না মরিনু
জঠর-অনলে মোরা মায়ের উদরে?
কোথা তুমি, দিনমণি? তুমি, নিশাপতি
সুধাংশু? আর কি কভু জুড়াইব আঁখি
হেরি তোমা দোঁহে, দেব? কোথা সুত, দারা,
আত্মবর্গ? কোথা, হায়, অর্থ যার হেতু
বিবিধ কুপথে রত ছিনু রে সতত
করিনু কুকর্ম্ম, ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি?"
এইরূপে পাপী-প্রাণ বিলাপে সে হ্রদে
মুহূর্মুহুঃ। শূন্যদেশে অমনি উত্তরে
শূন্যদেশভবা বাণী ভৈরব নিনাদে,
"বৃথা কেন, মূঢ়মতি, নিন্দিস্ বিধিরে
তোরা? স্বকরম-ফল ভুঞ্জিস্ এ দেশে!
পাপের ছলনে ধর্ম্মে ভুলিলি কি হেতু?
সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে!"
নীরবিলে দৈববাণী, ভীষণ-মুরতি
যমদূত হানে দণ্ড মস্তক-প্রদেশে;
কাটে কৃমি;[১৮] বজ্রনখা মাংসাহারী পাখী
উড়ি পড়ি ছায়াদেহে ছিঁড়ি নাড়ী-ভুঁড়ি
হুহুঙ্কারে! আর্ত্তনাদে পূরে দেশ পাপী!
কহিলা বিষাদে মায়া রাঘবে সম্ভাষি,
"রৌরব[১৯] এ হ্রদ নাম, শুন, রঘুমণি,
অগ্নিময়! পরধন হরে যে দুর্ম্মতি,
তার চিরবাস হেথা; বিচারী যদ্যপি
অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হ্রদে;
আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপী।
না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে!
নহে সাধারণ অগ্নি কহিনু তোমারে,
জ্বলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে,
রঘুবর; অগ্নিরূপে বিধিরোষ হেথা
জ্বলে নিত্য! চল, রথি, চল, দেখাইব
কুম্ভীপাকে[২০]; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে
পপীবৃন্দে যে নরকে! ওই শুন বলি,
অদূরে ক্রন্দনধ্বনি! মায়াবলে আমি
রোধিয়াছি নাসাপথ তোমার, নহিলে
নারিতে তিষ্ঠিতে হেথা, রঘুশ্রেষ্ঠ রথি!
কিম্বা চল যাই, যথা অন্ধতম কূপে
কাঁদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার রবে
চিরবন্দী!" করপুটে কহিলা নৃপতি,
"ক্ষম, ক্ষেমঙ্করি, দাসে! মরিব এখনি
পরদুঃখে, আর যদি দেখি দুঃখ আমি
এইরূপ! হায়, মাতঃ, এ ভবমণ্ডলে
স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম, এই দশা যদি
পরে? অসহায় নর; কলুষকুহকে[২১]
পারে কি গো নিবারিতে?" উত্তরিলা মায়া,—
"নাহি বিষ, মহেম্বাস, এ বিপুল ভবে,
না দমে ঔষধ যারে! তবে যদি কেহ
অবহেলে সে ঔষধে, কে বাঁচায় তারে?
কর্ম্মক্ষেত্রে পাপ সহ রণে যে সুমতি,
দেবকুল অনুকূল তার প্রতি সদা;—
অভেদ্য কবচে ধর্ম্ম আবরেন তারে!
এ সকল দণ্ডস্থল দেখিতে যদ্যপি,
হে রথি, বিরত তুমি, চল এই পথে!"
কত দূরে সীতাকান্ত পশিলা কান্তারে—
নীরব, অসীম, দীর্ঘ; নাহি ডাকে পাখী,
নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে,
না ফোটে কুসুমাবলী—বনসুশোভিনী।
স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি প্রবেশিছে
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু, রোগীহাস্য যথা।
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী সহসা বেড়িল
সবিস্ময়ে রঘুনাথে, মধুভাণ্ডে যথা
মক্ষিক। সুধিল কেহ সকরুণ স্বরে,
"কে তুমি, শরীরি? কহ, কি গুণে আইলা
এ স্থলে? দেব কি নর, কহ শীঘ্র করি?
কহ কথা; আমা সবেতোষ, গুণনিধি,
বাক্য-সুধা-বরিষণে! যে দিন হরিল
পাপপ্রাণ যমদূত, সে দিন অবধি
রসনাজনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমরা।
জুড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি,
বরাঙ্গ, এ কর্ণদ্বয়ে জুড়াও বচনে!"[২২]

১৮. এখানকার নরকবর্ণনা ভারতীয় বিশ্বাসের অনুরূপ। ১৯. ঘোরতর পাপীদের জন্য অগ্নিময় একটি নরক। ২০. অপর একটি নরকের নাম। ২১. পাপের ছলনায়। ২২. নরকের এক হৃদয়বিদারী দৃশ্য। কবির সমবেদনার স্পর্শ স্পষ্ট।

উত্তরিলা রক্ষোরিপু, "রঘুকুলোদ্ভব
এ দাস, হে প্রেতকুল; দশরথ রথী
পিতা, পাটেশ্বরী দেবী কৌশল্যা জননী;
রাম নাম ধরে দাস; হায়, বনবাসী
ভাগ্য-দোষে! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব
পিতায়, তেঁই গো আজি এ কৃতান্তপুরে।"
উত্তরিল প্রেত এক, "জানি আমিতোমা,
শূরেন্দ্র; তোমার শরে শরীর ত্যজিনু
পঞ্চবটীবনে আমি!" দেখিলা নৃমণি
চমকি মারীচ রক্ষে—দেহহীন এবে!
জিজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র, "কি পাপে আইলা
এ ভীষণ বনে, রক্ষঃ, কহ তা আমারে?"
"এ শাস্তির হেতু হায়, পৌলস্ত্য দুর্ম্মতি,
রঘুরাজ!" উত্তরিলা শূন্যদেহ প্রাণী,
"সাধিতে তাহার কার্য্য বঞ্চিনু তোমারে,
তেঁই এ দুর্গতি মম!" আইল দূষণ
সহ খর, (খর যথা তীক্ষ্ণতর অসি
সমরে, সজীব যবে,) হেরি রঘুনাথে,
রোষে, অভিমানে দোঁহে চলি গেলা দূরে,
বিষদন্তহীন অহি হেরিলে নকুলে
বিষাদে লুকায় যথা! সহসা পূরিল
ভৈরব আরবে বন, পালাইল রড়ে
ভূতকুল, শুষ্ক পত্র উড়ি যায় যথা
বহিলে প্রবল ঝড়! কহিলা শূরেশে
মায়া, "এই প্রেতকুল শুন রঘুমণি,
নানা কুণ্ডে করে বাস; কভু কভু আসি
ভ্রমে এ বিলাপবনে[২৩], বিলাপি নীরবে।
ওই দেখ যমদূত খেদাইছে রোষে
নিজ নিজ স্থানে সবে!" দেখিলা বৈদেহী—
হৃদয়কমলরবি, ভূত পালে পালে,
পশ্চাতে ভীষণ-মূর্ত্তি যমদূত ; বেগে
ধাইছে নিনাদি ভূত, মৃগপাল যথা
ধায় বেগে ক্ষুধাতুর সিংহের তাড়নে
উর্দ্ধশ্বাস! মায়া সহ চলিলা বিষাদে
দয়াসিন্ধু রামচন্দ্র সজল নয়নে।
কত ক্ষণে আর্ত্তনাদ শুনিলা সুরথী
সিহরি! দেখিলা দূরে লক্ষ লক্ষ নারী,
আভাহীন, দিবাভাগে শশিকলা যথা
আকাশে! কেহ বা ছিঁড়ি দীর্ঘ কেশাবলী,
কহিছে, "চিকণি তোরে বাঁধিতাম সদা,
বাঁধিতে কামীর মনঃ, ধর্ম্ম কর্ম্ম ভুলি;
উন্মদা যৌবনমদে!" কেহ বিদরিছে
নখে বক্ষঃ, কহি, "হায়, হীরামুক্তা ফলে
বিফলে কাটানু দিন সাজাইয়া তোরে;
কি ফল ফলিল পরে!" কোন নারী খেদে
কুড়িছে নয়নদ্বয়, (নির্দ্দয় শকুনি
মৃতজীব-আঁখি যথা) কহিয়া, "অঞ্জনে
রঞ্জি তোরে, পাপচক্ষুঃ, হানিতাম হাসি
চৌদিকে কটাক্ষশর; সুদর্পণে হেরি
বিভা তোর, ঘৃণিতাম কুরঙ্গনয়নে!
গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে?"
চলি গেলা বামাদল কাঁদিয়া কাঁদিয়া।—
পশ্চাতে কৃতান্তদূতী, কুন্তল-প্রদেশে
স্বনিছে ভীষণ সর্প;[২৪] নখ অসি-সম;
রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ; দুলিছে সঘনে
কদাকার স্তনযুগ ঝুলি নাভিতলে;
নাসাপথে অগ্নিশিখা জ্বলি বাহিরিছে
ধক্‌ধকি; নয়নাগ্নি মিশিছে তা সহ।
সম্ভাষি রাঘবে মায়া কহিলা, "এই যে
নারীকুল, রঘুমণি, দেখিছ সম্মুখে,
বেশভূষাসক্তা সবে ছিল মহীতলে।
সাজিত সতত দুষ্টা, বসন্তে যেমতি
বণস্থলী, কামী-মনঃ মজাতে বিভ্রমে
কামাতুরা! এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবনধন, হায়?" অমনি বাজিল
প্রতিধ্বনি, "এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবনধন, হায়!" কাঁদি ঘোর রোলে
চলি গেলা বামাকুল যে যার নরকে।
আবার কহিলা মায়া;—"পুনঃ দেখ চেয়ে
সম্মুখে, হে রক্ষোরিপু" দেখিলা নৃমণি
আর এক বামাদল সম্মোহন রূপে!
পরিমলময় ফুলে মণ্ডিত কবরী,
কামাগ্নির তেজোরাশি কুরঙ্গ-নয়নে,
মিষ্টতর সুধা-রস মধুর অধরে!
দেবরাজ-কম্বু-সম মণ্ডিত রতনে
গ্রীবাদেশ; সূক্ষ্ম স্বর্ণ-সুতার কাঁচলি
আচ্ছাদন-ছলে ঢাকে কেবল দেখাতে
কুচ-রুচি, কাম-ক্ষুধা বাড়ায়ে হৃদয়ে
কামীর! সুক্ষীণ কটি; নীল পট্টবাসে,
(সূক্ষ্ম অতি) গুরু উরু যেন ঘৃণা করি

২৩. ক্রন্দনময় অরণ্য। কল্পনায় হোমরীয় প্রভাব। ২৪. যমদূতীদের খোঁপায় বিষধর সর্প গোঁজা। এই কল্পনায় পাশ্চত্য প্রভাব স্পষ্ট।

আবরণ, রম্ভা-কান্তি দেখায় কৌতুকে,
উলঙ্গ বরাঙ্গ যথা মানসের জলে
অপ্সরীর, জল-কেলি করে তারা যবে।
বাজিছে নূপুর পায়ে, নিতম্বে মেখলা;
মৃদঙ্গের রঙ্গে, বীণা, রবাব, মন্দিরা,
আনন্দে স্বরঙ্গ সবে মন্দে মিলাইছে।
সঙ্গীত-তরঙ্গে রঙ্গে ভাসিছে অঙ্গনা।
রূপস পুরুষদল আর এক পাশে
বাহিরিল মৃদু হাসি; সুন্দর যেমতি
কৃত্তিকা-বল্লভ দেব কার্ত্তিকেয় বলী,
কিম্বা, রতি মনমথ, মনোরথ তব!
হেরি সে পুরুষ-দলে কামমদে মাতি
কপটে কটাক্ষ-শর হানিলা রমণী,
কঙ্কণ বাজিল হাতে শিঞ্জিনীর বোলে।
তপ্ত শ্বাসে উড়ি রজঃ কুসুমের দামে
ধূলারূপে জ্ঞান-রবি আশু আবরিল।
হারিল পুরুষ রণে; হেন রণে কোথা
জিনিতে পুরুষদলে আছে হে শকতি?
বিহঙ্গ বিহঙ্গী যথা প্রেমরঙ্গে মজি
করে কেলি যথা তথা—রসিক নাগরে,
ধরি পশে বন-মাঝে রসিকা নাগরী—
কি মানসে, নয়ন তা কহিল নয়নে!
সহসা পূরিল বন হাহাকার রবে!
বিস্ময়ে দেখিলা রাম করি জড়াজড়ি
গড়াইছে ভূমিতলে নাগর নাগরী
কামড়ি আঁচড়ি, মারি হস্ত, পদাঘাতে।
ছিঁড়ি চুল কুড়ি আঁখি, নাক মুখ চিরি
বজ্রনখে। রক্তস্রোতে তিতিলা ধরণী।
যুঝিল উভয়ে ঘোরে, যুঝিল যেমতি
কীচকের সহ ভীম নারী-বেশ ধরি
বিরাটে।[২৫] উতরি তথা যমদূত যত
লৌহের মুদ্গর মারি আশু তাড়াইলা
দুই দলে। মৃদুভাষে কহিলা সুন্দরী
মায়া রঘুকুলানন্দ রাঘবনন্দনে ঃ—
"জীবনে কামের দাস, শুন বাছা, ছিল
পুরুষ; কামের দাসী রমণী-মণ্ডলী।
কাম-ক্ষুধা পূরাইল দোঁহে অবিরামে
বিসর্জ্জি ধর্ম্মেরে, হায়, অধর্ম্মের জলে,
বর্জ্জি লজ্জা; দণ্ড এবে এই যমপুরে।
ছলে যথা মরীচিকা তৃষাতুর জনে,
মরু-ভূমে; স্বর্ণকান্তি মাকাল যেমতি
মোহে ক্ষুধাতুর প্রাণে; সেই দশা ঘটে
এ সঙ্গমে; মনোরথ বৃথা দুই দলে।
আর কি কহিব, বাছা, বুঝি দেখ তুমি।
এ দুর্ভোগ, হে সুভগ, ভোগে বহু পাপী
মর-ভূমে নরকাগ্রে; বিধির এ বিধি—
যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়েসে কাঙ্গালী।
অনির্ব্বেয়[২৬] কামানল পোড়ায় হৃদয়ে;
অনির্ব্বেয় বিধি-রোষ কামানল-রূপে
দহে দেহ, মহাবাহু, কহিনু তোমারে—
এ পাপী-দলের এই পুরস্কার শেষে!"—
মায়ার চরণে নমি কহিলা নৃমণি,
"কত যে অদ্ভুত কাণ্ড দেখিনু এ পুরে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, কে পারে বর্ণিতে?
কিন্তু কোথা রাজ-ঋষি? লইব মাগিয়া
কিশোর লক্ষ্মণে ভিক্ষা তাঁহার চরণে—
লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনতি।"
হাসিয়া কহিলা মায়া, "অসীম এ পুরী,
রাঘব, কিঞ্চিৎ মাত্র দেখানু তোমারে।
দ্বাদশ বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি
কৃতান্ত-নগরে, শূর, আমা দোঁহে, তবু
না হেরিব সর্ব্বভাগ! পূর্ব্বদ্বারে সুখে
পতি সহ করে বাস পতিপরায়ণা
সাধ্বীকুল;[২৭] স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অতুল এ পুরী
সে ভাগে; সুরম্য হর্ম্ম্য সুকানন মাঝে,
সুসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদা,
বাসন্ত সমীর চির বহিছে সুস্বনে,
গাইছে সুপিকপুঞ্জ সদা পঞ্চস্বরে।
আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে
মুরজ, মন্দিরা, বাঁশী, মধু সপ্তস্বরা!
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, উৎসে উথলিছে সদা
চৌদিকে, অমৃতফল ফলিছে কাননে;
প্রদানেন পরমান্ন আপনি অন্নদা!
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয়, যা কিছু যে চাহে,
অমনি পায় সে তারে, কামধুকে যথা
কামলতা, মহেস্বাস, সদ্য ফলবতী।
নাহি কাজ যাই তথা; উত্তর দুয়ারে
চল, বলি, ক্ষণকাল ভ্রম সে সুদেশে।
অবিলম্বে পিতৃ-পদ হেরিবে, নৃমণি!"
উত্তরাভিমুখে দোঁহে চলিলা সত্বরে।

২৫. মহাভারতের ভীমকর্তৃক কিচক বধ প্রসঙ্গ। ২৬. যা নেভানো যায় না। ২৭. সতী রমণীরা।

দেখিলা বৈদেহীনাথ গিরি শত শত
বন্ধ্য, দগ্ধ, আহা, যেন দেবরোষানলে!
তুঙ্গশৃঙ্গশিরে কেহ ধরে রাশি রাশি
তুষার; কেহ বা গর্জ্জি উগরিছে মুহুঃ
অগ্নি, দ্রবি শিলাকুলে অগ্নিময় স্রোতে,
আবরি গগন ভস্মে, পূরি কোলাহলে
চৌদিক! দেখিলা প্রভু মরুক্ষেত্র শত
অসীম, উত্তপ্ত বায়ু বহি নিরবধি
তাড়াইছে বালিবৃন্দে উর্ম্মিদলে যেন!
দেখিলা তড়াগ[২৮] বলী, সাগর-সদৃশ
অকূল; কোথায় ঝড়ে হুঙ্কারি উথলে
তরঙ্গ পর্ব্বতাকৃতি; কোথায় পচিছে
গতিহীন জলরাশি; করে কেলি তাহে
ভীষণ-মূরতি ভেক, চীৎকারি গম্ভীরে!
ভাসে মহোরগবৃন্দ, অশেষশরীরী
শেষ যথা; হলাহল জ্বলে কোন স্থলে;
সাগর-মন্থনকালে সাগরে যেমতি।
এ সকল দেশে পাপী ভ্রমে, হাহারবে
বিলাপি! দংশিছে সর্প, বৃশ্চিক কামড়ে,
ভীষণদশন কীট! আগুন ভূতলে,
শূন্যদেশে ঘোর শীত! হায় রে, কে কবে
লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ উত্তর দ্বারে!
দ্রুতগতি মায়া সহ চলিলা সুরথী।
নিকটয়ে তট যবে, যতনে কাণ্ডারী
দিয়া পাড়ী জলারণ্যে, আশু ভেটে তারে
কুসুমবনজনিত পরিমলসখা
সমীর; জুড়ায় কান শুনি বহুদিনে
পিককুল-কলরব, জনরব সহ;
ভাসে সে কাণ্ডারী এবে আনন্দ-সলিলে।
সেইরূপে রঘুবর শুনিলা অদূরে
বাদ্যধ্বনি! চারি দিকে হেরিলা সুমতি
সবিস্ময়ে স্বর্ণসৌধ, সুকাননরাজী
কনক-প্রসূন-পূর্ণ;—সুদীর্ঘ সরসী,
নবকুবলয়ধাম! কহিলা সুস্বরে
মায়া, "এই দ্বারে, বীর, সম্মুখসংগ্রামে
পড়ি, চিরসুখ ভুঞ্জে মহারথী যত।
অশেষ, হে মহাভাগ, সম্ভোগ এ ভাগে
সুখের! কানন-পথে, চল ভীমবাহু
দেখিবে যশস্বী জনে, সঞ্জীবনী পুরী[২৯]
যা সবার যশে পূর্ণ, নিকুঞ্জ যেমতি
সৌরভে। এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি
চন্দ্র-সূর্য্য-তারারূপে দীপে, অহরহঃ
উজ্জ্বলে।" কৌতুকে রথী চলিলা সত্বরে,
অগ্রে শূলহস্তে মায়া! কত ক্ষণে বলী
দেখিলা সম্মুখে ক্ষেত্র—রঙ্গভূমিরূপে।
কোন স্থলে শূলকুল শালবন যথা
বিশাল; কোথায় হ্রেষে তুরঙ্গমরাজী
মণ্ডিত রণভূষণে; কোথায় গরজে
গজেন্দ্র! খেলিছে চর্ম্মী অসি চর্ম্ম ধরি;
কোথায় যুঝিছে মল্ল ক্ষিতি টলমলি;
উড়িছে পতাকাচয় রণানন্দে যেন
কুসুম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে,
কোথায় গাইছে কবি, মোহি শ্রোতাকুলে,
বীরকুলসংকীর্ত্তনে। মাতি সে সঙ্গীতে
হুঙ্কারিছে বীরদল; বর্ষিছে চৌদিকে,
না জানি কে, পারিজাত ফুল রাশি রাশি
সুসৌরভে পূরি দেশ। নাচিছে অপ্সরা;
গাইছে কিন্নরকুল, ত্রিদিবে যেমতি।
কহিলা রাঘবে মায়া, "সত্যযুগ-রণে
সম্মুখসমরে হত রথীশ্বর যত,
দেখ এই ক্ষেত্রে আজি, ক্ষত্রচূড়ামণি!
কাঞ্চনশরীর যথা হেমকূট দেখ
নিশুম্ভে; কিরীট-আভা উঠিছে গগনে
মহাবীর্য্যবান্ রথী। দেবতেজোদ্ভবা
চণ্ডী ঘোরতর রণে নাশিলা শূরেশে।
দেখ শুম্ভে, শূলীশম্ভুনিভ পরাক্রমে;
ভীষণ মহিষাসুরে, তুরঙ্গমদমী;
ত্রিপুরারি-অরি শূর সুরথী ত্রিপুরে;
বৃত্র-আদি দৈত্য যত, বিখ্যাত জগতে।
সুন্দ-উপসুন্দ দেখ আনন্দে ভাসিছে
ভ্রাতৃপ্রেমনীরে পুনঃ।" সুধিলা সুমতি
রাঘব, "কেন না হেরি, কহ দয়াময়ি,
কুম্ভকর্ণ, অতিকায় নরান্তক (রণে
নরান্তক), ইন্দ্রজিৎ আদি রক্ষঃ-শূরে?"
উত্তরিলা কুহকিনী, "অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত,
নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহীপতি।
নগর বাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী,
যত দিন প্রেতক্রিয়া না সাধে বান্ধবে

২৮. সরোবর। ২৯. যে পুরীতে মৃতের প্রাণ ফিরে আসে।

যতনে; বিধির বিধি কহিনু তোমারে।[৩০]
চেয়ে দেখ, বীরবর, আসিছে এদিকে
সুবীর; অদৃশ্যভাবে থাকিব, নৃমণি,
তব সঙ্গে; মিষ্টালাপ কর রঙ্গে, তুমি।"
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
সবিস্ময়ে রঘুবর দেখিলা বীরেশে
তেজস্বী; কিরীটচূড়ে খেলে সৌদামিনী,
ঝল ঝলে মহাকায়ে, নয়ন ঝলসি,
আভরণ! করে শূল, গজপতিগতি।
অগ্রসরি শূরেশ্বর সম্ভাষি রামেরে,
সুধিলা,—"কি হেতু হেথা সশরীরে আজি,
রঘুকুলচূড়ামণি? অন্যায় সমরে
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে;
কিন্তু দূর কর ভয়; এ কৃতান্তপুরে
নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেন্দ্রিয় সবে।
মানবজীবনস্রোতঃ পৃথিবী-মণ্ডলে,
পঙ্কিল, বিমল রয়ে[৩১] বহে সে এ দেশে।
আমি বালি।" সলজ্জায় চিনিলা নৃমণি
রথীন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যানাথে! কহিলা হাসিয়া
বালি, "চল মোর সাথে, দাশরথি রথি!
ওই যে উদ্যান, দেব, দেখিছ অদূরে
সুবর্ণ-কুসুমময়, বিহারেন সদা
ও বনে জটায়ু রথী, পিতৃসখা তব!
পরম পীরিতি রথী পাইবেন হেরি
তোমায়! জীবনদান দিলা মহামতি
ধর্ম্মকর্ম্মে—সতী নারী রাখিতে বিপদে;
অসীম গৌরব তেঁই! চল ত্বরা করি।"
জিজ্ঞাসিলা রক্ষোরিপু, "কহ, কৃপা করি,
হে সুরথি, সমসুখী এদেশে কি তোমা
সকলে?" "খনির গর্ভে" উত্তরিলা বালি,
"জনমে সহস্র মণি, রাঘব; কিরণে
নহে সমতুল সবে, কহিনু তোমারে;—
তবু অভাহীন কেবা, কহ, রঘুমণি?"
এইরূপে মিষ্টালাপে চলিলা দুজনে।
রম্য বনে, বহে যথা পীযূষসলিলা
নদী সদা কলকলে, দেখিলা নৃমণি,
জটায়ু গরুড়পুত্রে, দেবাকৃতি রথী;
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, বিবিধ-রতনে
খচিত আসনাসীন! উথলে চৌদিকে
বীণাধ্বনি! পদ্মপর্ণবর্ণ বিভারাশি
উজ্জ্বলে সে বনরাজী, চন্দ্রাতপে ভেদি
সৌরকরপুঞ্জ যথা উৎসব-আলয়ে!
চিরপরিমলময় সমীর বহিছে
বাসন্ত! আদরে বীর কহিলা রাঘবে,—
"জুড়ালে নয়ন আজি, নরকুলমণি
মিত্রপুত্র! ধন্য তুমি! ধরিলা তোমারে
শুভ ক্ষণে গর্ভে, শুভ, তোমার জননী!
ধন্য দশরথ সখা, জন্মদাতা তব!
দেবকুলপ্রিয় তুমি, তেঁই সে আইলে
সশরীরে এ নগরে। কহ, বৎস, শুনি,
রণ-বার্ত্তা! পড়েছে কি সমরে দুর্ম্মতি
রাবণ?" প্রণমি প্রভু কহিলা সুস্বরে,—
"ও পদ-প্রসাদে, তাত, তুমুল সংগ্রামে,
বিনাশিনু বহু রক্ষে; রক্ষঃকুলপতি
রাবণ একাকী বীর এবে রক্ষঃপুরে।
তার শরে হতজীব লক্ষ্মণ সুমতি,
অনুজ; আইল দাস এ দুর্গম দেশে,
শিবের আদেশে আজি! কহ, কৃপা করি,
কহ দাসে, কোথা পিতা, সখা তব, রথি?"
কহিলা জটায়ু বলী, "পশ্চিম দুয়ারে
বিরাজেন রাজ-ঋষি রাজ-ঋষিদলে।
নাহি মানা মোর প্রতি ভ্রমিতে সে দেশে;
যাইব তোমার সঙ্গে, চল, রিপুদমি[৩২]!"
বহুবিধ রম্য দেশ দেখিলা সুমতি,
বহু স্বর্ণ-অট্টালিকা; দেবাকৃতি বহু রথী;
সরোবরকূলে, কুসুমকাননে,
কেলিছে হরষে প্রাণী, মধুকালে যথা
গুঞ্জরে ভ্রমরকুল সুনিকুঞ্জবনে;
কিম্বা নিশাভাগে যথা খদ্যোত, উজলি
দশ দিশ! দ্রুতগতি চলিলা দুজনে!
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী বেড়িল রাঘবে।
কহিলা জটায়ু বলী, "রঘুকুলোদ্ভব
এ সুরথী! সশরীরে শিবের আদেশে,
আইলা এ প্রেতপুরে, দরশন-হেতু
পিতৃপদ; আশীর্ব্বাদি যাহ সবে চলি
নিজস্থানে, প্রাণীদল।" গেলা চলি সবে
আশীর্ব্বাদি। মহানন্দে চলিলা দুজনে।
কোথায় হেমাঙ্গগিরি উঠিছে আকাশে
বৃক্ষচূড়, জটাচূড় যথা জটাধারী
কপর্দ্দী! বহিছে কলে প্রবাহিণী ঝরি!

৩০. বিধি—প্রজাপতি ব্রহ্মা। ভারতীয় বিশ্বাস, ব্রহ্মা প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেন। ৩১. প্রবাহ।
৩২. শত্রুকে যিনি দমন করেন।

হীরা, মণি, মুক্তাফল ফলে স্বচ্ছ জলে।
কোথায় বা নীচদেশে শোভিছে কুসুমে
শ্যামভূমি; তাহে সরঃ, খচিত কমলে!
নিরন্তর পিকবর কুহরিছে বনে।
বিনতানন্দনাত্মজ কহিলা সম্ভাষি
রাঘবে, "পশ্চিম দ্বার দেখ, রঘুমণি!
হিরন্ময়; এ সুদেশে হীরক-নির্ম্মিত
গৃহাবলী। দেখ চেয়ে, স্বর্ণবৃক্ষমূলে
মরকতপত্রছত্র দীর্ঘশিরোপরি,
কনক-আসনে বসি দিলীপ নৃমণি,
সঙ্গে সুদক্ষিণা সাধ্বী! পূজ ভক্তিভাবে
বংশের নিদান তব। বসেন এ দেশে
অগণ্য রাজর্ষিগণ, ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা,
নহুষ প্রভৃতি সবে বিখ্যাত জগতে।
অগ্রসরি-পিতামহে পূজ, মহাবাহু!"
অগ্রসরি রথীশ্বর সাষ্টাঙ্গে নমিলা
দম্পতীর পদতলে; সুধিলা আশীষি
দিলীপ, "কে তুমি? কহ, কেমনে আইলা
সশরীরে প্রেতদেশে, দেবাকৃতি রথি?
তব চন্দ্রানন হেরি আনন্দসলিলে
ভাসিল হৃদয় মম!" কহিলা সুস্বরে
সুদক্ষিণা, "হে সুভগ, কহ ত্বরা করি,
কে তুমি? বিদেশে যথা স্বদেশীয় জনে
হেরিলে জুড়ায় আঁখি, তেমনি জুড়াল
আঁখি মম, হেরি তোমা! কোন্ সাধ্বী নারী
শুভক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিল, সুমতি!
দেবকুলোদ্ভব যদি, দেবাকৃতি, তুমি,
কেন বন্দ আমা দোঁহে? দেব যদি নহ,
কোন্ কুল উজ্জ্বলিলা নরদেবরূপে?"
উত্তরিলা দাশরথি কৃতাঞ্জলিপুটে,
"ভুবনবিখ্যাত পুত্র রঘু নামে তব,
রাজর্ষি, ভুবন জিনি জিনিলা স্ববলে
দিগ্‌বিজয়ী, অজ নামে তাঁর জনমিলা
তনয়—বসুধাপাল; বরিলা অজেরে
ইন্দুমতী; তাঁর গর্ভে জনম লভিলা
দশরথ মহামতি; তাঁর পাটেশ্বরী
কৌশল্যা; দাসের জন্ম তাঁহার উদরে;
সুমিত্রা-জননী-পুত্র লক্ষ্মণ কেশরী,
শত্রুঘ্ন—শত্রুঘ্ন রণে! কৈকেয়ী জননী
ভরত ভ্রাতারে, প্রভু, ধরিলা গরভে!"
উত্তরিলা রাজ-ঋষি, "রামচন্দ্র তুমি,,
ইক্ষ্বাকু-কুলশেখর, আশীষি তোমারে!
নিত্য নিত্য কীর্ত্তি তব ঘোষিবে জগতে,
যত দিন চন্দ্র সূর্য্য উদয়ে আকাশে,
কীর্ত্তিমান্! বংশ মম উজ্জ্বল ভূতলে
তব গুণে, গুণিশ্রেষ্ঠ! ওই যে দেখিছ
স্বর্ণগিরি, তার কাছে বিখ্যাত এ পুরে,
অক্ষয় নামেতে বট বৈতরণীতটে।
বৃক্ষমূলে পিতা তব পূজেন সতত
ধর্ম্মরাজে তব হেতু; যাও মহাবাহু,
রঘুকুল-অলঙ্কার, তাঁহার সমীপে।
কাতর তোমার দুঃখে দশরথ রথী।"
বন্দি চরণারবিন্দ আনন্দে নৃমণি,
বিদায়ি জটায়ু শূরে, চলিলা একাকী
(অন্তরীক্ষে সঙ্গে মায়া) স্বর্ণগিরি দেশে
সুরম্য, অক্ষয় বৃক্ষে হেরিলা সুরথী
বৈতরণী নদীতীরে, পীযূষসলিলা
এ ভূমে; সুবর্ণ-শাখা, মরকত পাতা,
ফল, হায়, ফলছটা কে পারে বর্ণিতে?
দেবারাধ্য তরুরাজ, মুকতিপ্রদায়ী।
হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসরি
বাহুযুগ, (বক্ষঃস্থল আর্দ্র অশ্রুজলে)
কহিলা, "আইলি কি রে এ দুর্গম দেশে
এত দিনে, প্রাণাধিক, দেবের প্রসাদে,
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয়? পাইনু কি আজি
তোরে, হারাধন মোর? হায় রে, কত যে
সহিনু বিহনে তোর, কহিব কেমনে,
রামভদ্র? লৌহ যথা গলে অগ্নিতেজে,
তোর শোকে দেহত্যাগ করিনু অকালে।
মুদিনু নয়ন, হায়, হৃদয়জ্বলনে।
নিদারুণ বিধি, বৎস, মম কর্ম্মদোষে
লিখিলা আয়াস, মরি, তোর ও কপালে,
ধর্ম্মপথগামী তুই! তেঁই, সে ঘটিল
এ ঘটনা; তেঁই, হায়, দলিল কৈকেয়ী
জীবনকাননশোভা আশালতা মম
মত্ত মাতঙ্গিনীরূপে।" বিলাপিলা বলী
দশরথ; দাশরথি কাঁদিলা নীরবে।
কহিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, "অকূল সাগরে
ভাসে দাস, তাত, এবে; কে তারে রক্ষিবে
এ বিপদে? এ নগরে বিদিত যদ্যপি
ঘটে যা ভবমণ্ডলে, তবে ও চরণে
অবিদিত নহে, কেন আইল এ দেশে
কিঙ্কর! অকালে, হায় ঘোরতর রণে,
হত প্রিয়ানুজ আজি! না পাইলে তারে

আর না ফিরিব যথা শোভে দিনমণি,
চন্দ্র,তারা! আজ্ঞা দেহ, এখনি মরিব,
হে তাত, চরণতলে! না পারি ধরিতে
তাহার বিরহে প্রাণ!" কাঁদিলা নৃমণি
পিতৃপদে; পুত্রদুঃখে কাতর, কহিলা
দশরথ,—"জানি আমি, কি কারণে তুমি
আইলে এ পুরে, পুত্র। সদা আমি পূজি
ধর্ম্মরাজে, জলাঞ্জলি দিয়া সুখভোগে,
তোমার মঙ্গল হেতু। পাইবে লক্ষ্মণে,
সুলক্ষণ। প্রাণ তার এখনও দেহে
বদ্ধ, ভগ্ন কারাগারে বদ্ধ বন্দী যথা।
সুগন্ধমাদন গিরি, তার শৃঙ্গদেশে
ফলে মহৌষধ, বৎস, বিশল্যকরণী,
হেমলতা; আনি তাহা বাঁচাও অনুজে।
আপনি প্রসন্নভাবে যমরাজ আজি
দিলা এ উপায় কহি। অনুচর তব
আশুগতিপুত্র[৩৩] হনু, আশুগতিগতি;
প্রের তারে; মুহূর্ত্তেকে আনিবে ঔষধে
ভীমপরাক্রম বলী প্রভঞ্জনসম।
নাশিবে সময়ে তুমি বিষম সংগ্রামে
রাবণে; সবংশে নষ্ট হবে দুষ্টমতি
তব শরে; রঘুকুললক্ষ্মী পুত্রবধূ
রঘুগৃহ পুনঃ মাতা ফিরি উজ্জ্বলিবে;—
কিন্তু সুখ ভোগ ভাগ্যে নাহি, বৎস তব!
পুড়ি ধূপদানে, হায় গন্ধরস যথা
সুগন্ধে আমোদে দেশ, বহু ক্লেশ সহি,
পূরিবে ভারতভূমি, যশস্বি, সুযশে!
মম পাপ হেতু বিধি দণ্ডিলা তোমারে;—
স্বপাপে মরিনু আমি তোমার বিচ্ছেদে।
"অর্দ্ধগত নিশামাত্র এবে ভূমণ্ডলে।
দেববলে বলী তুমি, যাও শীঘ্র ফিরি
লঙ্কাধামে; প্রের ত্বরা বীর হনূমানে;
আনি মহৌষধ, বৎস, বাঁচাও অনুজে—
রজনী থাকিতে যেন আনে সে ঔষধে।"
আশীষিলা দশরথ দাশরথি শূরে।
পিতৃ- পদধূলি পুত্র লইবার আশে,
অর্পিলা চরণপদ্মে করপদ্ম;— বৃথা!
নারিলা স্পর্শিতে পদ! কহিলা সুস্বরে
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ দশরথাঙ্গজে
"নহে ভূতপূর্ব্ব দেহ এবে যা দেখিছ
প্রাণাধিক! ছায়া মাত্র! কেমনে ছুঁইবে
এ ছায়া, শরীরী তুমি? দর্পণে যেমতি
প্রতিবিম্ব, কিম্বা জলে, এ শরীর মম।—
অবিলম্বে, প্রিয়তম, যাও লঙ্কাধামে।"
প্রণমি বিস্ময়ে পদে চলিলা সুমতি,
সঙ্গে মায়া। কত ক্ষণে উতরিলা বলী
যথায় পতিত ক্ষেত্রে লক্ষ্মণ সুরথী;
চারি দিকে বীরবৃন্দ নিদ্রাহীন শোকে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে প্রেতপুরী নাম
অষ্টমঃ সর্গঃ।

নবম সর্গ

প্রভাতিল বিভাবরী; জয় রাম নাদে
নাদিল বিকট ঠাট লঙ্কার চৌদিকে।
কনক-আসন ত্যজি, বিষাদে ভূতলে
বসেন যথায়, হায়, রক্ষোদলপতি
রাবণ; ভীষণ স্বন স্বনিল সে স্থলে
সাগরকল্লোলসম! বিস্ময়ে সুরথী
সুধিলা সারণে লক্ষি,"কহ ত্বরা করি,
হে সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ, কি হেতু নিনাদে
বৈরিবৃন্দ, নিশাভাগে নিরানন্দ শোকে।
কহ শীঘ্র! প্রাণদান পাইলা কি পুনঃ
কপট-সমরী মূঢ় সৌমিত্রি? কে জানে
অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল!
অবিরামগতি স্রোত বাঁধিল কৌশলে
যে রাম; ভাসিল শিলা যার মায়াতেজে
জলমুখে; বাঁচিল যে দুইবার মরি
সমরে, অসাধ্য তার কি আছে জগতে?
কহ শুনি, মন্ত্রিবর, কি ঘটিল এবে?
কর পুটি মন্ত্রীবর উত্তরিলা খেদে!—
"কে বুঝে দেবের মায়া এ মায়াসংসারে,
রাজেন্দ্র? গন্ধমাদন, শৈলকুলপতি,

৩৩. বায়ু দ্রুতগতি, তাই বায়ুপুত্র অর্থাৎ পবনপুত্র হনুমান।

দেবাত্মা, আপনি আসি গত নিশাকালে,
মহৌষধ-দানে, প্রভু, বাঁচাইলা পুনঃ
লক্ষ্মণে; তেঁই সে সৈন্য নাদিছে উল্লাসে।
হিমান্তে দ্বিগুণতেজঃ ভুজঙ্গ যেমতি,
গরজে সৌমিত্রি শূর—মত্ত বীরমদে;
গরজে সুগ্রীব সহ দাক্ষিণাত্য যত,
যথা করিযূথ, নাথ,শুনি যূথনাথে!"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা সুরথী
লঙ্কেশ,—"বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে?
বিমুখি অমর মরে, সম্মুখ-সমরে
বধিনু যে রিপু আমি, বাঁচিল সে পুনঃ
দৈববলে? হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে,
ভুলিলা স্বধর্ম্ম আজি কৃতান্ত আপনি!
গ্রাসিলে কুরঙ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু
তাহায়? কি কাজ কিন্তু এ বৃথা বিলাপে?
বুঝিনু নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি! মরিল সংগ্রামে
শূলীশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে
শক্তিধর! প্রাণ আমি ধরি কোন্ সাধে?
আর কি এ দোঁহে ফিরি পাব ভবতলে?—
যাও তুমি, হে সারণ, যথায় সুরথী
রাঘব;—কহিও শূরে,—'রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি!'
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম্ম পাল রঘুপতি!
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা! ধন্য বীরকুলে
তুমি! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি!
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে;
পরমনোরথ আজি পূরাও, সুরথি।'
যাও শীঘ্র, মন্ত্রিবর, রামের শিবিরে।"
বন্দি রক্ষঃকুল-ইন্দ্রে, সঙ্গীদল সহ,
চলিলা সচিবশ্রেষ্ঠ। অমনি খুলিল
ভীষণ নিনাদে দ্বার দ্বারপাল যত।
ধীরে ধীরে রক্ষোমন্ত্রী চলিলা বিষাদে
চির-কোলাহলময় পয়োনিধিতীরে।
শিবিরে বসেন প্রভু রঘুকুলমণি,
আনন্দসাগরে মগ্ন; সম্মুখে সৌমিত্রি
রথীশ্বর, যথা তরু হিমানীবিহনে
নবরস; পূর্ণশশী সুহাস আকাশে
পূর্ণিমায়; কিম্বা পদ্ম, নিশা-অবসানে,
প্রফুল্ল! দক্ষিণে রক্ষঃ বিভীষণ-বলী
মিত্র, আর নেতৃ যত দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রামে,
দেবেন্দ্রে বিড়িয়া যেন দেবকুল-রথী!
কহিল সংক্ষেপে বার্ত্তা বার্ত্তাবহ ত্বরা
"রক্ষঃকুলমন্ত্রী, দেব, বিখ্যাত জগতে,
সারণ, শিবিরদ্বারে, সঙ্গীদল সহ
কি আজ্ঞা তোমার, দাসে কহ নরমণি।"
আদেশিলা রঘুবর, "আন ত্বরা করি,
বার্ত্তাবহ, মন্ত্রিবরে সাদরে এ স্থলে।
কে না জানে, দূতকুল অবধ্য সমরে?"
প্রবেশি শিবিরে তবে সারণ কহিলা—
(বন্দি রাজপদযুগ) "রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—'তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি!
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম্ম পাল, রঘুপতি!
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা! ধন্য বীরকুলে
তুমি! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি;
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে;
পরমনোরথ আজি পূরাও, সুরথি।"
উত্তরিলা রঘুনাথ,—"পরমারি মম,
হে সারণ, প্রভু তব; তবু তাঁর দুঃখে
পরম দুঃখিত আমি, কহিনু তোমারে!
রাহুগ্রাসে হেরি সূর্য্যে কার না বিদরে
হৃদয়? যে তরুরাজ জ্বলে তাঁর তেজে
অরণ্যে,মলিনমুখ সেও হে সে কালে!
বিপদে অপর পর সম মম কাছে,
মন্ত্রীবর! যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে
তুমি, না ধরিব অস্ত্র সপ্ত দিন আমি
সসৈন্যে। কহিও বুধ, রক্ষঃকুলনাথে,

১. বাণের আর্তিতে মানবিক আবেদনের অভিব্যক্তি।

ধর্ম্মকর্ম্মে রত জনে কভু না প্রহারে
ধার্ম্মিক!" এতেক কহি নীরবিলা বলী।
নতভাবে রক্ষোমন্ত্রী কহিলা উত্তরি;
"নরকুলোত্তম তুমি, রঘুকুলমণি;
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে!
উচিত এ কর্ম্ম তব, শুন, মহামতি!
অনুচিত কর্ম্ম কভু করে কি সুজনে?
যথা রক্ষোদলপতি নৈকষেয় বলী;
নরদলপতি তুমি রাঘব! কুক্ষণে
ক্ষম এ আক্ষেপ, রথি, মিনতি ও পদে!
কুক্ষণে ভেটিলে দোঁহা দোঁহে রিপুভাবে!
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে?
যে বিধি, হে মহাবাহু; সৃজিলা পবনে
সিন্ধু-অরি; মৃগ্-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র রিপু;
খগেন্দ্র নাগেন্দ্রবৈরী; তাঁর মায়াছলে
রাঘব রাবণ-অরি দোষিব কাহারে?"
প্রসাদ পাইয়া দ্রুত চলিলা সত্বরে
যথায় রাক্ষসনাথ বসেন নীরবে,
তিতিয়া বসন, মরি নয়ন-আসারে,
শোকার্ত্ত! হেথায় আজ্ঞা দিলা নরপতি
নেতাবৃন্দে; রণসজ্জা ত্যজি কুতূহলে,
বিরাম লভিলা সবে যে যার শিবিরে।
যথায় অশোকবনে বসেন বৈদেহী,
অতল জলধিতলে, হায় রে, যেমতি
বিরহে কমলা সতী, আইলা সরমা
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূবেশে।
বন্দি চরণারবিন্দ বসিলা ললনা
পদতলে। মধুস্বরে সুধিলা মৈথিলি,
কহ মোরে, বিধুমুখি, কেন হাহাকারে
এ দুদিন পুরবাসী? শুনিনু সভয়ে
রণনাদ সারাদিন কালি রণভূমে;
কাঁপিল সঘনে বন, ভূকম্পনে যেন
দূর বীরপদভরে; দেখিনু আকাশে
অগ্নিশিখাসম শর; দিবা-অবসানে,
জয়-নাদে রক্ষঃসৈন্য পশিল নগরে,
বাজিল রাক্ষসবাদ্য গম্ভীর নিক্কণে!
কে জিনিল? কে হারিল? কহ ত্বরা করি,
সরমে! আকুল মনঃ, হায় লো, না মানে
প্রবোধ! না জানি হেথা জিজ্ঞাসি কাহারে?
না পাই উত্তর যদি সুধি চেড়ীদলে।
বিকটা ত্রিজটা, সখি, লোহিতলোচনা
করে খরসান অসি চামুণ্ডারূপিণী,
আইল কাটিতে মোরে গত নিশাকালে,
ক্রোধে অন্ধা! আর চেড়ী রোধিল তাহারে;
বাঁচিল এ পোড়া প্রাণ তেঁই, সুকেশিনি!
এখনও কাঁপে হিয়া স্মরিলে দুষ্টারে!"
কহিলা সরমা সতী সুমধুর ভাষে;—
"তব ভাগ্যে, ভাগ্যবতি, হতজীব রণে
ইন্দ্রজিত! তেঁই লঙ্কা বিলাপে এরূপে
দিবানিশি। এত দিনে গতবল, দেবি,
কর্ব্বুর-ঈশ্বরী বলী! কাঁদে মন্দোদরী;
রক্ষঃকুলনারীকুল আকুল বিষাদে;
নিরানন্দ রক্ষোরথী। তব পুণ্যবলে,
পদ্মাক্ষি, দেবর তব লক্ষ্মণ সুরথী
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলা সংগ্রামে,—
বাধিলা বাসবজিতে অজেয় জগতে!"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা,—"সুবচনী তুমি
মম পক্ষে, রক্ষোবধূ সদা লো এ পুরে!
ধন্য বীর-ইন্দ্র-কুলে সৌমিত্রি কেশরী।
শুভ ক্ষণে হেন পুত্রে সুমিত্রা শাশুড়ী
ধরিলা সুগর্ভে, সই! এত দিনে বুঝি
কারাগারদ্বার মম খুলিলা বিধাতা
কৃপায়! একাকী এবে রাবণ দুর্ম্মতি
মহারথী লঙ্কাধামে। দেখিব কি ঘটে,—
দেখিবার কি দুঃখ আছে এ কপালে?
কিন্তু শুন কান দিয়া! ক্রমশঃ বাড়িছে
হাহাকার-ধ্বনি, সখি।"—কহিলা সরমা
সুবচনী,—"কর্ব্বুরেন্দ্র রাঘবেন্দ্র সহ
করি সন্ধি, সিন্ধুতীরে লইছে তনয়ে
প্রেতক্রিয়াহেতু সতি! সপ্ত দিবানিশি
না ধরিবে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষসদেশে
বৈরিভাবে—এ প্রতিজ্ঞা করিলা নৃমণি
রাবণের অনুরোধে;—দয়াসিন্ধু, দেবি,
রাঘবেন্দ্র! দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী—
বিদরে হৃদয়, সাধ্বি, স্মরিলে সে কথা!—
প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা
যাবে স্বর্গপুরে আজি! হর-কোপানলে,
হে দেবি, কন্দর্প যবে মরিলা পুড়িয়া
মরিলা কি রতি সতী প্রাণনাথে লয়ে?"
কাঁদিলা রাক্ষসবধূ তিতি অশ্রুনীরে
শোকাকুলা। ভবতলে মূর্ত্তিমতী দয়া
সীতারূপে, পরদুঃখে কাতর সতত,
কহিলা—সজল আঁখি, সম্ভাষি সখীরে;—

"কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি!
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলারূপী
আমি![2] পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা!
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজসিংহাসন! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীমভুজবলে,
রক্ষিতে দাসীর মান! হ্যাদে দেখ হেথা
মরলি বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে?
মরিবে দানববালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে! বসন্তারম্ভে, হায় লো, শুখাল
হেন ফুল!"—"দোষ তব,"—সুধিলা সরমা,
মুছিয়া নয়নজল—"কহ কি, রূপসি?
কে ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণব্রততী,
বঞ্চিয়া রসালরাজে? কে আনিল তুলি
রাঘবমানসপদ্ম এ রাক্ষসদেশে?
নিজ কর্ম্মদোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি!
আর কি কহিবে দাসী?" কাঁদিলা সরমা
শোকে! রক্ষঃকুলশোকে সে অশোক-বনে,
কাঁদিলা রাঘববাঞ্ছা—দুঃখী পর-দুঃখে।
খুলিল পশ্চিম দ্বার অশনি-নিনাদে।
বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণদণ্ড করে,
কৌষিক পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে।
রাজপথ-পার্শ্বদ্বয়ে চলে সারি সারি।
নীরবে পতাকিকুল। সর্ব্বাগ্রে দুন্দুভি
করিপৃষ্ঠে পূরে দেশ গম্ভীর আরবে।
পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে;
বাজীরাজী সহ গজ; রথীবৃন্দ রথে
মৃদুগতি, বাজে বাদ্য সকরুণ ক্বণে!
যত দূর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধুমুখে
নিরানন্দে রক্ষোদল! ঝক ঝক ঝকে
স্বর্ণ-বর্ম্ম ধাঁধি আঁখি! রবিকরতেজে
শোভে হৈমধ্বজদণ্ড; শিরোমণি শিরে;
অসিকোষ সারসনে; দীর্ঘ শূল হাতে;
বিগলিত অশ্রুধারা, হায় রে, নয়নে!
বাহিরিল বীরাঙ্গনা (প্রমীলার দাসী)
পরাক্রমে ভীম-সমা, রূপে বিদ্যাধরী,
রণবেশে;—কৃষ্ণ-হয়ে[3] নৃমুণ্ডমালিনী,—
মলিন বদন, মরি, শশিকলাভাবে
নিশা যথা! অবিরল ঝরে অশ্রুধারা
তিতি বস্ত্র, তিতি অশ্ব, তিতি বসুধারে!
উচ্ছ্বাসিছে কোন বামা; কেহ বা কাঁদিছে
নীরবে; চাহিছে কেহ রঘুসৈন্য পানে
অগ্নিময় আঁখি রোষে, বাঘিনী যেমনি
(জালাবৃত) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে!
হায় রে, কোথা সে হাসি—সৌদামিনী-ছটা!
কোথা সে কটাক্ষশর, কামের সমরে
সর্ব্বভেদী? চেড়ীবৃন্দ মাঝারে বড়বা,
শূন্যপৃষ্ঠ, শোভাশূন্য, কুসুম বিহনে
বৃন্ত যথা! ঢুলাইছে চামর চৌদিকে
কিঙ্করী; চলিছে সঙ্গে বামাব্রজ কাঁদি
পদব্রজে; কোলাহল উঠিছে গগনে!
প্রমীলার বীরবেশ শোভে ঝলঝলে
বড়বার পৃষ্ঠে,—অসি, চর্ম্ম, তূণ, ধনুঃ
কিরীট, মণ্ডিত, মরি অমূল্য রতনে!
সারসন মণিময়; কবচ খচিত
সুবর্ণে, মলিন,—দোঁহে। সারসন স্মরি,
হায় রে, সে সরু কটি! কবচ ভাবিয়া
সে সু-উচ্চ কুচযুগে-গিরিশৃঙ্গসম!
ছড়াইছে খই, কড়ী, স্বর্ণমুদ্রা আদি
অর্থ, দাসী; সকরুণে গাইছে গায়কী;
পেশল-উরস হানি কাঁদিছে রাক্ষসী।
বাহিরিল মৃদুগতি রথবৃন্দ মাঝে
রথবর, ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা
চক্রে; ইন্দ্রচাপরূপী ধ্বজ চূড়দেশে;
কিন্তু কান্তিশূন্য আজি, শূন্যকান্তি যথা
প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিমা বিহনে
বিসর্জ্জন-অন্তে!—কাঁদে ঘোর কোলাহলে
রক্ষোরথী, ক্ষণ বক্ষঃ হানি মহাক্ষেপে
হতজ্ঞান! রথমধ্যে শোভে ভীম ধনুঃ
তূণীর, ফলক, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র গদা-
আদি অস্ত্র; সুকবচ; সৌরকর-রাশি-

২. প্রমীলার দুঃখে সীতার শোক প্রকাশে সর্বজয়ী মানবিক ধর্মের প্রকাশ। ৩. কালো ঘোড়া।

সদৃশ কিরীট ; আর বীরভুষা যত।
সকরুণ গীতে গীতী গাইছে কাঁদিয়া
রক্ষোদুঃখ! স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেহ,
ছড়ায় কুসুম যথা লড়ি ঘোর ঝড়ে
তরু! সুবাসিত জল ঢালে জলবহ,
দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে
পদভর। চলে রথ সিন্ধুতীরমুখে।
সুবর্ণ-শিবিকাসনে, আবৃত কুসুমে,
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,
মর্ত্ত্যে রতি মৃত কাম সহ সহগামী।
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু, গলে ফুলমালা,
কঙ্কণ মৃণালভুজে; বিবিধ ভূষণে
ভূষিতা রাক্ষসবধূ। ঢুলাইছে কাঁদি
চামরিণী সুচামর; কাঁদি ছড়াইছে
ফুলরাশি বামাবৃন্দ। আকুল বিষাদে,
রক্ষঃকুল-নারীকুল কাঁদে হাহারবে।
হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা
মুখচন্দ্রে? কোথা, মরি, সে সুচারু হাসি,
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা
দিনকর-কররাশি তোর বিম্বাধরে,
পঙ্কজিনি? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী—
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি
গেছে যেন তথা পতি বিরাজেন এবে।
শুখাইলে তরুরাজ, শুখায় রে লতা,
স্বয়ম্বরা বধূ ধনী। কাতারে, কাতারে,
চলে রক্ষোরথী সাথে, কোষশূন্য অসি
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে,
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা নয়ন ঝলসে!
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে;
বহে হবির্ব্বহ[৪] হোত্রী[৫] মহামন্ত্র জপি;
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধূ
স্বর্ণপাত্রে; স্বর্ণকুম্ভে পূত অম্ভোরাশি[৬]
গাঙ্গেয়। সুবর্ণদীপ দীপে চারি দিকে।
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে;
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, তুম্বকী;
বাজিছে ঝাঁঝরী শংখ; দেয় হুলাহুলি
সধবা রাক্ষসনারী আর্দ্র অশ্রুনীরে
হায় রে মঙ্গলধ্বনি, অমঙ্গল দিনে!
বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজা
রাবণ ; বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরি,
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে;
চারি দিকে মন্ত্রীদল দূরে নতভাবে?
নীরব কর্ব্বুরপতি, অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ। বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষোপুরবাসী রক্ষঃ—আবাল, বনিতা,
বৃদ্ধ; শূন্য করি পুরী, আঁধার রে এবে
গোকুলভবন যথা শ্যামের বিহনে!
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে,
চলে সবে, পূরি দেশ বিষাদ-নিনাদে!
কহিলা অঙ্গদে প্রভু সুমধুর স্বরে—
"দশ শত রথী সঙ্গে যাও, হে সুরথি!
যুবরাজ,রক্ষঃ সহ মিত্রভাবে তুমি,
সিন্ধুতীরে! সাবধানে যাও, মহাবলি
আকুল পরাণ মম রক্ষঃকুলশোকে!
এ বিপদে পরাপর নাহি ভাবি মনে,
কুমার! লক্ষ্মণ-শূরে হেরি পাছে রোষে,
পূর্ব্বকথা স্মরি মনে কর্ব্বুরাধিপতি,
যাও তুমি, যুবরাজ! রাজচূড়ামণি,
পিতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষসে,
শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে!"
দশ শত রথী সাথে চলিলা সুরথী
অঙ্গদ সাগরমুখে। আইলা আকাশে
দেবকুল;—ঐরাবতে দেবকুলপতি,
সঙ্গে বরাঙ্গনা শচী অনন্তযৌবনা,
শিখিধ্বজে শিখিধ্বজ স্কন্ধ তারকারি
সেনানী; চিত্রিত রথে চিত্ররথ রথী,
মৃগে বায়ুকুলরাজ; ভীষণ মহিষে
কৃতান্ত; পুষ্পকে যক্ষ, অলকার পতি;
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি,
মলিন তপনতেজে; আইলা সুহাসী
অশ্বিনীকুমারযুগ, আর দেব যত।
আইলা সুরসুন্দরী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা,
কিন্নর, কিন্নরী। রঙ্গে বাজিল অম্বরে
দিব্য বাদ্য। দেব-ঋষি আইলা কৌতুকে
আর আর প্রাণী যত ত্রিদিবনিবাসী।
উতরি সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ; বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে

৪. অগ্নি। ৫. হোম করেন যিনি। ৬. জলরাশি।

মন্দাকিনী-পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহস্থানে রক্ষোদল; পড়িলা গম্ভীরে
মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ
মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন-আভরণ, বিতারিলা সবে।
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুরভাষে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা,—"লো সহচরি, এত দিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে[৭]
আমার। ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে!
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি! মায়েরে মোর"—হায় রে, বহিল
সহসা নয়নজল! নীরবিলা সতী;
কাঁদিলা দানববালা হাহাকার রবে!
মুহূর্ত্তে সম্বরি শোক, কহিলা সুন্দরী,
"কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এত দিনে! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে;—
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?
আর কি কহিব, সখি? ভুল না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে!"
চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন!)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে;
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে।
বাজিল রাক্ষসবাদ্য; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ রেদী; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি;
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব! পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে।
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম-আদি দিল রক্ষোবালা
যথাবিধি; পশুকুলে নাশি তীক্ষ্ণ শরে
ঘৃতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল
চারি দিকে যথা মহানবমীর দিনে,
শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি তব পীঠতলে!
অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে;
"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে;—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ! বৃথা আশা! পূর্ব্বজন্মফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে![৮]
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে!
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর? কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে?
'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার?' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি?'—
কি কয়ে বুঝাব তারে? হায় রে, কি কয়ে?
হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে।
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?"
অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে!
লড়িল মস্তকে জটা; ভীষণ গর্জ্জনে
গর্জ্জিল ভূজঙ্গবৃন্দ; ধক ধক ধকে
জ্বলিল অনল ভালে; ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিলা ত্রিপথগা[১০], বরিষায় যথা
বেগবতী স্রোতস্বতী পর্ব্বতকন্দরে!
কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে!
কাঁপিল আতঙ্কে বিশ্ব; সভয়ে অভয়া
কৃতাঞ্জলিপুটে সাধ্বী কহিলা মহেশে;
"কি হেতু সরোষ, প্রভু, কহ তা দাসীরে

৭. সংসারে। ৮. রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনা লক্ষ্যণীয়।
৯. ভারতীয় বিশ্বাসমতে জন্মান্তর প্রসঙ্গ।
১০. স্বর্গ মর্ত পাতাল এই তিনদিকে যার গতি—গঙ্গা।

মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে;
নহে দোষী রঘুরথী! তবে যদি নাশ
অবিচারে তারে, নাথ, কর ভস্ম আগে
আমায়!" চরণযুগ ধরিলা জননী।
সাদরে সতীরে তুলি কহিলা ধূর্জ্জটি;
"বিদরে হৃদয় মম, নগরাজবালে,
রক্ষোদুঃখে! জান তুমি কত ভালবাসি
নৈকষেয় শূরে আমি! তব অনুরোধে,
ক্ষমিব, হে ক্ষেমঙ্করি, শ্রীরাম লক্ষ্মণে।"
আদেশিলা অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশূলী;
"পবিত্রি, হে সর্ব্বশুচি, তোমার পরশে,
আন শীঘ্র এ সুধামে রাক্ষসদম্পতী।"
ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে!
সহসা জ্বলিল চিতা। সচকিতে সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ; সুবর্ণ-আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
দিব্যমূর্ত্তি! বাম ভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে;
চিরসুখহাসিরাশি মধুর অধরে!
উঠিল গগনপথে রথবর বেগে;
বরষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি;
পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে!
দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে
রাক্ষস।[১১] পরম যত্নে কুড়াইয়া সবে
ভস্ম, অম্বুরাশিতলে বিসর্জ্জিলা তাহে!
ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নির্ম্মিল মিলিয়া
স্বর্ণ-পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে;
ভেদি অভ্র, মঠচূড়া উঠিল আকাশে।[১২]
করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে[১৩]
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে[১৪]
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সংস্ক্রিয়া নাম
নবমঃ স্বর্গঃ।

---

১১. ১২. ১৩. রাবণের চিতার শেষ দৃশ্য ও স্মৃতিমন্দির নির্মাণের বর্ণনায় লৌকিক রীতি লক্ষ্যণীয়। ১৪. বাঙালীর দুর্গোৎসবের উল্লেখ।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

প্রথম সর্গ

[বিরহ]

১

বংশী-ধ্বনি

১

নাচিছে কদম্বমূলে,
বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ!
চল, সখি, ত্বরা করি,
দেখিগে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন!
চাতকী আমি স্বজনি,
শুনি জলধর-ধ্বনি
কেমনে ধৈরজ ধরি থাকি লো এখন?
যাক্ মান, যাক্ কুল,
মন-তরী পাবে কূল;
চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ!

২

মানস সরসে, সখি,
ভাসিছে মরাল রে,
কমল কাননে!
কমলিনী কোন্ ছলে,
থাকিবে ডুবিয়া জলে,
বঞ্চিয়া রমণে?
যে যাহারে ভাল বাসে,
সে যাইবে তার পাশে —
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে?
যদি অবহেলা করি,
রুষিবে শম্বর-অরি[১];
কে সম্বরে স্মর-শরে[২] এ তিন ভুবনে!

৩

ওই শুন, পুনঃ বাজে
মজাইয়া মন, রে,
মুরারির বাঁশী!
সুমন্দ মলয় আনে
ও নিনাদ মোর কাণে—
আমি শ্যাম-দাসী।
জলদ গরজে যবে,
ময়ূরী নাচে সে রবে; —
আমি কেন না কাটিব শরমের ফাঁসি?
সৌদামিনী ঘন[৩] সনে,
ভ্রমে সদানন্দ মনে; —
রাধিকা কেন ত্যজিবে রাধিকাবিলাসী?

৪

ফুটিছে কুসুমকুল
মঞ্জু কুঞ্জবনে, রে,
যথা গুণমণি!
হেরি মোর শ্যামচাঁদ,
পীরিতের ফুল ফাঁদ,
পাতে লো ধরণী!
কি লজ্জা! হা ধিক্ তারে,
ছয় ঋতু বরে যারে,[৪]
আমার প্রাণের ধন লোভে সে রমণী?
চল, সখি, শীঘ্র যাই,
পাছে মাধবে হারাই, —
মণিহারা ফণিনী কি বাঁচে লো স্বজনি?

৫

সাগর উদ্দেশে নদী
ভ্রমে দেশে দেশে, রে,
অবিরাম গতি —

১. শম্বর অসুরের শত্রু কামদেব।, কামদেব শম্বরাসুরকে বধ করেছিলেন। ২. স্মর — কামদেব। কামদেবের শর অর্থাৎ ফুলবাণ যা মানুষকে প্রেমোন্মত্ত করে। ৩. মেঘ। ৪. পৃথিবীকে ছয় ঋতুর প্রিয়তমা রূপে কবি কল্পনা করেছেন।

গগনে উদিলে শশী,
হাসি যেন পড়ে খসি,
নিশি রূপবতী ;
আমার প্রেম-সাগর,
দুয়ারে মোর নাগর,
তারে ছেড়ে রব আমি? ধিক্ এ কুমতি![৫]
আমার সুধাংশু নিধি—
দিয়াছে আমায় বিধি—
বিরহ আঁধারে আমি? ধিক্ এ যুকতি![৬]

৬

নাচিছে কদম্বমূলে,
বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ!
চল, সখি, ত্বরা করি,
দেখিগে প্রাণের হরি,
গোকুল রতন!
মধু কহে ব্রজাঙ্গনে,
স্মরি ও রাঙা চরণে,
যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুসূদন!
যৌবন মধুর কাল,
আশু বিনাশিবে কাল,
কালে পিও[৭] প্রেমমধু করিয়া যতন।

২

জলধর

১

চেয়ে দেখ, প্রিয়সখি, কি শোভা গগনে!
সুগন্ধ-বহ-বাহন,[৮]
সৌদামিনী সহ ঘন
ভ্রমিতেছে মন্দগতি প্রেমানন্দ মনে!
ইন্দ্র-চাপ[৯] রূপ ধরি,
মেঘরাজ ধ্বজোপরি,
শোভিতেছে কামকেতু— খচিত রতনে!

২

লাজে বুঝি গ্রহরাজ মুদিছে নয়ন!
মদন উৎসবে এবে,
মাতি ঘনপতি সেবে
রতিপতি সহ রতি ভুবনমোহন!
চপলা চঞ্চলা হয়ে,
হাসি প্রাণনাথে লয়ে
তুষিছে তাহায় দিয়ে ঘন আলিঙ্গন!

৩

নাচিছে শিখিনী সুখে কেকা রব করি,
হেরি ব্রজ কুঞ্জবনে,
রাধা রাধাপ্রাণধনে,
নাচিত যেমতি যত গোকুল সুন্দরী!
উড়িতেছে চাতকিনী
শূন্যপথে বিহারিণী
জয়ধ্বনি করি ধনী— জলদ-কিঙ্করী![১০]

৪

হায় রে কোথায় আজি শ্যাম জলধর।
তব প্রিয় সৌদামিনী,
কাঁদে নাথ একাকিনী
রাধারে ভুলিলে কি হে রাধামনোহর?
রত্নচূড়া শিরে পরি
এস বিশ্ব আলো করি,
কনক উদয়াচলে যথা দিনকর।

৫

তব অপরূপ রূপ হেরি, গুণমণি,
অভিমানে ঘনেশ্বর
যাবে কাঁদি দেশান্তর,
আখণ্ডল-ধনু[১১] লাজে পালাবে অমনি;
দিনমণি পুনঃ আসি
উদিবে আকাশে হাসি;
রাধিকার সুখে সুখী হইবে ধরণী;

৬

নাচে গোকুল নারী, যথা কমলিনী
নাচে মলয়-হিল্লোলে
সরসী-রূপসী-কোলে,
রুণু রুণু মধু বোলে বাজায়ে কিঙ্কিণী!
বসাইও ফুলাসনে
এ দাসীরে তব সনে
তুমি নব জলধর এ তব অধীনী!

৫. মন্দবুদ্ধি। ৬. যুক্তি। ৭. পান করিও। ৮.সুগন্ধি বহন করে যে —বায়ু। ৯. ইন্দ্রের ধনুক। ১০. জলদ-মেঘ। মেঘের দাসীরূপ —চাতকপক্ষিণী। ১১. ইন্দ্রের ধনুক।

৭

অরে আশা আর কি রে হবি ফলবতী?
আর কি পাইব তারে
সদা প্রাণ চাহে যারে
পতি-হারা রতি কি লো পাবে রতি-পতি?
মধু কহে হে কামিনী,
আশা মহামায়াবিনী!
মরীচিকা কার তৃষা কবে তোষে সতি?

৩

যমুনাতটে

১

মৃদু কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি,[১২]
কি কহিছ ভাল করে কহ না আমারে।
সাগর-বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি,
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী?

২

তপনতনয়া তুমি; তেঁই[১৩] কাদম্বিনী[১৪]
পালে তোমা শৈলনাথ-কাঞ্চন-ভবনে[১৫];
জন্ম তব রাজকুলে, (সৌরভ জনমে ফুলে)
রাধিকারে লজ্জা তুমি কর কি কারণে?
তুমি কি জান না সেও রাজার নন্দিনী?

৩

এস, সখি, তুমি আমি বসি এ বিরলে!
দু'জনের মনোজ্বালা জুড়াই দু'জনে;
তব কূলে, কল্লোলিনি, ভ্রমি আমি একাকিনী,
অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে —
তিতিছে বসন মোর নয়নের জলে!

৪

ফেলিয়া দিয়াছি আমি যত অলঙ্কার—
রতন, মুকুতা, হীরা, সব আভরণ!
ছিঁড়িয়াছি ফুল-মালা জুড়াতে মনের জ্বালা,
চন্দন চর্চ্চিত দেহে ভস্মের লেপন!
আর কি এ সবে সাদ আছে গো রাধার?

৫

তবে যে সিন্দূরবিন্দু দেখিছ ললাটে,
সধবা বলিয়া আমি রেখেছি ইহারে![১৬]
কিন্তু অগ্নিশিখা সম, হে সখি, সীমন্তে মম
জ্বলিছে এ রেখা আজি— কহিনু তোমারে—
গোপিলে[১৭] এ সব কথা প্রাণ যেন ফাটে!

৬

বসো আসি, শশিমুখি, আমার আঁচলে,
কমল আসনে যথা কমলবাসিনী!
ধরিয়া তোমার গলা, কাঁদি লো আমি অবলা,
ক্ষণেক ভুলি এ জ্বালা, ওহে প্রবাহিণি!
এস গো বসি দুজনে এ বিজন স্থলে!

৭

কি আশ্চর্য্য! এত করে করিনু মিনতি,
তবু কি আমার কথা শুনিলে না, ধনি?
এ সকল দেখে শুনে, রাধার কপাল-গুণে,
তুমিও কি ঘৃণিলা গো রাধায়, স্বজনি?
এই কি উচিত তব, ওহে স্রোতস্বতি?

৮

হায় রে তোমারে কেন দোষি, ভাগ্যবতি?
ভিখারিণী রাধা এবে — তুমি রাজরাণী।
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী,[১৮] সুভগে, তব সঙ্গিনী,
অর্পেণ সাগর-করে তিনি তব পাণি![১৯]
সাগর-বাসরে তব তাঁর সহ গতি!

১২. নদী। ১৩. সেই কারণে, তিনি। ১৪. মেঘ। ১৫. পর্বতরাজ অর্থাৎ হিমালয়ের স্বর্ণময় ভবনে।
১৬. মধুসূদনের কল্পনায় রাধা কৃষ্ণের পত্নীরূপে বর্ণিত। বৈষ্ণব কবিতায় রাধা কৃষ্ণের পরকিয়া নায়িকা।
১৭. গোপন করলে। ১৮. মন্দাকিনী গঙ্গা হরের পত্নীরূপে পুরাণে বর্ণিতা। ১৯. সাগরকে যমুনার পতিরূপে কল্পনা করা হয়েছে, তাই গঙ্গা যেন যমুনাকে সাগরের হাতে অপর্ণ করছেন।

৯

মৃদু হাসি নিশি আসি দেখা দেয় যবে,
মনোহর সাজে তুমি সাজ লো কামিনী।
তারাময় হার পরি, শশধরে শিরে ধরি,
কুসুমদাম কবরী, তুমি বিনোদিনী,
দ্রুতগতি পতিপাশে যাও কলরবে।

১০

হায় রে এ ব্রজে আজি কে আছে রাধার?
কে জানে এ ব্রজজনে রাধার যাতন?
দিবা অবসান হলে, রবি গেলে অস্তাচলে,
যদিও ঘোর তিমিরে ডোবে ত্রিভুবন,
নলিনী যেমনি জ্বলে—এত জ্বালা কার?

১১

উচ্চ তুমি নীচ এবে আমি হে যুবতি,
কিন্তু পর-দুঃখে দুঃখী না হয় যে জন,
বিফল জনম তার, অবশ্য সে দুরাচার।
মধু কহে, মিছে ধনি করিছ রোদন,
কাহার হৃদয়ে দয়া করেন বসতি?

৪

ময়ূরী

১

তরুশাখা উপরে, শিখিনি,
কেনে লো বসিয়া তুই বিরস বদনে?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরও কি পরাণ কাঁদে,
তুইও কি দুঃখিনী!
আহা! কে না ভালবাসে রাধিকারমণে?
কার না জুড়ায় আঁখি শশী, বিহঙ্গিনি?

২

আয়, পাখি, আমরা দুজনে
গলা ধরাধরি করি ভাবি লো নীরবে;
নবীন নীরদে প্রাণ; তুই করেছিস্ দান—
সে কি তোর হবে?
আর কি পাইবে রাধা রাধিকারঞ্জনে?
তুই ভাব্ ঘনে ধনি, আমি শ্রীমাধবে!

৩

কি শোভা ধরয়ে জলধর,
গভীর গরজি যবে উড়ে সে গগনে!
স্বর্ণবর্ণ শক্র-ধনু[২০]— রতনে খচিত তনু—
চূড়া শিরোপর;
বিজলী কনক দাম পরিয়া যতনে,
মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর!

৪

কিন্তু ভেবে দেখ্ লো কামিনি,
মম শ্যাম-রূপ অনুপম ত্রিভুবনে!
হায়, ও রূপ-মাধুরী, কার মন নাহি চুরি
করে, রে শিখিনি!
যার আঁখি দেখিয়াছে রাধিকামোহনে,
সেই জানে কেনে রাধা কুলকলঙ্কিনী!

৫

তরুশাখা উপরে, শিখিনি,
কেনে লো বসিয়া তুই বিরসবদনে?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোর কি পরাণ কাঁদে
তুই কি দুঃখিনী?
আহা! কে না ভালবাসে শ্রীমধুসূদনে?
মধু কহে, যা কহিলে, সত্য বিনোদিনি!

৫

পৃথিবী

১

হে বসুধে, জগৎজননি!
দয়াময়ী তুমি, সতি, বিদিত ভুবনে!
যবে দশানন অরি,
বিসর্জ্জিলা হুতাশনে জানকী সুন্দরী,
তুমি গো রাখিলা বরাননে।
তুমি, ধনি, দ্বিধা হয়ে বৈদেহীরে কোলে লয়ে
জুড়ালে তাহার জ্বালা বাসুকি-রমণি!

২

হে বসুধে, রাধা বিরহিণী!
তার প্রতি আজি তুমি বাম কি কারণে?

২০. ইন্দ্রধনু।

শ্যামের বিরহানলে, সুভগে, অভাগা জ্বলে,
তারে যে কর না তুমি মনে?
পুড়িছে অবলা বালা, কে সম্বরে তার জ্বালা,
হায়, এ কি রীতি তব, হে ঋতু কামিনি!

৩

শমীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলে—
কিন্তু সে কি বিরহ-অনল, বসুন্ধরে?
তা হলে বন-শোভিনী
জীবন যৌবন তাপে হারাত তাপিনী—
বিরহ দুরূহ দুহে হরে!
পুড়ি আমি অভাগিনী, চেয়ে দেখ না মেদিনি,
পুড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে!

৪

আপনি তো জান গো ধরণি
তুমিও তো ভালবাস ঋতুকুলপতি!
তার শুভ আগমনে
হাসিয়া সাজহ তুমি নানা আভরণে—
কামে পেলে সাজে যথা রতি!
অলকে ঝলকে কত ফুল-রত্ন শত শত!
তাহার বিরহ দুঃখ ভেবে দেখ, ধনি!

৫

লোকে বলে রাধা কলঙ্কিনী!
তুমি তারে ঘৃণা কেনে কর, সীমন্তিনি?
অনন্ত, জলধি নিধি—
এই দুই বরে তোমা দিয়াছেন বিধি,
তবু তুমি মধুবিলাসিনী[২১]।
শ্যাম মম প্রাণ স্বামী—শ্যামে হারায়েছি আমি,
আমার দুঃখে কি তুমি হও না দুঃখিনী?

৬

হে মহি, এ অবোধ পরাণ
কেমনে করিব স্থির কহ গো আমারে?
বসন্তরাজ বিহনে
কেমনে বাঁচ গো তুমি—কি ভাবিয়া মনে—
শেখাও সে সব রাধিকারে!
মধু কহে, হে সুন্দরি, থাক হে ধৈরয ধরি,
কালে মধু বসুধারে করে মধুদান!

৬

প্রতিধ্বনি

১

কে তুমি, শ্যামেরে ডাক রাধা যথা ডাকে—
হাহাকার রবে?
কে তুমি, কোন্ যুবতী, ডাক এ বিরলে, সতি,
অনাথা রাধিকা যথা ডাকে গো মাধবে?
অভয় হৃদয়ে তুমি কহ আসি মোরে—
কে না বাঁধা এ জগতে শ্যাম-প্রেম-ডোরে!

২

কুমুদিনী কায়, মনঃ সঁপে শশধরে—
ভুবনমোহন!
চকোরি শশীর পাশে, আসে সদা সুধা আশে,
নিশি হাসি বিহারয়ে লয়ে সে রতন;
এ সকল দেখিয়া কি কোপে কুমুদিনী?
স্বজনী উভয় তার—চকোরী, যামিনী।

৩

বুঝিলাম এতক্ষণে কে তুমি ডাকিছ—
আকাশ-নন্দিনি[২২]—!
পর্ব্বত গহন বনে, বাস তব, বরাননে,
সদা রঙ্গরসে তুমি রত, হে রঙ্গিণি!
নিরাকারা ভারতি, কে না জানে তোমারে?
এসেছ কি কাঁদিতে গো লইয়া রাধারে?

৪

জানি আমি, হে স্বজনি, ভাল বাস তুমি,
মোর শ্যামধনে!
শুনি মুরারির বাঁশী, গাইতে তুমি গো আসি,
শিখিয়া শ্যামের গীত, মঞ্জু কুঞ্জবনে!
রাধা রাধা বলি যবে ডাকিতেন হরি—
রাধা রাধা বলি তুমি ডাকিতে, সুন্দরি!

৫

যে ব্রজে শুনিতে আগে সঙ্গীতের ধ্বনি,
আকাশসম্ভবে,

২১. মধুকাল—বসন্তকাল। বসন্তকালের প্রিয়। ২২. শূন্যে উত্থিত প্রতিধ্বনিকে আকাশকন্যা রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

ভূতলে, নন্দবন, আছিল যে বৃন্দাবন,
সে ব্রজ পূরিছে আজি হাহাকার রবে!
কত যে কাঁদে রাধিকা কি কব, স্বজনি,
চক্রবাকী সে—এ তার বিরহ রজনী!

৬

এস, সখি, তুমি আমি ডাকি দুই জনে
রাধা-বিনোদন ;
যদি এ দাসীর রব, কুরব ভেবে মাধব
না শুনেন, শুনিবেন তোমার বচন!
কত শত বিহঙ্গিনী ডাকে ঋতুবরে—
কোকিলা ডাকিলে তিনি আসেন সত্বরে!

৭

না উত্তরি মোরে, রামা, যাহা আমি বলি,
তাই তুমি বল?
জানি পরিহাসে রত, রঙ্গিণি, তুমি সতত,
কিন্তু আজি উচিত কি তোমার এ ছল?
মধু কহে, এই রীতি ধরে প্রতিধ্বনি,—
কাঁদ, কাঁদে ; হাস, হাসে, মাধব-রমণি!

৭

ঊষা

১

কনক উদয়াচলে তুমি দেখা দিলে,
হে সুর-সুন্দরি!
কুমুদ-মুদয়ে আঁখি, কিন্তু সুখে গায় পাখী,
গুঞ্জরি নিকুঞ্জে ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমরী ;
বরসরোজিনী[২৩] ধনী, তুমি হে তার স্বজনী,
নিত্য তার প্রাণনাথে আন সাথে করি!

২

তুমি দেখাইলে পথ যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণপতি!
ব্রজাঙ্গনে দয়া করি, লয়ে চল যথা হরি,
পথ দেখাইয়া তারে দেহ শীঘ্রগতি!
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আঁধা,[২৪] আজি গো শ্যামের রাধা,
ঘুচাও আঁধার তার, হৈমবতি সতি!

৩

হায়, ঊষা, নিশাকালে আশার স্বপনে
ছিলাম ভুলিয়া,
ভেবেছিনু তুমি, ধনি, নাশিবে ব্রজ রজনী
ব্রজের সরোজরবি ব্রজে প্রকাশিয়া!
ভেবেছিনু কুঞ্জবনে পাইব পরাণধনে
হেরিব কদম্বমূলে রাধা-বিনোদিয়া!

৪

মুকুতা-কুণ্ডলে তুমি সাজাও, ললনে,
কুসুমকামিনী ;
আন মন্দ সমীরণে বিহারিতে তার সনে
রাধা-বিনোদনে কেন আন না, রঙ্গিণি?
রাধার ভূষণ যিনি, কোথায় আজি গো তিনি
সাজাও আনিয়া তাঁরে রাধা বিরহিণী!

৫

ভালে তব জ্বলে, দেবি, আভাময় মণি—
বিমল কিরণ ;
ফণিনী নিজ কুন্তলে পরে মণি কুতূহলে
কিন্তু মণি-কুলরাজা ব্রজের রতন!
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, এই লাগে মোর মনে
ভূতলে অতুল মণি শ্রীমধুসূদন!

৮

কুসুম

১

কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি—
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী
তারার মালা?
আর কি যতনে, কুসুম রতনে
ব্রজের বালা?

২

আর কি পরিবে কভু ফুলহার
ব্রজকামিনী?

২৩. সুন্দর পদ্মফুল। ২৪. অন্ধ।

কেনে লো হরিলি ভূষণ লতার—
বনশোভিনী?
অলি বঁধু তার; কে আছে রাধার—
হতভাগিনী?

৩

হায় লো দোলাবি, সখি, কার গলে
মালা গাঁথিয়া?
আর কি নাচে লো তমালের তলে
বনমালিয়া?[২৫]
প্রেমের পিঞ্জর, ভাঙি পিকবর,
গেছে উড়িয়া!

৪

আর কি বাজে লো মনোহর বাঁশী
নিকুঞ্জবনে?
ব্রজ সুধানিধি শোভে কি লো হাসি,
ব্রজগগনে?
ব্রজ কুমুদিনী, এবে বিলাপিনী
ব্রজভবনে!

৫

হায় রে যমুনে কেনে না ডুবিল
তোমার জলে
অদয় অক্রুর[২৬], যবে সে আইল
ব্রজমণ্ডলে?
ক্রুর দূত হেন, বধিলে না কেন
বলে কি ছলে?

৬

হরিল অধম মম প্রাণ হরি
ব্রজরতন!
ব্রজবনমধু নিল ব্রজ অরি,
দলি ব্রজবন?
কবি মধু ভণে, পাবে, ব্রজাঙ্গনে,
মধুসূদন!

৯

মলয় মারুত

১

শুনেছি মলয় গিরি তোমার আলয়—
মলয় পবন!
বিহঙ্গিনীগণ তথা গায়ে বিদ্যাধরী যথা,
সঙ্গীত সুধায় পূরে নন্দনকানন;
কুসুমকুলকামিনী, কোমলা কমলা জিনি,
সেবে তোমা, রতি যথা সেবেন মদন!

২

হায়, কেনে ব্রজে আজি ভ্রমিছ হে তুমি—
মন্দ সমীরণ?
যাও সরসীর কোলে, দোলাও মৃদু হিল্লোলে
সুপ্রফুল্ল নলিনীরে—প্রেমানন্দ মন!
ব্রজ-প্রভাকর যিনি ব্রজ আজি ত্যজি তিনি,
বিরাজেন অস্তাচলে—নন্দের নন্দন!

৩

সৌরভ রতন দানে তুষিবে তোমারে
আদরে নলিনী;
তব তুল্য উপহার কি আজি আছে রাধার?
নয়ন আসারে, দেব, ভাসে সে দুঃখিনী!
যাও যথা পিকবধূ— বরিষে সঙ্গীত-মধু,—
এ নিকুঞ্জে কাঁদে আজি রাধা বিরহিণী!

৪

তবে যদি, সুভগ, এ অভাগীর দুঃখে
দুঃখী তুমি মনে,
যাও আশু, আশুগতি, যথা ব্রজকুলপতি—
যাও যথা পাবে, দেব, ব্রজের রতনে!
রাধার রোদনধ্বনি বহ যথা শ্যামমণি—
কহ তাঁরে মরে রাধা শ্যামের বিহনে!

২৫. বনমালি অর্থাৎ কৃষ্ণকে প্রীতির সম্বোধন। ২৬. অক্রূর কৃষ্ণকে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সে কারণে তাঁকে নির্দয় বলা হয়েছে।

৫

যাও চলি, মহাবলি, যথা বনমালী—
রাধিকা-বাসন ;[২৭]
তুঙ্গ শৃঙ্গ দুষ্টমতি, রোধে যদি তব গতি,
মোর অনুরোধে তারে ভেঙো, প্রভঞ্জন!
তরুরাজ যুদ্ধ আশে, তোমারে যদি সম্ভাষে—
ব্রজাঘাতে যেও তায় করিয়া দলন!

৬

দেখি তোমা পীরিতের ফাঁদ পাতে যদি
নদী রূপবতী ;
মজো না বিভ্রমে তার, তুমি হে দূত রাধার,
হেরো না, হেরো না দেব কুসুম যুবতী।
কিনিতে তোমার মন, দিবে সে সৌরভধন,
অবহেলি সে ছলনা, যেয়ো আশুগতি!

৭

শিশিরের নীরে ভাবি অশ্রুবারিধারা,
ভুলো না, পবন!
কোকিলা শাখা উপরে, ডাকে যদি পঞ্চস্বরে,
মোর কিরে[২৮]—শীঘ্র করে ছেড়ো সে কানন!
স্মরি রাধিকার দুঃখ, হইও সুখে বিমুখ—
মহৎ যে পরদুঃখ দুঃখী সে সুজন!

৮

উতরিবে যবে যথা রাধিকারমণ,
মোর দূত হয়ে,
কহিও গোকুল কাঁদে হারাইয়া শ্যামচাঁদে—
রাধার রোদনধ্বনি দিও তাঁরে লয়ে ;
আর কথা আমি নারী শরমে কহিতে নারি,—
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, আমি দিব কয়ে।

১০

বংশীধ্বনি

১

কে ও বাজাইছে বাঁশী, স্বজনি,
মৃদু মৃদু স্বরে নিকুঞ্জবনে?
নিবার উহারে ; শুনি ও ধ্বনি
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে লো মনে?—
এ আগুনে কেনে আহুতি দান?
অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণ?

২

বসন্ত অন্তে কি কোকিলা গায়
পল্লব-বসনা শাখা-সদনে?
নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যায়—
বাঁশীধ্বনি আজি নিকুঞ্জবনে?
হায়, ও কি আর গীত গাইছে?
না হেরি শ্যামে ও বাঁশী কাঁদিছে?

৩

শুনিয়াছি, সই, ইন্দ্র রুষিয়া
গিরিকুল-পাখা কাটিলা যবে,
সাগরে অনেক নগ পশিয়া
রহিল ডুবিয়া—জলধিভবে।[২৯]
সে শৈল সকল শির উচ্চ করি
নাশে এবে সিন্ধুগামিনী তরী।

৪

কি জানি কেমনে প্রেমসাগরে
বিচ্ছেদ-পাহাড় পশিল আসি?
কার প্রেমতরী নাশ না করে—
ব্যাধ যেন পাখী পাতিয়া ফাঁসি—
কার প্রেমতরী মগনে না জলে
বিচ্ছেদ-পাহাড়—বলে কি ছলে!

৫

হায় লো সখি, কি হবে স্মরিলে
গত সুখ? তারে পাব কি আর?
বাসি ফুলে কি লো সৌরভ মিলে?
ভুলিলে ভাল যা—স্মরণ তার?
মধুরাজে ভেবে নিদাঘ-জ্বালা,
কহে মধু, সহ, ব্রজের বালা!

২৭. রাধিকার বাসনার ধন—কৃষ্ণ।
২৮. শপথ বা দিব্য। নিতান্ত লৌকিক শব্দ।
২৯. ইন্দ্র কর্তৃক উড়ন্ত পর্বত মৈনাকের পক্ষ ছেদনের পৌরাণিক প্রসঙ্গ।

১১

গোধূলি

১

কোথা রে রাখাল-চূড়ামণি?
গোকুলের গাভীকুল, দেখ, সখি, শোকাকুল,
না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি!
ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব,—
আইল গোধূলি, কোথা রহিল মাধব!

২

আইল লো তিমির যামিনী;
তরুডালে চক্রবাকী বসিয়া কাঁদে একাকী—
কাঁদে যথা রাধা বিরহিণী!
কিন্তু নিশা অবসানে হাসিবে সুন্দরী;
আর কি পোহাবে কভু মোর বিভাবরী[৩০]?

৩

ওই দেখ উদিছে গগনে—
জগত-জন-রঞ্জন— সুধাংশু[৩১] রজনীধন,
প্রমদা কুমুদী হাসে প্রফুল্লিত মনে;
কলঙ্কী শশাঙ্ক, সখি, তোষে লো নয়ন—
ব্রজ-নিষ্কলঙ্ক-শশী[৩২] চুরি করে মন।

৪

হে শিশির, নিশার আসার!
তিতিও না ফুলদলে ব্রজে আজি তব জলে,
বৃথা ব্যয় উচিত গো হয় না তোমার;
রাধার নয়ন-বারি ঝরি অবিরল,
ভিজাইবে আজি ব্রজে—যত ফুলদল!

৫

চন্দনে চর্চ্চিয়া কলেবর,
পরি নানা ফুলসাজ, লাজের মাথায় বাজ;
মজায় কামিনী এবে রসিক নাগর;
তুমি বিনা, এ বিরহ, বিকট মূরতি,
কারে আজি ব্রজাঙ্গনা দিবে প্রেমারতি?

৬

হে মন্দ মলয় সমীরণ,
সৌরভ ব্যাপারী[৩৩] তুমি, ত্যজ আজি ব্রজভূমি—
অগ্নি যথা জ্বলে তথা কি করে চন্দন?
যাও হে, মোদিত[৩৪] কবলয়[৩৫] পরিমলে,
জুড়াও সুরতক্লান্ত[৩৬] সীমন্তিনী দলে!

৭

যাও চলি, বায়ু-কুলপতি,
কোকিলার পঞ্চস্বর বহ তুমি নিরন্তর—
ব্রজে আজি কাঁদে যত ব্রজের যুবতী!
মধু ভণে, ব্রজাঙ্গনে, করো না রোদন,
পাবে বঁধু—অঙ্গীকারে শ্রীমধুসূদন!

১২

গোবর্দ্ধন গিরি

১

নমি আমি, শৈলরাজ, তোমার চরণে—
রাধা এ দাসীর নাম—গোকুল গোপিনী;
কেনে যে এসেছি আমি তোমার সদনে—
শরমে মরমকথা কহিব কেমনে,
আমি, দেব, কুলের কামিনী!
কিন্তু দিবা অবসানে, হেরি তারে কে না জানে,
নলিনী মলিনী ধনী কাহার বিহনে—
কাহার বিরহানল তাপে তাপিত সে সরঃ-
সুশোভিনী[৩৭]?

১

হে গিরি, যে বংশীধর ব্রজ-দিবাকর,
ত্যজি আজি ব্রজধাম গিয়াছেন তিনি;
নলিনী নহে গো দাসী রূপে, শৈলেশ্বর,
তবুও নলিনী যথা ভজে প্রভাকর,
ভজে শ্যামে রাধা অভাগিনী!

৩০. রাত্রি। ৩১. চন্দ্র। ৩২. বৃন্দাবনের কলঙ্কহীন চন্দ্রস্বরূপ কৃষ্ণ। ৩৩. ব্যবসায়ী। নিতান্ত লৌকিক শব্দ। ৩৪. আমোদিত। ৩৫. পদ্ম। ৩৬. রতিক্লান্ত। ৩৭. সরোবর যে শোভিত করে—পদ্ম।

হারায়ে এ হেন ধনে, অধীর হইয়া মনে,
এসেছি তব চরণে কাঁদিতে, ভূধর,
কোথা মম শ্যাম গুণমণি? মণিহারা
আমি গো ফণিনী!

৩

রাজা তুমি ; বনরাজী ব্রততী ভূষিত,
শোভে কিরীটের রূপে তব শিরোপরে ;
কুসুম রতনে তব বসন খচিত ;
সুমন্দ প্রবাহ—যেন রজতে রজিত—
তোমার উত্তরী রূপ ধরে ;
করে তব তরুবলী, রাজদণ্ড, মহাবলি,
দেহ তব ফুলরজে[৩৮] সদা ধূসরিত ;—
অসীম মহিমাধর তুমি, কে না তোমা পূজে
চরাচরে?

৪

বরাঙ্গনা কুরঙ্গিণী তোমার কিঙ্করী ;
বিহঙ্গিনী দল তব মধুর গায়িনী ;
যত বননারী তোমা সেবে, হে শিখরি,
সতত তোমাতে রত বসুধা সুন্দরী—
তব প্রেমে বাঁধা গো মেদিনী!
দিবাভাগে দিবাকর তব, দেব, ছত্রধর
নিশাভাগে দাসী তব সুতারা[৩৯] শর্ব্বরী[৪০]!
তোমার আশ্রয় চায় আজি রাধা, শ্যাম-
প্রেম-ভিখারিণী!

৫

যবে দেবকুলপতি রুষি,[৪১]— মহীধর,
বরষিলা ব্রজধামে প্রলয়ের বারি,—
যবে শত শত ভীমমূর্ত্তি মেঘবর,
গরজি গ্রাসিলা আসি দেব দিবাকর
বারণে[৪২] যেমনি বারণারি,[৪৩]—
ছত্র সম তোমা ধরি রাখিলা যে ব্রজে হরি,
সে ব্রজ কি ভুলিলা গো আজি ব্রজেশ্বর?
রাধার নয়নজলে এবে ডোবে ব্রজ! কোথা
বংশীধারী?

৬

হে ধীর! শরমহীন ভেবো না রাধারে—
অসহ যাতনা দেব, সহিব কেমনে?
ডুবি আমি কুলবালা অকূল পাথারে
কি করে নীরবে রবো শিখাও আমারে—
এ মিনতি তোমার চরণে।
কুলবতী যে রমণী, লজ্জা তার শিরোমণি—
কিন্তু এবে এ মনঃ কি বুঝিতে তা পারে!
মধু কহে, লাজে হানি বাজ, ভজ, বামা,
শ্রীমধুসূদনে!

১৩

সারিকা

১

ওই যে পাখীটি, সখি, দেখিছ পিঞ্জরে রে,
সতত চঞ্চল,—
কভু কাঁদে, কভু গায়, যেন পাগলিনী-প্রায়,
জলে যথা জ্যোতিবিম্ব—তেমতি তরল!
কি ভাবে ভাবিনী যদি বুঝিতে, স্বজনি,
পিঞ্জর ভাঙিয়া ওরে ছাড়িতে অমনি!

২

নিজে যে দুঃখিনী, পরদুঃখ বুঝে সেই রে,
কহিনু তোমারে ;—
আজি ও পাখীর মনঃ বুঝি আমি বিলক্ষণ—
আমিও বন্দী লো আজি ব্রজ-কারাগারে!
সারিকা অধীর ভাবি কুসুম-কানন,
রাধিকা অধীর ভাবি রাধা-বিনোদন!

৩

বনবিহারিণী ধনী বসন্তের সখী রে—
শুকের সুখিনী?
বলে ছলে, ধরে তারে, বাঁধিয়াছ কারাগারে—
কেমনে ধৈরজ ধরি রবে সে কামিনী?
সারিকার দশা, সখি, ভাবিয়া অন্তরে,
রাধিকারে বেঁধো না লো সংসার-পিঞ্জরে!

৩৮. ফুলের রেণুতে।
৩৯. তারকাখচিত। ৪০. রাত্রি। ৪১. কৃষ্ণের গোবর্ধন গিরি ধারণ প্রসঙ্গ। কৃষ্ণের প্ররোচনায় ব্রজবাসীরা ইন্দ্রপূজা বন্ধ করলে ক্রুদ্ধ ইন্দ্র ঝড় বৃষ্টি সহ বৃন্দাবনন আক্রমণ করলে কৃষ্ণ গোবর্ধন গিরি তুলে ধরে সেই আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। ৪২. হস্তীকে। ৪৩. হস্তীর শত্রু এখানে সিংহ।

৪

ছাড়ি দেহ বিহগীরে মোর অনুরোধে রে—
হইয়া সদয়।
ছাড়ি দেহ যাক্ চলি, হাসে যথা বনস্থলী—
শুকে দেখি সুখে ওর জুড়াবে হৃদয়!
সারিকার ব্যথা সারি, ওলো দয়াবতি,
রাধিকার বেড়ি ভাঙ—এ মম মিনতি।

৫

এ ছার সংসার আজি আঁধার, স্বজনি রে—
রাধার নয়নে!
কেনে তবে মিছে তারে রাখ তুমি এ আঁধারে—
সফরী কি ধরে প্রাণ বারির বিহনে?
দেহ ছাড়ি, যাই চলি যথা বনমালী;
লাগুক্ কুলের মুখে কলঙ্কের কালি!

৬

ভাল যে বাসে, স্বজনি, কি কাজ তাহার বে
কুলমান ধনে?
শ্যামপ্রেমে উদাসিনী রাধিকা শ্যাম-অধীনী—
কি কাজ তাহার আজি রত্ন আভরণে?
মধু কহে, কুলে ভুলি কর লো গমন—
শ্রীমধুসূদন, ধনি, রসের সদন!

১৪
কৃষ্ণচূড়া

১

এই যে কুসুম শিরোপরে, পরেছি যতনে,
মম শ্যাম-চূড়া-রূপ ধরে এ ফুল রতনে!
বসুধা নিজ কুন্তলে পরেছিল কুতূহলে
এ উজ্জ্বল মণি,
রাগে তারে গালি দিয়া, লয়েছি আমি কাড়িয়া—
মোর কৃষ্ণ-চূড়া কেনে পরিবে ধরণী?

২

এই যে কম মুকুতাফল, এ ফুলের দলে,—
হে সখি, এ মোর আঁখিজল, শিশিরের ছলে!
লয়ে কৃষ্ণচূড়ামণি, কাঁদিনু আমি, স্বজনি,
বসি একাকিনী,
তিতিনু নয়ন-জলে; সেই জল এই দলে
গলে পড়ে শোভিতেছে, দেখ্ লো কামিনি!

৩

পাইয়া এ কুসুম রতন—শোন্ লো যুবতি,
প্রাণহরি করিনু স্মরণ—স্বপনে যেমতি!
দেখিনু রূপের রাশি মধুর অধরে বাঁশী,
কদমের তলে,
পীত ধড়া স্বর্ণরেখা, নিকষে যেন লো লেখা,
কুঞ্জশোভা বরগুঞ্জমালা দোলে গলে!

৪

মাধবের রূপের মাধুরী, অতুল ভুবনে—
কার মনঃ নাহি করে চুরি, কহ লো ললনে?
যে ধন রাধায় দিয়া, রাধার মনঃ কিনিয়া
লয়েছিলা হরি,
সে ধন কি শ্যামরায়, কেড়ে নিলা পুনরায়?
মধু কহে, তাও কভু হয় কি, সুন্দরি?

১৫
নিকুঞ্জবনে

১

যমুনা পুলিনে আমি ভ্রমি একাকিনী,
হে নিকুঞ্জবন,
না পাইয়া ব্রজেশ্বরে, আইনু হেথা সত্বরে,
হে সখে, দেখাও মোরে ব্রজের রঞ্জন!
সুধাংশু সুধার হেতু, বাঁধিয়া আশার সেতু,
কুমুদীর মনঃ যতা উঠে গো গগনে,
হেরিতে মুরলীধর— রূপে যিনি শশধর—
আসিয়াছি আমি দাসী তোমার সদনে—
তুমি হে অম্বর, কুঞ্জবর, তব চাঁদ নন্দের নন্দন!

২

তুমি জান কত ভাল বাসি শ্যামধনে
আমি অভাগিনী;
তুমি জান, সুভাজন, হে কুঞ্জকুল রাজন,
এ দাসীরে কত ভাল বাসিতেন তিনি!
তোমার কুসুমালয়ে যবে গো অতিথি হয়ে,
বাজায়ে বাঁশরী ব্রজ মোহিত মোহন,

তুমি জান কোন ধনী শুনি সে মধুর ধ্বনি,
অমনি আসি সেবিত ও রাঙা চরণ,
যথা শুনি জলদ-নিনাদ ধায় রড়ে[৪৪]
প্রমদা শিখিনী।

৩

সে কালে—জ্বলে রে মনঃ স্মরিলে সে কথা,
মঞ্জু কুঞ্জবন,—
ছায়া তব সহচরী সোহাগে বসাতো ধরি
মাধবে অধীনী সহ পাতি ফুলাসন ;
মুঞ্জরিত তরুবলী, গুঞ্জরিত যত অলি,
কুসুম-কামিনী তুলি ঘোমটা অমনি,
মলয়ে সৌরভধন বিতরিত অনুক্ষণ,
দাতা যথা রাজেন্দ্রনন্দিনী—গন্ধামোদে
মোদিয়া কানন!

৪

পঞ্চস্বরে কত যে গাইত পিকবর
মদন-কীর্ত্তন,—
হেরি মম শ্যাম-ধন ভাবি তারে নবঘন,
কত যে নাচিত সুখে শিখিনী, কানন,—
ভুলিতে কি পারি তাহা, দেখেছি শুনেছি যাহা?
রয়েছে সে সব লেখা রাধিকার মনে।
নলিনী ভুলিবে যবে রবি-দেবে, রাধা তবে
ভুলিবে, হে মঞ্জু কুঞ্জ, ব্রজের রঞ্জনে।
হায় রে, কে জানে যদি ভুলি যবে আসি
গ্রাসিবে শমন।

৫

কহ, সখে, জান যদি কোথা গুণমণি—
রাধিকারমণ?
কাম-বঁধু যথা মধু[৪৫]
তুমি হে শ্যামের বঁধু
একাকী আজি গো তুমি কিসের কারণ,—
হে বসন্ত, কোথা আজি তোমার মদন?
তব পদে বিলাপিনী
কাঁদি আমি অভাগিনী,
কোথা মম শ্যামমণি—কহ কুঞ্জবর!
তোমার হৃদয় দয়া,
পদ্মে যথা পদ্মালয়া,[৪৬]
বধো না রাধার প্রাণ না দিয়া উত্তর!
মধু কহে, শুন ব্রজাঙ্গনে,
মধুপুরে শ্রীমধুসূদন!

১৬
সখি

১

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন!
সহসা হইনু কালা ; জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন?
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ?

২

কহ, সখি, ফুটিবে কি এ মরুভূমিতে
কুসুমকানন?
জলহীনা স্রোতস্বতী, হবে কি লো জলবতী,
পয়ঃ[৪৭] সহ পয়োদে[৪৮] কি বহিবে পবন?
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারঞ্জন?

৩

হায় লো সয়েছি কত, শ্যামের বিহনে—
কতই যাতন।
যে জন অন্তরযামী সেই জানে আর আমি,
কত যে কেঁদেছি তার কে করে বর্ণন?
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকামোহন।

৪

কোথা রে গোকুল-ইন্দু,[৪৯]—বৃন্দাবন-সর-
কুমুদ-বাসন[৫০]।
বিষাদ নিশ্বাস বায়, ব্রজ, নাথ, উড়ে যায়,
কে রাখিবে, তব রাজ, ব্রজের রাজন!

৪৪. দ্রুতগতিতে। ৪৫. বঁধু অর্থে সখা। বসন্তকাল যেন কামদেবের সখা। ৪৬. পদ্মাসনা লক্ষ্মী। ৪৭. জল।
৪৮. মেঘ। ৪৯. ব্রজধামের চন্দ্রস্বরূপ কৃষ্ণ। ৫০. বৃন্দাবন রূপ সরোবরের কুমুদ স্বরূপ রাধিকার বাসনার ধন—কৃষ্ণ

হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকাভূষণ!

৫

শিখিনী ধরি, স্বজনি, গ্রাসে মহাফণী—
বিষের সদন!
বিরহ বিষের তাপে শিখিনী আপনি কাঁপে,
কুলবালা এ জ্বালায় ধরে কি জীবন!
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারতন!

৬

এই দেখ্ ফুলমালা গাঁথিয়াছি আমি—
চিকণ গাঁথন!
দোলাইব শ্যামগলে, বাঁধিব বঁধুরে ছলে—
প্রেম-ফুল-ডোরে তাঁরে করিব বন্ধন!
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন।

৭

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন!
মধু—যার মধুধ্বনি— কহে কেন কাঁদ, ধনি,
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন?

১৭

বসন্তে

১

ফুটিল বকুলকুল কেন লো গোকুলে আজি,
কহ তা, স্বজনি?
আইলা কি ঋতুরাজ? ধরিলা কি ফুলসাজ,
বিলাসে ধরণী?
মুছিয়া নয়ন-জল, চল লো সকলে চল,
শুনিব তমাল তলে বেণুর সুরব;—
আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব!

২

যে কালে ফুটে লো ফুল, কোকিল কুহরে, সই,
কুসুমকাননে,
মুঞ্জরয়ে তরুবলী, গুঞ্জরয়ে সুখে অলি,
প্রেমানন্দ মনে,
সে কালে কি বিনোদিয়া, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া,
ভুলিতে পারেন, সখি, গোকুলবন?
চল লো নিকুঞ্জবনে পাইব সে ধন!

৩

স্বন, স্বন, স্বনে শুন, বহিছে পবন, সই,
গহন কাননে,
হেরি শ্যামে পাই প্রীত, গাইছে মঙ্গল গীত,
বিহঙ্গমগণে।
কুবলয় পরিমল, নহে এ; স্বজনি, চল,—
ও সুগন্ধ দেহগন্ধ বহিছে পবন!
হায় লো, শ্যামের বপুঃ সৌরভসদন!

৪

উচ্চ বীচি[৫১] রবে, শুন, ডাকিছে যমুনা ওই
রাধায়, স্বজনি;
কল কল কল কলে, সুতরঙ্গ দল চলে,
যথা গুণমণি।
সুধাকর-কররাশি[৫২] সম লো শ্যামের হাসি,
শোভিছে তরল জলে; চল, ত্বরা করি—
ভুলি গে বিরহ-জ্বালা হেরি প্রাণহরি!

৫

ভ্রমর গুঞ্জরে যথা; গায় পিকবর, সই,
সুমধুর বোলে;
মরমরে পাতাদল; মৃদুরবে বহে জল
মলয় হিল্লোলে;—
কুসুম-যুবতী হাসে, মোদি দশ দিশ বাসে,[৫৩]—
কি সুখ লভিব, সখি, দেখ ভাবি মনে,
পাই যদি হেন স্থলে গোকুলরতনে?

৫১. তরঙ্গ। ৫২. জোৎস্না। ৫৩. দশদিক গন্ধে আমোদিত করে।

৬

কেন এ বিলম্ব আজি, কহ ওলো সহচরি,
করি এ মিনতি?
কেন অধোমুখে কাঁদ, আবরি বদনচাঁদ,
কহ, রূপবতি?
সদা মোর সুখে সুখী, তুমি ওলো বিধুমুখি,
আজি লো এ রীতি তব কিসের কারণে?
কে বিলম্বে হেন কালে? চল কুঞ্জবনে!

৭

কাঁদিব লো সহচরি, ধরি সে কমলপদ,
চল, ত্বরা করি,
দেখিব কি মিষ্ট হাসে, শুনিব কি মিষ্ট ভাষে,
তোষেন শ্রীহরি
দুঃখিনী দাসীরে ; চল, হইনু লো হতবল,
ধীরে ধীরে ধরি মোরে, চল লো স্বজনি ;—
সুধে[৫৪]— মধু শূন্য কুঞ্জে কি কাজ, রমণি?

১৮

বসন্তে

১

সখি রে,—
বন অতি রমিত[৫৫] হইল ফুল ফুটনে!
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল,
চল লো বনে!
চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজরমণে!

২

সখি রে,—
উদয় অচলে উষা, দেখ, আসি হাসিছে!
এ বিরহ বিভাবরী কাটানু ধৈরজ ধরি
এবে লো রব কি করি?
প্রাণ কাঁদিছে!
চল লো নিকুঞ্জে যথা কুঞ্জমণি নাচিছে!

৩

সখি রে,—
পূজে ঋতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী!
ধূপরূপে পরিমল, আমোদিছে বনস্থল,
বিহঙ্গমকুলকল,
মঙ্গল ধ্বনি!
চল লো, নিকুঞ্জ পূজি শ্যামরাজে, স্বজনি!

৪

সখি রে,—
পাদ্যরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে!
দুই কর কোকনদে,[৫৬] পূজিব রাজীব[৫৭] পদে ;
শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে,
ভাবিয়া মনে!
কঙ্কণ কিঙ্কিণী ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে।

৫

সখি রে,—
এ যৌবন ধন, দিব উপহার রমণে।[৫৮]
ভালে যে সিন্দূরবিন্দু, হইবে চন্দনবিন্দু ;—
দেখিব লো দশ ইন্দু
সুনখগণে!
চিরপ্রেম বর মাগি লব, ওলো ললনে!

৭

সখি রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে!
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল
উছলে সুরবে জল,
চল লো বনে!
চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি—মধুসূদনে!

ইতি শ্রীব্রজাঙ্গনা কাব্যে বিরহো নাম
প্রথমঃ সর্গ।[৫৮]

বীরাঙ্গনা কাব্য

প্রথম সর্গ

দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা

[শকুন্তলা বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও মেনকানাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, জনক জননী কর্ত্তৃক শৈশবাবস্থায় পরিত্যক্ত হওয়াতে, কণ্বমুণি তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। একদা মুনিবরের অনুপস্থিতিতে রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়াপ্রসঙ্গে তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিলে, শকুন্তলা রাজ-অতিথির যথাবিধি অতিথি-সৎকার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রাজা দুষ্মন্ত, শকুন্তলার অসাধারণ রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া এবং তিনি যে ক্ষত্রকুলোদ্ভবা, এই কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্ত হন। পরে রাজা তাঁহাকে গুপ্তভাবে গান্ধর্ব্ববিধানে পরিণয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। রাজা দুষ্মন্ত, স্বরাজ্যে গমনানন্তর, শকুন্তলার কোন তত্ত্বাবধান না করাতে, শকুন্তলা রাজসমীপে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে,
রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?
হায়, আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী।
হেরি যদি ধূলারাশি, হে নাথ, আকাশে ;
পবন-স্বনন যদি শুনি দূর বনে ;
অমনি চমকি ভাবি,—মদকল করী,
বিবিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে,
পদাতিক, বাজীরাজী, সুরথ, সারথি,
কিঙ্কর, কিঙ্করী সহ! আশার ছলনে,
প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া, ডাকি সখীদ্বয়ে ;
কহি—'হ্যাদে দেখ্, সই, এত দিনে আজি
স্মরিলা লো প্রাণেশ্বর এ তাঁর দাসীরে!
ওই দেখ্ ধূলারাশি উঠিছে গগনে।
ওই শোন্ কোলাহল! পুরবাসী যত
আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে।'
নীরবে ধরিয়া গলা কাঁদে প্রিয়ম্বদা ;
কাঁদে অনসূয়া সই বিলাপি বিষাদে।
দ্রুতগতি ধাই আমি সে নিকুঞ্জ-বনে,
যথায়, হে মহীনাথ, পূজিনু প্রথমে
পদযুগ ; চারি দিকে চাহি ব্যগ্রভাবে।
দেখি প্রফুল্লিত ফুল, মুকুলিত লতা ;
শুনি কোকিলের গীত, অলির গুঞ্জর,
স্রোতোনাদ ; মরমরে পাতাকুল নাচি ;
কুহরে কপোত, সুখে বৃক্ষশাখে বসি,
প্রেমালাপে কপোতীর মুখে মুখ দিয়া।
সুধি গঞ্জি ফুলপুঞ্জে ;—'রে নিকুঞ্জশোভা,
কি সাধে হাসিস্ তোরা? কেন সমীরণে
বিতরিস্ আজি হেথা পরিমল সুধা?'
কহি পিকে,—'কেন তুমি, পিককুল-পতি,
এ স্বরলহরী আজি বরিষ এ বনে?
কে করে আনন্দধ্বনি নিরানন্দ কালে?
মদনের দাস মধু[১] ; মধুর অধীনে
তুমি ; সে মদন মোহে যাঁর রূপ গুণে,
কি সুখে গাও হে তুমি তাঁহার বিরহে?'
অলির গুঞ্জর শুনি ভাবি—মৃদু স্বরে
কাঁদিছেন বনদেবী দুঃখিনীর দুঃখে!
শুনি স্রোতোনাদ ভাবি—গম্ভীর নিনাদে
নিন্দিছেন বনদেব তোমায়, নৃমণি—
কাঁপি ভয়ে—পাছে তিনি শাপ দেন রোষে।
কহি পত্রে,—'শোন্, পত্র ;—সরস দেখিলে
তোরে, সমীরণ আসি নাচে তোরে লয়ে
প্রেমামোদে ; কিন্তু যবে শুখাইস্ কালে
তুই, ঘৃণা করি তোরে তাড়ায় সে দূরে ;—
তেমতি দাসীরে কি রে ত্যজিলা নৃপতি?'
মুদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে ;
ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি পাইব সত্বরে
পাদপদ্ম! কাঁপে হিয়া দুরুদুরু করি
শুনি যদি পদশব্দ! উল্লাসে উন্মীলি
নয়ন, বিষাদে কাঁদি হেরি কুরঙ্গীরে!
গালি দিয়া দূর তারে করি করাঘাতে।
ডাকি উচ্চে অলিরাজে ; কহি,—'ফুলসখে

১. বসন্ত।

শিলীমুখ, আসি তুমি আক্রম গুঞ্জরি
এ পোড়া অধর পুনঃ! রক্ষিতে দাসীরে
সহসা দিবেন দেখা পুরু-কুল-নিধি!'
কিন্তু বৃথা ডাকি, কান্ত। কি লোভে ধাইবে
আর মধুলোভী অলি এ মুখ নিরখি,—
শুখাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে?
কাঁদিয়া প্রবেশি, প্রভু, সে লতামণ্ডপে,
যথায়—ভাবিয়া দেখ, পড়ে যদি মনে,
নরেন্দ্র; যথায় বসি, প্রেমকুতূহলে,
লিখিল কমলদলে গীতিকা[২] অভাগী;—
যথায় সহসা তুমি প্রবেশি, জুড়ালে
বিষম বিরহজ্বালা! পদ্মপর্ণ[৩] নিয়া
কত যে কি লিখি নিত্য কব তা কেমনে?
কভু প্রভঞ্জনে কহি কৃতাঞ্জলি-পুটে;—
'উড়ায়ে লেখন মোর, বায়ুকুলরাজা,
ফেল রাজ-পদ-তলে যথা রাজালয়ে
বিরাজেন রাজাসনে রাজকুলমণি!'
সম্বোধি কুরঙ্গে কভু কহি শূন্যমনে;—
মনোরথ-গতি তোরে দিয়াছেন বিধি,
কুরঙ্গ[৪]! লেখন লয়ে, যা চলি সত্বরে
যথায় জীবিতনাথ[৫]! হায়, মরি আমি
বিরহে! শৈশবে তোরে পালিনু যতনে;
বাঁচা রে এ পোড়া প্রাণ আজি কৃপা করি!'
আর যে কি কই কারে, কি কাজ কহিয়া,
নরেশ্বর? ভাবি দেখ, পড়ে যদি মনে,
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা সখীদ্বয় বিনা,
নাহি জন জানে, হায়, এ বিজন বনে
অভাগীর দুঃখ-কথা! এ দুজন যদি
আসে কাছে, মুছি আঁখি অমনি; কেন না
বিবশা দেখিলে মোরে রোষে ঋষিবালা,
নিন্দে তোমা, হে নরেন্দ্র, মন্দ কথা কয়ে।
বজ্রসম অপবাদ বাজে পোড়া বুকে!
ফাটি অন্তরিত[৬] রাগে—বাক্য নাহি ফোটে!
আর আর স্থল যত,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ভ্রমি সে সকল স্থলে! যে তরুর মূলে
গন্ধর্ব্ববিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে,
যে নিকুঞ্জ ফুলশয্যা সাজাইয়া সাধে
সেবিল চরণ দাসী কানন-বাসরে,—
কি ভাব উদয়ে মনে, দেখ মনে ভাবি,
ধীমান্, যখন পশি সে নিকুঞ্জ-ধামে!—
হে বিধাতঃ, এই কি রে ছিল তোর মনে?
এই কি রে ফলে ফল প্রেমতরু-শাখে?
এইরূপে ভ্রমি নিত্য আমি অনাথিনী,
প্রাণনাথ! ভাগ্যে বৃদ্ধা গৌতমী তাপসী
পিতৃষ্বসা[৭]—মনঃ তাঁর রত তপজপে;
তা না হলে, সর্ব্বনাশ অবশ্য হইত
এত দিনে! নাহি সাধ বাঁধিতে কবরী
ফুলরত্নে আর, দেব! মলিন বাকলে
আবরি মলিন দেহ; নাহি অন্নে রুচি;
না জানি কি কহি কারে, হায়, শূন্যমনে!
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, পড়ি ভূমিতলে,
হারাই সতত জ্ঞান; চেতন পাইয়া
মিলি যবে আঁখি, দেখি তোমায় সম্মুখে!
অমনি পসারি[৮] বাহু ধাই ধরিবারে
পদযুগ; না পাইয়া কাঁদি হাহারবে!
কে কবে, কি পাপে সহি হেন বিড়ম্বনা!
কি পাপে পীড়েন বিধি, সুধিব তা কারে?
দয়া করি কভু যদি বিরামদায়িনী
নিদ্রা, সুকোমল কোলে, দেন স্থান মোরে
কত যে স্বপনে দেখি কব তা কেমনে?
স্বর্ণ-রত্ন-সংঘটিত দেখি অট্টালিকা;
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত[৯] দুয়ারে দুয়ারী
দ্বিরদ; সুবর্ণাসন দেখি স্থানে স্থানে;
ফুলশয্যা; বিদ্যাধরী-গঞ্জিনী কিঙ্করী;
কেহ গায়, কেহ নাচে; যোগায় আনিয়া
বিবিধ ভূষণ কেহ; কেহ উপাদেয়
রাজভোগ! দেখি মুক্তা মণি রাশি রাশি
অলকা-সদনে যেন! শুনি বীণা-ধ্বনি;
গন্ধামোদে মাতে মনঃ, নন্দন-কাননে—
(শুনেছি এ কথা, নাথ, তাত কণ্বমুখে)
নন্দন-কাননান্তরে বসন্তে যেমনি!
তোমায়, নৃমণি, দেখি স্বর্ণসিংহাসনে!
শিরোপরি রাজছত্র; রাজদণ্ড হাতে,
মণ্ডিত অমূল-রত্নে[১০]; সসাগরা ধরা,
রাজকর করে, নত রাজীব-চরণে!
কত যে জাগিয়া কাঁদি কব তা কাহারে?

২. গান। এখানে ছন্দোবদ্ধ লিপি। ৩. পদ্মফুলের পাতা। ৪. হরিণ। ৫. প্রাণনাথ। ৬. মনোগত।
৭. পিসিমা। ৮. প্রসারিত করে। ৯. হাতির দাঁত। ১০. অমূল্য।

জানে দাসী, হে নরেন্দ্র, দেবেন্দ্র-সদৃশ
ঐশ্বর্য্য, মহিমা তব ; অতুল জগতে
কুল, মান, ধনে, রাজকুলপতি !
কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব ! সেবিবে
দাসীভাবে পা দুখানি—এই লোভ মনে—
এই চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে !
বন-নিবাসিনী আমি, বাকল-বসনা,
ফলমূলাহারী নিত্য, নিত্য কুশাসনে
শয়ন ; কি কাজ, প্রভু, রাজসুখ-ভোগে ?
আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধরে[১১]
রোহিণী ; কুমুদী তাঁরে পূজে মর্ত্ত্যতলে !
কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে !
চির-অভাগিনী আমি ! জনক জননী
ত্যজিলা শৈশবে মোরে, না জানি, কি পাপে ?
পরান্নে বাঁচিল প্রাণ—পরের পালনে !
এ নব যৌবনে এবে ত্যজিলা কি তুমি,
প্রাণপতি ? কোন্ দোষে, কহ, কান্ত, শুনি,
দাসী শকুন্তলা দোষী ও চরণ-যুগে ?
এ মনে যে সুখ-পাখী ছিল বাসা বাঁধি,
কেন ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহারে,
নরাধিপ ? শুনিয়াছি রথীশ্রেষ্ঠ তুমি,
বিখ্যাত ভারতক্ষেত্রে ভীম বাহুবলে ;
কি যশঃ লভিলা, কহ, যশস্বি, বিনাশি—
অবলা কুলের বালা আমি—সুখ মম !
আসিবেন তাত কণ্ব ফিরি যবে বনে ;
কি কব তাঁহারে নাথ, কহ, তা দাসীরে ?
নিন্দে অনসূয়া যবে মন্দ কথা কয়ে,
অপবাদে প্রিয়ম্বদা তোমায়,—কি বল্যে
বুঝাবে এ দোঁহে দাসী, কহ তা দাসীরে ?
কহ, কি বলিয়া, দেব, হায় বুঝাইব
এ পোড়া পরাণ আমি—এ মিনতি পদে !
বনচর চর, নাথ ! না জানি কিরূপে
প্রবেশিবে রাজপুরে, রাজ-সভাতলে ?
কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে
তৃণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে !
জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে শকুন্তলাপত্রিকা নাম
প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ

সোমের প্রতি তারা

[যৎকালে সোমদেব—অর্থাৎ চন্দ্র—বিদ্যাধ্যয়ন করণাভিলাষে দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রমে বাস করেন, গুরুপত্নী তারাদেবী তাঁহার অসামান্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বিমোহিতা হইয়া, তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্তা হন। সোমদেব, পাঠ সমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা দিয়া বিদায় হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে, তারাদেবী আপন মনের ভাব আর প্রচ্ছন্নভাবে রাখিতে পারিলেন না ; ও সতীত্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সোমদেবকে এই নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখেন। সোমদেব যে এতাদৃশী পত্রিকাপাঠে কি করিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই। পুরাণজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অবগত আছেন।]

কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি,
তোমারে অভাগী তারা ? গুরুপত্নী আমি
তোমার, পুরুষরত্ন ; কিন্তু ভাগ্যদোষে,
ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা দুখানি !—
কি লজ্জা ! কেমনে তুই, রে পোড়া লেখনি,
লিখিলি এ পাপ কথা,—হায় রে, কেমনে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোরে ! হস্তদাসী সদা
তুই ; মনোদাস হস্ত ; সে মনঃ পুড়িলে
কেন না পুড়িবি তুই ? ব্রজাগ্নি যদ্যপি
দহে তরুশিরঃ, মরে পদাশ্রিত লতা !
হে স্মৃতি, কুকর্ম্মে রত দুর্ম্মতি যেমতি
নিবায় প্রদীপ, আজি চাহে নিবাইতে
তোমায় পাপিনী তারা ! দেহ ভিক্ষা, ভুলি
কে সে মনঃ-চোর মোর, হায়, কেবা আমি !—
ভুলি ভূতপূর্ব্ব কথা,—ভুলি ভবিষ্যতে !
এস তবে, প্রাণসখে ; দিনু জলাঞ্জলি

১১. চন্দ্র।

কুলমানে তব জন্যে,—ধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়ে!
কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল-বিহঙ্গিনী
উড়িল পবন-পথে, ধর আসি তারে,
তারানাথ![1]— তারানাথ? কে তোমারে দিল
এ নাম হে গুণনিধি, কহ তা তারারে!
এ পোড়া মনের কথা জানিল কি ছলে
নামদাতা? ভেবেছিনু, নিশাকালে যথা
মুদিত-কমল-দলে থাকে গুপ্তভাবে
সৌরভ, এ প্রেম, বঁধু, আছিল হৃদয়ে
অন্তরিত ; কিন্তু—ধিক্, বৃথা চিন্তা, তোরে!
কে পারে লুকাতে কবে জ্বলন্ত পাবকে?
এস তবে, প্রাণসখে! তারানাথ তুমি ;
জুড়াও তারার জ্বালা! নিজ রাজ্য ত্যজি,
ভ্রমে কি বিদেশে রাজা, রাজকাজ ভুলি?
সদর্পে কন্দর্প নামে মীনধ্বজ রথী[2],
পঞ্চ খর শর তূণে, পুষ্পধনুঃ হাতে,
আক্রমিছে পরাক্রমি অসহায় পুরী ;—
কে তারে রক্ষিবে, সখে, তুমি না রক্ষিলে?
যে দিন,—কুদিন তারা বলিবে কেমনে
সে দিনে, হে গুণমণি, যে দিন হেরিল
আঁখি তার চন্দ্রমুখ,—অতুল জগতে!—
যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে!
এ পোড়া বদন মুহুঃ হেরিনু দর্পণে ;
বিনাইনু যত্নে বেণী ; তুলি ফুলরাজী,
(বন-রত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে!
চির পরিধান মম বাকল ; ঘৃণিনু
তাহায়! চাহিনু, কাঁদি বন-দেবী-পদে,
দুকূল[3], কাঁচলি[4], সিঁতি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী[5],
কুণ্ডল, মুকুতাহার, কাঞ্চী[6] কটিদেশে!
ফেলিনু চন্দন দূরে, স্মরি মৃগমদে[7]!
হায় রে, অবোধ আমি! নারিনু বুঝিতে
সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে?
কিন্তু বুঝি এবে, বিধু! পাইলে মধুরে,
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী!—
তারার যৌবন-বন-ঋতুরাজ তুমি!

বিদ্যালাভ-হেতু যবে বসিতে, সুমতি,
গুরুপদে ; গৃহকর্ম্ম ভুলি পাপীয়সী
আমি, অন্তরালে বসি শুনিতাম সুখে
ও মধুর স্বর, সখে, চির-মধু-মাখা!
কি ছার, নিগম, তন্ত্র, পুরাণের কথা?
কি ছার, মুরজ[8], বীণা, মুরলী, তুম্বকী[9]?
বর্ষ বাক্যসুধা তুমি! নাচিবে পুলকে
তারা, মেঘনাদে[10] মাতি ময়ূরী যেমতি!
গুরুর আদেশে যবে গাভীবৃন্দ লয়ে,
দূর বনে, সুরমণি, ভ্রমিতে একাকী
বহু দিন ; অহরহঃ, বিরহ-দহনে,
কত যে কাঁদিত তারা, কব তা কাহারে—
অবিরল অশ্রুজল মুছি লজ্জাভয়ে!
গুরুপত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে,
সুধানিধি, মুদি আঁখি, ভাবিতাম মনে,
মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি,
মান-ভঙ্গ-আশে নত দাসীর চরণে!
আশীর্ব্বাদ-ছলে মনে নমিতাম আমি।
গুরুর প্রসাদ-অন্নে সদা ছিলা রত,
তারাকান্ত ; ভোজনান্তে আচমন-হেতু
যোগাইতে জল যবে গুরুর আদেশে
বহির্দ্বারে, কত যে কি রাখিতাম পাতে
চুরি করি আনি আমি, পড়ে কি হে মনে?
হরীতকী-স্থলে, সখে, পাইতে কি কভু
তাম্বুল শয়নধামে? কুশাসন-তলে,
হে বিধু, সুরভি ফুল কভু কি দেখিতে?
হায় রে, কাঁদিত প্রাণ হেরি তৃণাসনে ;
কোমল কমল-নিন্দা ও বরাঙ্গ তব,
তেঁই, ইন্দু, ফুলশয্যা পাতিত দুঃখিনী!
কত যে উঠিত সাধ, পাড়িতাম যবে
শয়ন, এ পোড়া মনে, পার কি বুঝিতে?
পূজাহেতু ফুলজাল তুলিবারে যবে
প্রবেশিতে ফুলবনে, পাইতে চৌদিকে
তোলা ফুল। হাসি তুমি কহিতে, সুমতি
"দয়াময়ী বনদেবী, ফুল অবচয়ি[11],
রেখেছেন নিবারিতে পরিশ্রম মম!"
কিন্তু সত্য কথা এবে কহি, গুণনিধি ;
নিশীথে ত্যজিয়া শয্যা পশিত কাননে

১. চন্দ্র। তারা বা নক্ষত্রদের পতিস্বরূপ। ২। কামদেব। কামদেবের রথের পতাকা মৎস্যচিহ্ন লাঞ্ছিত। ৩. রেশমী কাপড়। ৪. বক্ষবন্ধন। ৫. নূপুর। ৬. মেখলা। ৭. মৃগকে মত্ত করে যা—কস্তুরী। ৮. মৃদঙ্গ। ৯. একতারা। ১০. মেঘের গর্জনে। ১১. চয়ন করে।

এ কিঙ্করী ; ফুলরাশি তুলি চারি দিকে
রাখিত তোমার জন্যে! নীর-বিন্দু যত
দেখিতে কুসুমদলে, হে সুধাংশু-নিধি,
অভাগীর অশ্রুবিন্দু—কহিনু তোমারে!
কত যে কহিত তারা—হায়, পাগলিনী!—
প্রতি ফুলে, কেমনে তা আনিব এ মুখে?
কহিত সে চম্পকেরে,—"বর্ণ তোর হেরি,
রে ফুল, সাদরে তোরে তুলিবেন যবে
ও কর-কমলে, সখা, কহিস্ তাঁহারে,—
'এ বর বরণ মম কালি অভিমানে
হেরি যে বর বরণ, হে রোহিণীপতি,
কালি সে বর বরণ তোমার বিহনে'!"
কহিত সে কদম্বেরে,—না পারি কহিতে
কি যে সে কহিত তারে, হে সোম, শরমে!—
রসের সাগর তুমি, ভাবি দেখ মনে!
শুনি লোকমুখে, সখে, চন্দ্রলোকে তুমি
ধর মৃগশিশু কোলে, কত মৃগশিশু
ধরেছি যে কোলে আমি কাঁদিয়া বিরলে,
কি আর কহিব তার? শুনিলে হাসিবে,
হে সুহাসি! নাহি জ্ঞান, না জানি কি লিখি!
ফাটিত এ পোড়া প্রাণ হেরি তারাদলে!
ডাকিতাম মেঘদলে চির আবরিতে
রোহিণীর স্বর্ণকান্তি। ভ্রান্তিমদে মাতি,
সপত্নী বলিয়া তারে গঞ্জিতাম রোষে!
প্রফুল্ল কুমুদে হ্রদে হেরি নিশাযোগে
তুলি ছিঁড়িতাম রাগে ;—আঁধার কুটীরে
পশিতাম বেগে হেরি সরসীর পাশে
তোমায়! ভূতলে পড়ি, তিতি অশ্রুজলে,
কহিতাম অভিমানে,—'রে দারুণ বিধি,
নাহি কি যৌবন মোর,—রূপের মাধুরী?
তবে কেন,—' কিন্তু বৃথা স্মরি পূর্ব্বকথা!
নিবেদিব, দেবশ্রেষ্ঠ, দিন দেহ যবে।
তুষেছ গুরুর মনঃ সুদক্ষিণা-দানে ;
গুরুপত্নী চাহে ভিক্ষা,—দেহ ভিক্ষা তারে!
দেহ ভিক্ষা—ছায়ারূপে থাকি তব সাথে
দিবা নিশি! দিবা নিশি সেবি দাসীভাবে
ও পদযুগল, নাথ,—হা ধিক, কি পাপে,
হায় রে, কি পাপে, বিধি, এ তাপ লিখিলি
এ ভালে? জনম মম মহা ঋষিকুলে,
তবু চণ্ডালিনী আমি? ফলিল কি এবে
পরিমলাকর[১২] ফুলে, হায়, হলাহল?
কোকিলের নীড়ে কি রে রাখিলি গোপনে
কাকশিশু? কর্ম্মনাশা—পাপ-প্রবাহিণী!—
কেমনে পড়িল বহি জাহ্নবীর জলে?
ক্ষম, সখে!—পোষা পাখী, পিঞ্জর খুলিলে,
চাহে পুনঃ পশিবারে পূর্ব্ব কারাগারে!
এস তুমি ; এস শীঘ্র! যাব কুঞ্জ-বনে,
তুমি, হে বিহঙ্গরাজ, তুমি সঙ্গে নিলে!
দেহ পদাশ্রয় আসি,—প্রেম-উদাসিনী
আমি! যথা যাও যাব, করিব যা কর ;—
বিকাইব কায় মনঃ তব রাঙা পায়ে!
কলঙ্কী শশাঙ্ক, তোমা বলে সর্ব্ব জনে।
কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে,
তারানাথ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।
এস, হে তারার বাঞ্ছা! পোড়ে বিরহিণী,
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে!
চকোরী সেবিলে তোমা দেহ সুধা তারে,
সুধাময়[১৩] ; কোন্ দোষে দোষী তব পদে
অভাগিনী? কুমুদিনী কোন্ তপোবলে
পায় তোমা নিত্য, কহ? আরম্ভি সত্বরে
সে তপঃ, আহার নিদ্রা ত্যজি একাসনে!
কিন্তু যদি থাকে দয়া, এস শীঘ্র করি!
এ নব যৌবন, বিধু, অর্পিব গোপনে
তোমায়, গোপনে যথা অর্পেন আনিয়া
সিন্ধুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা মণি!
আর কি লিখিবে দাসী? সুপণ্ডিত তুমি,
ক্ষণ ভ্রম ; ক্ষম দোষ! কেমনে পড়িব
কি কহিল পোড়া মনঃ, হায়, কি লিখিল
লেখনী? আইস, নাথ, এ মিনতি পদে।
লিখিনু লেখন বসি একাকিনী বনে,
কাঁপি ভয়ে—কাঁদি খেদে—মরিয়া শরমে!
লয়ে ফুলবৃন্ত, কান্ত, নয়ন-কাজলে
লিখিনু! ক্ষমিও দোষ, দয়াসিন্ধু তুমি!
আইলে দাসীর পাশে, বুঝিব ক্ষমিলে
দোষ তার, তারানাথ! কি আর কহিব?
জীবন মরণ মম আজি তব হাতে!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে তারাপত্রিকা নাম
দ্বিতীয় সর্গ।

১২. মধুর আকর—ফুল। ১৩. অমৃতময়।—,চন্দ্র।

তৃতীয় সর্গ

দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী

[বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মকরাজপুত্রী রুক্মিণী দেবীকে পৌরাণিক ইতিবৃত্তে স্বয়ং লক্ষ্মী-অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি আজন্ম বিষ্ণুপরায়ণা ছিলেন। যৌবনাবস্থায় তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ রুক্ম চেদীশ্বর শিশুপালের সহিত তাঁহার পরিণয়ার্থে উদ্যোগী হইলে, রুক্মিণী দেবী নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি দ্বারকায় বিষ্ণু-অবতার দ্বারকানাথের সমীপে প্রেরণ করেন। রুক্মিণী-হরণ-বৃত্তান্ত এ স্থলে ব্যক্ত করা বাহুল্য।]

শুনি নিত্য ঋষিমুখে, হৃষীকেশ তুমি,
যাদবেন্দ্র, অবতীর্ণ অবনী-মণ্ডলে
খণ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি পাপী-জনে,
চাহে পদাশ্রয়, নমি ও রাজীব-পদে
রুক্মিণী,—ভীষ্মক-পুত্রী, চিরদাসী তব ;—
তার, হে তারক, তারে এ বিপত্তি-কালে!
কেমনে মনের কথা কহিব চরণে,
অবলা কুলের বালা আমি, যদুমণি?
কি সাহসে বাঁধি বুক, দিব জলাঞ্জলি
লজ্জাভয়ে? মুদে আঁখি, হে দেব, শরমে ;
না পারে আঙুল-কুল ধরিতে লেখনী ;
কাঁপে হিয়া থরথরে! না জানি কি করি ;
না জানি কাহারে কহি এ দুঃখ-কাহিনী!
শুন তুমি, দয়াসিন্ধু! হায়, তোমা বিনা
নাহি গতি অভাগীর আর এ সংসারে!
নিশার স্বপনে হেরি পুরুষ-রতনে,
কায় মনঃ অভাগিনী সঁপিয়াছে তাঁরে ;
দেবে সাক্ষী করি বরি দেবনরোত্তমে
বরভাবে! নারী দাসী, নারে উচ্চারিতে
নাম তাঁর, স্বামী তিনি ; কিন্তু কহি, শুন,
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ[১] জপেন সতত
সে নাম,—জগত-কর্ণে সুধার লহরী!
কে যে তিনি? জন্ম তাঁর কোন্ মহাকুলে?
অবধান কর, প্রভু, কহিব সংক্ষেপে ;
তুলিয়া কুসুম-রাশি, মালিনী যেমতি
গাঁথে মালা, ঋষিমুখ-বাক্যচয় আজি
গাঁথিব গাথায়, নাথ, দেহ পদ-ছায়া।
গৃ-হিলা পুরুষোত্তম জন্ম কারাগারে।[২]—
রাজদ্বেষে পিতা মাতা ছিল বন্দীভাবে,
দীনবন্ধু, তেঁই জন্ম নাথের কুস্থলে!
খনিগর্ভে ফলে মণি ; মুক্তা শুক্তিধামে!
হাসিলা উল্লাসে পৃথ্বী সে শুভ নিশীথে ;
শত শরদের শশী-সদৃশী শোভিল
বিভা! গন্ধামোদে মাতি স্বনিলা সুস্বনে
সমীরণ ; নদ নদী কলকলকলে
সিন্ধুপদে সুসংবাদ দিলা দ্রুতগতি ;
কল্লোলিলা জলপতি গম্ভীর নিনাদে!
নাচিলা অপ্সরা স্বর্গে ; মর্ত্যে নর নারী!
সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে বহিল চৌদিকে!
বৃষ্টিলা কুসুম দেব ; পাইল দরিদ্র
রতন ; জীবন পুনঃ জীবশূন্য জন!
পূরিল অখিল বিশ্ব জয় জয় রবে।
জন্মাতে জনমদাতা, ঘোর নিশাযোগে
গোপরাজ-গৃহে লয়ে রাখিলা নন্দনে
মহা যত্নে।[৩] মহারত্নে পাইলে যেমতি
আনন্দ-সলিলে ভাসে দরিদ্র, ভাসিলা
গোকুলে গোপ-দম্পতি[৪] আনন্দ-সলিলে!
আদরে পালিলা বালে গোপ-কুল-রাণী
পুত্রভাবে। বাল্য-কালে বাল্য-খেলা যত
খেলিলা রাখাল-রাজ কে পারে বর্ণিতে?
কে কবে, কি ছলে শিশু নাশিলা মায়াবী
পুতনারে? কাল নাগ কালীয়, কি দেখি,
লইল আশ্রয় নমি পাদ-পদ্ম-তলে?
কে কবে, বাসব যবে রুষি, বরষিলা
জলাসার[৫], কি কৌশলে গোবর্দ্ধনে তুলি,
রক্ষিলা গোকুল, দেব, প্রলয়-প্লাবনে?

---

১. পাঁচ মুখ যার—মহাদেব। ২. কৃষ্ণের জন্ম প্রসঙ্গ। ৩. ভাগবতোক্ত কাহিনী—নবজাত কৃষ্ণকে বসুদেব ব্রজধামে গোপরাজ নন্দগোপের গৃহে রেখে এসেছিলেন। ৫. বৃষ্টি ধারা।

আর আর কীর্ত্তি যত বিদিত জগতে?[৬]
যৌবনে করিলা কেলি গোপী-দলে লয়ে
রসরাজ ; মজাইলা গোপ-বধূ-ব্রজ
বাজায়ে বাঁশরী, নাচি তমালের তলে।
বিহারিলা গোষ্ঠে প্রভু ; যমুনা-পুলিনে![৭]
এইরূপে কত কাল কাটাইলা সুখে
গোপ-ধামে গুণনিধি ; পরে বিনাশিয়া
পিতৃ-অরি[৮] অরিন্দম[৯], দূর সিন্ধু-তীরে
স্থাপিলা সুন্দরী পুরী।[১০] আর কব কত?
দেখ চিন্তি, চিন্তামণি, চেন যদি তারে!
না পার চিনিতে যদি, দেহ আজ্ঞা তবে,
পীতাম্বর, দেখি যদি পারে হে বর্ণিতে
সে রূপ-মাধুরী দাসী। চিত্রপটে যেন,
চিত্রিত সে মূর্ত্তি চির, হায়, এ হৃদয়ে!
নবীন-নীরদ-বর্ণ ; শিখি-পুচ্ছ শিরে ;
ত্রিভঙ্গ ; সুগল-দেশে বরগুঞ্জমালা ;
মধুর অধরে বাঁশী ; বাস পীত ধড়া[১১] ;
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন[১২] রাজীব-চরণে—
যোগীন্দ্র-মানস-পদ্ম! মোক্ষ-ধাম ভবে!
যত বার হেরি, দেব, আকাশ-মণ্ডলে,
ঘনবরে, শক্র-ধনুঃ চূড়ারূপে শিরে ;
তড়িৎ সুধড়া অঙ্গে ;—পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া,
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি, আমি পূজি ভক্তি-ভাবে!
ভ্রান্তিমদে মাতি কহি—'প্রাণকান্ত মম
আসিছেন শূন্যপথে তুষিতে দাসীরে!'
উড়ে যদি চাতকিনী, গঞ্জি তারে রাগে!
নাচিলে ময়ূরী, তারে মারি, যদুমণি!
মন্দ্রে যদি ঘনবর, ভাবি, আঁখি মুদি,
গোপ-কুল-বালা আমি ; বেণুর সুরবে
ডাকিছেন সখা মোরে যমুনা-পুলিনে!
কহি শিখীবরে,—'ধন্য তুই পক্ষিকুলে,
শিখণ্ডি[১৩]! শিখণ্ড[১৪] তোর মণ্ডে শিরঃ যাঁর,
পূজেন চরণ তাঁর আপনি ধূর্জ্জটি!'—
আর পরিচয় কত দিব পদযুগে?
শুন এবে দুঃখ-কথা। হৃদয়-মন্দিরে
স্থাপি সে সুশ্যাম মূর্ত্তি, সন্ন্যাসিনী যথা
পূজে নিত্য ইষ্টদেবে গহন বিপিনে,
পূজিতাম আমি নাথে। এবে ভাগ্য-দোষে
চেদীশ্বর নরপাল শিশুপাল নামে,
(শুনি জনরব) নাকি আসিছেন হেথা
বরবেশে বরিবারে, হায়, অভাগীরে!
কি লজ্জা! ভাবিয়া দেখ, হে দ্বারকাপতি!
কেমনে অধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে রুক্মিণী?
স্বেচ্ছায় দিয়াছে দাসী, হায়, এক জনে
কায় মনঃ, অন্য জনে—ক্ষম, গুণনিধি!—
উড়ে প্রাণ, পোড়া কথা পড়ে যবে মনে!
কি পাপে লিখিলা বিধি এ যাতনা ভালে?
আইস গরুড় ধ্বজে, পাঞ্চজন্য নাদি,
গদাধর! রূপ গুণ থাকিত যদ্যপি
এ দাসীর,—কহিতাম, 'আইস, মুরারি,
আইস ; বাহন তব বৈনতেয় যথা
হরিল অমৃতরস পশি চন্দ্রলোকে,
হর অভাগীরে তুমি প্রবেশি এ দেশে!'
কিন্তু নাহি রূপ গুণ ; কোন্ মুখ দিয়া
অমৃতের সহ দিব আপন তুলনা!
দীন আমি ; দীনবন্ধু তুমি, যদুপতি ;
দেহ লয়ে রুক্মিণীরে সে পুরুষোত্তমে,
যাঁর দাসী করি বিধি সৃজিলা তাহারে!
রুক্ম নামে সহোদর,—দুরন্ত সে অতি ;
বড় প্রিয়পাত্র তার চেদীশ্বর বলী ;
শরমে মায়ের পদে নারি নিবেদিতে
এ পোড়া মনের কথা! চন্দ্রকলা সখী,
তার গলা ধরি, দেব, কাঁদি দিবানিশি ;—
নীরবে দুজনে কাঁদি সভয়ে বিরলে
লইনু শরণ আজি ও রাজীব-পদে ;—
বিঘ্ন-বিনাশন তুমি, ত্রাণ বিঘ্নে মোরে!
কি ছলে ভুলাই মনঃ ; কেমনে যে ধরি
ধৈরয, শুনিবে যদি, কহিব, শ্রীপতি!
বহে প্রবাহিণী এক রাজ-বন-মাঝে ;
'যমুনা' বলিয়া তারে সম্বোধি আদরে,

৬. ব্রজধামে কৃষ্ণের বাল্যলীলার পৌরাণিক প্রসঙ্গ। কবি এখানে পূতনাবধ, কালীয়নাগ দমন, ইন্দ্রপূজা বন্ধ ও গোবর্ধনপর্বত ধারণ প্রভৃতি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। ৭. গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রণয়লীলার প্রসঙ্গ। ৮. কংস। ৯. শত্রুকে যিনি দমন করেন। ১০. দ্বারকা নগরী স্থাপনের প্রসঙ্গ। ১১. ধুতি। ১২. পৌরাণিক বিশ্বাস মতে বিষ্ণুর এবং তাঁর অবতারদের পদতলে ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশচিহ্ন থাকে। ১৩. ময়ূর। ১৪. ময়ূরপুচ্ছ।

গুণনিধি! কুলে তাঁর কত যে রোপেছি
তমাল, কদম্ব,—তুমি হাসিবে শুনিলে!
পুষিয়াছি সারী শুক, ময়ূর ময়ূরী
কুঞ্জবনে ; অলিকুল গুঞ্জরে সতত ;
কুহরে কোকিল ডালে ; ফোটে ফুলরাজী।
কিন্তু শোভাহীন বন প্রভুর বিহনে!
কহ কুঞ্জবিহারীরে, হে দ্বারকাপতি,
আসিতে সে কুঞ্জবনে বেণু বাজাইয়া!
কিম্বা মোরে লয়ে, দেব, দেহ তাঁর পদে!
আছে বহু গাভী গোষ্ঠে ; নিজ কর দিয়া
সেবে দাসী তা সবারে। কহ হে রাখালে
আসিতে সে গোষ্ঠগৃহে, কহ, যদুমণি!
যতনে চিকণি নিত্য গাঁথি ফুলমালা ;
যতনে কুড়ায়ে রাখি যদি পাই পড়ি
শিখীপুচ্ছ ভূমিতলে ;—কত যে কি করি,
হায়, পাগলিনী আমি! কি কাজ কহিয়া?
আসি উদ্ধারহ মোরে, ধনুর্দ্ধর তুমি,
মুরারি! নাশিলা কংসে, শুনিয়াছে দাসী,
কংসজিত ; মধু নামে দৈত-কুল-রথী,
বধিলা, মধুসূদন, হেলায় তাহারে!
কে বর্ণিবে গুণ তব, গুণনিধি তুমি?
কালরূপে শিশুপাল আসিছে সত্বরে ;
আইস তাহার অগ্রে। প্রবেশি এ দেশে,
হর মোরে! হরে লয়ে দেহ তাঁর পদে,
হরিলা এ মনঃ যিনি নিশার স্বপনে!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে রুক্মিণীপত্রিকা নাম
তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

দশরথের প্রতি কেকয়ী

[কোন সময়ে রাজর্ষি দশরথ কেকয়ী দেবীর নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার গর্ভজাত-পুত্র ভরতকেই যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। কালক্রমে রাজা স্বসত্য বিস্মৃত হইয়া কৌশল্যা-নন্দন রামচন্দ্রকে সে পদ-প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, কেকয়ী দেবী মন্থরা নাম্নী দাসীর মুখে এ সংবাদ পাইয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে,
রঘুরাজ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে!
কহ তুমি;—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন? ছড়াইছে কেহ
ফুলরাশি রাজপথে ; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল কুসুম ফল পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী
বাহিরিছে রণবেশে? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য? কেন আজি পুরনারী-ব্রজ[১]
মুহুর্মুহু হুলাহলি দিতেছে চৌদিকে?
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়কী[২]?
কেন এত বীণা-ধ্বনি? কহ, দেব, শুনি,
কৃপা করি কহ মোরে—কোন্ ব্রতে ব্রতী
আজি রঘু-কুল-শ্রেষ্ঠ? কহ, হে নৃমণি,
কাহার কুশল-হেতু কৌশল্যা মহিষী
বিতরেন ধন-জাল? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ, ঘণ্টা ঘটারোলে?
কেন রঘু-পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে?
নিরন্তর জন-স্রোতঃ কেন বা বহিছে
এ নগর-অভিমুখে? রঘু-কুল-বধূ
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে—
কোন্ রঙ্গে? অকালে কি আরম্ভিলা, প্রভু,
যজ্ঞ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে?
কোন্ রিপু হত রণে, রঘু-কুল-রথি?
জন্মিল কি পুত্র আর? কাহার বিবাহ
দিবে আজি? আইবড় আছে কি হে গৃহে
দুহিতা? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে!

১. ব্রজপুরীর নারীগণ। ২। শুদ্ধ প্রয়োগ গায়িকা।

কহ, শুনি হে রাজন্ ; এ বয়েসে পুনঃ
পাইলা কি ভাগ্য-বলে—ভাগ্যবান্ তুমি
চিরকাল !—পাইলা কি পুনঃ এ বয়েসে—
রসময়ী নারী-ধনে, কহ, রাজ-ঋষি ?
হা ধিক্ ! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি !
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত,—'অসত্য-বাদী রঘু-কুল-পতি !
নির্লজ্জ ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে !
ধর্ম্ম-শব্দ মুখে,—গতি অধর্ম্মের পথে !'
অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি,
নররাজ ; কিম্বা দিয়া চুণ কালি গালে
খেদাও গহন বনে ! যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ, কেমনে ভুঞ্জিবে[৩]
এ কলঙ্ক ? লোক-মাঝে কেমনে দেখাবে
ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে।
না পড়ি ঢলিয়া আর নিতম্বের ভরে !
নহে গুরু উরু-দ্বয়, বর্ত্তুল কদলী-
সদৃশ ! সে কটি, হায়, কর-পদ্মে ধরি
যাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংহে প্রেমাদরে,
আর নহে সরু, দেব ! নম্র-শিরঃ এবে
উচ্চ কুচ ! সুধা-হীন অধর ! লইল
লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন-ভাণ্ডারে
আছিল রতন যত ; হরিল কাননে
নিদাঘ কুসুম-কান্তি, নীরসি কুসুমে !
কিন্তু পূর্ব্বকথা এবে স্মর, নরমণি !—
সেবিনু চরণ যবে তরুণ যৌবনে,
কি সত্য করিলা, প্রভু, ধর্ম্মে সাক্ষী করি,
মোর কাছে ? কাম-মদে মাতি যদি তুমি
বৃথা আশা দিয়া মোরে ছলিলা, তা কহ ;—
নীরবে এ দুঃখ আমি সহিব তা হলে !
কামীর কুরীতি এই শুনেছি জগতে,
অবলার মনঃ চুরি করে সে সতত
কৌশলে, নির্ভয়ে ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি ;—
প্রবঞ্চনা-রূপ ভস্ম মাখে মধুরসে !
এ কুপথে পথী কি হে সূর্য্য-বংশ-পতি ?
তুমিও কলঙ্ক-রেখা লেখ সুললাটে,
(শশাঙ্ক-সদৃশ) এবে, দেব দিনমণি !
ধর্ম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেব নর,—জিতেন্দ্রিয় নিত্য সত্যপ্রিয় !
তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে ? কোথা পুত্র তব
ভরত,—ভারত-রত্ন, রঘু-চূড়ামণি ?
পড়ে কি হে মনে এবে পূর্ব্বকথা যত ?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে ?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী ?
তিন রাণী তব, রাজা ! এ তিনের মাঝে,
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে ? পুত্র তব চারি, নরমণি !
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে ?
কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা মহিষী
ভুলাইলা মনঃ তব ? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্ম নষ্ট কর
অভীষ্ট পূর্ণিতে তার, রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি ?
কিন্তু বাক্য-ব্যয় আর কেন অকারণে ?—
যাহা ইচ্ছা কর, দেব ; কার সাধ্য রোধে
তোমায়, নরেন্দ্র তুমি ? কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে ? বিতংসে[৪] কেবা বাঁধে কেশরীরে ?
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ-পুরী
ভিখারিণী-বেশে দাসী ! দেশ দেশান্তরে
ফিরিব ; যেখানে যাব, কহিব সেখানে
'পরম অধর্ম্মচারী রঘু-কুল-পতি !'
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা, কব সর্ব্ব জনে !
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙালে, তাপসে,-
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে—
'পরম অধর্ম্মচারী রঘু-কুল-পতি !'
পুষি সারী শুক, দোঁহে শিখাব যতনে
এ মোর দুঃখের কথা, দিবস রজনী।
শিখিলে এ কথা, তবে দিব দোঁহে ছাড়ি
অরণ্যে। গাইবে তারা বসি বৃক্ষ-শাখে,
'পরম অধর্ম্মচারী রঘু-কুল-পতি !'
শিখি পক্ষীমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি—
'পরম অধর্ম্মচারী রঘু-কুল-পতি !'
লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে,
'পরম অধর্ম্মচারী রঘু-কুল-পতি !'
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গ[৫] শৃঙ্গদেহে।
রচি গাথা, শিখাইব পল্লী-বাল-দলে।
করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া—

৩. ভোগ করবে। ৪. পাখি ধরবার ফাঁদ। ৫. উঁচু।

'পরম অধর্ম্মচারী রঘু-কুল-পতি!'
থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল! দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিলে আজি ; দেখিব নয়নে
তব আশা-বৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি?
বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি! বামদেশে কৌশল্যা মহিষী,—
(এত যে বয়েস, তবু লজ্জাহীন তুমি!)—
যুবরাজ পুত্র রাম ; জনক-নন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ ;—এ সবারে লয়ে
কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি!
পিতৃ-মাতৃ-হীন পুত্রে পালিবেন পিতা—
মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি।
দিব্য দিয়া[৬] মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন ; প্রবেশিতে তব পাপ-পুরে।
চিরি বক্ষঃ মনোদুঃখে লিখিনু শোণিতে
লেখন। না থাকে যদি পাপ এ শরীরে ;
পতি-পদ-গতা যদি পতিব্রতা দাসী ;
বিচার করুন ধর্ম্ম ধর্ম্ম-রীতি-মতে!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে কেকয়ীপত্রিকা নাম
চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ

লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা

[যৎকালে রামচন্দ্র পঞ্চবটী-বনে বাস করেন, লঙ্কাধিপতি রাবণের ভগিনী সূর্পণখা রামানুজের মোহন-রূপে মুগ্ধা হইয়া, তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। কবিগুরু বাল্মীকি রাজেন্দ্র রাবণের পরিবারবর্গকে প্রায়ই বীভৎস রস দিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু এ স্থলে সে রসের লেশ মাত্রও নাই। অতএব পাঠকবর্গ সেই বাল্মীকিবর্ণিতা বিকটা সূর্পণখাকে স্মরণপথ হইতে দূরীকৃতা করিবেন।]

কে তুমি,—বিজন বনে ভ্রম হে একাকী,
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ? কি কৌতুকে, কহ,
বৈশ্বানর, লুকাইছ ভস্মের মাঝারে?
মেঘের আড়ালে যেন পূর্ণশশী আজি?
ফাটে বুক জটাজূট হেরি তব শিরে,
মঞ্জুকেশি! স্বর্ণশয্যা ত্যজি জাগি আমি
বিরাগে, যখন ভাবি, নিত্য নিশাযোগে
শয়ন, বরাঙ্গ তব, হায় রে, ভূতলে!
উপাদেয় রাজ-ভোগ যোগাইলে দাসী,
কাঁদি ফিরাইয়া মুখ, পড়ে যবে মনে
তোমার আহার নিত্য ফল মূল, বলি!
সুবর্ণ-মন্দিরে পশি নিরানন্দ গতি,
কেন না—নিবাস তব বঞ্জুল[১] মঞ্জুলে[২]!
হে সুন্দর, শীঘ্র আসি কহ মোরে শুনি—
কোন্ দুঃখে ভব-সুখে বিমুখ হইলা
এ নব যৌবনে তুমি? কোন্ অভিমানে
রাজবেশ ত্যজিলা হে উদাসীর বেশে?
হেমাঙ্গ মৈনাক-সম, হে তেজস্বি, কহ,
কার ভয়ে ভ্রম তুমি এ বন-সাগরে
একাকী, আবরি তেজঃ ক্ষীণ, ক্ষুণ্ণ খেদে?
তোমার মনের কথা কহ আসি মোরে।—
যদি পারভূত তুমি রিপুর বিক্রমে,
কহ শীঘ্র ; দিব সেনা ভব-বিজয়িনী,
রথ, গজ, অশ্ব, রথী—অতুল জগতে!
বৈজয়ন্ত-ধামে নিত্য শচীকান্ত বলী
ত্রস্ত অস্ত্র-ভয়ে যার, হেন ভীম রথী
যুঝিবে তোমার হেতু—আমি আদেশিলে!
চন্দ্রলোকে, সূর্য্যলোকে,—যে লোকে ত্রিলোকে
লুকাইবে অরি তব, বাঁধি আনি তারে
দিব তব পদে, শূর! চামুণ্ডা আপনি,
(ইচ্ছা যদি কর তুমি) দাসীর সাধনে,
(কুলদেবী তিনি, দেব,) ভীমখণ্ডা[৩] হাতে
ধাইবেন হুহুঙ্কারে নাচিতে সংগ্রামে—
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস!—যদি অর্থ চাহ,

৬. শপথ করে।
১. বেত। ২. কুঞ্জ। ৩. ভয়াবহ খড়্গ।

কহ শীঘ্র ;—অলকার[৪] ভাণ্ডার খুলিব
তুষিতে তোমার মনঃ ; নতুবা কুহকে
শুষি রত্নাকরে, লুটি দিব রত্ন-জালে।
মণিযোনি[৫] খনি যত, দিব হে তোমারে!
প্রেম-উদাসীন যদি তুমি, গুণমণি,
কহ, কোন্ যুবতীর—(আহা, ভাগ্যবতী
রামাকুলে সে রমণী!)—কহ শীঘ্র করি,—
কোন্ যুবতীর নব যৌবনের মধু
বাঞ্ছা তব? অনিমিষে[৬] রূপ তার ধরি,
(কামরূপা[৭] আমি, নাথ,) সেবিব তোমারে!
আনি পারিজাত ফুল, নিত্য সাজাইব
শয্যা তব! সঙ্গে মোর সহস্র সঙ্গিনী,
নৃত্য গীত রঙ্গে রত। অপ্সরা, কিন্নরী,
বিদ্যাধরী,—ইন্দ্রাণীর কিঙ্করী যেমতি,
তেমতি আমারে সেবে দশ শত দাসী।
সুবর্ণ-নির্ম্মিত গৃহে আমার বসতি—
মুক্তাময় মাঝ[৮] তার ; সোপান খচিত
মরকতে ; স্তম্ভে হীরা ; পদ্মরাগ মণি ;
গবাক্ষে দ্বিরদ-রদ, রতন কপাটে!
সুকল স্বরলহরী উথলে চৌদিকে
দিবানিশি ; গায় পাখী সুমধুর স্বরে ;
সুমধুরতর স্বরে গায় বীণাবাণী
বামাকুল! শত শত কুসুম-কাননে
লুটি পরিমল, বায়ু অনুক্ষণ বহে!
খেলে উৎস ; চলে জল কলকল কলে!
কিন্তু বৃথা এ বর্ণনা। এস, গুণনিধি,
দেখ আসি,—এ মিনতি দাসীর ও পদে!
কায়, মনঃ, প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে!
ভুঞ্জ আসি রাজ-ভোগ দাসীর আলয়ে ;
নহে কহ, প্রাণেশ্বর! অম্লান বদনে,
এ বেশ ভূষণ ত্যজি, উদাসিনী-বেশে
সাজি, পূজি, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব!
রতন কাঁচলি খুলি, ফেলি তারে দূরে,
আবরি বাকলে স্তন ; ঘুচাইয়া বেণী,
মণ্ডি জটাজুটে শিরঃ ভুলি রত্নরাজী,
বিপিন-জনিত ফুলে বাঁধি হে কবরী!
মুছিয়া চন্দন, লেপি ভস্ম কলেবরে।
পরি রুদ্রাক্ষের মালা, মুক্তামালা ছিঁড়ি
গলদেশে! প্রেম-মন্ত্র দিও কর্ণ-মূলে ;
গুরুর দক্ষিণা-রূপে প্রেম গুরু-পদে
দিব এ যৌবন-ধন প্রেম-কুতূহলে!
প্রেমাধীনা নারীকুল ডরে কি হে দিতে
জলাঞ্জলি, মঞ্জুকেশি, কুল, মান, ধনে
প্রেমলাভ-লোভে কভু?—বিরলে লিখিয়া
লেখন, রাখিনু, সখে, এই তরুতলে।
নিত্য তোমা হেরি হেথা ; নিত্য ভ্রম তুমি
এই স্থলে। দেখ চেয়ে ; ওই যে শোভিছে
শমী,—লতাবৃতা, মরি, ঘোমটায় যেন,
লজ্জাবতী!—দাঁড়াইয়া উহার আড়ালে,
গতিহীনা লজ্জাভয়ে, কত যে চেয়েছি
তব পানে, নরবর—হায়! সূর্য্যমুখী
চাহে যথা স্থির-আঁখি সে সূর্য্যের পানে!—
কি আর কহিব তার? যত ক্ষণ তুমি
থাকিতে বসিয়া, নাথ ; থাকিত দাঁড়ায়ে
প্রেমের নিগড়ে বদ্ধা এ তোমার দাসী!
গেলে তুমি শূন্যাসনে বসিতাম কাঁদি!
হায় রে, লইয়া ধূলা, সে স্থল হইতে
যথায় রাখিতে পদ, মাখিতাম ভালে,
হব্য-ভস্ম[৯]— তপস্বিনী মাখে ভালে যথা!
কিন্তু বৃথা কহি কথা! পড়িও, নৃমণি,
পড়িও এ লিপিখানি, এ মিনতি পদে!
যদিও ও হৃদয়ে দয়া উদয়ে, যাইও
গোদাবরী-পূর্ব্বকূলে ; বসিব সেখানে
মুদিত কুমুদীরূপে আজি সায়ংকালে ;
তুষিও দাসীরে আসি শশধর-বেশে!
লয়ে তরি সহচরী থাকিবেক তীরে ;
সহজে হইবে পার। নিবিড় সে পারে
কানন, বিজন দেশ। এস, গুণনিধি!
দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগি হে দুজনে!
যদি আজ্ঞা দেহ, এবে পরিচয় দিব
সংক্ষেপে। বিখ্যাত, নাথ, লঙ্কা, রক্ষঃপুরী
স্বর্ণময়ী, রাজা তথা রাজ-কুল-পতি
রাবণ, ভগিনী তাঁর দাসী ; লোকমুখে
যদি না শুনিয়া থাক, নাম সূর্পণখা।
কত যে বয়েস তার ; কি রূপ বিধাতা
দিয়াছেন, আশু আসি দেখ, নরমণি!
আইস মলয়-রূপে ; গন্ধহীন যদি
এ কুসুম, ফিরে তবে যাইও তখনি!

৪. যক্ষরাজ কুবেরের রাজধানী। ৫. মণির উৎপত্তিস্থল। ৬. মুহূর্তে।
৭। যে ইচ্ছামত রূপ ধারণে সক্ষম। ৮. মেঝে। ৯. যজ্ঞের ভস্ম।

আইস ভ্রমর-রূপে ; না যোগায় যদি
মধু এ যৌবন-ফুল, যাইও উড়িয়া
গুঞ্জরি বিরাগ-রাগে ! কি আর কহিব ?
মলয় ভ্রমর, দেব, আসি সাধে দোহে
বৃন্তাসনে মালতীরে ! এস, সখে, তুমি ;—
এই নিবেদন করে সূর্পণখা পদে।
শুন নিবেদন পুনঃ। এত দূর লিখি
লেখন, সখীর মুখে শুনিনু হরষে,
রাজরথী দশরথ অযোধ্যাধিপতি,
পুত্র তুমি, হে কন্দর্প-গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারি,
তাঁহার ; অগ্রজ সহ পশিয়াছ বনে
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু। কি আশ্চর্য্য ! মরি,—
বালাই[১০] লইয়া তব, মরি, রঘুমণি,
দয়ার সাগর তুমি ! তা না হলে কভু
রাজ্য-ভোগ ত্যজিতে কি ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে ?
দয়ার সাগর তুমি। কর দয়া মোরে,
প্রেম-ভিখারিণী আমি তোমার চরণে !
চল শীঘ্র যাই দোঁহে স্বর্ণ লঙ্কাধামে।
সম পাত্র মানি তোমা, পরম আদরে,
অর্পিবেন শুভ ক্ষণে রক্ষঃ-কুল-পতি
দাসীরে কমল-পদে। কিনিয়া, নৃমণি,
অযোধ্যা-সদৃশ রাজ্য শতেক যৌতুকে,
হবে রাজা ; দাসী-ভাবে সেবিবে এ দাসী !
এস শীঘ্র, প্রাণেশ্বর ; আর কথা যত
নিবেদিব পাদ-পদ্মে বসিয়া বিরলে।
ক্ষম অশ্রু-চিহ্ন পত্রে ; আনন্দে বহিছে
অশ্রু-ধারা ! লিখেছে কি বিধাতা এ ভালে
হেন সুখ, প্রাণসখে ? আসি ত্বরা করি,
প্রশ্নের উত্তর, নাথ, দেহ এ দাসীরে।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে সূর্পণখাপত্রিকা
নামে পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ

অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী

[যৎকালে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাশক্রীড়ায় পরাজিত ও রাজচ্যুত হইয়া বনে বাস করেন, বীরবর অর্জ্জুন বৈরনির্য্যাতনের নিমিত্ত অস্ত্রশিক্ষার্থ সুরপুরে গমন করিয়াছিলেন। পার্থের বিরহে কাতরা হইয়া, দ্রৌপদী দেবী তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি এক ঋষিপুত্রের সহযোগে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

হে ত্রিদশালয়-বাসি[১], পড়ে কভু মনে
এ পাপ সংসার আর ? কেন বা পড়িবে ?
কি অভাব তব, কান্ত, বৈজয়ন্ত-ধামে ?
দেব-ভোগ-ভোগী তুমি, দেবসভা মাঝে
আসীন দেবেন্দ্রাসনে ! সতত আদরে
সেবে তোমা সুরবালা,—পীনপয়োধরা
ঘৃতাচী ; সু-উরু রম্ভা ; নিত্য-প্রভাময়ী
স্বয়ম্প্রভা ; মিশ্রকেশী—সুকেশিনী ধনী !
উর্ব্বশী—কলঙ্ক-হীনা শশিকলা দিবে[২] !
নিবিড়-নিতম্বী সহা সহ চিত্রলেখা
চারুনেত্রা ; সুমধ্যমা তিলোত্তমা বামা ;
সুলোচনা সুলোচনা ; কেহ গায় সুখে ;
কেহ নাচে,—দিব্য বীণা বাজে দিব্য তালে ;
মন্দার-মণ্ডিত বেণী দোলে পৃষ্ঠদেশে !
কস্তুরী কেশর ফুল আনে কেহ সাধে !
কেহ বা অধর-মধু যোগায় বিরলে,
সুমৃণাল-ভুজে তোমা; বাঁধি, গুণনিধি !
রসিক নাগর তুমি ; নিত্য রসবতী
সুরবালা ;—শত ফুল প্রফুল্ল যে বনে,
কি সুখে বঞ্চিত, সখে, শিলীমুখ তথা ?
নন্দন-কাননে তুমি আনন্দে, সুমতি,
ভ্রম নিত্য ! শুনিয়াছি ঋতুরাজ না কি
সাজান সে বনরাজী বিরাজি সে বনে
নিরন্তর ; নিরন্তর গায় পাখী শাখে ;
না শুখায় ফুলকুল ; মণি মুক্তা হীরা
স্বর্ণ মরকতে বাঁধা সরোরোধঃ[৩] যত !

১০. অমঙ্গল।
১. স্বর্গবাসী দেবতা। ২. স্বর্গে। ৩. সরোবরের তীর।

মন্দ মন্দ সমীরণ বহে দিবা নিশি
গন্ধামোদে পূরি দেশ। কিন্তু এ বর্ণনে
কি কাজ? শুনেছে দাসী কর্ণে মাত্র যাহা,
নিত্য স্বনয়নে তুমি দেখ তা, নৃমণি!
স্বশরীরে স্বর্গভোগ! কার ভাগ্য হেন
তোমা বিনা, ভাগ্যবান্, এ ভব-মণ্ডলে?
ধন্য নর-কুলে তুমি! ধন্য পুণ্য তব!
পড়িলে এ সব কথা মনে, শূরমণি,
কেমনে ভাবিব, হায়, কহ তা আমারে,
অভাগী দাসীর কথা পড়ে তব মনে?
তবে যদি নিজগুণে, গুণনিধি তুমি,
ভুলিয়া না থাক তারে,—আশীর্ব্বাদ কর,
নমে পদে, ধনঞ্জয়, দ্রুপদ-নন্দিনী—
কৃতাঞ্জলি-পুটে দাসী নমে তব পদে!
হায়, নাথ, বৃথা জন্ম নারীকুলে মম!
কেন যে লিখিলা বিধি এ পোড়া কপালে
হেন তাপ ; কোন্ পাপে দণ্ডিলা দাসীরে
এরূপে, কে কবে মোরে? সুধিব কাহারে?
রবি-পরায়ণা, মরি, সরোজিনী ধনী,
তবু নিত্য সমীরণ কহে তার কানে
প্রেমের রহস্য কথা! অবিরল লুটে
পরিমল! শিলামুখ, গুঞ্জরি সতত,
(কি লজ্জা!) অধর-মধু পান করে সুখে!
সৃজিলা কমলে যিনি, সৃজিলা দাসীরে
সেই নিদারুণ বিধি! কারে নিন্দি, কহ,
অরিন্দম? কিন্তু কহি ধর্ম্মে সাক্ষী মানি,
শুন তুমি, প্রাণকান্ত! রবির বিরহে,
নলিনী মলিনী যথা মুদিত বিষাদে ;
মুদিত এ পোড়া প্রাণ তোমার বিহনে!
সাধে যদি শত অলি গুঞ্জরিয়া পদে ;
সহস্র মিনতি যদি করে কর্ণ-মূলে
সমীরণ, ফোটে কি হে কভু পঙ্কজিনী,
কনক-উদয়াচলে না হেরি মিহিরে,
কিরীটি? আঁধার বিশ্ব এ পোড়া নয়নে,
হায় রে, আঁধার নাথ, তোমার বিরহে—
জীবশূন্য, রবশূন্য, মহারণ্য যেন!
আর কি কহিব, দেব, ও রাজীব-পদে?
পাঞ্চালীর চির-বাঞ্ছা, পাঞ্চালীর পতি
ধনঞ্জয়! এই জানি, এই মানি মনে।

যা ইচ্ছা করুন ধর্ম্ম, পাপ করি যদি
ভালবাসি নৃমণিরে,—যা ইচ্ছা, নৃমণি!
হেন সুখ ভুঞ্জি, দুঃখ কে ডরে ভুঞ্জিতে?
যজ্ঞানলে জনমিল দাসী যাজ্ঞসেনী,
জান তুমি, মহাযশা। তরুণ যৌবনে
রূপ গুণ যশে তব, হায় রে, বিবশা,
বরিনু তোমায় মনে! সখীদলে লয়ে
কত যে খেলিনু খেলা, কহিব কেমনে?
বৈদেহীর সুকাহিনী শুনি লোকমুখে
শিবের মন্দিরে পশি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া,
পূজিতাম শিবধনুঃ![৪] কহিতাম সাধে,—
'ঋষিবেশে স্বপ্ন আশু দেখাও জনকে
(জানি কামরূপ তুমি!) দিতে এ দাসীরে
সে পুরুষোত্তমে, যিনি দুই খণ্ড করি,
হে কোদণ্ড, ভাঙ্গিবেন তোমায় স্ববলে!
তা হলে পাইব নাথে, বলী-শ্রেষ্ঠ তিনি!'
শুনি বৈদর্ভীর কথা, ধরিতাম ফাঁদে
রাজহংসে ;[৫] দিয়া তারে আহার, পরায়ে
সুবর্ণ-ঘুংঘুর পায়ে, কহিতাম কানে,—
'যমুনার তীরে পুরী বিখ্যাত জগতে
হস্তিনা ;—তথায় তুমি, রাজহংসপতি,
যাও শীঘ্র শূন্যপথে, হেরিবে সে পুরে
নরোত্তমে ; তাঁর পদে কহিও, দ্রৌপদী
তোমার বিরহে মরে দ্রুপদ-নগরে!'
এই কথা কয়ে তারে দিতাম ছাড়িয়া।
হেরিলে গগনে মেঘে, কহিতাম নমি ;—
'বাহন যাঁহার তুমি, মেঘ-কুল-পতি,
পুত্রবধূ তাঁর আমি ;[৬] বহ তুলি মোরে,
বহ যথা বারি-ধারা, নাথের চরণে!
জল-দানে চাতকীরে তোষ দাতা তুমি,
তোমার বিরহে, হায়, তৃষাতুরা যথা
সে চাতকী, তৃষাতুরা আমি, ঘনমণি!
মোর সে বারিদ-পদে দেহ মোরে লয়ে!'
আর কি শুনিবে, নাথ? উঠিল যৎকালে
জনরব—'জতুগৃহে দহি মাতৃ-সহ
ত্যজিলা অকালে দেহ পঞ্চ পাণ্ডুরথী,'[৭]—
কত যে কাঁদিনু আমি, কব তা কাহারে?
কাঁদিনু—বিধবা যেন হইনু যৌবনে!
প্রার্থিনু রতিরে পূজি,—'হর-কোপানলে,

৪. রামায়ণের সীতার স্বয়ম্বর প্রসঙ্গ। ৫. নল-দয়মন্তীর পৌরাণিক প্রসঙ্গ। ৬. ইন্দ্র। মেঘবাহন ইন্দ্রের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে অর্জুনের জন্ম। ৭. মহাভারতের জতুগৃহদাহ প্রসঙ্গ।

হে সতি, পুড়িলা যবে প্রাণ-পতি তব
কত যে সহিলা দুঃখ, তাই স্মরি মনে,
বাঁচাও মদনে মোর,—এই ভিক্ষা মাগি!'
পরে স্বয়ম্বরোৎসব। আঁধার দেখিনু
চৌদিক, পশিনু যবে রাজসভা-মাঝে!
সাধিনু মাটিরে ফাটি হইতে দুখানি!
দাঁড়াইয়া লক্ষ্য-তলে কহিনু, 'খসিয়া
পড় তুমি পোড়া শিরে বজ্রাগ্নি-সদৃশ,
হে লক্ষ্য! জ্বলিয়া আমি মরি তব তাপে,
প্রাণ-পতি জতুগৃহে জ্বলিলা যেমতি
না চাহি বাঁচিতে আর! বাঁচিব কি সাধে?'
উঠিল সভায় রব,—'নারিলা ভেদিতে
এ অলক্ষ্য লক্ষ্যে আজি ক্ষত্ররথী যত।'—
জান তুমি, গুণমণি, কি ঘটিল পরে।
ভস্মরাশি মাঝে গুপ্ত বৈশ্বানর-রূপে
কি কাজ করিলা তুমি, কে না জানে ভবে,
রথীশ্বর? বজ্রনাদে ভেদিল আকাশে
মৎস্য-চক্ষুঃ তীক্ষ্ণ শর![৮] সহসা ভাসিল
আনন্দ-সলিলে প্রাণ; শুনিনু সুবাণী
(স্বপ্নে যেন!) 'এই তোর পতি, লো পাঞ্চালি!
ফুল-মালা দিয়ে গলে, বর নরবরে!'
চাহিনু বরিতে, নাথ, নিবারিলা তুমি
অভাগীর ভাগ্য দোষে! তা হলে কি তবে
এ বিষম তাপে, হায়, মরিত এ দাসী?
কিন্তু বৃথা এ বিলাপ!—হুহুঙ্কারি রোষে,
লক্ষ রাজরথী যবে বেড়িল তোমারে;
অম্বুরাশি-নাদ সম কম্বুরাশি যবে
নাদিল সে স্বয়ম্বরে;—কি কথা কহিয়া
সাহসিলা এ দাসীরে, পড়ে কি হে মনে?
যদি ভুলে থাক তুমি, ভুলিতে কি পারে
দ্রৌপদী? আসন্ন কালে সে সুকথাগুলি
জপিয়া মরিব, দেব, মহামন্ত্র-জ্ঞানে!
কহিলে সম্বোধি মোরে সুমধুর স্বরে;—
'আশারূপে মোর পাশে দাঁড়াও, রূপসি!
দ্বিগুণ বাড়িবে বল চন্দ্রমুখ হেরি
চন্দ্রমুখি! যত ক্ষণ ফণীন্দ্রের দেহে
থাকে প্রাণ, কার সাধ্য হরে, শিরোমণি?
আমি পার্থ!'—ক্ষম, নাথ, লাগিল তিতিতে
অনর্গল অশ্রুজল এ লিপি! কেন না,—
হায় রে, কেন না আমি মরিনু চরণে
সে দিন!—কি লিখি, হায়, না পাই দেখিতে!
আঁধা, বঁধু, অশ্রুনীরে এ তব কিঙ্করী!—* *
* * এত দূর লিখি কালি, ফেলাইনু দূরে
লেখনী। আকুল প্রাণ উঠিল কাঁদিয়া
স্মরি পূর্ব্ব-কথা যত। বসি তরু-মূলে,
হায় রে, তিতিনু, নাথ, নয়ন-আসারে[৯]!
কে মুছিল চক্ষুঃ-জল? কে মুছিবে কহ?
কে আছে এ অভাগীর এ ভব-মণ্ডলে?
ইচ্ছা করে ত্যজি প্রাণ ডুবি জলাশয়ে;
কিম্বা পান করি বিষ; কিন্তু ভাবি যবে,
প্রাণেশ, ত্যজিলে দেহ আর না পাইব
হেরিতে ও পদযুগ,—সান্ত্বনি পরাণে
ভুলি অপমান, লজ্জা, চাহি বাঁচিবারে!
অগ্নিতাপে তপ্ত সোনা গলে হে সোহাগে,
পায় যদি সোহাগায়! কিন্তু কহ, রথি,
কবে ফিরি আসি দেখা দেবে এ কাননে?
কহ ত্রিদিবের বার্ত্তা। কবীশ্বর তুমি,
গাঁথি মধুমাখা গাথা পাঠাও দাসীরে।
ইচ্ছা বড়, গুণমণি, পরিতে অলকে
পারিজাত; যদি তুমি আন সঙ্গে করি,
দ্বিগুণ আদরে ফুল পরিব কুন্তলে!
শুনেছি কামদা[১০]—না কি দেবেন্দ্রের পুরী;—
এ দাসীর প্রতি যদি থাকে দয়া হৃদে,
ভুলিতে পার হে যদি সুর-বালা-দলে,
এ কামনা কামধুকে[১১] কর দয়া করি,
পাও যেন অভাগীরে চরণ-কমলে
ক্ষণ কাল! জুড়াইব নয়ন সুমতি
ও রূপ-মাধুরী হেরি,—ভুলি এ বিচ্ছেদে;
অপ্সরা-বল্লভ তুমি; নর-নারী দাসী;
তা বল্যে করো না ঘৃণা—এ মিনতি পদে!
স্বর্ণ-অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে,
কণ্ঠে, হস্তে; পরে না কি রজত চরণে?
কি ভাবে কাটাই কাল এ বিকট বনে
আমরা, কহিব এবে, শুন, গুণনিধি।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-রত সদা ধর্ম্মরাজ-ঋষি;
ধৌম্য পুরোহিত নিত্য তুষেন রাজনে
শাস্ত্রালাপে। মৃগয়ায় রত ভ্রাতা তব
মধ্যম; অনুজ-দ্বয়, মহা-ভক্তিভাবে,
সেবেন অগ্রজ-দ্বয়ে; যথাসাধ্য, দাসী
নির্ব্বাহে হে মহাবাহু, গৃহ-কার্য্য যত।

৮. দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে অর্জুনের লক্ষ্যভেদ প্রসঙ্গ। ৯. অশ্রু। ১০. কামনা বা অভীষ্ট দান করেন যে দেবী।
১১. কামনাদাত্রী অর্থাৎ অভীষ্টদাত্রী।

কিন্তু ক্ষুণ্ণমনা সবে তোমার বিহনে!
স্মরি তোমা অশ্রুনীরে তিতেন নৃপতি,
আর তিন ভাই তব। স্মরিয়া তোমারে,
আকুল এ পোড়া প্রাণ, হায়, দিবা নিশি!
পাই যদি অবসর, কুটীর তেয়াগি
স্মৃতি-দূতী সহ, নাথ, ভ্রমি একাকিনী,
পূর্ব্বের কাহিনী যত শুনি তাঁর মুখে!
পাণ্ডব-কুল-ভরসা, মহেষ্বাস,[১২] তুমি!
বিমুখিবে তুমি, সখে, সম্মুখ-সমরে
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শূরে ; নাশিবে কৌরবে!
বসাইবে রাজাসনে পাণ্ডু-কুল-রাজে ;—
এই গীত গায় আশা নিত্য এ আশ্রমে!
এ সঙ্গীত-ধ্বনি, দেব, শুনি জাগরণে।
শুনি স্বপ্নে নিশাভাগে এ সঙ্গীত-ধ্বনি!
কে শিখায় অস্ত্র তোমা, কহ, সুরপুরে,
অস্ত্রী-কুল-গুরু তুমি? এই সুর-দলে
প্রচণ্ড গাণ্ডীব তুমি টঙ্কারি হুংকারে,
দমিলা খাণ্ডব-রণে![১৩] জিনিলা একাকী
লক্ষরাজে, রথীরাজ, লক্ষ্য-ভেদ-কালে।[১৪]
নিপাতিলা ভূমিতলে বলে ছদ্মবেশী
কিরাতেরে![১৫] এ ছলনা, কহ, কি কারণে?
এস ফিরি, নররত্ন! কে ফেরে বিদেশে
যুবতী পত্নীরে ঘরে রাখি একাকিনী?
কিন্তু যদি সুরনারী প্রেম-ফাঁদ পাতি
বেঁধে থাকে মনঃ, বঁধু, স্মর ভ্রাতৃ-ত্রয়ে—
তোমার বিরহ-দুঃখে দুঃখী অহরহ!
আর কি অধিক কব? যদি দয়া থাকে,
আসি দেখ কি দশায় তোমার বিরহে,
কি দশায়, প্রাণেশ্বর, নিবাসি এ দেশে!
পাইয়াছি দৈবে, দেব, এ বিজন বনে
ঋষিপত্নী পুণ্যবতী ; পূর্ব্বপুণ্য-বলে
স্বেচ্ছাচর[১৬] পুত্র তাঁর! তেজস্বী সুশিশু
দিবামুখে রবি যেন! বেদ-অধ্যয়নে
সদা রত! দয়া করি বহিবেন তিনি,
মাতৃ-অনুরোধে পত্র, দেবেন্দ্র-সদনে।
যথাবিধি পূজা তাঁর করিও, সুমতি!
লিখিলে উত্তর তিনি আনিবেন হেথা।
কি কহিনু, নরোত্তম? কি কাজ উত্তরে?
পত্রবহ সহ ফিরি আইস এ বনে!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে দ্রৌপদী-পত্রিকা নাম
ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ

দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী

[ভগদত্তপুত্রী ভানুমতী দেবী রাজা দুর্য্যোধনের পত্নী। কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন পাণ্ডবকুলের সহিত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যাত্রা করিলে অল্প দিনের মধ্যে রাজমহিষী ভানুমতী তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

অধীর সতত দাসী, যে অবধি তুমি
করি যাত্রা পশিয়াছ কুরুক্ষেত্র-রণে!
নাহি নিদ্রা ; নাহি রুচি, হে নাথ, আহারে!
না পারি দেখিতে চখে খাদ্যদ্রব্য যত।
কভু যাই দেবালয়ে ; কভু রাজোদ্যানে ;
কভু গৃহ-চূড়ে উঠি, দেখি নিরখিয়া
রণ-স্থল। রেণু-রাশি গগন আবরে
ঘন ঘনজালে যেন ; জ্বলে শর-রাশি,
বিজলীর ঝলা সম ঝলসি নয়নে!
শুনি দূর সিংহনাদ, দূর শঙ্খ-ধ্বনি,
কাঁপে হিয়া থরথরে! যাই পুনঃ ফিরি।
স্তম্ভের আড়ালে, দেব, দাঁড়ায়ে নীরবে,
শুনি সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের বারতা,
যথা বসি সভাতলে অন্ধ নরপতি![১]
কি যে শুনি, নাহি বুঝি—আমি পাগলিনী!
মনের জ্বালায় কভু জলাঞ্জলি দিয়া

১২. মহাধনুর্দ্ধর। ১৩. খাণ্ডবদাহনের মহাভারতীয় প্রসঙ্গ। ১৪. মহাভারতের দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর প্রসঙ্গ। ১৫. কিরাতবেশী মহাদেবের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ প্রসঙ্গ। তবে অর্জুন তাঁকে নিপাতিত করতে পারেননি। সাহস ও রণকৌশলে সন্তুষ্ট করে বর লাভ করেছিলেন। মহাভারতীয় প্রসঙ্গ। ১৬. যে ইচ্ছামাত্র সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারে।

১. ধৃতরাষ্ট্র।

লজ্জায়, পড়িয়া কাঁদি, শাশুড়ীর[২] পদে,
নয়ন-আসারে ধৌত করি পা দুখানি!
নাহি সরে কথা মুখে, কাঁদি মাত্র খেদে!
নারি সান্ত্বনিতে মোরে, কাঁদেন মহিষী;
কাঁদে কুরু-বধূ যত! কাঁদে উচ্চ-রবে,
মায়ের আঁচল ধরি, কুরু-কুল-শিশু,
তিতি অশ্রুনীরে, হায়, না জানি কি হেতু!
দিবা নিশি এই দশা রাজ-অবরোধে[৩]।
কুক্ষণে মাতুল[৪] তব—ক্ষম দুঃখিনীরে!—
কুক্ষণে মাতুল তব, ক্ষত্র-কুল-গ্লানি,
আইল হস্তিনাপুরে! কুক্ষণে শিখিলা
পাপ অক্ষবিদ্যা[৫], নাথ, সে পাপীর কাছে!
এ বিপুল কুল, মরি, মজালে দুর্ম্মতি,
কাল-কলিরূপে পশি এ বিপুল-কুলে!
ধর্ম্মশীল কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মরাজ-সম
কে আছে, কহ তা, শুনি? দেখ ভীমসেনে,
ভীম পরাক্রমী শূর, দুর্ব্বার সমরে!
দেব-নর-পূজ্য পার্থ—অব্যর্থ প্রহরী!
কত গুণে গুণী, নাথ, নকুল সুমতি,
সহ শিষ্ট সহদেব, জান না কি তুমি?
মেদিনী-সদনে রমা[৬] দ্রুপদ-নন্দিনী!
কার হেতু এ সবারে ত্যজিলা, ভূপতি?
গঙ্গাজল-পূর্ণ ঘটে, হায় ঠেলি ফেলি,
কেন অবগাহ দেহ কর্ম্মনাশা-জলে?
অবহেলি দ্বিজোত্তমে চণ্ডালে ভকতি?
অম্বু-বিম্ব, নীরবৃন্দ ফুলদূর্ব্বাদলে
নহে মুক্তাফল, দেব! কি আর কহিব?
কি ছলে ভুলিলা তুমি, কে কবে আমারে?
এখনও দেহ ক্ষমা, এই ভিক্ষা মাগি,
ক্ষত্রমণি! ভাবি দেখ,—চিত্রসেন যবে,
কুরুবধূদলে বাঁধি তব সহ রথে,
চলিল গন্ধর্ব্বদেশে, কে রাখিল আসি
কুলমান প্রাণ তব, কুরুকুলমণি?[৭]
বিপদে হেরিলে অরি, আনন্দ-সলিলে
ভাসে লোক; তুমি যার পরমারি,[৮] রাজা,
ভাসিল সে অশ্রুনীরে তোমার বিপদে!
হে কৌরবকুলনাথ, তীক্ষ্ণ শরজালে
চাহ কি বধিতে প্রাণ তাহার সংগ্রামে,
প্রাণ, প্রাণাধিক মান রক্ষিল যে তব
অসহায় যবে তুমি,—হায়, সিংহ-সম,
আনায়-মাঝারে বদ্ধ রিপুর কৌশলে?
—হে দয়া, কি হেতু, মাতঃ, এ পাপ সংসারে
মানব-হৃদয়ে তুমি কর গো বসতি!
কেন গর্ব্বী কর্ণে তুমি কর্ণদান কর,
রাজেন্দ্র? দেবতাকুলে জিনিল যে রণে;
তোমা সহ কুরুসৈন্যে দলিল একাকী
মৎস্যদেশে[৯]; আঁটিবে কি রাধেয়[১০] তাহারে?
হায়, বৃথা আশা নাথ! শৃগাল কি কভু
পারে বিমুখিতে, কহ, মৃগেন্দ্র সিংহেরে?
সূতপুত্র সখা তব? কি লজ্জা, নৃমণি,
তুমি চন্দ্রবংশচূড়, ক্ষত্রবংশপতি?
জানি আমি বীমবাহু ভীষ্ম পিতামহ;
দেব-নর-ত্রাস বীর্য্যে দ্রোণাচার্য্য গুরু।
স্নেহপ্রবাহিণী কিন্তু এ দোঁহার বহে
পাণ্ডবসাগরে, কান্ত, কহিনু তোমারে!
যদিও না হয় তাহা; তবুও কেমনে,
হায় রে প্রবোধি, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে?
উত্তর-গোগৃহ-রণে জিনিল কিরীটী
একাকী এ বীরদ্বয়ে! সৃজিলা কি, তুমি,
দাবাগ্নির রূপে, বিধি, জিষ্ণু ফাল্গুনিরে[১১]
এ দাসীর আশা-বন নাশিতে অকালে?
শুন নাথ; নিদ্রা-আশে মুদি যদি কভু
এ পোড়া নয়ন দুটি; দেখি মহাভয়ে
শ্বেত-অশ্ব কপিধ্বজ স্যন্দন সম্মুখে!
রথমধ্যে কালরূপী[১২] পার্থ! বাম করে
গাণ্ডীব[১৩]—কোদণ্ডোত্তম[১৪]। ইরম্মদ-তেজা
মর্ম্মভেদী দেব-অস্ত্র শোভে হে দক্ষিণে!
কাঁপে হিয়া ভাবি শুনি দেবদত্ত-ধ্বনি[১৫]!

২. শাশুড়ী গান্ধারী। ৩. রাজ-অন্তঃপুরে। ৪. শকুনি। ৫. পাশাখেলা। ৬. পৃথিবীতে লক্ষ্মী-স্বরূপিনী। এখানে দ্রৌপদী। ৭. বনবাসী পাণ্ডবেরা গন্ধর্বদের বন্দিদশা থেকে কৌরবদের উদ্ধার করেছিলেন। ৮. পরম শত্রু। ৯. বিরাটনগর। উত্তর গোগৃহে কৌরবদের গোহরণকালে অর্জুনের বীরত্বের প্রসঙ্গ। ১০. রাধার পুত্র কর্ণ। ১১. অর্জুন। ১২. সৃষ্টিলয়কালে মহাদেবের সংহারমূর্তিকে মহাকাল বলা হয়। এখানে অর্জুন সংহারমূর্তি। ১৩. অর্জুনের ধনুক। ১৪. শ্রেষ্ঠ ধনুক। ১৫. অর্জুনের যুদ্ধশঙ্খ।

গরজে বায়ুজ ধ্বজে কাল মেঘ যেন!
ঘর্ঘরে গম্ভীর রবে চক্র, উগরিয়া
কালাগ্নি। কি কব, দেব, কিরীটের আভা?
আহা, চন্দ্রকলা যেন চন্দ্রচূড়-ভালে!
উজলিয়া দশ দিশ, কুরুসৈন্য-পানে
ধায় রথবর বেগে! পালায় চৌদিকে
কুরুসৈন্য,—তমঃ-পুঞ্জ রবির দর্শনে
যথা! কিম্বা বিহঙ্গম হেরিলে অদূরে
বজ্রনখ বাজে যথা পালায় কূজনি
ভীতচিত ; মিলি আঁখি অমনি কাঁদিয়া!
কি কব ভীমের কথা? মদকল-করী-
সদৃশ উন্মদ দুষ্ট নিধন-সাধনে!
জবাযুগ-সম আঁখি—রক্তবর্ণ সদা।
মার, মার শব্দ মুখে! ভীম গদা হাতে,
দণ্ডধর-হাতে, হায়, কালদণ্ড যথা!
শুনেছি লোকের মুখে, দেব-সমাগমে
ধরিলা দুরন্তে গর্ভে কুন্তী ঠাকুরাণী।
কিন্তু যদি দেব পিতা, যমরাজ তবে—
সর্ব্ব-অন্তকারী যিনি! ব্যাঘ্রী বুঝি দিল
দুগ্ধ দুষ্টে! নর-নারী-স্তন-দুগ্ধ কভু
পালে কি, কহ, হে নাথ, হেন নর-যমে?
বাড়িতে লাগিল লিপি ; তবুও কহিব
কি কু স্বপ্ন, প্রাণনাথ, গত নিশাকালে
দেখিনু ;—বুঝিয়া দেখ, বিজ্ঞতম তুমি ;
আকুল সতত প্রাণ না পারি বুঝিতে
এ কুহক! গত রাত্রে বসি একাকিনী
শয়নমন্দিরে তব—নিরানন্দ এবে—
কাঁদিনু! সহসা, নাথ, পূরিল সৌরভে
দশ দিশ ; পূর্ণচন্দ্র-আভা জিনি আভা
উজ্জ্বলিল চারি দিক্ ; দাসীর সম্মুখে
দাঁড়াইলা দেববালা—অতুলা জগতে !
চমকি চরণযুগে নমিনু সভয়ে।
মুছিয়া নয়নজল, কহিলা কাতরে
বিধুমুখী,—'বৃথা খেদ, কুরুকুলবধূ,
কেন তুমি কর আর? কে পারে খণ্ডাতে
বিধির বাঁধন, হায়, এ ভবমণ্ডলে?
ওই দেখ যুদ্ধক্ষেত্র!'—দেখিনু তরাসে,
যত দূর চলে দৃষ্টি, ভীম রণভূমি!
বহিছে শোণিত-স্রোত প্রবাহিণীরূপে ;
পড়িয়াছে গজরাজি, শৈলশৃঙ্গ যেন
চূর্ণ বজ্রে ; হতগতি অশ্ব ; রথাবলী
ভগ্ন ; শত শত শব! কেমনে বর্ণিব
কত যে দেখিনু, নাথ, সে কাল মশানে!
দেখিনু রথীন্দ্র এক শরশয্যোপরি!
আর এক মহারথী পতিত ভূতলে,
কণ্ঠে শূন্যগুণ ধনু ;—দাঁড়ায়ে নিকটে,
আস্ফালিছে অসি অরি-মস্তক চ্ছেদিতে!
আর এক বীরবরে দেখিনু শয়নে
ভূশয্যায়! রোষে মহী গ্রাসীয়াছে ধরি
রথচক্র ; নাহি বক্ষে কবচ ; আকাশে
আভাহীন ভানুদেব,—মহাশোকে যেন!
অদূরে দেখিনু হ্রদ ; সে হ্রদের তীরে
রাজরথী একজন যান গড়াগড়ি
ভগ্ন-উরু! কাঁদি উচ্চে, উঠিনু জাগিয়া!
কেন এ কুস্বপ্ন, দেব, দেখাইলা মোরে?
এস তুমি, প্রাণনাথ, রণ পরিহরি!
পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চরথী।
কি অভাব তব কহ? তোষ পঞ্চ জনে ;
তোষ অন্ধ বাপ মায়ে ; তোষ অভাগীরে ;—
রক্ষ কুরুকুল, ওহে কুরুকুলমণি!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে ভানুমতী-পত্রিকা নাম
সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ

জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা

[অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুঃশলা দেবী সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথের মহিষী। অভিমন্যুর নিধনানন্তর পার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তচ্ছ্রবণে দুঃশলা দেবী নিতান্ত ভীতা হইয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি জয়দ্রথের নিকট প্রেরণ করেন।]

কি যে লিখিয়াছে বিধি এ পোড়া কপালে,
হায়, কে কহিবে মোরে,—জ্ঞানশূন্য আমি!
শুন, নাথ, মনঃ দিয়া ;— মধ্যাহ্নে বসিনু
অন্ধ পিতৃপদতলে, সঞ্জয়ের মুখে
শুনিতে রণের বার্ত্তা[১]। কহিলা সুমতি—
(না জানি পূর্ব্বের কথা ; ছিনু অবরোধে
প্রবোধিতে জননীরে ;) কহিলা সুমতি
সঞ্জয়,—'বেড়িল পুনঃ সপ্ত মহারথী[২]
সুভদ্রানন্দনে, দেব! কি আশ্চর্য্য, দেখ—
অগ্নিময় দশ দিশ পুনঃ শরানলে!
প্রাণপণে যোঝে যোধ[৩] ; হেলায় নিবারে
অস্ত্রজালে শূরসিংহ! ধন্য শূরকুলে
অভিমন্যু!' নীরবিলা এতেক কহিয়া
সঞ্জয় নীরবে সবে রাজসভাতলে
সঞ্জয়ের মুখ পানে রহিলা চাহিয়া।
'দেখ, কুরুকুলনাথ,'—পুনঃ আরম্ভিলা
দূরদর্শী,—'ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পুনঃ
পালাইছে সপ্ত রথী! নাদিছে ভৈরবে
আর্জ্জুনি, পাবক যেন গহন বিপিনে!
পড়িছে অগণ্য রথী, পদাতিক-ব্রজ ;
গরজি মরিছে গজ বিষম পীড়নে ;
সভয়ে হ্রেষিছে অশ্ব! হায়, দেখ চেয়ে,
কাঁদিছেন পুত্র তব দ্রোণগুরুপদে!—
মজিল কৌরব আজি আর্জ্জুনির রণে!'
কাঁদিলা আক্ষেপে পিতা ; কাঁদিয়া মুছিনু
অশ্রুধারা। দূরদর্শী আবার কহিলা ;—
'ধাইছে সমরে পুনঃ সপ্ত মহারথী,
কুরুরাজ! লাগে তালি কর্ণমূলে শুনি
কোদণ্ড-টংকার, প্রভু! বাজিল নির্ঘোষে
ঘোর রণ! কোন রথী গুণ সহ কাটে
ধনু ; কেহ রথচূড়, রথচক্র কেহ।
কাটিয়া পাড়িলা দ্রোণ ভীম-অস্ত্রাঘাতে
কবচ ; মরিল অশ্ব ; মরিল সারথি!
রিক্তহস্ত এবে বীর, তবুও যুঝিছে
মদকল হস্তী যেন মত্ত রণমদে!'
নীরবিয়া ক্ষণকাল, কহিলা কাতরে
পুনঃ দূরদর্শী ;—'আহা! চিররাহু-গ্রাসে
এ পৌরব-কুল-ইন্দু পড়িলা অকালে!
অন্যায় সমরে, নাথ, গতজীব, দেখ,
আর্জ্জুনি! হুঙ্কারে, শুন, সপ্ত জয়ী রথী,
নাদিছে কৌরবকুল জয় জয় রবে!
নিরানন্দে ধর্ম্মরাজ চলিলা শিবিরে।'
হরষে বিষাদে পিতা, শুনি এ বারতা,
কাঁদিলা ; কাঁদিনু আমি। সহসা ত্যজিয়া
আসন সঞ্জয় বুধ, কৃতাঞ্জলি পুটে,
কহিলা সভয়ে,—'উঠ, কুরুকুলপতি!
পূজ কুলদেবে শীঘ্র জামাতার হেতু!
ওই দেখ কপিধ্বজে ধাইছে ফাল্গুনি
অধীর বিষম শোকে! গরজে গম্ভীরে
হনূ স্বর্ণরথচূড়ে। পড়িছে ভূতলে
খেচর ; ভূচরকুল পালাইছে দূরে!
ঝকঝকে দিব্য বর্ম্ম ; খেলিছে কিরীটে
চপলা ; কাঁপিছে ধরা থর থর থরে!
পাণ্ডু-গণ্ড ত্রাসে[৪] কুরু ; পাণ্ডু-গণ্ড ত্রাসে
আপনি পাণ্ডব নাথ, গাণ্ডীবীর কোপে!
মুহুর্মুহুঃ ভীমবাহু টংকারিছে বামে
কোদণ্ড—ব্রহ্মাণ্ডত্রাস! শুন কর্ণ দিয়া,
কহিছে বীরেশ রোষে ভৈরব নিনাদে ;—

১. ব্যাসদেবের বরে সঞ্জয় হস্তীনায় বসে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে ধৃতরাষ্ট্রকে বর্ণনা করেছিলেন। এখানে সেই প্রসঙ্গ বলা হয়েছে। ২. দ্রোণ, কর্ণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুর্যোধন, দুঃশাসন—এই সপ্ত মহারথী একযোগে যুদ্ধ করে অভিমন্যুকে বধ করেছিল। ৩. যোদ্ধা। ৪. ভয়ে গণ্ডস্থল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করল।

'কোথা জয়দ্রথ এবে,—রোধিল যে বলে
ব্যূহমুখ?'[৫] শুন, কহি, ক্ষত্ররথী যত ;
তুমি, হে বসুধা, শুন ; তুমি জলনিধি ;
তুমি, স্বর্গ, শুন ; তুমি, পাতাল, পাতালে ;
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, জীব এ জগতে
আছ যত, শুন সবে! না বিনাশি যদি
কালি জয়দ্রথে রণে, মরিব আপনি!
অগ্নিকুণ্ডে পশি তবে যাব ভূতদেশে,
না ধরিব অস্ত্র আর এ ভব-সংসারে!'—
অজ্ঞান হইয়া আমি পিতৃপদতলে
পড়িনু! যতনে মোরে আনিয়াছে হেথা—
এই অন্তঃপুরে—চেড়ী[৬] পিতার আদেশে।
কহ এ দাসীরে, নাথ ; কহ সত্য করি ;
কি দোষে আবার দোষী জিষ্ণুর সকাশে
তুমি? পূর্ব্বকথা স্মরি চাহে কি দণ্ডিতে
তোমায় গাণ্ডীবী পুনঃ?[৭] কোথায় রোধিলে
কোন্ ব্যূহমুখ তুমি, কহ তা আমারে?
কহ শীঘ্র, নহে, দেব, মরিব তরাসে!
কাঁপিছে এ পোড়া হিয়া থরথর করি!
আঁধার নয়ন, হায়, নয়নের জলে!
নাহি সরে কথা, নাথ, রসশূন্য মুখে!
কাল অজাগর-গ্রাসে পড়িলে কি বাঁচে
প্রাণী? ক্ষুধাতুর সিংহ ঘোর সিংহনাদে
ধরে যবে বনচরে, কে তারে তাহারে?
কে কহ, রক্ষিবে তোমা, ফাল্গুনি রুষিলে?
হে বিধাতঃ কি কুক্ষণে, কোন্ পাপদোষে
আনিলে নাথেরে হেথা, এ কাল সমরে
তুমি? শুনিয়াছি আমি, যে দিন জন্মিলা
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অমঙ্গল ঘটিল সে দিনে!
নাদিল কাতরে শিবা[৮] ; কুকুর কাঁদিল
কোলাহলে ; শূন্যমার্গে গর্জ্জিল ভীষণে
শকুনি গৃধিনীপাল! কহিলা জনকে
বিদুর—সুমতি তাত! 'ত্যজ এ নন্দনে,
কুরুরাজ! কুরুবংশ-ধ্বংসরূপে আজি
অবতীর্ণ তব গৃহে!' না শুনিলা পিতা
সে কথা! ভুলিলা, হায়, মোহের ছলনে!
ফলিল সে ফল এবে, নিশ্চয় ফলিল!
শরশয্যাগত ভীষ্ম, বৃদ্ধ পিতামহ—
পৌরব-পঙ্কজ-রবি চির রাহুগ্রাসে!
বীর্য্যাঙ্কুর[৯] অভিমন্যু হতজীব রণে!
কে ফিরে আসিবে বাঁচি এ কাল সমরে?
এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি!
ফেলি দূরে বর্ম্ম, চর্ম্ম[১০], অসি, তূণ, ধনু,
ত্যজি রথ, পদব্রজে এস মোর পাশে।
এস, নিশাযোগে দোঁহে যাইব গোপনে
যথায় সুন্দরী পুরী সিন্ধুনদতীরে
হেরে নিজ প্রতিমূর্ত্তি বিমল সলিলে,
হেরে হাসি সুবদনা সুবদন যথা
দর্পণে[১১]! কি কাজ রণে তোমার? কি দোষে
দোষী তব কাছে, কহ পঞ্চপাণ্ডু রথী?
চাহে কি হে অংশ তারা তব রাজ্যধনে?
তবে যদি কুরুরাজে ভালবাস তুমি,
মম হেতু, প্রাণনাথ ; দেখ ভাবি মনে,
সমপ্রেমপাত্র তব কুন্তীপুত্র বলী।
ভ্রাতা মোর কুরুরাজ ; ভ্রাতা পাণ্ডুপতি!
এক জন জন্যে কেন ত্যজ অন্য জনে,
কুটুম্ব উভয় তব?—আর কি কহিব?
কি ভেদ হে নদদ্বয়ে জন্ম হিমাদ্রিতে?
তবে যদি গুণ দোষ ধর, নরমণি ;—
পাপ অক্ষক্রীড়া-ফাঁদ কে পাতিল, কহ?
কে আনিল সভাতলে (কি লজ্জা!) ধরিয়া
রজস্বলা[১২] ভ্রাতৃবধূ? দেখাইল তাঁরে
উরু? কাড়ি নিতে তাঁর বসন চাহিল—
উলঙ্গিতে অঙ্গ, মরি, কুলাঙ্গনা তিনি?
ভ্রাতার সুকীর্ত্তি যত, জান না কি তুমি?
লিখিতে শরমে, নাথ, না সরে লেখনী!
এস শীঘ্র, প্রাণসখে, রণভূমি ত্যজি!
নিন্দে যদি বীরবৃন্দ তোমায়, হাসিও
স্বমন্দিরে বসি তুমি! কে না জানে, কহ,
মহারথী রথীকুলে সিন্ধু-অধিপতি?

৫. অভিমন্যু-নিধনের দিন দেববরে জয়দ্রথ ছিলেন অজেয়। সেকারণে সেদিন তিনি চক্রব্যূহের মুখ রোধ করেছিলেন। অভিমন্যুর সাহায্যের জন্য তাই পাণ্ডবপক্ষীয় কোন বীরই ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি। ৬. পরিচারিকা। ৭. বনবাসী পাণ্ডবদের কুটির থেকে একবার দ্রৌপদীকে অপহরণ করবার চেষ্টা করে জয়দ্রথ বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। ৮. শৃগাল। ৯. বীর্য্যের অঙ্কুর স্বরূপ। অভিমন্যু ছিলেন কিশোরবীর। ১০. ঢাল। ১১. একটি সুন্দর উপমা। ১২. ঋতুমতী।

যুঝেছ অনেক যুদ্ধে ; অনেক বধেছ
রিপু ; কিন্তু এ কৌন্তেয়, হায়, ভবধামে
কে আছে প্রহরী, কহ, ইহার সদৃশ?
ক্ষত্রকুল-রথী তুমি, তবু নরযোনি ;
কি লাজ তোমার, নাথ, ভঙ্গ যদি দেহ
রণে তুমি হেরি পার্থে, দেবযোনি-জয়ী?
কি করিলা আখণ্ডল খাণ্ডব দাহনে?
কি করিলা চিত্রসেন গন্ধর্ব্বাধিপতি?
কি করিলা লক্ষ রাজা স্বয়ম্বর কালে?
স্মর, প্রভু! কি করিলা উত্তর গোগৃহে
কুরুসৈন্য নেতা যত পার্থের প্রতাপে?
এ কালাগ্নি কুণ্ডে, কহ, কি সাধে পশিবে?
কি সাধে ডুবিবে, হায়, এ অতল জলে?
    ভুলে যদি থাক মোরে, ভুল না নন্দনে,
সিন্ধুপতি ; মণিভদ্রে ভুল না, নৃমণি!
নিশার শিশির যথায় পালয়ে মুকুলে
রসদানে ; পিতৃস্নেহ, হায় রে, শৈশবে
শিশুর জীবন, নাথ, কহিনু তোমারে!
    জানি আমি কহিতেছে আশা তব কানে—
মায়াবিনী!—'দ্রোণ গুরু সেনাপতি এবে ;
দেখ কর্ণ ধনুর্দ্ধরে ; অশ্বত্থামা শূরে ;
কৃপাচার্য্যে ; দুর্য্যোধনে—ভীম গদাপাণি!
কাহারে ডরাও তুমি, সিন্ধুদেশপতি?
কে সে পার্থ? কি সামর্থ্য তাহার নাশিতে
তোমায়?'—শুন না, নাথ, ও মোহিনী বাণী।
হায়, মরীচিকা আশা ভব-মরুভূমে!
মুদি আঁখি ভাব,—দাসী পড়ি পদতলে ;
পদতলে মণিভদ্র কাঁদিছে নীরবে!
    ছদ্মবেশে রাজদ্বারে থাকিব দাঁড়ায়ে
নিশীথে ; থাকিবে সঙ্গে নিপুণিকা সখী,
লয়ে কোলে মণিভদ্রে। এসো ছদ্মবেশে,
না কয়ে কাহারে কিছু! অবিলম্বে যাব
এ পাপ নগর ত্যজি সিন্ধুরাজালয়ে।
কপোতমিথুন সম যাব উড়ি নীড়ে!—
ঘটুক যা থাকে ভাগ্যে কুরু পাণ্ডু কুলে!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে দুঃশলা-পত্রিকা নাম
অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ

শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী

[জাহ্নবী দেবীর বিরহে রাজা শান্তনু একান্ত কাতর হইয়া রাজ্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বহু দিবস গঙ্গাতীরে উদাসীনভাবে কালাতিপাত করেন। অষ্টম বসু অবতার দেবব্রত (যিনি মহাভারতীয় ইতিবৃত্তে ভীষ্ম পিতামহ নামে প্রথিত) বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জাহ্নবী দেবী নিম্নলিখিত পত্রিকাখানির সহিত পুত্রবরকে রাজসন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

    বৃথা তুমি, নরপতি, ভ্রম মম তীরে,—
বৃথা, অশ্রুজল তব, অনর্গল বহি,
মম জলদল সহ মিশে দিবানিশি!
ভুল ভূতপূর্ব্ব কথা, ভুলে লোক যথা
স্বপ্ন—নিদ্রা-অবসানে। এ চিরবিচ্ছেদে
এই হে ঔষধ মাত্র, কহিনু তোমারে!
    হর-শির-নিবাসিনী হরপ্রিয়া আমি
জাহ্নবী। তবে যে কেন নরনারীরূপে
কাটাইনু এত কাল তোমার আলয়ে,
কহি, শুন। ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সরোষে
ভূতলে জন্মিতে শাপ দিলা বসুদলে
যে দিন, পড়িল তারা কাঁদি মোর পদে,
করিয়া মিনতি স্তুতি নিষ্কৃতির আশে।
দিনু বর—'মানবিনী ভাবে ভবতলে
ধরিব এ গর্ভে আমি তোমা সবাকারে।'
    বরিনু তোমারে সাধে, নরবর তুমি
কৌরব! ঔরসে তব ধরিনু উদরে
অষ্ট শিশু,—অষ্ট বসু তারা, নরমণি!
ফুটিল এক মৃণালে অষ্ট সরোরুহ[১]!
কত যে পুণ্য হে তব, দেখ ভাবি মনে!
    সপ্ত জন ত্যজি দেহ গেছে স্বর্গধামে।
অষ্টম নন্দনে আজি পাঠাই নিকটে ;
দেবনররূপী রত্নে গ্রহ যত্নে তুমি
রাজন্! জাহ্নবীপুত্র দেবব্রত বলী

১. পদ্ম।

উজ্জ্বলিবে বংশ তব, চন্দ্রবংশপতি ;—
শোভিবে ভারত-ভালে শিরোমণিরূপে,
যথা আদিপিতা তব চন্দ্রচূড়-চূড়ে[২]!
পালিয়াছি পুত্রবরে আদরে, নৃমণি,
তব হেতু। নিরখিয়া চন্দ্রমুখ, ভুল
এ বিচ্ছেদ-দুঃখ তুমি। অখিল জগতে,
নাহি হেন গুণী আর, কহিনু তোমারে!
মহাচল-কুল-পতি হিমাচল যথা ;
নদপতি সিন্ধুনদ ; বন-কুলপতি
খাণ্ডব ; রথীন্দ্রপতি দেবব্রত রথী—
বশিষ্ঠের শিষ্যশ্রেষ্ঠ! আর কব কত?
আপনি বাগ্‌দেবী, দেব, রসনা-আসনে
আসীনা ; হৃদয়ে দয়া, কমলে কমলা ;
যমসম বল ভুজে! গহন বিপিনে
যথা সর্ব্বভুক্ বহ্নি, দুর্ব্বার সমরে!
তব পুণ্যবৃক্ষ-ফল এই, নরপতি!
স্নেহের সরসে পদ্ম! আশার আকাশে
পূর্ণশশী! যত দিন ছিনু তব গৃহে
পাইনু পরম প্রীতি! কৃতজ্ঞতাপাশে
বেঁধেছ আমারে তুমি ; অভিজ্ঞানরূপে[৩]
দিতেছি এ রত্ন আমি, গ্রহ, শান্তমতি।
পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।
অসীম মহিমা তব ; কুল মান ধনে
নরকুলেশ্বর তুমি এ বিশ্বমণ্ডলে!
তরুণ যৌবন তব ;—যাও ফিরি দেশে;—
কাতরা বিরহে তব হস্তিনা নগরী!
যাও ফিরি, নরবর, আন গৃহে বরি
বরাঙ্গী রাজেন্দ্রবালে[৪] ; কর রাজ্য সুখে!
পাল প্রজা ; দম রিপু ; দণ্ড পাপাচারে—
এই হে সুরাজনীতি ;—বাড়াও সতত
সতের আদর সাধি সংক্রিয়া[৫] যতনে!
বরিও এ পুত্রবরে যুবরাজ-পদে
কালে। মহাযশা পুত্র হবে তব সম,
যশস্বি, প্রদীপ যথা জ্বলে সমতেজে
সে প্রদীপ সহ, যার তেজে সে তেজস্বী!
কি কাজ অধিক কয়ে? পূর্ব্বকথা ভুলি,
করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ,
প্রণম সষ্টাঙ্গে, রাজা! শৈলেন্দ্রনন্দিনী
রুদ্রেন্দ্রগৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে!
যত দিন ভবধামে রহে এ প্রবাহ,
ঘোষিবে তোমার যশ, গুণ ভবধামে!
কহিবে ভারতজন,—ধন্য ক্ষত্রকুলে
শান্তনু, তনয় যার দেবব্রত রথী!
লয়ে সঙ্গে পুত্রধনে যাও রঙ্গে চলি
হস্তিনায়, হস্তিগতি! অন্তরীক্ষে থাকি
তব পুরে, তব সুখে হইব হে সুখী,
তনয়ের বিধুমুখ হেরি দিবানিশি!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে জাহ্নবীপত্রিকা নাম
নবমঃ সর্গঃ।

দশম সর্গ

পুরুরবার প্রতি উর্ব্বশী

[চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরুরবা কোন সময়ে কেশী নামক দৈত্যের হস্ত হইতে উর্ব্বশীকে উদ্ধার করেন। উর্ব্বশী রাজার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। পাঠকবর্গ কবি কালিদাসকৃত বিক্রমোর্ব্বশী নাম ত্রোটক পাঠ করিলে, ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।]

স্বর্গচ্যুত আজি, রাজা, তব হেতু আমি!—
গত রাত্রে অভিনিনু[১] দেব-নাট্যশালে
লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাম নাটক ; বারুণী
সাজিল মেনকা ; আমি অম্ভোজা[২] ইন্দিরা।
কহিলা বারুণী,—'দেখ নিরখি চৌদিকে,
বিধুমুখি! দেবদল এই সভাতলে ;
বসিয়া কেশব ওই! কহ মোরে, শুনি,
কার প্রতি ধায় মনঃ?'—গুরুশিক্ষা ভুলি,
আপন মনের কথা দিয়া উত্তরিনু—
'রাজা পুরুরবা প্রতি!'—হাসিলা কৌতুকে

২. মহাদেবের শিরোভূষণ চন্দ্র। পুরাণে চন্দ্র চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ রূপে বর্ণিত। ৩. নিদর্শন।
৪. রাজনন্দিনীকে। ৫. সৎক্রিয়া বা পুণ্যকর্ম।
১. অভিনয় করলাম। ২. সমুদ্রমন্থনে উত্থিত লক্ষ্মী।

মহেন্দ্র[৩] ইন্দ্রাণী সহ, আর দেব যত ;
চারি দিকে হাস্যধ্বনি উঠিল সভাতে!
সরোষে ভরতঋষি শাপ দিলা মোরে!
শুন, নরকুলনাথ! কহিনু যে কথা
মুক্তকণ্ঠে কালি আমি দেবসভাতলে,
কহিব সে কথা আজি—কি কাজ শরমে?—
কহিব সে কথা আমি তব পদযুগে!
যথা বহে প্রবাহিণী বেগে সিন্ধুনীরে,
অবিরাম ; যথা চাহে রবিচ্ছবি পানে
স্থির আঁখি সূর্য্যমুখী ; ও চরণে রত
এ মনঃ!—উর্ব্বশী, প্রভু, দাসী হে তোমারি!
ঘৃণা যদি কর, দেব, কহ শীঘ্র, শুনি।
অমরা অপ্সরা আমি, নারিব ত্যজিতে
কলেবর ; ঘোর বনে পশি আরম্ভিব
তপঃ তপস্বিনীবেশে, দিয়া জলাঞ্জলি
সংসারের সুখে, শূর! যদি কৃপা কর,
তাও কহ ; যাব উড়ি ও পদ-আশ্রয়ে,
পিঞ্জর ভাঙিলে উড়ে বিহঙ্গিনী যথা
নিকুঞ্জে! কি ছার স্বর্গ তোমার বিহনে?
শুভক্ষণে কেশী, নাথ, হরিল আমারে
হেমকূটে! এখনও বসিয়া বিরলে
ভাবি সে সকল কথা! ছিনু পড়ি রথে,
হায় রে, কুরঙ্গী যথা ক্ষত অস্ত্রাঘাতে!
সহসা কাঁপিল গিরি! শুনিনু চমকি
রথচক্রধ্বনি দূরে শতস্রোতঃ সম!
শুনিনু গম্ভীর নাদ—'অরে রে দুর্ম্মতি,
মুহূর্ত্তে পাঠাব তোরে শমনভবনে,'—
প্রতিনাদরূপে কেশী নাদিল ভৈরবে!
হারাইনু জ্ঞান আমি সে ভীষণ স্বনে!
পাইনু চেতন যবে, দেখিনু সম্মুখে
চিত্রলেখা সখী সহ ও রূপমাধুরী—
দেবী মানবীর বাঞ্ছা! উজ্জ্বল দেখিনু
দ্বিগুণ, হে গুণমণি, তব সমাগমে
হেমকূট হৈমকান্তি—রবিকরে যেন!
রহিনু মুদিয়া আঁখি শরমে, নৃমণি ;
কিন্তু এ মনের আঁখি মীলিল[৪] হরষে
দিনান্তে কমলাকান্তে[৫] হেরিলে যেমতি
কমল! ভাসিল হিয়া আনন্দ-সলিলে!
চিত্রলেখা পানে তুমি কহিলা চাহিয়া,—
'যথা নিশা, হে রূপসি, শশীর মিলনে
তমোহীনা ; রাত্রিকালে অগ্নিশিখা যথা
ছিন্নধূমপুঞ্জ-কায়া[৬] ; দেখ নিরখিয়া,
এ বরাঙ্গ[৭] বররুচি[৮] রিচ্যমান[৯] এবে
মোহান্তে! ভাঙিলে পাড়, মলিনসলিলা
হয়ে ক্ষণ, এইরূপে বহেন জাহ্নবী
আবার প্রসাদে, শুভে!'—আর যা কহিলে,
এখনো পড়িলে মনে বাখানি, নৃমণি,
রসিকতা! নরকুল ধন্য তব গুণে!
এ পোড়া হৃদয় কম্পে কম্পমান দেখি
মন্দারের দাম বক্ষে, মধুচ্ছন্দে তুমি
পড়িলা যে শ্লোক, কবি, পড়ে কি হে মনে?
ম্রিয়মাণ জন যথা শুনে ভক্তিভাবে
জীবনদায়ক মন্ত্র, শুনিল উর্ব্বশী,
হে সুধাংশু-বংশ-চূড়, তোমার সে গাথা!
সুরবালা-মনঃ তুমি ভুলালে সহজে,
নররাজ! কেনই বা না ভুলাবে, কহ?—
সুরপুর-চির-অরি অধীর বিক্রমে
তোমার, বিক্রমাদিত্য! বিধাতার বরে,
বজ্রীর অধিক বীর্য্য তব রণস্থলে!
মলিন মনোজ লাজে ও সৌন্দর্য্য হেরি!
তব রূপগুণে তবে কেন না মজিবে
সুরবালা? শুন, রাজা! তব রাজবনে
স্বয়ম্বরবধূ-লতা বরে সাধে যথা
রসালে, রসালে বরে তেমতি নন্দনে
স্বয়ম্বরবধূ-লতা! রূপগুণাধীনা
নারীকুল, নরশ্রেষ্ঠ, কি ভবে কি দিবে—
বিধির বিধান এই, কহিনু তোমারে!
কঠোর তপস্যা নর করি যদি লভে
স্বর্গভোগ ; সর্ব্ব অগ্রে বাঞ্ছে সে ভুঞ্জিতে
যে স্থির-যৌবন-সুধা—অর্পিব তা পদে!
বিকাইব কায়মনঃ উভয় নৃমণি,
আসি তুমি কেন দোঁহে প্রেমের বাজারে!

৩. দেবরাজ ইন্দ্র। ৪. উন্মীলিত হল। ৫. হওয়া উচিত ছিল কমলকান্তে—অর্থাৎ চন্দ্রকে। ৬. ধোঁয়ার পুঞ্জ ভেদ করে প্রকাশিত অগ্নিশিখা। ৭. শ্রেষ্ঠ দেহ। ৮. শ্রেষ্ঠ দীপ্তি। ৯. শুদ্ধ প্রয়োগ রুচ্যমান অর্থাৎ কান্তিমান।

উর্ব্বীধামে উর্ব্বশীরে দেহ স্থান এবে,
উর্ব্বীশ! রাজস্ব দাসী দিবে রাজপদে
প্রজাভাবে নিত্য যত্নে। কি আর লিখিব?
বিষের ঔষধ বিষ,—শুনি লোকমুখে।
মরিতেছিনু, নৃমণি, জ্বলি কামবিষে,
তেঁই শাপবিষ বুঝি দিয়াছেন ঋষি,
কৃপা করি! বিজ্ঞ তুমি, দেখ হে ভাবিয়া!
দেহ আজ্ঞা, নরেশ্বর, সুরপুর ছাড়ি
পড়ি ও রাজীব-পদে, পড়ে বারিধারা
যথা ছাড়ি মেঘাশ্রয়, সাগর-আশ্রয়ে,—
নীলাম্বুরাশির সহ মিশিতে আমোদে!
লিখিনু এ লিপি বসি মন্দাকিনী-তীরে
নন্দনে। ভূমিষ্ঠভাবে পূজিয়াছি, প্রভু,
কল্পতরুবরে, কয়ে মনের বাসনা।
সুপ্রফুল্ল ফুল দেব পড়িয়াছে শিরে!
বীচিরবে হরপ্রিয়া শ্রবণ-কুহরে
আমার কহেন—'তুই হবি ফলবতী।'
এ সাহসে, মহেষ্বাস, পাঠাই সকাশে
পত্রিকা-বাহিকা সখী চারু-চিত্রলেখা।
থাকিব নিরখি পথ, স্থির-আঁখি হয়ে
উত্তরার্থে, পৃথ্বীনাথ!—নিবেদনমিতি!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে উর্ব্বশীপত্রিকা নাম
দশমঃ সর্গঃ

একাদশ সর্গ

নীলধ্বজের প্রতি জনা

[মাহেশ্বরী পুরীর যুবরাজ প্রবীর অশ্বমেধ-যজ্ঞাশ্ব ধরিলে,—পার্থ তাহাকে রণে নিহত করেন। রাজা নীলধ্বজ রায় পার্থের সহিত বিবাদপরাঙ্মুখ হইয়া সন্ধি করাতে, রাজ্ঞী জনা পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইয়া এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করেন। পাঠকবর্গ মহাভারতীয় অশ্বমেধ পর্ব্ব পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।]

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি ;
হ্রেষে অশ্ব ; গর্জ্জে গজ ; উড়িছে আকাশে
রাজকেতু ; মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য ;—কিন্তু কোন্ হেতু?
সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে—
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে[১],—
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনির লোহে[২]?
এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি,
মহাবাহু! যাও বেগে গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি নিনাদে!
টুট কিরীটীর গর্ব্ব আজি রণস্থলে!
খণ্ডমুণ্ড তার আন শূল-দণ্ড-শিরে!
অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে ;
নাশ, মহেষ্বাস, তারে! ভুলিব এ জ্বালা,
এ বিষম জ্বালা, দেব, ভুলিব সত্বরে!
জন্মে মৃত্যু ;—বিধাতার এ বিধি জগতে।
ক্ষত্রকুল-রত্ন পুত্র প্রবীর সুমতি,
সম্মুখসমরে পড়ি, গেছে স্বর্গধামে,—
কি কাজ বিলাপে, প্রভু? পাল, মহীপাল,
ক্ষত্রধর্ম্ম, ক্ষত্রকর্ম্ম সাধ ভুজবলে।
হায়, পাগলিনী জনা! তব সভামাঝে
নাচিছে নর্ত্তকী আজি, গায়ক গাইছে,
উথলিছে বীণাধ্বনি! তব সিংহাসনে
বসিছে পুত্রহা[৩] রিপু—মিত্রোত্তম এবে'
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে।—
কি লজ্জা! দুঃখের কথা, হায়, কব কারে?
হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে,
মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী?
যে দারুণ বিধি, রাজা, আঁধারিলা আজি
রাজ্য, হরি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি
জ্ঞান তব? তা না হলে, কহ মোরে, কেন
এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে
অতিথি? কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এই কি, নৃমণি?
কোথা ধনু, কোথা তূণ, কোথা চর্ম্ম, অসি?

১. প্রতিবিধান করতে। ২. রক্তে। ৩. পুত্রহন্তা।

না ভেদি রিপুর বক্ষ তীক্ষ্ণতম শরে
রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি
কর্ণ তার সভাতলে? কি কহিবে, কহ,
যবে দেশ-দেশান্তরে জনরব লবে
এ কাহিনী,—কি কহিবে ক্ষত্রপতি যত?
নরনারায়ণ-জ্ঞানে, শুনিনু পূজিছ
পার্থে রাজা, ভক্তিভাবে;—এ কি ভ্রান্তি তব?
হায়, ভোজবালা[৪] কুন্তী—কে না জানে, তারে,
স্বৈরিণী[৫]? তনয় তার জারজ অর্জ্জুনে[৬]
(কি লজ্জা), কি গুণে তুমি পূজ, রাজরথি,
নরনারায়ণ-জ্ঞানে? রে দারুণ বিধি,
এ কি লীলাখেলা তোর, বুঝিব কেমনে?
একমাত্র পুত্র দিয়া নিলি পুনঃ তারে
অকালে! আছিল মান,—তাও কি নাশিলি?
নরনারায়ণ পার্থ? কুলটা যে নারী—
বেশ্যা—গর্ভে তার কি হে জনমিলা আসি
হৃষীকেশ? কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ বেদে লেখে—
কি পুরাণে—এ কাহিনী? দ্বৈপায়ন ঋষি
পাণ্ডব-কীর্ত্তন গান গায়েন সতত।
সত্যবতীসুত ব্যাস বিখ্যাত জগতে!
ধীবরী জননী, পিতা ব্রাহ্মণ[৭]! করিলা
কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাতৃবধূদ্বয়ে
ধর্ম্মমতি[৮]! কি দেখিয়া, বুঝাও দাসীরে,
গ্রাহ্য কর তাঁর কথা, কুলাচার্য্য তিনি
কু-কুলের? তবে যদি অবতীর্ণ ভবে
পার্থরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়া
ইন্দিরা? দ্রৌপদী বুঝি? আঃ মরি, কি সতী!
শাশুড়ীর যোগ্য বধূ! পৌরব-সরসে
নলিনী! অলির সখী, রবির অধীনী,
সমীরণ-প্রিয়া! ধিক্! হাসি আসে মুখে,
(হেন দুঃখে) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা!
লোক-মাতা রমা কি হে এ ভ্রষ্টা রমণী?
জানি আমি কহে লোক রথীকুল-পতি
পার্থ! মিথ্যা কথা, নাথ! বিবেচনা কর,
সূক্ষ্ম বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে।—
ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছলিল দুর্ম্মতি
স্বয়ম্বরে। যথাসাধ্য কে যুঝিল, কহ,
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে, কোন্ ক্ষত্ররথী,
সে সংগ্রামে? রাজদলে তেঁই সে জিতিল!
দহিল খাণ্ডব দুষ্ট কৃষ্ণের সহায়ে।
শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র রণে
পৌরব-গৌরব ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহে
সংহারিল মহাপাপী! দ্রোণাচার্য্য গুরু,—
কি কুছলে নরাধম বধিল তাঁহারে,
দেখ স্মরি? বসুন্ধরা গ্রাসিলা সরোষে
রথচক্র যবে, হায়; যবে ব্রহ্মশাপে
বিকল সমরে, মরি, কর্ণ মহাযশাঃ,
নাশিল বর্ব্বর তাঁরে।[৯] কহ মোরে, শুনি,
মহারথী-প্রথা কি হে এই, মহারথি?
আনায়-মাঝারে আনি মৃগেন্দ্রে কৌশলে
বধে ভীরুচিত ব্যাধ; সে মৃগেন্দ্র যবে
নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে!
কি না তুমি জান রাজা? কি কব তোমারে
জানিয়া শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল
আত্মশ্লাঘা[১০], মহারথি? হায় রে কি পাপে,
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নতশির,—হে বিধাতঃ!—পার্থের সমীপে?
কোথা বীরদর্প তব? মানদর্প কোথা?
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে?
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কভু
দাবানলে? কোকিলের কাকলী-লহরী
উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে[১১] কবে?
ভীরুতার সাধনা কি মানে বলবাহু?
কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা[১২]। গুরুজন তুমি;
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে।
কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীনা! নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা! দুরন্ত ফাল্গুনি
(এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা সৃজিলা নাশিতে
বিশ্বসুখ!) নিঃসন্তানা করিল আমারে!

৪. ভোজরাজের কন্যা। ৫. অসতী। ৬. জারজ—উপপতির পুত্র। অর্জুন ইন্দ্রের ঔরসে জন্মেছিলেন। ৭. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের জন্মবৃত্তান্ত প্রসঙ্গ। ৮. ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু প্রভৃতির জন্মবৃত্তান্ত প্রসঙ্গ। ৯. অর্জুনের প্রতি জনার ব্যাঙ্গোক্তি। অর্জুনের সমুদয় গৌরবকীর্তিও কলঙ্কপূর্ণ এই জনার ইঙ্গিত। ১০. আত্মঅহংকার। ১১. নীরব করে। ১২. তিরস্কার।

তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে?
হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি
বিজন জনার পক্ষে! এ পোড়া ললাটে
লিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা কালে!—
হা প্রবীর! এই হেতু ধরিনু কি তোরে,
দশ মাস দশ দিন নানা যত্ন সয়ে,
এ উদরে? কোন্ জন্মে, কোন্ পাপে পাপী
তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি বাছা,
এ তাপ? আশার লতা তাই রে ছিঁড়িলি?
হা পুত্র! শোধিলি কি রে তুই এইরূপে,
মাতৃধার? এই কি রে ছিল তেরা মনে?—
কেন বৃথা, পোড়া আঁখি, বরষিস্[১৩] আজি
বারিধারা? রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে?
কেন বা জ্বলিস্, মনঃ? কে জুড়াবে আজি
বাক্য-সুধারসে তোরে? পাণ্ডবের শরে
খণ্ড শিরোমণি তোর; বিবরে[১৪] লুকায়ে,
কাঁদি খেদে, মর্, অরে মণিহারা ফণি!—
যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে
নব মিত্র পার্থ সহ! মহাযাত্রা করি
চলিল অভাগা জনা পুত্রের উদ্দেশে!
ক্ষত্র-কুলবালা আমি; ক্ষত্র-কুল বধূ;
কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য্য ধরি?
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে;
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্তনগরে
লভি অন্তে! যাচি চির বিদায় ও পদে!
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, "কোথা জনা?" বলি ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা?" বলি!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে জনাপত্রিকা নাম
একাদশঃ সর্গঃ।

---

১৩. বর্ষণ করিস। ১৪. গর্তে।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

১

উপক্রম

যথাবিধি বন্দি কবি, আনন্দে আসরে,
কহে, যোড় করি কর, গৌড় সুভাজনে;—
সেই আমি, ডুবি পূর্ব্বে ভারত-সাগরে[১],
তুলিল যে তিলোত্তমা-মুকুতা যৌবনে;—
কবি-গুরু বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে,
গম্ভীরে বাজায়ে বীণা, গাইল, কেমনে,
নাশিলা সুমিত্রা-পুত্র, লঙ্কার সমরে,
দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক— রক্ষেন্দ্র-নন্দনে[২];—
কল্পনা দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজ-ধামে
শুনিল যে গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি,
(বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হয়ে শ্যামে;)[৩]—
বিরহে-লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীর জায়া-পক্ষে বীর পতি-গ্রামে[৪],
সেই আমি, শুন, যত গৌড়-চূড়ামণি!—

২

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহুবিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে,
সঙ্গীত-সুধার রস করি বরিষণ,
বসন্ত আমোদে মন পূরি নিরন্তরে;—
সে দেশে জনম পূর্ব্বে করিলা গ্রহণ
ফ্রাঞ্চিস্কো পেতরাকা[৫] কবি; বাক্‌দেবীর বরে
বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন,
রসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণ বীণা করে।
কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি,
স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
কবীন্দ্র; প্রসন্নভাবে গ্রহিলা জননী
(মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে।
ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি,
উপহার রূপে আজি অরপি রতনে।।[৬]

৩

বঙ্গভাষা

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;—
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশ, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;—
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে—
"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।।

৪

কমলে কামিনী

কমলে কামিনী আমি হেরিনু স্বপনে
কালিদহে। বসি বামা শতদল-দলে
(নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে
মনোহরা।) বাম করে সাপটি হেলনে
গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে।
গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে,
বহিছে দহের বারি মৃদু কলকলে।—
কার না ভোলে রে মনঃ এ হেন ছলনে!
কবিতা-পঙ্কজ-রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ,
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে![৭] যশঃ-সুধাদানে
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী
বাগ্দেবী! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ,

---

১. মহাভারতকে সাগরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ২.৩.৪. মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, ও বীরাঙ্গনা কাব্যের উল্লেখ করেছেন কবি। ৫. ফ্রান্সিকো পের্ত্রার্কা —(১৩০৪-১৩৭৪.খ্রীঃ) ইতালীয় কবি। প্রথম সনেট রচয়িতা। ৬. বাঙালী কবি মধুসূদন প্রথম সনেট় বা চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করে ইতালীয় কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। কবি কবিতাটি রচনা করেছিলেন ফরাসীদেশের ভরসেলস নগরে। ৭. কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি। তাঁর রচিত মঙ্‌লকাব্য কবিকঙ্কন-চণ্ডীতে যে কমলে কামিনীর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে মধুসূদন তাঁর সনেটে তাই উপকরণরূপে গ্রহণ করেছেন।

এবে কে না পূজে তোমা, মজি তব গানে?—
বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী।।

৫
অন্নপূর্ণার ঝাঁপি

মোহিনী-রূপসী-বেশে ঝাঁপি কাঁখে করি,
পশিছেন, ভবানন্দ, দেখ তব ঘরে
অন্নদা![৮] বহিছে শূন্যে সঙ্গীত-লহরী,
অদৃশ্যে অপ্সরাচয় নাচিছে অম্বরে।—
দেবীর প্রসাদে তোমা রাজপদে বরি,
রাজাসন, রাজছত্র, দিবেন সত্বরে
রাজলক্ষ্মী; ধন-স্রোতে তব ভাগ্যতরি
ভাসিবে অনেক দিন, জননীর বরে।
কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে;
চঞ্চলা ধনদা রমা, ধনও চঞ্চল;
তবু কি সংশয় তব জিজ্ঞাসি তোমারে?
তব বংশ-যশঃ-ঝাঁপি—অন্নদামঙ্গল—
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে।।

৬
কাশীরাম দাস

চন্দ্রচূড়[৯] জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী,[১০] ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি;
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন!)
সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন;
সেই রূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে!
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্।।

৭
কৃত্তিবাস

জনক জননী তব দিলা শুভ ক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা!—কীর্ত্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে,
কোকিলের কণ্ঠে যথা স্বর, কবিপতি,
নয়নরঞ্জন-রূপ কুসুম যৌবনে,
রশ্মি মাণিকের দেহে! আপনি ভারতী,
বুঝি কয়ে দিলা নাম নিশার স্বপনে,
পূর্ব্ব-জনমের তব স্মরি হে ভকতি!
পবন-নন্দন হনু, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিয়া যথা রাঘবের কানে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত-লহরী;[১১]—
তেমতি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ-মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি!

৮
জয়দেব

চল যাই জয়দেব, গোকুল-ভবনে
তব সঙ্গে, যথা রঙ্গে তমালের তলে
শিখিপুচ্ছ-চূড়া শিরে, পীত ধড় গলে
নাচে শ্যাম, বামে রাধা —সৌদামিনী ঘনে![১২]
না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতূহলে
পূরিও নিকুঞ্জরাজী বেণুর স্বননে!
ভুলিবে গোকুল-কুল এ তোমার ছলে,—
নাচিবে শিখিনী সুখে, গাবে পিকগণে,—

৮. রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্র রায় অন্নদামঙ্গল কাব্য রচয়িতা। ইনি অষ্টাদশ শতকের বাঙালী কবি।
৯. চন্দ্র চূড়ায় যার — মহাদেব। ১০. গঙ্গার অপর নাম। ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের পৌরাণিক বৃত্তান্ত।
১১. অশোককাননে বন্দিনী সীতার বার্তা এনেছিল হনুমান। ১২. মেঘের কোলে বিদ্যুতের নৃত্য।

বহিবে সমীর ধীরে সুস্বর-লহরী,—
মৃদুতর কলকলে কালিন্দী আপনি
চলিবে! আনন্দে শুনি সে মধুর ধ্বনি,
ধৈরজ ধরি কি রবে; ব্রজের সুন্দরী?
মাধবের রব, কবি, ও তব বদনে,
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবি মনে?

৯

কালিদাস

কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুল-পতি!
কার গো না মজে মনঃ ও মধুর স্বরে?
শুনিয়াছি লোক-মুখে আপনি ভারতী,
সৃজি মায়াবলে সরঃ বনের ভিতরে,
নব নাগরীর বেশে তুষিলেন বরে
তোমায়;[১৩] অমৃত রসে রসনা সিকতি,
আপনার স্বর্ণ বীণা অরপিলা করে!—
সত্য কি হে এ কাহিনী, কহ, মহামতি?
মিথ্যা বা কি বলে বলি! শৈলেন্দ্র-সদনে,
লভি জন্ম মন্দাকিনী (আনন্দ জগতে!)
নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে;
সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উথলি ভারতে
(পুণ্যভূমি!) হে কবীন্দ্র, সুধা-বরিষণে,
দেশ-দেশান্তরে কর্ণ তোষে সেই মতে!

১০

মেঘদূত

কামী যক্ষ দগ্ধ, মেঘ, বিরহ-দহনে,
দূত-পদে বরি পূর্ব্বে, তোমায় সাধিল
বহিতে বারতা তার অলকা-ভবনে,
যেখানে বিরহে প্রিয়া ক্ষুণ্ণ মনে ছিল।
কত যে মিনতি কথা কাতরে কহিল
তব, পদতলে সে, তা পড়ে কি হে মনে?
জানি আমি, তুষ্ট হয়ে তার সে সাধনে
প্রদানিলা তুমি তারে যা কিছু যাচিল;
তেঁই গো প্রবাসে আজি এই ভিক্ষা করি;—
দাসের বারতা লয়ে যাও শীঘ্রগতি
বিরাজে, হে মেঘরাজ, যথা সে যুবতী,
অধীর এ হিয়া হায়, যার রূপ স্মরি!
কুসুমের কানে স্বনে মলয় যেমতি
মৃদু নাদে, কয়ো তারে, এ বিরহে মরি!

১১

গরুড়ের বেগে, মেঘ, উড় শুভক্ষণে৷
সাগরের জলে সুখে দেখিবে, সুমতি,
ইন্দ্র-ধনুঃ-চূড়া শিরে ও শ্যাম মূরতি,
ব্রজে যথা ব্রজরাজ যমুনা-দর্পণে
হেরেন বরাঙ্গ যাহে মজি ব্রজাঙ্গনে
দেয় জলাঞ্জলি লাজে! যদি রোধে গতি
তোমার, পর্ব্বত-বৃন্দ, মন্দ্রি ভীম স্বনে
বারি-ধারা-রূপে বাণে বিঁধো, মেঘপতি,
তা সকলে, বীর তুমি ; কারে ডর রণে?
এ দূর গমনে যদি হও ক্লান্ত কভু,
কামীর দোহাই দিয়া ডেকো গো পবনে
বহিতে তোমার ভার। শোভিবে, হে প্রভু,
খগেন্দ্র[১৪] উপেন্দ্র[১৫]-সম, তুমি সে বাহনে!—
কৌস্তুভের রূপে পরো— তড়িত-রতনে।।

১২

"বউ কথা কও"

কি দুখে, হে পাখি, তুমি শাখার উপরে
বসি, বউ কথা কও, কও এ কাননে?—
মানিনী ভামিনী[১৭] কি হে, ভামের গুমরে,
পাখা-রূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে?
তেঁই সাধ তারে তুমি মিনতি-বচনে?
তেঁই হে এ কথাগুলি কহিছ কাতরে?
বড়ই কৌতুক, পাখি, জনমে এ মনে—
নর-নারী-রঙ্গ কি হে বিহঙ্গিনী করে?
সত্য যদি, তবে শুন, দিতেছি যুকতি;
(শিখাইব শিখেছি যা ঠেকি এ কু-দায়ে)
পবনের বেগে যাও যথায় যুবতী;
"ক্ষম, প্রিয়ে" এই বলি পড় গিয়া পায়ে!—
কভু দাস, কভু প্রভু, শুন, ক্ষুণ্ণ-মতি,
প্রেম-রাজ্যে রাজাসন থাকে এ উপায়ে।।

১৩. কালিদাসের কবিত্বলাভ বিষয়ে প্রচলিত কিম্বদন্তীর প্রসঙ্গ। ১৪. পক্ষীদের রাজা গরুড়। ১৫. বিষ্ণু। ১৬. বিষ্ণুর বক্ষস্থিত মণি। ১৭. কোপনস্বভাবা রমণী।

১৩
পরিচয়

যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে,
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে ; যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে,
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী ; যে দেশে ভেদি বারিদ[১৮]-মণ্ডলে
(তুষারে বপিত বাস উর্দ্ধ কলেবরে,
রজতের উপবীত স্রোতঃ-রূপে গলে,)
শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান-সরোবরে[১৯]
(স্বচ্ছ দরপণ!) হেরি ভীষণ মূরতি ;—
যে দেশে কুহরে পিক বাসন্ত কাননে ;
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী ;—
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে ;—
সে দেশে জনম মম ; জননী ভারতী ;
তেঁই প্রেম-দাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে!

১৪

কে না জানে কবি-কুল প্রেম-দাস ভবে,
কুসুমের দাস যথা মারুত, সুন্দরি,
ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে
এ বৃথা সংশয় কেন? কুসুম-মঞ্জরী
মদনের কুঞ্জে তুমি। কভু পিক-রবে
তব গুণ গায় কবি ; কভু রূপ ধরি
অলির, যাচে সে মধু ও কানে গুঞ্জরি,
ব্রজে যথা রসরাজ রাসের পরবে![২০]
কামের নিকুঞ্জে, এই! কত যে কি ফলে,
হে রসিক, এ নিকুঞ্জ, ভাবি দেখ মনে!
সরঃ ত্যজি সরোজিনী ফুটিছে এ স্থলে,
কদম্ব, বিম্বিকা, রম্ভা, চম্পকের সনে!
সাপিনীরে হেরি ভয়ে লুকাইছে গলে
কোকিল ; কুরঙ্গ গেছে রাখি দু-নয়নে![২১]

১৫
যশের মন্দির

সুবর্ণ দেউল আমি দেখিনু স্বপনে
অতি-তুঙ্গ শৃঙ্গ শিরে! সে শৃঙ্গের তলে,
বড় অপ্রশস্ত সিঁড়ি গড়া মায়া-বলে,
বহুবিধ রোধে রুদ্ধ[২২] উৰ্দ্ধগামী জনে!
তবুও উঠিতে তথা—সে দুর্গম স্থলে—
করিছে কঠোর চেষ্টা কষ্ট সহি মনে
বহু প্রাণী। বহু প্রাণী কাঁদিছে বিকলে,
না পারি লভিতে যত্নে সে রত্ন-ভবনে।
ব্যথিল হৃদয় মোর দেখি তা সবারে।—
শিয়রে দাঁড়ায়ে পরে কহিলা ভারতী,
মৃদু হাসি ; "ওরে বাছা, না দিলে শকতি
আমি, ও দেউলে কার সাধ্য উঠিবারে?
যশের মন্দির ওই ; ওথা যার গতি,
অশক্ত আপনি যম ছুঁইতে রে তারে!"

১৬
কবি

কে কবি—কবে কে মোরে? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যম-দমী? তার শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।
আনন্দ,আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে ;
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে ;
মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে!

১৭
দে-দোল

ওই যে শুনিছ ধ্বনি ও নিকুঞ্জ-বনে,
ভেবো না গুঞ্জরে অলি চুম্বি ফুলাধরে ;
ভেবো না গাইছে পিক কল কুহরণে,
তুষিতে প্রত্যূষে আজি ঋতু-রাজেশ্বরে!
দেখ, মীলি,[২৩] ভক্ত জন, ভক্তির নয়নে,
অধোগামী দেব-গ্রাম উজ্জ্বল-অম্বরে,—

১৮. মেঘ। ১৯. মানস সরোবর। ২০. রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রসঙ্গ। ২১. দু'নয়নে হরিণের চোখ। ২২. প্রতিবন্ধকের দ্বারা বাধাযুক্ত। ২৩. উন্মীলিত করে।

আসিছেন সবে হেথা—এই দোলাসনে—
পূজিতে রাখালরাজ—রাধা-মনোহরে!
স্বর্গীয় বাজনা ওই! পিককুল কবে,
কবে বা মধুপ, করে হেন মধু-ধ্বনি?
কিন্নরের বীনা-তান অপ্সরার রবে!
আনন্দে কুসুম-সাজ ধরেন ধরণী,—
নন্দন-কানন-জাত পরিমল ভবে
বিতরেন বায়ু-ইন্দ্র[২৪] পবন আপনি!

১৮

শ্রীপঞ্চমী

নহে দিন দূরে, দেবি, যবে ভূভারতে
বিসর্জ্জিবে ভূভারত, বিস্মৃতির জলে,
ও তব ধবল মূর্ত্তি সুদল কমলে ;—
কিন্তু চিরস্থায়ী পূজা তোমার জগতে!
মনোরূপ-পদ্ম যিনি রোপিলা কৌশলে
এ মানব-দেহ-সরে, তাঁর ইচ্ছামতে
সে কুসুমে বাস তব, যথা মরকতে
কিম্বা পদ্মরাগে জ্যোতিঃ নিত্য ঝলঝলে!
কবির হৃদয়-বনে যে ফুল ফুটিবে,
সে ফুল-অঞ্জলি লোক ও রাঙা চরণে
পরম-ভকতি-ভাবে চিরকাল দিবে
দশ দিশে, যত দিন এ মর ভবনে
মনঃ-পদ্ম ফোটে, পূজা, তুমি, মা, পাইবে!—
কি কাজ মাটির দেহে তবে, সনাতনে?

১৯

কবিতা

অন্ধ যে, কি রূপ কবে তার চক্ষে ধরে
নলিনী? রোধিলা বিধি কর্ণ-পথ যার,
লভে কি সে সুখ কভু বীণার সুস্বরে?
কি কাক, কি পিকধ্বনি,—সম-ভাব তার!
মনের উদ্যান-মাঝে, কুসুমের সার
কবিতা-কুসুম-রত্ন!—দয়া করি নরে,
কবি-মুখ-ব্রহ্ম-লোকে উরি অবতার
বাণীরূপে বীণাপাণি এ নর-নগরে!—
দুর্ম্মতি সে জন, যার মনঃ নাহি মজে
কবিতা-অমৃত-রসে! হায়, সে দুর্ম্মতি,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সদা যে জন না ভজে
ও চরণপদ্ম, পদ্মবাসিনি ভারতি!
কর পরিমলময় এ হিয়া-সরোজে—
তুষি যেন বিজ্ঞে, মা গো, এ মোর মিনতি।

২০

আশ্বিন মাস

সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা, বৎসরের পরে,
মহিষমর্দ্দিনীরূপে ভকতের ঘরে ;
বামে কমলকায়া রমা, দক্ষিণে আয়ত-
লোচনা বচনেশ্বরী[২৫] স্বর্ণবীণা করে ;
শিখিপৃষ্ঠে শিখিধ্বজ, যাঁর শরে হত
তারক—অসুরশ্রেষ্ঠ ; গণ-দল যত,
তার পতি গণদেব, রাঙা কলেবরে
করি-শিরঃ ;—আদিব্রহ্ম বেদের বচনে।
এক পদ্মে শতদল! শত রূপবতী—
নক্ষত্রমণ্ডলী যেন একত্রে গগনে!
কি আনন্দ! পূর্ব্ব কথা কেন কয়ে, স্মৃতি,
আনিছ হে বারি-ধারা আজি এ নয়নে?—
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব্ব ভকতি?

২১

সায়ংকাল

চেয়ে দেখ, চলিছেন মৃদে[২৬] অস্তাচলে
দিনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ, রত্ন রাশি রাশি
আকাশে। কত বা যত্নে কাদম্বিনী আসি
ধরিতেছে তা সবারে সুনীল আঁচলে!—
কে না জানে অলঙ্কারে অঙ্গনা বিলাসী?
অতি-ত্বরা গড়ি ধনী দৈব-মায়া-বলে
বহুবিধ অলঙ্কার পরিবে লো হাসি,
কনক-কঙ্কণ হাতে, স্বর্ণ-মালা গলে!
সাজাইবে গজ, বাজী ; পর্ব্বতের শিরে
সুবর্ণ কিরীট দিবে ; বহাবে অম্বরে
নদস্রোতঃ উজ্জ্বলিত স্বর্ণবর্ণ নীরে!
সুবর্ণের গাছ রোপি, শাখার উপরে
হেমাঙ্গ বিহঙ্গ থোবে!—এ বাজী করি রে
শুভ ক্ষণে দিনকর কর-দান করে!

২৪. বায়ুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ২৫. বাগ্‌দেবী সরস্বতী। ২৬. ধীরে ধীরে।

২২

সায়ংকালের তারা

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরি,
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে?
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি
গোধূলির? কি ফণিনী, যার সু-কবরী
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জ্বলে?—
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে
কি হেতু? ভাল কি তোমা বাসে না শর্ব্বরী?
হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ণ মনে
মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল-সনে,
যবে কেলি করে তারা সুহাস-অম্বরে?
কিন্তু কি অভাব তব, ওলো বরাঙ্গনে,—
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে!

২৩

নিশা

বসন্তে কুসুম-কুল যথা বনস্থলে,
চেয়ে দেখ, তারাচয় ফুটিছে গগনে,
মৃগাক্ষি!—সুহাস-মুখে সরসীর জলে,
চন্দ্রিমা করিছে কেলি প্রেমানন্দ-মনে।
কত যে কি কহিতেছে মধুর স্বননে
পবন—বনের কবি, ফুল্ল ফুল-দলে,
বুঝিতে কি পার, প্রিয়ে? নারিবে কেমনে,
প্রেম-ফুলেশ্বরী তুমি প্রমদা-মণ্ডলে[২৭]?
এ হৃদয়, দেখ, এবে ওই সরোবরে,—
চন্দ্রিমার রূপে এতে তোমার মূরতি!
কাল বলি অবহেলা, প্রেয়সি, যে করে
নিশায়, আমার মতে সে বড় দুর্ম্মতি।
হেন সুবাসিত শ্বাস, হাস স্নিগ্ধ করে
যার, সে কি কভু মন্দ, ওলো রসবতি?

২৪

নিশাকালে নদী-তীরে বট-বৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির

রাজসূয়-যজ্ঞে যথা রাজাদল চলে
রতন-মুকুট শিরে; আসিছে সঘনে
অগণ্য জোনাকীব্রজ, এই তরুতলে
পূজিতে রজনী-যোগে বৃষভ-বাহনে[২৮]।
ধূপরূপ পরিমল অদূর কাননে
পেয়ে, বহিতেছে তাহে হেথা কুতূহলে
মলয়; কৌমুদী, দেখ, রজত-চরণে
বীচি-রব-রূপ পরি নূপুর, চঞ্চলে
নাচিছে; আচার্য্য-রূপে এই তরু-পতি
উচ্চারিছে বীজমন্ত্র। নীরবে অম্বরে,
তারাদলে তারানাথ করেন প্রণতি
(বোধ হয়) আরাধিয়া দেবেশ শঙ্করে!
তুমিও, লো কল্লোলিনি, মহাব্রতে ব্রতী,—
সাজায়েছ, দিব্য সাজে, বর-কলেবরে!

২৫

ছায়াপথ

কহ মোরে, শশিপ্রিয়ে, কহ, কৃপা করি,
কার হেতু নিত্য তুমি সাজাও গগনে,
এ পথ,—উজ্জ্বল কোটি মণির কিরণে?
এ সুপথ দিয়া কি গো ইন্দ্রাণী সুন্দরী
আনন্দে ভেটিতে যান নন্দন-সদনে
মহেন্দ্রে, সঙ্গেতে শত বরাঙ্গী অপ্সরী,
মলিনি ক্ষণেক কাল চারু তারা-গণে—
সৌন্দর্য্যে?—এ কথা দাসে কহ, বিভাবরি!
রাণী তুমি; নীচ আমি; তেঁই ভয় করে,
অনুচিত বিবেচনা পার করিবারে
আলাপ আমার সাথে; পবন-কিঙ্করে,—
ফুল-কুল সহ কথা কহ দিয়া যারে,
দেও কয়ে; কহিবে সে কানে, মৃদুস্বরে,
যা কিছু ইচ্ছহ, দেবি, কহিতে আমারে!

২৬

কুসুমে কীট

কি পাপে, কহ তা মোরে, লো বন-সুন্দরি,
কোমল হৃদয়ে তব পশিল,—কি পাপে—
এ বিষম যমদূত? কাঁদে মনে করি
পরাণ যাতনা তব; কত যে কি তাপে
পোড়ায় দুরন্ত তোমা, বিষদন্তে হরি
বিরাম দিবস নিশি! মৃদে কি বিলাপে

২৭. নারীমণ্ডলীতে। ২৮. বৃষভ যাঁর বাহন—মহাদেব।

এ তোমার দুখ দেখি সখী মধুকরী,
উড়ি পড়ি তব গলে যবে লো সে কাঁপে?
বিষাদে মলয় কি লো, কহ, সুবদনে,
নিশ্বাসে তোমার ক্লেশে, যবে লো সে আসে
যাচিতে তোমার কাছে পরিমল-ধনে?
কানন-চন্দ্রিমা তুমি কেন রাহু-গ্রাসে?
মনস্তাপ-রূপে রিপু, হায়, পাপ-মনে,
এইরূপে, রূপবতি, নিত্য সুখ নাশে!

২৭

বটবৃক্ষ

দেব-অবতার ভাবি বন্দে যে তোমারে,
নাহি চাহে মনঃ মোর তাহে নিন্দা করি,
তরুরাজ! প্রত্যক্ষতঃ ভারত-সংসারে,
বিধির করুণা তুমি তরু-রূপ ধরি!
জীবকুল-হিতৈষিণী, ছায়া সু-সুন্দরী,
তোমার দুহিতা, সাধু! যবে বসুধারে
দগধে আগ্নেয় তাপে, দয়া পরিহরি,
মিহির, আকুল জীব বাঁচে পূজি তাঁরে।
শত-পত্রময় মঞ্চে, তোমার সদনে,
খেচর—অতিথি-ব্রজ, বিরাজে সতত,
পদ্মরাগ ফলপুঞ্জে ভুঞ্জি হৃষ্ট-মনে;—
মৃদু-ভাষে মিষ্টালাপ কর তুমি কত,
মিষ্টালাপি, দেহ-দাহ শীতলি যতনে!
দেব নহ; কিন্তু গুণে দেবতার মত।

২৮

সৃষ্টিকর্ত্তা

কে সৃজিলা এ সুবিশ্বে, জিজ্ঞাসিব কারে
এ রহস্য কথা, বিশ্বে, আমি মন্দমতি?
পার যদি, তুমি দাসে কহ, বসুমতি;—
দেহ মহা-দীক্ষা, দেবি, ভিক্ষা, চিনিবারে
তাঁহায়, প্রসাদে যাঁর তুমি, রূপবতি;—
ভ্রম অসম্ভ্রমে[২৯] শূন্যে! কহ, হে আমারে,
কে তিনি, দিনেশ রবি, করি এ মিনতি,
যাঁর আদি জ্যোতিঃ, হেম-আলোক সঞ্চারে
তোমার বদন, দেব, প্রত্যহ উজ্জ্বলে?
অধম চিনিতে চাহে সে পরম জনে,
যাঁহার প্রসাদে তুমি নক্ষত্র-মণ্ডলে
কর কেলি নিশাকালে রজত-আসনে,
নিশানাথ। নদকুল, কহ কলকলে,
কিম্বা তুমি, অম্বুপতি, গম্ভীর স্বননে।

২৯

সূর্য্য

এখনও আছে লোক দেশ দেশান্তরে
দেব ভাবি পূজে তোমা, রবি দিনমণি,
দেখি তোমা দিবামুখে উদয়-শিখরে,
লুটায়ে ধরণীতলে, করে স্তুতি-ধ্বনি;
আশ্চর্য্যের কথা, সূর্য্য, এ না মনে গণি।
অসীম মহিমা তব, যখন প্রখরে
শোভ তুমি, বিভাবসু, মধ্যাহ্নে অম্বরে
সমুজ্জ্বল করজালে আবরি মেদিনী!
অসীম মহিমা তব, অসীম শকতি,
হেম-জ্যোতিঃ-দাতা তুমি চন্দ্র-গ্রহ-দলে;
উর্ব্বরা তোমার বীর্য্যে সতী বসুমতী;
বারিদ, প্রসাদে তব, সদা পূর্ণ জলে;—
কিন্তু কি মহিমা তাঁর, কহ, দিনপতি,
কোটি রবি শোভে নিত্য যাঁর পদতলে!

৩০

সীতাদেবী

অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি! কখন দেখি, মুদিত নয়নে,
একাকিনী তুমি, সতি, অশোক-কাননে,
চারি দিকে চেড়ীবৃন্দ, চন্দ্রকলা যথা
আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে! হায়, বহে বৃথা
পদ্মাক্ষি, ও চক্ষুঃ হতে অশ্রু-ধারা ঘনে!
কোথা দাশরথি শূর—কোথা মহারথী
দেবর লক্ষ্মণ, দেবি, চিরজয়ী রণে?
কি সাহসে, সুকেশিনি, হরিল তোমারে
রাক্ষস? জানে না মূঢ়, কি ঘটিবে পরে!
রাহু-গ্রহ-রূপ ধরি বিপত্তি আঁধারে
জ্ঞান-রবি, যবে বিধি বিড়ম্বন করে!
মজিবে এ রক্ষোবংশ, খ্যাত ত্রিসংসারে,
ভূকম্পনে, দ্বীপ যথা অতল সাগরে!

২৯. সম্ভ্রম শব্দের আদি অর্থ ভয়। মধুসূদন সেই অর্থই গ্রহণ করেছেন।
অসম্ভ্রম ব্যবহার করে নির্ভয় বুঝিয়েছেন।

৩১

মহাভারত

কল্পনা-বাহনে সুখে করি আরোহণ,
উতরিনু, যথা বসি বদরীর তলে,
করে বীণা, গাইছেন গীত কুতূহলে
সত্যবতী-সুত কবি,—ঋষিকুল-ধন!
শুনিনু গম্ভীর ধ্বনি ; উন্মীলি নয়ন
দেখিনু কৌরবেশ্বরে,[৩০] মত্ত বাহুবলে ;
দেখিনু পবন-পুত্রে,[৩১] ঝড় যথা চলে
হুঙ্কারে![৩২] আইলা কর্ণ—সূর্য্যের নন্দন[৩৩]—
তেজস্বী। উজ্জ্বলি যথা ছোটে অনম্বরে
নক্ষত্র, আইলা ক্ষেত্রে পার্থ মহামতি,
আলো করি দশ দিশ, ধরি বাম করে
গাণ্ডীব[৩৪]—প্রচণ্ড-দণ্ড-দাতা রিপু প্রতি।[৩৫]
তরাসে আকুল হৈনু এ কাল সমরে,
দ্বাপরে গোগৃহ-রণে উত্তর যেমতি।[৩৬]

৩২

নন্দন-কানন

লও দাসে, হে ভারতি, নন্দন-কাননে,
যথা ফোটে পারিজাত ; যথায় উর্ব্বশী,—
কামের আকাশে বামা চির-পূর্ণ-শশী,—
নাচে করতালি দিয়া বীণার স্বননে ;
যথা রম্ভা, তিলোত্তমা, অলকা রূপসী
মোহে মনঃ সুমধুর স্বর বরিষণে,—
মন্দাকিনী বাহিনীর স্বর্ণ তীরে বসি,
মিশায়ে সু-কণ্ঠ-রব বীচির বচনে!
যথায় শিশিরের বিন্দু ফুল্ল ফুল-দলে
সদা সদ্যঃ ; যথা অলি সতত গুঞ্জরে ;
বহে যথা সমীরণ বহি পরিমলে ;
বসি যথা শাখা-মুখে কোকিল কুহরে ;
লও দাসে ; আঁখি দিয়া দেখি তব বলে
ভাব-পটে কল্পনা যা সদা চিত্র করে।

৩৩

সরস্বতী

তপনের তাপে তাপি পথিক যেমতি
পড়ে গিয়া দড়ে রড়ে ছায়ার চরণে ;
তৃষাতুর জন যথা হেরি জলবতী
নদীরে, তাহার পানে ধায় ব্যগ্র মনে
পিপাসা-নাশের আশে ; এ দাস তেমতি,
জ্বলে যবে প্রাণ তার দুঃখের জ্বলনে,
ধরে রাঙা পা দুখানি, দেবি সরস্বতি!—
মার কোল-সম, মা গো, এ তিন ভুবনে
আছে কি আশ্রম আর? নয়নের জলে
ভাসে শিশু যবে, কে সান্ত্বনে তারে?
কে মোছে আঁখির জল অমনি আঁচলে?
কে তার মনের খেদ নিবারিতে পারে,
মধুমাখা কথা কয়ে, স্নেহের কৌশলে?—
এই ভাবি, কৃপাময়ি, ভাবি গো তোমারে!

৩৪

কপোতাক্ষ নদ

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!—
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে![৩৭]
আর কি হে হবে দেখা?—যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি ; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে!

---

৩০. কৌরবদের মধ্যে প্রধান—দুর্যোধন। ৩১. ভীমসেন। পবনের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জন্ম। ৩২. ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ প্রসঙ্গ। ৩৩. কুন্তীর কুমারী অবস্থার পুত্র। সূর্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম। ৩৪. অর্জুনের ধনুক। খাণ্ডবদাহনের প্রাক্কালে অগ্নিদেব প্রদত্ত। ৩৫. কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ প্রসঙ্গ।

৩৬. মহাভারতের বিরাট পর্বের প্রসঙ্গ। গোগৃহে কৌরবদের গোহরণকালে বৃহন্নলাবেশী অর্জুনকে একাকী কৌরবদের পরাজিত করতে দেখে উত্তরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন। ৩৭. কবি প্রবাসে সাগরদাঁড়ি ও সন্নিহিত নদী কপোতাক্ষকে স্মরণ করেছেন।

৩৫
ঈশ্বরী পাটনী

"সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।"
অন্নদামঙ্গল।

কে তোর তরিতে বসি, ঈশ্বরী পাটনি?[৩৮]
ছলিতে তোরে রে যদি কামিনী কমলে,—
কোথা করী, বাম করে ধরি যারে বলে,
উগরি, গ্রাসিল পুনঃ পূর্ব্বে সুবদনী?
রূপের খনিতে আর আছে কি রে মণি?
এর সম? চেয়ে দেখ, পদ-ছায়া-ছলে,—
কনক কমল ফুল্ল এ নদীর জলে—
কোন্ দেবতারে পূজি, পেলি এ রমণী?
কাঠের সেঁউতি তোর, পদ-পরশনে
হইতেছে স্বর্ণময়! এ নব যুবতী—
নহে রে সামান্যা নারী, এই লাগে মনে;
বলে বেয়ে নদী-পারে যা রে শীঘ্রগতি।
মেগে নিস্, পার করে, বর-রূপ ধনে
দেখায়ে ভকতি শোন্, এ মোর যুকতি!

৩৬
বসন্তে একটি পাখীর প্রতি

নহ তুমি পিক, পাখি, বিখ্যাত ভারতে,
মাধবের বার্ত্তাবহ; যার কুহরণে
ফোটে কোটি ফুল-পুঞ্জ মঞ্জু কুঞ্জবনে!—
তবুও সঙ্গীত-রঙ্গ করিছ যে মতে
গায়ক, পুলক তাহে জনমে এ মনে!
মধুময় মধুকাল সর্ব্বত্র জগতে,—
কে কোথা মলিন কবে মধুর মিলনে,
বসুমতী সতী যবে রত প্রেমব্রতে?—
দুরন্ত কৃতান্ত-সম হেমন্ত এ দেশে[৩৯]
নির্দ্দয়; ধরার কষ্টে দুষ্ট তুষ্ট অতি!
না দেয় শোভিতে কভু ফুলরত্নে কেশে,
পরায় ধবল বাস বৈধব্যে যেমতি!—
ডাক তুমি ঋতুরাজে, মনোহর বেশে
সাজাতে ধরায় আসি, ডাক শীঘ্রগতি!

৩৭
প্রাণ

কি সুরাজ্যে, প্রাণ, তব রাজ-সিংহাসন!
বাহু-রূপে দুই রথী, দুর্জ্জয় সমরে,
বিধির বিধানে পুরী তব রক্ষা করে;—
পঞ্চ অনুচর তোমা সেবে অনুক্ষণ।
সুহাসে ঘ্রাণেরে গন্ধ দেয় ফুলবন;
যতনে শ্রবণ আনে সুমধুর স্বরে;
সুন্দর যা কিছু আছে, দেখায় দর্শন
ভূতলে, সুনীল নভে, সর্ব্ব চরাচরে!
স্পর্শ, স্বাদ, সদা ভোগ যোগায়, সুমতি!
পদরূপে দুই বাজী তব রাজ-দ্বারে;
জ্ঞান-দেব মন্ত্রী তব—ভবে বৃহস্পতি;—
সরস্বতী অবতার রসনা সংসারে!
স্বর্ণস্রোতোরূপে লহু, অবিরল-গতি,
বহি অঙ্গে, রঙ্গে ধনী করে হে তোমারে!

৩৮
কল্পনা

লও দাসে সঙ্গে রঙ্গে, হেমাঙ্গি কল্পনে,
বাগ্‌দেবীর প্রিয়সখি, এই ভিক্ষা করি;
হায়, গতিহীন আমি দৈব-বিড়ম্বনে,—
নিকুঞ্জ-বিহারী পাখী পিঞ্জর-ভিতরি!
চল যাই মহানন্দে গোকুল-কাননে,
সরস বসন্তে যথা রাধাকান্ত হরি
নাচিছেন, গোপীচয়ে নাচায়ে; সঘনে
পূরি বেণুরবে দেশ![৪০] কিম্বা শুভঙ্করি,
চল লো, আতঙ্কে যথা লঙ্কায় অকালে
পূজেন উমায় রাম, রঘুরাজ-পতি,[৪১]
কিম্বা সে ভীষণ ক্ষেত্রে, যথা শরজালে
নাশিছেন ক্ষত্রকুলে পার্থ মহামতি।[৪২]
কি স্বরগে, কি মরতে, অতল পাতালে,
নাহি স্থল যথা, দেবি, নহে তব গতি!

৩৮. ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রসঙ্গ। দেবী অন্নদা ছদ্মবেশে ঈশ্বরী পাটনীর নৌকায় নদী পার হয়েছিলেন। ৩৯. কবি স্বয়ং পাদটীকা করেছেন ফরাসীস্ দেশে। ৪০. রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলার প্রসঙ্গ। ৪১. রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের প্রসঙ্গ। ৪২. মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রসঙ্গ।

৩৯
রাশি-চক্র

রাজপথে, শোভে যথা, রম্য-উপবনে,
বিরাম-আলয়বৃন্দ ; গড়িলা তেমতি
দ্বাদশ মন্দির বিধি, বিবিধ রতনে,
তব নিত্য পথে শূন্যে, রবি, দিনপতি!
মাস কাল প্রতি গৃহে তোমার বসতি,
গ্রহেন্দ্র ; প্রবেশ তব কখন সুক্ষণে,—
কখন বা প্রতিকূল জীব-কুল প্রতি!
আসে বিরামালয়ে সেবিতে চরণে
গ্রহব্রজ ; প্রজাব্রজ, রাজাসন-তলে
পুজে রাজপদ যথা ; তুমি তেজাকর,
হৈমময় তেজঃ-পুঞ্জ প্রসাদের ছলে,
প্রদান প্রসন্ন ভাবে সবার উপর।
কাহার মিলনে তুমি হাস কুতূহলে,
কাহার মিলনে বাম,—শুনি পরস্পর।

৪০
সুভদ্রা-হরণ

তোমার হরণ-গীত গাব বঙ্গাসরে
নব তানে, ভেবেছিনু সুভদ্রা সুন্দরি ;
কিন্তু ভাগ্যদোষে, শুভে, আশার লহরী
শুখাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে!
ফলে কি ফুলের কলি যদি প্রেমাদরে
না দেন শিশিরামৃত তারে বিভাবরী?
ঘৃতাহুতি না পাইলে, কুণ্ডের ভিতরে,
ম্রিয়মাণ, অভিমানে তেজঃ পরিহরি,
বৈশ্বানর[৪৩]— দুরদৃষ্ট মোর, চন্দ্রাননে,
কিন্তু (ভবিষ্যৎ কথা কহি) ভবিষ্যতে
ভাগ্যবান্তর কবি, পুজি দ্বৈপায়নে,[৪৪]—
ঋষি-কুল-রত্ন দ্বিজ গাবে লো ভারতে
তোমার হরণ-গীত ; তুষি বিজ্ঞ জনে,
লভিবে সুযশঃ, সাঙ্গি[৪৫]— এ সঙ্গীত-ব্রতে!

৪১
মধুকর

শুনি গুন গুন ধ্বনি তোর এ কাননে,
মধুকর, এ পরাণ কাঁদে রে বিষাদে!
ফুল-কুল-বধূ-দলে সাধিস্ যতনে
অনুক্ষণ, মাগি ভিক্ষা অতি মৃদু নাদে,
তুমকী[৪৬] বাজায়ে যথা রাজার তোরণে
ভিখারী, কি হেতু তুই? ক[৪৭] মোরে,
কি সাদে[৪৮]
মোমের ভাণ্ডারে মধু রাখিস্ গোপনে,
ইন্দ্র যথা চন্দ্রলোকে, দানব-বিবাদে
সুধামৃত?[৪৯] এ আয়াসে কি সুফল ফলে?
কৃপণের ভাগ্য তোর! কৃপণ যেমতি
অনাহারে, অনিদ্রায়, সঞ্চয়ে বিকলে
বৃথা অর্থ ; বিধি-বশে তোর সে দুর্গতি!
গৃহ-চ্যুত করি তোরে, লুটি লয় বলে
পর জন পরে তোর শ্রমের সঙ্গতি!

৪২
নদী-তীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিব-মন্দির

এ মন্দির-বৃন্দ হেথা কে নির্ম্মিল কবে?
কোন্ জন? কোন্ কালে? জিজ্ঞাসিব কারে?
কহ মোরে কহ তুমি কল কল রবে,
ভুলে যদি, কল্লোলিনি, না থাক লো তারে।
এ দেউল-বর্গ গাঁথি উৎসর্গিল যবে
সে জন, ভাবিল কি সে, মাতি অহঙ্কারে,
থাকিবে এ কীর্ত্তি তার চিরদিন ভবে,
দীপরূপে আলো করি বিস্মৃতি-আঁধারে?
বৃথা ভাব, প্রবাহিণি, দেখ ভাবি মনে।
কি আছে লো চিরস্থায়ী এ ভবমণ্ডলে?
গুঁড়া হয়ে উড়ি যায় কালের পীড়নে
পাথর ; হুতাশে তার কি ধাতু না গলে?—
কোথা সে? কোথা বা নাম? ধন? লো ললনে?
হায়, গত, যথা বিম্ব তব চল জলে!

৪৩. অগ্নি। ৪৪. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। ৪৫. সাঙ্গ করে। ৪৬. তুম্বকী—একতারা। ৪৭. কথা বলার আঞ্চলিক কথ্যরূপ। ৪৮. সাধে। ৪৯. সমুদ্রমন্থনের প্রসঙ্গ।

৪৩

ভরসেল্‌স নগরে রাজপুরী ও উদ্যান

কত যে কি খেলা তুই খেলিস্‌ ভুবনে,
রে কাল, ভুলিতে কে তা পারে এই স্থলে?
কোথা সে রাজেন্দ্র এবে, যার ইচ্ছা-বলে
বৈজয়ন্ত-সম[৫০] ধাম এ মর্ত্ত্য-নন্দনে
শোভিল? হরিল কে সে নরাঙ্গরা-দলে,
নিত্য যারা, নৃত্যগীতে এ সুখ-সদনে,
মজাইত রাজ-মনঃ, কাম-কুতূহলে?
কোথা বা সে কবি, যারা বীণার স্বননে,
(কথারূপ ফুলপুঞ্জ ধরি পুট করে)
পূজিত সে রাজপদ? কোথা রথী যত,
গাণ্ডীবি-সদৃশ যারা প্রচণ্ড সমরে?
কোথা মন্ত্রী বৃহস্পতি[৫১]? তোর হাতে হত।
রে দুরন্ত, নিরন্তর যেমত সাগরে
চলে জল, জীব-কুলে চালাস্‌ সে মত।

৪৪

কিরাত-আর্জ্জুনীয়ম্‌

ধর ধনুঃ সাবধানে পার্থ মহামতি।
সামান্য মেনো না মনে, ধাইছে যে জন
ক্রোধভরে তব পানে! ওই পশুপতি,
কিরাতের রূপে তোমা করিতে ছলন!
হুঙ্কারি আসিছে ছদ্মী[৫২] মৃগরাজ-গতি,
হুঙ্কারি, হে মহাবাহু, দেহ তুমি রণ।
বীর-বীর্য্যে আশা-লতা কর ফলবতী—
বীরবীর্য্যে আশুতোষে[৫৩] তোষ, বীর-ধন!
করেছ কঠোর তপঃ এ গহন বনে;
কিন্তু, হে কৌন্তেয়, কহি, যাচিছ যে শর,
বীরতা-ব্যতীত, বীর, হেন অস্ত্র-ধনে
নারিবে লভিতে কভু,—দুর্লভ এ বর!
কি লাজ, অর্জ্জুন, কহ, হারিলে এ রণে?
মৃত্যুঞ্জয় রিপু তব, তুমি, রথি, নর![৫৪]

৪৫

পরলোক

আলোক-সাগর-রূপ রবির কিরণে,
ডুবে যথা প্রভাতের তারা সুহাসিনী;—
ফুটে যথা প্রেমামোদে, আইলে যামিনী,
কুসুম-কুলের কলি কুসুম-যৌবনে;—
বহি যথা সুপ্রবাহে প্রবাহ-বাহিনী,
লভে নিরবাণ সুখে সিন্ধুর চরণে,—
এই রূপে ইহ লোক— শাস্ত্রে এ কাহিনী—
নিরন্তর সুখরূপ পরম রতনে
পায় পরে পর-লোকে, ধরমের বলে।
হে ধর্ম্ম, কি লোভে তবে তোমারে বিস্মরি,
চলে পাপ-পথে নর, ভুলি পাপ-ছলে?
সংসার-সাগর-মাঝে তব স্বর্ণতরি
তেয়াগি, কি লোভে ডুবে বাতময়[৫৫] জলে?
দু দিন বাঁচিতে চাহে, চির দিন মরি?

৪৬

বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে[৫৬]

হায় রে, কোথা সে বিদ্যা, যে বিদ্যার বলে,
দূরে থাকি পার্থ রথী তোমার চরণে
প্রণমিলা, দ্রোণগুরু! আপন কুশলে
তুষিলা তোমার কর্ণ গোগৃহের রণে?[৫৭]
এ মম মিনতি, দেব, আসি অকিঞ্চনে[৫৮]
শিখাও সে মহাবিদ্যা এ দূর অঞ্চলে।
তা হলে, পূজিব আজি, মজি কুতূহলে,
মানি যাঁরে, পদ তাঁর ভারত-ভবনে!
নমি পায়ে কব কানে অতি মৃদুস্বরে,—
বেঁচে আছে আজু[৫৯] দাস তোমার প্রসাদে;[৬০]
অচিরে ফিরিব পুনঃ হস্তিনা-নগরে;
কেড়ে লব রাজ-পদ তব আশীর্ব্বাদে।—
কত যে কি বিদ্যা-লাভ দ্বাদশ বৎসরে
করিনু, দেখিবে, দেব, স্নেহের আহ্লাদে।

৫০. ইন্দ্রের প্রাসাদ—ইন্দ্রপুরী। ৫১. প্রজ্ঞাবান অর্থে। ৫২. ছদ্মবেশধারী। ৫৩. যিনি অল্পে সন্তুষ্ট হন—মহাদেব। ৫৪. এই কবিতার উপাদান মহাভারতের আখ্যান থেকে লওয়া। ৫৫. ঝটিকাসংকুল। ৫৬. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যে রচিত। ৫৭. মহাভারতের গোগৃহ যুদ্ধের প্রসঙ্গ। ৫৮. নিঃস্ব। ৫৯. আজও। ৬০. দয়ায়। ফ্রান্সে নিদারুণ আর্থিক সঙ্কটকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় কবিকে সাহায্য পাঠিয়েছিলেন।

৪৭

শ্মশান

বড় ভাল বাসি আমি ভ্রমিতে এ স্থলে,—
তত্ত্ব-দীক্ষা-দায়ী স্থল জ্ঞানের নয়নে।
নীরবে আসীন হেথা দেখি ভস্মাসনে
মৃত্যু—তেজোহীন আঁখি, হাড়-মালা গলে,
বিকট অধরে হাসি, যেন ঠাট-ছলে!
অর্থের গৌরব বৃথা হেথা—এ সদনে—
রূপের প্রফুল্ল ফুল শুষ্ক হুতাশনে,
বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, মান, বিফল সকলে।
কি সুন্দর অট্টালিকা, কি কুটীর-বাসী,
কি রাজা, কি প্রজা, হেথা উভয়ের গতি।
জীবনের স্রোতঃ পড়ে এ সাগরে আসি।
গহন কাননে বায়ু উড়ায় যেমতি
পত্র-পুঞ্জে, আয়ু-কুঞ্জে, কাল, জীব-রাশি
উড়ায়ে, এ নদ-পাড়ে তাড়ায় তেমতি।

৪৮

করুণ-রস

সুন্দর নদের তীরে হেরিনু সুন্দরী
বামারে মলিন-মুখী, শরদের শশী
রাহুর তরাসে যেন! সে বিরলে বসি,
মৃদে কাঁদে সুবদনা ; ঝরঝরে ঝরি,
গলে অশ্রু-বিন্দু, যেন মুক্তা-ফল খসি!
সে নদের স্রোতঃ অশ্রু পরশন করি,
ভাসে, ফুল্ল কমলের স্বর্ণকান্তি ধরি,
মধুলোভী মধুকরে মধুরসে রসি
গন্ধামোদী গন্ধবহে সুগন্ধ প্রদানি।
না পারি বুঝিতে মায়া, চাহিনু চঞ্চলে
চৌদিকে ; বিজন দেশ ; হৈল দেব-বাণী ;—
"কবিতা-রসের স্রোতঃ এ নদের ছলে ;
করুণা বামার নাম—রস-কুলে রাণী ;
সেই ধন্য, বশ সতী যার তপোবলে!"

৪৯

সীতা—বনবাসে

ফিরাইলা বনপথে অতি ক্ষুণ্ণ মনে
সুরথী লক্ষ্মণ রথ, তিতি চক্ষুঃ-জলে ;—
উজলিল বন-রাজী কনক কিরণে
স্যন্দন, দিনেন্দ্র যেন অস্তের অচলে।
নদী-পারে একাকিনী সে বিজন বনে
দাঁড়ায়ে, কহিলা সতী শোকের বিহ্বলে ;—
"ত্যজিলা কি, রঘু-রাজ, আজি এই ছলে
চির জন্যে জানকীরে? হে নাথ! কেমনে—
কেমনে বাঁচিবে দাসী ও পদ-বিরহে?
কে, কহ, বারিদ-রূপে, স্নেহ-বারি দানে,
(দাবানল-রূপে যবে দুখানল দহে)
জুড়াবে, হে রঘুচূড়া, এ পোড়া পরাণে?"
নীরবিলা ধীরে সাধ্বী ; ধীরে যথা রহে
বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য মূর্ত্তি, নির্ম্মিত পাষাণে![১]

৫০

কত ক্ষণে কাঁদি পুনঃ কহিলা সুন্দরী ;—
"নিদ্রায় কি দেখি, সত্য ভাবি কুস্বপনে?
হায়, অভাগিনী সীতা! ওই যে সে তরি,
যাহে বহি বৈদেহীরে আনিলা এ বনে
দেবর! নদীর স্রোতে একাকিনী, মরি!—
কাঁপি ভয়ে ভাসে ডিঙ্গা কাণ্ডারী-বিহনে!
অচিরে তরঙ্গ-চয়, নিষ্ঠুরে লো ধরি,
গ্রাসিবে, নতুবা পাড়ে তাড়ায়ে, পীড়নে
ভাঙ্গি বিনাশিবে ওরে! হে রাঘব-পতি,
এ দশা দাসীর আজি এ সংসার-জলে!
ও পদ ব্যতীত, নাথ, কোথা তার গতি!"—
মূর্চ্ছায় পড়িলা সতী সহসা ভূতলে,
পাষাণ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি কাননে যেমতি
পড়ে, বহে ঝড় যবে প্রলয়ের বলে।

৫১

বিজয়া-দশমী

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে!
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!—
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি! কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে?

তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে!
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি!"—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।[৬২]

৫২

কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা

শোভ নভে, নিশাপতি, এবে হে বিমলে!—
হেমাঙ্গি রোহিণি, তুমি, অঙ্গ-ভঙ্গি করি,
হুলাহুলি দিয়া নাচ, তারা-সঙ্গি-দলে!—
জান না কি কোন্ ব্রতে, লো সুর-সুন্দরি,
রত ও নিশায় বঙ্গ? পূজে কুতূহলে
রমায় শ্যামাঙ্গী এবে, নিদ্রা পরিহরি ;
বাজে শাঁখ, মিলে ধূপ ফুল-পরিমলে!
ধন্য তিথি ও পূর্ণিমা, ধন্য বিভাবরী!
হৃদয়-মন্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাসে
এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙা পদে,—
থাক বঙ্গ-গৃহে, যথা মানসে, মা, হাসে
চিররুচি[৬৩] কোকনদ ; বাসে[৬৪] কোকনদে
সুগন্ধ ; সুরত্নে জ্যোৎস্না ; সুতারা আকাশে ;
শুক্তির উদরে মুক্তা ; মুক্তি গঙ্গা-হ্রদে!

৫৩

বীর-রস

ভৈরব-আকৃতি শূরে দেখিনু নয়নে
গিরি-শিরে ; বায়ু-রথে, পূর্ণ ইরম্মদে,
প্রলয়ের মেঘ যেন! ভীম[৬৫] শরাসনে
ধরি বাম করে বীর, মত্ত বীর-মদে,
টঙ্কারিছে মুহুর্মুহুঃ, হুঙ্কারি ভীষণে,
ব্যোমকেশ-সম কায় ; ধরাতল পদে,
রতন-মণ্ডিত শিরঃ ঠেকিছে গগনে,
বিজলী-ঝলসা-রূপে উজলি জলদে।
চাঁদের পরিধি, যেন রাহুর গরাসে
ঢালখান ; উরু-দেশে অসি তীক্ষ্ণ অতি,
চৌদিকে, বিবিধ অস্ত্র। সুধিনু তরাসে,—
"কে এ মহাজন, কহ গিরি মহামতি?"
আইল শব্দ বহি স্তব্ধ আকাশে—
"বীর-রস এ বীরেন্দ্র, রস-কুল-পতি!"

৫৪

গদা-যুদ্ধ

দুই মত্ত হস্তী যথা উর্দ্ধশুণ্ড করি,
রকত-বরণ আঁখি, গরজে সঘনে,—
ঘুরায়ে ভীষণ গদা শূন্যে, কাল রণে,
গরজিলা দুর্য্যোধন, গরজিলা অরি
ভীমসেন। ধূলা-রাশি, চরণ-তাড়নে
উড়িল ; অধীরে ধরা থর থর থরি
কাঁপিলা ;—টলিল গিরি সে ঘন কম্পনে ;
উথলিল দ্বৈপায়নে জলের লহরী,
ঝড়ে যেন! যথা মেঘ, বজ্রানলে ভরা,
বজ্রানলে ভরা মেঘে আঘাতিলে বলে,
উজলি চৌদিক তেজে বাহিরায় ত্বরা
বিজলী ; গদায় গদা লাগি রণ-স্থলে,
উগরিল অগ্নি-কণা দরশন-হরা!
আতঙ্কে বিহঙ্গ-দল পড়িল ভূতলে।।[৬৬]

৫৫

গোগৃহ-রণে

হুহুঙ্কারি টঙ্কারিলা ধনুঃ ধনুর্দ্ধারী
ধনঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় প্রলয়ে যেমতি![৬৭]
চৌদিকে ঘেরিল বীরে রথ সারি সারি,
স্থির বিজলীর তেজঃ, বিজলীর গতি!—
শর-জালে শূর-ব্রজে সহজে সংহারি
শূরেন্দ্র, শোভিলা পুনঃ যথা দিনপতি
প্রখর কিরণে মেঘে খ-মুখে নিবারি,
শোভেন অম্লানে নভে। উত্তরের প্রতি
কহিলা আনন্দে বলী ;—"চালাও স্যন্দনে[৬৮]
বিরাট-নন্দন, দ্রুতে, যথা সৈন-দলে
লুকাইছে দুর্য্যোধন হেরি মোরে রণে,
তেজস্বী মৈনাক যথা সাগরের জলে

৬২. মেনকা। বাংলা শাক্তপদাবলীর অন্তর্গত আগমনী ও বিজয়াসঙ্গীত থেকে উপাদান সংগৃহীত। ৬৩. অম্লান সৌন্দর্য। ৬৪. বাস করে। ৬৫. ভয়ানক। ৬৬. মহাভারতের গদাপর্বের প্রসঙ্গ। ৬৭. মহাভারতের বিরাটপর্বের প্রসঙ্গ ৬৮. রথ।

৪৭

শ্মশান

বড় ভাল বাসি আমি ভ্রমিতে এ স্থলে,—
তত্ত্ব-দীক্ষা-দায়ী স্থল জ্ঞানের নয়নে।
নীরবে আসীন হেথা দেখি ভস্মাসনে
মৃত্যু—তেজোহীন আঁখি, হাড়-মালা গলে,
বিকট অধরে হাসি, যেন ঠাট-ছলে!
অর্থের গৌরব বৃথা হেথা—এ সদনে—
রূপের প্রফুল্ল ফুল শুষ্ক হুতাশনে,
বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, মান, বিফল সকলে।
কি সুন্দর অট্টালিকা, কি কুটীর-বাসী,
কি রাজা, কি প্রজা, হেথা উভয়ের গতি।
জীবনের স্রোতঃ পড়ে এ সাগরে আসি।
গহন কাননে বায়ু উড়ায় যেমতি
পত্র-পুঞ্জে, আয়ু-কুঞ্জে, কাল, জীব-রাশি
উড়ায়ে, এ নদ-পাড়ে তাড়ায় তেমতি।

৪৮

করুণ-রস

সুন্দর নদের তীরে হেরিনু সুন্দরী
বামারে মলিন-মুখী, শরদের শশী
রাহুর তরাসে যেন! সে বিরলে বসি,
মৃদে কাঁদে সুবদনা ; ঝরঝরে ঝরি,
গলে অশ্রু-বিন্দু, যেন মুক্তা-ফল খসি!
সে নদের স্রোতঃ অশ্রু পরশন করি,
ভাসে, ফুল্ল কমলের স্বর্ণকান্তি ধরি,
মধুলোভী মধুকরে মধুরসে রসি
গন্ধামোদী গন্ধবহে সুগন্ধ প্রদানি।
না পারি বুঝিতে মায়া, চাহিনু চঞ্চলে
চৌদিকে ; বিজন দেশ ; হৈল দেব-বাণী ;—
"কবিতা-রসের স্রোতঃ এ নদের ছলে ;
করুণা বামার নাম—রস-কুলে রাণী ;
সেই ধন্য, বশ সতী যার তপোবলে!"

৪৯

সীতা—বনবাসে

ফিরাইলা বনপথে অতি ক্ষুণ্ন মনে
সুরথী লক্ষ্মণ রথ, তিতি চক্ষুঃ-জলে ;—
উজলিল বন-রাজী কনক কিরণে
স্যন্দন, দিনেন্দ্র যেন অস্তের অচলে।
নদী-পারে একাকিনী সে বিজন বনে
দাঁড়ায়ে, কহিলা সতী শোকের বিহ্বলে ;—
"ত্যজিলা কি, রঘু-রাজ, আজি এই ছলে
চির জন্যে জানকীরে? হে নাথ! কেমনে—
কেমনে বাঁচিবে দাসী ও পদ-বিরহে?
কে, কহ, বারিদ-রূপে, স্নেহ-বারি দানে,
(দাবানল-রূপে যবে দুখানল দহে)
জুড়াবে, হে রঘুচূড়া, এ পোড়া পরাণে?"
নীরবিলা ধীরে সাধ্বী ; ধীরে যথা রহে
বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য মূর্ত্তি, নির্ম্মিত পাষাণে![১]

৫০

কত ক্ষণে কাঁদি পুনঃ কহিলা সুন্দরী ;—
"নিদ্রায় কি দেখি, সত্য ভাবি কুস্বপনে?
হায়, অভাগিনী সীতা! ওই যে সে তরি,
যাহে বহি বৈদেহীরে আনিলা এ বনে
দেবর! নদীর স্রোতে একাকিনী, মরি!—
কাঁপি ভয়ে ভাসে ডিঙ্গা কাণ্ডারী-বিহনে!
অচিরে তরঙ্গ-চয়, নিষ্ঠুরে লো ধরি,
গ্রাসিবে, নতুবা পাড়ে তাড়ায়ে, পীড়নে
ভাঙ্গি বিনাশিবে ওরে! হে রাঘব-পতি,
এ দশা দাসীর আজি এ সংসার-জলে!
ও পদ ব্যতীত, নাথ, কোথা তার গতি!"—
মূর্চ্ছায় পড়িলা সতী সহসা ভূতলে,
পাষাণ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি কাননে যেমতি
পড়ে, বহে ঝড় যবে প্রলয়ের বলে।

৫১

বিজয়া-দশমী

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে!
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!—
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি! কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে?

তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে !
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি !"—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।[৬২]

৫২

কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা

শোভ নভে, নিশাপতি, এবে হে বিমলে !—
হেমাঙ্গি রোহিণি, তুমি, অঙ্গ-ভঙ্গি করি,
হুলাহুলি দিয়া নাচ, তারা-সঙ্গি-দলে !—
জান না কি কোন্ ব্রতে, লো সুর-সুন্দরি,
রত ও নিশায় বঙ্গ ? পুজে কুতূহলে
রমায় শ্যামাঙ্গী এবে, নিদ্রা পরিহরি ;
বাজে শাঁখ, মিলে ধূপ ফুল-পরিমলে !
ধন্য তিথি ও পূর্ণিমা, ধন্য বিভাবরী !
হৃদয়-মন্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাসে
এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙা পদে,—
থাক বঙ্গ-গৃহে, যথা মানসে, মা, হাসে
চিররুচি[৬৩] কোকনদ ; বাসে[৬৪] কোকনদে
সুগন্ধ ; সুরত্নে জ্যোৎস্না ; সুতারা আকাশে ;
শুক্তির উদরে মুক্তা ; মুক্তি গঙ্গা-হ্রদে !

৫৩

বীর-রস

ভৈরব-আকৃতি শূরে দেখিনু নয়নে
গিরি-শিরে ; বায়ু-রথে, পূর্ণ ইরম্মদে,
প্রলয়ের মেঘ যেন ! ভীম[৬৫] শরাসনে
ধরি বাম করে বীর, মত্ত বীর-মদে,
টঙ্কারিছে মুহুর্মুহুঃ, হুঙ্কারি ভীষণে,
ব্যোমকেশ-সম কায় ; ধরাতল পদে,
রতন-মণ্ডিত শিরঃ ঠেকিছে গগনে,
বিজলী-ঝলসা-রূপে উজলি জলদে।
চাঁদের পরিধি, যেন রাহুর গরাসে
ঢালখান ; উরু-দেশে অসি তীক্ষ্ণ অতি,
চৌদিকে, বিবিধ অস্ত্র। সুধিনু তরাসে,—
"কে এ মহাজন, কহ গিরি মহামতি ?"
আইল শব্দ বহি স্তব্ধ আকাশে—
"বীর-রস এ বীরেন্দ্র, রস-কুল-পতি !"

৫৪

গদা-যুদ্ধ

দুই মত্ত হস্তী যথা উর্দ্ধশুণ্ড করি,
রকত-বরণ আঁখি, গরজে সঘনে,—
ঘুরায়ে ভীষণ গদা শূন্যে, কাল রণে,
গরজিলা দুর্য্যোধন, গরজিলা অরি
ভীমসেন। ধূলা-রাশি, চরণ-তাড়নে
উড়িল ; অধীরে ধরা থর থর থরি
কাঁপিলা ;—টলিল গিরি সে ঘন কম্পনে ;
উথলিল দ্বৈপায়নে জলের লহরী,
ঝড়ে যেন ! যথা মেঘ, বজ্রানলে ভরা,
বজ্রানলে ভরা মেঘে আঘাতিলে বলে,
উজলি চৌদিক তেজে বাহিরায় ত্বরা
বিজলী ; গদায় গদা লাগি রণ-স্থলে,
উগরিল অগ্নি-কণা দরশন-হরা !
আতঙ্কে বিহঙ্গ-দল পড়িল ভূতলে।।[৬৬]

৫৫

গোগৃহ-রণে

হুহুঙ্কারি টঙ্কারিলা ধনুঃ ধনুর্দ্ধারী
ধনঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় প্রলয়ে যেমতি ![৬৭]
চৌদিকে ঘেরিল বীরে রথ সারি সারি,
স্থির বিজলীর তেজঃ, বিজলীর গতি !—
শর-জালে শূর-ব্রজে সহজে সংহারি
শূরেন্দ্র, শোভিলা পুনঃ যথা দিনপতি
প্রখর কিরণে মেঘে খ-মুখে নিবারি,
শোভেন অম্লানে নভে। উত্তরের প্রতি
কহিলা আনন্দে বলী ;—"চালাও স্যন্দনে[৬৮]
বিরাট-নন্দন, দ্রুতে, যথা সৈন-দলে
লুকাইছে দুর্য্যোধন হেরি মোরে রণে,
তেজস্বী মৈনাক যথা সাগরের জলে

৬২. মেনকা। বাংলা শাক্তপদাবলীর অন্তর্গত আগমনী ও বিজয়াসঙ্গীত থেকে উপাদান সংগৃহীত। ৬৩. অম্লান সৌন্দর্য। ৬৪. বাস করে। ৬৫. ভয়ানক। ৬৬. মহাভারতের গদাপর্বের প্রসঙ্গ। ৬৭. মহাভারতের বিরাটপর্বের প্রসঙ্গ ৬৮. রথ।

বজ্রাগ্নির কাল তেজে ভয় পেয়ে মনে।[৬৯]—
দণ্ডিব প্রচণ্ডে দুষ্টে গাণ্ডীবের বলে।”

৫৬

কুরুক্ষেত্রে

যথা দাবানল বেড়ে অনল-প্রাচীরে
সিংহ-বৎসে। সপ্ত রথী বেড়িলা তেমতি
কুমারে। অনল-কণা-রূপে শর, শিরে
পড়ে পুঞ্জে পুঞ্জে পুড়ি, অনিবার-গতি!
সে কাল অনল-তেজে, সে বনে যেমতি
রোষে, ভয়ে সিংহ-শিশু গরজে অস্থিরে
গরজিলা মহাবাহু চারি দিকে ফিরে
রোষে, ভয়ে। ধরি ঘন ধূমের মূরতি,
উড়িল চৌদিকে ধূলা, পদ-আস্ফালনে
অশ্বের। নিশ্বাস ছাড়ি আর্জ্জুনি বিষাদে,
ছাড়িলা জীবন-আশা তরুণ যৌবনে।
আঁধারি চৌদিক যথা রাহু গ্রাসে চাঁদে,
গ্রাসিলা বীরেশে যম। অন্তের শয়নে
নিদ্রা গেলা অভিমন্যু অন্যায় বিবাদে।[৭০]

৫৭

শৃঙ্গার-রস

শুনিনু নিদ্রায় আমি, নিকুঞ্জ-কাননে,
মনোহর বীণা-ধ্বনি ;—দেখিনু সে স্থলে
রূপস[৭১] পুরুষ এক কুসুম-আসনে,
ফুলের চৌপর[৭২] শিরে, ফুল-মালা গলে।
হাত ধরাধরি করি নাচে কুতূহলে
চৌদিকে রমণী-চয়, কামাগ্নি-নয়নে,—
উজলি কানন-রাজি বরাঙ্গ-ভূষণে,
ব্রজে যথা ব্রজাঙ্গনা রাস-রঙ্গ-ছলে।
সে কামাগ্নি-কণা লয়ে সে যুবক, হাসি
জ্বালাইছে হিয়াবৃন্দে ; ফুল-ধনুঃ ধরি
হানিতেছে চারি দিকে বাণ রাশি রাশি
কি দেব কি নর উভে জর জর করি!
“কামদেব অবতার রস-কুলে আসি,
শৃঙ্গার রসের নাম।” জাগিনু শিহরি।

৫৮

* * *

নহি আমি, চারু-নেত্রা, সৌমিত্রি[৭৩] কেশরী;
তবে কেন পরাভূত না হব সমরে?
চন্দ্র-চূড়-রথী তুমি, বড় ভয়ঙ্করী,
মেঘনাদ-সম শিক্ষা মদনের বরে।
গিরির আড়ালে থেকে, বাঁধ, লো সুন্দরি
নাগ-পাশে অরি তুমি ; দশ গোটা শরে
কাট গণ্ডদেশ তার, দণ্ড লো অধরে ;
মুহুর্মুহুঃ ভূকম্পনে অধীর লো করি!—
এ বড় অদ্ভুত রণ! তব শঙ্খ-ধ্বনি
শুনিলে টুটে লো বল। শ্বাস-বায়ু-বাণে
ধৈরয-কবচ তুমি উড়ায়ে, রমণি,
কটাক্ষের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বিঁধ লো পরাণে।—
এতে দিগম্বরী-রূপ যদি সুবদনি,
ত্রস্ত হয়ে ব্যস্তে কে লো পরাস্ত না মানে?

৫৯

সুভদ্রা

যথা ধীরে স্বপ্ন-দেবী রঙ্গে সঙ্গে করি
মায়া-নারী—রত্নোত্তমা রূপের সাগরে,—
পশিলা নিশায় হাসি মন্দিরে সুন্দরী
সত্যভামা, সাথে ভদ্রা, ফুল-মালা করে।
বিমলিল দীপ-বিভা ; পূরিল সত্বরে
সৌরভে শয়নাগার, যেন ফুলেশ্বরী
সরোজিনী প্রফুল্লিলা আচম্বিতে সরে,
কিম্বা বনে বন-সখী সুনাগকেশরী!
শিহরি জাগিলা পার্থ, যেমতি স্বপনে
সম্ভোগ-কৌতুকে মাতি সুপ্ত জন জাগে ;—
কিন্তু কাঁদে প্রাণ তার সে কু-জাগরণে,
সাধে সে নিদ্রায় পুনঃ বৃথা অনুরাগে।
তুমি পার্থ ভাগ্য-বলে জাগিলা সুক্ষণে
মরতে স্বরগ-ভোগ ভোগিতে সোহাগে।[৭৪]

৬৯. মৈনাক পর্বত ও ইন্দ্রের বিরোধের পৌরাণিক প্রসঙ্গ। ৭০. মহাভারতের দ্রোণ পর্বের প্রসঙ্গ। ৭১. রূপবান। ৭২. টোপর। ৭৩. সুমিত্রার পুত্র—লক্ষ্মণ। ৭৪. মহাভারতের প্রসঙ্গ।

৬০
উর্ব্বশী

যথা তুষারের হিয়া, ধবল-শিখরে,
কভু নাহি গলে রবি-বিভার চুম্বনে,
কামানলে ; অবহেলি মন্মথের শরে
রথীন্দ্র, হেরিলা, জাগি, শয়ন-সদনে
(কনক-পুতলী যেন নিশার স্বপনে)
উর্ব্বশীরে। "কহ, দেবি, কহ এ কিঙ্করে,"—
সুধিলা সম্ভাষি শূর সুমধুর স্বরে,
"কি হেতু অকালে হেথা, মিনতি চরণে?"
উন্মদা মদন-মদে, কহিলা উর্ব্বশী ;
"কামাতুরা আমি, নাথ, তোমার কিঙ্করী ;
সরের সুকান্তি দেখি যথা পড়ে খসি
কৌমুদিনী তার কোলে, লও কোলে ধরি
দাসীরে ; অধর দিয়া অধর পরশি,
যথা কৌমুদিনী কাঁপে, কাঁপি থর থরি।"[৭৫]

৬১
রৌদ্র-রস

শুনিনু গম্ভীর ধ্বনি গিরির গহ্বরে,
ক্ষুধার্ত্ত কেশরী যেন নাদিছে ভীষণে ;
প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জ্জিছে গগনে ;
সচূড়ে পাহাড় কাঁপে থর থর থরে,
কাঁপে চারি দিকে বন যেন ভূকম্পনে ;
উথলে অদূরে সিন্ধু যেন ক্রোধ-ভরে,
যবে প্রভঞ্জন আসে নির্ঘোষ ঘোষণে।
জিজ্ঞাসিনু ভারতীরে জ্ঞানার্থে সত্বরে!
কহিলা মা ;—"রৌদ্র নামে রস, রৌদ্র অতি,
রাখি আমি, ওরে বাছা, বাঁধি এই স্থলে,
(কৃপা করি বিধি মোরে দিলা এ শকতি)
বাড়বাগ্নি মগ্ন যথা সাগরের জলে।
বড়ই কর্কশ-ভাষী, নিষ্ঠুর, দুর্ম্মতি,
সতত বিবাদে মত্ত, পুড়ি রোষানলে।"

৬২
দুঃশাসন

মেঘ-রূপ চাপ ছাড়ি, বজ্রাগ্নি যেমনে
পড়ে পাহাড়ের শৃঙ্গে ভীষণ নির্ঘোষে ;
হেরি ক্ষেত্রে ক্ষত্র-গ্লানি দুষ্ট দুঃশাসনে,
রৌদ্ররূপী ভীমসেন ধাইলা সরোষে ;
পদাঘাতে বসুমতী কাঁপিলা সঘনে ;
বাজিল উরুতে অসি গুরু অসি-কোষে
যথা সিংহ সিংহনাদে ধরি মৃগে বনে
কামড়ে প্রগাঢ়ে ঘাড় লহু-ধারা শোষে ;
বিদরি হৃদয় তার ভৈরব-আরবে,
পান করি রক্ত-স্রোতঃ গর্জ্জিলা পাবনি।
"মানাগ্নি নিবানু আমি আজি এ আহবে
বর্ব্বর!— পাঞ্চালী সতী, পাণ্ডব-রমণী,
তার কেশপাশ পর্শি, আকর্ষিলি যবে,
কুরু-কুলে রাজলক্ষ্মী ত্যজিলা তখনি।"[৭৬]

৬৩
হিড়িম্বা

উজলি চৌদিক এবে রূপের কিরণে,
বীরেশ ভীমের পাশে কর যোড় করি
দাঁড়াইলা, প্রেম-ডোরে বাঁধা কায় মনে
হিড়িম্বা ; সুবর্ণ-কান্তি বিহঙ্গী সুন্দরী
কিরাতের ফাঁদে যেন! ধাইল কাননে
গন্ধামোদে অন্ধ অলি, আনন্দে গুঞ্জরি,—
গাইল বাসন্তামোদে শাখার উপরি
মধুমাখা গীত পাখী সে নিকুঞ্জ-বনে।
সহসা নড়িল বন ঘোর মড়মড়ে,
মদ-মত্ত হস্তী কিম্বা গণ্ডার সরোষে
পশিলে বনেতে, বন যেই মতে নড়ে।
দীর্ঘ-তাল-তুল্য গদা ঘুরায়ে নির্ঘোষে,
ছিন্ন করি লতা-কুলে ভাঙি বৃক্ষ রড়ে,
পশিল হিড়িম্ব রক্ষঃ—রৌদ্র ভগ্নী-দোষে।[৭৭]

৭৫. ৭৬. ৭৭. মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব থেকে গৃহীত।

৬৪

ক্রোধান্ধ মেঘের চক্ষে জ্বলে যথা খরে
ক্রোধাগ্নি তড়িত-রূপে ; রকত-নয়নে
ক্রোধাগ্নি! মেঘের মুখে যেমতি নিঃসরে
ক্রোধ-নাদ বজ্রনাদে, সে ঘোর ঘোষণে
ভয়ার্ত্ত ভূধর ভুমে, খেচর অম্বরে,
ঘন হুহুঙ্কার-ধ্বনি বিকট বদনে ;—
"রক্ষঃ-কুল-কলঙ্কিনি, কোথা লো এ বনে
তুই? দেখি, আজি তোরে কে বা রক্ষা করে!"
মুর্ত্তিমান্ রৌদ্র-রসে হেরি রসবতী,
সভয়ে কহিলা কাঁদি বীরেন্দ্রের পদে,—
"লৌহ-ক্রম চিল ওই ; সফরীর গতি
দাসীর! ছুটিছে দুষ্ট ফাটি বীর-মদে,
অবলা অধীনা জনে রক্ষ, মহামতি,
বাঁচাই পরাণ ডুবি তব কৃপা-হ্রদে।"

৬৫

উদ্যানে পুষ্করিণী

বড় রম্য স্থলে বাস তোর, লো সরসি!
দগধা বসুধা যবে চৌদিকে প্রখরে
তপনের, পত্রময়ী শাখা ছত্র ধরে
শীতলিতে দেহ তোর ; মৃদু্য শ্বাসে পশি,
সুগন্ধ পাখার রূপে, বায়ু বায়ু করে।
বাড়াতে বিরাম তোর আদরে, রূপসি,
শত শত পাতা মিলি মিষ্টে মরমরে ;
স্বর্ণ-কান্তি ফুল ফুটি, তোর তটে বসি,
যোগায়সৌরভ-ভোগ, কিঙ্করী যেমতি
পাট-মহিষীর খাটে, শয়ন-সদনে।
নিশায় বাসর রঙ্গ তোর, রসবতি,
লয়ে চাঁদে,—কত হাসি প্রেম-আলিঙ্গনে!
বৈতালিক-পদে[৭৮] তোর পিক-কুল-পতি ;
ভ্রমর গায়ক ; নাচে খঞ্জন, ললনে।

৬৬

নূতন বৎসর

ভূত-রূপ সিন্দু-জলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে।
নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল
আবার আয়ুর পথে। হৃদয়-কাননে,
কত শত আশা-লতা শুখায়ে মরিল,
হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে!
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল!
বাড়িতে লাগিল বেলা ; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়ু-রূপ স্বরে ;
নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি ;
চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
ঊষা,—তপনের দূতী, অরুণ-রমণী!

৬৭

কেউটিয়া সাপ

বিষাগার শিরঃ হেরি মণ্ডিত কমলে
তোর, যম-দূত, জন্মে বিস্ময় এ মনে!
কোথায় পাইলি তুই,—কোন্ পুণ্যবলে—
সাজাতে কুচূড়া তোর, হেন সুভূষণে?
বড়ই অহিত-কারী তুই এ ভবনে।
জীব-বংশ-ধ্বংস-রূপে সংসার-মণ্ডলে
সৃষ্টি তোর। ছটফটি, কে না জানে, জ্বলে
শরীর, বিষাগ্নি যবে জ্বালাস্ দংশনে?—
কিন্তু তোর অপেক্ষা রে, দেখাইতে পারি,
তীক্ষ্ণতর বিষধর অরি নর-কুলে!
তোর সম বাহ্য-রূপে অতি মনোহারী,—
তোর সম শিরঃ-শোভা রূপ-পদ্ম-ফুলে।
কে সে? কবে কবি, শোন্! সে রে সেই নারী,
যৌবনের মদে যে রে ধর্ম্ম-পথ ভুলে!

৬৮

শ্যামা-পক্ষী

আঁধার পিঞ্জরে তুই, রে কুঞ্জ-বিহারি
বিহঙ্গ, কি রঙ্গে গীত গাইস্ সুস্বরে?
ক মোরে, পূর্ব্বের সুখ কেমনে বিস্মরে
মনঃ তোর? বুঝা রে, যা বুঝিতে না পারি!
সঙ্গীত-তরঙ্গ-সঙ্গে মিশি কি রে ঝরে
অদৃশ্যে ও কারাগারে নয়নের বারি?

৭৮. স্তুতিপাঠক।

রোদন-নিনাদ কি রে লোকে মনে করে
মধুমাখা গীত-ধ্বনি, অজ্ঞানে বিচারি ?
কে ভাবে, হৃদয়ে তোর কি ভাব উথলে ?—
কবির কুভাগ্য তোর, আমি ভাবি মনে।
দুখের আঁধারে মজি গাইস্ বিরলে
তুই, পাখি, মজায়ে রে মধু-বরিষণে!
কে জানে যাতনা কত তোর ভব-তলে ?
মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি হুতাশনে![৭৯]

৬৯

দ্বেষ

শত ধিক্ সে মনেরে, কাতর যে মনঃ
পরের সুখেতে সদা এ ভব-ভবনে!
মোর মতে নর-কুলে কলঙ্ক সে জন
পোড়ে আঁখি যার যেন বিষ-বরিষণে,
বিকশে কুসুম যদি, গায় পিক-গণে
বাসন্ত আমোদে পুরি ভাগ্যের কানন
পরের! কি গুণ দেখে, কব তা কেমনে,
প্রসাদ তোমার, রমা, কর বিতরণ
তুমি ? কিন্তু এ প্রসাদ, নমি যোড় করে
মাগি রাঙা পায়ে, দেবি ; দ্বেষের অনলে
(সে মহানরক ভবে!) সুখী দেখি পরে,
দাসের পরাণ যেন কভু নাহি জ্বলে,
যদিও না পাত তুমি তার ক্ষুদ্র ঘরে
রত্ন সিংহাসন, মা গো, কুভাগ্যের বলে!

৭০

বসন্তে কানন-রাজি সাজে নানা ফুলে,
নব বিধুমুখী বধূ যাইতে বাসরে
যেমতি ; তবু সে নদ, শোভে যার কূলে
সে কানন, যদ্যপিও তার কলেবরে
নাহি অলঙ্কার, তবু সে দুখ সে ভুলে
পড়শীর সুখ দেখি ; তবুও সে ধরে
মূর্ত্তি তার হিয়া-রূপ দরপণে তুলে
আনন্দে! আনন্দ-গীত গায় মৃদু স্বরে!—
হে রমা, অজ্ঞান নদ, জ্ঞানবান্ করি,
সৃজেছেন দাসে বিধি ; তবে কেন আমি
তব মায়া, মায়াময়ি, জগতে বিস্মরি,
কু-ইন্দ্রিয়-বশে হব এ কুপথ-গামী ?
এ প্রসাদ যাচি পদে, ইন্দিরা সুন্দরি,
দ্বেষ-রূপ ইন্দ্রিয়ের কর দাসে স্বামী।

৭১

যশঃ

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে ?
ফেন-চূড় জল-রাশি আসি কি রে ফিরে,
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে ?
অথবা খোদিনু তারে যশোগিরি-শিরে,
গুণ-রূপ যন্ত্রে কাটি অক্ষর সুক্ষণে,—
নারিবে উঠাতে যাহে, ধুয়ে নিজ নীরে,
বিস্মৃতি, বা মলিনিতে মলের মিলনে ?—
শূন্য-জল জল-পথে জলে লোক স্মরে ;
দেব-শূন্য দেবালয়ে অদৃশ্যে নিবাসে
দেবতা ; ভস্মের রাশি ঢাকে বৈশ্বানরে।
সেই রূপে, ধড় যবে পড়ে কাল-গ্রাসে,
যশোরূপাশ্রমে প্রাণ মর্ত্ত্যে বাস করে ;—
কুযশে নরকে যেন সুযশে—আকাশে।

৭২

ভাষা

"O matre pulchra—
Filia pulchrior!"
HOR.

লো সুন্দরী জননীর
সুন্দরীতরা দুহিতা!—

মূঢ় সে, পণ্ডিতগণে তাহে নাহি গণি,
কহে যে, রূপসী তুমি নহ, লো সুন্দরি
ভাষা!—শত ধিক্ তারে! ভুলে সে কি করি,
শকুন্তলা তুমি, তব মেনকা জননী ?
রূপ-হীনা দুহিতা কি, মা যার অপ্সরী ?—
বীণার রসনা-মূলে জন্মে কি কুধ্বনি ?
কবে মন্দ-গন্ধ শ্বাস শ্বাসে ফুলেশ্বরী
নলিনী ? সীতারে গর্ভে ধরিলা ধরণী।
দেব-যোনি মা তোমার ; কাল নাহি নাশে
রূপ তাঁর ; তবু কাল করে কিছু ক্ষতি।

৭৯. অগ্নিদাহন সহ্য করেও ধূপ গন্ধ বিতরণ করে এবং মুগ্ধ করে।

নব রস-সুধা কোথা বয়েসের হাসে[৮০]— ?
কালে সুবর্ণের বর্ণ ম্লান, লো যুবতি!
নব শশিকলা তুমি ভারত-আকাশে,
নব-ফুলে বাক্য-বনে, নব মধুমতী।
দেখেছ পূর্ণিমা-রাত্রে শরদের শশী ;
বধিয়াছ দীর্ঘ-শৃঙ্গী কুরঙ্গে কাননে ;—
সে সকলে ধিক্ মান! ওই হে উর্ব্বশী!
সোণার পুতলি যেন, পড়ি অচেতনে।

৭৩
সাংসারিক জ্ঞান

"কি কাজ বাজায়ে বীণা ; কি কাজ জাগায়ে
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে?
কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
মেঘ-রূপে, মনোরূপ ময়ূরে নাচায়ে?
স্বতরিতে তুলি তোরে বেড়াবে কি বায়ে[৮১]
সংসার-সাগর-জলে, স্নেহ করি মনে
কোন জন? দেবে[৮২]— অন্ন অর্দ্ধ মাত্র খায়ে,[৮৩]
ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি রে তোরণে?
ছিঁড়ি তার-কুল, বীণা ছুড়ি ফেল দূরে!"
কহে সাংসারিক জ্ঞান—ভবে বৃহস্পতি।
কিন্তু চিত্ত-ক্ষেত্রে যবে এ বীজ অঙ্কুরে,
উপাড়ে ইহায় হেন কাহার শকতি?
উদাসীন-দশা তার সদা জীব-পুরে,
যে অভাগা রাঙা পদ ভজে, মা ভারতি।

৭৪
পুরুরবা

যথা ঘোর বনে ব্যাধ বধি অজাগরে[৮৪],
চিরি শিরঃ তার, লভে অমূল রতনে ;[৮৫]
বিমুখি কেশীরে আজি, হে রাজা, সমরে,
লভিলা ভুবন-লোভ তুমি কাম-ধনে![৮৬]
হে সুভগ, যাত্রা তব বড় শুভ ক্ষণে!—
ঐ যে দেখিছ এবে, গিরির উপরে,
আচ্ছন্ন, হে মহীপতি, মূর্চ্ছা-রূপ ঘনে
চাঁদেরে, কে ও, তা জান? জিজ্ঞাস সত্বরে,
পরিচয় দেবে সখী, সমুখে যে বসি।
মানসে কমল, বলি, দেখেছ নয়নে ;

৭৫
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

স্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে
ক্ষণ কাল, অল্পায়ুঃ পয়োরাশি চলে
বরিষায় জলাশয়ে ; দৈব-বিড়ম্বনে
ঘটিল কি সেই দশা সুবঙ্গ-মণ্ডলে
তোমার, কোবিদ বৈদ্য? এই ভাবি মনে,—
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে?
আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে[৮৭] তুমি ; নানা খেলা খেলিলা হরষে ;
যমুনা হয়েছ পার ; তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা? স্মরণ-নিকষে,
মন্দ-স্বর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে
নাহি কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে?

৭৬
শনি

কেন মন্দ গ্রহ বলি নিন্দা তোমা করে
জ্যোতিষী? গ্রহেন্দ্র তুমি, শনি মহামতি!
ছয় চন্দ্র[৮৮] রত্নরূপে সুবর্ণ টোপরে
তোমার ; সুকটিদেশে পর, গ্রহ-পতি
হৈম সারসন[৮৯], যেন আলোক-সাগরে!
সুনীল, গগন-পথে ধীরে তব গতি।
বাখানে নক্ষত্র-দল ও রাজ-মূরতি
সঙ্গীতে, হেমাঙ্গ বীণা বাজায়ে অম্বরে।
হে চল রশ্মির রাশি, সুধি কোন জনে,—
কোন জীব তব রাজ্যে আনন্দে নিবাসে?

৮০. পরিণত বয়স্কার হাসি। ৮১. বেয়ে। ৮২. দিনকালে। ৮৩. খেয়ে। ৮৪. শুদ্ধ শব্দ অজগর। ৮৫. অমূল্য রত্ন। এটি কাল্পনিক বিশ্বাস মাত্র। ৮৬. কামনার ধন। ৮৭. জীবনকালে। ৮৮. উপগ্রহ বোঝাতে চন্দ্র শব্দের ব্যবহার। শনিগ্রহের ছয়টি উপগ্রহ। প্রকৃতপক্ষে আটটি। ৮৯. কোমরবন্ধ।

জন-শূন্য নহ তুমি, জানি আমি মনে,
হেন রাজা প্রজা-শূন্য,—প্রত্যয়ে না আসে!—
পাপ, পাপ-জাত মৃত্যু, জীবন-কাননে,
তব দেশে, কীটরূপে কুসুম কি নাশে?

৭৭

সাগরে তরি

হেরিনু নিশায় তরি অপথ সাগরে,
মহাকায়া, নিশাচরী, যেন মায়া-বলে,
বিহঙ্গিনী-রূপ ধরি, ধীরে ধীরে চলে,
রঙ্গে সুধবল পাখা বিস্তারি অম্বরে!
রতনের চূড়া-রূপে শিরোদেশে জ্বলে
দীপাবলী, মনোহরা নানা বর্ণ করে,—
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, মিশ্রিত পিঙ্গলে
চারি দিকে ফেনাময় তরঙ্গ সুস্বরে
গাইছে আনন্দে যেন, হেরি এ সুন্দরী
বামারে, বাখানি রূপ, সাহস, আকৃতি।
ছাড়িতেছে পথ সবে আস্তে ব্যস্তে সরি,
নীচ জন হেরি যথা কুলের যুবতী।
চলিছে গুমরে[৯০] বামা পথ আলো করি,
শিরোমণি-তেজে যথা ফণিনীর গতি।

৭৮

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর[৯১]

সুরপুরে সশরীরে, শূর-কুল-পতি
অর্জ্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পুণ্য-বলে
ফিরিলা কানন-বাসে ;[৯২]— তুমি হে তেমতি,
যাও সুখে ফিরি এবে ভারত-মণ্ডলে,
মনোদ্যানে আশা-লতা তব ফলবতী!—
ধন্য ভাগ্য, হে সুভগ, তব ভব-তলে!
শুভ ক্ষণে গর্ব্ভে তোমা ধরিলা সে সতী,
তিতিবেন যিনি, বৎস, নয়নের জলে
(স্নেহাসার!) যবে রঙ্গে বায়ু-রূপ ধরি
জনরব, দূর বঙ্গে বহিবে সত্বরে
এ তোমার কীর্ত্তি-বার্ত্তা!— যাও দ্রুতে, তরি,
নীলমণি-ময় পথ অপথ সাগরে!
অদৃশ্যে রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী
বঙ্গ-লক্ষ্মী! যাও, কবি আশীর্ব্বাদ করে!—

৭৯

শিশুপাল

নর-পাল-কুলে তব জনম সুক্ষণে
শিশুপাল![৯৩] কহি শুন, রিপুরূপ ধরি,
ওই যে গরুড়-ধ্বজে গরজেন ঘনে
বীরেশ, এ ভব-দহে মুকতির তরি!
টঙ্কারি কার্ম্মুক, পশ হুহুঙ্কারে রণে ;
এ ছার সংসার-মায়া অন্তিমে পাসরি ;
নিন্দাছলে বন্দ, ভক্ত, রাজীব চরণে।
জানি, ইষ্টদেব তব, নহেন হে অরি
বাসুদেব ; জানি আমি বাগ্দেবীর বরে।
লৌহদন্ত হল, শুন, বৈষ্ণব সুমতি,
ছিঁড়ি ক্ষেত্র-দেহ যথা ফলবান করে
সে ক্ষেত্রে ; তোমায় ক্ষণ যাতনি[৯৪] তেমতি
আজি, তীক্ষ্ণ শর-জালে বধি এ সমরে,
পাঠাবেন সুবৈকুণ্ঠে সে বৈকুণ্ঠ-পতি।

৮০

তারা

নিত্য তোমা হেরি প্রাতে ওই গিরি-শিরে
কি হেতু, কহ তা মোরে, সুচারু-হাসিনি?
নিত্য অবগাহি দেহ শিশিরের নীরে,
দেও দেখা, হৈমবতি, থাকিতে যামিনী।
বহে কলকল রবে স্বচ্ছ প্রবাহিণী
গিরি-তলে ; সে দর্পণে নিরখিতে ধীরে
ও মুখের আভা কি লো, আইস, কামিনি,
কুসুম-শয়ন থুয়ে সুবর্ণ মন্দিরে?—
কিম্বা, দেহ কারাগার তেয়াগি ভূতলে,
স্নেহ-কারী জন-প্রাণ তুমি দেব-পুরে,

৯০. গর্ব। ৯১. রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ (১৮৬৫-১৯৪২)। ভারতের প্রথম আই. সি. এস. ৯২. ৯৩. মহাভারতের প্রসঙ্গ। ৯৪. অল্প সময়ের জন্য ক্লেশ দিচ্ছি।

ভাল বাসি এ দাসেরে, আইস এ ছলে
হৃদয় আঁধার তার খেদাইতে দূরে?
সত্য যদি, নিত্য তবে শোভ নভস্তলে,
জুড়াও এ আঁখি দুটি নিত্য নিত্য উরে।।

৮১
অর্থ

ভেবো না জনম তার এ ভবে কুক্ষণে,
কমলিনী-রূপে যার ভাগ্য-সরোবরে
না শোভেন মা কমলা সুবর্ণ কিরণে ;—
কিন্তু যে, কল্পনা-রূপ খনির ভিতরে
কুড়ায়ে রতন-ব্রজ, সাজায় ভূষণে
স্বভাষা, অঙ্গের শোভা বাড়ায়ে আদরে!
কি লাভ সঞ্চয়ি, কহ, রজত কাঞ্চনে,
ধনপ্রিয়? বাঁধা রমা চির কার ঘরে?
তার ধন-অধিকারী হেন জন নহে,
যে জন নির্ব্বংশ হলে বিস্মৃতি-আঁধারে
ডুবে নাম, শিলা যথা তল-শূন্য দলে।
তার ধন-অধিকারী নারে মরিবারে।—
রসনা-যন্ত্রের তার যত দিন বহে
ভাবের সঙ্গীত-ধ্বনি, বাঁচে সে সংসারে।।

৮২
কবিগুরু দান্তে[৯৫]

নিশান্তে সুবর্ণ-কান্তি নক্ষত্র যেমতি
(তপনের অনুচর) সুচারু কিরণে
খেদায় তিমির-পুঞ্জে ; হে কবি, তেমতি
প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভুবনে
অজ্ঞান! জনম তব পরম সুক্ষণে।
নব কবি-কুল-পিতা তুমি, মহামতি,
ব্রহ্মাণ্ডের এ সুখণ্ডে। তোমার সেবনে
পরিহরি নিদ্রা পুনঃ জাগিলা ভারতী।
দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে
সে বিষম দ্বার দিয়া আঁধার নরকে,
যে বিষম দ্বার দিয়া, ত্যজি আশা, পশে
পাপ প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিলা পুলকে।[৯৬]
যশের আকাশ হতে কভু কি হে খসে
এ নক্ষত্র? কোন্ কীট কাটে এ কোরকে?

৮৩
পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্ডষ্টুকর[৯৭]

মথি জলনাথে যথা দেব-দৈত্য-দলে
লভিলা অমৃত-রস[৯৮], তুমি শুভ ক্ষণে
যশোরূপ সধা, সাধু, লভিলা স্ববলে,
সংস্কৃতবিদ্যা-রূপ সিন্ধুর মথনে!
পণ্ডিত-কুলের পতি তুমি এ মণ্ডলে।
আছে যত পিকবর ভারত-কাননে,
সুসঙ্গীত-রঙ্গে তোষে তোমার শ্রবণে।
কোন্ রাজা হেন পূজা পায় এ অঞ্চলে?
বাজায়ে সুকল বীণা বাল্মীকি আপনি
কহেন রামের কথা তোমায় আদরে ;
বদরিকাশ্রম[৯৯] হতে মহা গীত-ধ্বনি
গিরি-জাত স্রোতঃ-সম ভীম-ধ্বনি করে!
সখা তব কালিদাস, কবি-কুল-মণি!—
কে জানে কি পুণ্য তব ছিল জন্মান্তরে?

৮৪
কবিবর আল্‌ফ্রেড্ টেনিসন্[১০০]

কে বলে বসন্ত অন্ত, তব কাব্য-বনে,
শ্বেতদ্বীপ?[১০১] ওই শুন, বহে বায়ু-ভরে
সঙ্গীত-রতঙ্গ রঙ্গে! গায় পঞ্চ স্বরে।
পিকেশ্বর, তুষি মনঃ সুধা-বরিষণে।
নীরব ও বীণা কবে, কোথা ত্রিভুবনে
বাগ্‌দেবী? অবাক্ কবে কল্লোল সাগরে?
তারারূপ হেম তার, সুনীল গগনে,
অনন্ত মধুর ধ্বনি নিরন্তর করে।
পূজক-বিহীন কভু হইতে কি পারে
সুন্দর মন্দির তব? পশ, কবিপতি,

৯৫. দান্তে অলিঘিয়ের (১২৬৫-১৩২১ খ্রীঃ) ইতালীয় কবি। দ্য ডিভাইন কমেডি কাব্যের রচয়িতা।
৯৬. মহাকবি দান্তের উক্ত কাব্যগ্রন্থে বর্ণিত নরকবর্ণনা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।
৯৭. থিওডোর গোলডস্টুর। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ইংরেজ। ৯৮. সমুদ্রমন্থনের পৌরাণিক প্রসঙ্গ। ৯৯. হিমালয়তীর্থ। ব্যাসদেব এখানে বাস করতেন। ১০০. লর্ড টেনিসন (১৮০৯-১৮৯২ খ্রীঃ)। বিখ্যাত ইংরাজ কবি।
১০১. ইংলণ্ড।

(এ পরম পদ পুণ্য দিয়াছে তোমারে)
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজ করিয়া ভকতি।
যশঃ-ফুল-মালা তুমি পাবে পুরস্কারে।
ছুঁইতে শমন তোমা না পাবে শকতি।

৮৫

কবিবর ভিক্‌তর হ্যুগো[১০২]

আপনার বীণা, কবি, তব পাণি-মূলে
দিয়াছেন বীণাপাণি, বাজাও হরষে!
পূর্ণ, হে যশস্বি, দেশ তোমার সুযশে,
গোকুল-কানন যথা প্রফুল্ল বকুলে
বসন্তে! অমৃত পান করি তব ফুলে
অলি-রূপ মনঃ মোর মত্ত গো সে রসে!
হে ভিক্‌তর, জয়ী তুমি এই মর-কুলে!
আসে যবে যম, তুমি হাসো হে সাহসে!
অক্ষয় বৃক্ষের রূপে তব নাম রবে
তব জন্ম-দেশ-বনে, কহিনু তোমারে ;
(ভবিষ্যদ্‌বক্তা কবি সতত এ ভবে,
এ শক্তি ভারতী সতী প্রদানেন তারে)
প্রস্তরের স্তম্ভ যবে গল্যে মাটি হবে,
শোভিবে আদরে তুমি মনের সংসারে!

৮৬

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহা পর্ব্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী ;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘ-শিরঃ তরু-দল, দাসরূপ ধরি ;
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে ;
দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে!

৮৭

সংস্কৃত

কাণ্ডারী-বিহীন তরি যথা সিন্ধু-জলে
সহি বহু দিন ঝড়, তরঙ্গ-পীড়নে,
লভে কূল কালে, মন্দ পবন-চালনে ;
সে সুদশা আজি তব সুভাগ্যের বলে,
সংস্কৃত, দেব-ভাষা মানব-মণ্ডলে,
সাগর-কল্লোল-ধ্বনি, নদের বদনে,
বজ্রনাদ, কম্পবান্ বীণা-তার-গণে!
রাজাশ্রম আজি তব! উদয়-অচলে,
কনক-উদয়াচলে, আবার, সুন্দরি,
বিক্রম-আদিত্যে তুমি হের লো হরষে,
নব আদিত্যের রূপে! পূর্ব্ব-রূপ ধরি,
ফোট পুনঃ পূর্ব্বরূপে, পুনঃ পূর্ব্ব-রসে
এত দিনে প্রভাতিল দুখ-বিভাবরী ;
ফোট মহানন্দে হাসি মনের সরসে।

৮৮

রামায়ণ

সাধিনু নিদ্রায় বৃথা সুন্দর সিংহলে।—
স্মৃতি, পিতা বাল্মীকির বৃদ্ধ-রূপ ধরি,
বসিলা শিয়রে মোর ; হাতে বীণা করি,
গাইলা সে মহাগীত, যাহে হিয়া জ্বলে,
যাহে আজু আঁখি হতে অশ্রু-বিন্দু গলে!
কে সে মূঢ় ভূভারতে, বৈদেহি সুন্দরি,
নাদি আর্দ্রে মনঃ যার তব কথা স্মরি,
নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে!
দিব্য চক্ষুঃ দিলা গুরু ; দেখিনু সুক্ষণে
শিলা জলে ; কুম্ভকর্ণ পশিল সমরে,
চলিল অচল যেন ভীষণ ঘোষণে,
কাঁপায় ধরায় ঘন ভীম-পদ-ভরে।
বিনাশিলা রামানুজ মেঘনাদে রণে ;
বিনাশিলা রঘুরাজ রক্ষোরাজেশ্বরে ।

৮৯

হরিপর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু[১০৩]

যথা শমী, বন-শোভা, পবনের বলে,
আঁধারি চৌদিক, পড়ে সহসা সে বনে ;

১০২. ভিক্‌তর হ্যগো (১৮০২-১৮৮৫ খ্রীঃ) বিশিষ্ট ফরাসী কবি ও ঔপন্যাসিক।
১০৩. মহাভারতের মহাপ্রস্থান পর্বের প্রসঙ্গ।

পড়িলা দ্রৌপদী সতী পর্ব্বতের তলে।
নিবিল সে শিখা, যার সুবর্ণ-কিরণে
উজ্জ্বল পাণ্ডব-কুল মানব-মণ্ডলে!
অস্তে গেলা শশিকলা মলিনি গগনে।
মুদিলা, শুখায়ে, পদ্ম সরোবর-জলে!
নয়নের হেম-বিভা ত্যজিল নয়নে!—
মহাশোকে পঞ্চ ভাই বেড়ি সুন্দরীরে
কাঁদিলা, পূরি সে গিরি রোদন-নিনাদে;
দানবের হাতে হেরি অমরাবতীরে
শোকার্ত্ত দেবেন্দ্র যথা ঘোর পরমাদে।
তিতিল গিরির বক্ষঃ নয়নের নীরে;
প্রতিধ্বনি-ছলে গিরি কাঁদিল বিষাদে।

৯০

ভারত-ভূমি

"Italia! Italia! O tu cui feo la sorte,
Dono infelice di bellezza!"

FILICAIA[১০৪]

"কুক্ষণে তোরে লো, হায়, ইতালি! ইতালি!
এ দুখ-জনক রূপ দিয়াছেন বিধি।"

কে না লোভে, ফণিনীর কুন্তলে যে মণি
ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে ঝলে?
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদন্তে গণি,
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে?
হায় লো ভারত-ভূমি! বৃথা স্বর্ণ-জলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি,
বিধাতা? রতন সিঁথি গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি!
নহিস্ লো বিষময়ী যেমতি সাপিনী;
রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পতি;
পুড়ি কামানলে, তোরে করে লো অধীনী
(হা ধিক্!) যবে যে ইচ্ছে, যে কামী দুর্ম্মতি!
কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনি,
চন্দন হইল বিষ; সুধা তিত অতি?

৯১

পৃথিবী

নির্ম্মি গোলাকারে তোমা আরোপিলা যবে
বিশ্ব-মাঝে স্রষ্টা ধরা! অতি হৃষ্ট মনে
চারি দিকে তারা-চয় সুমধুর রবে
(বাজায়ে সুবর্ণ বীণা) গাইল গগনে,
কুল-বালা-দল যবে বিবাহ-উৎসবে
হুলাহুলি দেয় মিলি বধূ-দরশনে।
আইলেন আদি প্রভা হেম-ঘনাসনে,
ভাসি ধীরে শূন্যরূপ সুনীল অর্ণবে,
দেখিতে তোমার মুখ। বসন্ত আপনি
আবরিলা শ্যাম বাসে বর কলেবরে;
আঁচলে বসায়ে নব ফুলরূপ মণি,
নব ফুল-রূপ মণি কবরী উপরে।
দেবীর আদেশে তুমি, লো নব রমণি,
কটিতে মেঘলা-রূপে পরিলা সাগরে।

৯২

আমরা

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে;
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে?—
আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে?—
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে,
ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধে? কে কবে মোরে? জানিব কি মতে
বামন দানব-কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে?
রে কাল, পূরিবি কি রে পুনঃ নব রসে
রস-শূন্য দেহ তুই? অমৃত-আসারে[১০৫]
চেতাইবি[১০৬] মৃত-কল্পে? পুনঃ কি হরষে,
শুক্লকে[১০৭] ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে?

৯৩

শকুন্তলা

মেনকা অপ্সরারূপী, ব্যাসের ভারতী
প্রসবি, ত্যজিলা ব্যস্তে, ভারত-কাননে,
শকুন্তলা সুন্দরীরে, তুমি, মহামতি,
কণ্বরূপে পেয়ে তারে পালিলা যতনে,
কালিদাস! ধন্য কবি, কবি-কুল-পতি!
তব কাব্যাশ্রমে হেরি এ নারী-রতনে

১০৪. Filicaia—ভিনচেৎসো ফিলিকাআ (১৬৪২-১৭০৭ খ্রীঃ) ইতালীর বিখ্যাত কবি। সনেট রচনায় তিনিও ছিলেন দক্ষ। ১০৫. অমৃতধারায়। ১০৬. চেতনাদান করবে। ১০৭. শুক্লপক্ষে।

কে না ভাল বাসে তারে, দুষ্মন্ত যেমতি
প্রেমে অন্ধ? কে না পড়ে মদন-বন্ধনে?
নন্দনের পিক-ধ্বনি সুমধুর গলে ;
পারিজাত-কুসুমের পরিমল শ্বাসে ;
মানস-কমল-রুচি বদন-কমলে ;
অধরে অমৃত-সুধা ; সৌদামিনী হাসে ;
কিন্তু ও মৃগাক্ষি হতে যবে গলি, ঝলে
অশ্রুধারা, ধৈর্য্য ধরে কে মর্ত্ত্যে, আকাশে?

৯৪

বাল্মীকি

স্বপনে ভ্রমিনু আমি গহন কাননে
একাকী। দেখিনু দূরে যুব এক জন,
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে প্রাচীন ব্রাহ্মণ—
দ্রোণ যেন ভয়-শূন্য কুরুক্ষেত্র-রণে।
"চাহিস্ বধিতে মোরে কিসের কারণে?"
জিজ্ঞাসিলা দ্বিজবর মধুর বচনে।
"বধি তোমা হরি আমি লব তব ধন,"
উত্তরিলা যুব জন ভীম গরজনে।—
পরিবরতিল স্বপ্ন। শুনিনু সত্বরে
সুধাময় গীত-ধ্বনি, আপনি ভারতী,
মোহিতে ব্রহ্মার মনঃ, স্বর্ণ বীণা করে,
আরম্ভিলা গীত যেন—মনোহর অতি!
সে দুরন্ত যুব জন, সে বৃদ্ধের বরে,
হইল, ভারত, তব কবি-কুল-পতি!

৯৫

শ্রীমন্তের টোপর[১০৮]

—"শ্রীপতি————
শিরে হৈতে ফেলে দিল লক্ষের টোপর।।"
চণ্ডী।

হেরি যথা শফরীরে স্বচ্ছ সরোবরে,
পড়ে মৎস্যরঙ্ক,[১০৯] ভেদি সুনীল গগনে,
(ইন্দ্র-ধনুঃ-সম দীপ্ত বিবিধ বরণে)
পড়িল মুকুট, উঠি, অকূল সাগরে,
উজলি চৌদিক শত রতনের করে
দ্রুতগতি! মৃদু হাসি হেম ঘনাসনে
আকাশে, সম্ভাষি দেবী, সুমধুর স্বরে,
পদ্মারে,[১১০] কহিলা, "দেখ, দেখ লো নয়নে,
অবোধ শ্রীমন্ত ফেলে সাগরের জলে
লক্ষের টোপর,[১১১] সখি! রক্ষিব, স্বজনি,
খুল্লনার ধন আমি।"—আশু মায়া-বলে
স্বর্ণ ক্ষেমঙ্করী-রূপ লইলা জননী।
বজ্রনখে মৎস্যরঙ্কে যথা নভস্তলে
বিঁধে বাজ, টোপর মা ধরিলা তেমনি।

৯৬

কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া[১১২]

চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে!
করি ভস্মরাশি, ফেল, কর্ম্মনাশা-জলে।—
সুভাবের উপযুক্ত বসন, যে বলে
নার বুনিবারে, ভাষা! কুখ্যাতি-নরকে
যম-সম পারি তারে ডুবাতে পুলকে,
হাতী-সম গুঁড়া করি হাড় পদতলে!
কত যে ঐশ্বর্য্য তব এ ভব-মণ্ডলে,
সেই জানে, বাণীপদ ধরে যে মস্তকে!
কামার্ত্ত দানব যদি অপ্সরীরে সাধে,
ঘৃণায় ঘুরায়ে মুখ হাত দে সে কানে ;
কিন্তু দেবপুত্র যবে প্রেম-ডোরে বাঁধে
মনঃ তার, প্রেম-সুধা হরষে সে দানে।
দূর করি নন্দঘোষে, ভজ শ্যামে, রাধে,
ও বেটা নিকটে এলে ঢাকো মুখ মানে।

৯৭

মিত্রাক্ষর

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—

১০৮. কবিকঙ্কন চণ্ডীর ধনপতি সদাগর শ্রীমন্তের প্রসঙ্গ। ১০৯. মাছরাঙা পাখি। ১১০. পদ্মাবতী। চণ্ডীদেবীর সহচরী। ১১১. লক্ষটাকা মূল্যের শিরোভূষণ, মহামূল্য শিরোভূষণ। ১১২. কবির বিতৃষ্ণ মনোভাবের উৎস কোন পুস্তক তা এখনো পর্যন্ত উদ্‌ঘাটিত হয়নি।

স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে!
ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে,
মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
ভুলাতে তোমারে দিল এ কুচ্ছ ভূষণে?—
কি কাজ রঞ্জনে রাঙি কমলের দলে?
নিজ-রূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে!
কি কাজ পবিত্রি মন্ত্রে জাহ্নবীর জলে?
কি কাজ সুগন্ধ ঢালি পারিজাত-বাসে?
প্রকৃত কবিতা-রূপী প্রকৃতির বলে,—
চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাঁসে?

৯৮

ব্রজ-বৃত্তান্ত

আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে, ব্রজের সুন্দরী?
আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খসি
অশ্রু-ধারা; মুকুতার কম রূপ ধরি?
বিন্দা,—চন্দ্রাননা দূতী—ক মোরে, রূপসি
কালিন্দি, পার কি আর হয় ও লহরী,
কহিতে রাধার কথা, রাজ-পুরে পশি,
নব রাজে, কর-যুগ ভয়ে যোড় করি?—
বঙ্গের হৃদয়-রূপ রঙ্গ-ভূমি-তলে
সাঙ্গিল কি এত দিনে গোকুলের লীলা?
কোথায় রাখাল-রাজ পীত ধড়া গলে?
কোথায় সে বিরহিণী প্যারী চারুশীলা?—
ডুবাতে কি ব্রজ-ধামে বিস্মৃতির জলে,
কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃষ্টি বরষিলা!

৯৯

ভূত কাল

কোন্ মূল্য দিয়া পুনঃ কিনি ভূত কালে,
—কোন্ মূল্য—এ মন্ত্রণা কারে লয়ে করি?
কোন্ ধন, কোন্ মুদ্রা, কোন্ মণি-জালে
এ দুর্ল্লভ দ্রব্য-লাভ? কোন্ দেবে স্মরি,
কোন্ যোগে, কোন্ তপে, কোন্ ধর্ম্ম ধরি?
আছে কি এমন জন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে,
এ দীক্ষা-শিক্ষার্থে যারে গুরু-পদে বরি,
এ তত্ত্ব-স্বরূপ পদ্ম পাই যে মৃণালে?—
পশে যে প্রবাহ বহি অকূল সাগরে,
ফিরি কি সে আসে পুনঃ পর্ব্বত-সদনে?
যে বারির ধারা ধরা সতৃষ্ণায় ধরে,
উঠে কি সে পুনঃ কভু বারিদাতা ঘনে?—
বর্ত্তমানে তোরে, কাল, যে জন আদরে
তার তুই! গেলে তোরে পায় কোন্ জনে?

১০০

* * *

প্রফুল্ল কমল যথা সুনির্ম্মল জলে
আদিত্যের জ্যোতিঃ দিয়া আঁকে স্ব-মূরতি;
প্রেমের সুবর্ণ রঙে, সুনেত্রা যুবতি,
চিত্রেছ যে ছবি তুমি এ হৃদয়-স্থলে,
মোছে তারে হেন কার আছে লো শকতি
যত দিন ভ্রমি আমি এ ভব-মণ্ডলে?—
সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা করেন যেমতি
চির-বাস, পরিমল কমলের দলে,
সেই রূপে থাক তুমি! দূরে কি নিকটে,
যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে;
যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে!
প্রেমের প্রতিমা তুমি, আলোক আঁধারে!
অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-সৃষ্ট মঠে,—
সতত সঙ্গিনী মোর সংসার-মাঝারে।[১১৩]

১০১

আশা

বাহ্য-জ্ঞান শূন্য করি, নিদ্রা মায়াবিনী
কত শত রঙ্গ করে নিশা-আগমনে!—
কিন্তু কি শকতি তোর এ মর-ভবনে
লো আশা!—নিদ্রার কেলি[১১৪] আইলে যামিনী,
ভাল মন্দ ভুলে লোক যখন শয়নে,
দুখ, সুখ, সত্য, মিথ্যা! তুই কুহকিনী,
তোর লীলা-খেলা দেখি দিবার মিলনে,—
জাগে যে স্বপন তারে দেখাস্, রঙ্গিণি!

১১৩. সম্ভবত কবিপত্নী হেনরিয়েটার উদ্দেশ্যে কবিতাটি রচিত।

১১৪. খেলা।

কাঙ্গালী যে, ধন-ভোগ তার তোর বলে ;
মগন যে, ভাগ্য-দোষে বিপদ-সাগরে,
(ভুলি ভূত, বর্ত্তমান ভুলি তোর ছলে)
কালে তীর-লাভ হবে, সেও মনে করে!
ভবিষ্যৎ-অন্ধকারে তোর দীপ জ্বলে ;—
এ কুহক পাইলি লো কোন্ দেব-বরে?

১০২

সমাপ্তে

বিসর্জ্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি!)
ও প্রতিমা! নিবাইল, দেখ, হোমানলে
মনঃ-কুণ্ডে অশ্রু-ধারা মনোদুঃখে ঝরি!
শুখাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে,
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মনঃ, বিস্মরি
সংসারে ধর্ম্ম, কর্ম্ম! ডুবিল সে তরি,
কাব্য-নদে খেলাইনু যাহে পদ-বলে
অল্প দিন! নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে ;
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে?)
এবে—ইন্দ্রপ্রস্থ[115] ছাড়ি যাই দূর বনে!
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ—ভারত-রতনে!

১১৫ এখানে কর্মস্থল অর্থে ব্যবহৃত।

নানা কবিতা

বাল্যরচনা

বর্ষাকাল

গভীর গর্জ্জন সদা করে জলধর,
উথলিল নদনদী ধরণী উপর।
রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে,
দানবাদি দেব, যক্ষ সুখিত অন্তরে।
সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব,
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব।
স্বাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়,
কলহ করয়ে কোন মতে শান্ত নয়।।

হিমঋতু

হিমন্তের আগমনে সকলে কম্পিত,
রামাগণ ভাবে মনে হইয়া দুঃখিত।
মনাগুনে ভাবে মনে হইয়া বিকার,
নিবিল প্রেমের অগ্নি নাহি জ্বলে আর।
ফুরায়েছে সব আশা মদন রাজার
আসিবে বসন্ত আশা— এই আশা সার।
আশায় আশ্রিত জনে নিরাশ করিলে,
আশাতে আশার বশ আশায় মারিলে।
সৃজিয়াছি আশাতরু আশিত হইয়া,
নষ্ট কর হেন তরু নিরাশ করিয়া।
যে জন করয়ে আশা, আশার আশ্বাসে,
নিরাশ করয়ে তারে কেমন মানসে ॥

গান

প্রস্তাবনা

রাগিণী খাম্বাজ, তাল মধ্যমান

মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়,
যে সময় দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়!
শুন গো ভারতভূমি,
কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যজ ঘুম ঘোর,
হইল, হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস,
কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে,
মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে,
বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু মনঃ ক্ষয়।
মধু বলে জাগ মা গো,
বিভু স্থানে এই মাগ,
সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয় ॥

উপসংহার

রাগিণী বসন্ত, তাল ধীমা তেতালা

শুন হে সভাজন!
আমি অভাজন,
দীন ক্ষীণ জ্ঞানগুণে,
ভয় হয় দেখে শুনে,
পাছে কপাল বিগুণে,
হারাই পূর্ব্ব মূলধন!

যদি অনুরাগ পাই,
আনন্দের সীমা নাই,
এ কাযেতে একষাই,
দিব দরশন!

গীতিকবিতা

আত্ম-বিলাপ

১

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে ধায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায়!

২

রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবি রে কবে?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কত দিন রবে?
নীর-বিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলঝলে?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি?

৩

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার?
জাগে সে কাঁদিতে!
ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে!
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে;—
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার।

৪

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে;
কি ফল লভিলি?
জ্বলন্ত-পাবক-শিখা- লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি!
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ হায়!
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে!

৫

বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কন্টকগণে
কমল তুলিতে!
নারিলি হরিতে মণি,দংশিল কেবল ফণী!
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে!

৬

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে?
সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ!
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায়?

৭

মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু জলতলে
ফেলিস্, পামর!
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে!

বঙ্গভূমির প্রতি

"My native Land, Good night!"
— *Byron*

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,— নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে!

সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন ;—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হের অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে!

তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!—
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে!

নীতিগর্ভ কাব্য

ময়ূর ও গৌরী

ময়ূর কহিল কাঁদি গৌরীর চরণে,
কৈলাস-ভবনে ;—
"অবধান কর দেবি,
আমি ভৃত্য নিত্য সেবি
প্রিয়োত্তম সুতে তব এ পৃষ্ঠ-আসনে।
রথী যথা দ্রুত রথে,
চলেন পবন-পথে
দাসের এ পিঠে চড়ি সেনানী সুমতি;
তবু, মা গো, আমি দুখী অতি!
করি যদি কেকাধ্বনি,
ঘৃণায় হাসে অমনি
খেচর, ভূচর জন্তু ;— মরি, মা শরমে!
ডালে মূঢ় পিক যবে
গায় গীত, তার রবে
মাতিয়া জগৎ-জন বাখানে অধমে!
বিবিধ কুসুম কেশে,
সাজি মনোহর বেশে,
বরেন বসুধা দেবী যবে ঋতুবরে
কোকিল মঙ্গল-ধ্বনি করে।
অহরহ কুহুধ্বনি বাজে বনস্থলে ;
নীরবে থাকি, মা, আমি ; রাগে হিয়া জ্বলে!
ঘুচাও কলঙ্ক শুভঙ্করি,
পুত্রের কিঙ্কর আমি এ মিনতি করি,
পা দুখানি ধরি।"
উত্তর করিলা গৌরী সুমধুর স্বরে ;—
"পুত্রের বাহন তুমি খ্যাত চরাচরে,
এ আক্ষেপ কর কি কারণে?
হে বিহঙ্গ, অঙ্গ-কান্তি ভাবি দেখ মনে!
চন্দ্রককলাপে দেখ নিজ পুচ্ছ-দেশে ;
রাখাল রাজার সম চূড়াখানি কেশে!
আখণ্ডল-ধনুর বরণে
মণ্ডিলা সু-পুচ্ছ ধাতা তোমার সৃজনে!
সদা জ্বলে তব গলে
স্বর্ণহার ঝল ঝলে,
যাও, বাছা, নাচ গিয়া ঘনের গর্জ্জনে,
হরষে সু-পুচ্ছ খুলি
শিরে স্বর্ণ-চূড়া তুলি;
করগে কেলি ব্রজ-কুঞ্জ-বনে।
করতালি ব্রজাঙ্গনা
দেবে রঙ্গে বরাঙ্গনা—
তোষ গিয়া ময়ূরীরে, প্রেম-আলিঙ্গনে!
শুন বাছা, মোর কথা শুন,
দিয়াছেন কোন কোন গুণ,
দেব সনাতন প্রতি-জনে ;
সু-কলে কোকিল গায়,
বাজ বজ্র-গতি ধায়,
অপরূপ রূপ তব, খেদ কি কারণে?"—
নিজ অবস্থায় সদা স্থির যার মন,
তার হতে সুখীতর অন্য কোন্ জন?

কাক ও শৃগালী

একটি সন্দেশ চুরি করি,
উড়িয়া বসিলা বৃক্ষোপরি,
কাক, হৃষ্ট-মনে;
সুখাদ্যের বাস পেয়ে,
আইল শৃগালী ধেয়ে,
দেখি কাকে কহে দুষ্টা মধুর বচনে ;—
"অপরূপ রূপ তব, মরি!
তুমি কি গো ব্রজের শ্রীহরি,—
গোপিনীর মনোবাঞ্ছা? — কহ গুণমণি!

হে নব নীরদ-কান্তি,
ঘুচাও দাসীর ভ্রান্তি,
যুড়াও এ কান দুটি করি বেণু-ধ্বনি!
পুণ্যবতী গোপ-বধূ অতি!
তেঁই তারে দিলা বিধি,
তব সম রূপ-নিধি,—
মোহ হে মদনে তুমি ; কি ছার যুবতী?
গাও গীত, গাও, সখে করি এ মিনতি!
কুড়াইয়া কুসুম-রতনে
গাঁথি মালা সুচারু গাঁথনে,

রসাল ও স্বর্ণ-লতিকা

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে ;—
"শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে।
নিদারুণ তিনি অতি ;
নাহি দয়া তব প্রতি ;
তেঁই ক্ষুদ্র-কায়া করি সৃজিলা তোমারে।
মলয় বহিলে, হায়,
নতশিরা তুমি তায়,
মধুকর-ভরে তুমি পড় লো ঢলিয়া ;
হিমাদ্রি সদৃশ আমি,
বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া!
কালাগ্নির মত তপ্ত তপন তাপন,—
আমি কি লো ডরাই কখন?
দূরে রাখি গাভী-দলে,
রাখাল আমার তলে
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ,—
শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র পালন!
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথ-গামী জন।
কেহ অন্ন রাঁধি খায়
কেহ পড়ি নিদ্রা যায়
এ রাজ চরণে।
শীতলিয়া মোর ডরে
সদা আসি সেবা করে
মোর অতিথির হেথা আপনি পবন!
মধু-মাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে!
তুমি কি তা জান না ললনে?
দেখ মোর ডাল-রাশি,
কত পাখী বাঁধে আসি
বাসা এ আগারে!
ধন্য মোর জনম সংসারে!
কিন্তু তব দুখ দেখি নিত্য আমি দুখী ;
নিন্দ বিধাতায় তুমি, নিন্দ, বিধুমুখি!"
যুদ্ধার্থ গম্ভীরতার বাণী তব পানে!
সুধা-আশে আসে অলি,
দিলে সুধা যায় চলি,—
কে কোথা কবে গো দুখী সখার মিলনে?"
"ক্ষুদ্র-মতি তুমি অতি"
রাগি কহে তরুপতি,
"নাহি কিছু অভিমান? ধিক্ চন্দ্রাননে!"
নীরবিলা তরুরাজ ; উড়িল গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে ;
আইলেন প্রভঞ্জন,
সিংহনাদ করি ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে।
আইল খাইতে মেঘ দৈত্যকুল রড়ে ;
ঐরাবত পিঠে চড়ি
রাগে দাঁত কড়মড়ি,
ছাড়িলেন বজ্র ইন্দ্র কড় কড় কড়ে!
উরু ভাঙ্গি কুরুরাজে বধিলা যেমতি।
ভীম যোধপতি ;
মহাঘাতে মড়মড়ি
রসাল ভূতলে পড়ি,
হায়, বায়ুবলে
হারাইয়া আয়ু-সহ দর্প বনস্থলে!
উর্দ্ধশির যদি তুমি কুল মান ধনে ;
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে!
এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে॥

অশ্ব ও কুরঙ্গ

১

অশ্ব, নবদূর্ব্বাময় দেশে,
বিহরে একেলা অধিপতি।
নিত্য নিশা অবশেষে
শিশিরে সরস দূর্ব্বা অতি।

বড়ই সুন্দর স্থল,
অদূরে নির্ঝরে জল,
তরু, লতা, ফল, ফুল,
বন-বীণা অলিকুল ;
মধ্যাহ্নে আসেন ছায়া,
পরম শীতল কায়া,
পবন ব্যজন ধরে,
পত্র যত নৃত্য করে,
মহানন্দে অশ্বের বসতি ॥

২

কিছু দিনে উজ্জ্বলনয়ন,
কুরঙ্গ সহসা আসি দিল দরশন।
বিস্ময়ে চৌদিকে চায়,
যা দেখে বাখানে তায়,
কতক্ষণে হেরি অশ্বে কহে মনে মনে ; —
"হেন রাজ্যে এক প্রজা এ দুখ না সহে!
তোমার প্রসাদ চাই,
শুন হে বন-গোঁসাই,
আপদে, বিপদে দেব, পদে দিও ঠাঁই ॥"

৩

এক পার্শ্ব করি অধিকার,
আরম্ভিল কুরঙ্গ বিহার ;
খাইল অনেক ঘাস,
কে গণিতে পারে গ্রাস?
আহার করণান্তরে
করিল পান নির্ঝরে ;
পরে মৃগ তরুতলে
নিদ্রা গেল কুতূহলে—
গৃহে গৃহস্বামী যথা বলী স্বত্ত্ববলে।।

৪

বাক্যহীন ক্রোধে অশ্ব, নিরখি এ লীলা,
ভোজবাজি কিম্বা স্বপ্ন! নয়ন মুদিলা ;
উন্মীলি ক্ষণেক পরে কুরঙ্গে দেখিলা,
রঙ্গে শুয়ে তরুতলে ;
দ্বিগুণ আগুন হৃদে জ্বলে ;
তীক্ষ্ণ ক্ষুর আঘাতনে ধরণী ফাটিল,
ভীম হ্রেষা গগনে উঠিল।
প্রতিধ্বনি চৌদিকে জাগিল ॥

৫

নিদ্রাভঙ্গে মৃগবর
কহিলা, "ওরে বর্ব্বর!
কে তুই, কত বা বল?
সৎ পড়সীর মত
না থাকিবি, হবি হত।"
কুরঙ্গের উজ্জ্বল নয়ন
ভাতিল সরোষে যেন দুইটি তপন।।

৬

হয়ের হৃদয়ে হৈল ভয়,
ভাবে এ সামান্য পশু নয়,
শিরে শৃঙ্গ শাখাময়!
প্রতি শৃঙ্গ শূলের আকার
বুঝি বা শূলের তুল্য ধার,
কে আমারে দিবে পরিচয়?

৭

মাঠের নিকটে এক মৃগয়ী থাকিত,
অশ্ব তারে বিশেষ চিনিত।
ধরিতে এ অশ্ববরে,
নানা ফাঁস নিরন্তরে।
মৃগয়ী পাতিত।
কিন্তু সৌভাগ্যের বলে, তুরঙ্গম মায়া-ছলে
কভু না পড়িত।।

৮

কহিল তুরঙ্গ ;— "পশু উচ্চশৃঙ্গধারী—
মোর রাজ্য এবে অধিকারী ;
না চাহিল অনুমতি,
কর্কশভাষী সে অতি ;
হও হে সহায় মোর,
মারি দুই জনে চোর ॥"

৯

মৃগয়ী করিয়া প্রতারণা,
কহিলা, "হা! এ কি বিড়ম্বনা!
জানি সে পশুরে আমি,
বনে পশুকুলে স্বামী,
শার্দ্দুলে, সিংহেরে নাশে,
দগ্ধে বন বিষশ্বাসে ;

একমাত্র কেবল উপায় ;—
মুখস ও মুখে পর,
পৃষ্ঠে চর্ম্মাসন ধর,
আমি সে আসনে বসি,
করে ধনুর্ব্বাণ অসি,
তা হলে বিজয় লভা যায়॥"

১০

হায়! ক্রোধে অন্ধ অশ্ব, কুছলে ভুলিল ;
লাফে পৃষ্ঠে দুষ্ট সাদী অমনি চড়িল।
লোহার কণ্টকে গড়া অস্ত্র, বাঁধা পাদুকায়,
তাহার আঘাতে প্রাণ যায়।
মুখস নাশিল গতি, ভয়ে হয় ক্ষিপ্তমতি,
চলে সাদী যে দিকে চালায়॥

১১

কোথা অরি, কোথা বন,
সে সুখের নিকেতন?
দিনান্তে হইলা বন্দী আঁধার-শালায়।
পরের অনিষ্ট হেতু ব্যগ্র যে দুর্ম্মতি,
এই পুরস্কার তার কহেন ভারতী ;
ছায়া সম জয় যায় ধর্ম্মের সংহতি॥

দেবদৃষ্টি

শচী সহ শচীপতি স্বর্ণ-মেঘাসনে,
বাহিরিলা বিশ্ব দরশনে।
অরোহি বিচিত্র রথ,
চলে সঙ্গে চিত্ররথ,
নিজদলে বিমণ্ডিত অস্ত্র আভরণে,
রাজাজ্ঞায় আশুগতি বহিলা বাহনে।
হেরি নানা দেশ সুখে,
হেরি বহু দেশ দুঃখে—
ধর্ম্মের উন্নতি কোন স্থলে ;
দেব অগ্রগতি বঙ্গে উতরিল।
কহিলা মাহেন্দ্র সতী শচী সুলোচনা,
কোন্ দেশে এবে গতি,
কহ হে প্রাণের পতি,
এ দেশের সহ কোন্ দেশের তুলনা?
উত্তরিলা মধুর বচনে
বাসব, লো চন্দ্রাননে,
বঙ্গ এ দেশের নাম বিখ্যাত জগতে।
ভারতের প্রিয় মেয়ে
মা নাই তাহার চেয়ে
নিত্য অলঙ্কৃত হীরা, মুক্তা, মরকতে।
সস্নেহে জাহ্নবী তারে
মেখলেন চারি ধারে
বরুন ধোয়েন পা দু'খানি।
নিত্য রক্ষকের বেশে
হিমাদ্রি উত্তর দেশে
পরেশনাথ আপনি
শিরে তার শিরোমণি
সেই এই বঙ্গভূমি শুন লো ইন্দ্রাণি!
দেবাদেশে আশুগতি
চলিলেন মৃদুগতি
উঠিল সহসা ধ্বনি
সভয়ে শচী অমনি ইন্দ্রেরে সুধিলা,—
নীচে কি হতেছে রণ
কহ সখে বিবরণ
হেন দেশে হেন শব্দ কি হেতু জন্মিলা?
চিত্ররথ হাত জোড় করি
কহে, শুন ত্রিদিব-ঈশ্বরি!
'বিবাহ করিয়া এক বালক যাইছে,
'পত্নী আসে দেখ তার পিছে।'
সুধাংশুর অংশুরূপে নয়ন-কিরণ
নীচদেশে পড়িল তখন।

গদা ও সদা

গদা সদা নামে
কোন এক গ্রামে
ছিল দুই জন।
দূর দেশে যাইতে হইল ;
দুজনে চলিল।
ভয়ানক পথ—পাশে পশু ফণী বন,
ভল্লুক শার্দ্দূল তাহে গর্জ্জে অনুক্ষণ।
কালসর্প যেমতি বিবরে,
তস্কর লুকায়ে থাকে গিরির গহ্বরে
পথিকের অর্থ অপহরে,
কখন বা প্রাণনাশ করে।

কহে সদা গদারে আহ্বানি
কর কিরা পর্শি মোর পাণি
ধর্ম্মে সাক্ষী মানি,
আজ হতে আমরা দুজন
হ'নু একপ্রাণ একমন,—
সুন্দ উপসুন্দ যথা—জান সে কাহিনী।
আমার মঙ্গল যাহে,
তোমার মঙ্গল তাহে,
কবচে ভেদিলে বাণ, বক্ষ ক্ষত যথা,
অমঙ্গলে অমঙ্গল উভয়ের তথা।
কহে গদা ধর্ম্ম সাক্ষী করি,
কিরা মোর তব কর ধরি,
একাত্মা আমরা দোঁহে কি বাঁচি কি মরি!
এইরূপে মৈত্র আলাপনে
মনানন্দে চলিলা দুজনে।
সতর্ক রক্ষকরূপে সদা গদা যেন
বন পাশে একদৃষ্টে চাহে অনুক্ষণ,
পাছে পশু সহসা করয়ে আক্রমণ।
গদা চারি দিকে চায়,
এরূপে উভয়ে যায় ;
দেখে গদা সম্মুখে চাহিয়া
থল্যে এক পথেতে পড়িয়া।
দৌড়ে মূঢ় থল্যে তুলি
হেরে কুতূহলে খুলি
পূর্ণ থল্যে সুবর্ণমুদ্রায়,
তোলা ভার, এত ভারি তায়।
কহে গদা সহাস বদনে
করেছিনু যাত্রা আজি অতি শুভ ক্ষণে
আমরা দুজনে।
'দুজনে?' কহিল সদা রাগে,
'লোভে কি করিস্ তুই এ অর্থের ভাগে?
মোর পূর্ব্ব পুণ্যফলে
ভাগ্যদেবী এই ছলে
মোরে অর্থ দিলা।
পাপী তুই, অংশ তোরে
কেন দিব, ক' তা মোরে
এ কি বাললীলা?
রবির করের রাশি পরশি রতনে
বরাঙ্গের আভা তার বাড়ায় যতনে ;
কিন্তু পড়ি মাটির উপরে
সে কর কি কোন ফল ধরে?
সৎ যে তাহার শোভা ধনে,
অসৎ নিতান্ত তুই, জনম কুক্ষণে।'
এই কয়ে সদানন্দ থল্যে তুলে লয়ে
চলিতে লাগিলা সুখে অগ্রসর হয়ে।
বিস্ময়ে অবাক্ গদা চলিল পশ্চাতে,—
বামন কি কভু পায় চারু চাঁদে হাতে?
এই ভাবি অতি ধীরে ধীরে
গেল গদা তিতি অশ্রুনীরে।
দুই পাশে শৈলকুল ভীষণ-দর্শন,
শৃঙ্গ যেন পরশে গগন।
গিরিশিরে বরষায় প্রবলা যেমতি
ভীমা স্রোতস্বতী,
পথিক দুজনে হেরি তস্করের দল
নাবি নীচে করি কোলাহল
উভে আক্রমিল।
সদা অতি কাতরে কহিল,—
শুন ভাই, পঞ্চালে যেমতি,
বিষ্ণু রথিপতি,
জিনি লক্ষ রাজে শূর কৃষ্ণায় লভিলা,
মার চোরে করি রণ-লীলা।
হিসাবে করিয়া আঁটাআঁটি,
এই ধন নিও পরে বাঁটি
তস্করদলের মাথা কাটি।
কহে গদা, পাপী আমি, তুমি সৎজন,
ধর্ম্মবলে নিজধন করহ রক্ষণ।
তস্কর-কুল-ঈশ্বরে
কহিল সে যোড় করে,
অধিপতি ওই জন ভাই,
সঙ্গী মাত্র আমি ওর, ধর্ম্মের দোহাই।
সঙ্গী মাত্র যদি তুই, যা চলি বর্ব্বর,
নতুবা ফেলিব কাটি, কহিল তস্কর।
ফাঁদে বাঁধা পাখী যথা পাইলে মুকতি
উড়ি যায় বায়ুপথে অতি দ্রুতগতি,
গদা পলাইল।
সদানন্দ নিরানন্দে বিপদে পড়িল।
আলোক থাকিতে তুচ্ছ কর তুমি যারে,
বঁধু কি তোমার কভু হয় সে আঁধারে?
এই উপদেশ কবি দিলা এ প্রকারে।

কুক্কুট ও মণি

খুঁটিতে খুঁটিতে ক্ষুদ্র কুক্কুট পাইল
একটি রতন ;—

বণিকে সে ব্যগ্রে জিজ্ঞাসিল ;—
"ঠোঁটের বলে না টুটে, এ বস্তু কেমন ?"
বণিক্ কহিল, — "ভাই,
এ হেন অমূল্য রত্ন, বুঝি, দুটি নাই !"
হাসিল কুক্কুট শুনি ;—"তণ্ডুলের কণা
বহুমূল্যতর ভাবি ; — কি আছে তুলনা ?"
"নহে দোষ তোর, মূঢ়, দৈব এ ছলনা,
জ্ঞান-শূন্য করিল গোঁসাই !"—
এই কয়ে বণিক ফিরিল।
মূর্খ যে, বিদ্যার মূল্য কভু কি সে জানে ?
নর-কুলে পশু বলি লোকে তারে মানে ;—
এই উপদেশ কবি দিলা এই ভাবে।

সূর্য্য ও মৈনাক-গিরি

উদয়-অচলে,
দিবা-মুখে এক-চক্রে দিলা দরশন,
অংশু-মালা গলে,
বিতরি সুবর্ণ-রশ্মি চৌদিকে তপন।
ফুটিল কমল-জলে
সূর্য্যমুখী সুখে স্থলে,
কোকিল গাইল কলে,
আমোদি কানন।
জাগে বিশ্বে নিদ্রা ত্যজি বিশ্ববাসী জন ;
পুনঃ যেন দেব স্রষ্টা সৃজিলা মহীরে ;
সজীব হইলা সবে জনমি, অচিরে।
অবহেলি উদয়-অচলে,
শূন্য-পথে রথবর চলে ;
বাড়িতে লাগিল বেলা,
পদ্মের বাড়িল খেলা,
রজনী তারার মেলা সর্ব্বত্র ভাঙ্গিল ;—
কর-জালে দশ দিক্ হাসি উজলিল।
উঠিতে লাগিলা ভানু নীল নভঃস্থলে ;
দ্বিতীয়-তপন-রূপে নীল সিন্ধু-জলে
মৈনাক ভাসিল।
কহিল গম্ভীরে শৈল দেব দিবাকরে ; —
"দেখি তব ধীর গতি দুখে আঁখি ঝরে ;
পাও যদি কষ্ট, — এস, পৃষ্ঠাসন দিব ;
যেখানে উঠিতে চাও, সবলে তুলিব।"
কহিলা হাসিয়া ভানু ;— "তুমি শিষ্টমতি ;
দৈববলে বলী আমি, দৈববলে গতি।"
মধ্যাকাশে শোভিল তপন,—
উজ্জ্বল-যৌবন, প্রচণ্ড-কিরণ ;
তাপিল উত্তাপে মহী ; পবন বহিলা
আগুনের শ্বাস-রূপে ; সব শুকাইলা—
শুকাল কাননে ফুল ;
প্রাণিকুল ভয়াকুল ;
জলের শীতল দেহ দহিয়া উঠিল ;
কমলিনী কেবল হাসিল !
হেন কালে পতনের দশা,
আ মরি ! সহসা
আসি উতরিল ;—
হিরণ্ময় রাজাসন ত্যজিতে হইল !
অধোগামী এবে রবি,
বিষাদে মলিন-ছবি,
হেরি মৈনাকেরে পুনঃ নীল সিন্ধু-জলে,
সম্ভাষি কহিলা কুতূহলে ;—
"পাইতেছি কষ্ট, ভাই, পূর্ব্বাসন লাগি ;
দেহ পৃষ্ঠাসন এবে, এই বর মাগি ;
লও ফিরে মোরে, সখে, ও মধ্য-গগনে ;—
আবার রাজত্ব করি, এই ইচ্ছা মনে।"
হাসি উত্তরিল শৈল ;—"হে মূঢ় তপন,
অধঃপাতে গতি যার কে তার রক্ষণ !
রমার থাকিলে কৃপা, সবে ভালবাসে ;—
কাঁদ যদি, সঙ্গে কাঁদে ; হাস যদি, হাসে ;
ঢাকেন বদন যবে মাধব-রমণী,
সকলে পলায় রড়ে, দেখি যেন ফণী।"

মেঘ ও চাতক

উড়িল আকাশে মেঘ গরজি ভৈরবে ;—
ভানু পলাইল ত্রাসে ;
তা দেখি তড়িৎ হাসে ;
বহিল নিশ্বাস ঝড়ে ;
ভাঙ্গে তবু মড়-মড়ে ;
গিরি-শিরে চূড়া নড়ে,
যেন ভূ-কম্পনে ;
অধীরা সভয়ে ধরা সাধিলা বাসবে।
আইল চাতক-দল,
মাগি কোলাহলে জল—
"তৃষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি !
এ জ্বালা জুড়াও, প্রভু, করি এ মিনতি।"
বড় মানুষের ঘরে ব্রতে, কি পরবে,
ভিখারী-মণ্ডল যথা আসে ঘোর রবে ;—

কেহ আসে, কেহ যায় ;
কেহ ফিরে পুনরায়
আবার বিদায় চায় ;
ব্রস্ত লোভে সবে ;—
সেরূপে চাতক-দল,
উড়ি করে কোলাহল ;—
"তৃষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি!
এ জ্বালা জুড়াও জলে, করি এ মিনতি।"
রোষে উত্তরিলা ঘনবর ;—
"অপরে নির্ভর যার অতি সে পামর!
বায়ু-রূপ দ্রুত রথে চড়ি,
সাগরের নীল পায়ে পড়ি,
আনিয়াছি বারি ;
ধরার এ ধার ধারি।
এই বারি পান করি,
মেদিনী সুন্দরী
বৃক্ষ-লতা-শস্যচয়ে
স্তন-দুগ্ধ বিতরয়ে
শিশু যথা বল পায়,
সে রসে তাহারা খায়,
অপরূপ রূপ-সুধা বাড়ে নিরন্তর ;
তাহারা বাঁচায়, দেখ, পশু-পক্ষী-নর।
নিজে তিনি হীন-গতি ;
জল গিয়া আনিবারে নাহিক শকতি ;
তেঁই তাঁর হেতু বারি-ধারা।—
তোমরা কাহারা?
তোমাদের দিলে জল,
কভু কি ফলিবে ফল?
পাখা দিয়াছেন বিধি ;
যাও, যথা জলনিধি ;—
যাও, যথা জলাশয় ;—
নদ-নদী-তড়াগাদি, জল যথা রয়।
কি গ্রীষ্ম, কি শীত কালে,
জল যেখানে পালে,
সেখানে চলিয়া যাও, দিনু এ যুকতি।"
চাতকের কোলাহল অতি।
ক্রোধে তড়িতেরে ঘন কহিলা,—
"অগ্নি-বাণে তাড়াও এ দলে।"—
তড়িৎ প্রভুর আজ্ঞা মানিলা।
পলায় চাতক, পাখা জ্বলে।
যা চাহ, লভ সদা নিজ পরিশ্রমে ;
এই উপদেশ কবি দিলা এই ক্রমে।

পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু

অধিক-বয়স-ভরে হয়ে হীন-গতি,
সিংহ কৃশ অতি।
জনরব-রূপ-স্রোতে,
ভাসাল ঘোষণা-পোতে,
এই কথা ;—"মৃগরাজ মগ্ন রাজকাজে ;
প্রজাবর্গ, রাজপুরে পূজ কুল-রাজে।"
প্রভু-ভক্তি-মদে মাতি
কুরঙ্গ, তুরঙ্গ, হাতী,
করে করি রাজকর,
পালা-মতে নিরন্তর,
গেলা চলি রাজ-নিকেতনে,
অতি হৃষ্ট মনে।
শৃগাল-কুলের পালা আসি উতরিল ;
কুল-মন্ত্রী সভা আহ্বানিল ;
কি ভেট, কি উপহার,
কি পানীয়, কি আহার,—
এই লয়ে ঘোর তর্ক-বিতর্ক হইল।
হেন কালে আর মন্ত্রী সহাসে কহিল ;—
"তর্কের যে অলঙ্কার তোমরা সকলে,—
এ বিশ্বে এ বিশ্ব-জনে বলে ;
কিন্তু কহ দেখি, শুনি, কেন স্থানে-স্থানে
বহুবিধ পদ-চিহ্ন রাজ-গৃহ-পানে?—
ফিরে যে আসিছে, তার চিহ্ন কে মুছিল?"
চতুর যে সর্ব্বদর্শী, বিপদের জালে
পদ তার পড়িতে পারে কোন্ কালে?

সিংহ ও মশক

শঙ্খনাদ করি মশা সিংহে আক্রমিল ;
ভব-তলে যত নর,
ত্রিদিবে যত অমর,
আর যত চরাচর,
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ দৌড়িয়া আইল।
হুল-রূপ শূলে বীর, সিংহেরে বিঁধিল!
অধীর ব্যথায় হরি,
উচ্চ-পুচ্ছে ক্রোধ করি,
কহিলা ;—"কে তুই, কেন
বৈরিভাব তোর হেন?
গুপ্তভাবে কি জন্য লড়াই?—
সম্মুখ সমর কর্, তাই আমি চাই।

দেখিব বীরত্ব কত দূর,
আঘাতে করিব দর্প-চূর ;
লক্ষ্মণের মুখে কালি
ইন্দ্রজিতে জয় ডালি,
দিয়াছে এ দেশে কবি।"
কহে মশা ;—"ভীরু, মহাপাপি,
যদি বল থাকে, বিষম-প্রতাপি,
অন্যায়-ন্যায়-ভাবে,
ক্ষুধায় যা পায়, খাবে ;
ধিক্, দুষ্টমতি।
মারি তোরে বন-জীবে দিব, রে, কু-মতি।"
হইল বিষম রণ, তুলনা না মিলে ;
ভীম দুর্য্যোধনে,
ঘোর গদা-রণে,
হ্রদ দ্বৈপায়নে,
তীরস্থ সে রণ-ছায়া পড়িল সলিলে ;
ডরাইয়া জল-জীবী জল-জন্তুচয়ে,
সভয়ে মনেতে ভাবিল,
প্রলয়ে বুঝি এ বীরেন্দ্র-দ্বয় এ সৃষ্টি নাশিল।

মেঘনাদ মেঘের পিছনে,
অদৃশ্য আঘাতে যথা রণে ;
কেহ তারে মারিতে না পায়,
ভয়ঙ্কর স্বপ্নসম আসে,—এসে যায়
জর-জরি শ্রীরামের কটক লঙ্কায়।
কভু নাকে, কভু কাণে,
ত্রিশূল-সদৃশ হানে
হুল, মশা বীর।
না হেরি অরিরে হরি,
মুহুর্মুহুঃ নাদ করি,
হইলা অধীর।
হায়। ক্রোধে হৃদয় ফাটিল ;—
গত-জীব মৃগরাজ ভূতলে পড়িল!
ক্ষুদ্র শত্রু ভাবি লোক অবহেলে যারে,
বহুবিধ সঙ্কটে সে ফেলাইতে পারে ;—
এই উপদেশ কবি দিলা অলঙ্কারে।

সনেট ও সনেটকল্প কবিতা

কবি-মাতৃভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী!
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে?"

ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে

নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
পূর্ব্ব-বঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী।
প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী (থাকে এইখানে)
নিত্য অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি।
পীড়ায় দুর্ব্বল আমি, তেঁই বুঝি আনি
সৌভাগ্য, অর্পিলা মোরে (বিধির বিধানে)
তব করে, হে সুন্দরি! বিপজ্জাল যবে
বেড়ে কারে, মহৎ যে সেই তার গতি।
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে?
দ্বৈপায়ন হ্রদতলে কুরুকুলপতি?
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে,
করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি!

পুরুলিয়া

পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে?
কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে,
হে পুরুল্যে! দেখাইয়া ভকত-মণ্ডলে!
শ্রীভ্রষ্ট সরস সম, হায়, তুমি ছিলে,
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে ;

এবে রাশি রাশি পদ্ম ফোটে তব জলে,
পরিমল-ধনে ধনী করিয়া অনিলে!
প্রভুর কি অনুগ্রহ! দেখ ভাবি মনে,
(কত ভাগ্যবান্ তুমি কব তা কাহারে?)
রাজাসন দিলা তিনি ভূপতিত জনে!
উজলিলা মুখ তব বঙ্গের সংসারে;
বাড়ুক সৌভাগ্য তব এ প্রার্থনা করি,
ভাসুক সভ্যতা-স্রোতে নিত্য তব তরি।

পরেশনাথ গিরি

হেরি দূরে উর্দ্ধশিরঃ তোমার গগনে,
অচল, চিত্রিত পটে জীমূত যেমতি।
ব্যোমকেশ তুমি কি হে, (এই ভাবি মনে)
মজি তপে, ধরেছ ও পাষাণ-মূরতি?
এ হেন ভীষণ কায়া কার বিশ্বজনে?
তবে যদি নহ তুমি দেব উমাপতি,
কহ, কোন্ রাজবীর তপোব্রতে ব্রতী—
খচিত শিলার বর্ম্ম কুসুম-রতনে
তোমার? যে হর-শিরে শশিকলা হাসে,
সে হর কিরীটরূপে তব পুণ্য শিরে
চিরবাসী, যেন বাঁধা চিরপ্রেমপাশে!
হেরিলে তোমায় মনে পড়ে ফাল্গুনিরে
সেবিলা বীরেশ যবে পাশুপত আশে
ইন্দ্রকীল নীলচূড়ে দেব ধূর্জ্জটিরে।

কবির ধর্ম্মপুত্র

(শ্রীমান্ খ্রীষ্টদাস সিংহ)

হে পুত্র, পবিত্রতর জনম গৃহিলা
আজি তুমি, করি স্নান যর্দ্দনের নীরে
সুন্দর মন্দির এক আনন্দে নির্ম্মিলা
পবিত্রাত্মা বাস হেতু ও তব শরীরে;
সৌরভ কুসুমে যথা, আসে যবে ফিরে
বসন্ত, হিমান্তকালে। কি ধন পাইলা—
কি অমূল্য ধন বাছা, বুঝিবে অচিরে,
দৈববলে বলী তুমি, শুন হে, হইলা!
পরম সৌভাগ্য তব। ধর্ম্ম বর্ম্ম ধরি
পাপ-রূপ রিপু নাশো এ জীবন-স্থলে
বিজয়-পতাকা তোলি রথের উপরি;
বিজয় কুমার সেই, লোকে যারে বলে
খ্রীষ্টদাস, লভো নাম, আশীর্ব্বাদ করি,
জনক জননী সহ, প্রেম কুতূহলে!

পঞ্চকোট গিরি

কাটিলা মহেন্দ্র মর্ত্ত্যে বজ্র প্রহরণে
পর্ব্বতকুলের পাখা; কিন্তু হীনগতি
সে জন্য নহ হে তুমি, জানি আমি মনে,
পঞ্চকোট! রয়েছ যে,—লঙ্কায় যেমতি
কুম্ভকর্ণ,—রক্ষ, নর, বানরের রণে—
শূন্যপ্রাণ, শূন্যবল, তবু ভীমাকৃতি,—
রয়েছ যে পড়ে হেথা, অন্য সে কারণে।
কোথায় সে রাজলক্ষ্মী, যাঁর স্বর্ণ-জ্যোতি
উজ্জ্বলিত মুখ তব? যথা অস্তাচলে
দিনান্তে ভানুর কান্তি। তেয়াগি তোমায়
গিয়াছেন দূরে দেবী, তেঁই হে! এ স্থলে,
মনোদুঃখে মৌন ভাব তোমার; কে পারে
বুঝিতে, কি শোকানল ও হৃদয়ে জ্বলে?
মণিহারা ফণী তুমি রয়েছ আঁধারে।

পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী

হেরিনু রমারে আমি নিশার স্বপনে;
হাঁটু গাড়ি হাতী দুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে—
পদ্মাসন উজলিত শতরত্ন-করে,
দুই মেঘরাশি-মাঝে, শোভিছে অম্বরে,
রবির পরিধি যেন। রূপের কিরণে
আলো করি দশ দিশ; হেরিনু নয়নে,
সে কমলাসন-মাঝে ভুলাতে শঙ্করে
রাজরাজেশ্বরী, যেন কৈলাস-সদনে।
কহিলা বাগ্‌দেবী দাসে (জননী যেমতি
অবোধ শিশুরে দীক্ষা দেন প্রেমাদরে),
"বিবিধ আছিল পুণ্য তোর জন্মান্তরে,
তেঁই দেখা দিলা তোরে আজি হৈমবতী
যেরূপে করেন বাস চির রাজ-ঘরে
পঞ্চকোট;—পঞ্চকোট—ওই গিরিপতি।"

পঞ্চকোট-গিরি বিদায়-সঙ্গীত

হেরেছিনু, গিরিবর! নিশার স্বপনে,
অদ্ভুত দর্শন!
হাঁটু গাড়ি হাতী দুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে,
কনক-আসন এক, দীপ্ত রত্ন-করে
দ্বিতীয় তপন!

যেই রাজকুলখ্যাতি তুমি দিয়াছিলা,
সেই রাজকুললক্ষ্মী দাসে দেখা দিলা,
শোভি সে আসন!
হে সখে! পাষাণ তুমি, তবু তব মনে
ভাবরূপ উৎস, জানি, উঠে সর্ব্বক্ষণে।
ভেবেছিনু, গিরিবর! রমার প্রসাদে,
তাঁর দয়াবলে,
ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি
জলশূন্য পরিখায় ; ধনুর্ব্বাণ ধরি দ্বারিগণ
আবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতুহলে।

হতাশা-পীড়িত হৃদয়ের দুঃখধ্বনি

ভেবেছিনু মোর ভাগ্য, হে রমাসুন্দরি,
নিবাইবে সে রোষাগ্নি,—লোকে যাহা বলে,
হ্রাসিতে বাণীর রূপ তব মনে জ্বলে ;—
ভেবেছিনু, হায়! দেখি, ভ্রান্তিভাব ধরি!
ডুবাইছ, দেখিতেছি, ক্রমে এই তরী
অদয়ে, অতল দুঃখ-সাগরের জলে
ডুবিনু ; কি যশঃ তব হবে বঙ্গ-স্থলে?

কোন বন্ধুর প্রতি

এ ধরার কর্ম্মভার মন বেদনিলে,
কার করপদ্ম-স্পর্শে সারে সে বেদনা
বরদার দয়াসম? হাত বুলাইলে,
জননী, ব্যথিত দেহে, কোথা ব্যথা থাকে?
এ কথা তোমার কাছে অবিদিত নহে।

জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিগণের সম্বন্ধে

ইতিহাস এ কথা কাঁদিয়া সদা বলে,
জন্মভূমি ছেড়ে চল যাই পরদেশে।
উরূপায় কবিগুরু ভিখারী আছিলা
ওমর (অসভ্যকালে জন্ম তাঁর) যথা
অমৃত সাগরতলে। কেহ না বুঝিল
মূল্য সে মহামণির ; কিন্তু যম যবে
গ্রাসিল কবির দেহ, কিছু কাল পরে
বাড়িল কলহ নানা নগরে ; কহিল
এ নগর ও নগরে, "আমার উদরে
জনম গ্রহিয়াছিলা ওমর সুমতি।"
আমাদের বাল্মীকির এ দশা ; কে জানে,
কোন্ কুলে কোন্ স্থানে জন্মিলা সুমতি।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি
হে ঈশ্বরচন্দ্র! বঙ্গে বিধাতার বরে
বিদ্যার সাগর তুমি ; তব সম মণি,
মলিনতা কেন কহ ঢাকে তার করে?
বিধির কি বিধি সুরি, বুঝিতে না পারি,
হেন ফুলে কীট কেন পশিবারে পারে?
করমনাশার স্রোত অপবিত্র বারি
ঢালি জাহ্নবীর গুণ কি হেতু নিবারে?
বঙ্গের সুচূড়ামণি করে হে তোমারে
সৃজিলা বিধাতা, তোমা জানে বঙ্গজনে ;
কোন্ পীড়ারূপ অরি বাণাঘাতে পারে
বিঁধিতে, হে বঙ্গরত্ন ; এ হেন রতনে?
যে পীড়া ধনুক ধরি হেন বাণ হানে
(রাক্ষসের রূপ ধরি), বুঝিতে কি পার,
বিদীর্ণ বঙ্গের হিয়া সে নিষ্ঠুর বাণে?
কবিপুত্র সহ মাতা কাঁদে বারম্বার।

সমাধি-লিপি

দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।

অসমাপ্ত কবিতা

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

অসম্পূর্ণ দ্বিতীয় সর্গ

বিহার

১

সাজ, সাজ ব্রজাঙ্গনে, রঙ্গে ত্বরা করি।
মণি, মুক্তা পর কেশে
মেখলা লো কটিদেশে,
বাঁধ লো নূপুর পায়ে, কুসুমে কবরী ॥
লেপ সুচন্দন দেহে,
কি সাধে রহিবে গেহে?
ওই শুন, পুনঃ পুনঃ বাজিছে বাঁশরী ॥

২

নাচিছে লো নিতম্বিনি, কদম্বের তলে।
শিখণ্ড-মণ্ডিত-শির[১],
ধীরে ধীরে শ্যাম ধীর,
দুলিছে লো, বরগুঞ্জমালা বর-গলে।
মেঘ সনে সৌদামিনী—
সম রূপে, লো কামিনি,
ঝলে পীতধড়া-রূপে ঝল ঝল ঝলে ॥

৩

হ্রদে কুমুদিনী এবে প্রফুল্ল ললনে,
তব আশা-শশী আসি,
শোভিছে নিকুঞ্জে হাসি,
কোন্ মৌনব্রতে তুমি শূন্য নিকেতনে ॥
দেব-দৈত্য মিলি বলে,
মথিলা সাগর-জলে,[২]
যে সুধার লোভে, তাহা লভিবে সুন্দরি!
সুধামাখা বিম্বাধরে[৩],
আছে সুধা তব তরে,
যাও নিতম্বিনি, তুমি অবিলম্বে বনে!

বীরাঙ্গনা কাব্য

[বীরাঙ্গনা কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য কবি কয়েকটি পত্র-কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। সেগুলি এখানে সন্নিবিষ্ট হল। সম্পাদক।]

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী

জন্মান্ধ নৃমণি! তুমি এ বারতা পেয়ে
দূতমুখে, অন্ধ হ'লো গান্ধারী কিঙ্করী
আজি হ'তে। পতি তুমি ; কি সাধে ভুঞ্জিব
সে সুখ, যে সুখভোগে বঞ্চিলা বিধাতা
তোমারে, হে প্রাণেশ্বর! আনিতেছে দাসী
কাপড়, ভাঁজিয়া[৪] তাহে, সাত বার বেড়ি
অন্ধিব[৫] এ চক্ষু দুটি কঠিন বন্ধনে,
ভেজাইব দৃষ্টি-দ্বারে কবাট। ঘটিল,
লিখিলা বিধি যা ভালে—আক্ষেপ না করি ;
করিলে, ত্যজিব কেন রাজ-অট্টালিকা ;
যাইতে যথায় তুমি দূর হস্তিনাতে?
দেবাদেশে নরবর বরেছি তোমারে।

* * * *

আর না হেরিবে কভু দেব বিভাবসু
তব বিভারাশি[৬] দাসী এ ভবমণ্ডলে ;
তুমিও বিদায় কর, হে রোহিণীপতি[৭],
চারু চন্দ্র ; তারাবৃন্দ তোমরা গো সবে।
আর না হেরিব কভু সখীদলে মিলি
প্রদোষে তোমা সকলে, রশ্মিবিম্ব যেন
অম্বরসাগরে, কিন্তু স্থিরকান্তি ; যবে
বহেন মলয়ানিল গহন বিপিনে
বাসুকির ফণারূপ পর্য্যঙ্কে[৮] সুন্দরী—।
বসুন্ধরা, যান নিদ্রা নিঃশ্বাসি সৌরভে।
হে নদ তরঙ্গময়, পবনের রিপু[৯]
(যবে ঝড়াকারে তিনি আক্রমেন তোমা)
হে নদি, পবনপ্রিয়া, সুগন্ধের সহ
তোমার বদন আসি চুম্বেন পবন,

---

১. শিখণ্ড-মণ্ডিত-শির—ময়ূর পুচ্ছ শোভিত মাথা
২. পুরাণ প্রসঙ্গ ৩. লাল ঠোঁট ৪. ভাঁজ করিয়া
৫. অন্ধ করিব ৬. বিভা—কিরণ ৭. চন্দ্র
৮. খাট ৯. শত্রু

হে উৎস গিরি-দুহিতা জননী মা তুমি ;
নদ, নদী, আশীৰ্বাদ কর এ দাসীরে।
গান্ধার-রাজনন্দিনী অন্ধা হলো আজি।
আর না হেরিবে কভু হায় অভাগিনী
তোমাদের প্রিয়মুখ। হে কুসুমকুল,
ছিনু তোমাদের সখী, ছিনু লো ভগিনী,
আজি স্নেহহীন হয়ে ছাড়িনু সবারে ;
স্নেহহীন এ কি কথা? ভুলিতে কি পারি?
তোমা সবে? স্মৃতিশক্তি যত দিন রবে
এ দেহে, স্মরিব আমি তোমা সবাকারে।

অনিরুদ্ধের প্রতি ঊষা

বাণ-পুরাধিপ বাণ-দানব-নন্দিনী
ঊষা, কৃতাঞ্জলিপুটে নমে তব পদে,
যদুবর![১০] পত্রবাহ চিত্রলেখা সখী—
দেখা যদি দেহ, দেব, কহিবে বিরলে।
প্রাণের রহস্যকথা প্রাণের ঈশ্বরে!
অকূল পাথারে নাথ, চিরদিন ভাসি
পাইয়াছি কূল এবে! এত দিনে বিধি
দিয়াছেন দিন আজি দীন অধীনীরে!
কি কহিনু? ক্ষম দেব, বিবশা এ দাসী
হরষে, সরসে যথা হাসে কুমুদিনী,
হেরিয়া আকাশদেশে দেব নিশানাথে
চিরবাঞ্ছা ; চাতকিনী কুতুকিনী যথা
মেঘের সুশ্যাম মূর্ত্তি হেরি শূন্যপথে।
তেমতি এ পোড়া প্রাণ নাচিছে পুলকে,
আনন্দজনিত জল বহিছে নয়নে।
দিয়াছি আদেশ নাথ সঙ্গিনী-সমূহে,
গাইছে মধুর গীত, মিলি তারা সবে
বাজায়ে বিবিধ যন্ত্র। ঊষার হৃদয়ে
আশালতা আজি ঊষা রোপিবে কৌতুকে
শুন এবে কহি দেব, অপূর্ব্ব কাহিনী।

যযাতির প্রতি শর্ম্মিষ্ঠা

দৈত্যকুল-রাজবালা শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী
বলিতে সোহাগে যারে, নরকুলরাজা
তুমি, হে যযাতি, আজি ভিখারিণী হ'ল,
ভবসুখে ভাগ্যদোষে দিয়া জলাঞ্জলি।
দাবানলে দগ্ধ হেরি বন-গৃহ, যথা
কুরঙ্গী শাবক সব সঙ্গে লয়ে চলে,
না জানে আবার কোথা আশ্রয় পাইবে।
হে রাজন্! শিশুত্রয় লয়ে নিজে সাথে
চলিল শর্ম্মিষ্ঠা-দাসী কোথায় কে জানে
আশ্রয় পাইবে তারা? মনে রেখ তুমি।
নয়নের বারি পড়ি ভিজিতে লাগিল
আঁচল, বুঝিয়া তবু দেখ প্রাণপতি,
কে তুমি, কে আমি নাথ, কি হেতু আইনু
দাসীরূপে তব গৃহে রাজবালা আমি?
কি হেতু বা থেকে গেনু তোমার সদনে,
দৈত্যকুল-রাজবালা আমি দাসীরূপে।

নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী

আর কত দিন, সৌরি,[১১] জলধির গৃহে
কাঁদিবে অধীনী রমা, কহ তা রমারে।
না পশে, এ দেশে নাথ, রবিকররাশি,
না শোভেন সুধানিধি সুধাংশু বিতরি ;
স্থিরপ্রভা ভাবে নিত্য ক্ষণপ্রভা রূপী।
বিভা, জন্মি রত্নজালে উজলয়ে পুরী।
তবুও, উপেন্দ্র, আজ ইন্দিরা দুঃখিনী।
বাম দ্যমোদর[১২] ; তুমি লয়েছ হে কাড়ি
নয়নের মণি তার পাদপদ্ম তব।
ধরি এ দাসীর কর ও কর-কমলে
কহিলে দাসীরে যবে হে মধুরভাষী,
"যাও প্রিয়ে, বৈনতেয় কৃতাঞ্জলিপুটে—
দেখ দাঁড়াইয়া ওই ; বসি পৃষ্ঠাসনে
যাও সিন্ধুতীরে আজি।" হায়! না জানিনু
হইনু বৈকুণ্ঠচ্যুত দুর্ব্বাসার রোষে।[১৩]

নলের প্রতি দময়ন্তী

পঞ্চ দেবে বঞ্চি সাধে স্বয়ম্বর-স্থলে
পূজিল রাজীব-পদ তব যে কিঙ্করী,
নরেন্দ্র, বিজন বনে অর্দ্ধ বস্ত্রাবৃতা
ত্যজিলে তুমি হে যারে, না জানি কি দোষে,
নমে সে বৈদর্ভী[১৪] আজি তোমার চরণে।

১০. যদুবংশের সন্তান বলে অনিরুদ্ধকে এ সম্বোধন করা হয়েছে

১১. বিষ্ণু ১২. বিষ্ণু ১৩. পুরাণ প্রসঙ্গ

১৪. বিদর্ভদেশের রাজকন্যা

রিজিয়া

হা বিধি, অধীর আমি! অধীর কে কবে,
এ পোড়া মনের জ্বালা জুড়াই কি দিয়া?
হে স্মৃতি, কি হেতু যত পূর্ব্বকথা কয়ে,
দ্বিগুণিছ এ আগুন, জিজ্ঞাসি তোমারে!
কি হেতু লো বিষদন্ত ফণিরূপ ধরি,
মুহুর্মুহুঃ দংশে আজি জর্জ্জরি হৃদয়ে?
কেমনে, লো দুষ্টা নারি, ভুলিলি নিষ্ঠুরে
আমায়? সে পূর্ব্ব সত্য, অঙ্গীকার যত,
সে আদর, সে সোহাগ, সে ভাব কেমনে
ভুলিল ও মন তোর, কে কবে আমারে?
হায় লো সে প্রেমাঙ্কুর কি তাপে শুকাল?
এ হেন সুবর্ণ-দেহে কি সুখে রাখিলি
এ হেন দুরন্ত আত্মা, রে দুরাত্মা বিধি!
এ হেন সুবর্ণময় মন্দিরে স্থাপিলি
এ হেন কু-দেবতারে তুই কি কৌতুকে?
কোথা পাব হেন মন্ত্র যার মহাবলে
ভুলি তোরে, ভূত কাল, প্রমত্ত যেমতি
বিস্মরে (সুরার তেজে, যা কিছু সে করে)
জ্ঞানোদয়ে? রে মদন, প্রমত্ত করিলি
মোরে প্রেম মদে তুই; ভুলা তবে এবে,
ঘটিল যা কিছু, যবে ছিনু জ্ঞান-হীনে।
এ মোর মনের দুঃখ কে আছে বুঝিবে?
বন্ধুমাত্র মোর তুই, চল্ সিন্ধুদেশে,
দেখিব কি থাকে ভাগ্যে! হয়ত মরিব,
এ মনাগ্নি নিবাইব ঢালি লহু-স্রোতে,
নতুবা, রে মৃত্যু, তোর নীরব সদনে
ভুলিব এ মহাজ্বালা—দেখিব কি ঘটে!
কি কাজ জীবনে আর! কমল বিহনে
ডুবে অভিমানে জলে মৃণাল, যদ্যপি
হরে কেহ শিরোমণি, মরে ফণী শোকে।
চূড়াশূন্য রথে চড়ি কোন্ বীর যুঝে?
কি সাধ জীবনে আর? রে দারুণ বিধি,
অমৃত যে ফলে, আজ বিষাক্ত করিলি
সে ফলে? অনন্ত আয়ুদায়িনী সুধারে
না পেয়ে, কি হলাহল লভিনু মথিয়া
অকূল সাগরে, হায় হিয়া জ্বালাইতে?
হা ধিক্! হা ধিক্ তোরে নারীকুলাধমা!
চণ্ডালিনী ব্রহ্মকুলে তুই পাপীয়সী,
আর তোর পোড়া মুখ কভু না হেরিব,
যত দিন নাহি পারি তোর যমরূপে
আক্রমিতে রণে তোরে বীরপরাক্রমে!
ভেবেছিনু লয়ে তোরে সোহাগে বাসরে
কত যে লো ভালবাসি কব তোর কানে,
বায়ু যথা ফুলদলে সায়ংকালে পেয়ে
কাননে। সে প্রেমাশায় দিনু জলাঞ্জলি।
সে সুবর্ণ আশালতা তুই লো নিষ্ঠুরা
দাবানল-শিখারূপে নিষ্ঠুরে পোড়ালি!
পশ্ রে বিবরে তোর, তুই কাল ফণী।

তিলোত্তমা-সম্ভব

(পুনর্লিখিত অংশ)

প্রথম সর্গ

ধবল নামেতে খ্যাত হিমাদ্রির শিরে
দেবাত্মা, ভীষণ-মূর্ত্তি, অভ্র-ভেদী গিরি,
অটল, ধবল-কায়; ব্যোমকেশ যেন
উর্দ্ধবাহু শুভ্র-বেশে, মজি চিরযোগে,
যোগী-কুলে পূজ্য যোগী!—কি নিকুঞ্জ-রাজী,
কি তরু, কি লতা, কিবা ফল-ফুলাবলী,
আর আর শৈল-শিরে শোভে যা, মঞ্জরি
মরকত-ময় স্বর্ণ-কিরীটের রূপে;
না পরেন অচলেন্দ্র অবহেলি সবে,
বিমুখ ভবের সুখে ভব-ইন্দ্র যেন
জিতেন্দ্রিয়! সুনাদিনী বিহঙ্গিনী যত,
বিহঙ্গম সু-নিনাদী, অলি মধু-লোভী,
কভু নাহি ভ্রমে তথা; সিংহ—বনরাজা,—
বন-লণ্ডভণ্ড-কারী শুণ্ডধর করী,—
গণ্ডার, শার্দ্দূল, কপি,—বন-বাসী পশু,—
সুলোচনা কুরঙ্গিণী, বন-কমলিনী,—
ফণিনী কুন্তলে মণি, ফণী বিষ-ভরা,
না যায় নিকটে তাঁর—বিকট-শেখরী!
সতত, তিমিরময়, গভীর গহ্বরে,
কোলাহলে জল-দল মহা কোলাহলে,
ভোগবতী স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি
কল্লোলিনী! বহে বায়ু ভৈরব আরবে,
মহা কোপে লয়-রূপে, পূর্ণ তমোগুণে,
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ব্ব-নাশ-কারী!
কি দানব, কি মানব, যক্ষ, রক্ষঃ, বলী,
কি দানবী, কি মানবী, কিবা নিশাচরী,
সকলেরি অগম্য—দুর্গম দুর্গ যেন!
দিবা নিশি মেঘ-রাশি উড়ে চারি দিকে,
ভূতেশের সঙ্গে ভূত নাচে রঙ্গে যেন।

এহেন বিজন স্থানে দেব-কুল-পতি
বাসব, বসিয়া কেন একাকী, তা কহ,
পঙ্কজ-বাসিনি দেবি, এ তব কিঙ্করে?
সুরাসুর সহ অহি অনন্ত, যে বলে
আনন্দে মন্দারে বাঁধি, সিন্ধুরে মথিলা
অমৃত-রসের আশে,—সেই বল-সম
যাচি কৃপা, কর দয়া আজি অকিঞ্চনে,
বাগ্‌দেবি! যতনে মথি বাক্যের সাগরে,
কবিতার সুধা যেন পাই তব বলে!
কর দয়া অভাজনে, বিশ্ব-বিমোহিনি!
অসীম মহিমা তব, হায়, দীন আমি,—
কিন্তু যে চন্দ্রের বাস চন্দ্রচূড় চূড়ে,
জননি, শিশির-বিন্দু ক্ষুদ্র ফুল-দলে
লভে না কি আভা কভু তাঁর শোভা হতে?
কোথা সে ত্রিদিব, যার ভোগ লভিবারে,
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে,
কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে,
সগর রাজার বংশ ধ্বংস, মা, যে লোভে?
কোথা সে অমরাবতী—পূর্ণ চির-সুখে?
কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম, রত্নময়ী পুরী,
মলিন প্রভায় যার প্রভাকর ভানু?
কোথায় সে রাজ-ছত্র, রাজাসন কোথা,
রবি-পরিধির আভা মেরু-শৈলোপরি!
কোথায় নন্দন-বন, বসন্ত যে বনে
বিরাজেন নিত্য সুখে? পারিজাত কোথা,
অক্ষয়-লাবণ্য ফুল? ঋষি-মনোহরা
কোথা সে উর্ব্বশী, কহ? কোথা চিত্রলেখা,
জগত-জনের চিত্তে লেখা বিধুমুখী?
অলকা, তিলকা, রম্ভা, ভুবন-মোহিনী?
মিশ্রকেশী, যার চারু কেশ দিয়া গড়ি
নিগড়, বাঁধেন কাম স্বর্গ-বাসী জনে?
কোথায় কিন্নর, কোথা বিদ্যাধর যত?
গন্ধর্ব্ব, মদন-গর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে,—
গন্ধর্ব্ব-কুলের রাজা চিত্ররথ রথী,
কামিনীর মনোরথ, নিত্য অরি-দমী
দৈত্য-রণে? কোথা, মা, সে ভীষণ অশনি,
যার দ্রুত ইরম্মদে, গম্ভীর গর্জ্জনে,
দেব-কলেবর কাঁপে থর থর করি,
ভূধর অধীর ভয়ে, ভুবন চমকে
আতঙ্কে? কোথা সে ধনুঃ, ধনুঃ-কুল-মণি
আভাময়, যার চারু রত্ন-কান্তি-ছটা
নব নীরদের শিরে ধরে শোভা, যথা
শিখীর পুচ্ছের চূড়া রাখালের শিরে?
কোথায় পুষ্কর, কোথা আবর্ত্তক, দেবি,
ঘনেশ্বর? কোথা, কহ, সারথি মাতলি?
কোথা সে সুবর্ণ-রথ, মনোরথ-গতি,
যার স্থিরপ্রভা দেখি ক্ষণ-প্রভা লাজে
অস্থিরা, লুকায় মুখ, ক্ষণ দিয়া দেখা,
(কাদম্বিনী স্বজনীর গলা ধরি কাঁদি)
অম্বরে? কোথায় আজি ঐরাবত বলী,
গজেন্দ্র? কোথায় হয় উচ্চৈঃশ্রবা, কহ,
হয়েশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি?
কোথায় পৌলোমী সতী অনন্ত-যৌবনা,
দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরে প্রফুল্ল নলিনী,
ত্রিদিব-লোচনানন্দ, আয়ত-লোচনা
রূপসী? কোথায় এবে স্বর্গ-কল্পতরু,
কামদা বিধাতা যথা ; যে তরুর পদে,
আনন্দে নন্দন-বনে দেবী মন্দাকিনী
বহেন, বিমল-আভা, কল কল রবে?
কোথা মূর্ত্তিমান্ রাগ, ছত্রিশ রাগিণী
মূর্ত্তিমতী—নিত্য যারা সেবিত দেবেশে?
সে দেব-বিভব সব কোথা, কহ, এবে,
কোথা সে দেব-মহিমা—দেবি বীণাপাণি?
দুরন্ত দানব-দ্বয়, দৈব-বলে বলী,
বিমুখি সমুখ রণে দেব দেব-রাজে,
পূরি দেবরাজ-পুরী ঘোর কোলাহলে,
লুটি দেবরাজ-পুর-বৈভব, বিনাশি
(দ্বেষ-বিষে জ্বলি) হায়, দেব-রাজ-পুরে
সে পুরের অলঙ্কার, অহঙ্কারে আজি
বসিয়াছে রাজাসনে দেব-রাজ-ধামে
পামর! যেমতি শ্বাস রুদ্রের, প্রলয়ে
বাতময়, উথলিলে জল-সমাকুলে,
প্রবল তরঙ্গ-দল, অবহেলি রোধে,
ধরার কবরী হতে ছিঁড়ি লয় কাড়ি
সুবর্ণ কুসুম-দাম ; যে সুন্দর বপুঃ
আনন্দে মদন-সখা সাজান আপনি
দিয়া নানা ফুল-সাজ ; সে সুন্দর বপুঃ
ফুল-সাজ-শূন্য বন্যা করে অনাদরে,—
গম্ভীর হুঙ্কারে পশে রম্য বন-স্থলে!
দ্বাদশ বৎসর যুঝি দিতিজারি যত,
দুর্জ্জয় দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে তাপিয়া
(হীন-বল দৈব-বলে) ভঙ্গ দিলা রণে
আতঙ্কে। দাবাগ্নি যথা, সঙ্গে সখা বায়ু,
হুহুঙ্কারে প্রবেশিলে গহন কাননে,

হেরি ভীম শিখা-পুঞ্জে ধূম-পুঞ্জ মাঝে,
চণ্ড মুণ্ড-মালিনীর লোল জিহ্বা যেন
(রক্ত-বীজ-কুল-কাল!) আক্ত রক্ত-রসে ;
পরমাদ গণি মনে পলায় কেশরী
মৃগেন্দ্র ; করীন্দ্র-বৃন্দ পলায় তরাসে
উৰ্দ্ধশ্বাস ; মৃগদল ধায় বায়ু-বেগে ;
কুরঙ্গ সুশৃঙ্গধর, ভুজঙ্গ চৌদিকে
পলায় ; পলায় শূন্যে বিহঙ্গম উড়ি ;
পলায় মহিষ-দল, রোষে রাঙা আঁখি,
কোলাহলে পূরি দেশ ক্ষিতি টলমলি ;
পলায় গণ্ডার, বন লণ্ডভণ্ড করি
পলায়নে ; ধায় বাঘ ; ধায় প্রাণ লয়ে
ভল্লুক বিকটাকার ; আর পশু যত
বলবন্ত, কিন্তু ভয়ে বলশূন্য এবে ;—
অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ হেরি সে সমরে,
পলাইলা পরিহরি সমর কুলিশী
পুরন্দর ; পলাইলা জল-দল-পতি
পাশী, সর্ব্বনাশী পাশে হেরি (দৈব-বলে)
ম্রিয়মাণ, মহোরগ যেন মন্ত্র-তেজে!
পলাইলা ঝড়াকারে বায়ু-কুল-পতি ;
পলাইলা শিখি-পৃষ্ঠে শিখিধ্বজ রথী
সেনানী ; মহিষাসনে সর্ব্ব-অন্ত-কারী
কৃতান্ত, কৃতান্ত-দূতে হেরিলে যেমতি
সহসা, পলায় প্রাণী প্রাণ বাঁচাইতে!
পলাইলা গদাধারী অলকার পতি,
ব্যর্থ গদা হাতে, হায়, দুর্য্যোধন যথা
মিত্র ক্ষত্র-শূন্য দেখি কুরুক্ষেত্রে, গেলা
(বিষাদে নিশ্বাসি ঘন!) জলাশয় পানে,
একাকী, সহায়-হীন!—পলাইলা এবে
দেবগণ, রণভূমি ত্যজি অভিমানে ;
পূরিল জগত দৈত্য জয় জয় নাদে,
বসিল দেবারি দুষ্ট দেব-রাজাসনে,
হর-কোপানল যেন, মদনে দহিয়া,
বিরহ-অনল-রূপে, ভৈরবে বেড়িল
রতির কোমল হিয়া, হায়, পোড়াইতে
সে হিয়া, কেন না রতি স্থাপি সে মন্দিরে
নিত্যানন্দ মদনের মূরতি, সুন্দরী
পূজেন আদরে, প্রেম-ফুলাঞ্জলি দিয়া!
সুন্দ উপসুন্দাসুর, দ্বন্দ্বি সুর সহ
লণ্ডভণ্ড করিল অখিল ভূমণ্ডলে। ইত্যাদি—

ভারত-বৃত্তান্ত

দ্রৌপদীস্বয়ম্বর

কেমনে রথীন্দ্র পার্থ স্ববলে লভিলা
পরাভবি রাজবৃন্দে চারুচন্দ্রাননা
কৃষ্ণায়, নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসী জনে,
বাগ্দেবি! দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।
না জানি ভকতি স্তুতি, না জানি কি ক'রে
আরাধি হে বিশ্বারাধ্যা তোমায় ; না জানি
কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে!
কিন্তু মার প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
কথা তার? উর তবে, উর মা, আসরে।
আইস মা এ প্রবাসে বঙ্গের সঙ্গীতে
জুড়াই বিরহজ্বালা, বিহঙ্গম যথা
রঙ্গহীন কুপিঞ্জরে কভু কভু ভুলে
কারাগারদুখ সাধি কুঞ্জবনস্বরে।
সত্যবতীসতীসুত, হে গুরু, ভারতে
কবিতা-সুধার সরে বিকচিত চির
কমল দ্বিতীয় তুমি ; কৃতাঞ্জলিপুটে
প্রণমে চরণে দাস, দয়া কর দাসে।
হায় নরাধম আমি! ডরি গো পশিতে
যথায় কমলাসনে আসীনা দেউলে
ভারতী ; তেঁই হে ডাকি দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
আচার্য্য। আইস শীঘ্র দ্বিজোত্তম সূরি।
দাসের বাসনা, ফুলে পূজি জননীরে,
বর চাহি দেহ ব্যাস, এই বর মাগি।
    গভীর সুড়ঙ্গপথে চলিলা নীরবে
পঞ্চ ভাই সঙ্গে সতী ভোজেন্দ্রনন্দিনী
কুন্তী ; স্বরচিত-গৃহে মরিল দুর্ম্মতি
পুরোচন ; * * *

দ্রৌপদীস্বয়ম্বর

কেমনে রথীন্দ্র পার্থ পরাভবি রণে
লক্ষ রণসিংহ শূরে পাঞ্চাল নগরে
লভিলা দ্রুপদবালা কৃষ্ণা মহাধনে,
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধি দেববরে,—
গাইব সে মহাগীত। এ ভিক্ষা চরণে,
বাগ্দেবি! গাইব মা গো নব মধুস্বরে,

কর দয়া, চিরদাস নমে পদাম্বুজে,
দয়ায় আসরে উর, দেবি শ্বেতভুজে!

* * *

বিঁধিলা লক্ষ্যেরে পার্থ, আকাশে অপ্সরী
গাইল বিজয়গীত, পুষ্পবৃষ্টি করি
আকাশসম্ভবা দেবী সরস্বতী আসি
কহিলা এ সব কথা কৃষ্ণারে সম্ভাষি।
লো পঞ্চালরাজসুতা কৃষ্ণা গুণবতি,
তব প্রতি সুপ্রসন্ন আজি প্রজাপতি।
এত দিনে ফুটিল গো বিবাহের ফুল।
পেয়েছ সুন্দরি! স্বামী ভুবনে অতুল।
চেন কি উঁহারে উনি কোন্ মহামতি,
কত গুণে গুণবান্ জানো কি লো সতি?
না চেনো না জানো যদি শুন দিয়া মন,
ছদ্মবেশী উনি ধনি, নহেন ব্রাহ্মণ।
অত্যুচ্চ ভারতবংশশিরে শিরোমণি
কুন্তীর হৃদয়নিধি বিখ্যাত ফাল্গুনি।
ভস্মরাশি মাঝে যথা লুপ্ত হুতাশন
সেইরূপ ক্ষত্রতেজ আছিল গোপন।
আগ্নেয়গিরির গর্ভ করি বিদারণ
যথা বেগে বাহিরয় ভীম হুতাশন,
অথবা ভেদিয়া যথা পূরব গগন
সহসা আকাশে শোভে জ্বলন্ত তপন,
সেইরূপ এতদিনে পাইয়া সময়,
লুপ্ত ক্ষত্রতেজ বহ্নি হইল উদয়।

মৎসগন্ধা

চেয়ে দেখ, মোর পানে, কলকল্লোলিনি
যমুনে! দেখিয়া, কহ, শুনি তব মুখে,
বিধুমুখি, আছে কি গো অখিল জগতে,
দুঃখিনী দাসীর সম? কেন যে সৃজিলা,
কি হেতু বিধাতা, মোরে, বুঝিব কেমনে?
তরুণ যৌবন মোর! না পারি লড়িতে
পোড়া নিতম্বের ভরে! কবরীবন্ধন
খুলি যদি, পোড়া চুল পড়ে ভূমিতলে!
কিন্তু, কে চাহিয়া কবে দেখে মোর পানে?
না বসে গুঞ্জরি সখি, শিলীমুখ যথা
শ্বেতাম্বরা ধুতুরার নীরস অধরে,
হেরি অভাগীরে দূরে ফিরে অধোমুখে
যুবকুল; কাঁদি আমি বসি লো বিরলে!

সুভদ্রা-হরণ

প্রথম সর্গ

কেমনে ফাল্গুনি শূর স্বগুণে লভিলা
(পরাভবি যদু-বৃন্দে) চারু-চন্দ্রাননা
ভদ্রায়;—নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসি-জনে
বাগ্দেবি, দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।
না জানি ভকতি, স্তুতি; না জানি কি করে,
আরাধি, হে বিশ্বারাধ্যে, তোমায়; না জানি
কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে!
কিন্তু মার প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
কথা তার? কৃপা করি উর গো আসরে।
আইস, মা, এ প্রবাসে, বঙ্গের সঙ্গীতে
জুড়াই বিরহ-জ্বালা, বিহঙ্গম যথা,
কারাবদ্ধ পিঁজিরায়, কভু কভু ভুলে
কারাগার-দুখ, স্মরি নিকুঞ্জের স্বরে!
ইন্দ্রপ্রস্থে পঞ্চ ভাই পাঞ্চালীরে লয়ে
কৌতুকে করিলা বাস। আদরে ইন্দিরা
(জগত-আনন্দময়ী) নব-রাজ-পুরে
উরিলা; লাগিল নিত্য বাড়িতে চৌদিকে
রাজ-শ্রী, শ্রীবরদার পদের প্রসাদে!—
এ মঙ্গলবার্ত্তা শুনি নারদের মুখে
শচী, বরাঙ্গনা দেবী, বৈজয়ন্ত-ধামে
রুষিলা! জ্বলিল পুনঃ পূর্ব্বকথা স্মরি,
দাবানল-রূপ রোষ হিয়া-রূপ বনে,
দগধি পরাণ তাপে! "হা ধিক্!"—ভাবিলা
বিরলে মানিনী মনে—"ধিক্ রে আমারে!
আর কি মানিবে কেহ এ তিন ভুবনে
অভাগিনী ইন্দ্রাণীরে? কেন তাকে দিলি
অনন্ত-যৌবন-কান্তি, তুই, পোড়া বিধি?
হায়, কারে কব দুখ? মোরে অপমানি,
ভোজ-রাজ-বালা কুন্তী—কুল-কলঙ্কিনী,—
পাপীয়সী—তার মান বাড়ান কুলিশী?
যৌবন-কুহকে, ধিক্, যে ব্যভিচারিণী
মজাইল দেব-রাজে, মোরে লাজ দিয়া।
অর্জ্জুন—জারজ তার—নাহি কি শকতি
আমার—ইন্দ্রাণী আমি—মারি সে অর্জ্জুনে,
এ পোড়া চখের বালি?—দুর্য্যোধনে দিয়া
গড়াইনু জতুগৃহ; সে ফাঁদ এড়ায়ে
লক্ষ্য বিধি, লক্ষ রাজে বিমুখি সমরে

পাঞ্চালীরে মন্দমতি লভিল পঞ্চালে।
অহিত সাধিতে, দেখ, হতাশ হইনু
আমি, ভাগ্য-গুণে তার!—কি ভাগ্য?
কে জানে?
কোন্ দেবতার বলে বলী ও ফাল্গুনি?
বুঝি বা সহায় তার আপনি গোপনে
দেবেন্দ্র? হে ধর্ম্ম, তুমি পার কি সহিতে
এ আচার চরাচরে? কি বিচার তব!
উপপত্নী কুন্তীর জারজ পুত্র প্রতি
এত যত্ন? কারে কব এ দুখের কথা—
কার বা শরণ, হায়, লব এ বিপদে?"
কঙ্কণ-মণ্ডিত বাহু হানিলা ললাটে
ললনা! দুকূল সাড়ী তিতি গলগলে
বহিল আঁখির জল, শিশির যেমতি
হিমকালে পড়ি আর্দ্রে কমলের দলে!
"যাইব কলির কাছে" আবার ভাবিলা
মানিনী—"কুটিল কলি খ্যাত ত্রিভুবনে,—
এ পোড়া মনের দুঃখ কব তার কাছে,
এ পোড়া মনের দুখ সে যদি না পারে
জুড়াতে কৌশল করি, কে আর জুড়াবে?
যায় যদি মান, যাক্! আর কি তা আছে?"
ইত্যাদি।

পাণ্ডববিজয়

কেমনে সংহারি রণে কুরুকুলরাজে,
কুরুকুল-রাজাসন লভিলা দ্বাপরে
ধর্ম্মরাজ;—সে কাহিনী, সে মহাকাহিনী,
নব রঙ্গে বঙ্গজনে, উরি এ আসরে,
কহ, দেবি! গিরি-গৃহে সুকালে জনমি
(আকাশ-সম্ভবা ধাত্রী কাদম্বিনী দিলে
স্তনামৃতরূপে বারি) প্রবাহ যেমতি
বহি, ধায় সিন্ধুমুখে, বদরিকাশ্রমে,
ও পদ-পালনে পুষ্ট কবি-মনঃ, পুনঃ
চলিল, হে কবি-মাতঃ, যশের উদ্দেশে।
যথা সে নদের মুখে সুমধুর ধ্বনি,
বহে সে সঙ্গীতে যবে মঞ্জু কুঞ্জান্তরে
সমদেশে; কিন্তু ঘোর কল্লোল, যেখানে
শিলাময় স্থল রোধে অবিরলগতি;—
দাসের রসনা আসি রস নানা রসে,
কভু রৌদ্রে, কভু বীরে, কভু বা করুণে—
দেহ ফুলশরাসন, পঞ্চফুলশরে।

দুর্য্যোধনের মৃত্যু

"দেখ, দেব, দেখ চেয়ে," কাতরে কহিলা
কুরুরাজ কৃপাচার্য্যে,—"আসিছেন ধীরে
নিশীথিনী; নাহি তারা কবরী-বন্ধনে,—
না শোভে ললাটদেশে চারু নিশামণি!
শিবির-বাহিরে মোরে লহ কৃপা করি,
মহারথ! রাখ লয়ে যথায় ঝরিবে
এ ভূনত-শিরে এবে শিশিরের ধারা,
ঝরে যথা শিশুশিরে অবিরল বহি
জননীর অশ্রুজল, কালগ্রাসে যবে
সে শিশু।" লইলা সবে ধরাধরি করি
শিবির বাহিরে শূরে—ভগ্ন-উরু রণে!
মহাযত্নে কৃপাচার্য্য পাতিল ভূতলে
উত্তরী। বিষাদে হাসি কহিলা নৃমণি;—
"কার হেতু এ সুশয্যা, কৃপাচার্য্য রথি?
পড়িনু ভূতলে, প্রভু, মাতৃগর্ভ ত্যজি;—
সেই বাল্যাসন ভিন্ন কি আসন সাজে
অন্তিমে? উঠাও বস্ত্র, বসি হে ভূতলে!
কি শয্যায় সুপ্ত আজি কুরুবীর্য্যরূপী
গাঙ্গেয়? কোথায় গুরু দ্রোণাচার্য্য রথী,
কোথা অঙ্গপতি কর্ণ? আর রাজা যত
ক্ষত্র-ক্ষেত্র-পুষ্প, দেব! কি সাধে বসিবে
এ হেন শয্যায় হেথা দুর্য্যোধন আজি?
যথা বনমাঝে বহ্নি জ্বলি নিশাযোগে
আকর্ষি পতঙ্গচয়ে, ভস্মেন তা সবে
সর্ব্বভুক্—রাজদলে আহ্বানি এ রণে—
বিনাশিনু আমি, দেব! নিঃক্ষত্র করিনু
ক্ষত্রপূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র নিজ কর্ম্মদোষে।
কি কাজ আমার আর বৃথা সুখভোগে?
নির্ব্বাণ পাবক আমি, তেজশূন্য, বলি!
ভস্মমাত্র! এ যতন বৃথা কেন তব!"
সরায়ে উত্তরী শূর বসিলা ভূতলে।
নিকটে বসিলা কৃপ কৃতবর্ম্মা রথী
বিষাদে নীরব দোঁহে;—আসি নিশীথিনী,
মেঘরূপ ঘোমটায় বদন আবরি,
উচ্চ বায়ু-রূপ শ্বাসে সঘনে নিশ্বাসি;—
বৃষ্টি-ছলে অশ্রুবারি ফেলিলা ভূতলে।
কাতরে কহিলা চাহি কৃতবর্ম্মা পানে
রাজেন্দ্র; "এ হেন ক্ষেত্রে, ক্ষত্রচূড়ামণি,
ক্ষত্র-কুলোদ্ভব, কহ, কে আছে ভারতে,
যে না ইচ্ছে মরিবারে? যেখানে, যে কালে

আক্রমেন যমরাজ ; সমপীড়া-দায়ী
দণ্ড তাঁর,—রাজপুরে, কি ক্ষুদ্র কুটীরে,
সম ভয়ঙ্কর প্রভু, সে ভীম মূরতি!
কিন্তু হেন স্থলে তাঁরে আতঙ্ক না করি
আমি!—এই সাধ ছিল চিরকাল মনে।
যে স্তম্ভের বলে, শির উঠায় আকাশে
উচ্চ রাজ-অট্টালিকা, সে স্তম্ভের রূপে
ক্ষত্রকুল-অট্টালিকা ধরিনু স্ববলে
ভূভারতে। ভূপতিত এবে কালে আমি ;
দেখ চেয়ে চারি দিকে ভগ্ন শত ভাগে
সে সুঅট্টালিকা চূর্ণ এ মোর পতনে!
গড়ায় এক্ষেত্রে পড়ি গৃহচূড়া কত!
আর যত অলঙ্কার—কার সাধ্য গণে?
কিন্তু চেয়ে দেখ সবে, কি আশ্চর্য্য! দেখ—
রকত বরণে দেখ, সহসা আকাশে
উদিছেন ও পৌরব বংশ-আদি যিনি,
নিশানাথ! দুর্য্যোধনে ভূশয্যায় হেরি
কুবরণ হইলা কি শোকে সুধানিধি?"
পাণ্ডব-শিবির পানে ক্ষণেক নিরখি
উত্তরিলা কৃপাচার্য্য ;—"হে কৌরবপতি,
নহে চন্দ্র যাহা, রাজা, দেখিছ আকাশে,
কিন্তু বৈজয়ন্তী তব সর্ব্বভুক্‌রূপে!
রিপুকুল-চিতা, দেব, জ্বলিয়া উঠিল।
কি বিষাদ আর তবে? মরিছে শিবিরে
অগ্নি-তাপে ছটফটি ভীম দুষ্টমতি ;
পুড়িছে অর্জ্জুন, রায়, তার শরানলে,
পুড়িল যেমতি হেথা সৈন্যদল তব!
অন্তিমে পিতায় স্মরে যুধিষ্ঠির এবে ;
নকুল ব্যাকুলচিত সহদেব সহ!
আর আর বীর যত এ কাল সমরে
পাইয়াছে রক্ষা যারা, দাবদগ্ধ বনে
আশে পাশে তরু যথা ;—দেখ মহামতি!"

সিংহল-বিজয়

স্বর্ণসৌধে সুধাধরা যক্ষেন্দ্রমোহিনী
সুরজা, শুনি সে ধ্বনি অলকা নগরে,
বিস্ময়ে সাগর পানে নিরখি, দেখিলা
ভাসিছে সুন্দর ডিঙ্গা, উড়িছে আকাশে
পতাকা, মঙ্গলবাদ্য বাজিছে চৌদিকে!
রুষি সতী শশিমুখী সখীরে কহিলা ;—
হেদে দেখ, শশিমুখি, আঁখি দুটি খুলি,
চলিছে সিংহলে ওই রাজ্যলাভ-লোভে
বিজয়, স্বদেশ ছাড়ি লক্ষ্মীর আদেশে!
কি লজ্জা! থাকিতে প্রাণ না দিব লইতে
রাজ্য ওরে আমি, সই! উদ্যানস্বরূপে
সাজানু সিংহলে কি লো দিতে পরজনে?
জ্বলে রাগে দেহ, যদি স্মরি শশিমুখি,
কমলার অহঙ্কার ; দেখিব কেমনে
স্বদাসে আমার দেশ দানেন ইন্দিরা?
জলধি জনক তাঁর ; তেঁই শান্ত তিনি
উপরোধে। যা, লো সই, ডাক্ সারথিরে
আনিতে পুষ্পক হেথা। বিরাজেন যথা
বায়ুরাজ, যাব আজি ; প্রভঞ্জনে লয়ে
বাধাব জঞ্জাল, পরে দেখিব কি ঘটে?
স্বর্ণতেজঃপুঞ্জ রথ আইল দুয়ারে
ঘর্ঘরি। হ্রেষিল অশ্ব, পদ-আস্ফালনে
সৃজি বিস্ফুলিঙ্গবৃন্দে। চড়িলা স্যন্দনে
আনন্দে সুন্দরী, সাজি বিমোহন সাজে!

দেবদানবীয়ম্

মহাকাব্য

প্রথম সর্গঃ

কাব্যেকখানি রচিবারে চাহি,
কহো কি ছন্দঃ পছন্দ, দেবি!
কহো কি ছন্দঃ মনানন্দ দেবে
মনীষবৃন্দে এ সুবঙ্গদেশে?
তোমার বীণা দেহ মোর হাতে,
বাজাইয়া তায় যশস্বী হবো,
অমৃতরূপে তব কৃপাবারি
দেহো জননি গো, ঢালি এ পেটে ॥

শর্ম্মিষ্ঠা নাটক

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র

যযাতি। মাধব্য (বিদূষক)। রাজমন্ত্রী। শুক্রাচার্য্য। কপিল (তস্য শিষ্য)। বকাসুর। অন্য একজন দৈত্য, এক জন ব্রাহ্মণ, দৌবারিক, নাগরিকগণ, সভাসদ্‌গণ প্রমুখ

স্ত্রী-চরিত্র

দেবযানী। শর্ম্মিষ্ঠা। পূর্ণিমা (দেবযানীর সখী)। দেবিকা (শর্ম্মিষ্ঠার সখী)। নটী, এক জন পরিচারিকা, দুই জন চেটী।

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক[১]

হিমালয় পর্ব্বত—দূরে ইন্দ্রপুরী অমরাবতী

এক জন দৈত্য যুদ্ধবেশে

দৈত্য। (স্বগত) আমি প্রতাপশালী দৈত্য-রাজের আদেশানুসারে এই পর্ব্বতপ্রদেশে অনেক দিন অবধি ত বাস কচ্চি; দিবারাত্রের মধ্যে ক্ষণকালও স্বচ্ছন্দে থাকি না; কারণ ঐ দূরবর্ত্তী নগরে দেবতারা যে কখন্ কি করে, কখনই বা কে সেখান হত্যে রণসজ্জায় নির্গত হয়, তার সংবাদ অসুরপতির নিকটে তৎক্ষণাৎ লয়ে যেতে হয়। (পরিক্রমণ) আর এ উপত্যকা-ভূমি যে নিতান্ত অরমণীয় তাও নয় ;—স্থানে স্থানে তরুশাখায় নানা বিহঙ্গমগণ মধুর স্বরে গান কচ্চে ; চতুর্দ্দিকে বিবিধ বনকুসুম বিকশিত ; ঐ দূরস্থিত নগর হতে পারিজাত পুষ্পের সুগন্ধ সহকারে মৃদু মন্দ পবন সঞ্চার হচ্চে ; আর কখন কখন মধুরকণ্ঠ অপ্সরীগণের তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীতও কর্ণকুহর শীতল করে ; কোথাও ভীষণ সিংহের নাদ, কোথাও ব্যাঘ্র মহিষাদির ভয়ঙ্কর শব্দ আবার কোথাও বা পর্ব্বতনিঃসৃতা বেগবতী নদীর কুলকুল ধ্বনি হচ্চে। কি আশ্চর্য্য! এই স্থানের গুণে স্বজন বান্ধবের বিরহদুঃখও আমি প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। (পরিক্রমণ।) অহো! কার যেন পদশব্দ শ্রুতিগোচর হলো না! (চিন্তা করিয়া) তা এ ব্যক্তিটা শত্রু কি মিত্র, তাও ত অনুমান কত্যে পাচ্চি না; যা হোক, আমার রণসজ্জায় প্রস্তুত থাকা উচিত। (অসি চর্ম্ম গ্রহণ) বোধ হয়, এ কোন সামান্য ব্যক্তি না হবে! উঃ! এর পদভরে পৃথিবী যেন কম্পমানা হচ্যেন।

বকাসুরের প্রবেশ

(প্রকাশে) কস্ত্বং?

বক। দৈত্যপতি বিজয়ী হউন, আমি তাঁরই অনুচর।

দৈত্য। (সচকিত) ও! মহাশয়? আস্‌তে আজ্ঞা হউক। নমস্কার।

বক। নমস্কার। তবে[২] দৈত্যবর, কি সংবাদ বল দেখি?

দৈত্য। এ স্থলের সকলি মঙ্গল। দৈত্যপুরীর কুশলবার্ত্তায় চরিতার্থ করুন।

বক। ভাই হে, তার আর বল্‌বো কি, অদ্য দৈত্যকুলের এক প্রকার পুনর্জ্জন্ম।

দৈত্য। কেন কেন, মহাশয়?

বক। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য ক্রোধান্ধ হয়ে দৈত্যদেশ পরিত্যাগে উদ্যত হয়েছিলেন।

দৈত্য। কি সর্ব্বনাশ! এ কি অদ্ভুত ব্যাপার, এর কারণ কি?

বক। ভাই, স্ত্রীজাতি সর্ব্বত্রেই বিবাদের মূল।

১. ইংরেজী রীতি মেনে দৃশ্য সংস্থান করেছেন মধুসূদন

২. তবে—তাহলে। নাট্যসংলাপে 'তবে' ব্যবহার মধুসূদন একটু বেশিই করতেন।

দৈত্যরাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা, গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত কলহ করো্যে, তাঁকে এক অন্ধকারময় কূপে নিক্ষেপ করেন পরে দেবযানী এই কথা আপন পিতা তপোধনকে অবগত করালে, তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় একেবারে জ্বলে উঠলেন! আঃ! সে ব্রহ্মাগ্নিতে যে আমরা সনগর দগ্ধ হই নাই, সে কেবল দেবদেব মহাদেবের কৃপা, আর আমাদের সৌভাগ্য।

দৈত্য। আজ্ঞে তার সন্দেহ কি! কিন্তু গুরুকন্যা দেবযানী রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠার প্রাণস্বরূপ, তা তাঁদের উভয়ে কলহ হওয়াও ত অতি অসম্ভব।

বক। হাঁ। তা যথার্থ বটে, কিন্তু ভাই, উভয়েই নবযৌবন-মদে উন্মত্তা।

দৈত্য। তার পর কি হলো মহাশয়?

বক। তার পর মহর্ষি শুক্রাচার্য্য, ক্রোধে রক্তনয়ন হয়ে, রাজসভায় গিয়ে মুক্তকণ্ঠে বল্যেন, রাজন! অদ্যাবধি তুমি শ্রীভ্রষ্ট হবে, আমি এই অবধি এ স্থান পরিত্যাগ কল্যেম, এ পাপনগরীতে আমার আর অবস্থিতি করা কখনই হবে না। এই বাক্যে সভ্যসদ্ সকলের মস্তকে যেন বজ্রপাত হলো, আর সকলেই ভয়ে ও বিস্ময়ে স্পন্দহীন হয়ে রৈল।

দৈত্য। তার পর মহাশয়?

বক। পরে মহারাজ কৃতাঞ্জলিপুটে অনেক স্তব করে বল্লেন, গুরো! আমি কি অপরাধ করেছি, যে আপনি আমাকে সবংশে নিধন কত্যে উদ্যত হয়েছেন? আমরা সপরিবারে আপনার ক্রীতদাস, আর আপনার প্রসাদেই আমার সকল সম্পত্তি! তাতে মহর্ষি বল্লেন, সে কি মহারাজ? তুমি দৈত্যকুলপতি, আমি একজন ভিক্ষাজীবি ব্রাহ্মণ, আমাকে কি তোমার এ কথা বলা সম্ভবে? রাজা তাতে আরো কাতর হয়ে, মহর্ষির পদতলে পতিত হলেন, আর বল্‌তে লাগলেন, গুরো, আপনার এ ভয়ানক ক্রোধের কারণ কি, আমাকে বলুন।

দৈত্য। তা মহর্ষি এ কথার কি আজ্ঞা কল্যেন?

বক। রাজার নম্রতা দেখে মহর্ষি ভূতল হতে তাঁকে উত্থিত কল্যেন, আর আপনার কন্যার সহিত রাজকুমারীর বিবাদের বৃত্তান্ত সমুদয় জ্ঞাত করিয়ে বল্লেন রাজন্! দেবযানী আমার একমাত্র কন্যা, আমার জীবনাপেক্ষাও স্নেহপাত্রী, তা, যে স্থানে তার কোনরূপ ক্লেশ হয়, সে স্থান আমার পরিত্যাগ করাই উচিত। রাজা এ কথায় বিস্ময়াপন্ন হয়ে, করযোড় করে এই উত্তর দিলেন, প্রভো! আমি এ কথার বিন্দু বিসর্গও জানি নে, তা আপনি সে পাপশীলা শর্ম্মিষ্ঠার যথোচিত দণ্ড বিধান করো্যে ক্রোধ সম্বরণ করুন, নগর পরিত্যাগের প্রয়োজন কি?

দৈত্য। ভগবান্ ভার্গব তাতে কি বল্যেন?

বক। তিনি বল্যেন, এ পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত কি আছে? তোমার কন্যা চিরকাল দেবযানীর দাসী হয়ে থাকুক, এই আমার ইচ্ছা।

দৈত্য। উঃ! কি সর্ব্বনাশের কথা!

বক। মহারাজ এই বাক্য শুনে যেন জীবন্মৃতের ন্যায় হলেন। তাতে মহর্ষি সক্রোধে রাজাকে পুনর্ব্বার বল্লেন, রাজন্! তুমি যদি আমার বাক্যে সম্মত না হও, তবে বল আমি এই মুহূর্ত্তেই এ স্থান হতে প্রস্থান করি। মহর্ষি ভার্গবকে পুনরায় ক্রোধান্বিত দেখ্যে মন্ত্রিবর কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক মহারাজকে সম্বোধন করে বল্লেন মহারাজ! আপনি কি একটি কন্যার জন্যে সবংশে নির্ব্বংশ হবেন? দেখুন দেখি, যদি কোন বণিক্ সুবর্ণ, রৌপ্য, ও নানাবিধ মহামূল্য রত্নজাত-পরিপূর্ণ একখানি পোত লয়ে সমুদ্রে গমন করে, আর যদি সে সময়ে ঘোরতর ঘনঘটাদ্বারা আকাশ-মণ্ডল আবৃত হয়ে প্রবলতর ঝটিকা বইতে থাকে, তবে কি সে ব্যক্তি আপনার প্রাণরক্ষার নিমিত্তে সে সময়ে সে সমুদয় মহামূল্য রত্নজাত গভীর সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করে না?

দৈত্য। তার পর মহাশয়?

বক। দৈত্যাধিপতি মন্ত্রিবরের এই হিতকর বাক্য শুনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে রাজকুমারীকে অগত্যায় সভায় আনয়ন করতে অনুমতি দিলেন; পরে রাজদুহিতা সভায় উপস্থিতা হলে, মহারাজ অশ্রুপূর্ণলোচনে ও গদ্গদবচনে তাঁকে সমুদয় অবগত করালেন আর বল্লেন, বৎসে! অদ্য তোমার হস্তেই দৈত্যকুলের পরিত্রাণ। যদি

তুমি মহর্ষির এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রতিপালন কত্যে স্বীকার না কর, তবে আমার এ রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হবে, এবং আমিও চিরবিরোধী দুর্দ্দান্ত দেবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়ে নানা ক্লেশে পতিত হব।

দৈত্য। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ!— রাজকুমারী পিতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে কি প্রত্যুত্তর দিলেন?

বক। ভাই হে! রাজতনয়ার তৎকালীন মুখচন্দ্র মনে করলে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। রাজকুমারী যখন সভায় উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডল শরচ্চন্দ্রের ন্যায় প্রসন্ন ছিল, কিন্তু পিতৃবাক্যে মেঘাচ্ছন্ন শশধরের ন্যায় একেবারে মলিন হয়ে গেল! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হা হতদৈব! এমন সুন্দরীর অদৃষ্টে কি এই ছিল! অনন্তর রাজপুত্রী শর্ম্মিষ্ঠা সভা হতে পিতৃ-আজ্ঞায় সম্মতা হয়ে প্রস্থান করলে পর, মহারাজ যে কত প্রকার আপেক্ষ ও বিলাপ করতে আরম্ভ করলেন, তা স্মরণ হলে অধৈর্য্য হতে হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস।)

দৈত্য। আহা, কি দুঃখের বিষয়! তবে কি না বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে লঙ্ঘন করতে পারে? হে ধনুর্দ্ধারিন্! এক্ষণে আচার্য্য মহাশয়ের কোপাগ্নি ত নির্ব্বাণ হয়েছে?

বক। আর না হবে কেন?

দৈত্য। তবে আপনি যে বলেছিলেন অদ্য দৈত্যকুলের পুনর্জ্জন্ম হলো তা কিছু মিথ্যা নয়। (চিন্তা করিয়া) হে অসুর-শ্রেষ্ঠ! যখন মহর্ষির সহিত মহারাজের মনান্তর হবার উপক্রম হয়েছিল, তখন যদি ঐ দুর্দ্দান্ত দেবগণেরা এ সংবাদ প্রাপ্ত হতো, তা হলে যে তারা কি পর্য্যন্ত পরিতুষ্ট হতো, তা অনুমান করা যায় না।

বক। তা সত্য বটে। আর আমিও তাই জান্‌তে এসেছি যে দেবতারা এ কথার কিছু অনুসন্ধান পেয়েছে কিনা। তুমি কি বিবেচনা কর, দেবেন্দ্র প্রভৃতি দৈত্যাদিগণ এ সংবাদ পায় নাই?

দৈত্য। মহাশয়! দেবদূতেরা পরম মায়াবী, এবং তাদের গতি মনোরথ আর সৌদামিনী, অপেক্ষাও বেগবতী; স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, এই ত্রিভুবনের মধ্যে কোন স্থানই তাদের অগম্য নয়।

বক। তা যথার্থ বটে, কিন্তু দেখ, ঐ নগরে সকলেই স্থিরভাবে আছে। বোধ করি, অমরগণ দৈত্যরাজের সহিত ভগবান, ভার্গবের বিবাদের কোন সূচনা প্রাপ্ত হয় নাই, তা হলে তারা তৎক্ষণাৎ রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নগর হতে নির্গত হতো।

দৈত্য। মহাশয়! আপনি কি অবগত নন, যে প্রবল বাত্যারম্ভের পূর্ব্বে সমুদায় প্রকৃতি স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন?— যা হউক, সুকুমারী রাজকুমারী এখন কোথায় আছেন?

বক। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তিনি এখন গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত আচার্য্যের আশ্রমেই অবস্থিতি কচ্যেন। ভাই হে! সেই সুকুমারী রাজকুমারী ব্যতিরেকে দৈত্যপুরী একেবারে অন্ধকারময়ী হয়ে রয়েছে! রাজ-মহিষীর রোদনধ্বনি শ্রবণ করলে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়, এবং মহারাজের যে কি পর্য্যন্ত মনোদুঃখ, তা স্মরণ হলে ইচ্ছা হয় না যে দৈত্যদেশে পুনর্গমন করি। (নেপথ্যে রণবাদ্য, শঙ্খনাদ, ও হুহুঙ্কার ধ্বনি।)

দৈত্য। মহাশয়! ঐ শ্রবণ করুন, — শত বজ্রশব্দের ন্যায় দুর্দ্দান্ত দেবগণের শঙ্খনাদ শ্রুতিগোচর হচ্যে। উঃ, কি ভয়ানক শব্দ!

বক। দুষ্ট দস্যুদল তবে দৈত্যদেশ আক্রমণে উদ্যত হলো না কি?

নেপথ্যে। দৈত্যকুল সংহার কর! দৈত্যদেশ সংহার কর!

দৈত্য। অহো! এ কি প্রলয়কাল উপস্থিত, যে সপ্ত সমুদ্র ভীষণ গর্জ্জনপূর্ব্বক তীর অতিক্রম কচ্যে?

বক। ওহে বীরবর! এ স্থলে আর বিলম্ব করবার প্রয়োজন নাই; দুষ্ট দেবগণের অভিলাষ সম্পূর্ণরূপেই প্রকাশ পাচ্যে। চল, ত্বরায় দৈত্যরাজের নিকট এ সংবাদ লয়ে যাই। ঐ দুষ্ট দেবগণের শঙ্খধ্বনি শুন্‌লে আমার সর্ব্বশরীরের শোণিত উষ্ণ হয়ে উঠে।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দৈত্য-দেশ-গুরু শুক্রাচার্য্যের আশ্রম

শর্ম্মিষ্ঠার সখী দেবিকার প্রবেশ

দেবি। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) সূর্য্যদেব ত প্রায় অস্তগত হলেন। এই যে আশ্রমে পক্ষিসকল কূজনধ্বনি করে চারি দিক্ হতে আপন আপন বাসায় ফিরে আসচে ; কমলিনী আপনার প্রিয়তম দিনকরকে গমনোন্মুখ দেখে বিষাদে মুদিতপ্রায় ; চক্রবাক ও চক্রবাকবধূ, আপনাদের বিরহ-সময় সন্নিহিত দেখে, বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট হয়ে, উভয়ে উভয়ের প্রতি একদৃষ্টে অবলোকন কচ্যে; মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় হোমাগ্নিতে সায়ংকালীন আহুতি প্রদানের উদ্যোগে ব্যস্ত ; দুগ্ধভারে ভারাক্রান্ত গাভীসকল বৎসাবলোকনে অতিশয় উৎসুক হয়ে বেগে গোষ্ঠে প্রবিষ্ট হচ্যে। (আকাশমণ্ডলের প্রতি পুনর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) এই ত সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, কিন্তু রাজকুমারী যে এখনও আসচেন না, কারণ কি? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! প্রিয়সখীর কথা মনে উদয় হলে, একবারে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! হা হতবিধাতঃ! রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে শর্ম্মিষ্ঠাকে কি যথার্থই দাসী হতে হলো? আহা! প্রিয়সখীর সে পূর্ব্ব রূপলাবণ্য কোথায় গেল? তা এতাদৃশী দুরবস্থায় কি প্রকারেই বা সে অপরূপ রূপ-লাবণ্যের সম্ভব হয়? নির্ম্মল সলিলে যে পদ্ম বিকশিত হয়, পঙ্কিল জলে তাকে নিক্ষেপ করলে তার কি আর তাদৃশী শোভা থাকে? (অবলোকন করিয়া সহর্ষে) ঐ যে আমার প্রিয়সখী আস্চেন!

শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ

(প্রকাশে) রাজকুমারি! তোমার এত বিলম্ব হলো কেন?

শর্ম্মি। সখি! বিধাতা এক্ষণে আমাকে পরাধীনা করেছেন, সুতরাং পরবশ জনের স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্ম করা কি কখন সম্ভব হয়?

দেবি। প্রিয়সখি! তোমার দুঃখের কথা মনে হলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়! হা কুসুমকুমারি! হা চারুশীলে! তোমার অদৃষ্টে যে এত ক্লেশ ছিল, এ আমি স্বপ্নেও জানতেম না! (রোদন।)

শর্ম্মি। সখি! আর বৃথা ক্রন্দনে ফল কি?

দেবি। প্রিয়সখি! তোমার দুঃখে পাষাণও বিগলিত হয়!

শর্ম্মি। সখি! দুঃখের কথায় অন্তঃকরণ আর্দ্র হয় বটে, কিন্তু কৈ, আমার এমন দুঃখ কি?

দেবি। প্রিয়সখি! এর অপেক্ষা দুঃখ আর কি আছে? শশধর আকাশমণ্ডল হতে ভূতলে পতিত হয়েছেন! দেখ, রাজদুহিতা হয়ে দাসী হলে! হা দুর্দ্দৈব! তোমার কি এ সামান্য বিড়ম্বনা!

শর্ম্মি। সখি! যদিও আমি দাসীত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধা, তথাপি ত আমি রাজভোগে বঞ্চিতা হই নাই। এই দেখ! আমার মনে সেই সকল সুখই রয়েছে। এই অশোক-বেদিকা আমার মহার্হ সিংহাসন (বেদিকোপরি উপবেশন) ; এই তরুবর আমার ছত্রধর ; ঐ সম্মুখস্থ সরোবরে বিকশিতা কুমুদিনীই আমার প্রিয়সখী! মধুকর ও মধুকরীগণ গুণ্‌গুণ্‌স্বরে আমারই গুনকীর্ত্তন কচ্যে; স্বয়ং সুগন্ধ মলয়মারুত আমার বীজন-ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়েছে ; চন্দ্রমণ্ডল নক্ষত্রগণ সহিত আমাকে আলোক প্রদান কচ্যেন। সখি! এ সকল কি সামান্য বৈভব? আমাকে এত সুখভোগ করতে দেখেও তোমার কি আমাকে সুখভোগিনী বলে বোধ হয় না?

দেবি। (সস্মিত বচনে) রাজনন্দিনি! এ কি পরিহাসের সময়?

শর্ম্মি। সখি! আমি ত তোমার সহিত পরিহাস্য কচ্যি না। দেখ, সুখ দুঃখ মনের ধর্ম্ম; অতএব বাহ্য সুখ অপেক্ষা আন্তরিক সুখই সুখ। আমি পূর্ব্বেই যেরূপ ছিলাম, এখনও সেইরূপ; আমার ত কিঞ্চিন্মাত্রও চিত্তবিকার হয় নাই।

দেবি। সখি! তুমি যা বল, কিন্তু হত-বিধাতার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা? (রোদন।)

শর্ম্মি। হা ধিক্! সখি! তুমি বিধাতাকে বৃথা নিন্দা কর কেন? দেখ দেখি, যদি আমি

কোন ব্যক্তিকে দেবভোগ তুল্য উপাদেয় মিষ্টান্ন ভোজন করতে দি, আর সে যদি তা বিষ সহকারে ভোজন করে চিররোগী হয় তবে কি আমি সে ব্যক্তির রোগের কারণ বলে গণ্য হতে পারি?

দেবি। সখি, তাও কি কখন হয়?

শর্ম্মি। তবে তুমি বিধাতাকে আমার জন্যে দোষ দেও কেন? বিধাতার এ বিষয়ে দোষ কি? গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত আমার বিবাদ বিসম্বাদ না হলে ত আমাকে এ দুর্গতি ভোগ করতে হতো না! দেখ, পিতা আমার দৈত্যরাজ; তিনি প্রতাপে আদিত্য, আর ঐশ্বর্য্যে ধনপতি; তাঁর বিক্রমে দেবগণও সশঙ্কিত; আমি তাঁর প্রিয়তমা কন্যা। আমি আপন দোষেই এ দুর্দ্দশায় পতিত হয়েছি— আমি আপনি মিষ্টান্নের সহিত বিষ মিশ্রিত করে ভক্ষণ করেছি, তায় অন্যের দোষ কি?

দেবি। প্রিয়সখি! তোমার কথা শুনলে অন্তরাত্মা শীতল হয়! তোমার এতাদৃশী বাক্‌পটুতা, বোধ হয়, যেন স্বয়ং বাগ্দেবীই অবনীতে অবতীর্ণা হয়েছেন। হা বিধাতঃ! তুমি কি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করবার আর স্থান পাও নাই? এমত সরলা বালাকেও কি এত যন্ত্রণা দেওয়া উচিত? (রোদন।)

শর্ম্মি। সখি! আর বৃথা রোদন করো না! অরণ্যে রোদনে কি ফল?

দেবি। ভাল, প্রিয়সখি! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—বলি, দাসী হয়েই কি চিরকাল জীবন যাপন করবে?

শর্ম্মি। সখি! কারাবদ্ধ ব্যক্তি কি কখন স্বেচ্ছানুসারে বিমুক্ত হতে পারে? তবে তার বৃথা ব্যাকুল হওয়ায় লাভ কি? আমি যেরূপ বিপদে বেষ্টিত, এ হতে করুণাময় পরমেশ্বর ভিন্ন আর কে আমাকে উদ্ধার করতে সক্ষম! তা, সখি, আমার জন্যে তোমার রোদন করা বৃথা।

দেবি। রাজনন্দিনি, শান্তিদেবী কি তোমার হৃদয়পদ্মে বসতি কচ্চেন, যে তুমি এককালীন চিত্তবিকারশূন্য হয়েছ? কি আশ্চর্য্য! প্রিয়সখি! তোমার কথা শুন্‌লে, বোধ হয়, যে তুমি যেন কোন বৃদ্ধা তপস্বিনী শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদে যাবজ্জীবন দিনপাত করেছ। আহা! এও কি সামান্য দুঃখের বিষয়! হা হতবিধে! দুর্লভ পারিজাত পুষ্পকে কি নির্জ্জন অরণ্যে নিক্ষেপ করা উচিত! অমূল্য রত্ন কি সমুদ্রতলে গোপন রাখ্‌বার নিমিত্তেই সৃজন করেছ! (দীর্ঘনিশ্বাস।)

শর্ম্মি। প্রিয়সখি! চল, আমরা এখন কুটীরে যাই। ঐ দেখ, চন্দ্রনায়িকা কুমুদিনীর ন্যায় দেবযানী পূর্ণিমার সহিত প্রফুল্ল বদনে এই দিকে আস্‌চেন। তুমি আমাকে সর্ব্বদা "কমলিনী, কমলিনী" বল; তা যদ্যপি আমি কমলিনীই হই, তবে এ সময়ে আমার এ স্থলে বিকশিত হওয়া কি উচিত? দেখ দেখি, আমার প্রিয়সখা অনেকক্ষণ হলো অস্তগত হয়েছেন, তাঁর বিরহে আমাকে নিমীলিত হতে হয়। চল, আমরা যাই।

দেবি। রাজকুমারি! ঐ অহঙ্কারিণী ব্রাহ্মণ-কন্যাকে কি কুমুদিনী বলা যায়? আমার বিবেচনায়, তুমি শশধর আর ও দুষ্ট রাহু। আমি যদি সুদর্শনচক্র পাই তা হলে ঐ দুষ্টা স্ত্রীকে এই মুহূর্ত্তেই দুই খণ্ড করি।

শর্ম্মি। হা ধিক্! সখি, তুমি কি উন্মত্তা হলে! ঐ ব্রাহ্মণকন্যার পিতৃপ্রসাদেই আমাদের পিতৃকুল সেই সুদর্শনচক্র হতে নিস্তার পায়। তা সখি, চল এখন আমরা যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

দেবযানী এবং পূর্ণিকার প্রবেশ

দেব। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) প্রিয়সখি! বসুমতী যেন অদ্য রাত্রে স্বয়ংবরা হয়েছেন; ঐ দেখ, আকাশমণ্ডলে ইন্দু এবং গ্রহনক্ষত্রগণ প্রভৃতির কি এক অপূর্ব্ব এবং রমণীয় শোভা হয়েছে! আহা! রোহিণীপতির কি অনুপম মনোরম প্রভা। বোধ হয়, ত্রিভুবন-মোহিনী জলধিদুহিতা কমলার স্বয়ম্বরকালে, পুরুষোত্তম দেবসমাজে যাদৃশ শোভমান হয়েছিলেন, সুধাকরও অদ্য নক্ষত্রমধ্যে তদ্রূপ অপরূপ ও অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করেছেন! (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) প্রিয়সখি! এই দেখ, এ আশ্রমপদেরও কি এক অপরূপ সৌন্দর্য্য। স্থানে স্থানে নানাবিধ কুসুমকাল

বিকশিত হয়ে যেন স্বয়ম্বরা বসুন্ধরার অলঙ্কার-স্বরূপ হয়ে রয়েছে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

পূর্ণি। তবে দেখ দেখি, প্রিয়সখি! নিশানাথের এতাদৃশ মনোহারিণী প্রভায় তোমার চিত্তচকোরের কি নিরানন্দ হওয়া উচিত? দেখ, শর্ম্মিষ্ঠা তোমাকে যে সময় কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেছিল, তদবধি তোমার তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও মনঃস্থির নাই,—সততই তুমি অন্যমনস্ক আর মলিন বদনে দিনযামিনী যাপন কর। সখি, এ নিগূঢ় তত্ত্ব তুমি আমাকে অকপটে বল, আমি ত তোমার আর পর নই। বিবেচনা করলে সখীদের দেহমাত্রই ভিন্ন, কিন্তু মনের ভাব কখনও ভিন্ন নয়।

দেব। প্রিয়সখি! আমার অন্তঃকরণ যে একান্ত বিচলিত ও অধীর হয়েছে, তা সত্য বটে; কিন্তু তুমি যদি আমার চিত্তচঞ্চলতার কারণ শুন্‌তে উৎসুক হয়ে থাক, তবে বলি, শ্রবণ কর।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! সে কথা শুন্‌তে যে আমার কি পর্য্যন্ত লালসা, তা মুখে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য।

দেব। শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে কূপে নিক্ষেপ করলে পর, আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞানাবস্থায় পতিতা ছিলেম, পরে কিঞ্চিৎ চেতন পেয়ে দেখ্‌লেম, যে চতুর্দ্দিক কেবল অন্ধকারময়। অনন্তর আমি ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে আরম্ভ করলেম। দৈবযোগে এক মহাত্মা সেই স্থান দিয়া গমন কর্‌তেছিলেন। হঠাৎ কূপমধ্যে হাহাকার আর্ত্তনাদ শুনে নিকটস্থ হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে? আর কি জন্যই বা কূপের ভিতর রোদন কচ্যো?" প্রিয়সখি! তৎকালে তাঁর এরূপ মধুর বাক্য শুনে, আমার বোধ হলো, যেন বিধাতা আমাকে উদ্ধার করবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। তিনি কে, আমিই কিছুই নির্ণয় করতে পারলেম না, কেবল ক্রন্দন করতে২ মুক্তকণ্ঠে এইমাত্র বল্‌লেম, "মহাশয়! আপনি দেবই হউন, বা মানবই হউন, আমাকে এই বিপজ্জাল হতে শীঘ্র বিমুক্ত করুন।" এই কথা শুনিবা মাত্র, সেই দয়ালু মহাশয় তৎক্ষণাৎ কূপমধ্যে অবতীর্ণ হয়ে আমাকে হস্তধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করলেন। আমি উপরিস্থা হয়ে তাঁর অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে একেবারে বিমোহিতা হলেম্। সখি! বল্‌লে প্রত্যয় করবে না, বোধ হয়, তেমন রূপ এ ভূমণ্ডলে নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

পূর্ণি। কি আশ্চর্য্য! তার পর, তার পর?

দেব। তার পর তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ললনে! তুমি দেবী কি মানবী? কার অভিশাপে তোমার এ দুর্দ্দশা ঘটেছিল? সবিশেষ শ্রবণে অতিশয় কৌতূহল জন্মেছে, বিবরণ করলে আমি যৎপরোনাস্তি পরিতৃপ্ত হই।" তাঁর এ কথা শুনে আমি সবিনয়ে বল্‌লেম "হে মহাভাগ! আমি দেবকন্যা নই— আমার ঋষিকুলে জন্ম— আমি ভগবান, মহর্ষি ভার্গবের দুহিতা, আমার নাম দেবযানী।" প্রিয়সখি! আমার এই উত্তর শুনেই সেই মহাত্মা কিঞ্চিৎ অন্তরে দণ্ডায়মান হয়ে বল্লেন, "ভদ্রে! আপনি ভগবান্ ভার্গবের দুহিতা? আমি ঋষিবরকে বিলক্ষণ জানি; তিনি এক জন ত্রিভুবনপূজ্য পরম দয়ালু ব্যক্তি; আপনি তাঁকে আমার শত সহস্র প্রণাম জানাবেন; আমার নাম যযাতি—আমার চন্দ্রবংশে জন্ম। হে ঋষিতনয়ে! এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি বিদায় হই।" এই কথা বলে তিনি সহসা প্রস্থান করলেন। প্রিয়সখি যেমন কোন দেবতা, কোন পরম ভক্তের প্রতি সদয় হয়ে, তার অভিলষিত বর প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হলে সেই ভক্ত জন মুহূর্তকাল আনন্দরসে পুলকিত ও মুদ্রিতনয়ন হয়ে, আপন ইষ্টদেবকে সম্মুখে আবির্ভূত দেখে, এবং বোধ করে, যেন তিনি বারম্বার মধুরভাষে তার শ্রুতিসুখ প্রদান কর্চেন, আমিও সেই মহোদয়ের গমনান্তর ক্ষণকাল তদ্রূপ সুখসাগরে নিমগ্না ছিলেম। আহা! সখি! সেই মোহনমূর্ত্তি অদ্যাপি আমার হৃৎপদ্মে জাগরূক রয়েছে। প্রিয়সখি! সে চন্দ্রানন কি আমি আর এজন্মে দর্শন করবো? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।) সেই অমৃতবর্ষিণী মধুর ভাষা কি আর কখন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে? প্রিয়সখি! শর্ম্মিষ্ঠা যখন আমাকে কূপে নিক্ষিপ্ত করেছিল, তখন আমার মৃত্যু হলে আর কোন যন্ত্রণাই ভোগ করতে হতো না। (রোদন।)

পূর্ণি। প্রিয়সখি! তুমি কেন এ সমুদায় বৃত্তান্ত ভগবান্ মহর্ষিকে অবগত করাও না?

দেব। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! সখি, তাও কি হয়? এ কথা ভগবান্ মহর্ষি জনককে কি প্রকারে জ্ঞাত করান যায়? রাজচক্রবর্ত্তী যযাতি ক্ষত্রিয় —আমি হলেম ব্রাহ্মণকন্যা।

পূর্ণি। সখি, আমার বিবেচনায় এ কথা মহর্ষির কর্ণগোচর করা আবশ্যক।

দেব। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! সখি, তুমি কি উন্মত্তা হয়েছ? এ কথা মহর্ষি জনকের কর্ণগোচর করা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! ঐ দেখ, ভগবান্ মহর্ষির নাম গ্রহণ মাত্রেই তিনি এ দিকে আস্‌চেন।এও একটা সৌভাগ্য বা কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি! তুমি এ কথা ভগবান্ পিতার নিকট কোন প্রকারেই ব্যক্ত করো না। হে সখি! তুমি আমার এই অনুরোধটি রক্ষা কর।

পূর্ণি। সখি! যেমন অন্ধ ব্যক্তির সুপথে গমন করা দুঃসাধ্য, জ্ঞানহীন জনের পক্ষে সদসৎ বিবেচনা তদ্রূপ সুকঠিন।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি, তুমি কি একেবারে আমার প্রাণনাশ করতে উদ্যত হয়েছ? কি সর্ব্বনাশ! তোমার কি প্রজ্বলিত হুতাশনে আমাকে আহুতি প্রদানের ইচ্ছা হয়েছে? ভগবান্ পিতা স্বভাবতঃ উগ্রস্বভাব; এতাদৃশ বাক্য তাঁর কর্ণগোচর হলে, আর কি নিস্তার আছে?

পূর্ণি। প্রিয়সখি! আমি তোমার অপকারিণী নই। তা তুমি এ স্থান হতে প্রস্থান কর ; ঐ দেখ, ভগবান্ মহর্ষি এই দিকেই আগমন কচ্যেন।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি! এক্ষণে আমার জীবন মরণে তোমারই সম্পূর্ণ প্রভুতা ; কিন্তু আমি জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার নিকট হতে বিদায় হলেম।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! এতে চিন্তা কি? আমি কৌশলক্রমে মহর্ষির নিকট এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করবো, তার ভয় কি?

দেব। প্রিয়সখি! তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। হয়ত জন্মের মত এই সাক্ষাৎ হলো।

(বিষণ্ণভাবে দেবযানীর প্রস্থান।)

মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ

পূর্ণি। তাত! প্রিয়সখি দেবযানীর মনোগত কথা অদ্য জ্ঞাত হয়েছি, অনুমতি হলে নিবেদন করি।

শুক্র। (নিকটবর্ত্তী হইয়া) বৎসে পূর্ণিকে! কি সংবাদ?

পূর্ণি। ভগবন্! সকলই সুসংবাদ, আপনি যা অনু ভব করেছিলেন, তাই যথার্থ।

শুক্র। (সহাস্য বদনে) বৎসে! সমাধিনির্ণীত[৩] বিষয় কি মিথ্যা হওয়া সম্ভব? তবে দুহিতার মনোগত ব্যক্তির নাম কি?

পূর্ণি। ভগবন্! তাঁর নাম যযাতি।

শুক্র। (সহাস্যে বদনে) শ্রীনিবাসের[৪] বক্ষঃস্থলকে অলঙ্কৃত করবার নিমিত্তেই কৌস্তভ মণির সৃজন। হে বৎসে! এই রাজর্ষি যযাতি চন্দ্রবংশাবতংস।[৫] যদ্যপিও তিনি ক্ষত্রকুলজাত, তত্রাচ বেদবিদ্যাবলে তিনিই আমার কন্যারত্নের অনুরূপ পাত্র। অতএব হে বৎসে পূর্ণিকে! তুমি তোমার প্রিয়সখী দেবযানীকে আশ্বাস প্রদান কর। আমি অনতিবিলম্বেই সুবিজ্ঞতম প্রধান শিষ্য কপিলকে রাজর্ষি-সান্নিধ্যে প্রেরণ করবো। সুচতুর কপিল একেবারে রাজর্ষি চন্দ্রবংশচূড়ামণি যযাতিকে সমভিব্যাহারে আনয়ন করবেন। তদনন্তর আমি তোমার প্রিয়সখীর অভীষ্ট সিদ্ধি করবো। তার চিন্তা কি?

পূর্ণি। ভগবন্ ! যথা আজ্ঞা, আমি তবে এখন বিদায় হই।

শুক্র। বৎসে! কল্যাণমস্তু তে।

[পূর্ণিকার প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) আমার চিরকাল এই বাসনা, যে আমি অনুরূপ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করি; কিন্তু ইদানীং বিধি আনুকূল্য প্রকাশপূর্ব্বক মদীয় মনস্কামনা পরিপূর্ণ করলেন। এক্ষণে কন্যাদায়ে নিশ্চিন্ত হলেম। সুপাত্রে প্রদত্তা কন্যা পিতামাতার অনুশোচনীয়া হয় না।

(প্রস্থান।)

ইতি প্রথমাঙ্ক।

৩. তপস্যার সমাধি অবস্থায় যা নির্ণীত হয়েছে। ৪. নারায়ণ। ৫. চন্দ্রবংশের গৌরবস্বরূপ।

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী — রাজপথ

দুই জন নাগরিকের প্রবেশ

প্রথম। ভাল, মহাশয়, আপনার কি এ কথাটা বিশ্বাস হয়?

দ্বিতীয়। বিশ্বাস না করেই বা করি কি? —ফলে মহারাজ যে উন্মাদপ্রায় হয়েছেন, তার আর সংশয় নাই।

প্রথ। বলেন কি? আহা! মহাশয়, কি আক্ষেপের বিষয়! এত দিনের পর কি নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রবংশের কলঙ্ক হলো?

দ্বিতী। ভাই, সে বিষয়ে তোমার আক্ষেপ করা বৃথা। এমন মহাতেজাঃ যশস্বী বংশের কি কখন কলঙ্ক বা ক্ষয় হতে পারে? দেখ, যেমন দুষ্ট রাহু, এই বংশনিদান[৬] নিশানাথকে কিঞ্চিৎকাল মলিন করে পরিশেষে পরাভূত হয়, সেইরূপ এ বিপদ্‌ও অতি ত্বরায় দূর হবে, সন্দেহ নাই।

প্রথ। আহা! পরমেশ্বর কৃপা করে যেন তাই করেন! মহাশয়, আমরা চিরকাল এই বিপুলবংশীয় রাজাদিগের অধীন, অতএব এর ধ্বংস হলে আমরাও একেবারে সমূলে বিনষ্ট হবো। দেখুন, বজ্রাঘাতে যদি কোন বিশাল আশ্রয়তরু জ্বলে যায়, তবে তার আশ্রিত লতাদির কি দুরবস্থা না ঘটে!

দ্বিতী। হাঁ, তা যথার্থ বটে; কিন্তু ভাই তুমি এ বিষয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইও না।

প্রথ। মহাশয়, এ বিষয়ে ধৈর্য্য ধরা কোন মতেই সম্ভবে না; দেখুন, মহারাজ রাজকার্য্যে একবারও দৃষ্টিপাত করেন না; রাজধর্ম্মে তাঁর এককালে ঔদাস্য হয়েছে। মহাশয়, আপনি একজন বহুদর্শী এবং সুবিজ্ঞ মনুষ্য, অতএব বিবেচনা করুন দেখি, যদ্যপি দিনকর সতত মেঘাচ্ছন্ন থাকেন, তবে কি পৃথিবীতে কোন শস্যাদি জন্মে? আর দেখুন, যদ্যপি কোন পতিপরায়ণা রমণীর প্রিয়তম তার প্রতি হতশ্রদ্ধা করে, তবে কি সে স্ত্রীর পূর্ব্ববৎ রূপ-লাবণ্যাদি আর থাকে? রাজ-অবহেলায় রাজলক্ষ্মীও প্রতিদিন সেইরূপ শ্রীভ্রষ্টা হচ্যেন।

দ্বিতী। ভাই হে, তুমি যা বল্‌লে, তা সকলই সত্য, কিন্তু তুমি এ বিষয়ে নিতান্ত বিষণ্ণ হয়ো না। বোধ করি, কোন মহিলার প্রতি মহারাজের অনুরাগ সঞ্চার হয়ে থাক্‌বে, তাই তাঁর চিত্ত সততই চঞ্চল। যা হউক, নরপতির এ চিত্তবিকার কিছু চিরস্থায়ী নয়, অতি শীঘ্রই তিনি সুস্থ হবেন। দেখ, সুরাপায়ী ব্যক্তি কিছু চিরকাল উন্মত্তভাবে থাকে না। আমাদের নরবর অধুনা আসক্তিরূপ সুরাপানে কিঞ্চিৎ উন্মত্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু কিছু বিলম্বে যে তিনি স্বভাবস্থ হবেন, তার কোন সন্দেহ নাই।

প্রথ। মহাশয়! সে সকল ভাগ্য অপেক্ষা করে। আহা! নরপতি যে এরূপ অবস্থায় কালযাপন করবেন, এ আমাদের স্বপ্নেরও আগোচর!

দ্বিতী। (সহাস্য বদনে) ভাই, তোমার নিতান্ত শিশুবুদ্ধি। দেখ, এই বিপুলা পৃথিবী কামস্বরূপ কিরাতের মৃগয়াস্থান; তিনি ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক মৃগমিথুনরূপ নরনারী লক্ষ্যভেদে অনবরতই পর্য্যটন কচ্যেন; অতএব এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি এমত জিতেন্দ্রিয় আছে, যে তাঁর শরপথ অতিক্রম করতে পারে? দৈত্য-দেশের রমণীগণ অত্যন্ত মায়াবিনী, আর তারা নানাবিধ মোহন গুণে নিপুণ; সুতরাং, নরপতি যৎকালে মৃগয়ার উপলক্ষে সে দেশে প্রবেশ করেছিলেন, বোধ করি, সে সময়ে কোন সুরূপা কামিনী তাঁর দৃষ্টিপথে পড়ে কটাক্ষবাণে তাঁর চিত্ত চঞ্চল করেছে। যা হউক, যদিও মহারাজ কোন বন কুসুমের আঘ্রাণে একান্ত লোভাসক্ত হয়ে থাকেন, তথাপি স্বীয় উদ্যানের সুরভি পুষ্পের মাধুর্য্যে যে ক্রমশঃ তাঁর সে লোভসম্বরণ হবে, তার কোন সংশয় নাই। তুমি কি জান না ভাই, যে ব্রহ্ম-অস্ত্র ব্রহ্ম-অস্ত্রেই নিরস্ত হয়, আর বিষই বিষের পরমৌষধ!

৬. বংশের মূল।

প্রথ। আজ্ঞা হাঁ, তা যথার্থ। ফলতঃ এক্ষণে মহারাজ সুস্থ হলেই আমাদের পরম লাভ। দেখুন, এই চন্দ্রবংশীয় রাজগণ দেবসখা; আমি শুনেছি, যে লোকেরা ঔষধ আর মন্ত্রবলে প্রাণিসমূহের প্রাণনাশ কত্যে পারে, অতএব পরমেশ্বর এই করুন, যেন কোন দুর্দ্দান্ত দানব দেবমিত্র বলে মহারাজকে সেইরূপ না করে থাকে।

দ্বিতী। ভাই, ঔষধ কি মন্ত্রবলে যে লোককে বিমোহিত করা, এ আমার কখনই বিশ্বাস হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে পুরুষজাতিকে কটাক্ষস্বরূপ ঔষধে আর মধুরভাষা রূপ মন্ত্রে মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়, এ কথা অবশ্যই বিশ্বাস্য বটে। (দৃষ্টিপাত করিয়া) এ ব্যক্তিটি কে হে?

কপিলের দূরে প্রবেশ

প্রথ। বোধ হয়, কোন তপস্বী, দুরাচার রাক্ষসেরা যজ্ঞভূমে উৎপাত করাতে বুঝি মহারাজের শরণাপন্ন হতে আসচেন।

দ্বিতী। কি কোন মহর্ষির শিষ্যই বা হবেন।

কপিল। (স্বগত) মহর্ষি গুরু শুক্রাচার্য্যের আদেশানুসারে এই ত মহারাজ যযাতির রাজধানীতে অদ্য উপস্থিত হলেম। আঃ, কত দুস্তর নদ, নদী, ও কান্তার অরণ্য[৭] প্রভৃতি যে অতিক্রম করেছি, তার আর পরিসীমা নাই। অধুনা মহর্ষি ও স্বপরিবার সঙ্গে গোদাবরী-তীরে ভগবান্ পর্ব্বতমুনির আশ্রমে আমার প্রত্যাগমন আশায় বাস করচেন। মহারাজ যযাতি সে আশ্রমে গমন কল্যে, তপোধন তাঁকে স্বীয় কন্যাধন সম্প্রদান করবেন। মহারাজকে আহ্বান করতেই আমার এ নগরীতে আগমন হয়েছে। আহা! নরাধিপের কি অতুল ঐশ্বর্য্য! স্থানে স্থানে কত শত প্রহরিগণ গজবাজি আরোহণপূর্ব্বক করতলে করাল করবাল[৮] ধারণ করে রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছে; কোন স্থলে বা মন্দুরায় অশ্বগণ অতি প্রচণ্ড হ্রেষারব কচ্যে; কোথাও বা মদমত্ত করিরাজের ভীষণ বৃংহিতনিনাদ শ্রুতিগোচর হচ্যে; কোন স্থানে বা বিবিধ সমারোহে বিচিত্র উৎসবক্রিয়া সম্পাদনে জনগণ অনুরক্ত রয়েছে; স্থানে স্থানে ক্রয় বিক্রয়ের বিপণি নানাবিধ সুখাদ্য ও সুদৃশ্য দ্রব্যজাতে পরিপূর্ণ। নানা স্থানে সুরম্য অট্টালিকাসন্দর্শনে যে নয়নযুগল কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হচ্যে, তা মুখে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। আমরা অরণ্যচারী মনুষ্য, এরূপ জনসমাকুল প্রদেশে প্রবেশ করায় আমাদের মনোবৃত্তির যে কত দূর পরিবর্ত্তন হয়, তা অনুমান করা যায় না।[৯] কি আশ্চর্য্য! প্রাসাদ-সমূহের এতাদৃশ রমণীয়ত্ব ও সৌসাদৃশ্য, কোন্‌টি যে রাজভবন, তার নির্ণয় করা সুকঠিন! যাহা হউক, অদ্য পথপরিশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হয়েছি, কোন একটা নির্জ্জন স্থান পেলে সেখানে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করি, পরে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবো। (নাগরিকদ্বয়কে অবলোকন করিয়া) এই ত দুই জন অতি ভদ্রসন্তানের মত দেখ্‌ছি; এদের নিকট জিজ্ঞাসা কর্‌লে, বোধ করি, বিশ্রামস্থানের অনুসন্ধান পেতে পার্‌বো। (প্রকাশে) ও হে পৌরজনগণ, তোমাদের এ নগরীতে অতিথিশালা কোথায়?

প্রথ। মহাশয়, আপনি কে? এ নগরে কার অন্বেষণ করেন?

কপিল। আমি দৈত্যকুলগুরু মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের শিষ্য। এই প্রতিষ্ঠাননগরীতে রাজচক্রবর্ত্তী রাজা যযাতির নিকটে কোন বিশেষ কর্ম্মের উপলক্ষে এসেছি।

প্রথ। ভগবন্, তবে আপনার অতিথি-শালায় যাবার প্রয়োজন কি? ঐ রাজনিকেতন। আপনি ওখানে পদার্পণ করবামাত্রেই যথোচিত সমাদৃত ও পূজিত হবেন, এবং মহারাজের সহিতও সাক্ষাৎ হতে পারবে।

কপিল। তবে আমি সেই স্থানেই গমন করি।

[প্রস্থান।

৭. দুর্গম ও নিবিড়। ৮. তরবারি। ভীষণ তরবারি।

৯. এই উক্তিতে কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলার প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

প্রথ। এ আবার কি মহাশয়? দৈত্যগুরু যে মহারাজের নিকট দূত পাঠিয়েছেন? চলুন, রাজভবনের দিকে যাওয়া যাক। দেখিগে, ব্যাপারটাই বা কি?

দ্বিতী। চল না, হানি কি?

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজপুরীস্থ নির্জ্জন গৃহ

রাজা যযাতি আসীন, নিকটে বিদূষক

বিদূ। (চিন্তা করিয়া) মহারাজ! আপনি হিমাচলের ন্যায় নিস্তব্ধ আর গতিহীন হলেন না কি।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে মাধব্য, সুরপতি যদ্যপি বজ্রদ্বারা হিমাচলের পক্ষচ্ছেদ করেন, তবে সে সুতরাং গতিহীন হয়।

বিদূ। মহারাজ! কোন্ রোগস্বরূপ ইন্দ্র আপনার এতাদৃশী দুরবস্থার কারণ, তা আপনি আমাকে স্পষ্ট করেই বলুন না।

রাজা। কি হে সখে মাধব্য, তুমি কি ধন্বন্তরি? তোমাকে আমার রোগের কথা বলে কি উপকার হবে?

বিদূ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) হে রাজচক্রবর্ত্তিন্, আপনি কি শ্রুত নন, যে মৃগরাজ কেশরী সময় বিশেষে অতি ক্ষুদ্র মূষিক দ্বারাও উপকৃত হতে পারেন।

রাজা। (সহাস্য বদনে) ভাই হে, আমি যে বিপজ্জালে বেষ্টিত, তা তোমার ন্যায় মূষিকের দন্তে কখনই ছিন্ন হতে পারে না।

বিদূ। মহারাজ! আপনি এখন হাস্য পরিত্যাগ করুন, এবং আপনার মনের কথাটি আমাকে স্পষ্ট করে বলুন; আপনি এ প্রকার অস্থির ও অন্যমনাঃ হলে রাজলক্ষ্মী কি আর এ রাজ্যে বাস করবেন?

রাজা। না কল্যেনই বা।

বিদূ। (কর্ণে হস্ত দিয়া) কি সর্ব্বনাশ! আপনার কি এ কথা মুখে আনা উচিত? কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ, আপনি কি রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ন্যায় ইন্দ্রতুল্য সম্পত্তি পরিত্যাগ করে তপস্যাধর্ম্ম অবলম্বন করতে ইচ্ছা করেন?[১০]

রাজা। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তপোবলে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হন; সখে, আমার কি তেমন অদৃষ্ট?

বিদূ। মহারাজ, আপনি ব্রাহ্মণ হতে চান না কি?

রাজা। সখে! আমি যদি এই জগত্রয়ের অধীশ্বর হতেম, আর ত্রিজগতের ধনদান দ্বারা এক অতিক্ষুদ্র ব্রাহ্মণও হতে পারতেম, তবে আর তা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য কি বল দেখি?

বিদূ। উঃ! আজ যে আপনার গাঢ় ভক্তি দেখ্‌তে পাচ্চি! লোকে বলে, যে দৈত্যদেশে সকলেই পাপাচার, দেবতা ব্রাহ্মণকে কেউ শ্রদ্ধা করে না, কিন্তু আপনি যে ঐ দেশে কিঞ্চিৎকাল ভ্রমণ করে এত দ্বিজভক্ত হয়েছেন, এ ত সামান্য চমৎকারের[১১] বিষয় নয়! বয়স্য, আপনার কি মহর্ষি ভার্গবের সহিত গোবিষয়ক কোন বিবাদ হয়েছে? বলুন দেখি, মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে কি কোন নন্দিনীনাম্নী কামধেনু[১২] আছে, না আপনি তার দেবযানীনাম্নী নন্দিনীর কটাক্ষশরে পতিত হয়েছেন? বয়স্য! বলুন দেখি, শুক্রকন্যা দেবযানীকে আপনি দেখেছেন না কি?

রাজা। (স্বগত) হা পরমেশ্বর! সে চন্দ্রানন কি আর এ জন্মে দর্শন করবো! আহা! ঋষিতনয়ার কি অপরূপ রূপলাবণ্য! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হা অন্তঃকরণ! তুমি কি সেই নির্জ্জন বন এবং সেই কূপতট হতে আর প্রত্যাগমন করবে না? হায়! হায়! সে কূপের অন্ধকার কি আর সে চন্দ্রের আভায় দূরীকৃত হবে?

বিদূ। (স্বগত) হরিবোল হরি! সব প্রতুল হয়েছে! সেই ঋষিকন্যাটাই সকল অনর্থের মূল দেখতে পাচ্চি। যা হউক, এখন রোগ নির্ণয় হয়েছে; কিন্তু এ বিকারের মকরধ্বজ ব্যতীত আর ঔষধ কি আছে? (প্রকাশে) কেমন মহারাজ, আপনি কি আজ্ঞা করেন?

রাজা। সখে মাধব্য, তুমি কি বলছিলে?

বিদূ। বল্‌বো আর কি? মহারাজ! আপনি

১০. রামায়ণের প্রসঙ্গ। ১১. বিস্ময়কর। ১২. যে ধেনু কামনাপূর্ণ করে। বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীর প্রতি বিশ্বামিত্রের লোভ ছিল। এখানে সেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রলাপ বক্‌ছেন তাই শুন্‌ছি।

রাজা। কেন, ভাই, প্রলাপ কেন? তুমিই বল দেখি, বিধাতার এ কি অদ্ভুত লীলা! দেখ, যে মহামূল্য মাণিক্য রাজচক্রবর্ত্তীর মুকুটের উপযুক্ত, তমোময় গিরিগহ্বর কি তার প্রকৃত বাসস্থান? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া)

সুলোচনা মৃগী ভ্রমে নির্জ্জন কাননে;
গজমুক্তা শোভে গুপ্ত শুক্তির সদনে;
হীরকের ছটা বদ্ধ খনির ভিতর;
সদা ঘনাচ্ছন্ন হয় পূর্ণ শশধর;
পদ্মের মৃণাল থাকে সলিলে ডুবিয়া;
হায় বিধি, এ কুবিধি কিসের লাগিয়া?[১৩]

বিদূ। ও কি মহারাজ? যেরূপ ভাবোদয় দেখ্‌ছি, আপনার স্কন্ধে দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হয়েছেন না কি? (উচ্চহাস্য)

রাজা। কি হে সখে, আমার প্রতি ভগবতী বাগ্‌দেবীর কৃপাদৃষ্টি হলে দোষ কি?

বিদূ। (সহাস্য বদনে) এমন কিছু নয়; তবে তা হলে রাজলক্ষ্মীর নিকটে বিদায় হৌন, রাজদণ্ড পরিত্যাগ করে বীণা গ্রহণ করুন, আর রাজবৃত্তির পরিবর্ত্তে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করুন।

রাজা। কেন? কেন?

বিদূ। বয়স্য, আপনি কি জানেন না, লক্ষ্মী সরস্বতীর সপত্নী, অতএব ভূমণ্ডলে সপত্নী-প্রণয় কি সম্ভব?

রাজা। সখে মাধব্য! তুমি কবিকুলকে হেয়জ্ঞান করো না, তারা প্রকৃতিস্বরূপ বিশ্বব্যাপিনী জগন্মাতার বরপুত্র।

বিদূ। (সহাস্য বদনে) মহারাজ! এ কথা কবিভায়ারাই বলেন, আমার বিবেচনায়,তাঁরা বরঞ্চ উদরস্বরূপ বিশ্বব্যাপী দেবের বরপুত্র।

রাজা। (সহাস্য বদনে) সখে! তবে তুমিও ত এক জন মহাকবি, কেন না, সেই উদরদেবের তুমি এক জন প্রধান বরপুত্র।

বিদূ। বয়স্য! আপনি যা বলেন। সে যা হউক, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ভার্গবদুহিতা দেবযানীর সহিত আপনার কি প্রকারে, আর কোন্ স্থানে সাক্ষাৎ হয়েছিল, বলুন দেখি?

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে, তাঁর সহিত দৈবযোগে এক নির্জ্জন কাননে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

বিদূ। কি আশ্চর্য্য! তা মহারাজ, আপনি এমন অমূল্য রত্ন নির্জ্জন স্থানে পেয়ে কি কল্যেন?

রাজা। আর কি করবে, ভাই! তাঁর পরিচয় পেয়ে আমি আস্তেব্যস্তে সেখান থেকে প্রস্থান কল্যেম।

বিদূ। (সহাস্য বদনে) সে কি মহারাজ! বিকশিত কমল দেখে কি মধুকর কখন বিমুখ হয়?

রাজা। সখে, সত্য বটে! কিন্তু দেবযানী ব্রাহ্মণকন্যা, অতএব যেমন কোন ব্যক্তি দূর হতে সর্পমণির কান্তি দেখে তৎপ্রতি ধাবমান হয়, পরে নিকটবর্ত্তী হয়ে সর্প দর্শনে বেগে পলায়ন করে, আমিও সে নবযৌবনা অনুপমা রূপবতী ঋষি-তনয়ার পরিচয় পেয়ে সেইরূপ কল্যেম।

বিদূ। মহারাজ, আপনি তা এক প্রকার উত্তমই করেছেন।

রাজা। না ভাই, কেমন করে আর উত্তম করেছি? দেখ, আমি যে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন কল্যেম, এখন সেই প্রাণ আমার রক্ষা করা দুষ্কর হয়েছে! (গাত্রোত্থান করিয়া) সখে! এ যাতনা আমার আর সহ্য হয় না! আগ্নেয়গিরি কি হুতাশনকে চিরকাল অভ্যন্তরে রাখ্‌তে পারে? (দীর্ঘনিশ্বাস।)

বিদূ। মহারাজ, আপনি এ বিষয়ে নিতান্তই হতাশ হবেন না।

রাজা। সখে মাধব্য! মরুভূমি তৃষ্ণাতুর মৃগবর, মায়াবিনী মরীচিকাকে দূর থেকে দর্শন করে, বারিলোভে ধাবমান হলে জীবনউদ্দেশে কেবল তার জীবনেরই সংশয় হয়। এ বিষয়ে আশা কল্যে আমারও সেই দশা ঘটতে পারে। ঋষিকন্যা দেবযানী আমার পক্ষে মরীচিকাস্বরূপ, যেহেতুক তাঁর ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, সুতরাং তিনি ক্ষত্রিয়-দুষ্প্রাপ্যা! হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করেছি, যে তুমি এমন পরম রমণীয়

১৩. সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে মধুসূদন মাঝে মাঝে ছন্দসংলাপ ব্যবহার করেছেন।

বস্তুকে আমার প্রতি দুঃখকর কল্যে! কেবল আমাকে যাতনা দিবার জন্যেই কি এ পদ্ম আমার পক্ষে সকণ্টক মৃণালের উপর রেখেছ!

বিদূ। মহারাজ, আপনি এত চঞ্চল হবেন না। বায়স্য! বুদ্ধি থাক্‌লে সকল কর্ম্মই কৌশলে সুসিদ্ধ হয়। দেখুন দেখি, আমি এমন সদুপায় করে দিচ্চি যাতে এখনই আপনার মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যাবে।

রাজা। (সহাস্য বদনে) সখে, তবে আর বিলম্ব কেন? এস, তোমার এ উপায়ের দ্বার মুক্ত কর।

বিদূ। যে আজ্ঞা, মহারাজ! আমি আগতপ্রায়।

[প্রস্থান।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগত) আহা! কি কুলগ্নেই বা দৈত্যদেশে পদার্পণ করেছিলেম। (চিন্তা করিয়া) হে রসনে! তোমার কি এ কথা বলা উচিত? দেখ, তোমার কথায় আমার নয়নযুগল ব্যথিত হয়, কেন না দৈত্যদেশগমনে তারা চরিতার্থ হয়েছে, যেহেতুক তারা সেখানে বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের সার পদার্থ দর্শন করেছে। (পরিক্রমণ) বাড়বানলে পরিতৃপ্ত হলে সাগর যেমন উৎকণ্ঠিত হন, আমিও কি অদ্য সেইরূপ হলেম? হে প্রভো অনঙ্গ, তুমি হরকোপানলে দগ্ধ হয়েছিলে বলে, কি প্রতিহিংসার নিমিত্তে মানবজাতিকে কামাগ্নিতে সেইরূপ দগ্ধ কর? (দীর্ঘনিশ্বাস।) কি আশ্চর্য্য! আমি কি মৃগয়া করতে গিয়ে স্বয়ং কামব্যাধের লক্ষ্য হয়ে এলাম! (উপবেশন।) তা আমার এমন চঞ্চল হওয়ায় কি লাভ? (সচকিতে) এ আবার কি?

এক জন নটীসহিত বিদূষকের পুনঃপ্রবেশ

বিদূ। মহারাজ, এই দেখুন, ইনিই কামসরোবরের উপযুক্ত পদ্মিনী।

নটী। মহারাজের জয় হউক! (প্রণাম।)

রাজা। কল্যাণি, তুমি চিরকাল সধবা থাক। (বিদূষকের প্রতি) সখে, এ সুন্দরী কে?

বিদূ। মহারাজ, ইনি স্বয়ং উর্ব্বশী, ইন্দ্রপুরী অমরাবতীতে বসতি না করে আপনার এই মহানগরীতেই অবস্থিতি করেন।

রাজা। কি হে সখে মাধব্য, তুমি যে একেবারে রসিকচূড়ামণি হয়ে উঠলে।

বিদূ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) বয়স্য! না হয়ে করি কি? দেখুন, মলয় গিরির নিকটস্থ অতি সামান্য তরুও চন্দন হয়ে যায়; তা এ দরিদ্র ব্রাহ্মণ আপনারই অনুচর; এ যে রসিক হবে, তার আশ্চর্য্য কি?

রাজা। সে যা হোক, এ সুন্দরীকে এখানে আনা হয়েছে কেন, বল দেখি?

বিদূ। বয়স্য! আপনি সেই ঋষিকন্যাকে দেখে ভেবেছেন যে তার তুল্য রূপবতী বুঝি আর নাই, তা এখন একবার এর দিকে চেয়ে দেখুন দেখি?

রাজা। (জনান্তিকে) সখে, অমৃতাভিলাষী ব্যক্তির কি কখনও মধুতে তৃপ্তি জন্মে?

বিদূ। (জনান্তিকে) তা বটে, মহারাজ। কিন্তু চন্দ্রে অমৃত আছে বলে কি কেউ মধুপান ত্যাগ করে? বয়স্য! আপনি একবার এঁর একটি গান শুনুন। (নটীর প্রতি) অয়ি মৃগাক্ষি, তুমি একটি গান করে মহারাজের চিত্ত বিনোদ কর।

নটী। আমি মহারাজের আজ্ঞাবর্ত্তিনী। (উপবেশন।)

গীত

[রাগিণী বাহার—তাল জলদ তেতালা]

উদয় হইল সখি, সরস বসন্ত।
মোদিত দর্শ দিশ পুষ্পগণে—
আর বহিছে সমীর সুশান্ত ।।
পিককুল কূজিত, ভৃঙ্গ বিগুঞ্জিত,
রঞ্জিত কুঞ্জ নিতান্ত।
যত বিরহিণীগণ, মন্মথ তাড়ন,
তাপিত তনু বিনে কান্ত।।

রাজা। আহা! কি মধুর স্বর! সুন্দরি, তোমার সঙ্গীত শ্রবণে যে আমার অন্তঃকরণ কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হলো, তা বলতে পারি না।

(নেপথ্যে সরোষে) রে দুরাচার, পাষণ্ড দ্বারপাল! তুই কি মাদৃশ ব্যক্তিকে দ্বাররুদ্ধ করতে ইচ্ছা করিস?

রাজা। এ কি? বহির্দ্বারে দাম্ভিকের ন্যায় অতি প্রগল্‌ভতার সহিত কে এক জন কথা কচ্যে হে?

বিদূ। বোধ করি, কোন তপস্বী হবে, তা না হলে আর এমন সুস্বর কার আছে!

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবা। মহারাজের জয় হউক! মহারাজ, মহর্ষি শুক্রাচার্য্য কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আপনার নিকট স্বশিষ্য মুনিবর কপিলকে প্রেরণ করেছেন; অনুমতি হলে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া সসম্ভ্রমে) সে কি! মুনিবর কোথায়? আমাকে শীঘ্র তাঁর নিকটে লয়ে চল?

[রাজা এবং দৌবারিকের প্রস্থান।

নটী। (বিদূষকের প্রতি) মহাশয়, মহারাজ এত চঞ্চল হলেন কেন?

বিদূ। হে চারুহাসিনি, তোমার মত মধুমালতী বিকশিতা দেখলে, কার মন-অলি না অধীর হয়?

নটী। বাঃ ঠাকুরের কি সূক্ষ্মবুদ্ধি গা! অলি কি বিকশিতা মধুমালতীর আঘ্রাণে পলায়ন করে? চল, দেখিগে মহারাজ কোথায় গেলেন।

বিদূ। হে সুন্দরি, তুমি অয়স্কান্ত মণি, আমি লৌহ! তুমি যেখানে যাবে আমিও সেইখানে আছি। (হস্তধারণ) আহা, তোমার অধরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অমৃতভাণ্ড গোপন করে রেখেছেন! হে মনোমোহিনী, তুমি একটি চুম্ব দিয়ে আমাকে অমর কর।

নটী। (স্বগত) এ মা, বামুন বেটা ত কম খাঁড় নয়। (প্রকাশে) দূর হতভাগা!

[বেগে পলায়ন।

বিদূ। এঃ! এ দুশ্চারিণীর রাজার উপরেই লোভ! কেবল অর্থই চিনেছে, রসিকতা দেখে না! যাই, দেখিগে, বেটী কোথায় গেল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজতোরণ

কতিপয় নাগরিক দণ্ডায়মান

প্রথ। আহা! কি সমারোহ! মহাশয়, ঐ দেখুন,—

দ্বিতী। আমার দৃষ্টিপথে সকল বস্তুই যেন ধূসরময় বোধ হচ্যে। ভাই হে, সর্ব্বচোর কাল সময় পেয়ে আমার দৃষ্টিপ্রসর[১৪] প্রায়ই অপহরণ করেছে!

প্রথ। মহাশয়, ঐ দেখুন, কত শত হস্তিপকেরা[১৫] মদমত্ত গজপৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে অগ্রভাগে গমন কচ্যে! অহো!—এ কি মেঘাবলী, না পক্ষিহীন অচলকুল[১৬] আবার সপক্ষ হয়েছে? আহা! মধ্যভাগে নানা সজ্জায় সজ্জিত বাজিরাজীই বা কি মনোহর গতিতে যাচ্যে! মহাশয়, একবার রথসজ্জার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন! ঐ দেখুন, শত শত পতাকা-শ্রেণী আকাশমণ্ডলে উড্ডীয়মান হচ্যে। কি চমৎকার! পদাতিক দলের বর্ম্ম সূর্য্যকিরণে মিশ্রিত হয়ে যেন বহ্নি উদ্‌গিরণ কচ্যে! আবার দেখুন, পশ্চাদ্ভাগে নট নটীরা নানা যন্ত্র সহকারে কি মধুর স্বরে সঙ্গীত কচ্যে। (নেপথ্যে মঙ্গল বাদ্য।) ঐ দেখুন, মহারাজ রথোপরি মহাবল বীরদলে পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছেন। আহা! মহারাজের কি অপরূপ রূপলাবণ্য! বোধ হচ্যে, যেন অদ্য স্বয়ং পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠনিবাসী জনগণ সমভিব্যাহারে গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করে কমলার স্বয়ম্বরে গমন কচ্যেন।

দ্বিতী। ভাই হে, নহুষপুত্র যযাতি রূপ গুণে পুরুষোত্তমই বটেন! আর শ্রুত আছি, যে শুক্রকন্যা দেবযানীও কমলার ন্যায় রূপবতী! এখন পরমেশ্বর করুন, পুরুষোত্তমের কমলা-পরিণয়ে জগজ্জনগণ যেরূপ পরিতৃপ্ত হয়েছিল, অধুনা রাজর্ষি এবং দেবযানীর সমাগমেও যেন এ রাজ্য সেইরূপ অবিকল সুখসম্পত্তি লাভ করে!

তৃতী। মহাশয়, মহারাজের পরিণয়ক্রিয়া কি দৈত্য-দেশেই সম্পন্ন হবে?

দ্বিতী। না, দৈত্যগুরু ভার্গব স্বকন্যা সহিত

১৪. বিস্তার। দৃষ্টির বিস্তার। ১৫. গজারোহী। ১৬. পর্বত

গোদাবরীতীরে পর্ব্বত মুনির আশ্রমে অবস্থিতি কচ্যেন। সেই স্থলেই মহারাজের বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ হবে।

তৃতী। মহাশয়, এ পরম আহ্লাদের বিষয়, কেন না, এই চন্দ্রবংশীয় রাজগণ চিরকাল দেবমিত্র, অতএব মহারাজ দৈত্য-দেশে প্রবেশ করলে বিবাদ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল।

দ্বিতী। বোধ হয়, ঋষিবর ভার্গব সেই নিমিত্তেই স্বীয় আশ্রম পরিত্যাগ করে পর্ব্বত মুনির আশ্রমে কন্যাসহিত আগমন করেছেন। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে হে? রাজমন্ত্রী নয়?

তৃতী। আজ্ঞা হাঁ, মন্ত্রী মহাশয়ই বটেন।

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। (স্বগত) অদ্য অনন্তদেব ত আমার স্কন্ধেই ধরাভার অর্পণ করে প্রস্থান কল্যেন।

প্রথ। (মন্ত্রীর প্রতি) হে মন্ত্রিবর, মহারাজ কত দিনের নিমিত্ত স্বদেশ পরিত্যাগ কল্যেন?

মন্ত্রী। মহাশয়, তা বলা সুকঠিন। শ্রুত আছি, যে গোদাবরীতীরস্থ প্রদেশ সকল পরম রমণীয়। সে দেশে নানাবিধ কানন, গিরি, জলাশয় ও মহাতীর্থ আছে। মহারাজ একে ত মৃগয়াসক্ত, তাতে নূতন পরিণয় হলে মহিষীর সহিত সে দেশে কিঞ্চিৎ কাল সহবাস ও নানা তীর্থ পর্য্যটন না করে, বোধ হয় স্বদেশে প্রত্যাগমন করবেন না।

দ্বিতী। এ কিছু অসম্ভব নয়। আর যখন আপনার তুল্য মন্ত্রিবরের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেছেন, তখন রাজকার্য্যেও নিশ্চিন্ত থাকবেন।

মন্ত্রী। সে আপনাদের অনুগ্রহ! আমি শক্ত্যনুসারে প্রজাপালনে কখনও ত্রুটি করবো না। কিন্তু দেবেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে কি স্বর্গপুরীর তেমন শোভা থাকে? চন্দ্র উদিত না হলে কি আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূহে তাদৃশ শোভমান হয়? কুমার ব্যতিরেকে দেবসৈন্যের পরিচালনা কত্যে আর কে সমর্থ হয়?

দ্বিতী। তা বটে, কিন্তু আপনিও বুদ্ধিবলে দ্বিতীয় বৃহস্পতি। অতএব আমাদের মহীন্দ্রের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত যে আপনার দ্বারা রাজকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হবে, তার কোন সংশয়ই নাই। (কর্ণপাত করিয়া) আর যে কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হচ্যে না? বোধ করি, মহারাজ অনেক দূর গমন করেছেন! আমাদের আর এ স্থলে অপেক্ষা করার কি প্রয়োজন? চলুন, আমরাও স্ব স্ব গৃহে গমন করি।

মন্ত্রী। হাঁ, তবে চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক

তৃতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজনিকেতনসম্মুখে

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। (স্বগত) মহারাজ যে মুনির আশ্রম হতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছেন, এ পরম সৌভাগ্য আর আহ্লাদের বিষয়। যেমন রজনী অবসন্না হলে, সূর্য্যদেবের পুনঃ প্রকাশে জগন্মাতা বসুন্ধরা প্রফুল্লচিত্তা হন, রাজবিরহে কাতরা রাজধানীও নৃপাগমনে অদ্য সেইরূপ হয়েছে। (নেপথ্যে মঙ্গলবাদ্য) পুরবাসীরা অদ্য অপার আনন্দার্ণবে মগ্ন হয়েছে। অদ্য যেন কোন দেবোৎসবই হচ্যে! আর না হবেই বা কেন? নহুষপুত্র যযাতি এই বিশাল চন্দ্রবংশের চূড়ামণি; আর ঋষিবরদুহিতা দেবযানীও রূপগুণে অনুপমা; অতএব এঁদের সমাগমে নিরানন্দের বিষয় কি? আহা! রাজমহিষী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা! এমন দয়াশীলা, পরোপকারিণী, পতিপরায়ণা স্ত্রী, বোধ হয়, ভূমণ্ডলে আর নাই; আর আমাদের মহারাজও বেদবিদ্যাবলে নিরুপম! অতএব উভয়েই উভয়ের অনুরূপ পাত্র বটেন। তা এইরূপ হওয়াই ত উচিত; নচেৎ অমৃত কি কখন চণ্ডালের ভক্ষ্য হয়ে থাকে? লোচনানন্দ সুধাকর ব্যতিরেকে রোহিণীর কি প্রকৃত শোভা হয়? রাজহংসী বিকশিত কমল-কাননেই গমন করে থাকে। মহারাজ প্রায় সার্দ্ধৈক বৎসর রাণীর সহিত নানা দেশ ভ্রমণ ও নানা তীর্থ দর্শন করে এত দিনে স্বরাজধানীতে পুনরাগমন কল্যেন!—যদু নামে নৃপবরের যে একটি নবকুমার জন্মেছেন, তিনিও সর্ব্ব-সুলক্ষণধারী। আহা! যেন সুচারু সমীবৃক্ষের

অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকণা পৃথিবীকে উজ্জ্বল করবার জন্যে বহির্গত হয়েছে! এক্ষণে আমাদের প্রার্থনা এই, যে কৃপাময় পরমেশ্বর পিতার ন্যায় পুত্রকেও যেন চন্দ্রবংশশেখর করেন! আঃ, মহারাজ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হয়ে আমার মস্তক হতে যেন বসুন্ধরার ভার গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আমার পরিশ্রমের সীমা নাই। যাই, রাজভবনের উৎসব প্রকরণ সমাধা করিগে।

[প্রস্থান।

মিষ্টান্ন হস্তে বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। (স্বগত) পরদ্রব্য অপহরণ করা যেন পাপকর্ম্মই হলো, তার কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু, চোরের ধন চুরি করলে যে পাপ হয়, এ কথা ত কোন শাস্ত্রেই নাই; এই উত্তম সুখাদ্য মিষ্টান্নগুলি ভাণ্ডারী বেটা রাজভোগ হতে চুরি করে এক নির্জ্জন স্থানে, গোপন করে রেখেছিল; আমি চোরের উপর বাটপাড়ি করেছি! উঃ, আমার কি বুদ্ধি! আমি কি পাপকর্ম্ম করেছি? যদি পাপকর্ম্মই করে থাকি, তবে যা হৌক এতে উচিত প্রায়শ্চিত্ত কল্যেই ত খণ্ডন হতে পারে। একজন দরিদ্র সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণকে আহ্বান করে, তাঁকে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিলেই ত আমার পাপ ধ্বংস হবে! আহা! ব্রাহ্মণভোজন পরম ধর্ম্ম। (আপনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে দ্বিজবর! এ স্থলে আগমনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ করুন। এই যে এলেম। হে দাতঃ, কি মিষ্টান্ন দেবে, দাও দেখি? তবে বসতে আজ্ঞা হউক। (স্বয়ং উপবেশন) এই আহার করুন (স্বয়ং ভোজন)। ওহে ভক্তবৎসল! তুমি আমাকে অত্যন্ত পরিতুষ্ট করলে। (স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়া) তুমি কি বর প্রার্থনা কর? হে দ্বিজবর! যদি এই মিষ্টান্ন চুরির বিষয়ে আমার কোন পাপ হয়ে থাকে, তবে যেন সে পাপ দূর হয়। তথাস্তু! এই ত নিষ্পাপী হলেম! ওহে, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম কি সামান্য পুণ্যের কর্ম্ম! (উচ্চস্বরে হাস্য) যা হউক! প্রায় দেড় বৎসর রাজার সহিত নানা দেশ পর্য্যটন আর নানা তীর্থ দর্শন করেছি, কিন্তু মা যমুনা! তোমার মতন পবিত্রা নদী আর দুটি নাই! তোমার ভগিনী জাহ্নবীর পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম, কিন্তু মা, তোমার শ্রীচরণাম্বুজে সহস্র সহস্র প্রণিপাত! তোমার নির্ম্মল সলিলে স্নান করিলে কি ক্ষুধার উদ্রেকই হয়! যাই এখন আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। রাণী বললেন, যে একবার তুমি গিয়ে দেখে এসো দেখি, আমার যদু কি কচ্যে? তা দেখতে গিয়ে আমার আবার মধ্যে থেকে কিছু মিষ্টান্নও লাভ হয়ে গেল। বেগারের পুণ্যে কাশী দর্শন! মন্দই কি ? আপনার উদর তৃপ্তি হলো; এখন রাণীর মনঃ তৃপ্তি করিগে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজশুদ্ধান্ত

রাজা যযাতি এবং রাজ্ঞী দেবযানী আসীন

রাজ্ঞী। হে নাথ! আপনার মুখে যে সে কথাগুলি কত মিষ্ট লাগে, তা আমি একমুখে বলতে পারি না! কতবার ত আপনার মুখে সে কথা শুনেছি তথাপি আবার তাই শুনতে বাসনা হয়! হে জীবিতেশ্বর! আপনি আমাকে সেই অন্ধকারময় কূপ হতে উদ্ধার করে আমার নিকটে বিদায় হয়ে, কোথায় গেলেন?

রাজা। প্রিয়ে! যেমন কোন মনুষ্য কোন দেবকন্যাকে দৈবযোগে অকস্মাৎ দর্শন করে ভয়ে অতিবেগে পলায়ন করে, আমিও তদ্রূপ তোমার নিকট বিদায় হয়ে দ্রুতবেগে ঘোরতর মহারণ্যে প্রবেশ করলেম, কিন্তু আমার চিত্ত-চকোর তোমার এই পূর্ণচন্দ্রাননের পুনর্দর্শনে যে কিরূপ ব্যাকুল হলো, যিনি অন্তর্যামী ভগবান্, তিনিই তা বলতে পারেন। পরে আমি আতপ-তাপে তাপিত হয়ে বিশ্রামার্থে এক তরুতলে উপবেশন করলেম, এবং চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেম, যেন সকলই অন্ধকারময় এবং শূন্যাকার! কিঞ্চিৎ পরে সে স্থান হতে গাত্রোত্থান করে গমনের উপক্রম কচ্চি, এমন সময়ে এক হরিণী আমার দৃষ্টিপথে পতিত হলো। স্বাভাবিক মৃগয়াসক্তি হেতু আমিও সেই হরিণীকে দর্শন মাত্রেই শরাসনে এক খরতর শরযোজনা করলেম; কিন্তু সন্ধানকালে কুরঙ্গিণী আমার প্রতি দৃষ্টি

নিক্ষেপ করাতে তার নয়নযুগল দেখে আমার তৎক্ষণাৎ তোমার এই কমলনয়ন স্মরণ হলো, এবং তৎকালে আমি এমন বলহীন আর বিমুগ্ধ হলেম, যে আমার হস্ত হতে শরাসন ভূতলে কখন যে পতিত হলো, তা আমি কিছুই জানতে পাল্যেম না।[১৭]

রাজ্ঞী। (রাজার হস্ত ধরিয়া এবং অনুরাগ সহকারে) হে প্রাণনাথ! আমার কি শুভাদৃষ্ট! —তার পর!

রাজা। প্রেয়সি! যদি তোমার শুভাদৃষ্ট, তবে আমার কি? প্রিয়ে! তুমি আমার জন্ম সফল করেছো!—তার পর গমন করতে করতে এক কোকিলার মধুর ধ্বনি শ্রবণ করে আমার মনে হলো, যে তুমিই আমাকে কুহুরবে আহ্বান কচ্যো।

রাজ্ঞী। হে প্রাণেশ্বর! তখন যদি সেই কোকিলার দেহে আমার প্রাণ প্রবিষ্ট হতে পারত, তবে সে কোকিলা কুহুরবে কেবল এই মাত্র বলতো, "হে রাজন! আপনি সেই কূপতটে পুনর্গমন করুন, আপনার জন্যে শুক্রকন্যা দেবযানী ব্যাকুলচিত্তে পথ নিরীক্ষণ কচ্যে।"

রাজা। প্রিয়ে! আমার অদৃষ্টে যে এত সুখ আছে, তা আমি স্বপ্নেও জানি না; যদি আমি তখন জানতে পাত্যেম, তবে কি আর এ নগরীতে একাকী প্রত্যাগমন করি? একবারে তোমাকে আমার হৃৎপদ্মাসনে উপবিষ্ট করিয়েই আনতেম! আমি যে কি শুভ লগ্নে দৈত্যদেশে যাত্রা করেছিলেম, তা কেবল এখনই জানতে পাচ্যি!

বিদূষকের প্রবেশ

কি হে, দ্বিজবর! কি সংবাদ?

বিদূ। মহারাজ! শ্রীমান্ নবকুমার রাজকুমারকে একবার দর্শন করে এলেম। রাজমহিষী চিরজীবিনী হউন। আহা! কুমারের কি অপরূপ রূপলাবণ্য! যেন দ্বিতীয় কুমার, কিম্বা, তরুণ অরুণতুল্য শোভা! আর না হবেই বা কেন? "পিতা যস্য, পিতা যস্য" আ হা হা! কবিতাটা বিস্মৃত হলেম যে?

রাজা। (সহাস্য বদনে) ক্ষান্ত হও হে ক্ষান্ত হও! তোমার মত ঔদরিক ব্রাহ্মণের খাদ্যদ্রব্যের নাম ব্যতীত কি আর কিছু মনে থাকে?

রাজ্ঞী। (বিদূষকের প্রতি) মহাশয়! আমার যদুর নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে না কি? (রাজার প্রতি) নাথ, তবে আমি এখন বিদায় হই।

রাজা। প্রিয়ে! তোমার যেমন ইচ্ছা হয়।

[রাজ্ঞীর প্রস্থান।

বিদূ। মহারাজ! এই যে আপনাদের ক্ষত্রিয়জাতির যে কি স্বভাব তা বলে উঠা ভার। এই দেখুন দেখি! আপনি দৈত্যদেশে মৃগয়া করতে গিয়ে কি না করলেন? ক্ষত্রিয়দুষ্প্রাপ্যা মহর্ষিকন্যাকেও আপনি লাভ করেছেন! আপনাকে ধন্যবাদ। আহা! আপনি দৈত্যদেষ হতে কি অপূর্ব্ব অনুপম রত্নই এনেছেন। ভাল মহারাজ! জিজ্ঞাসা করি, এমন রত্ন কি সেখানে আর আছে?

রাজা। (সহাস্য মুখে) ভাইহে! বোধ হয়, দৈত্যদেশে এ প্রকার রত্ন অনেক আছে।

বিদূ। মহারাজ, আমার ত তা বিশ্বাস হয় না।

রাজা। তুমি কি মহিষীর সকল সহচরীগণকে দেখেছ?

বিদূ। আজ্ঞা না।

রাজা। আহা! সখে, তাঁর সহচরীদের মধ্যে একটি যে স্ত্রীলোক আছে, তার রূপলাবণ্যের কথা কি বলবো! বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীই অবনীতে অবতীর্ণা হয়েছেন! সে যে মহিষীর নিতান্ত সহচরী কি সখী, তাও নয়।

বিদূ। কি তবে মহারাজ!

রাজা। তা ভাই, বলতে পারি না মহিষীকেও জিজ্ঞাসা করতে শঙ্কা হয়! আর আমিও যে তাকে বিলক্ষণ স্পষ্টরূপে দেখেছি,

১৭. অভিজ্ঞানশকুন্তলমের প্রভাব।

তাও নয়। যেমন রাত্রিকালে আকাশমণ্ডল ঘনঘটা দ্বারা আচ্ছন্ন হলে নিশানাথ মুহূর্ত্তকাল দৃষ্ট হয়ে পুনরায় মেঘাবৃত হন, সেই সুন্দরী আমার দৃষ্টিপথে কয়েক বার সেইরূপ পতিতা হয়েছিল। বোধ হয়, রাজ্ঞীও বা তাকে আমার সম্মুখে আসতে নিষেধ করে থাকবেন। আহা! সখে, তার কি রূপমাধুর্য্য! তার পদ্মনয়ন দর্শন করলে পদ্মের উপর ঘৃণা জন্মে। আর তার মধুর অধরকে রতিসর্ব্বস্ব বললেও বলা যেতে পারে?

(নেপথ্যে) দোহাই মহারাজের! আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ হায়! হায়। আমার সর্ব্বনাশ হলো।

রাজা। (সসম্ভ্রমে) এ কি! দেখ ত হে? কোন্ ব্যক্তি রাজদ্বারে এত উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার কচ্চ্যে?

বিদূ। যে আজ্ঞা! আমি— (অর্দ্ধোক্তি।)

(নেপথ্যে) দোহাই মহারাজের! হায়! হায়! হায়! আমার সর্ব্বস্ব গেলো!

রাজা। যাও না হে! বিলম্ব কচ্চ্যো কেন? ব্যাপারটা কি? চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় যে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে?

বিদূ। আজ্ঞা না, ভাবছি বলি, দেবঅমাত্য হয়ে আপনি দৈত্যগুরু কন্যা বিবাহ করেছেন, সেই ক্রোধে যদি কোন মায়াবী দৈত্যই বা এসে থাকে; তা হলে—(অর্দ্ধোক্তি)

রাজা। আঃ ক্ষুদ্রপ্রাণি! তুমি থাক, তবে আমি আপনিই যাই!

বিদূ। আজ্ঞা না মহারাজ! আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে; আপনার যাওয়া কখনই উচিত হয় না।

[প্রস্থান।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্মিতমুখে স্বগত) ব্রাহ্মণজাতি বুদ্ধে বৃহস্পতি বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকাপেক্ষাও ভীরু! (চিন্তা করিয়া) সে যা হৌক, সে স্ত্রীলোকটি যে কে, তা আমি ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির কত্যে পাচ্চি না। আমরা যখন গোদাবরীতীরস্থ পর্ব্বত মুনির আশ্রমে কিঞ্চিৎকাল বিহার করি, তখন এক দিন আমি একলা নদীতটে ভ্রমণ কত্যে২ এক পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করেছিলাম। সেখানে সেই পরম রমণীয়া নবযৌবনা কামিনীকে দেখলেম, আপনার করতলে কপোল বিন্যাস করে অশোকবৃক্ষতলে বসে রয়েছে, বোধ হলো, যে সে চিন্তার্ণবে মগ্না রয়েছে; আর তার চারি দিকে নানা কুসুম বিস্তৃত ছিল, তাতে এমনি অনুমান হতে লাগলো যেন দেবতাগণ সেইনবযৌবনা অঙ্গনার সৌন্দর্য্যগুণে পরিতুষ্ট হয়ে তার উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছেন, কিম্বা স্বয়ং বসন্তরাজ বিকশিত পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে রতিভ্রমে তাকে পূজা করেছেন। পরে আমার পদশব্দ শুনে সেই বামা আমার দিকে নয়নপাত করে, যেমন কোন ব্যাধকে দেখে কুরঙ্গিণী পবনবেগে পলায়ন করে, তেমনি ব্যস্তসমস্তে অন্তর্হিতা হলো। পরম্পরায় শুনেছি, যে ঐ সুন্দরী দৈত্যরাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা, কিন্তু তার পর আর কোন পরিচয় পাই নাই। সবিশেষ অবগত হওয়াও আবশ্যক, কিন্তু—(অর্দ্ধোক্তি।)

বিদূষকের একজন ব্রহ্মণ সহিত পুঃপ্রবেশ

ব্রাহ্মণ। দোহাই মহারাজের! আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ! আমার সর্ব্বনাশ হলো।

রাজা। কেন, কেন? বৃত্তান্তটা কি বলুন দেখি?

ব্রাহ্ম। (কৃতাঞ্জলিপুটে) ধর্ম্মাবতার! কয়েক জন দুর্দ্দান্ত তস্কর আমার গৃহে প্রবেশ করে যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ কচ্চ্যে! হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! হে নরেশ্বর, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

রাজা। (সরোষে) সে কি? এ রাজ্যে এমন নির্ভয় পাষণ্ড লোক কে আছে, যে ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে? মহাশয়, আপনি ক্রন্দন সম্বরণ করুন, আমি স্বহস্তে এই মুহূর্ত্তেই সেই দুরাচার দস্যুদলের যথোচিত দণ্ড বিধান করবো।[১৮] (বিদূষকের প্রতি) সখে মাধব্য, তুমি ত্বরায় আমার ধনুর্ব্বাণ ও অসিচর্ম্ম আন দেখি।

বিদূ। মহারাজ, আপনার স্বয়ং যাবার

১৮. এখানেও অভিজ্ঞানশকুন্তলমের প্রভাব।

প্রয়োজন কি?

রাজা। (সক্রোধে) তুমি কি আমার আজ্ঞা অবহেলা কর?

বিদু। (সত্রাসে) সে কি, মহারাজ? আমার এমন কি সাধ্য যে আপনার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করি!

[বেগে প্রস্থান।

রাজা। মহাশয়, কত জন তস্কর আপনার গৃহাক্রমণ করেছে?

ব্রাহ্ম। হে মহীপতে, তা নিশ্চয় বলতে পারি না! হায়! হায়! আমার সর্ব্বস্ব গেলো।

রাজা। ঠাকুর, আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করুন ; আর বৃথা আক্ষেপ করবেন না।

বিদূষকের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পুনঃপ্রবেশ

এই আমি অস্ত্র গ্রহণ কল্যেম। (অস্ত্র গ্রহণ) এখন চলুন যাই।

[রাজা ও ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

বিদু। (স্বগত) যেমন আহুতি দিলে অগ্নি জ্বলে উঠে, তেমনি শত্রুনামে আমাদের মহারাজেরও কোপাগ্নি জ্বলে উঠলো। চোর বেটাদের আজ যে মরণদশা ধরেছে, তার কোন সন্দেহ নাই। মরবার জন্যেই পিঁপড়ের পাখা ওঠে! এখন এখানে থেকে আর কি করবো? যাই, নগরপালের নিকট এ সংবাদ পাঠিয়ে দিগে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজান্তঃপুর-সংক্রান্ত উদ্যান

বকাসুর এবং শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ

বক। ভদ্রে, এ কথা আমি তোমার মাতা দৈত্যরাজমহিষীকে কি প্রকারে বলবো? তিনি তোমা বিরহে শোকানলে যে কি পর্য্যন্ত পরিতাপিতা হচ্যেন, তা বলা দুষ্কর। হে কল্যাণি, তোমা ব্যতিরেকে সে শোকানল নির্ব্বাণ হবার আর উপায়ান্তর নাই।

শর্ম্মি। মহাশয়, আমার অশ্রুজলে যদি সে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, তবে আমি তা অবশ্যই করবো ; কিন্তু আমি দৈত্যপুরীতে আর এ জন্মে ফিরে যাব না! (অধোবদনে রোদন।)

বক। ভদ্রে, গুরু মহর্ষিকে তোমার পিতা নানাবিধ পূজাবিধিতে পরিতুষ্ট করেছেন; রাজচক্রবর্ত্তী যযাতির পাটরাণী দেবযাণী স্বীয় পিতৃ-আজ্ঞা কখনই উল্লঙ্ঘন বা অবহেলা করবেন না; যদ্যপি তুমি অনুমতি কর, আমি রাজসভায় উপস্থিত হয়ে নৃপতিকে এ সকল বৃত্তান্ত অবগত করাই। হে কল্যাণি, তোমা বিরহে দৈত্যপুরী এককালে অন্ধকার হয়েছে ; আর পুরবাসীরাও রাজদম্পতির দুঃখে পরম দুঃখিত।

শর্ম্মি। মহাশয়, আপনি যদি এ কথা নৃপতিকে অবগত করতে উদ্যত হন, তবে আমি এই মুহূর্ত্তেই এ স্থলে প্রাণত্যাগ করবো। (রোদন।)

বক। শুভে, তবে বল, আমার কি করা কর্ত্তব্য?

শর্ম্মি। মহাশয়, আপনি দৈত্যদেশে পুনর্গমন করুন, এবং আমার জনক জননীকে সহস্র সহস্র প্রণাম জানিয়ে এই কথা বলবেন, তোমাদের হতভাগিনী দুহিতার এই প্রার্থনা, যে তোমরা তাকে জন্মের মত বিস্মৃত হও!

বক। রাজনন্দিনী, তোমার জনক জননীকে আমি এ কথা কেমন করে বলবো? তুমি তাঁদের একমাত্র কন্যা ; তুমি তাঁদের মানস-সরোবরের একটি মাত্র পদ্মিনী; তুমিই কেবল তাঁদের হৃদয়াকাশে পূর্ণশশী।

শর্ম্মি। মহাশয়, দেখুন, এ পৃথিবীতে কত শত লোকের সন্তান সন্ততি যৌবনকালেই মানবলীলা সম্বরণ করে ; তা তারা কি চিরকাল শোকানলে পরিতপ্ত হয়? শোকানল কখন চিরস্থায়ী নয়।

বক। কল্যাণি, তবে কি তোমার এই ইচ্ছা, যে তুমি আপনার জন্মভূমি আর দর্শন করবে না? তোমার পিতা মাতাকে কি একেবারে বিস্মৃত হলে? আর আমাকে কি শেষে এই সংবাদ লয়ে যেতে হলো?

শর্ম্মি। মহাশয়, আমার পিতা মাতা আমার মানসমন্দিরে চিরকাল পূজিত রয়েছেন। যেমন কোন ব্যক্তি, কোন পরম পবিত্র তীর্থ দর্শন করে এসে, তত্রস্থ দেবদেবীর অদর্শনে, তাঁদের প্রতিমূর্ত্তি আপনার মনোমন্দিরে সংস্থাপিত করে ভক্তিভাবে সর্ব্বদা ধ্যান করে, আমিও

সেইরূপ আমার জনক জননীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত চিরকাল স্মরণ করবো ; কিন্তু দৈত্যদেশে প্রত্যাগমন করতে আপনি আমাকে আর অনুরোধ করবেন না।

বক। বৎসে, তবে আমি বিদায় হই।

শর্ম্মি। (নিরুত্তরে রোদন।)

বক। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভদ্রে, এখনও বিবেচনা করে দেখ! রাজসভা অতিদূর-বর্ত্তিনী নয় ; রাজচক্রবর্ত্তী যযাতিও পরম দয়ালু ও পরহিতৈষী ; তোমার আদ্যোপান্ত সমুদায় বিবরণ শ্রবণমাত্রেই তিনি যে তোমাকে স্বদেশ-গমনে অনুমতি করবেন, তার কোন সংশয় নাই।

শর্ম্মি। (স্বগত) হা হৃদয়, তুমি জালাবৃত পক্ষীর ন্যায় যত মুক্ত হতে চেষ্টা কর, ততই আরো আবদ্ধ হও! (প্রকাশে) হে মহাভাগ! আপনি ও কথা আর আমাকে বলবেন না।

বক। তবে আর অধিক কি বলবো ?শুভে, জগদীশ্বর তোমার কল্যাণ করুন! আমার আর এ স্থলে বিলম্ব করবার কোন প্রয়োজন নাই; আমি বিদায় হলেম।

[প্রস্থান।

শর্ম্মি। (স্বগত) এ দুস্তর শোকসাগর হতে আমাকে আর কে উদ্ধার করবে ? হা হতবিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল ? তা তোমারই বা দোষ কি! (রোদন।) আমি আপন কর্ম্মদোষে এ ফল ভোগ কচ্চি। গুরুকন্যার সহিত বিবাদ করে প্রথমে রাজভোগচ্যুতা হয়ে দাসী হলেম ; তা দাসী হয়েও ত বরং ভাল ছিলেম, গুরুর আশ্রমে ত কোন ক্লেশই ছিল না ; কিন্তু এ আবার বিধির কি বিড়ম্বনা ! হা অবোধ অন্তঃকরণ, তুই যে রাজা যযাতির প্রতি এত অনুরক্ত হলি, এতে তোর কি কোন ফল লাভ হবে ? তা তোরই বা দোষ কি ? এমন মূর্ত্তিমান্ কন্দর্পকে দেখে কে তার বশীভূত না হয় ? দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলে কি কমলিনী নিমীলিত থাকতে পারে ? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা আমার এ রোগের মৃত্যু ভিন্ন আর ঔষধ নাই! আহা! গুরুকন্যা দেবযানী কি ভাগ্যবতী! (অধোবদনে বৃক্ষতলে উপবেশন।)

রাজার প্রবেশ

রাজা। (স্বগত) আমি ত এ উদ্যানে বহুকালাবধি আসি নাই। শ্রুত আছি, যে এর চতুষ্পার্শ্বে মহিষীর সহচরীগণ না কি বাস করে। আহা! স্থানটি কি রমণীয়! সুমন্দ সমীরণ সঞ্চারে এখানকার লতামন্ডপ কি সুশীতল হয়ে রয়েছে! চতুর্দ্দিকে প্রচন্ড তপনতাপ যেন দেবকোপাগ্নির ন্যায় বসুমতীকে দগ্ধ করচে, কিন্তু এ প্রদেশের কি প্রশান্ত ভাব। বোধ হয়, যেন বিজনবিহারিণী শান্তিদেবী দুঃসহ প্রভাকর-প্রভাবে একান্ত অধীরা হয়ে, এখানেই স্নিগ্ধ-চিত্তে বিরাজ করচেন ; এবং তাঁর অনুরোধে আর এই উদ্যানস্থ বিহঙ্গমকুলের কূজনরূপ স্তুতিপাঠেই যেন সূর্য্যদেব আপনার প্রখরতর কিরণজাল এ স্থল হতে সম্বরণ করেছেন। আহা! কি মনোহর স্থান! কিঞ্চিৎকাল এখানে বিশ্রাম করে শ্রান্তি দূর করি। (শিলাতলে উপবেশন) দুষ্ট তস্করগণ ঘোরতর সংগ্রাম করেছিল ; কিন্তু আমি অগ্নিঅস্ত্রে তাদের সকলকেই ভস্ম করেছি। (নেপথ্যে বীণাধ্বনি) আহাহা! কি মধুর ধ্বনি! বোধ হয়, সঙ্গীত-বিদ্যায় নিপুণা মহিষীর কোন সহচরী সঙ্গিণীগণ সমভিব্যাহারে আমোদ প্রমোদে কালযাপন কচ্যে। কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হয়ে শ্রবণ করি দেখি। (নিকটে গমন।)

নেপথ্যে গীত

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল আড়া।

আমি ভাবি যার ভাবে, সে ত তা ভাবে না।
পরে প্রাণ দিয়ে পরে, হলো কি লঞ্ছনা।
করিয়ে সুখেরি সাধ, এ কি বিষাদ ঘটনা।
বিষম বিবাদী বিধি, প্রেমনিধি মিলিলো না!
ভাব লাভ আশা করে, মিছে পরেরি ভাবনা!
খেদে আছি ম্রিয়মাণ বুঝি প্রাণ রহিল না।

রাজা। আহা! কি মনোহর সঙ্গীত! মহীষী যে এমন এক জন সুগায়িকা স্বদেশ হতে সঙ্গে এনেছেন, তা আমি ত স্বপ্নেও জানতেম না। (চিন্তা করিয়া) এ কি ? আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হতে লাগলো কেন? এ স্থলে মাদৃশ জনের কি ফল লাভ হতে পারে ? বলাও যায়

না, ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রেই মুক্ত রয়েছে।[১৯] দেখি, বিধাতার মনে কি আছে।

শর্ম্মি। (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) হা হতভাগিনি! তুমি স্বেচ্ছাক্রমে প্রণয়পরবশ হয়ে আবার স্বাধীন হতে চাও? তুমি কি জান না, যে পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর চঞ্চল হওয়া বৃথা। হা পিতা মাতা! হা বন্ধুবান্ধব! হা জন্মভূমি! আমি কি তবে তোমাদের আর এ জন্মে দর্শন পাব না। (রোদন।)

রাজা। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) আহা! মধুরস্বরা পল্লবাবৃতা কোকিলা কি নীরব হলো! (শর্ম্মিষ্ঠাকে অবলোকন করিয়া) এ পরম-সুন্দরী নবযৌবনা কামিনীটি কে? ইনি কি কোন দেবকন্যা বনবিহার-অভিলাষে স্বর্গ হতে এ উদ্যানে অবতীর্ণা হয়েছেন? নতুবা পৃথিবীতে এতাদৃশ অপরূপ রূপের কি প্রকারে সম্ভব হয়? তা ক্ষণেক অদৃশ্যভাবে দেখিই না কেন, ইনি একাকিনী এখানে কি কচ্চ্যেন? (বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি।)

শর্ম্মি। (মুক্তকণ্ঠে) বিধাতা স্ত্রীজাতিকে পরাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। দেখ, ঐ যে সুবর্ণবর্ণ লতাটি স্বেচ্ছানুসারে ঐ অশোকবৃক্ষকে বরণ করে আলিঙ্গন কচ্চ্যে, যদ্যপি কেউ ওকে অন্য কোন উদ্যান হতে এনে এ স্থলে রোপণ করে থাকে, তথাপি কি ও জন্মভূমিদর্শনার্থে আপন প্রিয়তম তরুবরকে পরিত্যাগ কত্যে পারে? কিম্বা যদি কেউ ওকে এখান হতে স্ববলে লয়ে যায়, তবে কি ও আর প্রিয়বিরহে জীবন ধারণ করে? হে রাজন্, আমিও সেইমত তোমার জন্যে পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, জন্মভূমি সকলই পরিত্যাগ করেছি। যেমন কোন পরমভক্ত কোন দেবের সুপ্রসন্নতার অভিলাষে পৃথিবীস্থ সমুদায় সুখভোগ পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করে, আমিও সেইরূপ যযাতিমূর্ত্তি সার করে অন্য সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছি! (রোদন)

রাজা। (স্বগত) এ কি আশ্চর্য্য। এ যে সেই দৈত্যরাজদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা! কিন্তু এ যে আমার প্রতি অনুরক্তা হয়েছে, তা ত আমি স্বপ্নেও জানি না। (চিন্তা করিয়া সপুলকে) বোধ হয়, এই জন্যেই বুঝি আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হতেছিল। আহা! অদ্য আমার কি সুপ্রভাত! এমন রমণীরত্ন ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হলে যে কত যত্নে তাকে হৃদয়ে রাখি, তা বলা অসাধ্য! (অগ্রসর হইয়া শর্ম্মিষ্ঠার প্রতি) হে সুন্দরি, রুদ্রের কোপানলে মন্মথ পুনরায় দগ্ধ হয়েছেন না কি, যে তুমি স্বর্গ পরিত্যাগ করে একাকিনী এ উদ্যানে বিলাপ কচ্চ্যো?[২০]

শর্ম্মি। (রাজাকে অবলোকন করিয়া লজ্জিত হইয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! মহারাজ যে একাকী এ উদ্যানে এসেছেন?

রাজা। হে মৃগাক্ষি, তুমি যদি মন্মথ-মনোহারিণী রতি না হও, তবে তুমি কে এ উদ্যান অপরূপ রূপলাবণ্যে উজ্জ্বল কচ্চ্যো?

শর্ম্মি। (স্বগত) আহা! প্রাণনাথ কি মিষ্ঠভাষী!—হা অন্তঃকরণ! তুমি এত চঞ্চল হলে কেন?

রাজা। ভদ্রে, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তুমি মধুরভাবে আমার কর্ণকুহরের সুখ-প্রদানে একবারে বিরত হলে?

শর্ম্মি। (কৃতাঞ্জলিপুটে) হে নরেশ্বর, আমি রাজমহিষীর এক জন পরিচারিকা মাত্র; তা দাসীকে আপনার এ প্রকারে সম্বোধন করা উচিত হয় না।

রাজা। না, না, সুন্দরি, তুমি সাক্ষাৎ রাজলক্ষ্মী! যা হৌক, যদ্যপি তুমি মহিষীর সহচরী হও, তবে তোমাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অতএব হে ভদ্রে, তুমি আমাকে বরণ কর।

শর্ম্মি। হে নরবর, আপনি এ দাসীকে এমত আজ্ঞা করবেন না।

রাজা। সুন্দরি, আমাদের ক্ষত্রিয়কুলে গন্ধর্ব্ব বিবাহ প্রচলিত আছে, আর তুমি রূপে ও গুণে সর্ব্বপ্রকারেই আমার অনুরূপ পাত্রী, অতএব হে কল্যাণি, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার পাণি গ্রহণ কর।

শর্ম্মি। (স্বগত) হা হৃদয়, তোমার মনোরথ এত দিনের পর কি সফল হবে? (প্রকাশে) হে

১৯. অভিজ্ঞানশকুন্তলমের প্রভাব। ২০. শর্মিষ্ঠাকে রতির সঙ্গে তুলনা করে শ্লেষোক্তি।

নরনাথ, আপনি এ দাসীকে ক্ষমা করুন! আমার প্রতি এ বাক্য বিড়ম্বনামাত্র।

রাজা। প্রিয়ে, আমি সূর্য্যদেব ও দিঙ্মণ্ডলকে সাক্ষী করে এই তোমার পাণিগ্রহণ করলেম, (হস্তধারণ।) তুমি অদ্যাবধি আমার রাজমহিষী-পদে অভিষিক্তা হলে।

শর্ম্মি। (সসম্ভ্রমে) হে নরেশ্বর, আপনি এ কি করেন? শশধর কি কুমুদিনী ব্যতীত অন্য কুসুমে কখন স্পৃহা করেন?

রাজা। (সহাস্য বদনে) আর কুমুদিনীরও চন্দ্রস্পর্শে অপ্রফুল্ল থাকা ত উচিত নয়! আহা! প্রেয়সি, অদ্য আমার কি শুভ দিন! আমি যে দিবস তোমাকে গোদাবরী নদীতটে পর্ব্বত মুনির আশ্রমে দর্শন করেছিলেম, সেই দিন অবধি তোমার এই অপূর্ব্ব মোহিনী মূর্ত্তি আমার হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে! তা দেবতা সুপ্রসন্ন হয়ে এত দিনে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ কল্যেন।

দেবিকার প্রবেশ

দেবি। (স্বগত) আহা! বকাসুর মহাশয়ের খেদোক্তি স্মরণ হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! (চিন্তা করিয়া) দেবযানীর পরিণয়কালাবধিই প্রিয়সখীর মনে জন্মভূমির প্রতি এইরূপ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে। কি আশ্চর্য্য! এমন সরলা বালার অন্তঃকরণ কি গুরুকন্যার সৌভাগ্যে হিংসায় পরিণত হলো! (রাজাকে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে) এ কি! মহারাজ যযাতি যে প্রিয়সখীর সহিত কথোপকথন কচ্যেন! আহা! দুই জনের একত্রে কি মনোহর শোভাই হয়েছে! যেন কমলিনীনায়ক অবনীতে অবতীর্ণ হয়ে প্রিয়তমা কমলিনীকে মধুরভাষে পরিতুষ্ট কচ্যেন!

শর্ম্মি। আমার ভাগ্যে যে এত সুখ হবে, তা আমার কখনই মনে ছিল না; হে নরেশ্বর, যেমন কোন যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণী প্রাণভয়ে ভীতা হয়ে কোন বিশাল পর্ব্বতান্তরালে আশ্রয় লয়, এ অনাথা দাসীও অদ্যাবধি সেইরূপ আপনার শরণাপন্না হলো! মহারাজ, আমি এত দিন চিরদুঃখিনী ছিলাম! (রোদন।)

রাজা। (শর্ম্মিষ্ঠার অশ্রু উন্মোচন করিতে করিতে) কেন কেন প্রিয়ে! বিধাতা ত তোমার নয়নযুগল কখন অশ্রুপূর্ণ হবার নিমিত্তে করেন নাই?

রাজা। (দেবিকাকে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে) প্রিয়ে, দেখ দেখি, এ স্ত্রীলোকটি কে?

শর্ম্মি। মহারাজ, ইনি আমার প্রিয়সখী, এঁর নাম দেবিকা।

দেবি। মহারাজের জয় হউক।

রাজা। (দেবিকার প্রতি) সুন্দরি, তোমার কল্যাণে আমি সর্ব্বত্রেই বিজয়ী! এই দেখ, আমি বিনা সমুদ্রমন্থনে অদ্য এই কমলকাননে কমলা-স্বরূপ তোমার সখীরত্ন প্রাপ্ত হলেম।

দেবি। (করযোড়ে) নরনাথ, এ রত্ন রাজমুকুটেরই যোগ্যাভরণ বটে, আমাদেরও অদ্য নয়ন সফল হলো।

শর্ম্মি। (দেবিকার প্রতি) তবে সখি, সংবাদ কি বল দেখি?

দেবি। রাজনন্দিনী, বকাসুর মহাশয় তোমার নিকট বিদায় হয়েও পুনর্ব্বার একবার সাক্ষাৎ কত্যে নিতান্ত ইচ্ছুক; তিনি পূর্ব্বদিকের বৃক্ষ-বাটিকাতে অপেক্ষা কচ্যেন, তোমার যেমন অনুমতি হয়।

রাজা। কোন্ বকাসুর?

শর্ম্মি। বকাসুর মহাশয় একজন প্রধান দৈত্য, তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎকারণেই আপনার এ নগরীতে আগমন করেছেন।

রাজা। (সসম্ভ্রমে) সে কি? আমি দৈত্যবর বকাসুর মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে শ্রুত আছি, তিনি এক জন মহাবীর পুরুষ। তাঁর যথোচিত সমাদর না কল্যে আমার এ রাজধানীর কলঙ্ক হবে; প্রিয়ে, চল, আমরা সকলে অগ্রসর হয়ে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিগে!

[সকলের প্রস্থান।

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। (স্বগত) এই ত মহিষীর পরিচারিকাদের উদ্যান; তা কৈ, মহারাজ কোথায়? রক্ষক বেটা মিথ্যা কথা বললে না কি? কি আপদ্! প্রিয় বয়স্য অস্ত্রধারী ব্যক্তির নাম শুনলেই একেবারে নেচে উঠেন! ছি!

ক্ষত্রজাতির কি দুঃস্বভাব! এঁদের কবিভায়ারা যে নরব্যাঘ্র বলেন, সে কিছু অযথার্থ নয়। দেখ দেখি, এমন সময় কি মনুষ্য গৃহের বাহির হতে পারে? আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কিছু সুখের শরীর নয়; তবুও আমার যে এ রৌদ্রে কত ক্লেশ বোধ হচ্যে, তা বলা দুষ্কর! এই দেখ, আমি যেন হিমাচলশিখর হয়েছি, আমার গা থেকে যে কত শত নদ ও নদী নিঃসৃত হয়ে ভূতলে পড়ছে, তার সীমা নাই! (মস্তকে হস্ত দিয়া) উঃ! আমি গঙ্গাধর হলেম না কি? তা না হলে আমার মস্তকপ্রদেশে মন্দাকিনী যে এসে অবস্থিতি কচ্যেন, এর কারণ কি? যাহা হৌক, মহারাজ গেলেন কোথায়? তিনি যে একাকী দস্যুদলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছেন, এ কথা শুনে পুরবাসীরা সকলেই অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে, আর সৈন্যাধ্যক্ষেরা পদাতিকদল লয়ে তাঁর অন্বেষণে নানা দিকে ভ্রমণ কচ্যে। কি উৎপাত! ডাঙ্গায় বসে যে মাছ বড়শীতে অনায়াসে গাঁথা যায়, তার জন্যে কি জলে ঝাঁপ দেওয়া উচিত? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, এও কিছু অসম্ভব নয়। দেখ, এই উদ্যানের চতুষ্পার্শ্বে রাণীর পরিচারিকারা বসতি করে। তারা সকলেই দৈত্যকন্যা। শুনেছি, তারা না কি পুরুষকে ভেড়া করে রাখে। কে জানে, যদি তাদের মধ্যে কেউ আমাদের কন্দর্পস্বরূপ মহারাজের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মায়াবলে সেইরূপই করে থাকে, তবেই ত ঘোর প্রমাদ! (চিন্তা করিয়া) হাঁ, হাঁ, তাও বটে, আমারও ত এমন জায়গায় দেখা দেওয়া উচিত কর্ম্ম নয়। যদিও আমি মহারাজের মতন স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ মন্মথ নই, তবু আমি যে নিতান্ত কদাকার তাও বলা যায় না। কে জানে, যদি আমাকেও দেখে আবার কোন মাগী ক্ষেপে ওঠে, তা হলেই ত আমি গেলেম! তা ভেড়া হওয়া ত কখনই হবে না! আমি দুঃখী ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার কি তা চলে? ও সব বরঞ্চ রাজাদের পোষায়; আমারা পেট ভরে খাব, আর আশীর্ব্বাদ করবো; এই ত জানি, তা সাত জন্ম বরং নারীর মুখ না দেখবো, তবু ত ভেড়া হতে স্বীকার হবো না—বাপ! (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সচকিতে) ও কি? ঐ না—এক মাগী আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে? ও বাবা, কি সর্ব্বনাশ! (বস্ত্রের দ্বারা মুখাবরণ) মাগী আমার মুখটা না দেখতে পেলেই বাঁচি? হে প্রভু অনঙ্গ! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে এ বিপদ্ হতে রক্ষা কর! তা আর কি? এখন দেখচি, পালাতে পাল্যেই রক্ষা।

[বেগে পলায়ন।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক

চতুর্থাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজগৃহ

রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। বয়স্য! আপনি অদ্য এত বিরসবদন হয়েছেন কেন?

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আর ভাই! সবর্বনাশ হয়েছে! হা বিধাতঃ এ দুস্তর বিপদার্ণব হতে কিসে নিস্তার পাব।

বিদূ। সে কি মহারাজ? ব্যাপারটা কি, বলুন দেখি?

রাজা। আর ভাই বলবো কি? যেমন কোন পোতবণিক্ ঘোরতর অন্ধকারময় বিভাবরীতে ভয়ানক সমুদ্রমধ্যে পথ হারালে, ব্যাকুলচিত্তে কোন দিঙ্নির্ণায়ক নক্ষত্রের প্রতি সহায় বিবেচনায় মুহুর্মুহুঃ দৃষ্টিপাত করে, আমি সেইরূপ এই অপার বিপদ্-সাগরে পতিত হয়ে পরম-কারুণিক পরমেশ্বরকে একমাত্র ভরসাস্থানে সর্ব্বদা মানসে ধ্যান কর্চি। হে জগৎপিতঃ, এ বিপদে আমাকে রক্ষা করুন।

বিদূ। (স্বগত) এ ত কোন সামান্য ব্যাপার নয়! ত্রিভুবনবিখ্যাত, রাজচক্রবর্ত্তী যযাতি যে এতাদৃশ ত্রাসিত হয়েছেন, কারণটাই কি? (প্রকাশে) মহারাজ! ব্যাপারটা কি, বলুন দেখি?

রাজা। কি আর বলবো ভাই! এবার সর্ব্বনাশ উপস্থিত; এত দিনের পর রাণী আমার প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠার বিষয় সকলই অবগত হয়েছেন।

বিদূর। বলেন কি মহারাজ? তা এ যে অনিষ্ট ঘটনা, তার কোন সন্দেহ নাই; ভাল, রাজমহিষী কি প্রকারে এ সকল বিষয় জানতে পাল্যেন?

রাজা। সখে, সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? বিধাতা বিমুখ হলে, লোকের আর দুঃখের পরিসীমা থাকে না। মহিষী অদ্য সায়ংকালে অনেক যত্নপূর্ব্বক তাঁর পরিচারিকাদের উদ্যানে ভ্রমণকরতে আমাকে আহ্বান করেছিলেন; আমিও তাতে অস্বীকার হতে পাল্যেম না। সুতরাং আমরা উভয়ে তথায় ভ্রমণ করতে করতে প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠার গৃহের নিকটবর্ত্তী হলেম। ভাই হে, তৎকালে আমার অন্তঃকরণ যে কি প্রকার উদ্বিগ্ন হলো, তা বলা দুষ্কর।

বিদূ। বয়স্য! তার পর?

রাজ। আমাকে দেখে প্রিয়তমা প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠার তিনটি পুত্র তাদের বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ করে প্রফুল্লবদনে উর্দ্ধশ্বাসে আমার নিকটে এলো এবং রাজমহিষীকে আমার সহিত দেখে চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে দণ্ডায়মান রইলো।

বিদূ। কি দুর্ব্বিপাক! তার পর?

রাজা। রাজ্ঞী তাদের স্তব্ধ দেখে মৃদুস্বরে বললেন, হে বৎসগণ, তোমরা কিছুমাত্র শঙ্কা করো না। এই কথা শুনে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরু সক্রোধে স্বীয় কোমল বাহু আস্ফালন করে বল্লে, আমরা কাকেও শঙ্কা করি না, তুমি কে? তুমি যে আমাদের পিতার হাত ধরেছ? তুমি ত আমাদের জননী নও, তিনি হলে আমাদের কত আদর কত্যেন।

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ! বয়স্য, তার পর কি হলো?

রাজা। সে কথার আর বলবো কি? তৎকালে আমার মস্তক কুলালচক্রের[২১] ন্যায় একেবারে ঘূর্ণায়মান হতে লাগলো, আর মনে মনে চিন্তা কল্যেম, যদি এ সময়ে জগন্মাতা বসুন্ধরা দ্বিধা হন, তা হলে আমি তৎক্ষণাৎ তাতে প্রবেশ করি! (দীর্ঘনিশ্বাস।)

বিদূ। বয়স্য! আপনি যে একেবারে নিস্তব্ধ হলেন।

রাজা। আর ভাই! করি কি বল! রাজমহিষী তৎকালে আমাকে আর প্রিয়তমা শর্ম্মিষ্ঠাকে যে কত অপমান, কত ভর্ৎসনা করলেন, তার আর সীমা নাই। অধিক কি বলবো, যদ্যপি তেমন কটুবাক্য স্বয়ং বাগ্দেবীর মুখ হতে বহির্গত হতো, তা হলে আমি তাও সহ্য করতেম না, কিন্তু কি করি? রাজমহিষী ঋষিকন্যা, বিশেষতঃ প্রিয়া শর্ম্মিষ্ঠার সহিত তাঁর চিরবাদ। (দীর্ঘনিশ্বাস।)

বিদূ। বয়স্য! সে যথার্থ বটে; কিন্তু আপনি এ বিষয়ে অধিক চিন্তাকুল হবেন না। রাজমহিষীর কোপাগ্নি শীঘ্রই নির্ব্বাণ হবে। দেখুন, আকাশ-মণ্ডল কিছু চিরকাল মেঘাচ্ছন্ন থাকে না, প্রবল ঝটিকা কিছু চিরকাল বয় না।

রাজা। সখে, তুমি মহিষীর প্রকৃতি প্রকৃত-রূপে অবগত নও। তিনি অত্যন্ত অভিমানিনী।

বিদূ। বয়স্য! যে স্ত্রী পতিপ্রাণা, সে কি কখন আপনার প্রিয়তমকে কাতর দেখতে পারে?

রাজা। সখে, তুমি কি বিবেচনা কর, যে আমি রাজমহিষীর নিমিত্তেই এতাদৃশ ত্রাসিত হয়েছি? মৃগীর ভয়ে কি মৃগরাজ ভীত হয়? যে কোমল বাহু পুষ্প-শরাসনে গুণযোজনায় ক্লান্ত হয়, এতাদৃশ বাহুকে কি কেউ ভয় করে?

বিদূ। তবে আপনার এতাদৃশ চিন্তাকুল হবার কারণ কি?

রাজা। সখে, যদ্যপি রাণী এ সকল বৃত্তান্ত তাঁর পিতা মহর্ষি শুক্রাচার্য্যকে অবগত করান, তবে সেই মহাতেজাঃ তপস্বীর কোপাগ্নি হতে আমাকে কে উদ্ধার করবে? যে হুতাশন প্রজ্বলিত হলে স্বয়ং ব্রহ্মাও কম্পায়মান হন, সে হুতাশন হতে আমি দুর্ব্বল মানব কি প্রকারে পরিত্রাণ পাবো? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! হায়! শর্ম্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করে আমি কি কুকর্ম্মই করেছি! (চিন্তা করিয়া) হা রে পাষণ্ড নির্ব্বোধ অন্তঃকরণ! তুই সে নিরুপমা নারীকে কেমন করে নিন্দা করিস, যার সহিত তুই মর্ত্ত্যে স্বর্গভোগ করেছিস? হা নিষ্ঠুর! তুই যে এ পাপের যথোচিত দণ্ড পাবি, তার আর কোন সন্দেহ নাই! আহা,

২১. কুমোরের চাকা।

প্রেয়সি! যে ব্যক্তি তোমার নিমিত্তে প্রাণ-পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করতে উদ্যত, সেই কি তোমার দুঃখের মূল হলো! হা চারুহাসিনি! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল। হা প্রিয়ে! হা আমার হৃৎসরোবরের পদ্মিনি!

বিদূ। বয়স্য! এ বৃথা খেদোক্তি করেন কেন? চলুন, আমরা উভয়ে মহিষীর মন্দিরে যাই, তিনি অত্যন্ত দয়াশীলা, আর পতিপরায়ণা, তিনি আপনাকে এতাদৃশ কাতর দেখলে অবশ্যই ক্রোধ সম্বরণ করবেন।

রাজা। সখে, তুমি কি বিবেচনা কচ্যো, যে মহিষী এ পর্য্যন্ত এ নগরীতে আছেন?

বিদূ। (সসম্ভ্রমে) সে কি মহারাজ? তবে রাজমহিষী কোথায়?

রাজা। ভাই, তিনি সখী পূর্ণিকাকে সঙ্গে লয়ে যে কোথায় গিয়েছেন, তা কেউ বলতে পারে না।

বিদূ। (ত্রস্ত হইয়া) মহারাজ! এ কি সর্ব্বনাশের কথা! যদ্যপি রাজ্ঞী ক্রোধাবেশে দৈত্যদেশেই প্রবেশ করেন, তবেই ত সকল গেল! আপনি এ বিষয়ের কি উপায় করেছেন?

রাজা। আর কি করবো? আমি জ্ঞানশূন্য ও হত বুদ্ধি হয়ে পড়েছি, ভাই!

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ, আর কি বিলম্ব করা উচিত। চলুন, চলুন, অতি ত্বরায় পবনবেগশালী অশ্বারূঢ়গণকে মহিষীর অন্বেষণে পাঠান যাকগে। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরীনিকটস্থ যমুনা নদীতীরে
অতিথিশালা

শুক্রাচার্য্য ও কপিলের প্রবেশ

শুক্র। আহা, কি রম্য স্থান! ভো কপিল! ঐ পরিদৃশ্যমানা নগরী কি মহাত্মা, মহাতেজাঃ পরন্তপ[২২] চন্দ্রবংশীয় রাজচক্রবর্ত্তিগণের রাজধানী?

কপি। আজ্ঞা হাঁ।

শুক্র। আহা, কি মনোহর নগরী! বোধ হয়, যেন বিশ্বকর্ম্মা ঐ সকল অট্টালিকা, পরিখাচয় আর তোরণ প্রভৃতি নানাবিধ সুদৃশ্য প্রীতিকর বস্তু, কুবেরপুরী অলকা আর ইন্দ্রপুরী অমরাবতীকে লজ্জা দিবার নিমিত্তেই পৃথিবীতে নির্ম্মাণ করেছেন।

কপি। ভগবন্, ঐ প্রতিষ্ঠানপুরী, বাহুবলেন্দ্র, রাজচক্রবর্ত্তী নহুষপুত্র যযাতির উপযুক্তই রাজধানী, কারণ, তাঁর তুল্য বেদবেদাঙ্গপারগ, পরমধার্ম্মিক, বীরশ্রেষ্ঠ রাজা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। তিনি মনুজেন্দ্র সকলের মধ্যে দেবেন্দ্রের ন্যায় স্থিতি করেন।

শুক্র। আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা দেবযানীকে এতাদৃশ সুপাত্রে প্রদান করা উত্তম কর্ম্মই হয়েছে।

কপি। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি?

শুক্র। বৎস, বহুদিবসাবধি আমার পরম স্নেহপাত্রী দেবযানীর চন্দ্রানন দর্শন করি নাই এবং তার যে সন্তানদ্বয় জন্মেছে, তাদেরও দেখতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। সেই জন্যেই ত আমি এদেশে আগমন করেছি; কিন্তু অদ্য ভগবান্ আদিত্য প্রায় অস্তাচলে গমন কল্যেন; অতএব এ মুখ্য কালবেলার সময়; তা এই ক্ষণে রাজধানী প্রবেশ করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। হে বৎস, অদ্য এই নিকটবর্ত্তী অতিথিশালায় বিশ্রামের আয়োজন কর।

কপি। প্রভু, যথা ইচ্ছা!

শুক্র। বৎস! তুমি এ দেশের সমুদয় বিশেষরূপে অবগত আছ, কেন না দেবযানীর পাণিগ্রহণকালে তুমিই রাজা যযাতিকে আহ্বানার্থে আগমন করেছিলে; অতএব তুমি কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্যাদি আহরণ কর। দেখ, এক্ষণে ভগবান্ মার্ত্তণ্ড অস্তাচলচূড়াবলম্বী হলেন, আমি সায়ংকালের সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করি।

কপি। ভগবন্! আপনার যেমন অভিরুচি।

[কপিলের প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) যে পর্য্যন্ত কপিল প্রত্যাগমন না করে তদবধি আমি এই বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হয়ে দেবদেব মহাদেবকে স্মরণ করি। (বৃক্ষমূলে উপবেশন।)

দেবযানী এবং পূর্ণিকার ছদ্মবেশে প্রবেশ

পূর্ণি। (দেবযানীর প্রতি) মহিষি! আপনার মুখে যে আর কথাটি নাই!

দেব। সখি, এ নির্জ্জন স্থান দেখে আমার অত্যন্ত ভয় হচ্যে। আমরা যে কি প্রকারে সেই দূরতর দৈত্যদেশে যাব, আর পথিমধ্যে যে আমাদিগকে কে রক্ষা করবে, তা ভাবলে আমার বক্ষঃস্থল সুখ্য়ে উঠে।

পূর্ণি। মহিষি! এ আমারও মনের কথা, কেবল আপনার ভয়ে এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করতে পারি নাই। আমার বিবেচনায়, আমাদের রাজান্তঃপুরে ফিরে যাওয়াই উচিত।

দেব। (সক্রোধে) তোমার যদি এমনই ইচ্ছা থাকে তবে যাও না কেন? কে তোমাকে বারণ কচ্যে?

পূর্ণি। দেবি, ক্ষমা করুন, আমার অপরাধ হয়েছে। আমি আপনার নিতান্ত অনুগত, আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানেই ছায়ার ন্যায় আপনার পশ্চাদ্গামিনী হব।

দেব। সখি, তুমি কি আমাকে ঐ পাপ নগরীতে ফিরে যেতে এখনও পরামর্শ দাও? এমন নরাধম, পাষণ্ড, পাপী, কৃতঘ্ন পুরুষের মুখ কি আমার আর দেখা উচিত? সে দুরাচার তার প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠাকে লয়ে সুখে রাজ্যভোগ করুক, সে শর্ম্মিষ্ঠাকে রাজমহিষীপদে অভিষিক্তা করে তাকে লয়ে পরমসুখে কালযাপন করুক! তার সঙ্গে আমার আর কি সম্পর্ক? তবে আমার দুইটি শিশু সন্তান আছে, তাদের আমি আমার পিত্রাশ্রমে শীঘ্র আনাবো। তারা দরিদ্র ব্রাহ্মণের দৌহিত্র, তাদের রাজ্যভোগে প্রয়োজন কি? শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রেরা রাজ্যভোগে পরমানন্দে কালাতিপাত করুক। আহা! আমার কি কুলগ্নেই সেই দুরাচার, দুঃশীল, দুষ্ট পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল! আমার অকৃত্রিম প্রণয়ের কি এই প্রতিফল? যাকে সুশীতল চন্দনবৃক্ষ ভেবে আশ্রয় কল্যেম, সে ভাগ্যক্রমে দুর্ব্বিপাক বিষবৃক্ষ হয়ে উঠলো! হায়! হায়! আমার এমন দুর্ম্মতি কেন উপস্থিত হয়েছিল। আমি আপন হস্তে খড়্গ তুলে আপনার মস্তকচ্ছেদ করেছি! আহা, যাকে রত্ন ভেবে অতিযত্নে বক্ষঃস্থলে ধারণ কল্যেম, সেই আবার কালক্রমে প্রজ্বলিত অনল হয়ে বক্ষঃস্থল দহন কল্যে! (রোদন) হায় রে বিধি! তোর কি এই উচিত? আমি এ দুরাচারের প্রতি অনুরক্ত হয়ে কি দুষ্কর্ম্মই করেছি। এমন পতি থাকা না থাকা দুই তুল্য; তা যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল পেলেম।

পূর্ণি। রাজ্ঞি! আপনি একে ত মহর্ষিকন্যা, তাতে আবার রাজগৃহিণী, আপনি এইটি বিবেচনা করুন দেখি, আপনার কি এমন অমঙ্গল কথা সধবা হয়ে মুখেও আনা উচিত।—(অর্দ্ধোক্তি।)

দেব। সখি, আমাকে তুমি সধবা বল কেন? আমার কি স্বামী আছে? আমি আমার স্বামীকে শর্ম্মিষ্ঠারূপ কালভুজঙ্গিনীর কোলে সমর্পণ করে এসেছি! হা বিধাতঃ—(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

পূর্ণি। এ কি! এ কি! রাজমহিষী যে অচৈতন্য হলেন? ওগো এখানে কে আছ, শীঘ্র একটু জল আন ত! শীঘ্র! শীঘ্র! হায়! হায়! হায়! আমি কি করবো! এ অপরিচিত স্থান! বোধ হয়, এখানে কেউ নাই। আমিই বা রাজমহিষীকে এমন স্থানে এ অবস্থায় একলা রেখে যমুনায় কেমন করে জল আনতে যাই? কি হলো! কি হলো! হায় রে বিধাতা! তোর মনে কি এই ছিল? যাঁর ইঙ্গিতে শত শত দাস দাসী করযোড়ে দণ্ডায়মান হতো, তিনি এখন ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্যেন, তবুও এমন একটি লোক নাই, যে তাঁর নিকটে একটু থাকে! আহা, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়? (রোদন।)

শুক্র। (গাত্রোত্থান ও অগ্রসর হইয়া) কার যেন রোদনধ্বনি শ্রুতিগোচর হচ্যে না?—(নিকটে আসিয়া পূর্ণিকার প্রতি) কল্যাণি! তুমি কে? আর কি জন্যেই বা এতাদৃশী কাতরা হয়ে এ নির্জ্জন স্থানে রোদন কচ্যো? আর এই যে নারী ভূতলে পতিতা আছেন, ইনিই বা তোমার কে?

পূর্ণি। মহাশয়, এ পরিচয়ের সময় নয়। আপনি অনুগ্রহ করে কিঞ্চিৎ কাল এখানে অবস্থিতি করুন, আমি ঐ যমুনা হতে জল আনি।

[প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) এও ত এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে। এ স্ত্রীলোকেরা মায়াবিনী রাক্ষসী —কি যথার্থই মানবী তাও ত কিছু নির্ণয় কত্যে পারি না।

দেব। (কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া) হা দুরাচার পাষণ্ড! হা নরাধম! তুই ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণ-কন্যাকে পেয়েছিলি, তথাপি তোর কিছুমাত্র জ্ঞান হয় নাই।

শুক্র। (স্বগত) কি চমৎকার! বোধ করি, এ স্ত্রীলোকটি কোন পুরুষকে ভর্ৎসনা করিতেছে।

দেব। যাও যাও! তুমি অতি নির্লজ্জ, লম্পট পুরুষ, তুমি আমাকে স্পর্শ করো না; আমি কি শর্ম্মিষ্ঠা? চণ্ডালে চণ্ডালে মিল হওয়া উচিত বটে। আমি তোমার কে? মধুস্বরা কোকিলা আর কর্কশকণ্ঠ কাক কি একত্রে বসতি করতে পারে? শৃগালের সহিত কি সিংহীর কখন মিত্রতা হয়? তুমি রাজচক্রবর্ত্তী হলেই বা, তোমাতে আমাতে যে কত দূর বিভিন্নতা, তা কি তুমি কিছুই জান না? আমি দেব-দৈত্য-পূজিত মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের কন্যা—(পুনঃ-মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

শুক্র। (স্বগত) এ কি! আমি কি নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখ্‌তেছি? শিব! শিব! আর যে নিদ্রায় আবৃত আছি, তাই বা কি প্রকারে বলি? ঐ যে যমুনা কল্লোলিনীর স্রোতঃকলরব আমার শ্রুতিকুহরে প্রবেশ কচ্যে। এই যে নবপল্লবগণ মন্দমন্দ সুগন্ধ গন্ধবহের সহিত কেলি কর্‌তেছে। তবে আমি এ কি কথা শুনলেম? ভাল, দেখা যাক দেখি। এ নারীটি কে? (অবগুণ্ঠন খুলিয়া।) আহা! এ যে প্রাণাধিকা বৎসা দেবযানী! যে অষ্টাদশ বর্ষাগ্রে শশিকলা ছিল, সে কালক্রমে পূর্ণচন্দ্রের শোভা প্রাপ্তা হয়েছে। তা এ দশায় এ স্থলে কি জন্যে? আমি যে কিছুই স্থির কত্যে পাচ্যি না, আমি যে জ্ঞানশূন্য—(অর্দ্ধোক্তি।)

পূর্ণিকার পুনঃপ্রবেশ

পূর্ণি। মহাশয়, সরুন সরুন, আমি জল এনেছি। (মুখে জল প্রদান।)

দেব। (সচেতন হইয়া) সখি পূর্ণিকে! রাত্রি কি প্রভাত হয়েছে? প্রাণেশ্বর কি গাত্রোত্থান করে বহির্গমন করেছেন? (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) অয়ি পূর্ণিকে! এ কোন্ স্থান?

পূর্ণি। প্রিয়সখি! প্রথমে গাত্রোত্থান করুন, পরে সকল বৃত্তান্ত বলা যাবে।

দেব। (গাত্রোত্থান ও শুক্রাচার্য্যকে অবলোকন করিয়া জনান্তিকে) অয়ি পূর্ণিকে! এ মহাত্মা মহাতেজাঃ ঋষিতুল্য ব্যক্তিটি কে?

শুক্র। বৎসে! আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছো?

দেব। ভগবন্! আপনি কি আজ্ঞা কচ্যেন?

শুক্র। বৎসে! বলি, আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছো?

দেব। (পুনরবলোকন করিয়া) আর্য্য! আপনি— হা পিতঃ! হা পিতঃ! (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ।) পিতঃ, বিধাতাই দয়া করে এ সময়ে আপনাকে এখানে এনেছেন! (রোদন।)

শুক্র। কেন কেন? কি হয়েছে? আমি যে এর মর্ম্ম কিছুই বুঝতে পাচ্যি না। তোমার কুশল সংবাদ বল। (উত্থাপন ও শিরশ্চুম্বন।)

দেব। হে পিতঃ, আপনি আমাকে এ দুঃখানল হতে ত্রাণ করুন। (রোদন।)

শুক্র। বৎসে! ব্যাপারটা কি, বল দেখি? তুমি এত চঞ্চল হয়েছো কেন? এত যে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তোমাকে দেখতে এলেম, তা তোমার সহিত এ স্থলে সাক্ষাৎ হওয়াতে আমার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হলো, তুমি রাজগৃহিণী তাতে আবার কুলবধূ, তোমার কি রাজন্তঃপুরের বহির্গামিনী হওয়া উচিত? তুমি এ স্থানে, এ অবস্থায় কি নিমিত্তে?

দেব। হে পিতঃ, আপনার এ হতভাগিনী দুহিতার আর কি কুল মান আছে? (রোদন।)

শুক্র। সে কি? তুমি কি উন্মত্তা হয়েছো? (স্বগত) হা হতোহস্মি! এ কি দুর্দ্দৈব! (প্রকাশে) বৎসে, মহারাজ ত কুশলে আছেন?

দেব। ভগবন্, আপনি দেবদানবপূজিত মহর্ষি। আপনি সে নরাধমের নাম ওষ্ঠাগ্রেও আনবেন না।

শুক্র। (সক্রোধে) রে দুষ্টে পাপীয়সি! তুই আমার সম্মুখে পতিনিন্দা করিস?

দেব। (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ) হে পিতঃ! আপনি আমাকে দুর্জ্জয় কোপাগ্নিতে দগ্ধ করুন, সেও বরঞ্চ ভাল ; হে মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে অন্তরে একটু স্থান দাও, আমি আর এ প্রাণ রাখব না।

শুক্র। (বিষণ্ণবদনে) এ কি বিষম বিভ্রাট! বৃত্তান্তটাই কি, বল না কেন?

দেব। (নিরুত্তরে রোদন)।

শুক্র। অয়ি পূর্ণিকে! ভাল, তুমিই বল দেখি, কি হয়েছে?

পূর্ণি। ভগবন্! আমি আর কি বলবো!

দেব। (গাত্রোত্থান করিয়া) পিতঃ! আমার দুঃখের কথা আর কি বলবো? আপনি যাকে পুরুষোত্তম বিবেচনা করে আমাকে প্রদান করেছিলেন, সে ব্যক্তি চণ্ডালাপেক্ষাও অধম।

শুক্র। কি সর্ব্বনাশ! এ কি কথা?

দেব। তাত! সে দুশ্চারিণী দৈত্যকন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে গান্ধর্ব্ব বিধানে পরিণয় করে আমার যথেষ্ট অবমাননা করেছে।

শুক্র। আঃ! এরই নিমিত্তে এত? তাই কেন এতক্ষণ বল নাই? বৎসে গান্ধর্ব্ব বিবাহ করা যে ক্ষত্রিয়কুলের কুলরীতি, তা কি তুমি জান না?

দেব। তবে কি আপনার দুহিতা চিরকাল সপত্নী-যন্ত্রণা ভোগ করবে?

শুক্র। ক্ষত্রিয় রাজার সহিত যখন তোমার পরিণয় হয়েছিল, তখনি আমি জানি, যে এরূপ ঘটনা হবে, তা পূর্ব্বেই এ বিষয়ের বিবেচনা উচিত ছিল!

দেব। পিতঃ, আপনার চরণে ধরি, সে নরাধমকে অভিশাপ দ্বারা উচিত শাস্তি প্রদান করুন (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ)।

শুক্র। (কর্ণে হস্ত দিয়া) নারায়ণ! নারায়ণ! বৎসে! আমি এ কর্ম্ম কি প্রকারে করি? রাজা যযাতি পরম ধর্ম্মশীল ও পরম দয়ালু পুরুষ।

দেব। তাত! তবে আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি যমুনাসলিলে প্রাণত্যাগ করি।

শুক্র। (স্বগত) এও তো সামান্য বিপত্তি নয়! এখন করি কি? (প্রকাশে) তবে তোমার কি এই ইচ্ছা, যে আমি তোমার স্বামীকে অভিশম্পাতে ভস্ম করি?

দেব। না না, তাত! তা নয়, আপনি সে দুরাচারকে জরাগ্রস্ত করুন যেন সে আর কোন কামিনীর মনোহরণ করতে না পারে।

শুক্র। (চিন্তা করিয়া) ভাল! তবে তুমি গাত্রোত্থান করে গৃহে পুনর্গমন কর, তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হবে।

দেব। (গাত্রোত্থান করিয়া) পিতঃ, আমি ত আর সে দুরাচারের গৃহে প্রবেশ করবো না।

শুক্র। (ঈষৎ কোপে) তবে তোমার মনস্কামনাও সিদ্ধ হবে না।

দেব। তাত! আপনার আজ্ঞা আমাকে প্রতিপালন কত্যেই হবে ; কিন্তু আমার প্রার্থনাটি যেন সুসিদ্ধ হয় ;—সখি পূর্ণিকে, তবে চল যাই।

দেবযানী ও পূর্ণিকার প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) অপত্যস্নেহের কি অদ্ভুত শক্তি!—আবার তাও বলি, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করতে পারে? যযাতির জন্মান্তরে কিঞ্চিৎ পাপসঞ্চার ছিল, নতুবা কেনই বা তার এ অনিষ্ট ঘটনা ঘটবে? তা যাই, একটু নিভৃত স্থানে বসে বিবেচনা করি, এইক্ষণে কিরূপ কর্ত্তব্য।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—শর্ম্মিষ্ঠার গৃহসম্মুখস্থ উদ্যান

শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবিকার প্রবেশ

দেবি। রাজনন্দিনী, আর বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে?—আমি একটা আশ্চর্য্য দেখছি, যে কালে সকলই পরিবর্ত্ত হয়, কিন্তু দেবযানীর স্বভাব চিরকাল সমান রৈল! এমন অসচ্চরিত্রা স্ত্রী কি আর দুটি আছে?

শর্ম্মি। সখি, তুমি কেন দেবযানীকে নিন্দা কর? তার এ বিষয়ে অপরাধ কি? যদ্যপি আমি কোন মহামূল্য রত্নকে পরম যত্ন করি, আর যদি সে রত্নকে কেউ অপহরণ করে, তবে অপহর্ত্তাকে কি আমি তিরস্কার করি না?

দেবি। তা করবে না কেন?

শর্ম্মি। তবে সখি, দেবযানীকে কি তোমার ভর্ৎসনা করা উচিত? পতিপরায়ণা স্ত্রীর পতি অপেক্ষা আর প্রিয়তম অমূল্য রত্ন কি আছে বল দেখি? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি,

শুক্র। (স্বগত) এও ত এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে। এ স্ত্রীলোকেরা মায়াবিনী রাক্ষসী—কি যথার্থই মানবী তাও ত কিছু নির্ণয় কত্যে পারি না।

দেব। (কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া) হা দুরাচার পাষণ্ড! হা নরাধম! তুই ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণ-কন্যাকে পেয়েছিলি, তথাপি তোর কিছুমাত্র জ্ঞান হয় নাই।

শুক্র। (স্বগত) কি চমৎকার! বোধ করি, এ স্ত্রীলোকটি কোন পুরুষকে ভর্ৎসনা করিতেছে।

দেব। যাও যাও! তুমি অতি নির্লজ্জ, লম্পট পুরুষ, তুমি আমাকে স্পর্শ করো না; আমি কি শর্ম্মিষ্ঠা? চণ্ডালে চণ্ডালে মিল হওয়া উচিত বটে। আমি তোমার কে? মধুস্বরা কোকিলা আর কর্কশকণ্ঠ কাক কি একত্রে বসতি করতে পারে? শৃগালের সহিত কি সিংহীর কখন মিত্রতা হয়? তুমি রাজচক্রবর্ত্তী হলেই বা, তোমাতে আমাতে যে কত দূর বিভিন্নতা, তা কি তুমি কিছুই জান না? আমি দেব-দৈত্য-পূজিত মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের কন্যা—(পুনঃ-মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

শুক্র। (স্বগত) এ কি! আমি কি নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখ্‌তেছি? শিব! শিব! আর যে নিদ্রায় আবৃত আছি, তাই বা কি প্রকারে বলি? ঐ যে যমুনা কল্লোলিনীর স্রোতঃকলরব আমার শ্রুতিকুহরে প্রবেশ কচ্যে। এই যে নবপল্লবগণ মন্দমন্দ সুগন্ধ গন্ধবহের সহিত কেলি কর্‌তেছে। তবে আমি এ কি কথা শুনলেম? ভাল, দেখা যাক দেখি! এ নারীটি কে? (অবগুণ্ঠন খুলিয়া।) আহা! এ যে প্রাণাধিকা বৎসা দেবযানী! যে অষ্টাদশ বর্ষাগ্রে শশিকলা ছিল, সে কালক্রমে পূর্ণচন্দ্রের শোভা প্রাপ্তা হয়েছে। তা এ দশায় এ স্থলে কি জন্যে? আমি যে কিছুই স্থির কত্যে পাচ্যি না, আমি যে জ্ঞানশূন্য—(অর্দ্ধোক্তি।)

পূর্ণিকার পুনঃপ্রবেশ

পূর্ণি। মহাশয়, সরুন সরুন, আমি জল এনেছি। (মুখে জল প্রদান।)

দেব। (সচেতন হইয়া) সখি পূর্ণিকে! রাত্রি কি প্রভাত হয়েছে? প্রাণেশ্বর কি গাত্রোত্থান করে বহির্গমন করেছেন? (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) অয়ি পূর্ণিকে! এ কোন্ স্থান?

পূর্ণি। প্রিয়সখি! প্রথমে গাত্রোত্থান করুন, পরে সকল বৃত্তান্ত বলা যাবে।

দেব। (গাত্রোত্থান ও শুক্রাচার্য্যকে অবলোকন করিয়া জনান্তিকে) অয়ি পূর্ণিকে! এ মহাত্মা মহাতেজাঃ ঋষিতুল্য ব্যক্তিটি কে?

শুক্র। বৎসে! আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছো?

দেব। ভগবন্! আপনি কি আজ্ঞা কচ্যেন?

শুক্র। বৎসে! বলি, আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছো?

দেব। (পুনরবলোকন করিয়া) আর্য্য! আপনি—হা পিতঃ! হা পিতঃ! (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ।) পিতঃ, বিধাতাই দয়া করে এ সময়ে আপনাকে এখানে এনেছেন! (রোদন।)

শুক্র। কেন কেন? কি হয়েছে? আমি যে এর মর্ম্ম কিছুই বুঝতে পাচ্যি না। তোমার কুশল সংবাদ বল। (উত্থাপন ও শিরশ্চুম্বন।)

দেব। হে পিতঃ, আপনি আমাকে এ দুঃখানল হতে ত্রাণ করুন। (রোদন।)

শুক্র। বৎসে! ব্যাপারটা কি, বল দেখি? তুমি এত চঞ্চল হয়েছো কেন? এত যে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তোমাকে দেখতে এলেম, তা তোমার সহিত এ স্থলে সাক্ষাৎ হওয়াতে আমার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হলো, তুমি রাজগৃহিণী তাতে আবার কুলবধূ, তোমার কি রাজন্তঃপুরের বহির্গামিনী হওয়া উচিত? তুমি এ স্থানে, এ অবস্থায় কি নিমিত্তে?

দেব। হে পিতঃ, আপনার এ হতভাগিনী দুহিতার আর কি কুল মান আছে? (রোদন।)

শুক্র। সে কি? তুমি কি উন্মত্তা হয়েছো? (স্বগত) হা হতোহস্মি! এ কি দুর্দ্দৈব। (প্রকাশে) বৎসে, মহারাজ ত কুশলে আছেন?

দেব। ভগবন্, আপনি দেবদানবপূজিত মহর্ষি। আপনি সে নরাধমের নাম ওষ্ঠাগ্রেও আনবেন না।

শুক্র। (সক্রোধে) রে দুষ্টে পাপীয়সি! তুই আমার সম্মুখে পতিনিন্দা করিস?

দেব। (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ) হে পিতঃ! আপনি আমাকে দুর্জ্জয় কোপাগ্নিতে দগ্ধ করুন, সেও বরঞ্চ ভাল ; হে মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে অন্তরে একটু স্থান দাও, আমি আর এ প্রাণ রাখব না।

শুক্র। (বিষণ্ণবদনে) এ কি বিষম বিভ্রাট! বৃত্তান্তটাই কি, বল না কেন?

দেব। (নিরুত্তরে রোদন)।

শুক্র। অয়ি পূর্ণিকে! ভাল, তুমিই বল দেখি, কি হয়েছে?

পূর্ণি। ভগবন্! আমি আর কি বলবো!

দেব। (গাত্রোত্থান করিয়া) পিতঃ! আমার দুঃখের কথা আর কি বলবো? আপনি যাকে পুরুষোত্তম বিবেচনা করে আমাকে প্রদান করেছিলেন, সে ব্যক্তি চণ্ডালাপেক্ষাও অধম।

শুক্র। কি সর্ব্বনাশ! এ কি কথা?

দেব। তাত! সে দুশ্চারিণী দৈত্যকন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে গান্ধর্ব্ব বিধানে পরিণয় করে আমার যথেষ্ট অবমাননা করেছে।

শুক্র। আঃ! এরই নিমিত্তে এত? তাই কেন এতক্ষণ বল নাই? বৎসে গান্ধর্ব্ব বিবাহ করা যে ক্ষত্রিয়কুলের কুলরীতি, তা কি তুমি জান না?

দেব। তবে কি আপনার দুহিতা চিরকাল সপত্নী-যন্ত্রণা ভোগ করবে?

শুক্র। ক্ষত্রিয় রাজার সহিত যখন তোমার পরিণয় হয়েছিল, তখনি আমি জানি, যে এরূপ ঘটনা হবে, তা পূর্ব্বেই এ বিষয়ের বিবেচনা উচিত ছিল!

দেব। পিতঃ, আপনার চরণে ধরি, সে নরাধমকে অভিশাপ দ্বারা উচিত শাস্তি প্রদান করুন (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ)।

শুক্র। (কর্ণে হস্ত দিয়া) নারায়ণ! নারায়ণ! বৎসে! আমি এ কর্ম্ম কি প্রকারে করি? রাজা যযাতি পরম ধর্ম্মশীল ও পরম দয়ালু পুরুষ।

দেব। তাত! তবে আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি যমুনাসলিলে প্রাণত্যাগ করি।

শুক্র। (স্বগত) এও তো সামান্য বিপত্তি নয়! এখন করি কি? (প্রকাশে) তবে তোমার কি এই ইচ্ছা, যে আমি তোমার স্বামীকে অভিশম্পাতে ভস্ম করি?

দেব। না না, তাত! তা নয়, আপনি সে দুরাচারকে জরাগ্রস্ত করুন যেন সে আর কোন কামিনীর মনোহরণ করতে না পারে।

শুক্র। (চিন্তা করিয়া) ভাল! তবে তুমি গাত্রোত্থান করে গৃহে পুনর্গমন কর, তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হবে।

দেব। (গাত্রোত্থান করিয়া) পিতঃ, আমি ত আর সে দুরাচারের গৃহে প্রবেশ করবো না।

শুক্র। (ঈষৎ কোপে) তবে তোমার মনস্কামনাও সিদ্ধ হবে না।

দেব। তাত! আপনার আজ্ঞা আমাকে প্রতিপালন কত্যেই হবে ; কিন্তু আমার প্রার্থনাটি যেন সুসিদ্ধ হয় ;—সখি পূর্ণিকে, তবে চল যাই।

দেবযানী ও পূর্ণিকার প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) অপত্যস্নেহের কি অদ্ভুত শক্তি!—আবার তাও বলি, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করতে পারে? যযাতির জন্মান্তরে কিঞ্চিৎ পাপসঞ্চার ছিল, নতুবা কেনই বা তার এ অনিষ্ট ঘটনা ঘটবে? তা যাই, একটু নিভৃত স্থানে বসে বিবেচনা করি, এইক্ষণে কিরূপ কর্ত্তব্য।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—শর্ম্মিষ্ঠার গৃহসম্মুখস্থ উদ্যান

শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবিকার প্রবেশ

দেবি। রাজনন্দিনী, আর বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে?—আমি একটা আশ্চর্য্য দেখছি, যে কালে সকলই পরিবর্ত্ত হয়, কিন্তু দেবযানীর স্বভাব চিরকাল সমান রৈল! এমন অসচ্চরিত্রা স্ত্রী কি আর দুটি আছে?

শর্ম্মি। সখি, তুমি কেন দেবযানীকে নিন্দা কর? তার এ বিষয়ে অপরাধ কি? যদ্যপি আমি কোন মহামূল্য রত্নকে পরম যত্ন করি, আর যদি সে রত্নকে কেউ অপহরণ করে, তবে অপহর্ত্তাকে কি আমি তিরস্কার করি না?

দেবি। তা করবে না কেন?

শর্ম্মি। তবে সখি, দেবযানীকে কি তোমার ভর্ৎসনা করা উচিত? পতিপরায়ণা স্ত্রীর পতি অপেক্ষা আর প্রিয়তম অমূল্য রত্ন কি আছে বল দেখি? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি,

দেবযানী আমার অপমান করেছে বলে যে আমি রোদন কচ্চি, তা তুমি ভেবো না। দেখ সখি, আমার কি দুরদৃষ্ট! কি ছিলেম, কি হলেম! আবার যে কি কপালে আছে, তাই বা কে বলতে পারে? এই সকল ভাবনায় আমি একেবারে জীবন্মৃত হয়ে রয়েছি! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) প্রাণেশ্বরের সে চন্দ্রানন দর্শন না কল্যে আমি আর প্রাণধারণ কিরূপে করবো? সখি, যেমন মৃগী তৃষ্ণায় নিতান্ত পীড়িতা হয়ে, সুশীতল জলাভাবে ব্যাকুলা হয়, প্রাণনাথ বিরহে আমার প্রাণও সেইরূপ হয়েছে! (অধোবদনে রোদন।)

দেবি। রাজনন্দিনী, তুমি এত ব্যাকুল হইও না ; মহারাজ অতি ত্বরায় তোমার নিকটে আসবেন।

শর্ম্মি। আর সখি! তুমিও যেমন, মিথ্যা প্রবোধ কি আর মন মানে? (রোদন।)

দেবি। প্রিয়সখি, তোমার কি কিছু মাত্র ধৈর্য্য নাই? দেখ দেখি, কুমুদিনী দিবাভাগে তার প্রাণনাথ নিশানাথের বিরহ সহ্য করে ; চক্রবাকীও তার প্রাণেশ্বর বিহনে একাকিনী সমস্ত যামিনী যাপন করে ; তা তুমি কি আর, সখি, পতিবিচ্ছেদ ক্ষণমাত্র সহ্য করতে পার না?

শর্ম্মি। প্রিয়সখি, তুমি কি জান না, যে আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণ শশধর চিরকালের নিমিত্তে অস্তে গিয়েছেন। হায়! হায়! আমার বিরহরজনী কি আর প্রভাতা হবে? (রোদন।)

দেবি। প্রিয়সখি, শান্ত হও, তোমার এরূপ দশা দেখে তোমার শিশু সন্তানগুলিও নিতান্ত ব্যাকুল হয়েছে, আর তোমার জন্যে উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বদা রোদন কচ্চে।

শর্ম্মি। হা বিধাতঃ, (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আমার কপালে কি এই ছিল? সখি, তুমি বরঞ্চ গৃহে যাও, আমার শিশুগুলিকে সান্ত্বনা করগে, আমি এই নির্জ্জন কাননে আরও একটু থেকে যাব।

দেবি। প্রিয়সখি, এ নির্জ্জন স্থানে একাকিনী ভ্রমণ করায় প্রয়োজন কি?

শর্ম্মি। সখি, তুমি কি জান না, যখন কুরঙ্গিণী বাণাঘাতে ব্যথিতা হয়, তখন কি সে আর অন্যান্য হরিণীগণের সহিত আমোদ প্রমোদে কালযাপন করে থাকে? বরঞ্চ নির্জ্জন বনে প্রবেশ করে একাকিনী ব্যাকুলচিত্তে ক্রন্দন করে, এবং সর্ব্বব্যাপী অন্তর্যামী ভগবান্ ব্যতিরেকে তার অশ্রুজল আর কেহই দেখতে পান না। সখি, প্রাণেশ্বরের বিরহবাণে আমারও হৃদয় সেইরূপ ব্যথিত হয়েছে, আমার কি আর বিষয়ান্তরে মন আছে?

(নেপথ্যে) অয়ি দেবিকে, রাজনন্দিনী কোথায় গেলেন লা? এমন দুরন্ত ছেলেদের শান্ত করা কি আমাদের সাধ্য?

শর্ম্মি। সখি, ঐ শুন, তুমি শীঘ্র যাও।

দেবি। প্রিয়সখি, এ অবস্থায় তোমাকে একাকিনী রেখে, আমি কেমন করেই বা যাই ; কিন্তু কি করি, না গেলেও ত নয়।

[প্রস্থান।

শর্ম্মি। (স্বগত) হে প্রাণেশ্বর, তোমার বিরহে আমার এ দগ্ধ-হৃদয় যে কিরূপ চঞ্চল হয়েছে, তা আর কাকে বলবো। (দীর্ঘনিশ্বাস) হে প্রাণনাথ, তুমি কি এ অনাথাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করলে? হে জীবিতনাথ, তোমাকে সকলে দয়াসিন্ধু বলে, কিন্তু এ হতভাগিনীর কপালগুণে কি তোমার সে নামে কলঙ্ক হলো? হে রাজন্, তুমি দরিদ্রকে অমূল্য রত্ন প্রদান করে, আবার তা অপহরণ করলে? অন্ধকার রাত্রে অতি পথশ্রান্ত পথিককে আলোক দর্শন করিয়ে, তাকে ঘোরতর গহন কাননে এনে, দীপ নির্ব্বাণ করলে? (বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া) হা ভগবন্ অশোকবৃক্ষ, তুমি কত শত কান্ত বিহঙ্গমচয়কে আশ্রয় দাও, কত জন্তুগণ তপনতাপে তাপিত হয়ে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলে, সুশীতল ছায়াদ্বারা তাদের ক্লান্তি দূর কর ; তুমি পরম পরোপকারী ; অতএব তুমিই ধন্য! হে তরুবর, যেমন পিতা কন্যাকে বরপাত্রে প্রদান করে, তুমিও আমাকে প্রাণেশ্বরের হস্তে তদ্রূপ প্রদান করেছ, কেন না, তোমার এই সুস্নিগ্ধ ছায়ায় তিনি এ হতভাগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। হে তাত, এক্ষণে এ অনাথা হতভাগিনীকে আশ্রয় দাও। (রোদন) আহা! এই বৃক্ষতলে প্রাণনাথের সহিত কত যে সুখভোগ করেছি, তা বলতে

পারি না। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) হায়! সে সকল দিন এখন কোথায় গেল! হে প্রভো নিশানাথ, হে নক্ষত্রমণ্ডল, হে মন্দ মলয়সমীরণ, তোমাদের সম্মুখে আমি পূর্ব্বে যে সকল সুখানুভব করেছি, তা কি আমার জন্মের মত শেষ হলো? (চিন্তা করিয়া) কি আশ্চর্য্য! গত সুখের কথা স্মরণ হলে দ্বিগুণ দুঃখবৃদ্ধি হয় বৈ নয়।

গীত

[ঝিঝোটী—তাল মধ্যমান]

এই তো সে কুসুম-কানন গো,
পাইয়েছিলেম যথা পুরুষরতন।
সেই পূর্ণ শশধরে, সেইরূপ শোভা ধরে,
সেই মত পিকবরে, স্বরে হরে মন।
সেই এই ফুলবনে, মলয়ার সমীরণে,
সুখোদয় যার সনে, কোথা সেই জন?
প্রাণনাথে নাহি হেরি, নয়নে বরিষে বারি,
এত দুঃখে আর নারি ধরিতে জীবন।।

আমরা এই স্থানে গানবাদ্যে যে কত সুখলাভ করেছি, তার পরিসীমা নাই, কিন্তু এক্ষণে সে সুখানুভব কোথায় গেল? আহা! কি চমৎকার ব্যাপার! সেই দেশ, সেই কাল, সেই আমি, কেবল প্রাণেশ্বর ব্যতিরেকে আমার সকলই অসুখ। বীণার তার ছিন্ন হলে তার যেমন দশা ঘটে, জীবিতেশ্বর বিহনে আমার অন্তঃকরণও অবিকল সেইরূপ হয়েছে। আর না হবেই বা কেন? জলধরের প্রসাদ-অভাবে কি তরঙ্গিণী কলকলরবে প্রবাহিতা হয়? হে প্রাণনাথ, তুমি কি এ অনাথা অধীনীকে একেবারে বিস্মৃত হলে? যে যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণী মহৎ গিরিবরের আশ্রয় পেয়ে কিঞ্চিৎ সুখী হয়েছিল, ভাগ্যক্রমে গিরিরাজ কি তাকে আশ্রয় দিতে একান্ত পরাঙ্মুখ হলেন!

(অধোবদনে উপবেশন।)

রাজার একান্তে প্রবেশ

রাজা। (স্বগত) আহা! নিশাকরের নির্ম্মল কিরণে এ উপবনের কি অপরূপ শোভা হয়েছে। যেমন কোন পরমসুন্দরী নবযৌবনা কামিনী বিমল দর্পণে আপনার অনুপম লাবণ্য দর্শন করে পুলকিত হয়, অদ্য সেইরূপ প্রকৃতিও ঐ স্বচ্ছ সরোবরসলিলে নিজ শোভা প্রতিবিম্বিত দেখে প্রফুল্লিত হয়েছে। নানাশব্দপূর্ণা ধরণী এ সময়ে যেন তপোমগ্না তপস্বিনীর ন্যায় মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। শত শত খদ্যোতিকাগণ উজ্জ্বল রত্নরাজীর ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে পল্লব হতে পল্লবান্তরে শোভিত হচ্যে। হে বিধাতঃ, তোমার এই বিপুল সৃষ্টিতে মনুষ্যজাতি ভিন্ন আর সকলেই সুখী! (চিন্তা করিয়া গমন।) মহিষীর অন্বেষণে নানা দিকে রথী আর অশ্বারূঢ়গণকে ত প্রেরণ করা গিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই! তা বৃথা ভেবেই বা আর কি ফল? বিধাতার মনে যা আছে তাই হবে। কিন্তু আমি প্রাণেশ্বরী শর্ম্মিষ্ঠাকে এ মুখ আর কি প্রকারে দেখাবো? আহা! আমার নিমিত্তে প্রেয়সী যে কত অপমান সহ্য করেছেন, তা মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! (পরিক্রমণ।) ঐ বৃক্ষতলে প্রাণেশ্বরীর পাণিগ্রহণ করেছিলেম! আহা, সে দিন কি শুভ দিনই হয়েছিল।

শর্ম্মি। (গাত্রোত্থান করিয়া) দেবযানীর কোপে আমি বাল্যাবস্থাতেই রাজভোগে বঞ্চিতা হই, এক্ষণে সেই কারণে আবার কি প্রিয়তম প্রাণেশ্বরকেও হারালেম! হা বিধাতঃ, তুমি আমার সুখনাশার্থেই কি দেবযানীকে সৃষ্টি করেছো? (দীর্ঘনিশ্বাস।)

রাজা। (শর্ম্মিষ্ঠাকে দেখিয়া সচকিতে) এ কি! এই যে আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা শর্ম্মিষ্ঠা এখানে রয়েছেন।

শর্ম্মি। (রাজাকে দেখিয়া ও রাজার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া এবং হস্ত গ্রহণ করিয়া) প্রাণনাথ, আমি কি নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখতে-ছিলেম, না কোন দৈবমায়ায় বিমুগ্ধা ছিলেম? নাথ, আমি যে আপনার চন্দ্রবদন আর এ জন্মে দর্শন করবো, এমন কোন প্রত্যাশা ছিল না।

রাজা। কান্তে, তোমার নিকটে আমার আসতে অতি লজ্জা বোধ হয়।

শর্ম্মি। সে কি নাথ?

রাজা। প্রিয়ে, আমার নিমিত্ত তুমি কি না

সহ্য করেছো?

শর্ম্মি। জীবিতনাথ, দুঃখ ব্যতিরেকে কি সুখ হয়? কঠোর তপস্যা না কল্যে ত কখন স্বর্গলাভ হয় না!

রাজ। আবার দেখ, মহিষী ক্রোধান্বিত হয়ে—

শর্ম্মি। (অভিমান সহকারে রাজার হস্ত পরিত্যাগ করিয়া) মহারাজ, তবে আপনি অতিত্বরায় এ স্থান হতে গমন করুন; কি জানি, এখানে মহিষীর আগমনেরও সম্ভাবনা আছে!

রাজা। (শর্ম্মিষ্ঠার হস্ত গ্রহণ করিয়া) প্রিয়ে, তুমিও কি আমার প্রতি প্রতিকূল হলে? আর না হবেই বা কেন? বিধি বাম হলে সকলেই অনাদর করে।

শর্ম্মি। প্রাণেশ্বর, আপনি এমন কথা মুখে আন্‌বেন না। বিধাতা আপনার প্রতি কেন বিমুখ হবেন? আপনার আদিত্যতুল্য প্রতাপ, কুবের-তুল্য সম্পত্তি, কন্দর্পতুল্য রূপলাবণ্য—আর তায় আপনার মহিষীও দ্বিতীয় লক্ষ্মীস্বরূপা।

রাজা। প্রিয়ে, রাজমহিষীর কথার উল্লেখ করো না, তিনি প্রতিষ্ঠানপুরী পরিত্যাগ করে কোন্ দেশে যে প্রস্থান করেছেন, এ পর্য্যন্ত তার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় নাই।

শর্ম্মি। সে আবার কি, মহারাজ?

রাজা। প্রিয়ে, বোধ হয়, তিনি রোষাবেশে পিত্রালয়ে গমন করে থাকবেন।

শর্ম্মি। এ কি সর্ব্বনাশের কথা! আপনি এই মুহূর্ত্তেই রথারোহণে দৈত্যদেশে গমন করুন, আপনি কি জানেন না, যে গুরু শুক্রাচার্য্য মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ! তাঁর এত দূর ক্ষমতা আছে, যে তিনি কোপানলে এই ত্রিভুবনকেও ভস্ম করতে পারেন।

রাজা। প্রিয়ে, আমি সকলই জানি, কিন্তু তোমাকে একাকিনী রেখে আমি দৈত্যদেশে ত কোন মতেই গমন কত্যে পারি না। ফণী কি শিরোমণি কোথাও রেখে দেশান্তরে যায়?

শর্ম্মি। প্রাণমাথ, আপনি এ দাসীর নিমিত্তে অধিক চিন্তা করবেন না; আমি বালকগুলিনকে লয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে উদর পোষণ করবো। আপনি কি গুরুকোপে এ বিপুল চন্দ্রবংশের সর্ব্বনাশ কত্যে উদ্যত হয়েছেন?

রাজা। প্রাণেশ্বরি, তোমাপেক্ষা চন্দ্রবংশ কি আমার প্রিয়তর হলো? তুমি আমার—(স্তব্ধ।)

শর্ম্মি। এ কি! প্রাণবল্লভ যে অকস্মাৎ নিস্তব্ধ হলেন! কেন, কেন, কি হলো?

রাজা। প্রিয়ে, যেমন রণভূমিতে বক্ষঃস্থলে শেলাঘাত হলে পৃথিবী একবারে অন্ধকারময় বোধ হয়, আমার সেইরূপ—(ভূতলে অচেতন হইয়া পতন।)

শর্ম্মি। (ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হা প্রাণনাথ! হা দয়িত! হা প্রাণেশ্বর! হা রাজচক্রবর্ত্তিন্! তুমি এ হতভাগিনীকে কি যথার্থই পরিত্যাগ করলে? (উচ্চৈঃস্বরে রোদন) হায়! হায়! বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল হা রাজকুলতিলক!

দেবিকার পুনঃপ্রবেশ

দেবি। প্রিয়সখি, তুমি কি নিমিত্তে—(রাজাকে অবলোকন করিয়া) হায়! হায়! হায়! এ কি সর্ব্বনাশ! এ পূর্ণ শশধর ধূলায় লুণ্ঠিত কেন? হায়! হায়! এ কি সর্ব্বনাশ!

রাজা। (কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া এবং মৃদুস্বরে) প্রেয়সি শর্ম্মিষ্ঠে! আমাকে জন্মের মত বিদায় দাও, আমার শরীর অবসন্ন হলো, আর আমার প্রাণ কেমন কচ্যে; অদ্যাবধি আমার জীবন-আশা শেষ হলো।

শর্ম্মি। (সজলনয়নে) হা প্রাণেশ্বর, এ অনাথাকে সঙ্গে কর! আমি মাতা, পিতা বন্ধুবান্ধব সকলই পরিত্যাগ করে কেবল আপনারই শ্রীচরণে শরণ লয়েছি! এ নিতান্ত অনুগত অধীনীকে পরিত্যাগ করা আপনার কখনই উচিত নয়।

দেবি। প্রিয়সখি, এ সময়ে এত চঞ্চল হলে হবে না! চল, আমরা মহারাজকে এখান থেকে লয়ে যাই।

শর্ম্মি। সখি, যাতে ভাল হয় কর, আমি জ্ঞানশূন্য হয়েছি।

[উভয়ের রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। (কর্ণপাত করিয়া স্বগত) এ কি? রাজান্তঃপুরে যে সহসা এত ক্রন্দনধ্বনি আর হাহাকার শব্দ উঠলো, এর কারণ কি? প্রিয় বয়স্যেরও অনেকক্ষণ হলো, দর্শন পাই নাই, ব্যাপারটা কি? দ্বারপালের নিকট শুনলেম, যে মহিষী পূর্ণিকার সহিত আপন মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, তা তাঁর নিমিত্তে ত আর কোন চিন্তা নাই—তবে এ কি?

একজন পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! হা রে পোড়া বিধি! তোর মনে কি এই ছিল? হায়! হায়! কি হলো?

বিদূ। (ব্যগ্রভাবে) কেন কেন? ব্যাপারটা কি?

পরি। তুমি কি শুন নি না কি? হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! আমরা কোথায় যাব? আমাদের কি হবে? (রোদন করিতে করিতে বেগে প্রস্থান।)

বিদূ। (স্বগত) দূর মাগী লক্ষ্মীছাড়া? তুই ত কেঁদেই গেলি, এতে আমি কি বুঝলেম? (চিন্তা করিয়া) রাজপুরে যে কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়েছে, তার আর সংশয় নাই, কিন্তু—

মন্ত্রীর প্রবেশ

মহাশয়, ব্যাপারটা কি?

মন্ত্রী। (সজলনয়নে) আর কি বলবো? এ কালসর্প—(অর্দ্ধোক্তি।)

বিদূ। সে কি? মহারাজকে কি সর্পে দংশন করেছে না কি?

মন্ত্রী। সর্পই বটে! মহারাজকে যে কালসর্পে দংশন করেছে, স্বয়ং ধন্বন্তরিও তার বিষ হতে রক্ষা করতে পারেন না ; আর ধন্বন্তরিই বা কে? স্বয়ং নীলকণ্ঠ সে বিষ স্বকণ্ঠে ধারণ কত্যে ভীত হন। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

বিদূ। মহাশয়, আমি ত কিছুই বুঝতে পাল্যেম না

মন্ত্রী। আর বুঝবে কি? গুরু শুক্রাচার্য্য মহারাজকে অভিসম্পাত করেছেন।

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ! তা মহর্ষি ভার্গব এখানকার বৃত্তান্ত এত ত্বরায় কি প্রকারে জানতে পাল্যেন?

মন্ত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস) এ সকল দৈবঘটনা। তিনি এত দিনের পর অদ্য সায়ংকালে এ নগরীতে স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন।

বিদূ। তবে এ দৈবঘটনাই বটে! তা এখন আপনি কি স্থির কচ্যেন, বলুন দেখি?

মন্ত্রী। আমি ত প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়েছি, তা দেখি, রাজপুরোহিত কি পরামর্শ দেন।

বিদূ। চলুন, তবে আমিও আপনার সঙ্গে যাই। হায়! হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! আর আমার জীবন থাকায় ফল কি? মহারাজ, আপনিও যেখানে, আমিও আপনার সঙ্গে; তা আমি আর প্রাণধারণ করবো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

রাজ্ঞী দেবযানী এবং পূর্ণিকার প্রবেশ

পূর্ণি। রাজমহিষি, আর বৃথা আক্ষেপ করেন কেন? যে কর্ম্ম হয়েছে তার আর উপায় কি?

রাজ্ঞী। হায়! হায়! সখি, আমার মতন চণ্ডালিনী কি আর আছে? আমি আমার হৃদয়-নিধি সাধ করে হারালেম, আমার জীবনসর্ব্বস্বধন হেলায় নষ্ট কল্যেম। পতিভক্তি হতেও কি আমার ক্রোধ বড় হলো? হায়! হায়! আমি স্বেচ্ছাক্রমে আপনার মন্মথকে ভস্ম কল্যেম! হে জগন্মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি আমার মতন পাপীয়সী স্ত্রীর ভার যে এখনও সহ্য কচ্যো? হে প্রভো নিশানাথ! তোমার সুশীতল কিরণ যে এখনও আমাকে অগ্নি হয়ে দগ্ধ করচে না? সখি, শমনও কি আমাকে বিস্মৃত হলেন? হায়! হায়! হা আমার কন্দর্প! আমি কি যথার্থই তোমাকে ভস্ম কল্যেম? (রোদন।)

পূর্ণি। রাজমহিষি, রতিপতি ভস্ম হলে, রতি দেবী যা করেছিলেন আপনিও তাই করুন। যে মহেশ্বর, কোপানলে আপনার কন্দর্পকে দগ্ধ করেছেন, আপনি তাঁরই শ্রীচরণে শরণাপন্ন হন।[২৩]

২৩. পৌরাণিক প্রসঙ্গ।

রাজ্ঞী। সখি, আমি এ পোড়া মুখ আর ভগবান্ মহর্ষি জনককে কি বলে দেখাবো? হা প্রাণনাথ, হা রাজকুলতিলক! হা নরশ্রেষ্ঠ! হায়! হায়! হায়! আমি এ কি কল্যেম! (রোদন।)

পূর্ণি। দেবি, চলুন, আমরা পুনরায় মহর্ষির নিকটে যাই। তা হলেই এর একটা উপায় হবে।

রাজ্ঞী। সখি, আমার এ পাপ হৃদয় কি সামান্য কঠিন। এ যে এখনও বিদীর্ণ হলো না! হায়! হায়! প্রাণনাথ আমাকে বল্যেন—"প্রেয়সি, তুমি আমাকে বিদায় দাও, আমি বনবাসী হয়ে তপস্যায় এ জরাগ্রস্ত দেহভার পরিত্যাগ করি।" আহা! নাথের এ কথা শুনে আমার দেহে এখনও প্রাণ রৈলো! (রোদন।)

পূর্ণি। মহিষি, চলুন, আমরা ভগবান্ তাতের নিকটে যাই। তিনিই কেবল এ রোগের ঔষধ দিতে পারবেন। এখানে বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে?

[রাজ্ঞীর হস্ত ধারণ করিয়া প্রস্থান।

ইতি চতুর্থাঙ্ক

পঞ্চমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজদেবালয়সম্মুখে

বিদূষক এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ

বিদূ। আঃ! তোমারা যে বিরক্ত কল্যে? তোমরা কি উন্মত্ত হয়েছ? ঐ দেখ দেখি, সূর্য্যদেবের রথ আকাশমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থিত হয়েছে, আর এই পথপ্রান্তের বৃক্ষ-সকলও ছায়াহীন হয়ে উঠলো। তোমরা কি এ রাজধানীর সর্ব্বনাশ করবে না কি?

প্রথ। কেন মহাশয়?

বিদূ। কেন কি? কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা কচ্যো? বেলা প্রায় দুই প্রহরের অধিক হয়েছে, আমার এখনও স্নান আহ্নিক, আহারাদি কিছুই হলো না। যদি আমি ক্ষুধায় কি তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে, কি জানি, হঠাৎ এ রাজ্যকে একটা অভিশাপ দিয়ে ফেলি তবে কি হবে, বল দেখি?

প্রথ। (সহাস্যবদনে) হাঁ, তা যথার্থ বটে! তা এর মধ্যে দুই প্রহর কি, মহাশয়? ঐ দেখুন, এখনও সূর্য্যদেব উদয়গিরির শিখরদেশে অবস্থিতি কচ্যেন। আর শিশিরবিন্দু সকল এখন পর্য্যন্তও মুক্তাফলের ন্যায় পত্রের উপর শোভমান হচ্যে।

বিদূ। বিলক্ষণ! তোমরা ত সকলি জান! (উদরে হস্ত দিয়া) ওহে, এই যে ব্রাহ্মণের উদর দেখচ, এটি সময় নির্ণয় কত্যে ঘটীযন্ত্র হতেও সুপটু। আর তোমরা এ ব্যক্তিটে যে কে, তা ত চিনলে না; ইনি যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত বিষয়ে আর্য্যভট্টের পিতামহ।

প্রথ। তার সন্দেহ কি? আপনি যে একজন মহাপণ্ডিত মনুষ্য, তা আমরা সকলেই বিলক্ষণ জানি।

দ্বিতী। (স্বগত) এ ত দেখচি, নিতান্ত পাগল, এর সঙ্গে কথা কইলে সমস্ত দিনেও ত কথার শেষ হবে না। (প্রকাশে) সে যা হৌক মহাশয়, মহারাজ যে কিরূপে এ দুরন্ত অভিশাপ হতে পরিত্রাণ পেলেন, সে কথাটার যে কোন উত্তর দিলেন না?

বিদূ। (সহাস্য বদনে) ওহে, আমরা উদরদেবের উপাসক, অতএব তাঁর পূজা না দিলে আমাদের নিকট কোন কর্ম্মই হয় না। বিশেষ জান ত, যে সকল কার্য্যেতেই অগ্রে ব্রাহ্মণভোজনটা আবশ্যক।

দ্বিতী। (হাস্যমুখে) হাঁ, তা গোব্রাহ্মণের সেবা ত অবশ্যই কর্ত্তব্য।

বিদূ। বটে? তবে ভালই হলো; অগ্রে আমি ভোজন করবো, পরে তুমি স্বয়ং প্রসাদ পেলেই তোমার গোব্রাহ্মণ দুইয়েরি সেবা করা হবে।

প্রথ। ঐ যে মন্ত্রী মহাশয় এ দিকে আসচেন।

বিদূ। ও কি ও? তোমরা কি এখন আমাকে ছেড়ে যাবে না কি? এ কি? ব্রাহ্মণসেবা ফেলে রেখে গোসেবা আগে? হ্যা দেখ, আশা দিয়ে না দিলে তোমাদের ইহকালও নাই পরকালও নাই।

দ্বিতী। (হাস্যমুখে) না, না, আপনার সে ভয় নাই।

মন্ত্রী এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ

প্রথ। আসতে আজ্ঞা হৌক, মহাশয়! মহারাজ যে কি প্রকারে আরোগ্য হয়েছেন, সেইটে শুনবার জন্যে আমরা সকলেই ব্যস্ত হয়েছি, আপনি আমাদের অনুগ্রহ করে বলুন দেখি।

মন্ত্রী। মহাশয়! সে সব দৈব ঘটনা, স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হবার নয়। রাণী মহারাজের সেইরূপ দুর্দ্দশা দেখে দুঃখে একবারে উন্মত্তার ন্যায় হয়ে উঠলেন; পরে তাঁর প্রিয় সখী পূর্ণিকা তাঁকে একান্ত কাতরা ও অধীরা দেখে পুনরায় মহর্ষির নিকটে নিয়ে গেলেন। রাজমহিষী আপনার জনকের সমীপে নানাবিধ বিলাপ কল্যে পর, ঋষিরাজের অন্তঃকরণ দুহিতাস্নেহে আর্দ্র হলো, এবং তিনি বল্যেন, বৎসে, আমার বাক্য ত কখন অন্যথা হবার নয়, তবে কেবল তোমার স্নেহে আমি এই বলচি, যদি মহারাজের কোন পুত্র তাঁর জরাভার গ্রহণ করে, তা হলেই কেবল তিনি এ বিপদ্ হতে নিস্তার পান, এ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। রাণী এ কথা শ্রবণমাত্রেই গৃহে প্রত্যাগমন করলেন এবং মহারাজকেও এ সকল বৃত্তান্ত অবগত করালেন। অনন্তর রাজা প্রফুল্লচিত্তে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে আহ্বান করে বললেন, হে পুত্র, মহামুনি শুক্রের অভিশাপে আমি জরাগ্রস্ত হয়ে অত্যন্ত ক্লেশ পাচ্চি; তুমি আমার বংশের তিলক, তুমি আমার এ জরারোগ সহস্র বৎসরের নিমিত্তে গ্রহণ কর, তা হলে আমি এ পাপ হতে পরিত্রাণ পাই। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার এ সহস্র বৎসর স্রোতের ন্যায় অতি ত্বরায় গত হবে। হে প্রিয়তম! জরারোগ হতে পরিত্রাণ পেলে আমার পুনর্জ্জন্ম হয়, তা তুমি আমাকে এই ভিক্ষা দাও, আমাকে এ পাপ হতে কিয়ৎকালের জন্যে মুক্ত করো।

প্রথ। আহা! কি দুঃখের বিষয়! মহাশয়, এতে রাজপুত্র যদু কি বল্লেন?

মন্ত্রী। রাজকুমার যদু পিতার এরূপ বাক্য শ্রবণে বিরস বদনে বল্যেন, হে পিতঃ, জরা-রোগের ন্যায় দুঃখদায়ক রোগ আর পৃথিবীতে কি আছে? জরারোগে শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল ও কুৎসিত হয়, ক্ষুধা কি তৃষ্ণার কিছু মাত্র উদ্রেক হয় না, আর সমস্ত সুখভোগে এককালে বঞ্চিত হতে হয়; তা পিতঃ, আপনি আমাকে এ বিষয়ে ক্ষমা করুন।

প্রথ। ইঃ! কি লজ্জার কথা! এতে মহারাজ কি প্রত্যুত্তর দিলেন?

মন্ত্রী। মহারাজ যদুর এই কথা শুনে তাকে সরোষে এই অভিসম্পাত প্রদান কল্যেন, যে তাঁর বংশে রাজলক্ষ্মী কখনই প্রতিষ্ঠিতা হবেন না।

প্রথ। হাঁ, এ উচিত দণ্ডই হয়েছে বটে, তার আর সংশয় নাই। তার পর মহাশয়?

মন্ত্রী। তার পর মহারাজ ক্রমে আর তিন সন্তানকে আনয়ন করে এইরূপ বল্যেন, তাতে সকলেই অস্বীকার হওয়াতে মহারাজ ক্রোধান্বিত হয়ে সকলকেই অভিশাপ দিলেন।

দ্বিতী। মহাশয়, কি সর্ব্বনাশ! তারপর? তার পর?

বিদূ। আরে, তোমরা ত এক "তার পর" বলে নিশ্চিন্ত হলে, এখন এত বাক্যব্যয় কত্যে কি মন্ত্রী মহাশয়ের জিহ্বার পরিশ্রম হয় না? তা উনি দেখছি পঞ্চানন না হলে আর তোমাদের কথার পরিশেষ কত্যে পারেন না।

মন্ত্রী। অনন্তর মহারাজ এ চারি পুত্রের ব্যবহারে যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত ও বিষন্ন হলেন, তা বলা দুঃসাধ্য। তিনি একবারে নিরাশ হয়ে অধোবদনে চিন্তাসাগরে মগ্ন হলেন। তার পর সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার চরণে প্রণাম করে বললেন, পিতঃ, আপনি কি আমাকে বালক দেখে ঘৃণা কল্যেন? আপনার এ জরারোগ আমি গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি, আপনি আমাতে এ রোগ সমর্পণ করে স্বচ্ছন্দে রাজ্যভোগ করুন। আপনি আমার জীবনদাতা, আপনি এ অতি সামান্য কর্ম্মে যদি পরিতৃপ্ত হন, তবে এ অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি আছে? মহারাজ পুত্রের এই কথা শুনে একবারে যেন গগনের চন্দ্র হাতে পেলেন আর পুত্রকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে কোলে নিলেন।

প্রথ। আহা! রাজকুমার পুরুর কি শুভ লগ্নে জন্ম!

মন্ত্রী। মহারাজ পরম পরিতুষ্ট হয়ে পুত্রকে এই বর দিলেন, যে পুত্র, তুমি পৃথিবীর অধীশ্বর হবে এবং তোমার বংশে রাজলক্ষ্মী কারাবদ্ধার ন্যায় চিরকাল আবদ্ধা থাকবেন।

প্রথ। মহাশয়! তার পর?

মন্ত্রী। তার পর আর কি? মহারাজ জরামুক্ত হয়ে পুনরায় রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হয়েছেন। আহা! মহারাজ যেন কন্দর্পের ন্যায় ভস্ম হতে পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করলেন; এ কি সামান্য আহ্লাদের বিষয়।

প্রথ। মহাশয়, আমরা আপনার নিকট এ কথা শুনে এক্ষণে যথার্থ প্রত্যয় কল্যেম। তবে কয়েক দিনের পরে অদ্য রাজদর্শন হবে, আমরা সত্বর গমন করি। (নাগরিকদিগের প্রতি) এসো হে, চলো রাজভবনে যাওয়া যাক।

মন্ত্রী। আমিও দেবদর্শনে গমন কচ্যি, আর অপেক্ষা করবো না।

[নাগরিকগণের ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) মা কমলার প্রসাদে রাজ-সংসারে কোন খাদ্য দ্রব্যেরই অভাব নাই, এবং সকলেই এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি যথেষ্ট স্নেহও করে থাকে, কিন্তু তা বলে ঐ নাগরিকদের ছেড়ে দেওয়াও ত উচিত নয়! পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়ায় বড় আরাম হে! তা না হলে সদাশিব দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে উদর পূরন কেন?

নটী ও মন্ত্রিগণের প্রবেশ

(সচকিতে) আহাহা! এ কি আশ্চর্য্য!—এ যে দেখছি তৃষ্ণা না এগিয়ে জল আপনি এগিয়ে আসচেন! ভাল, ভাল; যখন কপাল ফলে, তখন এমনিই হয়। (নটীর প্রতি) তবে তবে, সুন্দরি, এ দিকে কোথায় বল দেখি? তুমি কি স্বর্গের অপ্সরী মেনকা? ইন্দ্র কি তোমাকে আমার ধ্যানভঙ্গ কত্যে পাঠিয়েছেন।

নটী। কি গো ঠাকুর! আপনি কি রাজর্ষি বিশ্বামিত্র না কি?

বিদূ। হাঃ হাঃ হাঃ, প্রায় বটে। কি তা জান, আমি যেমন বিশ্বামিত্র, তুমিও তেমনি মেনকা! তা তুমি যখন এসেছ তখন ইন্দ্রত্ব আমার কি ছার! এসো এসো, মনোহারিণি এসো।

নটী। যাও যাও, এখন পথ ছেড়ে দাও, আমি রাজসভায় যাচ্চি।

বিদূ। সুন্দরি, তুমি যেখানে, সেখানেই রাজসভা! আবার রাজসভা কোথা? তুমি আমার মনোরাজ্যের রাজমহিষী! (নৃত্য।)

নটী। (স্বগত) এ পাগল বামনের হাত থেকে পালাতে পেলে যে বাঁচি। (প্রকাশে) আরে, তুমি কি জ্ঞানশূন্য হয়েছ না কি?

বিদূ। হাঁ, তা বই কি? (নৃত্য।)

নটী। কি উৎপাত!

[বেগে প্রস্থান।

বিদূ। ধর ধর, ঐ চোর মাগীকে ধর! ও আমার অমূল্য মনোরত্ন চুরি করে পালাচ্যে।

[বেগে প্রস্থান।

প্রথম মন্ত্রী। এ আবার কি?

দ্বিতী ঐ। ওটা ভাঁড়, ওর কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? চল আমরা যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী, রাজসভা

রাজা যযাতি, রাজ্ঞী দেবযানী, বিদূষক, পূর্ণিকা, পরিচারিকা, সভাসদ্‌গণ ইত্যাদি

রাজা। অদ্য কি শুভ দিন! বহু দিনের পর যে ভগবান্ ঋষিপ্রবরের শ্রীচরণ দর্শন করবো, এতে আমার কি আনন্দ হচ্যে!

রাজ্ঞী। হে প্রাণেশ্বর, ভগবান্ তাতকে আনয়ন কত্যে মন্ত্রী মহাশয় কি একাকী গিয়েছেন?

রাজা। না, অন্যান্য সভাসদ্‌গণকেও তাঁর সঙ্গে পাঠান হয়েছে।

(নেপথ্যে) বম্ ভোলানাথ!

গীত

[রাগিণী বেহাগ, তাল জলদ তেতালা]

জয় উমেশ শঙ্কর, সর্ব্বগুণাকর,
ত্রিতাপ সংহর, মহেশ্বর।
হলাহলাঙ্কিত, কণ্ঠ সুশোভিত,
মৌলিবিরাজিত, সুধাকর ॥
পিনাকবাদক, শৃঙ্গনিনাদক,
ত্রিশূলধারক, ভয়ঙ্কর।
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত, সুরেন্দ্রসেবিত,
পদাব্জপূজিত, পরাৎপর ॥

রাজা। (সচকিতে) ঐ যে মহর্ষি আগমন কচ্যেন! (সকলের গাত্রোত্থান।)

মহর্ষি শুক্রাচার্য্য, কপিল, মন্ত্রী, ইত্যাদির প্রবেশ

শুক্র। হে মহীপতে, আপনাকে জগদীশ্বর চিরবিজয়ী এবং চিরজীবী করুন। (দেবযানীর প্রতি) বৎসে, তোমার কল্যাণ হৌক, আর চিরকাল সুখে থাক।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ভগবন্, আপনকার পদার্পণে এ চন্দ্রবংশীয় রাজধানী এত দিনে পবিত্রা হলো, বসতে আজ্ঞা হৌক। (কপিলের প্রতি) প্রণাম মুনিবর, বসুন। (সকলের উপবেশন)

কপি। মহারাজের কল্যাণ হৌক! (দেবযানীর প্রতি) ভগিনি, তুমি চিরসুখিনী হও।

শুক্র। হে নরাধিপ, আমার প্রিয়তমা দৈত্য-রাজনন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠা কোথায়?

রাজা। (মন্ত্রীর প্রতি) আপনি শর্ম্মিষ্ঠা দেবীকে অতি ত্বরায় এখানে আনান।

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

শুক্র। হে নরেশ্বর, আপনার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু যে এই বিপুল চন্দ্রবংশের প্রধান হবেন, এ জন্যেই বিধাতা আপনার উপর এ লীলা প্রকাশ করেন। যা হৌক, আপনি কোন প্রকারে দুঃখিত বা অসন্তুষ্ট হবেন না। বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? (দেবযানীর প্রতি) বৎসে, তোমার সন্তানদ্বয় অপেক্ষা সপত্নীতনয় পুরুর সম্মান বৃদ্ধি হলো বলে, এ বিষয়ে তুমি ক্ষোভ করো না, কেন না জগৎমাতা যা করেন, তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করা মহাপাপ কর্ম্ম! বিশেষতঃ ভবিতব্যের অন্যথা কত্যে কে সক্ষম?

শর্ম্মিষ্ঠা এবং দেবিকার সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ

শর্ম্মি। আমি মহর্ষি ভার্গবের শ্রীচরণে প্রণাম করি আর এই সভাস্থ গুরুলোকদিগকে বন্দনা করি।

শুক্র। রাজনন্দিনি, বহু দিবসের পর তোমার চন্দ্রানন দর্শনে যে আমি কি পর্য্যন্ত সুখী হলেম, তা প্রকাশ করা দুষ্কর। কল্যাণি, তোমার অতি শুভ ক্ষণে জন্ম! যেমন অদিতিপুত্র স্বীয় কিরণজালে সমস্ত ভূমণ্ডলকে আলোকময় করেন, তোমার পুত্র পুরুও আপন প্রতাপে সেইরূপ অখিল ধরাতল শাসন করবেন। তা বৎসে, অদ্যাবধি তুমি দাসীত্বশৃঙ্খল হতে মুক্তা হলে, আর দুঃখান্তেই নাকি সুখানুভব অধিকতর হয়, সেই নিমিত্তেই বুঝি বিধাতা তোমার প্রতি কিঞ্চিৎকাল বিমুখ হয়েছিলেন, তার মর্ম্ম অদ্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হলো। (রাজার প্রতি) হে রাজন্, যেমন আমি আপনাকে পূর্ব্বে একটি কন্যারত্ন সম্প্রদান করেছিলেম, অধুনা এঁকেও আপনার হস্তে অর্পণ কল্যেম, আপনি এ কন্যারত্নের প্রতিও সমান যত্নবান্ হবেন। এখন এঁকেও গ্রহণ করে আপনার এক পার্শ্বে বসান।

রাজা। ভগবান্ মহর্ষির আজ্ঞা শিরোধার্য্য। (দেবযানীর প্রতি) কেমন প্রিয়ে, তুমি কি বল?

রাজ্ঞী। (সহাস্য মুখে) নাথ, এত দিনে কি আমার অনুমতির সাপেক্ষা হলো?

শুক্র। বৎসে, তুমিও তোমার সপত্নী অথচ আবাল্যের প্রিয়সখী শর্ম্মিষ্ঠাকে যথোচিত সম্মান কর;—আর আপনার সহোদরার ন্যায় এঁর প্রতি পূর্ব্বমত স্নেহ মমতা করবে।

রাজ্ঞী। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শর্ম্মিষ্ঠার কর গ্রহণ করিয়া) প্রিয়সখি, আমার সকল দোষ মার্জ্জনা কর।

শর্ম্মি। প্রিয়সখি, তোমার দোষ কি? এ সকল বিধাতার লীলা বৈ ত নয়!

রাজ্ঞী। সে যা হৌক, সখি, অদ্যাবধি আমাদের পূর্ব্বপ্রণয় সঞ্জীবিত হলো। এখন এসো, দুই জনেই পতিসেবায় কিছু দিন সুখে যাপন করি। (রাজার প্রতি) মহারাজ, এক বিশাল রসাল তরুবর, মালতী আর মাধবী উভয় লতিকার আশ্রয়স্থল হলো।

রাজা। (প্রফুল্ল মুখে উভয়কে উভয় পার্শ্বে বসাইয়া) অদ্য এক বৃন্তে যুগল পারিজাত প্রস্ফুটিত। (আকাশে কোমল বাদ্য।)

শুক্র। (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে, ইন্দ্রের অপ্সরীরা, এই মাঙ্গলিক ব্যাপারে দেবতাদের অনুকূলতা প্রকাশ করণার্থে উপস্থিত হয়েছেন।

(আকাশে পুষ্পবৃষ্টি।)

বিদূ। মহারাজ, এতক্ষণ ত আকাশের আমোদ হলো, এখন কিছু মর্ত্ত্যের আমোদ হলে ভাল হয় না? নর্ত্তকীরা এসেছে, অনুমতি হয় ত এখানে আনয়ন করি।

রাজা। (হাস্যমুখে) ক্ষতি কি?

বিদূ। মহারাজ, ঐ দেখুন, নটীরা নৃত্য কত্যে কত্যে সভায় আসচে। (জনান্তিকে রাজার প্রতি) বয়স্য, দেখুন! মলয় মারুতের স্পর্শ-সুখানুভবে সরসী হিল্লোলিতা হলে যেমন নলিনী নৃত্য করে, এরাও সেইরূপ মনোহররূপে নেচে নেচে আসচে!

রাজা। (সহাস্যবদনে জনান্তিকে) সখে, বরঞ্চ বল, যে যেমন মন্দ প্রবাহে কমলিনী ভাসে, এরাও পঞ্চ স্বর তরঙ্গে তদ্রূপ প্লবমানা হয়ে এ দিকে আসচে।

চেটীদিগের প্রবেশ

চেটী। (প্রণাম করিয়া) রাজদম্পতি চির-বিজয়িনী হউন। (নৃত্য।)

রাজা। আহা! কি মনোহর নৃত্য! সখে মাধব্য, এদের যথোচিত পুরস্কার প্রদানে অনুমতি কর।

শুক্র। এই ত আমার মনস্কামনা পূর্ণ হলো! হে রাজন্, এখন আশীর্ব্বাদ করি যে তোমরা সকলে দীর্ঘজীবী হয়ে এইরূপ পরমসুখে কালযাপন কর, এবং শর্ম্মিষ্ঠার কীর্ত্তিপতাকা ধরাতলে চিরকাল উড্ডীয়মানা থাকুক।

রাজা। ভগবন্, সিদ্ধবাক্য অমোঘ; আমি ঐহিক সুখের চরম লাভ অদ্যই করলেম।[২৪]

যবনিকা পতন

ইতি শর্ম্মিষ্ঠা নাটক সমাপ্ত

একেই কি বলে সভ্যতা?

পুরুষ-চরিত্র

কর্ত্তা মহাশয়। নব বাবু। কালী বাবু। বাবাজী। বৈদ্যনাথ। বাবুদল, সারজন, চৌকিদার, যন্ত্রীগণ, খানসামা, বেহারা, দরওয়ান, মালী, বরফওয়ালা, মুটিয়াদ্বয়, মাতাল ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

গৃহিণী। প্রসন্নময়ী। হরকামিনী। নৃত্যকালী। কমলা। পয়োধরী, নিতম্বিনী (খেমটাওয়ালী), বারবিলাসিনীদ্বয়।

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নবকুমার বাবুর গৃহ

নবকুমার এবং কালীনাথ বাবু আসীন

কালী। বল কি?

নব। আর ভাই বল্‌বো কি। কর্ত্তা এত দিনের পর বৃন্দাবন হতে ফিরে এসেছেন। এখন আমার আর বাড়ী থেকে বেরনো ভার।

কালী। কী সর্ব্বনাশ! তবে এখন এর উপায় কি?

নব। আর উপায় কি? সভাটা দেখচি এবলিশ কত্তো হলো।

কালী। বাঃ, তুমি পাগল হলে না কি? এমন সভা কি কেউ কখন এবলিশ কর্য়ে থাকে? এত তুফানে নৌকা বাঁচিয়ে এনে, ঘাটে এসে কি হাল্ ছেড়ে দেওয়া উচিত? যখন আমাদের সবস্ক্রিপ্‌সন্ লিষ্ট অতি পুয়র ছিল, তখন আমরা নিজে থেকে টাকা দিয়ে সভাটি সেভ্ করেছিলেম্, এখন—

নব। আরে ও সব কি আমি আর জানি নে, যে তুমি আমাকে আবার নতুন করে বল্‌তে এলে? তা আমি কি ভাই সাধ করে সভা উঠ্‌য়ে দিতে চাচ্চি? কিন্তু করি কি? কর্ত্তা এখন কেমন হয়েচেন যে দশ মিনিট যদি আমি বাড়ী ছাড়া হই, তা হলে তখনি তত্ত্ব করেন। তা ভাই, আমার কি আর এখন সভায় এটেণ্ড দেবার উপায় আছে। (দীর্ঘ নিশ্বাস।)

কালী। কি উৎপাত! তোমার কথা শুনে, ভাই, গলাটা একেবারে যেন শুখিয়ে উঠ্‌লো। ওহে নব, বলি কিছু আছে?

নব। হষ্! অত চেঁচিয়ে কথা কয়ো না, বোধ করি একটা ব্রাণ্ডি আছে।

কালী। (সহর্ষে) জষ্ট দি থিং। তা আনো না দেখি।

নব। রসো দেখ্‌চি। (চতুর্দ্দিগ অবলোকন করিয়া) কর্ত্তা বোধ করি এখনো বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন্ নি। (উচ্চস্বরে) ওরে বোদে।

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

কালী। আজ রাত্রে কিন্তু, ভাই, একবার তোমাকে যেতেই হবে। (স্বগত) হাঃ, এ বুড়ো বেটা কি অকালের বাদল হয়ে আমাদের প্লেজর নষ্ট কত্তো এলো? এই নব আমাদের সদ্দার, আর মনি ম্যাটারে এই বিশেষ সাহায্য করে; এ ছাড়লে যে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে, তার সন্দেহ নাই।

বোদের প্রবেশ

নব। কর্ত্তা কোথায় রে?

বৈদ্য। আজ্ঞে দাদাবাবু, তিনি এখন বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন নি।

নব। তবে সেই বোতলটা আর একটা গ্লাশ্ শীঘ্র করে আন্ তো।

[বোদের প্রস্থান।

কালী। ভাল নব, তোমাদের কর্ত্তা কি খুব বৈষ্ণব হে?

নব। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ও দুঃখের কথা ভাই আর কেন জিজ্ঞাসা কর? বোধ করি কল্‌কাতায় আর এমন ভক্ত দুটি নাই।

বোতল ইত্যাদি লইয়া বোদের পুনঃপ্রবেশ

কালী। এদিকে দে।

নব। শীঘ্র নেও ভাই। এখন আর সে রাবণও নাই, সে সোণার লঙ্কাও নাই।

কালী। না থাকলো তো বোয়ে গেল কি! এ তো আছে? (বোতল প্রদর্শন) হা, হা, হা! (মদ্যপান।)

নব। আরে করো কি, আবার।

কালী। রসো ভাই, আরো এক্‌টুখানি খেয়ে নি। দেখ, যে গুড্ জেনেরেল হয়, সে কি সুযোগ পেলে তার গ্যেরিসনে প্রোবিজন্ জমাতে কশুর করে?[১] হা হা হা! (পুনর্ম্মদ্যপান।)

নব। (বোদের প্রতি) বোতল আর গ্লাশটা নিয়ে যা, আর শীগ্‌গীর গোটাকতক পান নিয়ে আয়।

[বোদের প্রস্থান।

কালী। এখন চল ভাই, তোমাদের কর্ত্তার সঙ্গে একবার দেখা করা যাগ্‌গে। আজ কিন্তু তোমাকে যেতেই হবে, আজ তোমাকে কোন্ শালা ছেড়ে যাবে।

নব। তোমার পায়ে পড়ি, ভাই একটু আস্তে আস্তে কথা কও।

পান লইয়া বোদের পুনঃপ্রবেশ

কালী। দে, এদিকে দে।

নেপথ্যে। ও বৈদ্যনাথ।

[বোদের প্রস্থান।

নব। এই যে কর্ত্তা বাইরে আস্‌চেন। নেও, আর একটা পান নেও।

কালী। আমি ভাই পান তো খেতে চাই নে, আমি পান কত্তে চাই। সে যা হউক তবে চল না, কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গিয়ে।

নব। (সহাস্য বদনে) তোমার, ভাই, আর অতো ক্লেশ স্বীকার কত্তে হবে না। কর্ত্তা তোমার গাড়ী দরোজায় দেখ্‌লেই আপনি এখানে এসে উপস্থিত হবেন এখন।

কালী। বল কি? আই সে, তোমার চাকর বেটাকে, ভাই, আর একটু ব্রাণ্ডি দিতে বল তো, আমার গলাটা আবার যেন শুখ্‌য়ে উঠ্‌ছে।

নব। কি সর্ব্বনাশ! এম্‌নিই দেখ্‌ছি তোমার এক্‌টু যেন নেশা হয়েছে; আবার খাবে?

কালী। আচ্ছা, তবে থাকুক্। ভাল, কর্ত্তা এখানে এলে কি বল্‌বো বল দেখি?

নব। আর বল্‌বে কি? একটা প্রণাম করে আপনার পরিচয় দিও।

কালী। কি পরিচয় দেবো বলো দেখি, ভাই? তোমাদের কর্ত্তাকে কি বলবো যে আমি বিএরের—মুখটি—স্বকৃতভঙ্গ—সোণাগাছিতে আমার শত শ্বশুর—না না শ্বশুর নয়—শত শাশুড়ির আলয়, আর উইল্‌সনের আখড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই—হা, হা, হা!

নব। আঃ, মিছে তামাসা ছেড়ে দেও, এখন সত্তি কি বল্‌বে বল দেখি? এক কর্ম্ম কর, কোন একটা মস্ত বৈষ্ণব ফ্যামিলির নাম ঠাওরাতে পার? তা হলে আর কথাটি কইতে হয় না।

কালী। তা পার্‌বো না কেন? তবে একটু মাটি দেও, উড়ে বেয়ারাদের মতন নাকে তিলক কেটে আগে সাধু হয়ে বসি।

নব। না হে না। (চিন্তা করিয়া) গরাণহাটার কোন্ ঘোষ না পরম বৈষ্ণব ছিল?—তার নাম তোমার মনে আছে?—ঐ যে যার ছেলে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাশে পড়্‌তো?

কালী। আমি ভাই গরাণহাটার প্যারী আর তার ছুকরি বিন্দি ছাড়া আর কাকেও চিনি না।

নব। কোন্ প্যারী হে?

কালী। আরে, গোদা প্যারী। সে কি? তুমি কি গোদা প্যারীকে চেন না? ভাই, একদিন আমি আর মদন যে তার বাড়ীতে যেয়ে কত মজা করেছিলেম তার আর কি বল্‌বো। সে যাক্, এখন কি বল্‌বে তাই ঠাওরাও।

নব। (চিন্তা করিয়া) হাঁ—হয়েছে। দেখ, কালী, তোমার কে একজন খুড়ো পরম বৈষ্ণব ছিলেন না? যিনি বৃন্দাবনে গিয়ে মরেন।

১. বুদ্ধিমান সেনাপতি দুর্গের ভাণ্ডারে রসদ সংগৃহীত করতে ভোলে না। কালীনাথ তার পাকস্থলীতে যথাসাধ্য মদ সংগ্রহ করে রাখতে চায়।

কালী। হাঁ, একটা ওল্‌ড ফুল ছিল বটে, তার নাম কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ।

নব। তবে বেশ হয়েছে। তুমি তাঁরি পরিচয় দিও, বাপের নামটা চেপে যাও।

কালী। হা, হা, হা!

নব। দূর পাগল, হাসিস্ কেন?

কালী। হা, হা, হা! ভাল তা যেন হলো, এখন বৈষ্ণব বেটাদের দুই একখানা পুঁথির নাম তো না শিখলে নয়।

নব। তবেই যে সার্‌লে। আমি তো সে বিষয়ে পরম পণ্ডিত। রসো দেখি। (চিন্তা করিয়া) শ্রীমদ্ভগদ্গীতা—গীতগোবিন্দ—

কালী। গীত কি?

নব। জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কালী। ধর—শ্রীমতী ভগবতীর গীত, আর—বিন্দা দূতীর গীত—

নব। হা, হা, হা! ভায়ার কি চমৎকার মেমরি।

কালী। কেন, কেন?

নব। হষ্! কর্ত্তা আসছেন। দেখ, ভাই, যেন একটা বেশ করে প্রণাম করো।

কর্ত্তা মহাশয়ের প্রবেশ

কালী। (প্রণাম।)

কর্ত্তা। চিরজীবী হও বাপু, তোমার নাম কি?

কালী। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীকালীনাথ দাস ঘোষ।—মহাশয়, আপনি—কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে বোধ করি জান্‌তেন। আমি তাঁরি ভ্রাতুষ্পুত্র—

কর্ত্তা। কোন্ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ?

কালী। আজ্ঞে, বাঁশবেড়ের—

কর্ত্তা। হাঁ, হাঁ, হাঁ। তুমি স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, যিনি শ্রীবৃন্দাবন-ধাম প্রাপ্ত হন।

কালী। আজ্ঞে হাঁ।

কর্ত্তা। বেঁচে থাক, বাপু। বসো (সকলের উপবেশন।) তুমি এখন কি কর, বাপু?

কালী। আজ্ঞে, কালেজে নবকুমার বাবুর সঙ্গে এক ক্লাশে পড়া হয়েছিল, এক্ষণে কর্ম্ম কাজের চেষ্টা করা হচ্যে।

কর্ত্তা। বেশ বাপু। তোমার স্বর্গীয় খুড়া মহাশয় আমার পরম মিত্র ছিলেন। বাবা আমি তোমার সম্পর্কে জ্যেঠা হই, তা জান?

কালী। আজ্ঞে।

কর্ত্তা। (স্বগত) আহা, ছেলেটি দেখ্‌তে শুনতেও যেমন, আর তেমনি সুশীল। আর না হবেই বা কেন? কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি না?

কালী। জ্যেঠা মহাশয়, আজ নবকুমার দাদাকে আমার সঙ্গে একবার যেতে আজ্ঞা করুন—

কর্ত্তা। কেন বাপু, তোমরা কোথায় যাবে?

কালী। আজ্ঞে আমাদের জ্ঞানতরঙ্গিণী নামে একটা সভা আছে, সেখানে আজ মিটীং হবে।

কর্ত্তা। কি সভা বল্‌লে বাপু?

কালী। আজ্ঞে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা।

কর্ত্তা। সে সভায় কি হয়?

কালী। আজ্ঞে আমাদের কালেজে থেকে কেবল ইংরাজী চর্চ্চা হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃতবিদ্যা আলোচনার জন্যে সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।

কর্ত্তা। তা বেশ কর। (স্বগত) আহা, কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি না! আর এ নব-কুমারেরও তো আমার ঔরসে জন্ম। (প্রকাশে) তোমাদের শিক্ষক কে বাপু?

কালী। আজ্ঞে, কেনারাম বাচস্পতি মহাশয়, যিনি সংস্কৃত কালেজের প্রধান অধ্যাপক—

কর্ত্তা। ভাল, বাপু, তোমরা কোন্ সকল পুস্তক অধ্যয়ন কর, বল দেখি?

কালী। (স্বগত) আ মলো! এতক্ষণের পর দেখ্‌ছি সাল্লে। (প্রকাশে) আজ্ঞে—শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর—বোপ্‌দেবের বিন্দা দূতী।

কর্ত্তা। কি বল্লে বাপু?

নব। আজ্ঞে উনি বল্‌ছেন শ্রীমদ্ভগবদ্‌ গীতা আর জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কর্ত্তা। জয়দেব? আহা, হা, কবিকুল-তিলক, ভক্তিরস-সাগর।

কালী। জ্যেঠা মহাশয়, যদি আজ্ঞে হয় তবে এক্ষণে আমরা বিদায় হই।

কর্ত্তা। কেন, বেলা দেখ্‌ছি এখনো পাঁচটা বাজে নি, তা তোমরা, বাপু এত সকালে যাবে কেন?

কালী। আজ্ঞে, আমরা সকাল সকাল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করবো বলে সকালে যেতে চাই, অধিক রাত্রি জাগ্‌লে পাছে বেমো-টেমো হয়, এই ভয়ে সকালে মীট্‌ করি।

কর্ত্তা। তোমাদের সভাটা কোথায়, বাপু?

কালী। আজ্ঞে, সিক্‌দার পাড়ার গলিতে।

কর্ত্তা। আচ্ছা বাপু, তবে এসো গে। দেখো যেন অধিক রাত্রি করো না।

নব এবং কালী। আজ্ঞে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

কর্ত্তা। (স্বগত) এই কলিকাতা সহর বিষম ঠাঁই, তাতে করে ছেলেটিকে কি এক্‌লা পাঠ্যে ভাল কল্যেম? (চিন্তা করিয়া) একবার বাবাজীকে পাঠ্যে দি না কেন, দেখে আসুক ব্যাপারটাই কি? আমার মনে যেন কেমন সন্দেহ হচ্চে যে নবকে যেতে দিয়ে ভাল করি নাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিক্‌দার পাড়া ষ্ট্রীট্‌

বাবাজীর প্রবেশ

বাবাজী। (স্বগত) এই তো সিক্‌দার পাড়ার গলি, তা কই? নব বাবুর সভাভবন কই? রাধে কৃষ্ণ। (পরিক্রমণ।) তা, দেখি, এই বাড়ীটিই বুঝি হবে। (দ্বারে আঘাত।)

নেপথ্যে। তুমি কে গা? কাকে খুঁজ্‌চো গা?

বাবাজী। ওগো, এই কি জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বাড়ী?

নেপথ্যে। ও পুঁটী দেক্‌তো লা, কোন্‌ বেটা মাতাল এসে বুঝি দরজায় ঘা মাচ্চে? ওর মাথায় খানিক জল ঢেলে দে তো।

বাবাজী। (স্বগত) প্রভো, তোমারি ইচ্ছে। হায়, এত দিনের পর কি মাতাল হলেম!

নেপথ্যে। তুই বেটা কে রে? পালা, নইলে এখনি চৌকিদার ডেকে দেবো।

বাবাজী। (বেগে পরিক্রমণ করিয়া সরোষে) কি আপদ্‌! রাধে কৃষ্ণ! কর্ত্তা মহাশয়ের কি আর লোক ছিল না, যে তিনি আমাকেই এ কর্ম্মে পাঠালেন? (পরিক্রমণ।) এই দেখ্‌চি একজন ভদ্রলোক এদিকে আস্‌চে, তা একেই কেন জিজ্ঞাসা করি নে।

একজন মাতালের প্রবেশ

মাতাল। (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া) ওগো, এখানে কোথা যাত্রা হচ্চে গা?

বাবাজী। তা বাবু, আমি কেমন করে বল্‌বো?

মাতাল। সে কি গো? তুমি না সং সেজেচ?

বাবাজী। রাধে কৃষ্ণ!

মাতাল। তবে, শালা, তুই এখানে কচ্চিস্‌ কি? হাঃ শালা।

[প্রস্থান।

বাবাজী। কি সর্ব্বনাশ! বেটা কি পাষণ্ড গা? রাধে কৃষ্ণ! এ গলিতে কি কোন ভদ্রলোক বসতি করে গা?—এ আবার কি? (অবলোকন করিয়া) আহাহা, স্ত্রীলোক দুটি যে দেখ্‌তে নিতান্ত কদাকার তা নয়। এঁরা কে?—হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। (একদৃষ্টে অবলোকন।)

দুই জন বারবিলাসিনীর পশ্চাতে দৃষ্টি করিতে করিতে প্রবেশ

প্রথম। ওলো বামা, গুরো পোড়ারমুখোর আক্কেল দেখ্‌লি? আমাদের সঙ্গে যাচ্চি বলে আবার কোথায় গেল?

দ্বিতীয়। তবে বুঝি আস্ত্যে আস্ত্যে পদীর বাড়ীতে ঢুকেচে। তোর যেমন পোড়া কপাল, তাই ও হতোভাগাকে রেখেচিস। আমি হলে এত দিনে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর্ত্তুম।

প্রথম। দাঁড়া না, বাড়ী যাই আগে। আজ মুড়ো খেঙ্গরা দে বিষ ঝাড়বো। আমি তেমন বান্দা নই, বাবা। এই বয়েসে কত শত বেটার

নাকের জলে, চক্ষের জলে করে ছেড়েচি। চল্ না, আগে মদনমোহন দেখে আসি ; এসে ওর শ্রাদ্ধ কর্‌বো এখন।

দ্বিতীয়। তুই যদি তাই পারবি তা হলে আর ভাবনা কি—ও থাকি, ঐ মোল্লার মতন কাচা খোলা কে একটা দাঁড়্যে রয়েছে, দেখ?

প্রথম। হ্যাঁ তো, হ্যাঁ তো। এই যে আমাদের দিকে আসচে। ওলো বামা, ওটা মোল্লা নয় ভাই, রসের বৈরিগী ঠাকুর। ঐ যে কুঁড়োজালি হাতে আছে। (হাস্য করিয়া) আহাহা, মিন্‌ষের রকম দেখ্ না—যেন তুলসী-বনের বাঘ।

বাবাজী। (নিকটে আসিয়া) ওগো, তোমরা বল্‌তে পার, এখানে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা কোথা?

দ্বিতীয়। তরঙ্গিণী আবার কে? (থাকিকে ধারণ করিয়া হাস্য।) বাবাজী, তরঙ্গিণী তোমার বষ্টুমীর নাম বুঝি?

প্রথম। আহা, বাবাজী, তোমার কি বষ্টুমী হার্‌য়েচে? তা পথে পথে কেঁদে বেড়ালে কি হবে? যা হবার তা হয়েচে, কি করবে ভাই? এখন আমাদের সঙ্গে আসবে তো বল?—কেমন বামা, ভেক নিতে পারবি?

দ্বিতীয়। কেন পারব না? পাঁচ সিকে পেলিই পারি। কি বল, বাবাজী।

প্রথম। বাবাজী আর বলবেন কি? চল্ আমরা বাবাজীকে হরিবোল দিয়ে নিয়ে যাই। বল হরি, হরিবোল।

বাবাজী। (স্বগত) কি বিপদ্! রাধে কৃষ্ণ। (প্রকাশে) না বাছা, তোমরা যাও, আমার ঘাট্ হয়েছে।

দ্বিতীয়। হেঁ্য, আমরা যাব বই কি? তোমার তো সেই তরঙ্গিণী বই আর মন উঠবে না? তা, আমরা যাই, আর তুমি এইখানে দাঁড়্যে দাঁড়্যে কাঁদ। (বাবাজীর মুখের নিকট হস্ত নাড়িয়া) "সাধের বষ্টুমী প্রাণ হার্‌য়েছে আমার"।

[দুই জন বারবিলাসিনীর প্রস্থান।

বাবাজী। আঃ, কি উৎপাত! এত যন্ত্রণাও আজ কপ্যালে ছিল!—কোথাই বা সভা আর কোথাই বা কি? লাভের মধ্যে কেবল আমারি যন্ত্রণা সার। (পরিক্রমণ করিয়া) যদি আবার ফিরে যাই তা হলে কর্ত্তাটি রাগ করবেন। আমি যে ঘোর দায়ে পড়লেম! এখন করি কি? (চিন্তাভাবে অবস্থিতি, পরে সম্মুখে অবলোকন করিয়া) হেঁ্য, ভাল হয়েচে, এই একটা মুস্কিল-আসান আস্‌চে, ওর পিছনের আলোয় আলোয় এই বেলা প্রস্থান করি—না—ও মা, এ যে সারজন সাহেব, রোঁদ ফিরতে[২] বেরয়েচে দেখচি ; এখানে চুপ করে দাঁড়্যে থাকলে কি জানি যদি চোর বল্যে ধরে? কিন্তু এখন যাই কোথা? (চিন্তা) তাই ভাল, এই আড়ালে দাঁড়াই—ও মা, এই যে এসে পড়লো। (বেগে পলায়ন।)

সারজন ও চৌকিদারের আলোক লইয়া প্রবেশ

সার। হাল্লো! চওকীডার! এক আডমী ওঢার ডৌড়কে গিয়া নেই?

চৌকি। নেই ছাব, হামতো কুচ নেহি দেখা।

সার। আলবট্ গিয়া, হাম্ ডেকা। টোম্ জল্‌ডী ডওড়কে যাও, উস্তরফ ডেকো, যাও —যাও—জল্‌ডী যাও, ইউ সুওর।

চৌকি। (বেগে অন্য দিকে গমন করিতে করিতে) কোন্ হেয় রে, খাড়া রও।

সার। ড্যাম ইওর আইজ—ইঢার, ইউ ফুল।

চৌকি। (ভয়ে) হাঁ ছাব, ইধর্। (বেগে প্রস্থান।)

সার। (ক্রোধে) আ! ইফ আই ক্যেন ক্যেচ্ হিম—

নেপথ্যে। (উচ্চৈঃস্বরে) পাকড়ো পাকড়ো —উহুহুহুহু—

নেপথ্যে। আমি যাচ্চি বাবা, আর মারিস নে বাবা, দোহাই বাবা, তোর পায়ে পড়ি বাবা।

নেপথ্যে। শালা চোট্টা, তোমারা ওয়াস্তে দৌউড়কে হামারা জান গীয়া।[৩]

নেপথ্যে। উহুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—বাবা, আমি চোর নই বাবা, আমি ভেকধারী বৈষ্ণব, বাবা।

২. পাহারা দিয়ে পরিক্রমণ করা। ৩. তোমার জন্য ছুটে আসতে গিয়ে আমি প্রাণান্ত।

বাবাজীকে লইয়া চৌকিদারের প্রবেশ

সার। আ ইউ, টোম্ চোট্টা হেয়?

বাবাজী। (সত্রাসে) না সাহেব বাবা, আমি কিছু জানি নে, আমি—গ্যে, গ্যে, গ্যে—

সার। হ্যেং ইওর গ্যে, গ্যে, গ্যে,—চুপরাও, ইউ ব্লডী নিগর্, ডেকলাও টোমারা ব্যেগ মে কিয়া হেয়। (বলপূর্ব্বক মালা গ্রহণ করিয়া আপনার গলায় পরিধান) হা, হা, হা, হা! বাপ রে বাপ,—হাম বড়া হিণ্ডু হুয়া—রাঢ়ে, কিস্ ডে! হা, হা, হা!

বাবাজী। (সত্রাসে) দোহাই সাহেব মহাশয়, আমি গরিব বৈষ্ণব, আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ছেড়ে দেও।—(গমনোদ্যত।)

চৌকি। খাড়া রও, শালা।

বাবাজী। দোহাই কোম্পানির—দোহাই কোম্পানির।

সার। হোল্ড ইউর টং, ইউ ব্ল্যাক্ ব্রুট্। ইয়েহ্ ব্যেগমে আওর কিয়া হেয় ডেকে গা। (ঝুলি বলপূর্ব্বক গ্রহণ এবং চারি টাকা ভূতলে পতন।)

সার। দেট্স্ রাইট্! ইউ সুটি ডেভল্। কেস্কা চোরি কিয়া? (চৌকিদারের প্রতি) ওস্কো ঠানেমে লে চলো।

বাবাজী। দোহাই সাহেবের, আমি চুরি করি নি, আমাকে ছেড়ে দেও—দোহাই ধর্ম্ম-অবতার, আমি ও টাকা চাই নে।

সার। সো নেই হোগা, টোম্ ঠানেমে চলো—কিয়া? টোম্ যাগে নেই? আল্বট্ যানে হোগা।

চৌকি। চল্বে, থানেমে চল্।

বাবাজী। দোহাই কোম্পানির—আমি টাকা কড়ি কিছুই চাই নে; তুমি বরঞ্চ টাকা নিয়ে যা ইচ্ছে হয় কর বাবা, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দেও, বাবা।

সার। (হাস্যমুখে) কিয়া? টোম্ নেই মাংটা! (আপন জেবে টাকা রাখিয়া চৌকিদারের প্রতি) ওয়েল্ দেন্, হাম্ ডেক্টা ওস্কা কুচ্ কসুর নেই?[৪] ওস্কো ছোড় ডেও।

বাবাজী। (সোল্লাসে) জয় মহাপ্রভু।

চৌকি। (বাবাজীর প্রতি জনান্তিকে) তোম্ হাম্কো তো কুচ্ দিয়া নেহি[৫]—আচ্ছা যাও, চলা যাও।

বাবাজী। না দাদা, আমি একবার জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভায় যাব।

চৌকি। হাঁ হাঁ, ঐ বাড়ীমে—ও বড়া মজাকি জাগ্‌গা হেয়।

সার। ডেকো চোকীডার, রোপেয়াকা বাট্—(ওষ্ঠে অঙ্গুলি প্রদান।)

চৌকি। যো হুকুম, খাবিন্।

সার। মম্! ইজ্ দি ওয়ার্ড মাই বয়! আবি চলো।

[সারজন ও চৌকিদারের প্রস্থান।

বাবাজী। রাধে কৃষ্ণ! আঃ বাঁচলেম; আজ কি কুলগ্নেই বাড়ী থেকে বের্‌য়েছিলেম! ভাগ্যে টাকা কটা সঙ্গে ছিল, আর সারজন্ বেটারও হাতপাতা রোগ আছে, তাই রক্ষে—নইলে আজকে কি হাজতেই থাক্‌তে হতো, না কি হতো, কিছু বলা যায় না।

হোটেল বাক্স লইয়া দুই জন মুটিয়ার প্রবেশ

এ আবার কি? রাধে কৃষ্ণ—কি দুর্গন্ধ! এ বেটারা এখানে কি আন্‌ছে? (অন্তে অবস্থিতি।)

প্রথম। ইঃ আজ্ যে কত চিজ্ পেটিয়েচে[৬] তার হিসাব নাই, মোর গর্দান্টা যেন বেঁকে যাচ্চে।

দ্বিতীয়। দেখ্ মামু, এই হেঁদু বেটারাই দুনিয়াদারির মজা করে ন্যেলে। বেটারগো কি আরামের দিন, ভাই।

প্রথম। মর বেকুফ্[৭]; ও হারাম্‌খোর বেটারগো কি আর দিন আছে? ওরা না মানে আল্লা, না মানে দ্যেবতা।

দ্বিতীয়। লেকীন্ ক্যেবল এই গরুখেগো বেটারগো দৌলতেই[৮] মোগর পোঁচঘর[৯] এত ফেঁপে ওট্‌তেচে; সাম[১০] হলেই বেটারা বাদুড়ের

৪. এর কোন দোষ নেই। ৫. কিছু তো দিলে না। ৬. জিনিস পাঠিয়েছে। ৭. বোকা। ৮. অনুগ্রহে।
৯. কসাইখানা। ১০. সন্ধ্যাকাল।

মাফিক ঝাঁকে ঝাঁকে আসে পড়ে; আর কত যে খায়, কত যে পিয়ে যায়, তা কে বল্‌তি পারে।

প্রথম। ও কাদের মেঁয়া, মোদের কি সারারাত এহানে দেঁড়য়ে থাক্তি হবে? দরওয়ানজীকে ডাক না। ও দরওয়ানজী! এ মাড়ুয়াবাদি শালা গেল কোহানে?—ও দরওয়ানজী; দরওয়ানজী!

নেপথ্যে। কোন্ হেয় রে।

প্রথম। মোরা পোঁচঘরের মুটে গো।

নেপথ্যে। আও, ভিতর চলে আও।

[মুটিয়াগণের প্রস্থান।

বাবাজী। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! এসব কিসের বাক্‌স? উঃ, থু, থু, রাধে কৃষ্ণ! আমি তো এ জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বিষয় কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

নেপথ্যে। বেলফুল।

নেপথ্যে। চাই বরোফ্।

মালী এবং বরফ্‌ওয়ালার প্রবেশ

মালী। বেলফুল,—ও দরওয়ানজী, বাবুরো এসেচে।

নেপথ্যে। না, আবি আয়া নেহি, থোড়া বাদ আও।

বরফ। চাই বরফ—কি গো দরওয়ানজী।

নেপথ্যে। তোম্বি থোড়া বাদ আও।

[মালী এবং বরফ্‌ওয়ালার প্রস্থান।

বাবাজী। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ, আমি তো এর কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।

নেপথ্যে দূরে। বেলফুল—চাই বরোফ!

যন্ত্রীগণ সহিত নিতম্বিনী আর পয়োধরীর প্রবেশ

নিত। কাল্ যে ভাই কালীবাবু আমাকে ব্র্যেণ্ডি খাইয়েছিল—উঃ, আমার মাথাটা যেন এখনো ঘুচ্চে। আজ যে ভাই আমি কেমন করে নাচ্‌বো তাই ভাব্‌চি।

পয়ো। আমার ওখানেও সদানন্দ বাবু কাল ভারি ধুম লাগিয়েছিল। আজ কাল সদানন্দ ভাই খুব তোয়ের হয়ে উঠেছে। এমন ইয়ার মানুষ আর দুটি পাওয়া ভার।

যন্ত্রী। চল, ভিতরে যাওয়া যাউক্। ও দরওয়ানজী।

নেপথ্যে। কোন্ হ্যায়?

পয়ো। বলি আগে দুয়র খোলো, তার পরে কোন্ হ্যায় দেখ্‌তে পাবে এখন।

নেপথ্যে। ওঃ, আপ্‌লোক হ্যায়, আইয়ে।

[যন্ত্রীগণ ইত্যাদির প্রস্থান।

বাবাজী। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) এ কি চমৎকার ব্যাপার? এরা তো কশ্‌বী[১১] দেখ্‌তে পাচ্চি। কি সর্ব্বনাশ! আমি এতক্ষণে বুঝতে পাচ্চি কাণ্ডটা কি। নবকুমারটা দেখ্‌চি একবারে বয়ে গেছে। কর্ত্তা মহাশয় এসব কথা শুন্‌লে কি আর রক্ষে থাকবে?

নববাবু এবং কালীবাবুর প্রবেশ

নব। হা, হা, হা—শ্রীমতী ভগবতীর গীত! তোমার ভাই কি চমৎকার মেমরি! হা, হা, হা।

কালী। আরে ও সব লক্ষ্মীছাড়া বই কি আমি কখন খুলি না পড়ি, যে মনে থাক্‌বে।

নব। (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া) এ কি, এ যে বাবাজী হে! কেমন্ ভাই কালী, আমি বলেছিলাম কি না যে কর্ত্তা একজন না একজনকে অবশ্যই আমার পেছনে পেছনে পাঠাবেন; যা হৌক, একে যে আমরা দেখতে পেলেম এই আমাদের পরম ভাগ্য বল্‌তে হবে।

কালী। বল তো ও বৈষ্ণব শালাকে ধরে এনে একটু ফাউল কাট্‌লেট কি মটন চপ্ খাইয়ে দি—শালার জন্মটা সার্থক হউক।

নব। চুপ কর হে, চুপ কর। এ ভাই ঠাট্টার কথা নয়। (অগ্রসর হইয়া) কি গো, বাবাজী যে? তা আপ্‌নি এখানে কি মনে করে?

বাবাজী। না, এমন কিছু না, তবে কি না একটা কর্ম্মবশতঃ এই দিগ দিয়ে যাচ্ছিলেম, তাই ভাবলেম যে নববাবুদের সভাভবনটি একবার দেখে যাই।

নব। বটে বটে? চলুন, তবে ভিতরে চলুন।

কালী। (জনান্তিকে নবকুমারের প্রতি) আরে করিস্ কি, পাগল? এটাকে এর ভিতরে

১১. বেশ্যা।

নে গেলে কি হবে? আমরা তো আর হরিবাসর কত্তে যাচ্চি নে।

নব। (জনান্তিকে কালীর প্রতি) আঃ, চুপ কর না। (প্রকাশে বাবাজীর প্রতি) বাবাজী, একবার ভিতরে পদার্পণ কল্যে ভাল হয় না।

বাবাজী। না বাবু, আমার অন্যত্তরে কর্ম্ম আছে, তোমরা যাও।

[প্রস্থান।

কালী। বল তো শালাকে ধাঁ করে ধরে এনে না হয় ঘা দুই লাগিয়ে দি।

নব। দরওয়ান।

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবা। মহারাজ।

নব। ও লোগ সব আয়া?

দৌবা। জী, মহারাজ।

নব। আচ্ছা, তোম যাও।

দৌবা। জো হুকুম, মহারাজ।

[প্রস্থান।

নব। আজ ভাই দেখ্‌চি এই বাবাজী বেটা একটা ভারি হেঙ্গাম করে বস্‌বে এখন। বোধ করি, ও ঐ মাগীদের ভিতরে ঢুক্‌তে দেখেছে।

কালী। পুঃ, তুমি তো ভারি কাউয়ার্ড হে! তোমার যে কিছু মরাল করেজ নেই। ও বেটাকে আবার ভয়?—চল।

নব। না হে না, তুমি ভাই এ সব বোঝ না। চল দেখি গে বেটার হাতে কিছু ও কর্ম্ম করে দিয়া যদি মুখ বন্দ কত্তে পারি।

কালী। নন্‌সেন্‌স! তার চেয়ে শালাকে গোটাকত কিক্‌ দিয়ে একেবারে বৈকুণ্ঠে পাঠাও না কেন। ড্যাম্‌ দি ব্রুট! ও শালাকে এ পৃথিবীতে কে চায়? ওর কি আর কোন মিসন্‌ আছে?

নব। দূর পাগল, এ সব ছেলেমানুষের কর্ম্ম নয়। চল, আমরা দুজনেই ওর কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সভা

কতিপয় বাবুর প্রবেশ

চৈতন। নব আর কালী যে আজ এত দেরি কর্‌ছে এর কারণ কি?

বলাই। আমি তা কেমন করে বল্‌বো? ওহে ওদের কথা ছেড়ে দেও, ওরা সকল কর্ম্মেই লীড্‌ নিতে চায়, আর ভাবে যে আমরা না হলে বুঝি আর কোন কর্ম্মই হবে না।

শিবু। যা বল ভাই, কিন্তু ওরা দুজনে লেখা পড়া বেশ জানে।

বলাই। বিটুইন্‌ আওয়ার্‌সেল্‌বস, এমন কি জানে?

মহেশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সকলেরি বিদ্যা জানা আছে! সে দিন যে নব একখানা চিঠি লিখেছিল, তা তো দেখিইছো, তাতে লিণ্ডলি মরের[১২] যে দুর্দ্দশা তা তো মনে আছে?

বলাই। এতেও আবার প্রাইড্‌টুকু দেখেছো? কালী আবার ওর চেয়ে এক কাটি সরেস্‌।

চৈতন। আঃ, তারা ফ্রেণ্ড মানুষ, ও সকল কথায় কাজ কি? বিশেষ ওরা আছে বলে তাই আজও সভা চল্‌ছে—তা জান?

মহেশ। তা টুরূথ্‌ বল্‌বো তার আর ফ্রেণ্ড কি?

বলাই। আচ্ছা, সে কথা যাউক; আমরাও তো মেম্বর বটে, তবে তাদের দুজনের জন্যে আমাদের ওএট্‌ করবার আবশ্যক কি?

শিবু। তাই তো। আমাদের তো কোরম্‌[১৩] হয়েছে, তবে এখন সভার কর্ম্ম আরম্ভ করা যাউক না কেন?

মহেশ। হিয়র্‌, হিয়র্‌, আমি এ মোসন্‌ সেকেণ্ড করি।

বলাই। হা, হা, হা, এতে দেখছি কারো অব্‌জেক্‌সন নাই, একবার নেম্‌ কন্‌[১৪]— ব্রাভো! হা, হা, হা।

---

১২. লিণ্ডলি মর—ইংরেজ ব্যাকরণবিদ।
১৩. Coram—সভা শুরু করবার মত প্রয়োজনীয় সংখ্যক সভ্যের উপস্থিতি।
১৪. সকলের সম্মতি রয়েছে।

মহেশ। (ঘড়ী দেখিয়া) নটা বাজ্‌তে কেবল পাঁচ মিনিট বাকী আছে, বোধ করি নব আর কালী আজ এলো না, তা আমি চৈতন বাবুকে চ্যারম্যান্ প্রোপোজ্ করি।

সকলে। হিয়র, হিয়র!

চৈতন। (গাত্রোত্থান করিয়া) জেণ্টেল্‌মেন্, আপনারা অনুগ্রহ করে আমাকে যে পদে নিযুক্ত কল্লেন, তার কর্ম্ম আমি যত দূর পারি প্রাণপণে চালাতে কসুর করবো না,—নাউ টু বিজ্‌নেস্।

সকলে। হিয়র, হিয়র! (করতালি।)

চৈতন। (উচ্চস্বরে) খানসামা—বেয়ারা—

নেপথ্যে। জী, আজ্ঞে।

চৈতন। গোটা দুই ব্রাণ্ডি আর তামাক নে আয়। (উপবিষ্ট হইয়া) যদি কারো বিয়ার খেতে ইচ্ছা হয় তো বল।

বলাই। এমন সময়ে কোন্ শালা বিয়ার খায়।

সকলে। হিয়র হিয়র।

খানসামা এবং বেয়ারার মদ্য এবং তামাক লইয়া প্রবেশ

চৈতন। সব্ বাবু লোক্‌কো সরাব দেও, (সকলের মদ্য পান) আর বোতল গ্লাস সব হিঁয়া ধর্ দেও।

খান। আচ্ছা বাবু।

[বোতল ইত্যাদি রাখিয়া প্রস্থান।

চৈতন। বেয়ারা—ঐ খেম্‌টাওয়ালীদের ডেকে দে তো। আর দেখ্, খানিকটে বরফ্ আন্।

বেয়ারা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

বলাই। আমি আমাদের নতুন চেয়ারমেনের হেল্‌থ দিতে চাই।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার (মদ্যপান করিয়া) হিপ্, হিপ্, হুরে, হুরে।

নিতম্বিনী, পয়োধরী এবং যন্ত্রীগণের প্রবেশ

চৈতন। আরে এসো, বসো! কেমন ভাই, চিন্‌তে পার? তবে ভাল আছ তো? (সকলের উপবেশন।)

নিত। যেমন রেখেছেন।

চৈতন। আমি আর তোমাকে রেখেছি কই? আমার কি তেমন কপাল?

সকলে। ব্রাভো, হিয়ার (করতালি)।

চৈতন। ও পয়োধরি, একটু এদিকে সরে বসো না।

পয়ো। না, আমি বেশ আছি।

চৈতন। (দ্বিতীয়ের প্রতি) বলাই বাবু, এঁদের একটু কিছু খাওয়াও না।

বলাই। এই এসো (সকলে মদ্যপান)।

শিবু। (চতুর্থের প্রতি) ও শালা, তুই ঘুমুচ্চিস না কি?

মহেশ। (হাই তুলিয়া) না হে তা নয়, ঘুমবো কেন?—নব আসে নি বটে?

সকলে। (হাস্য করিয়া) ব্রাভো, ব্রাভো।

চৈতন। (পয়োধরীর হস্ত ধারণ করিয়া) একটি গাও না ভাই।

পয়ো। এর পর হলে ভাল হয় না?

চৈতন। না না, পরে আবার কেন? শুভ কর্ম্মে বিলম্বে কাজ কি।

পয়ো। আচ্ছা তবে গাই, (যন্ত্রীদিগের প্রতি) আড়খেম্‌টা।

গীত

রাগিণী শঙ্করা, তাল খেম্‌টা

এখন্ কি আর্ নাগর্ তোমার্
আমার্ প্রতি, তেমন্ আছে।
নূতন্ পেয়ে পুরাতনে
তোমার্ সে যতন্ গিয়েছে।।
তখন্‌কার ভাব থাক্‌তো যদি,
তোমায়্ পেতেম্ নিরবধি,
এখন্, ওহে গুণনিধি,
আমার বিধি বাম্ হয়েছে।
যা হবার্ আমার হবে,
তুমি তো হে সুখে রবে,
বল দেখি শুনি তবে,
কোন্ নতুনে মন্ মজেছে।।

সকলে। কিয়াবাৎ, সাবাস্, বেঁচে থাক বাবা, জীতা রও বাবা।

চৈতন। ও বলাই বাবু, তুমি কেমন সাকী হে?

বলাই। সাকী আবার কি?

চৈতন। যে মত দেয় তাকে পার্‌সীতে সাকী বলে।

শিবু। (গাইয়া) "গর্ ইয়ার নহো সাকী"।—তা, এসো (সকলের মদ্য পান)।

চৈতন। চুপ কর তো, কে যেন উপরে আস্ছে না?

বলাই। বোধ করি নব আর কালী—

নব এবং কালীর প্রবেশ

সকলে। (সকলে গাত্রোত্থান করিয়া) হিপ্ হিপ্ হুরে।

কালী। (প্রমত্তভাবে) হুরে, হুরে।

নব। বসো, ভাই, সকলে বসো, (সকলে উপবেশন্) দেখ ভাই, আজ আমাদের এক্‌সকিউজ কর্ত্তে হবে, আমাদের একটু কর্ম্ম ছিল বলে তাই আসতে দেরি হয়ে গেচে।

শিবু। (প্রমত্তভাবে) দ্যাট্‌স এ লাই।

নব। (ক্রুদ্ধভাবে) হোয়াট, তুমি আমাকে লাইয়র বল? তুমি জান না আমি তোমাকে এখনি শুট করবো?

চৈতন। (নবকে ধরিয়া বসাইয়া) হাঃ, যেতে দেও, যেতে দেও, একটা ট্রাইফ্লীং কথা নিয়ে মিছে ঝকড়া কেন?

নব। ট্রাইফ্লীং!—ও আমাকে লাইয়র বল্‌লে—আবার ট্রাইফ্লীং? ও আমাকে বাঙ্গালা করে বল্‌লে না কেন? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বল্‌লে না কেন? তাতে কোন্ শালা রাগ্‌তো? কিন্তু—লাইয়র—এ কি বরদাস্ত হয়।

চৈতন। আরে যেতে দেও, ও কথার আর মেন্সন করো না। (উপবেশন করিয়া।)

নব। কি গো পয়োধরি, নিতম্বিনি, তোমরা ভাল আছ তো?

পয়ো। হ্যাঁ, আমরা তো আছি ভাল, কিন্তু তোমায় যে বড় ভাল দেখচি নে—এখন তোমাকে ঠাণ্ডা দেখলে বাঁচি।

নব। আমি তো ঠাণ্ডাই আছি, তবে এখন গরম হবো—ওহে বলাই, একটু ব্রেণ্ডি দেও তো।

সকলে। ওহে আমাদের ভুলো না হে। (সকলের মদ্যপান।)

নব। ওহে কালী, তুমি যে চুপ করে রয়েচো।

কালী। আমি ঐ বৈষ্ণব শালার ব্যবহার দেখে একেবারে অবাক্ হয়েচি। শালা এদিকে মালা ঠক্ ঠক্ করে, আবার ঘুষ খেয়ে মিথ্যা কথা কইতে স্বীকার পেলে? শালা কি হিপক্রীট।

নব। মরুক, সে থাক্। ও পয়োধরি, তোমরা একবার ওঠ না, নাচটা দেখা যাক।

সকলে। না না, আগে তোমার ইস্‌পীচ।

নব। (গাত্রোত্থান করিয়া) আচ্ছা; জেণ্টেলম্যেন, আপনারা সকলে এই দেয়ালের প্রতি একবার চেয়েদেখুন; এই যে কয়েকটি অক্ষর দেখ্‌চেন, এই সকল একত্র করে পড়লে "জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা" পাওয়া যায়।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। জেণ্টেলম্যেন, এই সভার নাম জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা—আমরা সকলে এর মেম্বর—আমরা এখানে মীট কর্‌্যে যাতে জ্ঞান জন্মে তাই করে থাকি—এন্ড উই আর জলি গুড ফেলোজ্।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার, উই আর জলি গুড ফেলোজ্।

নব। জেণ্টেলম্যেন, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রী হয়েছি; আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েচে; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে, এদেশের সোসীয়াল রিফরমেশন যাতে হয় তার চেষ্টা কর।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। জেণ্টেলম্যেন, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর—তাদের স্বাধীনতা দেও—জাতভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দেও—তা হলে এবং কেবল তা হলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলন্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে—নচেৎ নয়!

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। কিন্তু জেণ্টেলম্যেন, এখন এ দেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা; এই গৃহ কেবল আমাদের লিবরটি হল্ অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান; এখানে যার যে খুসি,সে তাই কর। জেণ্টেলম্যেন, ইন্ দি নেম্

অব ফ্রীডম, লেট্ অস এঞ্জয় আওয়ারসেল্‌ভস্। (উপবেশন।)

সকলে। হিয়ার, হিয়ার,—হিপ, হিপ, হুরে, হু—রে ; লিবরটি হল্—বি ফ্রী—লেট অস এঞ্জয় আওরসেল্‌ভস্।

নব। ওহে বলাই, একবার সকলকে দেও না।

বলাই। আচ্ছা,—এই এসো (সকলের মদ্যপান)।

নব। তবে এইবার নাচ আরম্ভ হোক। কম্, ওপেন্ দি বল্ মাই বিউটিস্।

পয়ো, নিত। নৃত্য এবং গীত।

নব। কিয়াবাৎ, জীতা রও। বেঁচে থাক, ভাই।

কালী। হুরে, জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা ফর এভর্।

সকলে। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা ফর এভর্ (করতালি)।

নব। চল ভাই, এখন সপর টেবিলে যাওয়া যাউক।

চৈতন। (গাত্রোত্থান করিয়া)—থ্রী চিয়ার্স ফর্ আমাদের চ্যারম্যান্—

সকলে। হিপ্, হিপ্, হিপ্—হুরে! হু—রে—হুরে।

নব। ও পয়োধরি, তুমি ভাই, আমার আরম্ নেও।

পয়ো। তোমার কি নেবো, ভাই?

নব। এসো, আমার হাত ধর।

কালী। ও নিতম্বিনি, তুমি ভাই, আমাকে ফেভর কর। আহা! কি সফ্‌ট হাত!

সকলে। ব্র্যাভো। (করতালি।)

[যন্ত্রীগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

তবলা। ও ভাই, দেখো তো ও বোতল-টায় আর কিছু আছে কি না।

বেহালা। কৈ, দেখি? হ্যাঁ, আছে। এই নেও (উভয়ের মদ্যপান)

তবলা। আঃ, খাসা মাল যে হে।

নেপথ্যে। হিপ, হিপ, হুরে।

বেহালা। চল ভাই এক ছিলিম গাঁজার চেষ্টা দেখি গিয়ে—এ ব্রাণ্ডিতে আমাদের সানে না।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবকুমার বাবুর শয়নমন্দির
প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালী, কমলা এবং
হরকামিনী আসীন

প্রসন্ন। এই নেও—

নৃত্য। কি খেল্‌লে ভাই?

প্রসন্ন। চিড়িতনের দহ্‌লা।

নৃত্য। আরে মলো, চিড়িতন যে রঙ, ব্রুপ খেল্‌লি কেন?

প্রসন্ন। তুই, ভাই, মিছে বকিস্ কেন? হাতে রঙ না থাকে পাস দে যা।

নৃত্য। এই এসো, আমি টেক্কা মারলেম।

হর। এই নেও।

নৃত্য। ও কি ও, পাস দিলে যে?

হর। হাতে ব্রুপ না থাকলে পাস দোবো না তো কি করবো।

নৃত্য। এস কমল, এবার ভাই তোমার খেলা।

কমলা। আমি ভাই বিবি দিলাম।

নৃত্য। মর্, ও যে আমাদের পিট, তুই বিবি দিলি কেন?

কমলা। বাঃ বিবি দেবো না তো কি? সায়েব কোথা?

নৃত্য। এই যে সাহেব আমার হাতে রয়েছে—?

কমলা। আমি তো ভাই আর জান নই।

নৃত্য। মর্ ছুঁড়ি, খেলার ইসারায় বুঝতে পারিস্ নে? তোর মোতন বোকা মেয়ে তো আর দুটি নাই লা, তুই যদি তাস না খেল্‌তে পারিস্ তবে খেলতে আসিস্ কেন?

কমলা। কেন, খেলতে পারবো না কেন?

নৃত্য। একে কি কেউ খেলা বলে? তুই আমার টেক্কার উপর বিবি দিলি।

কমলা। কেন? বিবিটে ধরা গেলে বুঝি ভাল হতো?

হর। আর ভাই, মিছে গোল করিস্ কেন?

নৃত্য। (কমলার প্রতি) কি আপোদ, যখন সায়েব আমার হাতে আছে তখন তোর আর ভয় কি?

কমলা। বস, তুই পাগল হলি না কি লো? তোর হাতে সাহেব তা আমি টের পাব কেমন করে লা?

নৃত্য। তুই ভাই যদি তাস খেলা কাকে বলে তা জানতিস্ তবে অবিশ্যি টের পেতিস্।

কমলা। ও প্রসন্ন, শুনলি তো ভাই, এমন কি কখন হয়? বিবি ধরা গেমে, বিবি পালাবার বাগ পেলে কি কেউ তা ছাড়ে?

নেপথ্যে। ও প্রসন্ন—

প্রসন্ন। চুপ্ কর্ লো, চুপ্ কর্, ঐ শোন্, মা ডাকচেন—

নেপথ্যে। ও বোউ—

প্রসন্ন। (উচ্চস্বরে) কি, মা—

নেপথ্যে। ওলো, তোরা ওখানে কি করচিস্ লা।

প্রসন্ন। (উচ্চস্বরে) আমরা মা, দাদার বিছানা পাড়্চি।

হর। ও ঠাকুরঝি, তাস যোড়াটা ভাই, নুকোও, ঠাকুরুণ দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না।

প্রসন্ন। (তাস বালিশের নীচে গোপন করিয়া) আয় ভাই আমরা সকলে এই চাদরখানা ধরে ঝাড়্তে থাকি ; তা হলে মা কিছু টের পাবেন না।

নৃত্য। আরে মলো—আবার টেক্কা—

কমলা। আরে তাতে বয়ে গেল কি? সায়েব কি বিবি ধরতে পারে না?

হর। তোদের পায়ে পড়ি ভাই চুপ কর্, ঐ দেখ্ ঠাকরুণ উপরে আসচেন। ধর্ সকলে মিলে এই চাদরখানা ধর্।

গৃহিণীর প্রবেশ

গৃহিণী। ওলো, তোরা এখানে কি করচিস্ লা।

প্রসন্ন। এই যে মা, আমরা দাদার বিছানা পাড়চ্যি।

গৃহিণী। ও মা, তোদের কি সন্ধ্যা অবধি একটা বিছানা পাড়তে গেল। তা হবে না কেন? তোরা এখন সব কলিকালের মেয়ে কি না।

নৃত্য। কেন জেঠাইমা, আমরা কলিকালের মেয়ে কেন?

গৃহিণী। আর তোরা দেখচি একেবারে কুড়ের সদ্দার হয়ে পড়েচিস্। ভাগ্যে আজ নব বাড়ী নেই, তা নৈলে তো সে এতক্ষণ শুতে আসতো।

প্রসন্ন। হ্যাঁ মা, দাদা আজ কোথায় গেছেন গা?

গৃহিণী। ঐ যে রামমোহন রায়—না—কার কি সভা আছে—?

কমলা। ছোটদাদা কি তবে তাঁর জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভায় গেছেন?

হর। (জনান্তিকে প্রসন্নের প্রতি) তবেই হয়েচে! ও ঠাকুরঝি, আজ দেখচি তোর ভারি আহ্লাদের দিন! দেখ্, হয়তো তোর দাদা আজ আবার এসে তোকে নিয়ে সেই রকম রঙ্গ বাধায়!

গৃহিণী। বউ মা কি বল্‌ছে, প্রসন্ন?

নেপথ্যে। ও বেমোল, মা ঠাকুরুণ কোথায় গো? কত্তা মশায় বৈটকখানা থেকে উঠেছেন।

গৃহিণী। তবে আমি যাই, তোরা মা বিছানা করে শীঘ্র নীচে আয়।

[প্রস্থান।

হর। (সহাস্য বদনে) ও ঠাকুরঝি! বল্ না রে, সে দিন তোর ভাই কি করেছিল?

প্রসন্ন। আঃ, ছি।

নৃত্য। কেন, কেন, কি করেছিল? বল না কেন, ভাই?

হর। (সহাস্য বদনে) বল না ঠাকুরঝি?

প্রসন্ন। না, ভাই, তুই যদি আমাকে এত বিরক্ত করিস্, তবে এই আমি চল্‌লেম।

নৃত্য। কেন? বল না কি হয়েছিল। ও ছোট বউ, তা তুই ভাই বল্।

হর। তবে বলবো? সে দিন বাবু জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভা থেকে ফিরে এসে ঠাকুরঝিকে দেখেই অমনি ধরে ওর গালে একটি চুমো খেলেন ; ঠাকুরঝি তো ভাই পালাবার জন্যে ব্যস্ত, তা তিনি বললেন যে—কেন? এতে দোষ কি? সায়েবরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা কল্লেই কি দোষ হয়?

প্রসন্ন। ছি, যাও মেনে, বউ।

নৃত্য। ও মা, ছি! ইংরিজী পড়লে কি লোক এত বেহায়া হয় গা।

হর। আরও শোন্ না, আবার বাবু বলেন কি?—

প্রসন্ন। তোর দাদা মদ খেয়ে কি করে লো?

হর। কেন ভাই, সে জ্ঞানতরঙ্গিণী

সভাতেও যায় না, আর বোনের গায়েও হাত দেয় না, আর যা করুক ; সে যা হউক, ঠাকুরঝি, তুই ভাই তোর দাদাকে নে না কেন? আমি না হয় বাপের বাড়ী গিয়ে থাকি ; তোর ভাতার তো তোকে একবার মনেও করে না। তা নে, তুই ভাই, তোর দাদাকে নে।

প্রসন্ন। হ্যাঁ, আর তুই গিয়ে তোর দাদাকে নে থাক্।

নেপথ্যে। ছোড় দেও হামকো।

নেপথ্যে। তোমার পায়ে পড়ি, দাদাবাবু, এত চেঁচ্য়ে কথা কয়ো না, কত্তা মশায় ঐ ঘরে ভাত খাচ্চেন।

নেপথ্যে। ডেম কত্তা মশায়! আমি কি কারো তক্কা রাখি?

কমলা। ঐ যে ছোট্‌দাদা আসচেন।

নৃত্য। আয়, ভাই, আমরা লুক্য়ে একটু তামাসা দেখি।

হর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) না ভাই, আমার আর ওসব ভাল লাগে না। আঃ, সমস্ত রাতটা মুখ থেকে প্যাঁজ আর মদের গন্ধ ভক্ ভক্ কর্‌ব্যে বেরোবে এখন, আর এমন নাক্ ডাকুনি—বোধ করি মরা মানুষও শুন্‌লে জেগে উঠে! ছি!

কমলা। আয় লো আয়। (সকলের গুপ্তভাবে অবস্থিতি।)

নববাবুকে লইয়া বৈদ্যনাথের প্রবেশ

নব। (প্রমত্তভাবে) বোদে—মাই গুড ফেলো—তোকে আমি রিফরম্ কত্যে চাই। তুই বুঝলি?

বোদে। যে আজ্ঞে।

নব। বোদে,—একটা বিয়ার—না, ঐ ব্রাণ্ডি ল্যাও।

বৈদ্য। যে আজ্ঞে, আপনি যেয়ে ঐ বিছানায় বসুন। আমি ব্রাণ্ডি এনে দিচ্ছি! (স্বগত) দাদাবাবু যদি শীঘ্র ঘুমিয়ে না পড়ে, তবেই দেখছি আজ একটা কাণ্ড হবে এখন। কত্তা এঁকে এমন দেখলে কি আর কিছু বাকী রাখবেন।

নব। (শয্যোপরি উপবিষ্ট হইয়া) ল্যাও—ব্রাণ্ডি ল্যাও—জল্‌দি।

বৈদ্য। আজ্ঞে, এই যাই। [প্রস্থান।

নব। (স্বগত) ড্যাম কত্তা—ওল্‌ড ফুল আর কদ্দিন বাঁচবে? আমি প্রাণ থাকতে এ সভা কখনই এবলিশ কর্ত্তে পারবো না। বুড়ো একবার চখ্ বুজলে হয়, তা হলে আর আমাকে কোন্ শালার সাধ্য যে কিছু বলতে পারে? হা, হা, হা, ওন্ট আই এঞ্জয় মিসেল্‌ফ? (উচ্চস্বরে) ল্যাও —মদ ল্যাও।

হর। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কি সর্ব্বনাশ! ওলো ঠাকুরঝি—

প্রসন্ন। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কি?

হর। ঐ দেখচিস্, কত্তা ঠাকরুণের ঘরে ভাত খেতে বসেছেন।

প্রসন্ন। তা আমি কি করবো?

হর। তুই, ভাই, কাছে গিয়ে তোর দাদাকে চুপ্ করতে বল না।

প্রসন্ন। (সভয়ে) ও মা, তা তো ভাই আমি পারবো না।

হর। (সহাস্য বদনে) আঃ, তায় দোষ কি? তুই তো ভাই আর কচি মেয়েটি নোস, যে বেটাছেলের মুখ দেখলে ডরাবি? যা না লা।

নব। ল্যাও—মদ ল্যাও।

হর। ও মা! কি সর্ব্বনাশ! (অগ্রসর হইয়া) কর কি? কর্ত্তা বাড়ীর ভেতরে ভাত খাচ্ছেন, তা জান?

নব। (সচকিতে) এ কি? পয়োধরী যে? আরে এসো, এসো। এ অভাজনকে কি ভাই তুমি এত ভালবাস, যে এর জন্যে ক্লেশ স্বীকার করে এত রাত্রে এই নিকুঞ্জবনে এসেছ—হা, হা, হা, এসো, এসো। (গাত্রোত্থান।)

হর। ও ঠাকুরঝি, কি বক্‌চে বুঝতে পারিস্ ভাই?

প্রসন্ন। (সহাস্য বদনে) ও, ভাই, তোদের কথা, আমি আর ওর কি বুঝবো?

নব। (পরিক্রমণ করিতে করিতে) এসো ভাই, আমি তোমার ডেম্‌ড স্লেভ্। এসো—(ভূতলে পতন।)

হর, প্রসন্ন, ইত্যাদি। (আগ্রসর হইয়া) ও মা, এ কি হলো? (ক্রন্দন।)

নেপথ্যে। কেন, কেন, কি হয়েছে?

গৃহিণীর পুনঃপ্রবেশ

গৃহিণী। (নবকুমারকে অবলোকন করিয়া)

নৃত্য। তুই ভাই যদি তাস খেলা কাকে বলে তা জানতিস্ তবে অবিশ্যি টের পেতিস্।

কমলা। ও প্রসন্ন, শুনলি তো ভাই, এমন কি কখন হয়? বিবি ধরা গেমে, বিবি পালাবার বাগ পেলে কি কেউ তা ছাড়ে?

নেপথ্যে। ও প্রসন্ন—

প্রসন্ন। চুপ্ কর্ লো, চুপ্ কর্, ঐ শোন্, মা ডাকচেন—

নেপথ্যে। ও বোউ—

প্রসন্ন। (উচ্চস্বরে) কি, মা—

নেপথ্যে। ওলো, তোরা ওখানে কি করচিস্ লা।

প্রসন্ন। (উচ্চস্বরে) আমরা মা, দাদার বিছানা পাড়চি।

হর। ও ঠাকুরঝি, তাস যোড়াটা ভাই, নুকোও, ঠাকুরুণ দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না।

প্রসন্ন। (তাস বালিশের নীচে গোপন করিয়া) আয় ভাই আমরা সকলে এই চাদরখানা ধরে ঝাড়্তে থাকি ; তা হলে মা কিছু টের পাবেন না।

নৃত্য। আরে মলো—আবার টেক্কা—

কমলা। আরে তাতে বয়ে গেল কি? সায়েব কি বিবি ধরতে পারে না?

হর। তোদের পায়ে পড়ি ভাই চুপ কর্, ঐ দেখ্ ঠাকরুণ উপরে আসচেন। ধর্ সকলে মিলে এই চাদরখানা ধর্।

গৃহিণীর প্রবেশ

গৃহিণী। ওলো, তোরা এখানে কি করচিস্ লা।

প্রসন্ন। এই যে মা, আমরা দাদার বিছানা পাড়চ্যি।

গৃহিণী। ও মা, তোদের কি সন্ধ্যা অবধি একটা বিছানা পাড়তে গেল। তা হবে না কেন? তোরা এখন সব কলিকালের মেয়ে কি না।

নৃত্য। কেন জেঠাইমা, আমরা কলিকালের মেয়ে কেন?

গৃহিণী। আর তোরা দেখচি একেবারে কুড়ের সদ্দার হয়ে পড়েচিস্। ভাগ্যে আজ নব বাড়ী নেই, তা নৈলে তো সে এতক্ষণ শুতে আসতো।

প্রসন্ন। হ্যাঁ মা, দাদা আজ কোথায় গেছেন গা?

গৃহিণী। ঐ যে রামমোহন রায়—না—কার কি সভা আছে—?

কমলা। ছোটদাদা কি তবে তাঁর জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভায় গেছেন?

হর। (জনান্তিকে প্রসন্নের প্রতি) তবেই হয়েচে! ও ঠাকুরঝি, আজ দেখচি তোর ভারি আহ্লাদের দিন! দেখ্, হয়তো তোর দাদা আজ আবার এসে তোকে নিয়ে সেই রকম রঙ্গ বাধায়!

গৃহিণী। বউ মা কি বল্‌ছে, প্রসন্ন?

নেপথ্যে। ও বেমোল, মা ঠাকুরুণ কোথায় গো? কত্তা মশায় বৈটকখানা থেকে উঠেছেন।

গৃহিণী। তবে আমি যাই, তোরা মা বিছানা করে শীঘ্র নীচে আয়।

[প্রস্থান।

হর। (সহাস্য বদনে) ও ঠাকুরঝি! বল্ না রে, সে দিন তোর ভাই কি করেছিল?

প্রসন্ন। আঃ, ছি।

নৃত্য। কেন, কেন, কি করেছিল? বল না কেন, ভাই?

হর। (সহাস্য বদনে) বল না ঠাকুরঝি?

প্রসন্ন। না, ভাই, তুই যদি আমাকে এত বিরক্ত করিস্, তবে এই আমি চল্‌লেম।

নৃত্য। কেন? বল না কি হয়েছিল। ও ছোট বউ, তা তুই ভাই বল্।

হর। তবে বলবো? সে দিন বাবু জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভা থেকে ফিরে এসে ঠাকুরঝিকে দেখেই অমনি ধরে ওর গালে একটি চুমো খেলেন ; ঠাকুরঝি তো ভাই পালাবার জন্যে ব্যস্ত, তা তিনি বললেন যে—কেন? এতে দোষ কি? সায়েবরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা কল্লেই কি দোষ হয়?

প্রসন্ন। ছি, যাও মেনে, বউ।

নৃত্য। ও মা, ছি! ইংরিজী পড়লে কি লোক এত বেহায়া হয় গা।

হর। আরও শোন্ না, আবার বাবু বলেন কি?—

প্রসন্ন। তোর দাদা মদ খেয়ে কি করে লো?

হর। কেন ভাই, সে জ্ঞানতরঙ্গিণী

সভাতেও যায় না, আর বোনের গায়েও হাত দেয় না, আর যা করুক ; সে যা হউক, ঠাকুরঝি, তুই ভাই তোর দাদাকে নে না কেন? আমি না হয় বাপের বাড়ী গিয়ে থাকি ; তোর ভাতার তো তোকে একবার মনেও করে না। তা নে, তুই ভাই, তোর দাদাকে নে।

প্রসন্ন। হ্যাঁ, আর তুই গিয়ে তোর দাদাকে নে থাক্।

নেপথ্যে। ছোড় দেও হামকো।

নেপথ্যে। তোমার পায়ে পড়ি, দাদাবাবু, এত চেঁচ্য়ে কথা কয়ো না, কত্তা মশায় ঐ ঘরে ভাত খাচ্চেন।

নেপথ্যে। ডেম কত্তা মশায়! আমি কি কারো তক্কা রাখি?

কমলা। ঐ যে ছোট্‌দাদা আসচেন।

নৃত্য। আয়, ভাই, আমরা লুক্‌য়ে একটু তামাসা দেখি।

হর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) না ভাই, আমার আর ওসব ভাল লাগে না। আঃ, সমস্ত রাতটা মুখ থেকে প্যাঁজ আর মদের গন্ধ ভক্ ভক্ কর্‌ব্যে বেরোবে এখন, আর এমন নাক্ ডাকুনি—বোধ করি মরা মানুষও শুন্‌লে জেগে উঠে! ছি!

কমলা। আয় লো আয়। (সকলের গুপ্তভাবে অবস্থিতি।)

নববাবুকে লইয়া বৈদ্যনাথের প্রবেশ

নব। (প্রমত্তভাবে) বোদে—মাই গুড ফেলো—তোকে আমি রিফরম্ কত্যে চাই। তুই বুঝলি?

বোদে। যে আজ্ঞে।

নব। বোদে,—একটা বিয়ার—না, ঐ ব্রাণ্ডি ল্যাও।

বৈদ্য। যে আজ্ঞে, আপনি যেয়ে ঐ বিছানায় বসুন। আমি ব্রাণ্ডি এনে দিচ্ছি। (স্বগত) দাদাবাবু যদি শীঘ্র ঘুমিয়ে না পড়ে, তবেই দেখছি আজ একটা কাণ্ড হবে এখন। কত্তা এঁকে এমন দেখলে কি আর কিছু বাকী রাখবেন।

নব। (শয্যোপরি উপবিষ্ট হইয়া) ল্যাও —ব্রাণ্ডি ল্যাও—জল্‌দি।

বৈদ্য। আজ্ঞে, এই যাই। [প্রস্থান।

নব। (স্বগত) ড্যাম কত্তা—ওল্‌ড ফুল আর কদ্দিন বাঁচবে? আমি প্রাণ থাকতে এ সভা কখনই এবলিশ কর্ত্তে পারবো না। বুড়ো একবার চখ্ বুজলে হয়, তা হলে আর আমাকে কোন্ শালার সাধ্য যে কিছু বলতে পারে? হা, হা, হা, ওন্ট আই এঞ্জয় মিসেল্‌ফ? (উচ্চস্বরে) ল্যাও —মদ ল্যাও।

হর। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কি সর্ব্বনাশ! ওলো ঠাকুরঝি—

প্রসন্ন। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কি?

হর। ঐ দেখচিস্, কত্তা ঠাকরুণের ঘরে ভাত খেতে বসেছেন।

প্রসন্ন। তা আমি কি করবো?

হর। তুই, ভাই, কাছে গিয়ে তোর দাদাকে চুপ্ করতে বল না।

প্রসন্ন। (সভয়ে) ও মা, তা তো ভাই আমি পারবো না।

হর। (সহাস্য বদনে) আঃ, তায় দোষ কি? তুই তো ভাই আর কচি মেয়েটি নোস, যে বেটাছেলের মুখ দেখলে ডরাবি? যা না লা।

নব। ল্যাও—মদ ল্যাও।

হর। ও মা! কি সর্ব্বনাশ! (অগ্রসর হইয়া) কর কি? কর্ত্তা বাড়ীর ভেতরে ভাত খাচ্ছেন, তা জান?

নব। (সচকিতে) এ কি? পয়োধরী যে? আরে এসো, এসো। এ অভাজনকে কি ভাই তুমি এত ভালবাস, যে এর জন্যে ক্লেশ স্বীকার করে এত রাত্রে এই নিকুঞ্জবনে এসেছ—হা, হা, হা, এসো, এসো। (গাত্রোত্থান।)

হর। ও ঠাকুরঝি, কি বক্‌চে বুঝতে পারিস্ ভাই?

প্রসন্ন। (সহাস্য বদনে) ও, ভাই, তোদের কথা, আমি আর ওর কি বুঝবো?

নব। (পরিক্রমণ করিতে করিতে) এসো ভাই, আমি তোমার ডেম্‌ড স্লেভ্। এসো— (ভূতলে পতন।)

হর, প্রসন্ন, ইত্যাদি। (আগ্রসর হইয়া) ও মা, এ কি হলো? (ক্রন্দন।)

নেপথ্যে। কেন, কেন, কি হয়েছে?

গৃহিণীর পুনঃপ্রবেশ

গৃহিণী। (নবকুমারকে অবলোকন করিয়া)

এ কি, এ কি? এ আমার সোনার চাঁদ যে মাটিতে গড়াচ্চে? ও মা, কি হলো? (ক্রন্দন করিতে করিতে) ওঠো বাবা, ওঠো। ও মা, আমার কি হলো! ও মা, আমার কি হলো! ও প্রসন্ন, তুই ওঁকে একবার শীঘ্র ডেকে আন্ তো লা। (প্রসন্নের প্রস্থান।) ও মা, ও মা, আমার কি হলো! (ক্রন্দন।)

নৃত্য। উঃ, জেঠাই মা, দেখ, দাদার মুখ দিয়ে কেমন একটা বদ্‌গন্ধ বেরুচ্ছে।

গৃহিণী। উঁঃ, ছি! তাই তো লো। ও মা, এ কি সর্ব্বনাশ! আমার দুধের বাছাকে কি কেউ বিষ টিষ্ খাইয়ে দিয়েছে না কি? ও মা, আমার কি হবে! (ক্রন্দন।)

প্রসন্নের সহিত কর্ত্তার প্রবেশ

কর্ত্তা। এ কি?

গৃহিণী। এই দেখ, আমার নব কেমন হয়ে পড়েছে। ও মা, আমার কি হবে!

কর্ত্তা। (অবলোকন করিয়া সরোষে) কি সর্ব্বনাশ, রাধে কৃষ্ণ! হা দুরাচার! হা নরাধম! হা কুলাঙ্গার!

গৃহিণী। (সরোষে) এ কি? বুড়ো হলে লোক পাগল হয় না কি? যাও, তুমি আমার সোনার নবকে অমন রুয়্যে বক্‌চো কেন?

কর্ত্তা। (সরোষে) সোনার নব! হ্যাঁ! ওকে যখন প্রসব করেছিলে, তখন নুন খাইয়ে মেরে ফেল্‌তে পার নি?

নব। হিয়র, হিয়র, হুরে।

গৃহিণী। ও মা, আবার কি হলো! এমন এলোমেলো বক্‌চে কেন? ও মা, ছেলেটিকে তো ভূতে টুতে পায় নি।

কর্ত্তা। তোমার কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই? তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্চ না যে লক্ষ্মীছাড়া মাতাল হয়েছে?

নব। হিয়র, হিয়র।

কর্ত্তা। (সরোষে) চুপ্, বেহায়া, তোর কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই?

নব। ড্যাম লজ্জা, মদ্ ল্যাও।

কর্ত্তা। শুন্‌লে তো?

গৃহিণী। ও মা, আমার এ দুধের বাছাকে এ সব্ কে শেখালে গা?

কর্ত্তা। আর শেখাবে কে? এ কল্‌কাতা মহাপাপ নগর—কলির রাজধানী, এখানে কি কোন ভদ্র লোকের বসতি করা উচিত?

গৃহিণী। ও মা, তাই তো, এত কে জানে, মা?

কর্ত্তা। কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করবো! এ লক্ষ্মীছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই। চল, এখন আমরা যাই। এ বানরটা একটু ঘুমুক—

নব। হিয়র, হিয়র, আই সেকেন্ড দি রেজোলুসন।

কর্ত্তা। হায়, আমার বংশেও এমন কুলাঙ্গার জন্মেছিল?

গৃহিণী। ও প্রসন্ন, ও কমলা, ওলো তোরা মা এখানে একটু থেকে আয়।

[কর্ত্তা এবং গৃহিণীর প্রস্থান।

হর। (অগ্রসর হইয়া) ও ঠাকুরঝি, এই ভাই তোর দাদার দশা দেখ্। হায়, এই কল্‌কেতায় যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে তার সীমা নাই। হে বিধাতা! তুমি আমাদের উপর এত বাম হলে কেন?

প্রসন্ন। তা এ আজ আর নতুন দেখিলি না কি? জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতে এই রকম জ্ঞানই হয়ে থাকে।

হর। তা বই আর কি, ভাই? আজকাল কল্‌কেতায় যাঁরা লেখা পড়া শেখেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কেবল এই জ্ঞানটি ভাল জন্মে। তা ভাই দেখ দেখি, এমন স্বামী থাকলেই বা কি আর না থাকলিই বা কি। ঠাকুরঝি! তোকে বলতে কি ভাই, এই সব দেখে শুনে আমার ইচ্ছে করে যে গলায় দড়ি দে মরি। (দীর্ঘনিশ্বাস) ছি, ছি, ছি! (চিন্তা করিয়া) বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সায়েবদের মতন সভ্য হয়েচি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ্ মাস খ্যেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়?—একেই কি বলে সভ্যতা?

যবনিকা পতন

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ

পুরুষ-চরিত্র

ভক্তপ্রসাদ বাবু। পঞ্চানন বাচস্পতি। আনন্দ বাবু। গদাধর। হানিফ গাজি। রাম।

স্ত্রী-চরিত্র

পুঁটি। ফতেমা (হানিফের পত্নী)। ভগী। পঞ্চী।

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পুষ্করিণীতটে বাদামতলা

গদাধর এবং হানিফ্ গাজীর প্রবেশ

হানি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) এবার যে পিরির দরগায় কত ছিন্নি দিছি তা আর বল্‌বো কি। তা ভাই কিছুতেই কিছু হয়ে উঠলো না। দশ ছালা ধানও বাড়ী আন্‌তি পাললাম না—খোদাতালার মর্জ্জি!

গদা। বিষ্টি না হল্যে কি কখনও ধান হয় রে? তা দেখ্ এখন কত্তাবাবু কি করেন।

হানি। আর কি কর্‌বেন? উনি কি আর খাজনা ছাড়বেন?

গদা। তবে তুই কি কর্‌বি?

হানি। আর মোর মাথা কর্‌বো। এখনে মলিই বাঁচি। এবার যদি লাঙ্গলখান্ আর গরু দুটো যায় তা হলি তো আমিও গেলাম। হা আল্লা! বাপ্ দাদার ভিটেটাও কি আখেরে ছাড়তি হলো!

গদা। এই যে কত্তাবাবু এদিকে আস্‌চেন। তা আমিও তোর হয়ে দুই এক কথা বল্‌তে কসুর করব্যো না। দেখ্ কি হয়!

ভক্তবাবুর প্রবেশ

হানি। কত্তাবাবু, সালাম, করি!

ভক্ত। (বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া) হ্যারে হান্‌ফে, তুই বেটা তো ভারি বজ্জাত্। তুই খাজনা দিস্ নে কেন রে, বল্ তো? (মালা জপন।)

হানি। আগ্যে কত্তা, এবারহার ফসলের হাল আপনি তো সব ওয়াকিফ্ হয়েচেন।[১]

ভক্ত। তোদের ফসল হৌক আর না হৌক তাতে আমার কি বয়ে গেল।

হানি। আগ্যে, আপনি হচ্যেন কত্তা—

ভক্ত। মর্ বেটা, কোম্পানীর সরকার তো আমাকে ছাড়বে না। তা এখন বল্—খাজনা দিবি কি না।

হানি। কত্তাবাবু, বন্দা অনেক কল্যে রাইওৎ, এখানে আপনি আমার উপর মেহেরবানি না কল্যি আমি আর যাবো কনে। আমি এখনে বারোটি গোণ্ডা পয়সা ছাড়া আর এক কড়াও দিতি পারি না।

ভক্ত। তুই বেটা তো কম বজ্জাত্ নস্ রে। তোর ঠেঁয়ে এগারো সিকে পাওয়া যাবে, তুই এখন্ তাতে কেবল তিন সিকে দিতে চাস্। গদা—

গদা। আজ্ঞেএএএ।

ভক্ত। এ পাজি বেটাকে ধরে নে যেয়ে জমাদারের জিম্মে করে দে আয় তো।

গদা। যে আজ্ঞে। (হানিফের প্রতি) চল্ রে।

হানি। কত্তাবাবু, আমি বড় কাঙ্গাল রাইওৎ! আপনার খায়ে পরেই মানুষ হইছি, এখনে আর যাবো কনে?

ভক্ত। নে যা না— আবার দাঁড়াস্ কেন?

গদা। চল্ না।

হানি। দোয়াই কত্তার, দোয়াই জমীদারের। (গদার প্রতি জনান্তিকে) তুই ভাই আমার হয়ে দুএট্টা কথা বল্ না কেন?

গদা। আচ্ছা। তবে তুই একটু সরে দাঁড়া। (ভক্তের প্রতি জনান্তিকে) কত্তাবাবু—

১. ওয়াকিফ — অবগত। আরবী শব্দ।

ভক্ত। কি রে—

গদা। আপনি হানফেকে এবারকার মতন মাফ্ করুন।

ভক্ত। কেন?

গদা। ও বেটা এবার যে ছুঁড়ীকে নিকে করেছে তাকে কি আপনি দেখেছেন?

ভক্ত। না।

গদা। মশায়, তার রূপের কথা আর কি বল্বো বয়েস বছর উনিশ, এখনও ছেলে পিলে হয়নি, আর রঙ যেন কাঁচা সোণা।

ভক্ত। (মালা শীঘ্র জপিতে জপিতে) অ্যাঁ, অ্যাঁ, বলিস্ কি রে?

গদা। আজ্ঞে, আপনার কাছে কি আর মিথ্যে বল্‌চি? আপনি তাকে দেখ্‌তে চান্ তো বলুন।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান মাগীদের মুখ দিয়ে যে প্যাঁজের গন্ধ ভক্‌ভক্ করে বেরোয় তা মনে হল্যে বমি এসে।

গদা। কত্তাবাবু, সে তেমন নয়।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান! যবন! ম্লেচ্ছ! পরকালটাও কি নষ্ট করবো?

গদা। মশায়, মুসলমান হলো তো বয়ে গেল কি? আপনি না আমাকে কত বার বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের মেয়েদের নিয়ে কেলি কত্যেন।

ভক্ত। দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হাঁ, স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে ;বড় সুন্দরী বটে, আঁ? আচ্ছা ডাক, হান্‌ফেকে ডাক।

গদা। ও হানিফ্, এদিকে আয়।

হানি। অ্যাঁ, কি?

ভক্ত। ভাল, আমি যদি আজ তিন সিকে নিয়ে তোকে ছেড়ে দি, তবে তুই বাদ্‌বাকি টাকা কবে দিবি বল্ দেখি?

হানি। কত্তামশায়, আল্লাতালা চায় তো মাস দ্যাড়েকের বিচেই দিতি পারবো।

ভক্ত। আচ্ছা, তবে পয়সাগুলো দেওয়ান্‌জীকে দে গে।

হানি। (সহর্ষে) য্যাগ্যে কত্তা, (স্বগত) বাঁচ্‌লাম! বারো গন্ডা পয়সা তো গাঁটি আছে, আর আট সিকে কাছায় বান্ধ্যে আনেছি, যদি বড় পেড়াপিড়ি কত্তো তা হলি সব দিয়ে ফ্যালতাম্। (প্রকাশে) সালাম কত্তা।

—প্রস্থান।

ভক্ত। ওরে গদা

গদা। আজ্ঞেএএএ।

ভক্ত। এ ছুঁড়ীকে তো হাত কত্যে পারবি?

গধা। আজ্ঞে, তার ভাবনা কি? গোটা কুড়িক্ টাকা খরচ কল্যে—

ভক্ত। কু-ড়ি-টা-কা! বলিস্ কি?

গদা। আজ্ঞে এর কম হবে না, বরঞ্চ জেয়াদা নাগলেও নাগদে পারে, হাজারো হোক ছুঁড়ী বউমানুষ কি না।

ভক্ত। আচ্ছা, আমি যখন বৈটকখানায় যাবো তখন আসিস্, টাকা দেওয়া যাবে।

গদা। যে আজ্ঞে।

ভর্ক্ত। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে? বাচস্পতি না?

বাচস্পতির প্রবেশ

কে ও? বাচস্পতি দাদা যে। প্রণাম। এ কি?

বাচ। আর দুঃখের কথা কি বলবো, এত দিনের পর মা ঠাকুরুণের পরলোক হয়েছে। (রোদন।)

ভক্ত। বল কি? তা এ কবে হলো?

বাচ। অদ্য চতুর্থ দিবস।

ভক্ত। হয়েছিল কি?

বাচ। এমন কিছু নয়, তবে কি না বড় প্রাচীন হয়েছিলেন।

ভক্ত। প্রভো, তোমারই ইচ্ছা! এ বিষয়ে ভাই আক্ষেপ করা বৃথা।

বাচ। তা সত্য বটে তবে এক্ষণে আমি এ দায় হতে যাতে মুক্ত হই তা আপনাকে কত্যে হবে। যে কিঞ্চিৎ ব্রহ্মাত্র ভূমি ছিল, তা তো আপনার বাগানের মধ্যে পড়াতে বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ভক্ত। আরে, যা হয়ে বয়ে গিয়েছে সে কথা আর কেন?

বাচ। না, সে তো গিয়েইছে "গতস্য শোচনা নাস্তি" সে তো এমনেও নেই অমনেও নেই, তবে কি না আপনার অনেক ভরসা করে

থাকি, তা যাতে এ দায় হতে উদ্ধার হতে পারি, তা আপনাকে অবশ্যই করতে হবে।

ভক্ত। আমার ভাই এ নিতান্ত কুসময়, অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় বিশ হাজার টাকা খাজনা দাখিল কত্যে হবে।

বাচ। আপনার এ রাজসংসার। মা কমলার কৃপায় আপনার অপ্রতুল কিসের? কিঞ্চিৎ কটাক্ষ কল্যে আমার মত সহস্র লোক কত দায় হতে উদ্ধার হয়।

ভক্ত। আমি যে এ সময়ে ভাই তোমার কিছু উপকার করে উঠি, এমন তো আমার কোন মতেই বোধ হয় না। তা তুমি ভাই অন্যত্তরে চেষ্টা কর। দেখি, এর পরে যদি কিছু কত্যে পারি।

বাচ। বাবুজী, আপনি হচ্যেন ভূস্বামী, রাজা; আপনার সম্মুখে তো আর অধিক কিছু বলা যায় না; তা আপনার যা বিবেচনা হয় তাই করুন্। (দীর্ঘনিশ্বাস) এক্ষণে আমি তবে বিদায় হল্যেম।

ভক্ত। প্রণাম।

[বাচস্পতির প্রস্থান।

আঃ, এই বেটারাই আমাকে দেখ্ছি ডুবুলে। কেবল দাও! দাও! দাও! বই আর কথা নাই। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞেএএ।

ভক্ত। ছুঁড়ী দেখ্তে খুব ভাল তো রে!

গদা। কত্তামশায়, আপনার সেই ইচ্ছেকে মনে পড়ে তো!

ভক্ত। কোন্ ইচ্ছে?

গদা। আজ্ঞে ঐ যে ভট্চাজ্যিদেরমেয়ে। আপনি যাকে—(অর্দ্ধোক্তি)—তার পরে যে বেরিয়ে গিয়ে কসবায় ছিল।

ভক্ত। হাঁ! হাঁ! ছুঁড়ীটে দেখ্তে ছিল ভাল বটে (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধে কৃষ্ণ! প্রভো তুমিই সত্য। তা সে ইচ্ছের এখন কি হয়েছে রে?

গদা। আজ্ঞে সে এখন বাজারে হয়ে পড়েছে। হান্ফের মাগ তার চাইতেও দেখ্তে ভাল।

ভক্ত। বলিস্ কি! অ্যাঁ? আজ রাত্রে ঠিক্ঠাক্ কত্যে পার্বি তো?

গদা। আজ্ঞে, আজ না হয় কাল পরশুর মধ্যে করে দেব।

ভক্ত। দেখ্, টাকার ভয় করিস্ না। যত খরচ লাগে আমি দেব।

গদা। যে আজ্ঞে। (স্বগত) কত্তাটি এমনি খেপে উঠলিই তো আমরা বাঁচি,—গো মড়কেই মুচির পার্ব্বণ।

ভক্ত। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও—কে ও রে?

গদা। আজ্ঞে, ও ভগী আর তার মেয়ে পাঁচি। জল আন্তে আস্চে।

ভক্ত। কোন্ ভগী রে?

গদা। আজ্ঞে, পীতেম্বরে তেলীর মাগ।

ভক্ত। ঐ কি পীতাম্বরের মেয়ে পঞ্চী? এ যে গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে।

গদা। আজ্ঞে, ও আজ দুদিন হলো শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে।

ভক্ত। (স্বগত) "মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া। অদ্যপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া।।"[২] আহা! "কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে। শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে।।"[২]

গদা। (স্বগত) আবার ভাব লাগলো দেখচি। বুড়ো হলে লোভান্তি হয়; কোন ভালমন্দ জিনিস সাম্নে দিয়ে গেলে আর রক্ষে থাকে না।

ভক্ত। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞেএএ।

ভক্ত। এদিকে কিছু কত্যে টত্যে পারিস?

গদা। আজ্ঞে, ও বড় সহজ কথা নয়। ওর বড়মানুষের ঘরে বিয়ে হয়েছে শুনেছি।

কলসী লইয়া ভগী এবং পঞ্চীর প্রবেশ

ভক্ত। ওগো বড়বউ, এ মেয়েটি কে গা?

ভগী। সে কি কত্তাবাবু? আপনি আমার পাঁচিকে চিন্তে পারেন না?

ভক্ত. এই কি তোমার সেই পাঁচি? আহা, ভাল ভাল, মেয়েটি বেঁচে থাকুক্। তা এর বিয়ে হয়েছে কোথায়?

২. কবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের বিদ্যার রূপবর্ণনার অনুরূপ।

ভগী। আজ্ঞে খানাকুল কৃষ্ণনগরে পালেদের বাড়ী।

ভক্ত। হাঁ, হাঁ তারা খুব বড়মানুষ বটে। তা জামাইটি কেমন গা?

ভগী। (সগর্ব্বে) আজ্ঞে, জামাইটি দেখ্‌তে বড় ভাল। আর কল্‌কেতায় থেকে লেখা পড়া শেখে। শুনেছি যে লাট সাহেব তারে নাকি বড় ভালবাসেন, আর বছর২ এক একখানা বই দিয়ে থাকেন।

ভক্ত। তবে জামাইটি কল্‌কেতাতেই থাকে বটে?

ভগী। আজ্ঞে হাঁ। মেয়েটিকে যে এবার মশায় কত করে এনেছি তার আর কি বল্‌বো। বড় ঘরে মেয়ে দিলে এই দশাই ঘটে।

ভক্ত। হাঁ, তা সত্য বটে। (স্বগত) ছুঁড়ীর নবযৌবনকাল উপস্থিত, তাতে আবার স্বামী থাকে বিদেশে। এতেও যদি কিছু না কত্যে পারি তবে আর কিসে পারবো। (প্রকাশে) ও পাঁচি, একবার নিকটে আয় তো তোকে ভাল করে দেখি। সেই তোকে ছোটটি দেখেছিলেম, এখন তুই আবার ডাগর ডোগরটি হয়ে উঠেছিস্‌।

ভগী। যা না মা, ভয় কি? কত্তাবাবুকে গিয়ে দন্ডবৎ কর, বাবু যে তোর জেঠা হন।

পঞ্চী। (অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া স্বগত) ও মা! এ বুড় মিন্‌সে তো কম নয় গা। এ কি আমাকে খেয়ে ফেল্‌তে চায় না কি? ও মা, ছি! ও কি গো? এ যে কেবল আমার বুকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে? মর্‌।

ভক্ত। (স্বগত) "শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে।" আহাহা!

ভগী। আপনি কি বল্‌ছেন?

ভক্ত। না। এমন কিছু নয়। বলি মেয়েটি এখানে কদ্দিন থাক্‌বে।

ভগী। ওর এখানে এক মাস থাকবার কথা আছে।

ভক্ত। (স্বগত) তা হলেই হয়েছে। ধনঞ্জয় অষ্টাদশ দিনে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমরে বধ করেন,আমি কি আর এক মাসে একটা তেলীর মেয়েকে বশ কত্যে পারবো না? (প্রকাশে) কৃষ্ণ হে তোমার ইচ্ছে।

ভগী। কত্তাবাবু! আপনি কি বল্‌ছেন?

ভক্ত। বলি, পীতাম্বর ভায়া আজ কোথায়?

ভগী। সে নুনের জন্যে কেশবপুরের হাটে গেছে।

ভক্ত। আসবে কবে?

ভগী। আজ্ঞে চার পাঁচ দিনের মধ্যে আস্‌বে. বলে গেছে। কত্তাবাবু, এখন আমরা তবে ঘাটে জল আনতে যাই।

ভক্ত। হাঁ, এসো গে?

ভগী। আয় মা, আয়।

[ভগী এবং পঞ্চীর প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) পীতেম্বরে না আসতে২ এ কর্ম্মটা সার্‌তে পার্‌লে হয়। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আহা! ছুঁড়ী কি সুন্দরী। কবিরা যে নবযৌবনা স্ত্রীলোককে মরালগামিনী বলে বর্ণনা করেন, সে কিছু মিথ্যা নয়। (প্রকাশে) ও গদা—

গদা। আজ্ঞে। (স্বগত) এই আবার সাল্যে দেখ্‌চি।

ভক্ত। কাছে আয় না। দেখ্‌, এ বিষয়ে কিছু কত্যে পারিস্‌?

গদা। কত্তামশায়! এ আমার কর্ম্ম নয়। তবে যদি আমার পিসী পারে তা বলতে পারি নে।

ভক্ত। তবে যা দৌড়ে গিয়ে তোর পিসীকে এসব কথা বল্‌গে। আর দেখ, এতে যত টাকা লাগে আমি দেবো।

গদা। যে আজ্ঞে, তবে আমি যাই। (গমন করিতে২) কত্তা আজকে কল্পতরু, তা দেখি গদার কপালে কি ফলে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। আহা, ছুঁড়ীর কি চমৎকার রূপ গা, আর একটু ছেনালিও আছে। তা দেখি কি হয়।

চাকরের গাড়ু গামছা লইয়া প্রবেশ

এখন যাই, সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় উপস্থিত হলো। (গাত্রোত্থান করিয়া) দীনবন্ধো! তুমিই যা কর। আঃ, এ ছুঁড়ীকে যদি হাত কত্যে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

হানিফ্ গাজীর নিকেতন-সম্মুখ

হানিফ্ এবং ফতেমার প্রবেশ

হানি। বলিস্ কি? পঞ্চাশ টাকা?

ফতে। মুই কি আর ঝুঁট কথা বল্‌ছি।

হানি। (সরোষে) এমন গরুখোর হারামজাদা কি হেঁদুদের বিচে[৩] আর দুজন আছে? শালা রাইওৎ বেচারীগো জানে মার্‌ন্যে, তাগোর সব লুটে লিয়ে, তার পর এই করে। আচ্ছা দেখি, এ কুম্পানির মুলুকে এনছাফ[৪] আছে কি না। বেটা কাফেরকে আমি গোরু খাওয়ায়ে তবে ছাড়বো। বেটার এত বড় মক্‌দুর[৫]। আমি গরিব হলাম বল্যে বয়ে গেলো কি? আমার বাপ দাদা নওয়াবের সরকারে চাকুরী করেছে আর মোর বুন কখনো বারয়ে গিয়ে তো কসবগিরি[৬] করে নি। শালা—

ফতে। আরে মিছে গোসা কর কেন? ঐ দেখ, যে কুটনী মাগীকে মোর কাছে পেট্‌য়েছ্যাল, সে ফের এই দিগে আসতেচে।

হানি। গস্তানীর মাথাটা ভাঙ্‌তি পাত্তাম, তা হলি গা-টা ঠাণ্ডা হতো।

ফতে। চল, মোরা একটু তফাতে দাঁড়াই, দেখি মাগী আস্যে কি করে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পুঁটির প্রবেশ

পুঁটি। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) থু, থু। পাতিনেড়ে বেটাদের বাড়ীতেও আসতে গা বমি বমি করে। থু, থু। কুঁকড়র পাখা, প্যাঁজের খোসা। থু, থু। তা করি কি? ভক্তবাবু কি এ কর্ম্মে কখনও ক্ষান্ত হবে। এত যে বুড়, তবু আজো যেন রস উতলে পড়ে। আজ না হবে তো ত্রিশ বচ্ছর ওর কম্ম কচ্ছি, এতে যে কত কুলের ঝি বউ, কত রাঁড়, কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি তার ঠিকানা নাই। (সহাস্য বদনে) বাবু এদিকে আবার পরম বৈষ্টব, মালা ঠকঠকিয়ে বেড়ান্—ফি সোমবারে হবিষ্যি করেন—আ মরি, কি নিষ্ঠে গা। (চিন্তা করিয়া) সে যাক্ মেনে, দেখি এখন এ মাগীকে পারি কি না। পীতেম্বরে তেলীর মেয়েকে এসব কথা বলতে ভয় পায়। সে তো আর দুঃখী কাঙ্গালের বউ নয় যে দুই চার টাকা দেখ্‌লে নেচে উঠ্‌বে। আর ভক্তবাবুর যদি যুবকাল থাকতো তা হলেও ক্ষতি ছিলো না। ছুঁড়ী যদি নারাজ হয়ে রাগ্‌তো তা হল্যে নয় কথাটা ঠাট্টা করেই উড়য়ে দিতেম। তা দেখি, এখানে কি হয়। (উচ্চৈঃস্বরে) ও ফতি! তুই বাড়ী আছিস্?

নেপথ্যে। ও কে ও?

পুঁটি। আমি, একবার বেরো তো।

ফতেমার প্রবেশ

ফতে। পুঁটি দিদি যে, কি খবর?

পুঁটি। হানিফ্ কোথায়?

ফতে। সে ক্ষেতে লাঙ্গল দিতি গেছে।

পুঁটি। (স্বগত) আপদ্ গেছে। মিন্‌সে যেন যমের দূত। (প্রকাশে) ও ফতি, তুই এখন বলিস্ কি ভাই?

ফতে। কি বলবো?

পুঁটি। আর কি বলবি? সোণার খাবি, সোণার পরবি, না এখানে বাঁদী হয়ে থাক্‌বি?

ফতে। তা ভাই যার যেমন নসিব্[৭]। তুই মোকে জওয়ান[৮] খসম্[৯] ছেড়ে একটা বুড়র কাছে যাতি বলিস্, তা সে বুড় মলি ভাই আমার কি হবে?

পুঁটি। আঃ! ও সব কপালের কথা, ও সব কথা ভাবতে গেলে কি কাজ চলে? এই দেখ্ পঁচিশটে টাকা এনেছি। যদি এ কম্ম করিস্ তো বল্, টাকা—দি; আর না করিস্ তো তাও বল্, আমি চল্‌লেম।

ফতে। দাঁড়া ভাই, একটু সবুর কর না কেন।

পুঁটি। তুই যদি ভাই আমার কথা শুনিস্ তবে তোর আর দেরি করে কাজ নেই।

ফতে। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা ভাই, দে টাকা দে।

৩. মধ্যে। ৪. ন্যায়বিচার। ৫. দুঃসাহস। ৬. বেশ্যাবৃত্তি। ৭. অদৃষ্ট। ৮. যুবক। ৯. স্বামী।

পুঁটি। দেখিস্ ভাই, শেষে যেন গোল না হয়।

ফতে। তার জন্যে ভয় কি? আমি সাঁজের বেলা তোদের বাড়ীতে যাব এখন্। দে, টাকা দে। তা ভাই, এ কথা তো কেউ মালুম্[১০] কত্যি পারবে না?

পুঁটি। কি সর্ব্বনাশ! তাও কি হয়। আর এ কথা লোকে টের পেলে আমাদের যত লাজ তোর তো তত নয়। আমরা হল্যেম হিঁদু, তুই হলি নেড়েদের মেয়ে, তোদের তো আর কুলমান নাই, তোরা রাঁড় হল্যে আবার বিয়ে করিস্।

ফতে। (সহাস্য বদনে) মোরা রাড় হল্যি নিকা করি, তোরা ভাই কি করিস্ বল্ দেখি। সে যা হৌক মেনে[১১] এখন দে, টাকা দে।

পুঁটি। এই নে?

ফতে। (টাকা গণনা করিয়া) এ যে কেবল এক কম পাঁচ গণ্ডা টাকা হলো।

পুঁটি। ছ টাকা ভাই আমার দুস্তুরি।

ফতে। না, না, তা হবে না, তুই ভাই দু টাকা নে।

পুঁটি। না ভাই, আমাকে না হয় চারটে টাকা দে।

ফতে। আচ্ছা, তবে তুই বাকি দুটো টাকা ফিরিয়ে দে।

পুঁটি। এই নে—আর দেখ্, তুই সাঁজের বেলা ঐ আঁব—বাগানে যাস্, তার পরে আমি এসে তোকে নে যাবো।

ফতে। আচ্ছা, তুই তবে এখন যা।

পুঁটি। দেখ্ ভাই, এ কম মানুষের টাকা নয়, এ টাকা বজ্জাতি করে হজম করা তোর আমার কম্ম নয়, তা এখন আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

হানিফের পুনঃপ্রবেশ

হানি। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সরোষে) হারামজাদীর মাথাটা ভাঙ্গি, তা হল্যি গা জুড়য়। হা আল্লা, এ কাফের শালা কি মুসলমানের ইজ্জত্ মাত্যি চায়। দেখিস্ ফতি, যা কয়ে দিচ্ছি, যেন ইয়াদ্[১২] থাকে, আর তুই সম্‌ঝে[১৩] চলিস্; বেটা বড় কাফের, যেন গায়টায় হাত না দিতি পায়।

ফতে। তার জন্যি কিছু ভাবতি হবে না। ঐ দেখ, এদিকে কেটা আস্‌তেচে, আমি পালাই।

[প্রস্থান।

বাচস্পতির প্রবেশ

বাচ। (স্বগত) অনেক কাষ্ঠের দেখ্‌ছি আবশ্যক হবে, তা ঐ প্রাচীন তেঁতুলগাছটাই কাটা যাউক না কেন? আহা! বাল্যাবস্থায় যে ঐ বৃক্ষমূলে কত ক্রীড়া করেছি তা স্মরণপথারূঢ় হল্যে মনটা চঞ্চল হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) দূর হোক, ও সব কথা আর এখন ভাবলে কি হবে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও হানিফ গাজী।

হানি। আগ্যে, কি বল্‌চো?

বাচ। ওরে দেখ্, একটা তেঁতুলগাছ কাট্‌তে হবে, তা তুই পারবি?

হানি। পারবো না কেন?

বাচ। তবে তোর কুড়ালিখানা নে আমার সঙ্গে আয়।

হানি। ঠাকুর, কত্তাবাবু এই ছ্রাদের জন্যি তোমাকে কি দেছে গা?

বাচ। আরে ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস্? যে বিঘে কুড়িক ব্রহ্মত্র ছিল তা তো তিনি কেড়ে নিয়েছেন, আর এই দায়ের সময় গিয়ে জানালেম, তা তিনি বল্যেন যে এখন আমার বড় কুসময়, আমি কিছু দিতে পার্ব্যো না; তার পরে কত করে বল্যে কয়ে পাঁচটি টাকা বার করেছি। (দীর্ঘনিশ্বাস) সকলি কপালে করে!

হানি। (চিন্তা করিয়া) ঠাকুর, একবার এদিকে আসো তো, তোমার সাথে মোর থোড়া[১৪] বাৎ চিত্[১৫] আছে।

বাচ। কি বাৎ চিত্, এখানেই বল্ না কেন?

১০. জানা বা অনুভব করা। ১১. সে যাই হোক্। ১২. স্মরণ। ১৩. বিবেচনা করে, সতর্ক হয়ে। ১৪. কিছু। ১৫. কথাবার্তা।

হানি। আগ্যে না, একবার ঐদিকে যাতি হবে।

বাচ। তবে চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

ফতেমার এবং পুঁটির পুনঃপ্রবেশ

পুঁটি। না ভাই, ও আঁব-বাগানে হলো না।

ফতে। তবে তুই ভাই মোকে কোথায় নিয়ে যেতে চাস্ তা বল্?

পুঁটি। দেখ্, ঐ যে পুখুরের ধারে ভাঙ্গা শিবের মন্দির আছে, সেইখানে তোকে যেতে হবে, তা তুই রাত্ চার ঘড়ীর সময় ঐ গাছতলায় দাঁড়াস্, তার পরে আমি এসে যা কত্যে হয় করে কম্মে দেবো।

ফতে। আচ্ছা, তবে তুই যা দেখিস্ ভাই এ কথা যেন কেউ টের না পায়।

পুঁটি। ওলো, তুই কি কায়েত না বামণের মেয়ে যে তোর এতো ভয় লো?

ফতে। আমি যা হই ভাই, আমার আদ্‌মি[১৬] এ কথা টের পাল্যি আমাগো দুজনকেই গলা টিপে মেরে ফেলাবে।

পুঁটি। (সত্রাসে) সে সত্তি কথা। উঃ! বেটা যেন ঠিক্ যমদূত। তবে আমি এখন যাই।

[প্রস্থান।

ফতে। (স্বগত) দেখি, আজ রাত্তির বেলা কি তামাশা হয়; এখন যাই, খানা পাকাই গে।

[প্রস্থান।

বাচস্পতি এবং হানিফের পুনঃপ্রবেশ

বাচ। শিব! শিব! এ বয়সেও এতো? আর তাতে আবার যবনী। রাম বলো! কলিদেব এত দিনেই যথার্থরূপে এ ভারতভূমিতে আবির্ভূত হলেন। হানিফ্, দেখ্, যে কথা বল্যেম তাতে যেন খুব সতর্ক থাকিস। এতে দেখ্‌ছি আমাদের উভয়েরই উপকার হত্যে পারবে।

হানি। য্যাগ্যে, তার জন্যি ভাবতি হবে না।

বাচ। এখন চল্। তোর কুড়ালি কোথায়?

হানি। কুরুল্‌খানা বুঝি ক্ষেতে পড়ে আছে। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ভক্তপ্রসাদ বাবুর বৈটকখানা

ভক্তবাবু আসীন

ভক্ত। (স্বগত) আঃ! বেলাটা কি আজ আর ফুরবে না? (হাই তুলিয়া) দীনবন্ধো! তোমারই ইচ্ছা। পুঁটি বলে যে পঞ্চী ছুঁড়ীকে পাওয়া দুষ্কর, কি দুঃখের বিষয়! এমন কনকপদ্মটি তুলতে পাল্‌লেম না হে! সসাগরা পৃথিবীকে জয় কর্য্যে পার্থ কি অবশেষে প্রমীলার[১৭] হস্তে পরাভূত হল্যেন। যা হৌক, এখন যে হান্‌ফের মাগ্‌টাকে পাওয়া গেছে এও একটা আহ্লাদের বিষয় বটে। ছুঁড়ী দেখতে মন্দ নয়, বয়স অল্প, আর নব-যৌবনমদে একবারে যেন ঢলে ঢলে পড়ে। শাস্ত্রে বলেছে যে যৌবনে কুক্কুরীও ধন্য! (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) ইঃ! এখনও না হবে তো প্রায় দুই তিন দন্ড বেলা আছে। কি উৎপাত!

আনন্দ বাবুর প্রবেশ

কে ও, আনন্দ নাকি? এসো বাপু এসো, বাড়ী এসেছো কবে?

আন। (প্রণাম ও উপবেশন করিয়া) আজ্ঞে, কাল রাত্রে এসে পৌঁছেছি।

ভক্ত। তবে[১৮] কি সংবাদ, বল দেখি শুনি।

আন। আজ্ঞে, সকলই সুসংবাদ। অনেক দিন বাড়ী আসা হয় নি বল্যে মাস খানেকের ছুটি নিয়ে এসেছি।

১৬. মানুষ। স্বামী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ১৭. মহাভারতে অশ্বমেধপর্ব্বের প্রসঙ্গ। ১৮. মধুসূদনের 'তবে' শব্দ ব্যবহারের মুদ্রাদোষ এখান থেকে কমে এসেছে।

ভক্ত। তা বেশ করেছো। আমার অম্বিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

আন। আজ্ঞে, অম্বিকার সঙ্গে কল্‌কেতায় তো আমার প্রায় রোজই সাক্ষাৎ হয়।

ভক্ত। কেন? তুমি না পাথুরেঘাটায় থাক?

আন। আজ্ঞে, থাক্‌তেম বটে, কিন্তু এখন উঠে এসে খিদিরপুরে বাসা করেছি।

ভক্ত। অম্বিকার লেখাপড়া হচ্যে কেমন?

আন। জেঠা মহাশয়, এমন ক্লেবর্ ছোকরা তো হিন্দু কালেজে আর দুটি নাই।

ভক্ত। এমন কি ছোকরা বল্‌লে বাপু?

আন। আজ্ঞে, ক্লেবর্, অর্থাৎ সুচতুর—মেধাবী।

ভক্ত। হাঁ! হাঁ! ও তোমাদের ইংরাজী কথা বটে? ও সকল, বাপু, আমাদের কানে ভাল লাগে না। জহীন্ কিম্বা চালাক্ বল্‌লে আমরা বুঝতে পারি। ভাল, আনন্দ! তুমি বাপু অতি শিষ্ট ছেলে, তা বল দেখি, অম্বিকা তো কোন অধর্ম্মাচরণ শিখ্‌ছে না।

আন। আজ্ঞে, অধর্ম্মাচরণ কি?

ভক্ত। এই দেব ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল খ্রীষ্টিয়ানি মত—

আন। আজ্ঞে, এ সকল কথা আমি আপনাকে বিশেষ করে বল্‌তে পারি না।

ভক্ত। আমার বোধ হয় অম্বিকাপ্রসাদ কখনই এমন কুকর্ম্মাচারী হবে না—সে আমার ছেলে কি না। প্রভো! তুমিই সত্য! ভাল, আমি শুনেছি যে কল্‌কেতায় না কি সব একাকার হয়ে যাচ্ছে? কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত্ত, সোণারবেণে, কপালী, তাঁতী, জোলা, তেলী, কলু, সকলই না কি একত্রে উঠে বসে, আর খাওয়া দাওয়াও করে? বাপু, এ সকল কি সত্য?

আন। আজ্ঞে, বড় যে মিথ্যা তাও নয়।

ভক্ত। কি সর্ব্বনাশ! হিন্দুয়ানির মর্য্যাদা দেখ্‌চি আর কোন প্রকারেই রৈলো না। আর রৈবেই বা কেমন করে? কলির প্রতাপ দিন দিন বাড়ছে বই তো নয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধে কৃষ্ণ!

গদাধরের প্রবেশ

কেও?

গদা। আজ্ঞে, আমি গদা। (এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান।)

ভক্ত। (ইসারা।)

গদা। (ঐ)

ভক্ত। (স্বগত) ইঃ, আজ কি সন্ধ্যা হবে না না কি। (প্রকাশে) ভাল, আনন্দ! শুনেছি—কল্‌কেতায় না কি বড় বড় হিন্দু সকল মুসলমান বাবুর্চী রাখে?

আন। আজ্ঞে, কেউ কেউ শুনেছি রাখে বটে।

ভক্ত। থু! থু! বল কি? হিন্দু হয়ে নেড়ের ভাত খায়? রাম! রাম! থু! থু।

গদা। (স্বগত) নেড়েদের ভাত খেলে জাত যায়, কিন্তু তাদের মেয়েদের নিলে কিছু হয় না। বাঃ! বাঃ! কত্তাবাবুর কি বুদ্ধি!

ভক্ত। অম্বিকাকে দেখ্‌চি আর বিস্তর দিন কল্‌কেতায় রাখা হবে না।

আন। আজ্ঞে, এখন অম্বিকাকে কালেজ থেকে ছাড়ান কোন মতেই উচিত হয় না।

ভক্ত। বল কি বাপু? এর পরে কি ইংরাজী শিখে আপনার কুলে কলঙ্ক দেবে? আর "মরা গরুতেও কি ঘাস খায়" এই বলে কি পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধটাও লোপ কর্‌বে?

নেপথ্যে। (শংখ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল ইত্যাদি।)

ভক্ত। এসো, বাপু, ঠাকুরদর্শন করি গে।

আন। যে আজ্ঞে, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

গদা। (স্বগত) এখন বাবুরা তো গেলো। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) দেখি একটু আরাম করি। (গদির উপর উপবেশন।) বাঃ! কি নরম বিছানা গা। এর উপরে বসলিই গা-টা যেন ঘুম ঘুম কত্যে থাকে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও রাম।

নেপথ্যে। কে ও?

গদা। আমি গদাধর। ও রাম, বলি এক ছিলিম অম্বুরী তামাক টামাক খাওয়া না।

নেপথ্যে। রোস, খাওয়াচ্চি।

গদা। (তাকিয়ায় ঠেস দিয়া স্বগত) আহা, কি আরামের জিনিস। এই বাবু বেটারাই মজা

করে নিলে। যারা ভাতের সঙ্গে বাটি বাটি ঘি আর দুদ্ খায়, আর এমনি বালিশের উপর ঠেস দিয়ে বসে তাদের কত্তে সুখী কি আর আছে?

তামাক লইয়া রামের প্রবেশ

রাম। ও কি ও? তুই যে আবার ওখানে বসিছিস্?

গদা। একবার ভাই বাবুগিরি করে জন্মটা সফল করে নি। দে, হুঁকটা দে। কত্তাবাবুর ফর্‌সিটে আনতিস্ তো আরও মজা হতো। (হুঁকা গ্রহণ।)

রাম। হা! হা! হা! তুই বাবুদের মতন্ তামাক খেতে কোথায় শিখ্‌লি রে? এ যে ছাতারের নেত্য! হা! হা! হা!

গদা। হা! হা! হা! তুই ভাই একবার আমার গা-টা টেপ্ তো।

রাম। মর্ শালা, আমি কি তোর চাকোর? হা! হা! হা!

গদা। তোর পায় পড়ি ভাই, আয় না। আচ্ছা, তুই একবার আমার গা টিপে দে, আমি নৈলে আবার তোর গা টিপে দেব এখন।

রাম। হা! হা! হা! আচ্ছা, তবে আয়।

গদা। রোস্, হুঁকটা আগে রেখে দি। এখন আয়।

রাম। (গাত্র টেপন।)

গদা। হা! হা! হা! মর্, অমন্ করে কি টিপ্‌তে হয়?

রাম। কেমন্, এখন ভাল লাগে তো! হা! হা! হা!

গদা। আজ ভাই ভারি মজা কল্যেম, হা! হা! হা!।

রাম। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) পালা রে পালা, ঐ দেখ কত্তাবাবু আস্‌চে।

হুঁকা লইয়া হাসিতে২ বেগে প্রস্থান।

গদা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) বুড় বেটা এমন সময়ে এসে সব নষ্ট কল্যে। ইস্! আজ বুড়র ঠাট্ দেখলে হাসি পায়! শান্তিপুরে ধুতি, জামদানের মেরজাই, ঢাকাই চাদোর, জরির জুতো, আবার মাথায় তাজ। হা! হা! হা!

ভক্তবাবুর পুনঃপ্রবেশ

ভক্ত। ও গদা।

গদা। আজ্ঞেএএএ।

ভক্ত। ওরা কি এসেছে বোধহয়?

গদা। আজ্ঞে, এতক্ষণে এসে থাক্‌তে পারবে, আপনি আসুন।

ভক্ত। যা তুই আগে যেয়ে দেখে আয় গে।

গদা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) এই তাজ্‌টা মাথায় দেওয়া ভালই হয়েছে। নেড়ে মাগীরা এই সকল ভালবাসে ; আর এতে এই একটা আরও উপকার হচ্যে যে টিকিটা ঢাকা পড়েছে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও রামা—

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

ভক্ত। আমার হাতবাক্সটা আর আরসিখানা আন্ তো। (স্বগত) দেখি, একটু আতর গায় দি। নেড়েরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা আতরের খোস্‌বু[১৯] বড় পছন্দ করে, আর ছোট শিশিটাও টেঁকে করে সঙ্গে নে যাই। কি জানি যদি মাগীর গায়ে প্যাঁজের গন্ধ টন্ধ থাকে, না হয় একটু আতর মাখিয়ে তা দূর কর্‌বো।

বাক্স ও আরসি লইয়া রামের পুনঃপ্রবেশ

ভক্ত। (আরসিতে মুখ দেখিয়া আতরের শিশি লইয়া বাক্স পুনরায় বন্ধ করিয়া) এই নে যা, আর দেখ্, যদি কেউ আসে তো বলিস্ যে আমি এখন জপে আছি।

রাম। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আঃ! গদা বেটা যে এখনও আস্‌চে না? বেটা কুড়ের শেষ।

গদার পুনঃপ্রবেশ

কি হলো রে?

গদা। আজ্ঞে, পিসী তাকে নে গেছে, আপনি আসুন।

ভক্ত। তবে চল্ যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

১৯. গন্ধ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

এক উদ্যানের মধ্যে এক ভগ্ন শিবের মন্দির

বাচস্পতি ও হানিফের প্রবেশ

বাচ। ও হানিফ্!

হানি। জী।

বাচ। এই তো সেই শিবমন্দির; এখনো তো দেখ্‌ছি কেউ আসে নি। তা চল্, আমরা ঐ অশ্বত্থ গাছের উপরে এই বেলা লুকিয়ে বসে থাকি গে।

হানি। আপনার যেমন মর্‌জি।

বাচ। কিন্তু দেখ্, আমি যতক্ষণ না ইসারা করি, তুই চুপ্ করে বসে থাকিস্।

হানি। ঠাহুর্, তা তো থাক্‌পো; লেকিন্[২০] আমার সাম্‌নে যদি আমার বিবির গায়ে হাত দেয়, কি কোন রকম বেইজ্জৎ কত্তি যায়, তা হলি তো আমি তখনি সে হারামজাদা বেটার মাথাটা টান্যে ছিঁড়ে ফেলাবো! আমার তো এখনে আর কোন ভয় নেই; আমি দোস্‌রা এলাকায় ঘরের ঠ্যাক্‌না করিছি।

বাচ। (স্বগত) বেটা একে সাক্ষাৎ যমদূত, তাতে আবার রেগেছে, না জানি আজ একটা কি বিভ্রাটই বা ঘটায়। (প্রকাশে) দেখ্ হানিফ্, অমন রাগ্‌লে চলব্যে না, তা হলে সব নষ্ট হবে; তুই একটু স্থির হয়ে থাক্।

হানি। আরে থোও ম্যানে, ঠাহুর! আমার লহু[২১] গরম হয়ে উঠ্‌তেছে, আর হাত দুখানা যেন নিস্‌পিস্ কত্তেছে,একবার শালারে এখন পালি হয়, তা হলি মনের সাধে তারে কিল্‌য়ে গেরাম ছাড়্যে যাব, আর কি?

বাচ। না তবে আমি এর মধ্যে নাই; আমার কথা যদি না শুনিস্ তবে আমি চল্যেম। (গমনোদ্যত)

হানি। আরে, রও না, ঠাহুর! এত গোসা হতেছ কেন? ভাল, কও দিনি, আমি এখানে যদি চুপ করে থাকি তা হলি আখেরে[২২] তো শালারে শোধ দিতি পারবো?

বাচ। হাঁ, তা পারবি বৈকি।

হানি। আচ্ছা, তবে চল, তুমি যা বল্‌বে তাই করবো এখনে।

বাচ। তবে চল্, ঐ গাছে উঠে চুপ করে বসে থাকি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ফতেমা ও পুঁটির প্রবেশ

ফতে। ও পুঁটি দিদি! মোরে এ কোথায় আনে ফ্যালালি? না ভাই, মোরে বড় ডর লাগে, সাপেই খাবে না কি হবে কিছু কতি পারি নে।

পুঁটি। আরে এই যে শিবের মন্দির, আর তো দু কোশ পাঁচ কোশ যেতে হবে না। তা এইখেনে দাঁড়া না। কত্তাবাবু ততখন আসুন।

ফতে। না ভাই, যে আঁদার, বড় ডর লাগে। এই বনের মদ্দি মোরা দুটিতি কেমন কোরে থাক্‌পো?

পুঁটি। (স্বগত) বলে মিথ্যে নয়। যে অন্ধকার, গা-টাও কেমন ছম্ ছম্ করে, আবার শুনেছি এখানে না কি ভূতের ভয়ও আছে। (পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া) আঃ, এঁর যে আর আসা হয় না।

ফতে। তুই নৈলে থাক্ ভাই, মুই আর রতি পারবো না। (গমনোদ্যত।)

পুঁটি। (ফতের হস্ত ধারণ করিয়া) আ মর, ছুঁড়ী! আমি থাক্‌লে কি হবে? (স্বগত) হায়, আমার কি এখন আর সে কাল আছে? তালশাস পেকে শক্ত হল্যে আর তাকে কে খেতে চায়? (প্রকাশে) তুই, ভাই, আর একটুখানি দাঁড়া না। কত্তাবাবু এলো বল্যে।

ফতে। না ভাই মুই তোর কড়ি পাতি চাইনে, মোর আদ্‌মি এ কথা মালুম কত্যি পাল্যি মোরে আস্তো রাখ্‌পে না।

পুঁটি। আরে, মিছে ভয় করিস্ কেন? সে কেমন করে জান্‌তে পারবে বল্; সে কি আর এখানে দেখ্‌তে আস্‌ছে? তা এতো ভয়ই বা কেন? একটু দাঁড়া না। (সচকিতে স্বগত) ও মা, ঐ মন্দিরের মধ্যে কি একটা শব্দ হলো না? রাম! রাম! রাম! (ফতেকে ধারণ।)

ফতে। (বিষণ্ন ভাবে) তুই যদি না ছাড়িস্ ভাই তবে আর কি করবো; এখানে আল্লা যা করে! তা চল্ মোরা ঐ মস্‌জিদেরর মদ্দি যাই;

২০. কিন্তু। ২১. রক্ত। ২২. শেষ পর্যন্ত।

আবার এখানে কেটা কোন দিক্ হতে দেখ্তি পাবে।

পুঁটি। না না না, এই ফাঁকেই ভালো। (স্বগত) আঃ, এ বুড় ডেক্‌রা মরেছে না কি?

ফতে। (সচকিতে) ও পুঁটি দিদি, ঐ দেখ্ দেখি কে দুজন আস্‌চে, আমি ভাই ঐ মস্‌জিদের মদ্দি নুকুই।

পুঁটি। না লো না, ঐখানে দাঁড়া না। আমি দেখ্‌চি, বুঝি আমাদের কত্তাবাবুই বা হবে। (দেখিয়া) হাঁ তো, ঐ যে তিনিই বটে আর সঙ্গে গদা আস্‌চে। আঃ, বাঁচলেম।

ফতে। না ভাই, মুই যাই।

পুঁটি। আরে, দাঁড়া না; যাবি কোথা?

ভক্ত ও গদাধরের প্রবেশ

পুঁটি। আঃ, কত্তাবাবু কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গিয়েছে। ও খনি দেরি কল্যেন্ বলে আমরা আরো ভাবছিলেম, ফিরে যাই।

ভক্ত। হ্যাঁ, একটু বিলম্ব হয়েছে বটে তা এই যে আমার মনোমোহিনী এসেছেন। (স্বগত) আহা, যবনী হোলো তায় বয়ে গেল কি? ছুঁড়ী রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! এ যে আঁস্তাকুড়ে সোণার চাঙ্গড়! (প্রকাশে গদার প্রতি) গদা, তুই একটু এগিয়ে দাঁড়া তো যেন এদিকে কেউ না এসে পড়ে।

গদা। যে আজ্ঞে।

ভক্ত। ও পুঁটি, এটি তো বড় লাজুক দেখ্‌চি রে, আমার দিকে একবার চাইতেও কি নাই? (ফতের প্রতি) সুন্দরি, একবার বদন তুলে দুটো কথা কও, আমার জীবন সার্থক হউক্। হরিবোল, হরিবোল!—তায় লজ্জা কি?

গদা। (স্বগত) আর ও নাম কেন? এখন আল্লা আল্লা বলো।

ভক্ত। আহা! এমন খোস্-চেহারা কি হান্‌ফের ঘরে সাজে? রাজরাণী হোলে তবে এর যথার্থ শোভা পায়।

"ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।।"

বিধুমুখি, তোমার বদনচন্দ্র দেখে আজ আমার মনকুমুদ প্রফুল্ল হোলো।—আঃ!

পুঁটি। (স্বগত) কত্তা আজ বাদে কাল শিঙ্গে ফুঁকবেন, তবু রসিকতাটুকু ছড়েন না। ও মা! ছাইতে কি আগুন এত কালও থাকে গা? (প্রকাশে) কত্তাবাবু, ও নেড়েদের মেয়ে, ওরা কি ওসব বোঝে?

ভক্ত। আরে, তুই চুপ্ কর্ না কেন?

পুঁটি। যে আজ্ঞে।

ফতে। পুঁটি দিদি, মুই তোর পায়ে সেলাম করি, তুই মোকে হেতা থেকে নিয়ে চল্।

পুঁটি। আ মর্, একশো বার ঐ কথা? বাবু এত করে বল্‌চ্যে তবু কি তোর আর মন ওঠে না? হাজার হোক্ নেড়ের জাত কি না, কথায় বলে "তেতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি।" কত্তাবাবুকে পেলে কত বামুণ কায়েতে বত্তে যায়, তা তুই নেড়ে বৈ ত নস্ তোদের জাত আছে, না ধম্ম আছে? বরং ভাগ্যি করে মান্ যে বাবুর চোখে পড়েছিস্।

ফতে। না ভাই, মুই অনেকক্ষণ ঘর ছেড়ে এসেচি, মোর আদ্‌মি আসে এখনি মোকে খোঁজ করবে, মুই যাই ভাই।

ভক্ত। (অঞ্চল ধারণ করিয়া) প্রেয়সি, তুমি যদি যাবে, তবে আমি আর বাঁচবো কিসে?—তুমি আমার প্রাণ—তুমি আমার কলিজে—তুমি আমার চন্দো-পুরুষ!

"তুমি প্রাণ, তুমি ধন, তুমি মন, তুমি জন,
নিকটে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভাল লো।
যত জন আর আছে, তুচ্ছ করি তোমা কাছে,
ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কাল লো।।"[২৩]

তা দেখ ভাই, বুড় বল্যে হেলা করো না; তুমি যদি চলে যাও তা হলে আর আমার প্রাণ থাক্‌বে না।

গদা। (স্বগত) ভেলা মোর ধন্ রে? এই তো বটে।

পুঁটি। কত্তাবাবু, ফতির ভয় হচ্যে যে পাছে ওকে কেউ এখানে দেখ্‌তে পায়; তা ঐ মন্দিরের মধ্যে গেলেই ত ভাল হয়।

২৩. ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'র অনুরূপ।

ভক্ত। (চিন্তিত ভাবে) অ্যাঁ—মন্দিরের মধ্যে?—হাঁ; তা ভগ্নশিবে তো শিবত্ব নাই, তার ব্যবস্থাও নিয়েছি। বিশেষ এমন স্বর্গের অপ্সরীর জন্যে হিন্দুয়ানি ত্যাগ করাই বা কোন্ ছার?

নেপথ্যে গম্ভীর স্বরে। বটে রে পাষণ্ড নরাধম দুরাচার? (সকলের ভয়।)

ভক্ত। (সত্রাসে চতুর্দ্দিকে দেখিয়া) অ্যাঁ—আ-আ-আ—আমি না! ও বাবা! এ কি? কোথা যাব!

পুঁটি। (কম্পিত কলেবরে) রাম—রাম—রাম—রাম! আমি তখনি ত জানি—রাম—রাম—রাম!

ভক্ত। ও গদা! কাছে আয় না।

গদা। (কম্পিত কলেবরে) আগে বাঁচি, তবে—

(নেপথ্যে হুঙ্কার-ধ্বনি।)

পুঁটি। ই—ই—ই—ই! (ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা।)

ভক্ত। রাধাশ্যাম—রাধাশ্যাম!—ও মা গো—কি হবে!

(নেপথ্যে।) এই দেখ্ না কি হয়?

ভক্ত। (কর যোড় করিয়া সকাতরে) বাবা! আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ক্ষমা কর। (অষ্টাঙ্গে প্রাণিপাত।)

(ওষ্ঠ ও চিবুক বস্ত্রাবৃত করিয়া হানিফের দ্রুত প্রবেশ, গদাকে চপেটাঘাত ও তাহার ভূতলে পতন, পরে ভক্তের পৃষ্ঠদেশে বসিয়া মুষ্ট্যাঘাত এবং পুঁটিকে পদপ্রহার করিয়া বেগে প্রস্থান।)

ভক্ত। আঁ—আঁ—আঁ!

(নেপথ্য হইতে বাচস্পতির রামপ্রসাদী পদ—"মায়ের এই তো বিচার বটে, বটে বটে গো আনন্দময়ি, এইতো বিচার বটে," এবং প্রবেশ।)

গদা। (দেখিয়া) এই যে দাদাঠাকুর এসেছেন! আঃ! বাঁচলেম; বামুণের কাছে ভূত আস্‌তে পায় না! (পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া) বাবা! ভূতের হাত এমন কড়া।

বাচ। একি! কত্তাবাবু যে এমন করে পড়ে রয়েছেন?—হয়েছে কি? অ্যাঁ?

ভক্ত। (বাচস্পতিকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া) কে ও? বাচ্‌পোৎ দাদা না কি? আঃ; ভাই, আজ ভূতের হাতে মরেছিলাম আর কি? তুমি যে এসে পড়েছো, বড় ভাল হয়েছে।

পুঁটি। (চেতন পাইয়া) রাম—রাম—রাম—রাম!

গদা। ও পিসি, সেটা চলে গিয়েছে, আর ভয় নাই, এখন ওঠ্।

পুঁটি। (উঠিয়া) গিয়েছে! আঃ, রক্ষে হোলো। তা চল্, বাছা, আর এখানে নয়; আমি বেঁচে থাক্‌লে অনেক রোজগার হবে! (বাচস্পতিকে দেখিয়া) ও মা! এই যে ভট্‌চাজ্জি মোশাই এখানে এসেছেন।

বাচ। কত্তাবাবু, আমি এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলেম, মানুষের গোঁগানির শব্দ শুনে এলেম। তা বলুন্ বেখি ব্যাপারটাই কি? আপ্‌নিই বা এ সময়ে এখানে কেন? আর এরাই বা কেন এসেছে? এ তো দেখ্‌ছি হানিফ্ গাজীর মাগ্।

ভক্ত। (স্বগত) এক দিকে বাঁচলেম, এখন আর এক দিকে যে বিষম বিভ্রাট! করি কি? (প্রকাশে বিনীত ভাবে) ভাই, তুমি তো সকলি বুঝেছ, তা আর লজ্জা দিও না। আমি যেমন কর্ম্ম করেছিলেম তার উপযুক্ত ফলও পেয়েছি। তা হ্যাদেখ ভাই, তোমার হাতে ধরে বল্‌চি, এই ভিক্ষাটি আমাকে দেও, যে এ কথা যেন কেউ টের না পায়। বুড় বয়েসে এমন কথা প্রকাশ হলে আমার কুলমানে একেবারে ছাই পোড়্‌বে। তুমি ভাই, আমার পরম আত্মীয়, আমি আর অধিক কি বল্‌বো।

বাচ। সে কি, কত্তাবাবু? আপনি হলেন বড়মানুষ—রাজা; আর আমি হলেম দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আর সেই ব্রহ্মত্রটুকু যাওয়া অবধি দিনান্তেও অন্ন যোটা ভার; তা আমি আপনার আত্মীয় হব এমন ভাগ্য কি করেছি?

ভক্ত। হয়েছে—হয়েছে, ভাই! আমি কল্যই তোমার সে ব্রহ্মত্র জমি ফিরে দেবো, আর দেখ, তোমার মাতৃশ্রাদ্ধে আমি যৎসামান্য কিঞ্চিৎ দিয়েছিলেম, তা আমি তোমাকে নগদ আরও পঞ্চাশটি টাকা দেবো, কিন্তু এই কর্ম্মটি করো

যেন আজ্‌কের কথাটা কোনরূপে প্রকাশ না হয়।

বাচ। (হাস্যমুখে) কত্তাবাবু, কর্ম্মটা বড় গর্হিত হয়েছে অবশ্যই বল্‌তে হবে; কিন্তু যখন ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ দান কত্যে স্বীকার হলেন, তখন তার তো এক প্রকার প্রায়শ্চিত্তই করা হলো, তা আমার সে কথার প্রসঙ্গেই বা প্রয়োজন কি?—তার জন্যে নিশ্চিন্ত থাকুন।

স্বাভাবিক বেশে হানিফ্ গাজীর প্রবেশ

হানি। কত্তাবাবু, সালাম করি।

ভক্ত। (অতি ব্যাকুল ভাবে) এ কি! অ্যাঁ। এ আবার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত?

হানি। (হাস্যমুখে) কত্তাবাবু, আমি ঘরে আস্যে ফতিরি তল্লাস্ কল্লাম, তা সকলে কলে যে সে এই ভাঙ্গা মন্দিরির দিকে পুঁটির সাতে আয়েছে, তাই তারে টুঁড়তি টুঁড়তি আস্যে পড়িছি। আপনার যে মোছলমান হতি সাধ গেছে, তা জান্‌তি পাল্লি, ভাবনা কি ছিল? ফতি তো ফতি, ওর চায়েও সোণার চাঁদ আপ্‌নারে আন্যে দিতি পাত্তাম, তা এর জন্যি আপনি এত তজ্‌দি[24] নেলেন কেন? তোবা তোবা!

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া নম্রভাবে) বাবা হানিফ, আমি সব বুঝেছি, তা আমি যেমন তোমার উপর অহেতু অত্যাচার করেছিলেম, তেম্‌নি তার বিধিমত শাস্তিও পেয়েছি, আর কেন? এখন ক্ষান্ত দাও। আমি বরঞ্চ তোমাকে কিছু দিতেও রাজি আছি, কিন্তু বাপু এ কথা যেন আর প্রকাশ না হয়, এই ভিক্ষাটি আমি চাই। হে বাবা, তোর হাতে ধরি!

হানি। সে কি কত্তাবাবু?—আপনি যে নাড়্যেদের এত গাল্ পাড়তেন, এখনে আপনি খোদ্ সেই নাড়্যে হতি বসেছেন, এর চায়ে খুসীর কথা আর কি হতি পারে? তা এ কথা তো আমার জাত কুটুমগো কতিই হবে।

ভক্ত। সর্ব্বনাশ!—বলিস্ কি হানিফ্? ও বাচ্‌পোৎ দাদা, এইবারেই তো গেলেম। ভাই, তুমি না রক্ষে কল্যে আর উপায় নাই। তা একবার হানিফ্‌কে তুমি দুটো কথা বুঝিয়ে বলো।

বাচ। (ঈষৎ হাস্যমুখে) ও হানিফ, একবার এদিকে আয় দেখি, একটা কথা বলি। (হানিফকে এক পার্শ্বে লইয়া গোপনে কথোপকথন।)

ভক্ত। রাধে—রাধে—রাধে, এমন বিভ্রাটে মানুষ পড়ে! একে তো অপমানের শেষ; তাতে আবার জাতের ভয়। আমার এমনি হচ্যে যে পৃথিবী দু ভাগ হলে আমি এখনি প্রবেশ করি। যা হোক, এই নাকে কাণে খত, এমন কর্ম্মে আর নয়।

ফতে। (অগ্রসর হইয়া সহাস্য বদনে) কেন, কত্তাবাবু?—নাড়্যের মায়্যে কি এখনে আর পছন্দ হচ্চে না?

ভক্ত। দূর হ, হতভাগি, তোর জন্যেই ত আমার এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

ফতে। সে কি, কত্তাবাবু?—এই, মুই আপনার কল্‌জে হচ্ছেলাম, আরো কি কি হচ্ছেলাম; আবার এখন মোরে দূর কত্তি চাও।

ভক্ত। কেবল তোকে দূর? এ জঘন্য কর্ম্মটাই আজ অবধি দূর কল্যেম। এতোতেও যদি ভক্তপ্রসাদের চেতন না হয়, তবে তাঁর বাড়া গর্দ্দভ আর নাই।

গদা। (জনান্তিকে) ও পিসি, তবেই তো গদার পেসা উঠ্‌লো!

পুঁটি। উঠুক্ বাছা; গতর থাকে তো ভিক্ষে মেগে খাবো। কে জানে মা যে নেড়ের মেয়েগুলর সঙ্গে পোষা ভূত থাকে? তা হলে কি আমি এ কাজে হাত দি?

বাচ। (অগ্রসর হইয়া) কত্তাবাবু, আপনি হানিফকে দুটি শত টাকা দিন, তা হলেই সব গোল মিটে যায়।

ভক্ত। দু-শো টা-কা! ও বাবা, আমি যে ধনে প্রাণে গেলেম। বাচ্‌পোৎ দাদা, কিছু কম্ জম্ কি হয় না?

বাচ। আজ্ঞে না, এর কমে কোন মতেই হবে না।

২৪. পরিশ্রম।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে চল, তাই দেব। আমি বিবেচনা করে দেখ্‌লেম যে এ কর্ম্মের দক্ষিণান্ত এইরূপেই হওয়া উচিত। যা হোক ভাই, তোমাদের হতে আমি আজ বিলক্ষণ উপদেশ পেলেম। এ উপকার আমি চিরকালই স্বীকার কর্‌বো। আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলেম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে এমন দুষ্মচ্ছ্রুতি যেন আমার আর কখন না ঘটে।

বাইরে ছিল সাধুর আকার,
মনটা কিন্তু ধর্ম্ম ধোয়া।
পুণ্য খাতায় জমা শূন্য,
ভণ্ডামিতে চারটি পোয়া।।
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে,
হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্ম্ম ফল্‌লো ধর্ম্ম,
"বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।।"

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন

পদ্মাবতী নাটক

পুরুষ-চরিত্র

ইন্দ্রনীল (রাজা)। মানবক (বিদূষক)। রাজমন্ত্রী। দেবর্ষি নারদ। মহর্ষি অঙ্গিরা। মাহেশ্বরীপুরীর রাজ-কঞ্চুকী। মাহেশ্বরীপুরীর পুরোহিত। কলি। সারথি। নাগরিকগণ, রক্ষকগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

শচী দেবী। রতি দেবী। মুরজা দেবী। পদ্মাবতী। বসুমতী (সখী)। মাধবী (পরিচারিকা)। গৌতমী (তপস্বিনী)। রম্ভা (অপ্সরী)।

প্রথমাঙ্ক

বিন্ধ্যগিরি, দেব-উপবন

ধনুর্ব্বাণ-হস্তে রাজা ইন্দ্রনীলের বেগে প্রবেশ

রাজা। (চতুর্দ্দিক, অবলোকন করিয়া স্বগত) হরিণটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোন্ দিকে গেল হে? কি আশ্চর্য্য! আমি কি নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছি?[১] আর তাই বা কেমন করে বলি। এই ত ভগবান্ বিন্ধ্যাচল অচল হয়ে আমার সম্মুখে রয়েছেন। (চিন্তা করিয়া) এই পর্ব্বতময় প্রদেশে রথের গতির রোধ হয় বল্যে, আমি পদব্রজে হরিণটার অনুসরণ ক্লেশ স্বীকার কর্য্যে অবশেষে কি আমার এই ফল লাভ হলো যে আমি একলা একটা নির্জ্জন বনে এসে পড়লেম? মরুভূমিতে মরীচিকা বারিরূপে দর্শন দেয়; তা এ স্থলে কি সে মায়ামৃগ হয়ে আমাকে এত ব্যথা দুঃখ দিলে? সে যা হৌক, এখন এখানে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম কর্য্যে এ ক্লান্তি দূর করা আবশ্যক। (পরিক্রমণ করিয়া) আহা! স্থানটি কি রমণীয়! বোধ করি এ কোন যক্ষ কিম্বা গন্ধর্ব্বের উপবন হবে। প্রকৃতি, মানব জাতির লোচনানন্দের নিমিত্তে, এমন অপরূপ রূপ কোথাও ধারণ করেন না। আমি এই উৎসের নিকটে শিলাতলে বসি। এ যেন কলকল রবে আমাকে আহ্বান কচ্যে। (উপবেশন করিয়া সচকিতে) এ কি? এ উদ্যান যে সহসা অপূর্ব্ব সুগন্ধে পরিপূর্ণ হতে লাগলো? (আকাশে কোমল বাদ্য) আহা! কি মধুর ধ্বনি! কি—? (সহসা নিদ্রাবৃত হইয়া শিলাতলে পতন।)

শচী এবং রতির প্রবেশ

শচী। সখি, সুরপতির কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর। তিনি দুষ্ট দৈত্যবংশ কিসে সমূলে ধ্বংস হবে এই ভাবনায় সদা সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন। তাঁর কি আর সুখভোগে মন আছে? রতিদেবি, তুমি কি ভাগ্যবতী। দেখ, তোমার মন্মথ তিলার্দ্ধের জন্যেও তোমার কাছ ছাড়া হন না। আহা! যেমন পারিজাত পুষ্পের আলিঙ্গন পাশে সৌরভমধু চিরকাল বাঁধা থাকে, তোমার মদনও তেমনি তোমার বশীভূত।

রতি। সখি, তা সত্য বটে। বিরহ-অনল যে কাকে বলে তা আমি প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। (উভয়ের পরিক্রমণ) কি আশ্চর্য্য! শচীদেবী, ঐ দেখ তোমার মালতী মলয়মারুতের আগমনে যেন বিরক্ত হয়ে তাকে নিকটে আস্‌তে ইঙ্গিতে নিষেধ কচ্যে।

শচী। কর্‌বে না কেন? দেখ, ইনি সমস্ত দিন ঐ নির্ম্মল সরোবরে নলিনীর সঙ্গে কেলি করে কেবল এই এখানে আস্‌চেন। এতে কি মালতীর অভিমান হয় না? আর আপনার গায়ের গন্ধেই ইনি আপনি ধরা পড়ছেন।

মুরজা দেবীর প্রবেশ

কি গো, সখি মুরজা যে? এস, এস। আজ তোমার এত বিরস বদন কেন?

মুর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমার দুঃখের কথা আর কাকে বল্‌বো?

রতি। কেন, কেন? কি হয়েছে?

মুর। প্রায় পনের বৎসর হলো পার্ব্বতী আমার কন্যা বিজয়াকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ

---

১. প্রস্তাবনার পরে এই অংশে কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলমএর প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

কত্যে অভিশাপ দেন ; তা সেই অবধি তার আর কোন অনুসন্ধান পাই নাই।

শচী। সে কি? ভগবতী পৃথিবী না তাকে স্বগর্ভে ধারণ কত্যে স্বীকার পেয়েছিলেন?

মুর। হাঁ—পেয়েছিলেন আর ধরেও ছিলেন বটে। কিন্তু তার জন্ম হল্যে তাকে যে লালন পালনের জন্যে কার হাতে দিয়েছেন এ কথাটি তিনি কোনমতেই আমাকে বল্‌তে চান না। আমি আজ তাঁর পায়ে ধরে যে কত কেঁদেছি, তা আর কি বল্‌বো?

রতি। তা ভগবতী তোমাকে কি বল্‌লেন?

মুর। তিনি বল্‌লেন—“বৎসে, সময়ে তুমি আপনিই সকল জান্‌তে পারবে। এখন তুমি রোদন সম্বরণ কর্যে অলকায় যাও। তোমার বিজয়া পরম সুখে আছে।”

শচী। তবে, সখি, তোমার এ বিষয়ে চঞ্চল হওয়া কোনমতেই উচিত হয় না। আর বিবেচনা করে দেখ, পৃথিবীতে মানুষের জীবনলীলা জলবিম্বের মতন অতি শীঘ্রই শেষ হয়।

মুর। সখি, বিজয়ার বিরহে আমার মন থেকে থেকে যেন কেঁদে উঠে। হায়! জগদীশ্বর আমাদের অমর করেও দুঃখের অধীন কল্যেন্।

শচী। সখি, বিধাতার এ বিপুল সৃষ্টিতে এমন কোন্ ফুল আছে যে তাতে কীট প্রবেশ কত্যে না পারে?

দূরে নারদের প্রবেশ

নার। (স্বগত) আমি মহর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমে শূন্যপথ দিয়ে গমন কর্‌তেছিলেম। অকস্মাৎ এই দেব-উপবনে এই তিনটি দেব-নারীকে দেখে ইচ্ছা হলো যে যেমন কর্যে পারি এদের মধ্যে কোন কলহ উপস্থিত করাই—এই জন্যেই আমি এই পর্ব্বত-সানুতে অবতীর্ণ হয়েছি। তা আমার এ মনস্কামনাটি কি সুযোগে সুসিদ্ধ করি? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, হয়েছে। এই যে সুবর্ণ-পদ্মটি আমি মানস সরোবর থেকে অবচয়ন করে এনেছি, এর দ্বারাই আমার কার্য্য সফল হবে। (অগ্রসর হইয়া) আপনাদের কল্যাণ হউক!

সকলে। দেবর্ষি, আমরা সকলে আপনাকে অভিবাদন করি। (প্রণাম।)

শচী। (স্বগত) এ হতভাগা ত সর্ব্বত্রেই বিবাদের মূল, তা এ আবার কোত্থেকে এখানে এসে উপস্থিত হলো?— ও মা! আমি এ কি কচ্চি? ও যে অন্তর্যামি। ও আমার এ সকল মনের কথা টের পেলে কি আর রক্ষা আছে। (প্রকাশে) ভগবন্, আজ আমাদের কি শুভ দিন! আমরা আপনার শ্রীচরণ দর্শন করে চরিতার্থ হলেম। তবে আপনার কোথায় গমন হচ্যে?

নার। (স্বগত) এ দুষ্টা স্ত্রীটার কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই। এ কি? এর যে উদরে বিষ, মুখে মধু। এ যে মাকালফল। বর্ণ দেখ্‌লে চক্ষুঃ শীতল হয়, কিন্তু ভিতরে—ভস্ম! তা আমার যে পর্য্যন্ত সাধ্য থাকে একে যথোচিত দণ্ড না দিয়ে এ স্থান হত্যে কোনমতেই প্রস্থান করা হবে না। (প্রকাশে) আপনাদের চন্দ্রানন দর্শন করায় আমি পরম সুখী হলেম। আমার কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন? আমি এক ঘোরতর বিপদে পড়ে এই ত্রিভুবন পর্য্যটন করে বেড়াচ্চি।

রতি। বলেন কি?

নার। আর বল্‌বো কি? কয়েক দিন হলো আমি কৈলাসপুরীতে হরগৌরী দর্শন কর্যে আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন কচ্ছিলেম, এমন সময়ে দৈবমায়ায় তৃষ্ণাতুর হয়ে মানস সরোবরের নিকট উপস্থিত হলেম—

শচী। তার পর, মহাশয়?

নার। সরোবর-তীরে উপস্থিত হয়ে দেখ্‌লেম যে তার সলিলে একটি কনকপদ্ম ফুটে রয়েছে।

রতি। দেবর্ষি, তার পর কি হলো?

নার। আমি পদ্মটির সৌন্দর্য্য দেখে তৃষ্ণা-পীড়া বিস্মৃত হয়ে অতি যত্ন করে তুল্‌লেম।

সকলে। তার পর? তার পর?

নার। তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে এই দৈববাণী হলো—“হে নারদ, এ ভগবতী পার্ব্বতীর পদ্ম ; একে অবচয়ন করা তোমার উচিত কর্ম্ম হয় নাই। এক্ষণে এ ত্রিভুবন মধ্যে যে নারী সর্ব্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী তাকে এ পুষ্প না দিলে তুমি গিরিজার ক্রোধানলে দগ্ধ হবে।” হায়! এ কি সামান্য বিপদ্!—

শচী। (সহাস্য বদনে) ভগবন, আপনি এ

বিষয়ে আর উদ্বিগ্ন হবেন না। আপনি এ পদ্মটি আমাকেই প্রদান করুন না কেন?

মুর। কেন, তোমাকে প্রদান কর্‌বেন কেন? দেবর্ষি, আপনি এ পদ্মটি আমাকে দিউন্‌।

রতি। মুনিবর, আপনিই বিবেচনা করুন্‌। এ দেবনির্ম্মিত কনকপদ্মের উপযুক্ত পাত্রী আমাপেক্ষা ত্রিভুবনে আর কে আছে?

নার। (স্বগত) এই ত আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হলো। তা এ ঝড় আরম্ভের আগেই আমার এখান থেকে প্রস্থান করা শ্রেয়ঃ। (প্রকাশে) আপনাদের এ বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করা উচিত হয় না। দেখুন, আমি বৃদ্ধ, বনচারী তপস্বী—আপনারা সকলেই দেব-নারী। আপনাদের মধ্যে যে কে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী, এ কথার নির্ঘণ্ট করা আমার সাধ্য নয়। অতএব আমি এই কনকপদ্ম এই ভগবান্‌ বিন্ধ্যাচলের শৃঙ্গের উপর রাখ্‌লেম, আপনাদের মধ্যে যিনি পরমাসুন্দরী, তিনি ব্যতীত আর কেউ এ পুষ্প স্পর্শ করবা মাত্রেই তাঁকে পাষাণ-মূর্ত্তি ধর্য়ে এই উপবনে সহস্র বৎসর থাক্‌তে হবে। আমি এক্ষণে বিদায় হলেম।

(প্রস্থান।)

শচী। (ঈষৎ কোপে) তোমাদের মতন বেহায়া স্ত্রী কি আর আছে?

উভয়ে। কেন? বেহায়া আবার কিসে দেখ্‌লে?

শচী। কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা কর? তোমাদের অহঙ্কার দেখ্‌লে ভয় হয়! আই মা! কি লজ্জার কথা! তোমাদের কি আমার কাছে এত দর্প করা সাজে?

উভয়ে। কেন, কেন? আমরা কি দর্প করেছি?

শচী। তোমরা কি জান না যে আমি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী?

মুর। ইঃ, তা হলেই বা। তুমি কি জান না যে আমি যক্ষেশ্বরের প্রণয়িনী মুরজা।

রতি। তোমাদের কথা শুনলে হাসি পায়। তোমরা কি ভুল্‌লে যে, যে অনঙ্গদেব সমস্ত জগতের মনঃ মোহন করেন, আমি তাঁর মনোমোহিনী রতি।

শচী। আঃ, তোমার মন্মথের কথা আর কইও না। হরের কোপানলে দগ্ধ হওয়া অবধি তাঁর আর কি আছে?

রতি। কেন, কি না আছে? তুমি যদি আমাকে মন্মথের কথা কইতে বারণ কর, তবে তুমিও তোমার ইন্দ্রের নাম আর মুখে এনো না। তোমার প্রতি যে সুরপতির কত অনুরাগ তা সকলেই জানে। তা তোমার প্রতি এত অনুরাগ না থাক্‌লে কি তিনি আর সহস্রলোচন হতেন?[২]

শচী। (সরোষে) তোর এত বড় যোগ্যতা? তুই সুরেন্দ্রের নিন্দা করিস! তোর মুখ দেখ্‌লে পাপ হয়।

অদৃশ্যভাবে নারদের পুনঃপ্রবেশ

নারদ। (স্বগত) আহা! কি কন্দলই বাধিয়েছি। ইচ্ছা করে যে বীণাধ্বনি কর্য়ে একবার আহ্লাদে হাত তুলে নৃত্য করি। (চিন্তা করিয়া) যা হউক, এ দুর্জ্জয় কোপাগ্নি এখন নির্ব্বাণ করা উচিত।

(প্রস্থান।)

মুর। আঃ, মিছে ঝগড়া কর কেন?

আকাশে। হে দেবনারীগণ! তোমরা কেন এ বৃথা বিবাদ কর্য়ে দেবসমাজে নিন্দনীয়া হবে? দেখ, ঐ উৎসের সমীপে শিলাতলে বিদর্ভনগরের রাজা ইন্দ্রনীল রায় সুপ্তভাবে আছেন। তোমরা এ বিষয়ে ওঁকে মধ্যস্থ মান।

মুর। ঐ শুন্‌লে ত? আর দ্বন্দ্বে কাজ কি? এস, রাজা ইন্দ্রনীল রায়কে জাগান যাক্‌ গে।

শচী। রাজা ইন্দ্রনীল আমার মায়ায় নিদ্রাবৃত হয়ে রয়েছে। এস, আমরা ঐ শিখরের কাছে দাঁড়ায়ে মহারাজকে মায়া-জাল হতে মুক্ত করি।

(সকলের প্রস্থান, আকাশে কোমল বাদ্য।)

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) আহা! কি চমৎকার স্বপ্নটাই দেখ্‌তেছিলেম। (দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে নিদ্রাদেবি আমি

২. ইন্দ্রের গুরুপত্নীহরণের পৌরাণিক কাহিনী প্রসঙ্গ।

কি অপরাধ করেছি যে তুমি এ সময়ে আমার প্রতি এত প্রতিকূল হল্যে? হায়! আমি সশরীরে স্বর্গভোগ কত্যে আরম্ভ করবামাত্রেই তুমি আমাকে আবার এ দুর্জ্জয় সংসারজালে টেনে এনে ফেল্‌লে? জননি, এ কি মায়ের ধর্ম্ম!— আহা! কি চমৎকার স্বপ্নটাই দেখ্‌ছিলেম! বোধ হলো যেন আমি দেবসভায় বসে অপ্সরী- গণের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ কর্‌তেছিলেম, আর চতুর্দ্দিক্ থেকে যে কত সৌরভসুধা বৃষ্টি হতেছিল তা বর্ণনা করা মনুষ্যের অসাধ্য কর্ম্ম। (সচকিতে) এ আবার কি? এঁরা সকল কে?— দেবী কি মানবী?

শচী, মুরজা এবং রতির পুনঃপ্রবেশ

তা এঁদের অনিমেষ চক্ষু আর ছায়াহীন দেহ এঁদের দেবত্ব-সন্দেহ দূর না কল্যেও এঁদের অপরূপ রূপ লাবণ্যে আমার সে সংশয় ভঞ্জন হতো। নলিনীর আঘ্রাণ পেলে অন্ধ ব্যক্তিও জান্‌তে পারে যে নলিনীই তার নিকটে ফুটে রয়েছে। এমন অপরূপ রূপ লাবণ্য কি ভূমণ্ডলে সম্ভবে?

শচী। মহারাজের জয় হউক।

মুর। মহারাজ দীর্ঘায়ুঃ হউন।

রতি। মহারাজের সর্ব্বত্র মঙ্গল হউক।

শচী। হে মহীপতে, আমি ইন্দ্রাণী শচী।

মুর। মহারাজ, আমি যক্ষরাজপত্নী মুরজা।

রতি। নরেশ্বর, আমি মন্মথপ্রণয়িনী রতি।

শচী। (জনান্তিকে মুরজা এবং রতির প্রতি) এক জনকে কথা কইতে দাও— এত গোল কর কেন? এমন কল্যে কি কর্ম্ম সিদ্ধ হবে?

রাজা। (প্রণাম করিয়া) আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করে আমার জন্ম সার্থক হলো। তা আপনারা এ দাসের প্রতি কি আজ্ঞা করেন?

শচী। মহারাজ, ঐ যে পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর কনকপদ্মটি দেখ্‌তে পাচ্যেন, ঐটি আমাদের তিন জনের মধ্যে আপনি যাকে সর্ব্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী বিবেচনা করেন, তাকেই প্রদান করুন।

রতি। মহারাজ, শচী দেবী যা বল্‌লেন, আপনি তা ভাল করে বুঝলেন ত?—যে সর্ব্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী—

শচী। আরে। এত গোল কর কেন?

রাজা। (স্বগত) এ কি বিষম বিভ্রাট! এঁরা সকলেই ত দেবনারী দেখ্‌ছি, তা এঁদের মধ্যে কাকে তুষ্ট কাকেই বা রুষ্ট করবো। (প্রকাশ্যে) আপনারা এ বিষয়ে এ দাসকে মার্জ্জনা করুন।

শচী। তা কখনই হবে না। আপনি পৃথিবীতে ধর্ম্মঅবতার। আপনাকে অবশ্যই এ বিচার কত্যে হবে।

মুর। এ মীমাংসা আপনি না কল্যে আর কে করবে?

রতি। তা এতে আপনার ভয় কি? আপনি একবার আমাদের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেই ত হয়।

রাজা। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! আজ যে আমি কি কুলগ্নেই যাত্রা করেছিলেম, তা আর কাকে বল্‌বো।

শচী। নরনাথ, আপনি যে চুপ করে রইলেন? এ বিষয়ে কি আপনার মনে কোন সংশয় হয়? দেখুন, আমি সুরেন্দ্রের মহিষী, আমি ইচ্ছা কল্যে আপনাকে এই মুহুর্ত্তেই সসাগরা পৃথিবীর ইন্দ্রত্বপদে নিযুক্ত কত্যে পারি।

মুর। শচী দেবি, এ সখি, তোমার বৃথা গর্ব্ব। দেখ, তোমরা প্রবল দৈত্যকুলের ভয়ে অমরাবতীতে দিবা রাত্রি যেন মরে থাক। তা তুমি আবার সসাগরা পৃথিবীর ইন্দ্রত্ব কোত্থেকে দেবে গা? (রাজার প্রতি) হে নরেশ্বর, আপনি বিবেচনা করুন, আমি ধনেশ্বরের ধর্ম্মপত্নী ; এ বসুমতী আমারই রত্নাগার,— এতে যত অমূল্য রত্নরাজি আছে, আমিই সে সকলের অধিকারিণী।

রতি। (স্বগত) বাঃ, এঁরা যে দুজনেই দেখ্‌ছি বিচারকর্ত্তাকে ঘুষ খাওয়াতে উদ্যত হলেন, তবে আমি আর চুপ করে থাকি কেন? (প্রকাশে) মহারাজ, ইন্দ্রত্বপদের যে কি সুখ তা সুরপতিই জানেন। পক্ষিরাজ বাজ সদর্পে উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গে বাস করে বটে ; কিন্তু ঝড় আরম্ভ হলে সকলের আগে তারই সর্ব্বনাশ হয়। আর ধনের কথা কি বল্‌বো? যে ফণীর মস্তকে

মণি জন্মে, সে সর্ব্বদাই বিবরে লুক্য়ে থাকে। আর যদি কখন ক্ষুধাতুর হয়ে ঘোরতর অন্ধকার রাত্রেও বাইরে আসে, তবে তার মণির কান্তি দেখে কে তার প্রাণ নষ্ট কত্যে চেষ্টা না করে? আরও দেখুন, ধন উপার্জ্জনে যার মন, তার অবশেষে তুত্‌পোকার দশা ঘটে। এই নির্ব্বোধ কীট অনেক পরিশ্রমে একখানি উত্তম গৃহ নির্ম্মাণ কর্য়ে, তার মধ্যে বদ্ধ হয়ে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় প্রাণ হারায়, পরে পট্টবস্ত্র অন্য লোকে পরে।

শচী। আহা! রতি দেবীর কি সুক্ষ্ম বুদ্ধি গা! তবে এ পৃথিবীতে সুখী কে?

রতি। তা তুমি কেমন করে জানবে? আমার বিবেচনায় মধুকর সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। পুষ্পকুলের মধুপান ভিন্ন তার আর কোন কর্ম্মই নাই। তা মহারাজ, এ পৃথিবীতে যত পুষ্পস্বরূপ অঙ্গনা বিকশিতা হয়, তারা সকলেই আমার সেবিকা।

রাজা। (স্বগত) এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য? এ বিপদ্ হত্যে কিসে পরিত্রাণ পাই?

শচী। হে নরনাথ, আপনার আর এ বিষয়ে বিলম্ব করা উচিত হয় না।

রাজা। যে আজ্ঞা। (কনকপদ্ম গ্রহণ করিয়া) আপনারা স্বেচ্ছাক্রমে আমাকে এ বিষয়ে মধ্যস্থ মেনেছেন, তা এতে আমার বিবেচনায় যা যথার্থ বোধ হয়, আমি তা কল্যে ত আপনাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি বিরক্ত হবেন না?

সকলে। তা কেন হবো?

রাজা। তবে আমি এ কনকপদ্ম রতি দেবীকে প্রদান করি। আমার বিবেচনায় মন্মথমোহিনী রতি দেবীই বামাদলের ঈশ্বরী। (রতিকে পদ্ম প্রদান।)

শচী। (সরোষে) রে দুষ্ট মানব, তুই কামের বশ হয়ে ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌লি? তা তোকে আমি এ নিমিত্তে যথোচিত দণ্ড দিতে কোন মতেই ত্রুটি কর্‌বো না।

(প্রস্থান।)

মুর। (সরোষে) তুই রাজকুলে জন্মগ্রহণ কর্য়ে, স্ত্রীলোভে চণ্ডালের কর্ম্ম কর্‌লি? তা তুই যে কালক্রমে এর সমুচিত শাস্তি পাবি, তার কোন সংশয় নাই।

(প্রস্থান।)

রতি। (প্রফুল্ল বদনে) মহারাজ, আপনি এ বিষয়ে কোনমতেই শঙ্কিত হবেন না। আমি আপনাকে রক্ষা কর্‌বো, আর আপনার যথা-বিধি পুরস্কার কত্যেও ভুল্‌বো না। আপনি আমার আশীর্ব্বাদে পরম সুখভোগী হবেন। এখন আমি বিদায় হই।

রাজা। (স্বগত) বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? তা পরে আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে; এখন যে ঝঞ্ঝাটটা মিটে গেল, এতেই বাঁচলেম। শচী আর মুরজা যে আমাকে ক্রোধানলে ভস্ম কর্য়ে যায় নাই, এই আমার পরম লাভ।

সারথির প্রবেশ

সার। মহারাজের জয় হউক। দেব, আপনার রথ প্রস্তুত।

রাজা। সে কি? তুমি এ পর্ব্বত-প্রদেশে রথ কি প্রকারে আনলে?

সার। (কৃতাঞ্জলিপুটে) মহারাজ, আপনার প্রসাদে এ দাসের পক্ষে এ অতি সামান্য কর্ম্ম।

রাজা। তা রথ এখানে এনে ভালই করেছ। আমি এই ভগবান্ বিন্ধ্যাচলের মতন প্রায় অচল হয়ে পড়েছি। আর্য্য মানবক কোথায়?

সার। আজ্ঞা—তিনি মহারাজের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে বেড়াচ্যেন।

নেপথ্যে। ও—হো! —হৈ!— হৈ!

রাজা। সারথি, তুমি রথের নিকটে আমার অপেক্ষা কর। আমি মানবককে সঙ্গে করে আনি।

সার। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

(প্রস্থান।)

রাজা। (স্বগত) দেখি মানবক এখানে একলা এসে কি করে। এমন নিভৃত স্থলে ওর মতন ভীরু মনুষ্যকে ভয় দেখান অতি সহজ কর্ম্ম। (পর্ব্বতান্তরালে অবস্থিতি।)

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। (স্বগত) দূর কর মেনে! এ কি সামান্য যন্ত্রণা। ওরে নিষ্ঠুর পেট, তুই এ

অনর্থের মূল। আমি যে এই হাবাতে রাজাটার পাছে পাছে ওর ছায়ার মতন ফিরে বেড়াই, সে কেবল তোর জ্বালায় বৈ ত নয়। এই দেখ, এই পাহাড়ের দেশে হেঁটে হেঁটে আমি খোঁড়া হয়ে গেলেম। (ভূতলে উপবেশন করিয়া) হায়, এই যে ব্রাহ্মণের পাদপদ্ম, এর চিহ্ন স্বয়ং পুরুষোত্তম কত প্রযত্নে আপনার বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন। তা দেখ, এ পাথরের চোটে একেবারে যেন ছিঁড়ে গেছে। উঃ, একবার রক্তের স্রোতের দিকে চেয়ে দেখ, যেন প্রবালের বৃষ্টিই হচ্যে। রে দুষ্ট বিন্ধ্যাচল, তোর কি দয়ার লেশমাত্রও নাই। আর কোত্থেকেই বা থাকবে। তোর শরীর যেমন পাষাণ, তোর হৃদয়ও তেমনি কঠিন। ওরে অধম, তোর কি ব্রহ্মহত্যা পাপের ভয় নাই?

নেপথ্যে। (তর্জ্জন গর্জ্জন শব্দ।)

বিদূ। ও বাবা! এ আবার কি? পর্ব্বতটা রেগে উঠ্‌লো না কি?

নেপথ্যে। (তর্জ্জন গর্জ্জন শব্দ।)

বিদূ। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! (ভূতলে জানুদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া প্রকাশে) হে ভগবন্ বিন্ধ্যাচল, তুমি আমার দোষ এবার ক্ষমা কর। প্রভু, আমি তোমার পায়ে পড়ি! আমি এই নাক কান মলে বল্‌ছি, আমি তোমাকে আর এ জন্মেও নিন্দা কর্‌বো না। হিমাদ্রিকে অচলেন্দ্র কে বলে? তুমিই পর্ব্বতকুলের শিরোমণি। (গাত্রোত্থান এবং চিন্তা করিয়া স্বগত) দূর, আমার আজ কি হয়েছে! আমি একটুতে এত ডরালেম যে? বোধ করি, ও শব্দটা কেবল প্রতিধ্বনি মাত্র।

নেপথ্যে। ধ্বনি মাত্র।

বিদূ। (সচকিতে) এ আবার কি? এ যে যথার্থই প্রতিধ্বনি। তা পর্ব্বত-প্রদেশই ত প্রতিধ্বনির জন্মস্থান। দেখি এর সঙ্গে কেন কিঞ্চিৎ আলাপই করি না। (উচ্চস্বরে) ওলো প্রতিধ্বনি।

নেপথ্যে। —পীরিতের ধনী।

বিদূ। ওলো তুই আবার কোত্ থেকে লো?

নেপথ্যে। —কে লো?

বিদূ। তুই লো।

নেপথ্যে। — তুই লো।

বিদূ। মর্, তোর মুখে ছাই।

নেপথ্যে। — মুখে ছাই।

বিদূ। কার মুখে লো? আমার মুখে কি তোর মুখে?

নেপথ্যে। —তোর মুখে।

বিদূ। বাহবা! বাহবা!

নেপথ্যে। —বোবা।

বিদূ। মর্ গস্তানি, তুই আমাকে গাল দিস্।

নেপথ্যে। — ইস্।

বিদূ। যা, এখন যা।

নেপথ্যে। — আঃ।

বিদূ। ও কি লো? তোর কি আমাকে ছেড়ে যেতে মন চায় না লো?

নেপথ্যে। — না লো।

বিদূ। দূর মাগি, তুই এখন গেলে বাঁচি।

নেপথ্যে। — অ্যাঁ —ছি।

বিদূ। মাগীকে তাড়াবার কোন উপায়ই দেখি না।

নেপথ্যে। — না।

বিদূ। বটে? তবে এই দেখ। (মুখাবৃত করিয়া শিলাতলে উপবেশন।)

রাজার পুনঃপ্রবেশ

রাজা। (স্বগত) আমাকে যে আজ কত বেশ ধরতে হচ্যে, ত বলা দুষ্কর। আমি এই উপবনে নিষাদরূপে প্রবেশ করে, প্রথমতঃ দেবদেবীর মধ্যস্থ হলেম ; তার পরে আবার প্রতিধ্বনিও হলেম ; দেখি, আরও কি হতে হয়। (পর্ব্বতান্তরালে অবস্থিতি।)

বিদূ। (মুখ মোচন করিয়া স্বগত) মাগী গেছে ত। ওলো প্রতিধ্বনি, তুই কোথায় লো? রাম বলো, আপদ্ গেছে। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) আহা! ফোয়ারাটি কি সুন্দর দেখ! এমন জল দেখলে শীতকালেও তৃষ্ণা পায়। তা আমার যে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে যে কিছু আহার না করে কখনই জল খাব না। কি আশ্চর্য্য! ঐ যে একটা উত্তম পাকা দাড়িম্ দেখ্‌তে পাচ্চি। তা এ নির্জ্জন স্থানে এক জন সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণকে কিছু ফলাহারই করাই নে কেন? (দাড়িম্বগ্রহণ।)

নেপথ্যে। রে দুষ্ট তস্কর, তুই কি জানিস্ না যে এ দেব-উপবন যক্ষরাজের রক্ষিত?

বিদূ। (সত্রাসে স্বগত) ও বাবা! এ আবার মাটি খেয়ে কি করে বস্লেম।

নেপথ্যে। ওরে পাষণ্ড, আমি এই তোর মস্তকচ্ছেদন কত্যে আস্‌ছি। (হুহুঙ্কার ধ্বনি।)

বিদূ। (সত্রাসে ভূতলে জানুদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া প্রকাশে) হে যক্ষরাজ, আপনি এবার আমাকে রক্ষা করুন। আমি একজন অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, পেটের দায়েই এ কর্ম্মটা করেছি।

নেপথ্যে। হা মিথ্যাবাদিন্, যার ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম, সে মহাত্মা কি কখন পরধন অপহরণ করে?

বিদূ। (সত্রাসে) হে যক্ষরাজ, আমি আপনার মাথা খাই যদি মিথ্যা কথা কই। আমি যথার্থই ব্রাহ্মণ। তা আমি আপনার নিকটে এই শপথ কচ্যি যে, যদি আর কখন পরের দ্রব্য চুরি করি, তবে যেন আমি সাত পুরুষের হাড় খাই। আমি এই নাকে খৎ দিয়ে বল্‌চি—

নেপথ্যে। দে, খৎ দে।

বিদূ। (খৎ দিয়া) আর কি কত্যে আজ্ঞা করেন, বলুন।

নেপথ্যে। তুই এ স্থলে কি নিমিত্তে এসেছিস?

বিদূ। (স্বগত) বাঁচলেম! আর যে কত ফল চুরি করে খেয়েছি, তা জিজ্ঞাসা কল্যে না। (প্রকাশে) যক্ষরাজ, আর দুঃখের কথা কি বল্‌বো! আমি বিদর্ভনগরের রাজা ইন্দ্র-নীলের সঙ্গে আপনার উপবনে এসেছি।

নেপথ্যে। সে কি? বিদর্ভনগরের ইন্দ্রনীল রায় যে অতি নিষ্ঠুর ব্যক্তি। সে না তার প্রজাদের অত্যন্ত পীড়ন করে?

বিদূ। আপনি দেখ্‌ছি সকলই জানেন, তা আপনাকে আমি আর অধিক কি বলবো। রাজা বেটা রেয়েতের কাছে যখন যা দেখে, তখনই তাই লুটে পুটে ন্যায়।

নেপথ্যে। বটে? সে না বড় অসৎ?

বিদূ। মহাশয়, ও কথা আর বলবেন না, —ওর রাজ্যে বাস করা ভার। বেটা রাবণের পিতামহ।

নেপথ্যে। বটে? রাজার কয় সংসার?

বিদূ। আজ্ঞা, বেটা এখনও বিয়ে করে নি।

নেপথ্যে। কেন?

বিদূ। মহাশয়, বেটা কৃপণের শেষ। পয়সা খরচ হবে বল্যে বিয়ে করে না।

রাজার পুনঃপ্রবেশ

রাজা। কি হে দ্বিজবর, এ সকল কি সত্য কথা? আমি কি প্রজাপীড়ন করি? আমি কি দশানন অপেক্ষাও দুরাচার? আমি কি অর্থ ব্যয় হবে বল্যে বিবাহ করি না?

বিদূ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ ত যক্ষরাজ নয়, এ যে রাজা ইন্দ্রনীল! তা এখন কি করি? একে যে গালাগালি দিছি, বোধ করি, মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবে এখন।

রাজা। কি হে সখে মানবক, তুমি যে চুপ্ করে রইলে? এখন আমার উচিত যে আমিই তোমার মস্তকচ্ছেদ করি।

বিদূ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য।)

রাজা। ও কি ও, হেসে উড়িয়ে দিতে চাও না কি?

বিদূ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য।)

রাজা। মর্ মূর্খ। তুই পাগল হলি না কি?

বিদূ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! বয়স্য, আপনি কি বিবেচনা করেন যে আমি আপনাকে চিন্‌তে পেরেছিলেম না। হাঃ! হাঃ! হাঃ!

রাজা। বল্ দেখি, কিসে চিন্‌তে পেরেছিলি?

বিদূ। মহারাজ, হাতীর গর্জ্জন শুনে কি কেউ মনে করে যে কোলা ব্যাঙ ডাক্‌চে। সিংহের হুহুঙ্কার শব্দ কি গলাভাঙ্গা গাধার চীৎকার বোধ হয়। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য।)

রাজা। ভাল, তবে তুমি আমাকে এত নিন্দা কল্যে কেন?

বিদূ। বয়স্য, পাপকর্ম্ম কল্যে তার ফল এ জন্মেও ভোগ কত্যে হয়। দেখুন, আপনি একজন সদ্‌ব্রাহ্মণকে ভয় দেখিয়ে তাকে কষ্ট দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, তার জন্যেই আপ-

নাকে নিন্দাস্বরূপ কিঞ্চিৎ তিক্ত বারি পান কত্যে হলো।

রাজা। (সহাস্য বদনে) সখে, তোমার কি অগাধ বুদ্ধি। সে যা হউক, আমি যে আজ এ উপবনে কত অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছি, তা তুমি শুন্‌লে অবাক্ হবে।

বিদূ। কেন মহারাজ? কি হয়েছিল, বলুন্, দেখি?

রাজা। সে সকল কথা এ স্থলে বক্তব্য নয়। চল, এখন দেশে যাই। সে সব কথা এর পরে বল্‌বো।

বিদূ। তবে চলুন। (কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ) করিয়া অবস্থিতি।)

রাজা। ও আবার কি? দাঁড়ালে কেন?

বিদূ। বয়স্য, ভাবচি কি — বলি যদি এখানে যক্ষরাজ নাই, তবে পাকা দাড়িমটা ফেলে যাব কেন?

রাজা। (সহাস্য বদনে) কে ফেলে যেতে বল্‌চে? নাও না কেন?

বিদূ। যে আজ্ঞা। (দাড়িম্ব গ্রহণ।)

রাজা। চল, এখন যাই। যদি যক্ষরাজ যথার্থই এসে উপস্থিত হন, তবে কি হবে?

বিদূ। আজ্ঞা হাঁ — এ বড় মন্দ কথা নয়; তবে শীঘ্রই চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ইতি প্রথমাঙ্ক

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী, রাজশুদ্ধান্তসংক্রান্ত উদ্যান
পদ্মাবতী এবং সখীর প্রবেশ

পদ্মা। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) সখি, সূর্য্যদেব অস্তে গেছেন বটে, কিন্তু এখনও একটু রৌদ্র আছে।

সখী। প্রিয়সখী, তবুও দেখ, ঐ না একটি তারা আকাশে উঠেছে?

পদ্মা। ওঁকে কি তুমি চেন না, সখি? ও যে ভগবতী রোহিণী। চন্দ্রের বিরহে ওঁর মন এত চঞ্চল হয়েছে, যে উনি লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁর আস্‌বার আগেই একলা এসে তাঁর অপেক্ষা কচ্যেন।

সখি। প্রিয়সখি, তা যেন হলো, কিন্তু একবার এদিকে চেয়ে দেখ। কি চমৎকার!

পদ্মা। কেন, কি হয়েছে?

সখী। ঐ দেখ, মধুকর তোমার মালতীর মধু পান কত্যে এসেছে, কিন্তু মলয়মারুত যেন রাগ করেই ওকে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও স্থির হয়ে বস্‌তে দিচ্যেন না। আর দেখ, ওরও কত লোভ। ওকে যত বার মলয় তাড়াচ্যেন ও তত বার ফিরে ফিরে এসে বস্‌চে।

পদ্মা। সখি, চল দেখিগে, চক্রবাকী তার প্রাণনাথকে বিদায় করে, এখন একলা কি কচ্যে।

সখী। প্রিয়সখী, তাতে কাজ নাই। বরঞ্চ চল দেখিগে, কুমুদিনী আজ কেমন বেশ করে তার বাসরঘরে চন্দ্রের অপেক্ষা কচ্যে।

পদ্মা। সখি, যে ব্যক্তি সুখী, তার কাছে গেলেই বা কি, আর না গেলেই বা কি? কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখী, তার কাছে গিয়ে দুটি মিষ্ট কথা কইলে তার মন অবশ্যই প্রফুল্ল হয়। আমি দেখেছি যে উচ্চ স্থলে বৃষ্টিধারা পড়লে, জলটা অতিশীঘ্র বেগে চলে যায়, কিন্তু যদি কোন মরুভূমি কখন জলধরের প্রসাদ পায়, তবে সে তা তৎক্ষণাৎ ব্যগ্র হয়ে পান করে।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। রাজনন্দিনি, একজন পটোদের মেয়ে পট বেচ্‌বার জন্যে এসেছে; আপনি যদি আজ্ঞা করেন, তবে তাকে এখানে ডেকে আনি। সে বল্‌ছে যে, তার কাছে অনেক রকম উত্তম উত্তম পট আছে।

সখী। দুর্ এ কি পট দেখ্‌বার সময়?

পদ্মা। কেন? এখনও ত বড় অন্ধকার হয় নাই। (পরিচারিকার প্রতি) যা, তুই চিত্রকরীকে ডেকে আন্‌গে।

পরি। রাজনন্দিনী, সে অতি নিকটেই আছে। (উচ্চস্বরে) ওলো পটোদের মেয়ে, আয় তোকে রাজনন্দিনী ডাক্‌চেন।

নেপথ্যে। এই যাচ্যি।

চিত্রকরীবেশে রতি দেবীর প্রবেশ

সখী। (জনান্তিকে পদ্মাবতীর প্রতি) প্রিয়সখি, এর নীচকুলে জন্ম বটে, কিন্তু এর রূপলাবণ্য দেখ্‌লে চক্ষু জুড়ায়।

পদ্মা। (জনান্তিকে সখীর প্রতি) তুমি কি ভেবেচ, সখি, যে মণি মাণিক্য কেবল রাজগৃহেই থাকে? কত শত অন্ধকারময় খনিতেও যে তাদের পাওয়া যায়। এই যে উজ্জ্বল মুক্তাটি দেখ্‌চ, এ একটা কদাকার শুক্তির গর্ভে জন্মেছিল। আর যে নলিনীকে লোকে ফুলকুলের ঈশ্বরী বলে, তার কাদায় জন্ম। (রতির প্রতি) তুমি কি চাও?

রতি। (স্বগত) আহা! রাজা ইন্দ্রনীলের কি সৌভাগ্য। তা সে শচীর আর মুরজার দর্প চূর্ণ করে আমার যে মান রেখেছে, আমার তাকেই এই অমূল্য রত্নটি দান করা উচিত।

পদ্মা। চিত্রকরি, তুমি যে চুপ্ করে রৈলে? তুমি ভয় করো না। এখানে কার সাধ্য যে, তোমার প্রতি কোন অত্যাচার করে।

রতি। আপনি হচ্যেন রাজার মেয়ে, আপনার কাছে মুখ খুলতে আমার ভয় হয়।

পদ্মা। (সহাস্য বদনে) কেন? রাজকন্যারা কি রাক্ষসী? তারাও তোমাদের মতন মানুষ বৈ ত নয়।

রতি। (স্বগত) আহা! মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমনই সরলা।

পদ্মা। (শিলাতলে উপবেশন করিয়া) চিত্রকরি, এই আমি বস্‌লেম, তোমার পট সকল এক একখান করে দেখাও।

রতি। যে আজ্ঞে, এই দেখাচ্যি।

পদ্মা। চিত্রকরি, তুমি কোথায় থাক?

রতি। আজ্ঞে, আমরা পাহাড়ে মানুষ।

পদ্মা। তোমার স্বামী আছে?

রতি। রাজনন্দিনি, আমার পোড়া স্বামীর কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন? তিনি আগুনে পুড়েও মরেন না। আর যেখানে সেখানে পান, কেবল লোকের মন মজিয়ে বেড়ান।

সখী। প্রিয়সখি, যদি তোমার পট দেখ্‌তে ইচ্ছা থাকে তবে আর দেরি করো না।

পদ্মা। চিত্রকরি, এস, তোমার পট দেখাও।

রতি। এই দেখুন। (একখান পাট প্রদান।)

পদ্মা। (অবলোকন করিয়া সখীর প্রতি) সখি, এই দেখ, অশোককাননে সীতা দেবী রাক্ষসীদের মধ্যে বসে কাঁদ্‌চেন। আহা! যেন সৌদামিনী মেঘমালায় বেষ্টিত হয়ে রয়েছে। কিম্বা নলিনীকে যেন শৈবালকুল ঘেরে বসেছে। আর ঐ যে ক্ষুদ্র বানরটি গাছের ডালে দেখ্‌চ, ও পবনপুত্র হনুমান্।[৩] দেখ, জানকীর দশা দেখে ওর চক্ষের জল বৃষ্টিধারার মতন অনর্গল পড়্‌ছে। সখি, এ সকল ত্রেতাযুগের কথা, তবু এখনও মনে হল্যে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

রতি। (স্বগত) আহা! এ কি সামান্য দয়াশীলা। ভগবতী বৈদেহীর দুঃখেও এর নয়ন অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হলো। (প্রকাশে) রাজনন্দিনি, আরও দেখুন। (অন্য একখান পট প্রদান।)

পদ্মা। এ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। এই যে ব্রাহ্মণ ধনুর্ব্বাণ ধরে অলক্ষ্য লক্ষ্যের দিকে আকাশমার্গে দৃষ্টি কচ্যেন, ইনি যথার্থ ব্রাহ্মণ নন। ইনি ছদ্মবেশী ধনঞ্জয়। ঐ যাজ্ঞসেনী।[৪]

রতি। (পদ্মাবতীর প্রতি) রাজনন্দিনি, এই পটখান একবার দেখুন দেখি। (পট প্রদান।)

পদ্মা। (অবলোকন করিয়া ব্যগ্রভাবে রতির প্রতি) চিত্রকরি, এ কার প্রতিমূর্ত্তি লা?

রতি। আজ্ঞে, তা আমি আপনাকে—(অর্দ্ধোক্তি।)

পদ্মা। সখি—(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

সখী। (পদ্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হায়, এ কি! প্রিয়সখী যে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। (পরিচারিকার প্রতি) ওলো মাধবি, তুই শীঘ্র একটু জল আন্ ত লা।

(পরিচারিকার বেগে প্রস্থান।)

রতি। (স্বগত) ইন্দ্রনীলের প্রতি যে পদ্মাবতীর এত পূর্ব্বরাগ জন্মেছে, তা ত আমি

৩. রামায়ণের প্রসঙ্গ। ৪. মহাভারতের প্রসঙ্গ।

জান্‌তেম না। এদের দুজনকে স্বপ্নযোগে কয়েকবার একত্র করাতেই এরা উভয়ে উভয়ের প্রতি এত অনুরক্ত হয়েছে। এ ত ভালই হয়েছে। আমার আর এখন এখানে থাকায় কোন প্রয়োজন নাই। শচী আর মুরজার ক্রোধে পদ্মাবতীর কি অনিষ্ট ঘট্‌তে পার্‌বে? আমি এ সকল বৃত্তান্ত ভগবতী পার্ব্বতীকে অবগত করালে, তিনি যে এই পদ্মাবতীর প্রতি অনুকূল হবেন, তার কোন সন্দেহ নাই। (অন্তর্দ্ধান।)

সখী। (স্বগত) হায়! প্রিয়সখী যে সহসা অচেতন হয়ে পড়লেন, এর কারণ কি?

পদ্মা। (গাত্রোত্থান করিয়া ব্যগ্রভাবে) সখি, চিত্রকরী কোথায় গেল?

সখী। কৈ তাকে ত দেখ্‌তে পাই না। বোধ করি, সে তোমাকে অচেতন দেখে মাধবীর সঙ্গে জল আন্‌তে গিয়ে থাক্‌বে।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে) তবে কি সে চিত্রপট খানা সঙ্গে লয়ে গেছে?

সখী। ঐ যে চিত্রপট তোমার সম্মুখেই পড়ে রয়েছে।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে চিত্রপট লইয়া বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া) সখি, এ চিত্রকরীকে তুমি আর কখন দেখেচ?

সখী। প্রিয়সখি, তুমি যে চিত্রপটখানা এত যত্ন করে বুকে লুক্‌য়ে রাখ্‌লে?

পদ্মা। আমি যা জিজ্ঞাসা কচ্যি, তার উত্তর দাও না কেন? বলি, এ চিত্রকরীকে তুমি আর কখন দেখেচ?

সখী। ওকে আমি কোথায় দেখবো?

জল লইয়া পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ

পরি। রাজনন্দিনী যে আমি জল না আন্‌তে আন্‌তেই সেরে উঠেছেন, তা বেশ হয়েছে।

সখী। হাঁ লা মাধবি, এ পটো মাগী কোন্ দিকে গেল তুই দেখেছিস্?

পরি। কেন? সে না এখানেই ছিল। সে ত কই আমার সঙ্গে যায় নাই। যাই, এখন আমি এ ঘটিটে রেখে আসিগে।

(প্রস্থান।)

পদ্মা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! সখি, আমি বোধ করি, এ চিত্রকরী কোন সামান্যা স্ত্রী না হবে।

সখী। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) তাই ত, এ কি পাখী হয়ে উড়ে গেল?

পদ্মা। দেখ, সখি, তুমি কারো কাছে এ কথার প্রসঙ্গ করো না।

সখী। প্রিয়সখি, তুমি যদি বারণ কর, তবে নাই বা কল্যেম। (নেপথ্যে নানাবিধ যন্ত্রধ্বনি) ঐ শোন। সঙ্গীতশালায় গানবাদ্য আরম্ভ হলো। চল, আমরা যাই।

পদ্মা! সখি, তুমি যাও আমি আরও কিঞ্চিৎকাল এখানে থাক্‌তে ইচ্ছা করি।

সখী। প্রিয়সখি, তুমি না গেলে কি ওরা কেউ মন দিয়ে গাবে, না বাজাবে?

পদ্মা। আমি গেলেম বল্যে। তুমি গিয়ে নিপুণিকাকে আমার বীণার সুর বাঁধ্‌তে বল।

সখী। আচ্ছা— তবে আমি চল্যেম।

(প্রস্থান।)

পদ্মা। হে রজনীদেবি, এ নিখিল জগতে কোন্ ব্যক্তি এমন দুঃখী আছে যে, সে তোমার কাছে তার মনের কথা না কয়? দেখ, এই যে ধুতূরাফুল, এ সমস্ত দিন লজ্জায় আর মনস্তাপে মৌনভাবে থাকে, কেন না, বিধাতা একে পরমসুন্দরী করেও এর অধরকে বিষাক্ত করেছেন, কিন্তু তুমি এলে এও লজ্জা সম্বরণ কর্যে বিকশিত হয়। জননি, তুমি পরমদয়াশীলা। (পরিক্রমণ করিয়া) হায়! আমার কি হলো। আজ কয়েক দিন অবধি আমি প্রতি রাত্রে যে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ্‌চি তার কথা আর কাকে বল্‌বো? বোধ হয় যেন একটি পরমসুন্দর পুরুষ আমার পাশে দাঁড়িয়ে এই বলেন— "কল্যাণি, আমার এই হৃৎসরোবরকে সুশোভিত করবার নিমিত্তেই বিধাতা তোমার মতন কনকপদ্ম সৃষ্টি করেছেন। প্রিয়ে, তুমি আমার।" এইমাত্র বলে সেই মহাত্মা অন্তর্দ্ধান হন। আর এই তাঁরই প্রতিমূর্ত্তি। এই যে চিত্রকরী, যিনি আমাকে এই অমূল্য রত্ন প্রদান করে গেলেন, ইনিই বা কে? (পটের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ও নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে প্রাণেশ্বর, তুমি অন্ধকারময় রাত্রে যে গৃহস্থের মন চুরি করেছ, সে তোমাকে এই মিনতি

কচ্চ্যে যে তুমি নির্ভয় হয়ে তার আর যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাও এসে অপহরণ কর।

নেপথ্যে। রাজনন্দিনী যে এখনও এলেন না? তিনি না এলে ত আমরা গাইতে আরম্ভ কর্‌বো না।

পদ্মা। (স্বগত) হায়! আমার এমন দশা কেন ঘট্‌লো? হে স্বপ্নদেবি, এ যদি তোমারই লীলা হয়, তবে তুমি এ দাসীকে আর বৃথা যন্ত্রণা দিও না। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা আমি এ সকল কথা কি এ জন্মে ভুলতে পারবো?

পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ

পরি। রাজনন্দিনি, আপনি না এলে ওরা কেউ গাইতে চায় না। আর নিপুণিকাও আপনার বীণার সুর বেঁধেছে।

পদ্মা। তবে চল।

(উভয়ের প্রস্থান।)

শচী ও মুরজার প্রবেশ

শচী। (সরোষে) সখি, রতিকে ত তুমি ভাল করে চেন না। ওর অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে? দেখ, রুদ্রদেব রাগ্‌লে ভগবতী পার্ব্বতীও তাঁর নিকটে যেতে ভয় পান, কিন্তু রতি অনায়াসে তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে কেঁদে চক্ষের জলে তাঁর কোপানল নির্ব্বাণ করে। রতি ফাঁদ পাত্‌লে তাতে কে না পড়ে? অমরকুলে এমন মেয়ে কি আর দুটি আছে?

মুর। তা ও এখানে এসে কি করেছে?

শচী। কি না করেছে? এই মাহেশ্বরী-পুরীর রাজা যজ্ঞসেনের মেয়ে পদ্মাবতীর মতন সুন্দরী নারী পৃথিবীতে নাই। রতি এই মেয়েটির সঙ্গে দুষ্ট ইন্দ্রনীলের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্চ্যে। সখি, ইন্দ্রনীলকে যদি রতি এই স্ত্রীরত্নটি দান করে, তবে আমাদের কি আর মান থাক্‌বে?

মুর। তার সন্দেহ কি? তা ও কি প্রকারে এ চেষ্টা পাচ্চ্যে, তার কিছু শুনেছ?

শচী। শুনবো না কেন? ও প্রতি রাত্রে এসে ইন্দ্রনীলের বেশ ধর্য্যে পদ্মাবতীকে স্বপ্নযোগে আলিঙ্গন দেয়, সুতরাং মেয়েটিও একেবারে ইন্দ্রনীলের জন্যে যেন উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

মুর। বাঃ, রতির কি বুদ্ধি?

শচী। বুদ্ধি? আর শোন না। আবার রাজ-লক্ষ্মীর বেশ ধারণ কর্য্যে ও গত রাত্রে রাজা যজ্ঞসেনকে স্বপ্নে বলেছে যে যদি পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর অতিশীঘ্র মহা সমারোহে না হয় তবে সে শ্রীভ্রষ্ট হবে।

মুর। কি আশ্চর্য্য! স্বয়ম্বর হলেই ত ইন্দ্রনীল অবশ্যই আস্‌বে। আর ইন্দ্রনীলকে দেখবামাত্রেই পদ্মাবতী তাকেই বরণ করবে।

শচী। তা হলে আমরা গেলেম। পৃথিবীতে কি আর কেউ আমাদের মান্‌বে না পূজা কর্‌বে? সখি, তোমাকে আর কি বল্‌বো। এ কথা মনে পড়লে রাগে আমার চক্ষে জল আসে। আর দেখ, রাজা যজ্ঞসেন মন্ত্রীদের লয়ে আজ এই স্বয়ম্বরের বিষয়ে বিচার কচ্চ্যে।

মুর। তবে ত আর সময় নাই। তা এখন কি কর্ত্তব্য?—ও কি ও? (নেপথ্যে বহুবিধ যন্ত্রধ্বনি) আহা! কি মধুর ধ্বনি। সখি, একবার কান দিয়ে শোন। তোমার অমরাবতীতেও এমন মধুর ধ্বনি দুর্লভ।

শচী। আঃ তুমিও যেমন। ও সকল কি আর এখন ভাল লাগে?

নেপথ্যে। তুই, সই, আরম্ভ কর্ না কেন?

নেপথ্যে। চুপ কর্ লো—চুপ্ কর্। ঐ শোন্, রাজনন্দিনী আরম্ভ কচ্চ্যেন। (বীণাধ্বনি।)

নেপথ্যে। আহা! রাজনন্দিনি, তুমি কি ভগবতী বীণাপাণির বীণাটা একেবারে কেড়ে নেছ গা?

নেপথ্যে। মর্ এত গোল করিস্ কেন?

নেপথ্যে। গীত

(খাম্বাজ — মধ্যমান)

কেন হেরেছিলাম তারে।
বিষম প্রেমের জ্বালা বুঝি ঘটিল আমারে।।
সহজে অবোধ মন,
না জানে প্রেম কেমন,
সাধে হয়ে পরাধীন, নিশিদিন ভাবে পরে।

কত করি ভুলিবারে,
মন তা তো নাহি পারে,
যবে যে ভাবনা করে, সে জাগে অন্তরে।
শরমে মরম ব্যথা,
নারি প্রকাশিতে কোথা,
জড়ের স্বপন যথা, মরমে মরি গুমরে।।

মুর। শচী দেবি, আমরা কি নন্দনকাননে উর্ব্বশী আর চারুনেত্রার মধুর স্বর শুনে মোহিত হলেম?

শচী। সখি, তুমিও কি এই প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি দিতে প্রবৃত্ত হলে? দেখ, যদি রতির মনস্কামনা সুসিদ্ধ হয়, তবে এই সুধারস দুষ্ট ইন্দ্রনীলই দিবারাত্র পান কর্‌বে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি যক্ষে- শ্বরি, আমার মতন হতভাগিনী কি আর দুটি আছে? লোকে আমাকে বৃথা ইন্দ্রাণী বলে। আমার পতি বজ্রদ্বারা কত শত উন্নত পর্বত-শৃঙ্গকে চূর্ণ করে উড়িয়ে দেন; কত শত বিশাল তরুরাজকে ভস্ম করে ফেলেন; কিন্তু আমি, দেখ, একজন অতিক্ষুদ্র মানবকে যৎ- কিঞ্চিৎ দন্ড দিতে পারলেম না। হায়! আমার বেঁচে আর সুখ কি!

মুর! তবে, সখি, তোমার কি এই ইচ্ছা যে, ইন্দ্রনীলকে শাস্তি দেবার জন্যে এ সুশীলা মেয়েটিকেও কষ্ট দেবে?

শচী। কেন দেব না? পরমান্ন চণ্ডালকে দেওয়া অপেক্ষা জলে ফেলে দেওয়াও ভাল। দেখ, দুষ্টমনের নিমিত্তে বিধাতা সময়বিশেষে ভগবতী পৃথিবীকেও জলমগ্না করেন।

মুর। তবে, সখি, চল, আমরা কলিদেবের কাছে যাই, তিনি এ বিষয়ের একটা না একটা উপায় অবশ্যই করে দিতে পারবেন।

শচী। (চিন্তা করিয়া) হ্যাঁ, এ যথার্থ কথা কলিদেবই এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য কত্যে পার্‌বেন। তা সখি, চল, আমরা শীঘ্র তাঁরই কাছে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক[৫]

মাহেশ্বরীপুরী, রাজনিকেতন

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চু। (স্বগত) আহা! শৈলেন্দ্রের গলে
শোভে যে রতন—
সে অমূল ধন কভু সহজে কি তিনি
প্রদান করেন পরে? গজরাজ-শিরে
ফলে যে মুকুতারাজি, কে লভয়ে কবে
সে মুকুতারাজি, যদি না বিদরে আগে
সে শিরঃ? সকলে জানে, সুরাসুর মিলি
মথিয়া কত যতনে সাগর, লভিলা
অমৃত— কত পীড়নে পীড়ি জলনিধি।
হায় রে, কে পারে পরে দিতে ইচ্ছা করি,
যে মণিতে গৃহ তার উজ্জ্বল সতত।
(চিন্তা করিয়া)
বিধির এ বিধি কিন্তু কে পারে লঙ্ঘিতে?—
ছায়ায় কি ফল কবে দরশে তরুর?
সরোবরে ফুটিলে কমল, লোকে তারে
তুলে লয়ে যায় সুখে! মলয়-মারুত;
কুসুম-কানন-ধন সুরভিরে হরি,
দেশ দেশান্তরে চলি যান কুতূহলে।
হিমাদ্রির কনক ভবন ত্যজি সতী—
ভবভাবিনী ভবানী —ভজেন ভবেশে।
(পরিক্রমণ)
যার ঘরে জনমে দুহিতা, এ যাতনা
ভোগী সে[৬]! (দীর্ঘনিশ্বাস)—

প্রভো, তোমারই ইচ্ছা! যা হৌক, মহারাজ যে এখন রাজনন্দিনী পদ্মাবতীর স্বয়ম্বরে সম্মত হয়েছেন, এ পরম আহ্লাদের বিষয়। এখন জগদীশ্বর এই করুন যে কন্যাটি যেন একটি উপযুক্ত পাত্রের হাতেই পড়ে। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া প্রকাশে) কে ও?

সখীর প্রবেশ

বসুমতী না? আরে এস দিদি এস! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ — কালক্রমে প্রায়ই অন্ধ হয়েছি কিন্তু তবু ও পূর্ণশশীর উদয় হল্যে তাঁকে চিন্‌তে পারি। এস এস।

৫. দৃশ্যপরিকল্পনায় শকুন্তলা নাটকের প্রভাব লক্ষ্যণীয়।
৬. এটিই বাংলা ভাষায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতা।

সখী। ঠাকুরদাদা, প্রণাম করি।

কঞ্চু। কল্যাণ হউক্।

সখী। মহাশয়, আমার প্রিয়সখীর নাকি স্বয়ম্বর হবে?

কঞ্চু। এ কথা তোমাকে কে বল্যে?

সখী। যে বলুক্ না কেন? বলি এ সত্য ত?

কঞ্চু। বাঃ, কেমন করে সত্য হবে? তোমার প্রিয়সখী ত আর পাঞ্চালী নন যে তাঁর পঞ্চ স্বামী হবে। আমি বেঁচে থাক্‌তে তাঁর কি আর বিবাহ হত্যে পারে? গৌরী কি হরকে বৃদ্ধ বল্যে ত্যাগ কত্যে পারেন? (হাস্য)

সখী। (স্বগত) দূর বুড়ো। (হস্ত ধারণ করিয়া প্রকাশে) ঠাকুরদাদা, আপনার পায়ে পড়ি, বলুন না, এ কথাটা কি সত্য?

কঞ্চু। আরে কর কি? পায়ে হাত দিও না। তুমি কি জান না, নীরস তরুকে দাবানল স্পর্শ কর্‌লে, সে যে তৎক্ষণাৎ জ্বলে যায়।

সখী। তবে আমি চল্যেম।

কঞ্চু। কেন?

সখী। এখানে থেকে আবশ্যক কি? আপনার কাছে ত কোন কথাটিই পাওয়া যায় না।

কঞ্চু। (হাস্যবদনে) আরে, আমি রাজ সংসারে চাকুরী করে বুড়ো হয়েছি। আমাকে ঘুষ না দিলে কি আমার দ্বারা কোন কর্ম্ম হতে পারে? ঘানিগাছে তেল না দিলে সে কি সহজে ঘোরে?

সখী। আচ্ছা! রাজমাতার জন্যে সোণার হামান্‌দিস্তায় যে পান মস্‌লা দিয়ে ছেঁচে, তাই আপনাকে না হয় একটু এনে দেব? তা হলে ত হবে?

কঞ্চু। সুদু পান নিয়ে কি হবে? মিঠাই টিঠাই কিছু দিতে পার কি না?

সখী। হাঁ! পারবো না কেন?

কঞ্চু। তবে বলি। এ কথা যথার্থ। তোমার প্রিয়সখীর স্বয়ম্বর হবে।

সখী। (ব্যগ্রভাবে) হ্যাঁ মহাশয়, কবে হবে?

কঞ্চু। অতি শীঘ্রই হবে। মহারাজ মন্ত্রি-বরকে স্বয়ম্বরের সমুদয় আয়োজন কত্যে অনুমতি করেছেন। আর কাল প্রাতে দূতেরা নিমন্ত্রণপত্র লয়ে দেশ দেশান্তরে যাত্রা কর্‌বে। দেখো, এ পদ্মের গন্ধে অলিকুল একবারে উন্মত্ত হয়ে উড়ে আস্‌বে। ও কি ও! তুমি যে কাঁদ্‌তে আরম্ভ কল্যে। তোমাকে ত আর শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না।

সখী। (চক্ষু মুছিয়া) কৈ? আমি কাঁদছি আপনাকে কে বল্‌লে? (রোদন।)

কঞ্চু। আরে ঐ যে। কি উৎপাত! তা তোমার জন্যেও না হয় একটা বর ধরে দেব, তার নিমিত্তে ভাবনা কি? তোমার প্রিয়সখী ত আর সকলকে বরণ করবেন না। আর যদি তুমি রাজকুলে বিয়ে কত্যে না চাও—তবে শর্ম্মা ত রয়েছেন।

সখী। আঃ, যাও মিছে ঠাট্টা করো না। (রোদন।)

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। কঞ্চুকী মহাশয়, প্রণাম করি।

কঞ্চু। এস, কল্যাণ হউক্। (স্বগত) এ গস্তানী আবার কোথ্‌থেকে এসে উপস্থিত হলো? কি আপদ্? এ যে গঙ্গায় আবার যমুনা এসে পড়লেন। এখন ত আর জলের অভাব থাক্‌বে না।

সখী। মাধবি, প্রিয়সখী যথার্থই এত দিনের পর আমাদের ছেড়ে চল্‌লেন। (রোদন।)

পরি। (ব্যগ্রভাবে) কেন কেন? কি হয়েছে?

সখী। আমরা যে স্বয়ম্বরের কথা শুনে-ছিলাম, সে সকলই সত্য হলো। (রোদন।)

কঞ্চু। (স্বগত) আহা! প্রণয়পদ্মের মৃণালে যে কণ্টক জন্মে, সে কি সামান্য তীক্ষ্ণ? আর তার বেঁধনে যে প্রাণ কি পর্য্যন্ত ব্যথিত হয়, তা সে বেদনা যে সহ্য করেছে, সেই কেবল বল্‌তে পারে। (প্রকাশে) আরে, তোরা যে কেঁদেই অস্থির হলি! এমন কথা শুনে কি কাঁদ্‌তে হয়? রাজনন্দিনী কি চিরকাল আইবড় থাক্‌লে তোরা সুখী হবি?

পরি। বালাই! তাঁর শত্রু আইবড় থাকুক্ তিনি থাক্‌বেন কেন?

কঞ্চু। তবে তোরা কাঁদিস্ কেন লা?

পরি। তুমিও যেমন। কে কাঁদচে? তুমি কাণা হলে নাকি?

কঞ্চু। তবে তুই ভাই, একবার হাস্ ত, দেখি?

পরি। হাস্‌বো না কেন? এই দেখ (হাস্য ও রোদন।)

কঞ্চু। বেশ। ওলো মাধবি, লোকে বলে, রৌদ্রে বৃষ্টি হলে খেঁকশিয়ালীর বিয়ে হয়, তা আমি দেখ্‌চি তোরও বিয়ে অতি নিকট।

পরি। কেন? আমি কি খেকঁশিয়ালী! যাও, মিছে গাল দিও না।

সখী। ওলো মাধবি, চল্ আমরা যাই।

পরি। চল।

(উভয়ের ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান।)

কঞ্চু। (স্বগত) আমাদের পদ্মাবতীর রূপ লাবণ্য দেখ্‌লে কোন মতেই বিশ্বাস হয় না যে, এর মানবকুলে জন্ম। সৌদামিনী কি কখন ভূতলে উৎপন্ন হয়? আর এ যে কেবল সৌন্দর্য্য গুণে চক্ষের সুখকরী মাত্র, তা নয়, —এমন দয়াশীলা পরোপকারিণী কামিনী কি আর আছে? আর তা না হবেই বা কেন? পারিজাত পুষ্প কি কখন সৌরভহীন হতে পারে? আহা! এ মহার্হ রত্ন কোন্ রাজগৃহ উজ্জ্বল কর্‌বে হে?

নেপথ্যে বৈতালিক।

গীত।

(পরজ কালংড়া, একতালা)

অপরূপ আজিকার, রাজসভা শোভিল।
জিনি অমরাপুরী, নৃপপুর হইতেছে;
বিভবে সুরেন্দ্র লাজ পাইল।।
মোহনমূরতি অতি রাজন রাজিছে,
রতিপতি ভাতি হেরি মোহিল।
তুলনা দিবার তরে, রজনী সে আপনি
শশীরে সাজায়ে ধনী আনিল।।

কঞ্চু। (স্বগত) এই ত মহারাজ সভা হতে গাত্রোত্থান কল্যেন। এখন যাই, আপনার কর্ম্ম দেখিগে।

(প্রস্থান।)

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক

তৃতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্কঃ[৭]

মাহেশ্বরীপুরী, রাজনিকেতন-সন্নিধানে মদনোদ্যান
ছদ্মবেশে রাজা ইন্দ্রনীল এবং বিদূষকের প্রবেশ

রাজা। সখে মানবক।

বিদূ। মহারাজ —

রাজা। আরে ও আবার কি? আমি একজন বণিক; তুমি আমার মিত্র; আমরা দুজনে এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজকন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর-সমারোহ দেখবার জন্যেই এ রাজ্যে এসেছি—

বিদূ। আজ্ঞা—আর বল্‌তে হবে না।

রাজা। তবে তুমি এই শিলাতলে বসো, আমি ঐ দেবালয়ের নিকটে সরোবর থেকে একটু জল পান করো্যে আসি। আঃ এই নগর ভ্রমণ করে আমি যে কি পর্যন্ত ক্লান্ত হয়েছি তার আর কি বলবো।

বিদূ। তবে আপনি কেন এখানে বসুন না, আমিই আপনাকে জল এনে দিচ্চি। ব্রাহ্মণের জল খেলে ত আর বেণের জাত যায় না।

রাজা। (সহাস্যে বদনে) সখে, তা ত যায় না বটে, কিন্তু জল আন্‌বে কিসে করে? এখানে পাত্র কোথায়? তুমি ত আর পবনপুত্র হনুমান্ নও, যে ঔষধ না পেয়ে একবারে গন্ধমাদনকে উপড়ে এনে ফেলবে্! তা তুমি থাক, আমি আপনিই যাই।

(প্রস্থান।)

বিদূ। (স্বগত) হায়! আমার কি দুরদৃষ্ট! দেখ, এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজার মেয়ের স্বয়ম্বর হবে বল্যে, প্রায় এক লক্ষ রাজা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে; আর এই নগরের চারি দিকে যে কত তাম্বু আর কানাত পড়েছে তার সংখ্যা নাই। কত হাতী, কত ঘোড়া, কত উট, কত রথ আর যে কত লোকজন এসে একত্র হয়েছে তা কে গুণে ঠিক কত্যে পারে? আর কত শত স্থানে যে নট নটীরা নৃত্যগীত কচ্যে তা বলা দুষ্কর। আর যেমন বর্ষাকালে জল পর্ব্বত থেকে শত স্রোতে বেরিয়ে যায়, রাজভাণ্ডার থেকে সিদেপত্র তেম্‌নিই বেরুচ্যে। আহা! কত যে

৭. দৃশ্যপরিকল্পনায় শকুন্তলা নাটকের প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

চাল, কত যে ডাল, কত যে তেল, কত যে লবণ, কত যে ঘি, কত যে সন্দেশ, কত যে দই, কত যে দুধ ভারে ভারে আস্‌চে যাচ্যে তা দেখ্‌লে একেবারে চক্ষুঃ স্থির হয়। রাজা-বেটার কি অতুল ঐশ্বর্য্য! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা দেখ, এ হতভাগা বামণের কপালে এর কিছুই নাই। আমাদের মহারাজ কল্যেন কি, না সঙ্গে যত লোকজন এসেছিল তাদের সকলকে দূরে রেখে কেবল আমাকে লয়ে ছদ্মবেশে এ নগরে এসে ঢুকেছেন। এতে যে ওঁর কি লাভ হবে তা উনিই জানেন। তবে লাভের মধ্যে আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমার দক্ষিণাটি দেখ্‌চি লোপাপত্তি হবে। হায়! এ কি সামান্য দুঃখের কথা? (চিন্তা করিয়া) মহারাজ একটা মেয়েমানুষকে স্বপ্নে দেখে এই প্রতিজ্ঞা করে বসেছেন, যে তাকে না পেলে আর কাকেও বিয়ে কর্‌বেন না। হায়! দেখ দেখি, এ কত বড় পাগ্‌লামি। আর—আমি যে রাত্রে স্বপ্নে নানা রকম উপাদেয় মিষ্টান্ন খাই তা বল্যে কি আমার ব্রাহ্মণী যখন থোড় ছেঁচকি, কি কাঁচকলা ভাতে, কি বেগুন পোড়া এনে দেয়, তখন কি সে সব আমি না খেয়ে পাতে ঠেলে রেখে দি? সাগর সকল জলই গ্রহণ করেন। অগ্নিদেবকে যা দাও তাই তিনি চক্ষুর নিমিষে পরিপাক করো্য ভস্ম করে ফেলেন।

রাজার পুনঃপ্রবেশ

রাজা। কি হে সখে মানবক, তুমি যে একেবারে চিন্তা সাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছো?

বিদূ। মহারাজ

রাজা। মর্ বানর। আবার?

বিদূ। আজ্ঞা—না। তা আপনার এত বিলম্ব হলো কেন?

রাজা। সখে, আমি এক অদ্ভুত স্বয়ম্বর দেখ্‌তেছিলেম।

বিদূ। বলেন কি? কোথায়?

রাজা। সখে, ঐ সরোবরে কমলিনী আজ যেন স্বয়ম্বরা হয়েছে। আর তার পাণিগ্রহণ লোভে ভগবান্ সহস্ররশ্মি, মলয়মারুত, অলিরাজ, আর রাজহংস—এঁরা সকলেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। আর কত যে কোকিলকুল মঙ্গলধ্বনি কচ্যে তা আর কি বল্‌বো? এসো সখে, আমরা ঐ সরোবরকূলে যাই।

বিদূ। ভাল—মহাশয়, আপনি যে আমাকে নিমন্ত্রণ কচ্যেন, তা বলুন দেখি, আমার দক্ষিণা কে দেবে?

রাজা। কেন? কমলিনী আপনিই দেবে। তার সুরভি মধু দিয়ে সে যে তোমার চিত্তবিনোদন কর্‌বে তার কোন সন্দেহ নাই।

বিদূ। হা! হা! হা! (উচ্চহাস্য) মহাশয়, আমি ব্রাহ্মণ, আমার কাছে কি ও সব ভাল লাগে? হয় টাকাকড়ি—নয় খাদ্য দ্রব্য—এই দুটার এক্‌টা না এক্‌টা হলে কি আমি উঠি।

রাজা। চল হে, চল, না হয় আমিই দেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

সখী এবং পরিচারিকার প্রবেশ

সখী। মাধবি, আমি ত আর চল্‌তে পারি না। উঃ, আমার জন্মেও আমি কখন এত হাঁটি নাই। আমার সর্ব্বাঙ্গে যে কত বেদনা হয়েছে, তার আর বল্‌বো কি? বোধ করি, আমাকে এখন চারি পাঁচ দিন বুঝি কেবল বিছানাতেই পড়ে থাক্‌তে হবে।

পরি। ও মা! সে কি? রাজনন্দিনীর স্বয়ম্বরের আর দুটি দিন বই ত নাই। তা তুমি পড়ে থাক্‌লে কি আর কর্ম্ম চল্‌বে?

সখী। না চল্‌লে আমি কি কর্‌বো? আমার ত আর পাষাণের শরীর নয়।

পরি। সে কিছু মিছে কথা নয়।

সখী। (পট অবলোকন করিয়া) দেখ্, আমি প্রিয়সখীকে না হবে ত প্রায় সহস্র বার বলেছি যে এ প্রতিমূর্ত্তি কখনই মনুষ্যের নয়, কিন্তু আমার কথায় তিনি কোন মতেই বিশ্বাস করেন না।

পরি। কি আশ্চর্য্য! এই যে আমরা আজ সমস্ত দিন বেড়িয়ে বেড়িয়ে প্রায় এক লক্ষ রাজা দেখে এলেম, এদের মধ্যে এমন একটি পুরুষ নাই যে তাকে এঁর সঙ্গে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তুলনা করা যায়। হায়, এ মহাপুরুষ কোথায়?

সখী। সুমেরুপর্ব্বত যে কোথায় তা কে বল্‌তে পারে? কনকলঙ্কা কি লোকে আর এখন দেখ্‌তে পায়?

পরি। তা সত্য বটে। তবে এখন কি কর্‌বে?

সখী। আর কি কর্‌বো! আয়, এই উদ্যানে একটুখানি বিশ্রাম করে প্রিয়সখীর কাছে এ সকল কথা বলিগে। (শিলাতলে উপবেশন।)

পরি। আহা! রাজনন্দিনীকে এ কথা কেমন করে বল্‌বে? এ কথা শুনলে তিনি যে কত দুঃখিত হবেন, তা মনে পড়লে আমার চখে জল আসে।

সখী। তা এ মায়ার হেমমৃগ ধরা তোর আমার কর্ম্ম নয়। এ যে একবার দেখা দিয়ে, কোন্ গহন কাননে গিয়ে পালিয়ে রইলো, তা কে বলতে পারে? জগদীশ্বর এই করুন, যেন প্রিয়সখী এর প্রতি লোভ কর্যে, অবশেষে সীতা দেবীর মতন কোন ক্লেশে না পড়েন[৮]। এ যে দেবমায়া তার কোন সন্দেহ নাই। (পরিচারিকার প্রতি) তুই যে বসছিস্ না? তোর কি এত হেঁটেও কিছু পরিশ্রম হয় নাই?

পরি। হয়েছে বই কি! কিন্তু রাজনন্দিনীর দুঃখের কথা ভাব্‌লে আর কোন দুঃখই মনে পড়ে না। যে গায়ে সাপের বিষ প্রবেশ করেছে, সে কি আর বিছের কামড়ে জ্বলে। (সখীর নিকটে ভূতলে উপবেশন) এখন এ স্বয়ম্বরটা হয়ে গেলেই বাঁচি।

সখী। তুই দেখিস্ এ স্বয়ম্বরে কোন না কোন একটা ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটে উঠবে।

পরি। বালাই! এমন অমঙ্গল কথা কি মুখে আন্‌তে আছে?

সখী। তুই প্রিয়সখীর প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলি নাকি? তোর কি মনে নাই যে যদি এ লক্ষ রাজার মধ্যে, তিনি যে মহাপুরুষকে স্বপ্নে দেখেছেন, তাঁর সেই প্রাণেশ্বরকে না পান তবে তিনি আর কাকেও বরণ কর্‌বেন না?

নেপথ্যে। (উচ্চহাস্য।)

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সচকিতে) ও আবার কি?

পরি। কেন কি হলো? (উভয়ের গাত্রোত্থান।)

পরি। (সত্রাসে) ও মা! চল আমরা এখান থেকে পালাই। এ মহাস্বয়ম্বরে যে কত দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষঃ, এসে উপস্থিত হয়েছে, তা কে বল্‌তে পারে? এ নির্জ্জন বনে—

সখী। চুপ্ কর্ লো। চুপ্ কর্। আর ঐ দেখ্—

পরি। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ঐ না পুষ্করিণীর ধারে দুই জন পুরুষ মানুষ বসে রয়েছে? আহা! ওদের মধ্যে একজনের কি অপরূপ রূপলাবণ্য!

সখী। (পট অবলোকন করিয়া) মাধবি, এতক্ষণের পর, বোধ করি, আমাদের পরিশ্রম সফল হলো। ঐ সুন্দর পুরুষটির দিকে একবার বেশ করে চেয়ে দেখ্ দেখি।

পরি। তাই ত! কি আশ্চর্য্য! এ কি গগনের চাঁদ ভূতলে এসে উপস্থিত হলেন?

সখী। (সপুলকে) এ ত গগনের চন্দ্র নয়, এ যে আমার প্রিয়সখীর হৃদয়াকাশের পূর্ণচন্দ্র।

পরি। (পট অবলোকন করিয়া) তাই ত? এ কি আশ্চর্য্য! তা ওঁকে যে রাজবেশে দেখ্‌চি না।

সখী। তাতে বয়ে গেল কি? (চিন্তা করিয়া) মাধবি, তুই এক কর্ম্ম কর্। তুই অন্তঃপুরে দৌড়ে গিয়ে, প্রিয়সখীকে একবার এখানে ডেকে আন্‌গে। যদিও ঐ মহাপুরুষ মনুষ্য না হন, তবু প্রিয়সখী ওঁকে একবার চক্ষে দর্শন কর্যে জন্ম সফল করুন্।

পরি। রাজনন্দিনী কি এখন অন্তঃপুর হতে একলা আস্‌তে পার্‌বেন?

সখী। তুই একবার যেয়ে দেখেই আয় না কেন। যদি আস্‌তে পারেন ভালই ত, আর না পারেন আমরা ত দোষ হতে মুক্ত হলেম।

পরি। বলেছ ভাল, এই আমি চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া স্বগত) ইনি কি মনুষ্য, না কোন দেবতা, মায়াবলে মানবদেহ ধারণ কর্যে এই স্বয়ম্বর দেখ্‌তে এসেছেন? হায়, এ কথা আমি কাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বো? এখন প্রিয়সখী এলে বাঁচি। আহা! বিধাতা কি এমন সুন্দর বর প্রিয়সখীর কপালে লিখেছেন?

৮. রামায়ণের সীতাহরণ প্রসঙ্গ।

পদ্মাবতীর সহিত পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ

পদ্মা। সখি, তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন? কি সংবাদ, বল দেখি শুনি?

সখী। সকলই সুসংবাদ। তা এসো, এই শিলাতলে বসো।

পদ্মা। সখি, আমার প্রাণনাথ কি তোমাকে দর্শন দিয়েছেন? (উপবেশন।)

সখী। (পদ্মাবতীর নিকটে উপবেশন করিয়া) হ্যাঁ—দিয়েছেন।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে সখীর হস্ত ধারণ করিয়া) সখি, তুমি তাঁকে কোথায় দেখেছ?

সখী। (সহাস্য বদনে) প্রিয়সখি, তুমি স্থির হয়ে ঐ অশোকবনের দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি।

পদ্মা। কেন? তাতে কি ফললাভ হবে?

সখী। বলি দেখই না কেন?

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ঐ ত ভগবান্ অশোকবৃক্ষ বসন্তের আগমনে যেন আপনার শতহস্তে পুষ্পাঞ্জলি ধারণ কর্যে, ঋতুরাজের পূজা করবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

সখী। ভাল, বল দেখি, ঋতুরাজ বসন্ত কোথায়?

পদ্মা। সখি, এ কি পরিহাসের সময়!

সখী। পরিহাস কেন? ঐ বেদিকার দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি?

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) সখি, আমি কি আবার নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখ্‌তে লাগ্‌লেম? (আত্মগত) হে হৃদয়, এত দিনের পর কি তোমার নিশাবসান কর্যে তোমার দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলেন! (প্রকাশে) সখি! তুমি আমাকে ধর— (অবচেতন হইয়া সখীর ক্রোড়ে পতন।)

সখী। হায়! এ কি হলো? প্রিয়সখী যে সহসা অচেতন হয়ে পড়লেন। (পরিচারিকার প্রতি) মাধবি, তুই শীঘ্র গিয়ে একটু জল আন্ ত।

পরি। এই যাই।

[বেগে প্রস্থান।

সখী। (স্বগত) হায়! আমি প্রিয়সখীকে এ সময়ে এ উদ্যানে ডাকিয়ে এনে এ কি কল্যেম?

বেগে রাজার পুনঃপ্রবেশ

রাজা। এ কি? সুন্দরি! এ স্ত্রীলোকটির কি হয়েছে?

সখী। মহাশয়, এঁর মূর্চ্ছা হয়েছে।

রাজা। কেন?

সখী। তা আমি এখন আপনাকে বল্‌তে পারি না।

রাজা। (স্বগত) লোকে বলে যে পূর্ণশশীর উদয় হলে সাগর উথলিত হন, তা আমারও কি সেই দশা ঘট্‌লো! (পুনরবলোকন করিয়া) এ কি? এই যে আমার মনোমোহিনী, যাঁকে স্বপ্নযোগে কয়েক বার দর্শন করেছিলেম। তা দেবতারা কি এত দিনের পর আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়ে আমার হৃদয়নিধি মিলিয়ে দিলেন!

পদ্মা। (চেতন পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

রাজা। (সখীর প্রতি) শুভে, যেমন নিশাবসানে সরসীতে নলিনী উন্মীলিতা হয়, দেখ, তোমার সখীও মোহান্তে আপন কমলাক্ষি উন্মীলন কল্যেন। আহা! ভগবতী জাহ্নবী দেবী, ভগ্নতট-পতনে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে কলুষা হয়ে, এইরূপেই আপন নির্ম্মল শ্রী পুনর্ধারণ করেন।

পদ্মা। (গাত্রোত্থান করিয়া মৃদুস্বরে সখীর প্রতি) সখি, চল, আমরা এখন অন্তঃপুরে যাই। এ উদ্যানে আমাদের আর থাকা উচিত হয় না।

রাজা। (স্বগত) আহা! এও সেই মধুর স্বর। আমার, বিবেচনায় তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির কর্ণে জলস্রোতের কলকল ধ্বনিও এমন মিষ্ট বোধ হয় না। (প্রকাশে সখীর প্রতি) সুন্দরি, তোমার প্রিয়সখী কি আমার এখানে আসাতে বিরক্ত হলেন?

সখী। কেন? বিরক্ত হবেন কেন?

রাজা। তবে যে উনি এখান থেকে এত ত্বরায় যেতে চান?

সখী। আপনি এমন কথা কখনই মনে কর্‌বেন না। তবে কি না আমরা এখন সকলেই ব্যস্ত।

রাজা। শুভে, তবে তুমি তোমার এ

পরমসুন্দরী সখীর পরিচয় দিয়া আমাকে চরিতার্থ করে যাও।

সখী। মহাশয়, ইনি রাজনন্দিনী পদ্মাবতীর একজন সখী মাত্র।

রাজা। কি আশ্চর্য্য! আমরা জানি যে বিধাতা কমলিনীকেই পুষ্পকুলের ঈশ্বরী কর্য়্যে সৃষ্টি করেছেন। তা তাঁর অপেক্ষা কি আরও সুচারু পুষ্প পৃথিবীতে আছে?

পদ্মা। (স্বগত) আহা! প্রাণনাথ কি মিষ্টভাষী! তা ভগবান্ গন্ধমাদন কি কখন সৌরভহীন হতে পারেন?

সখী। মহাশয়! আপনি যদি এ দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করেন তবে আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

রাজা। তাতে দোষ কি? যদি আমি কোন প্রকারে তোমাদের মনোরঞ্জন কত্যে পারি, তবে তা অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি?

সখী। মহাশয়, কোন্ রাজধানী এখন আপনার বিরহে কাতরা হয়েছে, এ কথা আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের বলুন।

পদ্মা। (স্বগত) এতক্ষণের পর বসুমতী আমার মনের কথাটিই জিজ্ঞাসা করেছে।

রাজা। (সহাস্য বদনে) সুন্দরি, আমার বিদর্ভনাম্নী মহানগরীতে জন্ম। সে নগরের রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আমি তোমাদের রাজনন্দিনীর স্বয়ম্বর-মহোৎসব দেখবার নিমিত্তেই এ দেশে এসেছি।

পদ্মা। (স্বগত) এ কি অসম্ভব কথা! এঁর কি তবে রাজকুলে জন্ম নয়?

জল লইয়া পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ

সখী। তোমার এত বিলম্ব হলো কেন?

পরি। আমাকে ঘটীর জন্যে অন্তঃপুর পর্য্যন্ত দৌড়ে যেতে হয়েছিল।

সখী। তা সত্য বটে। তা এ কথা ত অন্তঃপুরে কেউ টের পায় নাই!

পরি। না, এ কথা কেউ টের পায় নাই, কিন্তু ওরা সকলে মদনের পূজা কত্যে আস্‌চে।

সখী। তবে চল, আমরা যাই।

রাজা। (সখীর প্রতি) সুন্দরি, আমি কি তবে তোমাদের চন্দ্রাননের আর এ জন্মে দর্শন পাব না?

পদ্মা। (সখীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রীড়া সহকারে) প্রিয়সখি, তুমি এ মহাশয়কে বল যে যদি আমাদের ভাগ্যে থাকে, তবে আমরা এই উদ্যানেই পুনরায় ওঁর দর্শন পাব।

নেপথ্যে। কৈ লো কৈ? রাজনন্দিনী আর বসুমতী কোথায়?

সখী। চল, আমরা যাই।

পদ্মা। (কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করিয়া) উহু। এ কি—

সখী। কেন? কেন? কি হলো?

পদ্মা। সখি, দেখ, এই নূতন তৃণাঙ্কুর আমার পায়ে বাজতে লাগ্‌লো। উহু, আমি ত আর চল্‌তে পারি না, তোমরা একজন আমাকে ধর। (রাজার প্রতি লজ্জা এবং অনুরাগ সহকারে দৃষ্টিপাত।)[১]

সখী। এই এসো।

[পদ্মাবতীকে ধারণ করিয়া সখী
এবং পরিচারিকার প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) হে সৌদামিনি, তুমি কি আমার এ মেঘাবৃত হৃদয়াকাশকে আরও তিমিরময় করবার জন্যে আমাকে কেবল এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তে দর্শন দিলে! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! তা এ ঘোর অন্ধকার তোমার পুনর্দর্শন ব্যতীত কি আর কিছুতে কখন বিনষ্ট হবে?

নেপথ্যে। (বহুবিধ যন্ত্রধ্বনি।)

রাজা। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) এই যে রাজকুলবালারা গানবাদ্য কত্যে কত্যে ভগবান্ কন্দর্পের মন্দিরের দিকে যাচ্যে।

নেপথ্যে। নাচ্ লো, নাচ্। এই দেখ্ আমি ফুল ছড়াচ্যি।

নেপথ্যে। গীত

[রাগিণী—খাম্বাজ, তাল যৎ]

চল সকলে আরাধিব কুসুমবাণে।
সঘনে করতালি দেহ মিলিয়ে,
যতনে পূজিব হরিষ মনে ॥

১. শকুন্তলা নাটকের প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

বাছিয়া তুলিয়াছি নানা কুসুম,
অঞ্জলি পূরিয়া দিব চরণে।
সখীর পরিণয়ে শুভে সাধিতে,
তুষিব দেবেরে মঙ্গলগানে॥

রাজা। (স্বগত) আহা, কি মধুর ধ্বনি! তা আমার আর এ স্থলে বিলম্ব করা উচিত হয় না। আমি এ নগরে ছদ্মবেশে প্রবেশ করো উত্তমই করেছি। আহা! এই পরম সুন্দরী বামাটি যদি রাজদুহিতা পদ্মাবতী হতো, তবে আর আমার সুখের সীমা থাক্‌তো না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী, দেবালয়-উদ্যান

পুরোহিত এবং কঞ্চুকীর প্রবেশ

পুরো। আহা, কি আক্ষেপের বিষয়! মহাশয়, যেমন ভগবতী ভাগীরথীকে দর্শন করো জগজ্জনগণ হিমাচলকে ধন্যবাদ করে, রাজদুহিতা পদ্মাবতীকে দেখে সকলেই আমাদের নরপতিকে তদ্রূপ পরম ভাগ্যবান্ বলে গণ্য কর্‌তো। হায়, কোন দুর্দৈব বিপাকে এ নির্ম্মলসলিলা গঙ্গা যেন অকস্মাৎ রোধঃ পতনে পঙ্কিলা হয়ে উঠলেন!

কঞ্চু। দুর্দ্দৈব বিপাকই বটে। মহাশয়, দেখুন, এ বিপুল ভারতভূমিতে প্রতি যুগে কত শত রাজগৃহে এই স্বয়ম্বরকার্য্য মহা-সমারোহে নিষ্পন্ন হয়েছে; কিন্তু কুত্রাপি ত এরূপ ব্যাঘাত কস্মিন্ কালেও ঘটে নাই!

পুরো। হায়! এতটা অর্থ কি তবে বৃথাই ব্যয় হলো?

কঞ্চু। মহাশয়, তন্নিমিত্তে আপনি চিন্তিত হবেন না। দেখুন, যে অকূল সাগরকে শত সহস্র নদ ও নদী বারিস্বরূপ কর অনবরত প্রদান করে, তার অম্বুরাশির কি কোন মতে হ্রাস হতে পারে? তবে কি না এ একটা কলঙ্ক চিরস্থায়ী হয়ে রৈল।

পুরো। ভাল, কঞ্চুকী মহাশয়, রাজকন্যার স্বয়ম্বর-সমাজে উপস্থিত না হবার মূল কারণটা কি তা আপনি বিশেষরূপে কিছু অবগত আছেন?

কঞ্চু। আজ্ঞা না, তবে আমি এইমাত্র জানি যে স্বয়ম্বর-সভায় যাত্রাকালে, রাজবালা, মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়ে, এতাদৃশী দুর্ব্বলা হয়ে পড়েছিলেন, যে রাজবৈদ্য তাঁকে গৃহের বহির্গত হতে নিষেধ করেন; সুতরাং স্বয়ম্বরা কন্যার অনুপস্থিতিতে শুভলগ্ন ভ্রষ্ট হওয়ায়, রাজদল অকৃতকার্য্য হয়ে স্ব স্ব দেশে প্রস্থান কল্যেন।

পুরো। আহা, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? তা চলুন, আমরা এক্ষণে দেবদর্শন করিগে।

কঞ্চু। আজ্ঞা চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

সখী এবং পরিচারিকার প্রবেশ

সখী। কেমন—আমি বলেছিলাম কি না, যে এ স্বয়ম্বরে কোন না কোন একটা ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটে উঠ্‌বে?

পরি। তাই ত? কি আশ্চর্য্য! তা রাজ-নন্দিনী যে একেবারে এমন হয়ে পড়বেন, তা কে জান্‌তো?

সখী। আহা, প্রিয়সখীর দুঃখের কথা মনে হলে প্রাণ যে কেমন করে তা আর কি বল্‌বো! (রোদন।)

পরি। ভাল, রাজনন্দিনী যে একেবারে এমন হয়ে পড়লেন, এর কারণ কি?

সখী। আর কারণ কি? প্রিয়সখী যাঁরে স্বপ্নে দেখে ভাল বাসেন, তিনি ত আর রাজা নন যে তাঁকে প্রিয়সখী পাবেন!

পরি। তা সত্য বটে। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে ও? ঐ না সেই বিদর্ভদেশের লোকটি এই দিকে আসচেন? উনিও যে রাজনন্দিনীকে ভাল বাসেন, তার সন্দেহ নাই; বামন হয়ে কি কেউ কখন চাঁদকে ধর্‌তে পারে? চল, আমরা ঐ মন্দিরের আড়ালে দাঁড়ায়ে দেখি, উনি এখানে এসে কি করেন।

সখী। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ছদ্মবেশে রাজা ইন্দ্রনীলের প্রবেশ

রাজা। (স্বগত) আমার ত রাজধানীতে

আর বিলম্ব করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নয়। যত রাজগণ এ বৃথা স্বয়ম্বরে এসেছিল, তারা সকলেই আপন আপন রাজ্যে প্রস্থান করেছে। কিন্তু আমি এ পরমসুন্দরী কন্যাটিকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করে যাই? (দীর্ঘনিশ্বাস) হে প্রভো অনঙ্গ, যেমন সুরেন্দ্র আপন বজ্রদ্বারা পর্ব্বত-রাজের পক্ষচ্ছেদ কর্য়ে তাকে অচল করেছেন, তুমিও কি তোমার পুষ্পশরাঘাতে আমাকে তদ্রূপ গতিহীন কর্ত্যে চাও।[১০] (চিন্তা করিয়া) এ স্ত্রীলোকটিকে কোন মতেই আমার রাজ-মহিষী পদে অভিষিক্তা করা যেতে পারে না। সিংহ সিংহীর সহিতই সহবাস করে। এ রাজবালা পদ্মাবতীর একজন সহচরী মাত্র, তা এর সহিত আমার কি সম্পর্ক? (দীর্ঘনিশ্বাস) হে রতি দেবি, তুমি যে অমূল্য রত্ন আমাকে দান কর্ত্যে চাও, সে রত্ন শচী এবং যক্ষেশ্বরীর ক্রোধে আমার পক্ষে অস্পর্শীয় অগ্নিশিখা হলো। হায়, এ পবিত্রা প্রবাহিণী কি তাঁদের অভিশাপে আমার পক্ষে কর্ম্মনাশা নদী হয়ে উঠ্‌লো? তা আর বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে? (সচকিতে নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এ কি?

নেপথ্যে। তুই বেটা কি সামান্য চোর। তুই যে দ্বিতীয় হনুমান্।

ঐ। কেন? হনুমান্ কেন?

ঐ। কেন তা আবার জিজ্ঞাসা করিস্? দেখ্ দেখি—যেমন হনুমান্ রাবণের মধুবন লণ্ডভণ্ড করেছিল, তুইও আজ আমাদের মহারাজের অমৃতফলবনে সেইরূপ উৎপাত করেছিস্। তা তোর মাথাটা কেটে ফেলাই উচিত।

ঐ। ইস্।

ঐ। বটে? দেও ত হে, বেটাকে ঘা দুই তিন লাগিয়ে দেও ত।

ঐ। দোহাই মহারাজের—

বেগে কতিপয় রক্ষক সহিত বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। মহারাজ, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

রাজা। কেন, কি হয়েছে?

বিদূ। মহারাজ, এ বেটারা সাক্ষাৎ যমদূত।

প্রথম। ধর ত হে, বেটাকে ধরে বাঁধ।

বিদূ। (রাজার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া) ইস্। তোর কি যোগ্যতা যে তুই আমাকে বাঁধ্‌বি? ওরে দুষ্ট রক্ষক, তুই যদি কনকলঙ্কায় ঢুক্‌তে চাস্, তবে আগে সমুদ্র পার হ। এই মহাত্মা বিদর্ভদেশের অধিপতি রাজা ইন্দ্রনীল রায়।

রাজা। আরে কর কি।

বিদূ। মহারাজ, আপনি যে কে, তা না টের পেলে কি এ পাষণ্ড বেটারা আমাকে অম্‌নি ছাড়বে। বাপ!

প্রথম। মহাশয়—

বিদূ। মর্ বেটা নরাধম, তুই কাকে মহাশয় বলিস্ রে?

রাজা। (বিদূষকের প্রতি) চুপ্ কর হে—চুপ্ কর। (রক্ষকের প্রতি) রক্ষক, তুমি কি বল্‌ছিলে?

প্রথম। মহাশয়—দেখুন। এ ঠাকুরটি আমাদের মহারাজের অমৃতফলবনে যত পাকা ফল ছিল প্রায় তা সব পেড়ে পেড়ে খেয়েছেন।

বিদূ। খাব না কেন? আমি খাব না ত আর কে খাবে? তুই বেটা আমাকে হনুমান্ বলে গাল দিচ্ছিলি। আচ্ছা, আমি যদি এখন হনুমানের মতন তোদের পুরী পুড়িয়ে ভস্ম কর্য়ে যাই, তবে তুই আমার কি কর্ত্যে পারিস্?

রাজা। (জনান্তিকে বিদূষকের প্রতি) ও কি কর্ত্যে পারে? কিন্তু অবশেষে তুমি আপনার মুখ পোড়াবে।[১১] আর কি?

১০. তুলনীয় : অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। ১১. রামায়ণের লঙ্কাদাহণের ইঙ্গিত।

কঞ্চুকী এবং পুরোহিতের পুনঃপ্রবেশ

প্রথম। (কঞ্চুকী এবং পুরোহিতের সহিত একান্তে কথোপকথন।)

কঞ্চু। বল কি? (অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হউক।

পুরো। মহারাজ চিরজীবী হউন।

কঞ্চু। রক্ষক, তুমি এ সংবাদ মহারাজের নিকট অতি ত্বরায় লয়ে যাও।

প্রথম। যে আজ্ঞা। তবে এই আমি চল্‌লেম।

পুরো। মহারাজ, আপনার শুভাগমনে এ রাজধানী অদ্য কৃতার্থ হলো।

কঞ্চু। হে নরেশ্বর, আপনার আর এ স্থলে অবস্থিতি করা উচিত হয় না। অনুগ্রহ করো্যে রাজনিকেতনের দিকে পদার্পণ করুন।

রাজা। (স্বগত) এত দিনের পর আজ সকলই বৃথা হলো। (প্রকাশে) চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

সখী এবং পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ

সখী। হ্যাঁ লো মাধবি, এ আবার কি? আমরা কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি, না এ বাজীকরের বাজী?

পরি। ও মা, তাই ত! ঐ কি রাজা ইন্দ্রনীল, যাঁর কথা সকলেই কয়?

নেপথ্যে। (মঙ্গলবাদ্য ও জয়ধ্বনি।)

সখী। কি আশ্চর্য্য! চল্, আমরা এ সব কথা প্রিয়সখীকে বলিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক

চতুর্থাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বিদর্ভ নগর, তোরণ

সারথি-বেশে কলির প্রবেশ

কলি। (স্বগত) আমি কলি ; এ বিপুল বিশ্বে
কে না কাঁপে
শুনিয়া আমার নাম? সতত কুপথে
গতি মোর। নলিনীরে সৃজেন বিধাতা—
জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজবলে।
শশাঙ্ক যে কলঙ্কী—যে আমার ইচ্ছায়!
ময়ূরের চন্দ্রক-কলাপ[১২] দেখি, রাগে
কদাকারে পা-দুখানি গড়ি তার আমি!
(পরিক্রমণ।)
জন্ম মম দেবকুলে ; অমৃতের সহ
গরল জন্মিয়াছিল সাগর-মথনে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি সমান মোর কাছে।
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে
হিত মোর ; পরদুঃখে সদা আমি সুখী।
(চিন্তা করিয়া) এ বিদর্ভপুরে,—
নৃপতি রাজেন্দ্র ইন্দ্রনীল ; তার প্রতি
অতি প্রতিকূল এবে ইন্দ্রাণী সুন্দরী,
আর মুরজা রূপসী, কুবের-রমণী ;—
এ দোঁহার অনুরোধে, মায়া-জালে আমি
বেরিয়াছি নৃপবরে, নিষাদ যেমতি
ঘেরে সিংহে ঘোর বনে বধিতে তাহারে।
মাহেশ্বরীপুরীর ঈশ্বর যজ্ঞসেন—
পদ্মাবতী নামে তার সুন্দরী নন্দিনী ;
ছদ্মবেশে বরি তারে রাজা ইন্দ্রনীল
আনিয়াছে নিজালয়ে ; এ সংবাদ আমি
ভাটবেশে রটিয়া দিয়াছি দেশে দেশে।
পৃথিবীর রাজকুল মহারোষে আসি
থানা দিয়া বসিয়াছে এ নগর-দ্বারে—

নেপথ্যে। (ধনুষ্টঙ্কার ও শঙ্খনাদ।)

কলি। (স্বগত) ঐ শুন—
বীর দর্পে তা সবার সঙ্গে যুঝে এবে
ইন্দ্রনীল। (চিন্তা করিয়া
এই অবসরে যদি আমি
রাণী পদ্মাবতীরে লইতে পারি হরি—
তা হলে কামনা মোর হবে ফলবতী।
প্রেয়সী-বিরহ শোকে ইন্দ্রনীল রায়
হারাইবে প্রাণ ফণী মণি হারাইলে
মরে বিষাদে। এ হেতু সারথির বেশে
আসিয়াছি হেথা আমি। (পরিক্রমণ)
কি আশ্চর্য্য!
অহো—
এ রাজকুলের লক্ষ্মী মহাতেজস্বিনী!
এঁর তেজে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে

১২. ময়ূরপুচ্ছে চন্দ্রাকার চিহ্ন।

অক্ষম কি হইনু হে? (সহাস্য বদনে)
কেনই না হব?
অমৃত যে দেহে থাকে, শমন কি কভু
পারে তারে পরশিতে? দেখি, ভাগ্যক্রমে
পাই যদি রাণীরে এ তোরণ সমীপে।
(চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া সপুলকে)
এ কি?
ওই না সে পদ্মাবতী? আয় লো কামিনি—
এইরূপে কুরঙ্গিণী নিঃশঙ্কে অভাগা
পড়ে কিরাতের পথে ; এইরূপে সদা
বিহঙ্গী উড়িয়া বসে নিষাদের ফাঁদে!
(চিন্তা করিয়া)
কিঞ্চিৎ কালের জন্যে অদৃশ্য হইয়া
দেখি কি করা উচিত। (অন্তর্ধান।)

অবগুণ্ঠিকাবৃতা পদ্মাবতী এবং সখীর প্রবেশ

সখী। প্রিয়সখি, এ সময়ে পাঁচীরের বাইরে যাওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। তা এসো আমরা এখানেই দাঁড়াই। আর এ তোরণ দিয়েও কই কেউ ত বড় যাওয়া আসা কচ্যে না? এ এক প্রকার নির্জ্জন স্থান।

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কিরয়া) সখি, আমার মতন হতভাগিনী কি আর দুটি আছে? দেখ, প্রাণেশ্বর আমার জন্যে কি ক্লেশই না পেলেন! আর এই যে একটা ভয়ঙ্কর সমর আরম্ভ হয়েছে, যদি ভগবতী পার্ব্বতীর চরণ-প্রসাদে এ হতে আমরা নিস্তার পাই, তবুও যে কত পতিহীনা স্ত্রী, কত পুত্রহীনা জননী, কত যে লোক আমার নাম শুন্‌লেই শোকানলে দগ্ধ হয়ে আমাকে যে কত অভিসম্পাত দেবে, তা কে বল্‌তে পারে? হে বিধাতঃ, তুমি আমার অদৃষ্টে যে সুখভোগ লেখো নাই, আমি তার নিমিত্তে তোমাকে তিরস্কার করি না, কিন্তু তুমি আমাকে পরের সুখনাশিনী কল্যে কেন? (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি, তুমি এমন কথা মনেও কর্য্যো না। তোমার জন্যেই যে রাজারা কেবল যুদ্ধ কর্য্যে মর্চ্যে তা নয়। এ পৃথিবীতে এমন কর্ম্ম অনেক স্থানে হয়ে গেছে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে কি হয়েছিল তা কি তুমি শোন নি?

পদ্মা। সখি, তুমি পাঞ্চালীর কথা কেন কও? শশীর কলঙ্কে তাঁর শ্রীর হ্রাস না হয়্যে বরঞ্চ বৃদ্ধিই হয়।—

নেপথ্যে। (ধনুষ্টঙ্কার হুঙ্কারধ্বনি এবং রণবাদ্য।)

পদ্মা। (সত্রাসে) উঃ! কি ভয়ঙ্কর শব্দ! সখি, তুমি আমাকে ধর। এই দেখ বীরদলের পায়ের ভরে বসুমতী যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছেন।

সখী। (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! প্রিয়সখি, দেখ আকাশ থেকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্যে! এমন অদ্ভুত শরজাল ত আমি কখনও দেখি নাই।

পদ্মা। কি সর্ব্বনাশ! সখি, আমার কি হবে (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি! তুমি কেঁদো না! আর ভয় নাই, ঐ দেখ, যখন রাজসারথি এই দিকে আস্‌চে তখন বোধ হয় মহারাজ অবশ্যই শত্রুদলকে পরাভব করে থাক্‌বেন।

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! সারথি যে একলা আস্‌চে?

সারথি-বেশে কলির পুনঃপ্রবেশ

সারথি, তুমি যে রাজপথ ত্যাগ করে আস্‌চো?

কলি। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। মহারাজ এ দাসকে আপনার নিকটেই পাঠিয়েছেন।

পদ্মা। কেন? কি সংবাদ, তা তুমি আমাকে শীঘ্র করে বল।

কলি। আজ্ঞা—সকলই সুসংবাদ, মহারাজ অন্য এক রথে আরোহণ করে আমাকে এই বল্যে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যে আপনি কিঞ্চিৎ কালের জন্যে রাজপুরী ছেড়ে ঐ পর্ব্বতের দুর্গে গিয়ে থাকুন। আর এ দাসও নরবরের আজ্ঞায় এই রথ এনেছে। তা দেবীর কি আজ্ঞা হয়?

সখী। প্রিয়সখি, তুমি যে চুপ্ করে রৈলে?

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমি এ নগর ছেড়ে কেমন করে যাই?—

নেপথ্যে। (ধনুষ্টঙ্কার হুঙ্কারধ্বনি ও রণবাদ্য।)

সখী। উঃ! কি ভয়ঙ্কর শব্দ! সারথি, কৈ, রথ কোথায়? তুমি আমাদের শীঘ্র নিয়ে চল।

কলি। (স্বগত) এ হতভাগিনীরও মরণেচ্ছা হলো না কি? তা যে শিশিরবিন্দু পুষ্পদলে আশ্রয় লয়, সে কি সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ হতে কখন রক্ষা পেতে পারে? (প্রকাশে) দেবি, তবে আসুন।

পদ্মা। (স্বগত) হে আকাশমণ্ডল, তোমাকে লোকে শব্দবাহ বলে। তা তুমি এ দাসীর প্রতি অনুগ্রহ কর্য্যে আমার এই কথাগুলিন্ আমার জীবিতনাথের কর্ণকুহরে সাবধানে লয়ে যাও। হে রাজন্, তোমার পদ্মাবতী তোমার আজ্ঞা পালন কল্যে ; কিন্তু তার প্রাণটি এ রণক্ষেত্রে তোমার নিকটেই রৈল। দেখ, চাতকিনী বজ্র বিদ্যুৎ আর প্রবল বায়ুকেও ভয় না কর্য্যে, জলধরের প্রসাদ প্রতীক্ষায় কেবল তার সঙ্গেই উড়তে থাকে।

সখী। প্রিয়সখি, চল। আমরা যাই।

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তবে চল।

কলি। (স্বগত) গরুড় ভুজঙ্গিনীকে ধরে উড়লেন।

[সকলে প্রস্থান।

রক্তাক্ত বস্ত্র পরিধানে ও রক্তার্দ্র অসি হস্তে বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) রাম বল, বাঁচলেম। বেশ পালিয়েছি। আরে, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কি এ সকল ভাল লাগে? তবে করি কি? দুষ্ট ক্ষত্রদলের সঙ্গে কেবল এ পোড়া পেটের জ্বালায় সহবাস কত্যে হয়। তা একটু আদটু সাহস না দেখালে বেটারা নিতান্ত হেয়জ্ঞান করবে বল্যে, আমি এই খাঁড়াখানা নিয়ে বেরিয়েছি—যেন যুদ্ধ কত্যেই গিয়েছিলেম। আর এই যে রক্ত দেখ্ছো, এ ত রক্ত নয়।— এ—আল্তা-গোলা। (উচ্চহাস্য) এই যুদ্ধের কথা শুনে ব্রাহ্মণীর সিঁদুর-চুপড়ী থেকে খানকতক আল্তা চুরি করে টেঁকে গুঁজে রেখেছিলাম। আর কেন যে রেখেছিলেম তা সামান্য লোকের বুঝে উঠা দুষ্কর। ওহে, যেমন সিংহের অস্ত্র দাঁত, ষাঁড়ের অস্ত্র শিঙ্, হাতীর অস্ত্র শুঁড়, পাখীর অস্ত্র ঠোঁট আর নখ, ক্ষত্রকুলের অস্ত্র ধনুর্ব্বাণ, তেমনি ব্রাহ্মণের অস্ত্র—বিদ্যা আর বুদ্ধি। তা বিদ্যা বিষয়ে ত আমার ক অক্ষর গোমাংস ; তবে কি না একটু বুদ্ধি আছে। আর তা না থাক্‌লে কি এত করে উঠ্‌তে পাত্যেম? বল দেখি, আমার কাপড় আর এই খাঁড়া দেখে কে না ভাব্‌বে যে আমি শত শত হাতী আর ঘোড়া আর যোদ্ধাদেরকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে এসেছি? (উচ্চহাস্য।) তা দেখি আজ মহারাজ এ বেশ দেখে আমাকে কি পুরস্কার করেন? হে দুষ্টে সরস্বতি, তুমি এসে আমার কাঁধে ভর কর, তা না কল্যে কর্ম্ম চলবে না। আজ যে আমাকে কত মিথ্যা কথা কইতে হবে তার সংখ্যা নাই।

কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ

প্রথম। এই যে আর্য্য মানবক এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মহাশয়, প্রণাম করি। (নিকটবর্ত্তী হইয়া সচকিতে) ইঃ, এ কি?

বিদূ। কেন, কি হলো?

প্রথম। মহাশয়, আপনার সর্ব্বাঙ্গে যে রক্ত দেখ্‌ছি।

বিদূ। দেখ্‌বে না কেন? ওহে, দোল্ দেখ্‌তে গেলে কি গায়ে আবীর লাগে না?

দ্বিতীয়। তবে মহাশয় রণক্ষেত্রে গিয়েছিলেন নাকি?

বিদূ। যাব না কেন? কি হে, তুমি কি ভেবেছো যে আমি একটা টোলের ভট্‌চার্য্য— দেড়গজী সমাজ ভিন্ন কথা কই না, আর বিচারসভাতেই কেবল দ্রোণাচার্য্যের বীর্য্য দেখাই, কিন্তু একটু মারামারির গন্ধ পেলেই ব্রাহ্মণীর আঁচল ধর্য্যে তার পেছন দিকে গিয়ে লুকুই! (উচ্চহাস্য।)

দ্বিতীয়। না, না, তাও কি হয়? আপনি এক জন মহাবীরপুরুষ। তা কি সংবাদ, বলুন দেখি শুনি?

বিদূ। আর কি সংবাদ? দেখ, যেমন জমদগ্নির পুত্র ভীষ্ম—

প্রথম। মহাশয়, জমদগ্নির পুত্র ভৃগুরাম।

বিদূ। তাই ত! তা এ গোলে কি কিছু মনে থাকে হে? দেখ, যেমন জমদগ্নির পুত্র ভৃগুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন, এ ব্রাহ্মণও আজ তাই করেছে।

নেপথ্যে। (জয়বাদ্য।)

প্রথম। এই যে মহারাজ, শত্রুদলকে রণস্থলে জয় করে ফিরে আস্‌চেন।

নেপথ্যে। (মহারাজের জয় হউক।)

তৃতীয়। চল হে, রাজদর্শনে যাওয়া যাউক।

নেপথ্যে। (বৈতালিকের গীত।)

[মাজসুরট—একতালা]

কি রঙ্গ রাজভবনে, কি রঙ্গ আজ—
করিয়া রণ, শত্রুনিধন, রাজনবর রাজে।
পুলকে সব হইল মগন,
উৎসবরত যত পুরজন,
জয় জয় রবপূর্ণ গগন, নৌবত ঘন বাজে।।
সৈন্যসকল সমরকুশল,
নিরখি ভীত অরিদলবল,
কম্পিত হয় ধরণীতল, বাসুকি নত লাজে।
ভূপতি অতি বীর্য্যবান,
বিভব নিবহ সুরসমান,
ইন্দ্র যেন শোভমান, মর্ত্ত্যভুবন মাজে।।

নেপথ্যে। ওরে, একজন দৌড়ে গিয়ে আর্য্য মানবককে শীঘ্র ডেকে আন্‌গে তো। মহারাজ তাঁর অন্বেষণ কচ্যেন।

বিদূ। ঐ শোন। দেখি মহারাজ আমাকে আজ কি শিরোপা দেন।

[প্রস্থান।

প্রথম। এ ব্রাহ্মণ বেটা কি সামান্য ধূর্ত্ত গা?

দ্বিতীয়। এমন নির্লজ্জ পুরুষ কি আর পৃথিবীতে দুটি আছে?

তৃতীয়। তবে ও আল্‌তা-গোলা বটে?

প্রথম। তা বই কি? ও কি আর যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলো?

দ্বিতীয়। মহাশয়, চলুন রাজদর্শন করিগে।

প্রথম। চল।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতশিখরস্থ গহন কানন

কলির প্রবেশ

কলি। (স্বগত) এই ত হরণ করি
আনিনু রাণীরে
এ ঘোর কাননে। এবে কোথায় ইন্দ্রাণী?
যে প্রতিজ্ঞা তাঁর কাছে করেছিনু আমি,
রক্ষা করিয়াছি তাহা পরম কৌশলে,—
(কলির কৌশল কভু হয় কি বিফল?)
যাই এবে স্বর্গে (অবলোকন করিয়া)
অহো। এই যে পৌলোমী
মুরজার সঙ্গে—

শচী এবং মুরজার প্রবেশ

(প্রকাশে) দেবি, আশীর্ব্বাদ করি।

শচী। প্রণাম। হে দেববর, কি করেছ, বল?

কলি। পালিনু তোমার আজ্ঞা যতনে, ইন্দ্রাণী,
বিদায় করহ এবে যাই স্বর্গপুরে।

শচী। (ব্যগ্রভাবে) কোথায় রেখেছ তারে?

কলি। এই ঘোর বনে
সখী সহ আনি তারে রেখেছি, মহিষি।
(সহাস্য বদনে।)
রথে যবে তুলি দোঁহে উঠিনু আকাশে,
কত যে কাঁদিল ধনী, করিল মিনতি,
সে সকল মনে হলে—হাসি আসে মুখে!

মুর। (স্বগত) হেন দুরাচার আর আছে
কি জগতে?
(প্রকাশে) ভাল কলিদেব,—
কিছু কি হলো না দয়া তোমার হৃদয়ে?

কলি। সে কি, দেবি?
হরিণীরে মৃগেন্দ্র কেশরী
ধরে যবে, শুনি তার ক্রন্দনের ধ্বনি,
সদয় হইয়া সে কি ছাড়ি দেয় তারে?

শচী। কলিদেব,—
শত ধন্যবাদ আমি করি গো তোমারে!
শতকোটি প্রণাম তোমার ও চরণে!
বাঁচালে আমারে তুমি। তোমার প্রসাদে
রহিল আমার মান। অপ্সরীর দলে
যাহে প্রাণ চাহে তব, পাইবে তাহারে—
পাঠাইব তারে আমি তোমার আলয়ে,
রবিরে প্রদান যথা করয়ে সরসী

নব কমলিনী হাসি—নিশি অবসানে।
যত রত্নরাজি আছে বৈজয়ন্ত-ধামে
তোমার সে সব। দেখ, আজি হতে শচী—
ত্রিদিবের দেবী,—দেব, হলো তব দাসী।
যাও চলি স্বর্গে এবে। শীঘ্র আসি আমি
যথোচিত পুরস্কারে তুষিব তোমারে।

কলি। যে আজ্ঞা!

বিদায় তবে হই আমি সতি।

[প্রস্থান।

মুর। সখি, আমাদের কি এ ভাল কর্ম্ম হলো?

শচী। কেন? মন্দ কর্ম্মই বা কি?

মুর। দেখ, আমরা পরের অপরাধে এ সরলা মেয়েটিকে যাতনা দিতে প্রবৃত্ত হলেম।

শচী। আঃ, আর মিছে বকো কেন? তোমাকে আমি না হবে তো প্রায় এক শত বার বলেছি যে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার দুষ্ট দমন করবার জন্যে সময় বিশেষে ভগবতী বসুমতীকেও জলমগ্ন করেন। তা ভগবতী বসুন্ধরা কি স্বদোষে সে যন্ত্রণা ভোগ করেন?

মুর। তা আমি কেমন করো বল্‌বো? (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) একবার ঐ দিকে চেয়ে দেখ দেখি, সখি।

শচী। কি?

মুর। সখি, ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গের অন্তরাল থেকে এদিকে কে আস্‌চে দেখ তো? আহা! এ কি ভগবতী ভাগীরথী হরিদ্বার হতে বেরুচ্যেন? এমন অপরূপ রূপ লাবণ্য ত আমি কোথাও দেখি নাই।

শচী। ঐ সেই পদ্মাবতী।

মুর। সখি, ওর মুখখানি দেখ্‌লে বোধ হয় যেন আমি ওকে আরও কোথাও দেখেছি। (স্বগত) এ কি? আমার স্তনদ্বয় যে সহসা দুগ্ধে পরিপূর্ণ হলো? হে হৃদয়, তুমি এত চঞ্চল হলে কেন?

শচী। সখি, চল আমরা পুনরায় কলি-দেবের নিকটে যাই।

মুর। কেন?

শচী। চল না কেন? আমার মনস্কামনা এখনও সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই।

মুর। সখি, আমার মন কলিদেবের নিকটে আর কোন মতেই যেতে চায় না। আমি অলকায় চল্যেম।

[প্রস্থান।

শচী। (স্বগত) তুমি গেলেই বা! তোমার দ্বারা যত উপকার হতে পার্‌বে, তা আমি বিশেষরূপে জানি। তা যাই—আমি একলাই কলিদেবের নিকটে যাই। ইন্দ্রনীল যেন স্বয়ম্বরসংগ্রামে হত হয়েছে, এইরূপ একটা মিথ্যাঘোষণা রটিয়ে দিলে আরও ভাল হবে।

[প্রস্থান

পদ্মাবতীর প্রবেশ

পদ্মা। (স্বগত) হায়! এ বিপজ্জাল হতে আমাকে কে রক্ষা কর্‌বে! এ কি কোন দেব, না দেবী, এ হতভাগিনীর প্রতি বাম হয়ে একে এত যন্ত্রণা দিতে প্রবৃত্ত হলেন? (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি ভয়ঙ্কর স্থান! বোধ হয় যেন যামিনীদেবী দিবাভাগে এই নিভৃত স্থলেই বিরাজ করেন। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে প্রাণেশ্বর, যেমন রঘুনাথ ভগবতী জানকীকে বিনা দোষে বনবাস দিয়েছিলেন, আপনিও কি এ দাসীর প্রতি প্রতিকূল হয়ে তাই কল্যেন।[১৩] হে জীবিতেশ্বর, আপনি যে আমাকে পৃথিবীর সুখভোগে নিরাশ কল্যেন, তাতে আমার কিছুই মনোবেদনা হয় না, তবে যাবজ্জীবন আমার এই একটা দুঃখ রৈলো, যে আপনাকে আমি বিপদ্‌সাগর থেকে উত্তীর্ণ হতে দেখ্‌তে পেলেম না। (রোদন।) হায়! আমার কি হবে? আমাকে কে রক্ষা করবে? (পরিক্রমণ ও পর্ব্বতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে গিরিবর, এ অনাথা আপনার নিকট আশ্রয় চায়, তা আপনার কি আজ্ঞা হয়? (চিন্তা করিয়া) আপনি যে নিস্তব্ধ হয়ে রৈলেন? তা থাক্‌বেন বৈ আর কি? হে নগরাজ, এ পৃথিবীতে যে ব্যক্তি মহান হয়, তার ক্ষুদ্র লোকের প্রতি এইরূপই ব্যবহার বটে। আপনি সিংহের নিনাদ শুন্‌লে তৎক্ষণাৎ তার প্রত্যুত্তর দেন,—মেঘের গর্জ্জনে পুনর্গর্জ্জন করেন,—বজ্রের শব্দে অস্থির হয়ে হুহুঙ্কার ধ্বনি করেন ;—আমি অবলা মানবী,

১৩. রামায়ণের সীতার বনবাস প্রসঙ্গ।

তা আপনি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর্‌বেন কেন? (রোদন।) কি আশ্চর্য্য! এ এমনি গহন বন, যে এখানে আমার আপনার শব্দ শুন্‌লেও ভয় হয়। আমি এখন কোথায় যাব? বসুমতী যে এখনও আস্‌চে না।

কদলীপত্রে জল লইয়া সখীর প্রবেশ

সখী। প্রিয়সখি, এই নাও। আঃ! এ জলের অন্বেষণে যে আমি কত দূর ঘুরেছি তার আর কি বল্‌বো?

পদ্মা। (জল পান করিয়া) সখি, আমি তোমাকে বৃথা ক্লেশ দিলেম বৈ ত নয়। হায়! এ জলে কি এ পাপপ্রাণের তৃষ্ণা দূর হবে? (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি, এ পর্ব্বতপ্রদেশ কি ভয়ঙ্কর স্থান!

পদ্মা। কেন? কেন?

সখী। উঃ! আমি যে কত সিংহ, কত বাঘ, কত মহিষ, কত ভালুক, আর কত যে বরাহের পায়ের চিহ্ন দেখেছি, তা মনে হলে বুক শুকিয়ে উঠে! প্রিয়সখি, এ ঘোর গহন বনে আমাদের আর কে রক্ষা কর্‌বে! (রোদন।)

পদ্মা। (সখীর হস্ত ধারণ করিয়া) সখি, আমি যে প্রাণনাথের নিকট কি অপরাধ করেছি, তা আমার এখনও স্মরণ হচ্চে না। কিন্তু তিনি কি আমার প্রতি একেবারে এত নির্দ্দয় হলেন, যে এ হতভাগিনীকে যারা ভালবাসে, তাদের উপরও তাঁর রাগ হলো। (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি, তুমি আমার জন্যে কেঁদো না।

পদ্মা। সখি, তুমিও কি আমার দোষে মারা পড়বে? (রোদন।)

সখী। (সজল নয়নে পদ্মাবতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয়সখি, আমি কি তোমার জন্যে মরতে ডরাই! আমি যদি আমার প্রাণ দিয়ে তোমাকে এ বিপজ্জাল হতে উদ্ধার কত্যে পারি, তবে আমি তা এখনই দিতে প্রস্তুত আছি। (রোদন।)

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ, তুমি যদি এ তরণীকে অকূল সমুদ্রমধ্যে মগ্ন করবার নিমিত্তেই নির্ম্মাণ করেছিলে, তবে তুমি একে জলপূর্ণ কর্‌য়ে ভাসালে কেন? (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি, তুমি আমার জন্যে কেঁদো না। (রোদন।)

পদ্মা। সখি, এসো, আমরা এখানে বসি। আমাদের কপালে যদি মরণ থাকে, তবে আমরা একত্রই মরবো। (শিলাতলে উভয়ের উপবেশন।)

সখী। প্রিয়সখি, এ দুষ্ট সারথি যে আমাদের সঙ্গে এমন অসৎ ব্যবহার করবে, তা আমি স্বপ্নেও জানতেম না।

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, তার দোষ কি? সে এক জন ভৃত্য বই ত নয়।

নেপথ্যে। রে অবোধ প্রাণ! তুই যদি এ ভগ্ন কারাগারস্বরূপ দেহ রণভূমিতেই পরিত্যাগ কত্তিস্, তা হলে ত তোকে আর এ যন্ত্রণা সহ্য কত্যে হতো না! হায়!—

পদ্মা। (সত্রাসে) এ কি? (উভয়ের গাত্রোত্থান।)

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সত্রাসে) তাই ত প্রিয়সখি, বোধ করি, এ কোন মায়াবী রাক্ষস হবে! হে জগদীশ্বর, আমাদের এখন কে রক্ষা করবে?

ক্ষত যোদ্ধার বেশে কলির পুনঃপ্রবেশ

কলি। আপনারা দেবকন্যাই হউন, কি মানবীই হউন, আমার এ স্থলে সহসা প্রবেশে বিরক্ত হবেন না। হায়! যেমতি হস্তী সিংহের প্রচণ্ড আঘাতে ব্যথিত হয়ে কোন পর্ব্বতগহ্বরে ত্রাসে পলায়ন করে, আমিও তদ্রূপ এই স্থলে এসে উপস্থিত হলেম।

সখী। (ব্যগ্রভাবে) কেন? আপনার কি হয়েছে?

কলি। আমি বীরচূড়ামণি রাজা ইন্দ্র-নীলের এক জন যোদ্ধা। তাঁর শত্রুদলের সঙ্গে ঘোরতর সমর করে এই দুরবস্থায় পড়েছি।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে) মহাশয়, রণক্ষেত্রের সংবাদ কি?

কলি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! দেবি, আপনি ও কথা আর আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করেন? প্রবল শত্রুদল মহারাজকে

সসৈন্যে নিপাত কর্‌য়ে, বিদর্ভনগরীকে ভস্মরাশি করেছে।

পদ্মা। অ্যাঁ! আপনি কি বল্যেন?

সখী। এ কি! প্রিয়সখি যে সহসা পাণ্ডুবর্ণা হয়ে উঠলেন?

পদ্মা। (অচেতন হইয়া ভূতলে পতন।)

সখী। (পদ্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হায়! প্রিয়সখী যে অচেতন হয়ে পড়লেন। মহাশয়, ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গের ঐ দিকে একটা নির্ঝর আছে, আপনি অনুগ্রহ কর্‌য়ে ওখান থেকে একটু জল আনলে বড় উপকার হয়। ইনি একজন সামান্যা স্ত্রী নন! ইনি রাজমহিষী পদ্মাবতী।

কলি। (স্বগত) যেমন কালসর্প আপন শত্রুকে দংশন কর্‌য়ে বিবরে প্রবেশ করে, আমিও তদ্রূপ আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করে স্বস্থানে প্রস্থান করি। (প্রকাশে) এই আমি চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

সখী। (স্বগত) হায়, এ কি হলো? (আকাশে কোমল বাদ্য।) এ কি? আকাশে।

গীত

[লুম—যৎ]

আর কি কব তোমারে?
যে জন পীরিতে রত, সুখ দুঃখ সহে কত
পরেরি তরে।
সুধাকর প্রেমাধীনী, অতি সুখী চকোরিণী;
কভু হয় বিষাদিনী, বিরহ-শরে।
নলিনী ভানুর বশে, মগন প্রণয়-রসে,
তথাপি কখন ভাসে, বিষাদ-নীরে!
প্রেম সমভাব নহে, কভু সুখভোগে রহে,
কভু বা বিরহ দহে, নয়ন ঝুরে।।

কাষ্ঠচ্ছেদিকা-বেশে রতি দেবীর প্রবেশ

রতি। (স্বগত) হায়! দেবকুলে শচীর মতন চণ্ডালিনী কি আর আছে? আহা! সে যে দুষ্ট কলির সহকারে রাজমহিষী পদ্মাবতীকে কত ক্লেশ দিতে আরম্ভ করেছে, তা মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ত আমার এখন কি করা উচিত? (চিন্তা করিয়া) এই চিত্রকূট পর্ব্বতের নিকট তমসা নদীতীরে অনেক মহর্ষিরা সপরিবারে বাস করেন, তা পদ্মাবতী আর বসুমতীকে কোন মুনির আশ্রমে লয়ে যাওয়াই উচিত। তার পরে আমি কৈলাসপুরীতে ভগবতী পার্ব্বতীর নিকট এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন কর্‌বো। তিনি এ বিষয়ে মনোযোগ কল্যে আর কোন ভয়ই থাক্‌বে না। যে দেশ গঙ্গাদেবীর স্পর্শে পবিত্র হয়েছে, সে দেশে কি কেউ তৃষ্ণা-পীড়া ভোগ করে? (অগ্রসর হইয়া প্রকাশে) ওগো, তোমরা কারা গা?

সখী। তুমি কে?

রতি। আমি এই পর্ব্বতে কাট কুড়ুতে এসেছি, তোমরা এখানে কি কচ্যো?

সখী। দেখ, আমার প্রিয়সখী অচেতন হয়ে রয়েছেন, তা তুমি একটু জল এনে দিতে পার?

রতি। অচেতন হয়েছেন? তা জলে কাজ কি? আমি ওঁকে এখনই ভাল করে দিচ্ছি। (পদ্মাবতীর গাত্রে হস্ত প্রদান।)

পদ্মা। (চেতন পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

রতি। দেখ, এই তোমার সখী চেতন পেলেন।

পদ্মা। (গাত্রোত্থান করিয়া) সখি, আমি যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি তার কথা আর কি বল্‌বো?

সখী। প্রিয়সখি, কি স্বপ্ন?

পদ্মা। আমার বোধ হলো যেন একটি পরমসুন্দরী দেবকন্যা আমার মস্তকে তাঁর পদ্মহস্ত বুলিয়ে বল্যেন, বৎসে, তুমি শান্ত হও। তোমার প্রাণনাথের সঙ্গে শীঘ্রই তোমার মিলন হবে। (রতিকে অবলোকন করিয়া সখীর প্রতি) সখি, এ স্ত্রীলোকটি কে?

সখী। প্রিয়সখি, এ এক জন কাটুরিয়াদের মেয়ে।

রতি। হ্যাঁ গা, তোমাদের কি এখানে থাক্‌তে ভয় হয় না?

পদ্মা। কেন?

রতি। এ পাহাড়ে যে কত সিংহ, কত ভালুক, আর কত যে সাপ থাকে, তা কি তোমরা জান না?

সখী। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! এ পাহাড়ের নাম কি গা!

রতি। এর নাম চিত্রকূট।

পদ্মা। এখান থেকে বিদর্ভনগর কত দূর, তা তুমি জান?

রতি। বিদর্ভনগর এখান থেকে অনেক দিনের পথ। কেন, তোমরা কি সেখানে যেতে চাও?

পদ্মা। (স্বগত) হায়! সে বিদর্ভনগর কি আর আছে! হে প্রাণেশ্বর, তুমি এ হত-ভাগিনীকে কেন সঙ্গে করো্য নিলে না? (রোদন।)

রতি। (সখীর প্রতি) তোমার প্রিয়সখি কাঁদেন কেন? ওর যদি এখানে থাক্‌তে ভয় হয়, তবে তোমরা আমার সঙ্গে এসো।

সখী। তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে?

রতি। এই পাহাড়ের কাছে অনেক তপস্বীরা বসতি করেন, তা তাঁদের কারো আশ্রমে গেলে তোমাদের আর কোন ক্লেশই থাক্‌বে না।

সখী। (পদ্মাবতীর প্রতি) প্রিয়সখি, তুমি কি বল? আমার বিবেচনায় এখানে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যেও থাকা উচিত হয় না।

পদ্মা। সখি, তোমার যা ইচ্ছা।

সখী। তবে চল। ওগো কাটুরেদের মেয়ে, তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে দাও ত?

রতি। এই দিকে এসো।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক[১৪]

বিদর্ভনগরস্থ রাজগৃহ

রাজা ইন্দ্রনীল ম্লান ও মৌনভাবে আসীন, মন্ত্রী

মন্ত্রী। (স্বগত) প্রায় সপ্তাহ হলো রাজ্ঞী পদ্মাবতী সখী বসুমতীর সহিত রাজপুরী পরিত্যাগ করো্য যে কোথায় গেছেন তার কোন অনুসন্ধানই পাওয়া যাচ্যে না। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! মহীপাল অধুনা রাজমহিষীর প্রাপ্তি বিষয়ে প্রায় নিরাশ্বাস হয়ে নিরাহারে এবং অনিদ্রায় দিনযামিনী যাপন করেন; আর আর আপনার নিত্যকার্য্যের প্রতি তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও মনোযোগ করেন না। হায়! মহারাজের দুর্দ্দশা দেখ্‌লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হে বিধাতঃ! তোমার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা। তুমি কি এ দয়াসিন্ধুকেও বাড়বানলে তাপিত কল্যে,—এ কল্পতরুকেও দাবানলে দগ্ধ কল্যে, —এ প্রতাপশালী আদিত্যকেও দুষ্ট রাহুর গ্রাসে নিক্ষিপ্ত কল্যে? (চিন্তা করিয়া) তা আমার আর এ স্থলে অপেক্ষা করবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রায় দুই দণ্ডাবধি আমি এ স্থলে দণ্ডায়মান আছি, কিন্তু মহারাজ আমার প্রতি একবার দৃক্‌পাতও কল্যেন না। (নেপথ্যাভিমুখে অব-লোকন করিয়া) এই যে আর্য্য মানবক এদিকে আগমন কচ্যেন। তা দেখি এঁর দ্বারা কোন উপকার হতে পারে কি না।

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। (মন্ত্রীর প্রতি) মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করে এখান থেকে কিঞ্চিৎ কালের জন্য প্রস্থান করুন। দেখি, আমি মহারাজের এ মৌনব্রত ভঙ্গ কত্যে পারি কি না।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, তবে আমি যাই।

[প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) হায়! প্রিয় বয়স্যের এ দুরবস্থা দেখে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করে না। হা রে দারুণ বিধি, তোর মনে কি এই ছিল? (চিন্তা করিয়া) প্রিয় বয়স্যের সঙ্গীতে চিরকাল অনুরাগ, আর না হবেই বা কেন? ঋতুরাজ বসন্তই কোকিলকে সমাদর করেন। এই জন্যে আমি রাজমহিষীর কয়েক জন সুগায়িকা সহচরীকে এখানে এনেচি। দেখি এদের সুস্বরে প্রিয় বয়স্যের চিত্তবিনোদ হয় কি না? (নেপথ্যাভিমুখে জনান্তিকে) কেমন নিপুণিকে, তোমরা সকলে ত প্রস্তুত হয়েছো? (কর্ণ দিয়া) ভাল! তবে আরম্ভ কর দেখি?

নেপথ্যে। (বহুবিধ যন্ত্রের মৃদুধ্বনি।)

বিদূ। (নেপথ্যাভিমুখে জনান্তিকে) আঃ কি মনোহর ধ্বনি! তা এখন একটা উত্তম গান গাও দেখি?

১৪. তুলনীয়: শকুন্তলা নাটকের ষষ্ঠ অংকে।

নেপথ্যে। গীত

[বারোওয়াঁ—ঠুংরী]

পীরিতি পরম রতন্।
বিরহে পারে কি কভু হরিতে সে ধন্।
কমলে কণ্টক থাকে, তবু ভাল বাসে লোকে,
কে ত্যজে বিচ্ছেদ দেখে, প্রেম আকিঞ্চন।
মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বিগুণ সুখের তরে,
যথা অমানিশান্তরে শশীর শোভন্।।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে মানবক—

বিদূ। (সহর্ষে) মহারাজের জয় হউক।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) সখে, যে কুসুমকানন দাবানলে দগ্ধ হয়ে গেছে, তাতে জলসেচন করা বৃথা পরিশ্রম বৈ ত নয়।

বিদূ। বয়স্য, বিধাতা না করেন যে এমন সুকুসুম-কাননে দাবানল প্রবেশ করে।

রাজা। সে যা হৌক, সখে, তুমি আমাকে চিরবাধিত কল্যে। দেখ, আগ্নেয়-গিরির উপরে মেঘদল বারিবর্ষণ কল্যে যদ্যপিও তার অন্তরিত হুতাশন নির্ব্বাণ না হয়, তত্রাচ তার অঙ্গের জ্বালার অনেক হ্রাস হয়। তুমি আমার মনোরঞ্জনের নিমিত্তে কি না কচ্যো?

বিদূ। বয়স্য, সাগর উথলিত হলে যে কত জীবের সংশয় হয়, তা কি আপনি জানেন না? তা আপনি একটু সুস্থির হলে আমরা সকলেই পরম সুখলাভ করি।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে, এমন প্রবল ঝড় বইতে আরম্ভ কল্যে কি সাগর স্থির হয়ে থাক্‌তে পারে? দেখ, যে শোকশেলে দেবদেব মহাদেব, এবং স্বয়ং বিষ্ণু-অবতার রঘুপতিও ব্যথিত হয়েছিলেন, তার প্রচণ্ড আঘাতে আমি অতি ক্ষুদ্র মানব কি প্রকারে স্থির হতে পারি? (চিন্তা ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ! তোমার কি কিছুমাত্র বিবেচনা নাই? যে হলাহল স্বয়ং নীলকণ্ঠের দেহ দাহন করেছিল, তাই তুমি আমাকে পান করালে?

বিদূ। (স্বগত) আহা! প্রিয় বয়স্যের খেদোক্তি শুন্‌লে বুক ফেটে যায়! হায় রে নিষ্ঠুর বিধি! তোর মনে কি এই ছিল?

রাজা। কি আশ্চর্য্য! সখে, এ সুবর্ণলতাটি যে আমার হৃদয়ভূমি থেকে কোন্ নিশাচর চুরি করে নিয়ে গেলো, এ সংবাদ কি কেউ আমাকে দিতে পারে না? হে পক্ষিরাজ জটায়ু,[১৫] তোমার তুল্য পরোপকারী কি বিহঙ্গমকুলে আর এখন কেউ নাই? হায়! (মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! (উচ্চস্বরে) ওরে এখানে কে আছিস্ রে? একবার শীঘ্র করে এ দিকে আয় তো।

বেগে মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ

মন্ত্রী। এ কি?

বিদূ। মহাশয়, আর কি বল্‌বো? এই চক্ষে দেখুন।

মন্ত্রী। (সজল নয়নে) হে রাজকুল-শেখর, এই কি তোমার উপযুক্ত শয্যা! আর্য্য মানবক, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রজাদলের স্নেহস্বরূপ পরিখায় পরিবেষ্টিত এ রাজনগরে এ দুর্জ্জয় শত্রু কি প্রকারে প্রবেশ কল্যে? হে নরশ্রেষ্ঠ, হে বীরকেশরি, যে অকূল সাগর ভগবতী বসুমতীকে আপন আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন, তিনি কি এত দিনে তাঁকে পরিত্যাগ কল্যেন! হায়! হায়! এ কি দুর্ব্বিপাক।

বিদূ। মহাশয়, আসুন, মহারাজকে স্থানান্তরে লয়ে যাওয়া যাক্।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা। চলুন।

[উভয়ের রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

ইতি চতুর্থাঙ্ক

১৫. রামায়ণের সীতাহরণ প্রসঙ্গ।

পঞ্চমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শক্রাবতারাভ্যন্তরে শচীতীর্থ

শচীর প্রবেশ

শচী। (স্বগত) আমি বসন্তকালে এই তীর্থের নির্ম্মল জলে গাত্র প্রক্ষালন করি, আর নিকুঞ্জে যে সকল ফুল ফোটে তা দিয়া কুন্তল সাজিয়ে দেবেন্দ্রের শয়নমন্দিরে যাই, —এই নিমিত্তেই লোকে এ সরোবরকে শচীতীর্থ বলে। এই জলে অবগাহন কল্যে বামাকুলের যৌবন চিরস্থায়ী হয়, আর তাদের অঙ্গের রূপলাবণ্য রসানে মার্জ্জিত হেমকান্তির মতন শতগুণ বৃদ্ধি হয়। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন) আহা, ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে এ কাননে কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েছে!

নেপথ্যে। গীত

[বাহারভৈরবী—যৎ]

মধুর বসন্ত আগমনে,
মধুপ গুঞ্জরে সঘনে,
করি মধুপান সুখে ফুলকাননে।
কত পিকবরে,
পঞ্চম কুহরে,
মনোহর সে ধ্বনি শ্রবণে।
উপবন যত,
সৌরভ রসিত,
সতত মলয় সমীরণে।
সুখের কারণ,
বসন্ত যেমন,
না হেরি এমন ত্রিভুবনে।
রতিপতি রসে,
মোদিত হরষে,
যুবক যুবতি সুমিলনে।।

শচী। আমার সহচরী অপ্সরীরা ঐ তরুমূলে সুখে গান কচ্যে। এ মধুকালে কার মন আনন্দ-সাগরে মগ্ন না হয়? (পরিক্রমণ করিয়া) সে যা হৌক, এত দিনের পর দুষ্ট ইন্দ্রনীল সর্ব্বপ্রকারেই সমুচিত দণ্ড পেলে। কি আহ্লাদের বিষয়! কয়েক মাস হলো আমি কলিদেবের সহকারে তার মহিষী পদ্মাবতীকে রাজপুরী হতে অপহরণ কর্য়ে বনবাস দিয়েছি। এখন ইন্দ্রনীল কান্তার বিরহে শোকার্ত্ত হয়ে আপন রাজ্য পরিত্যাগ করেছে, আর উদাসভাবে দেশদেশান্তর ভ্রমণ কচ্যে। (সরোষে) আঃ পাষণ্ড দুরাচার! তুই শৃগাল হয়ে সিংহীর সঙ্গে বিবাদ করিস্। তা তুই এখন আপন কুকর্ম্মের ফল বিলক্ষণ কর্য়ে ভোগ কর্। তোকে আর এখন কে রক্ষা করবে?

পুষ্পপাত্র-হস্তে রম্ভার প্রবেশ

রম্ভা। দেবি, এই মালা ছড়াটা একবার গলায় দেন দেখি?

শচী। কৈ? দে দেখি। (পুষ্পমালা গ্রহণ করিয়া) বাঃ! বেশ গেঁথেছিস্। তা তোর এত বিলম্ব হলো কেন?

রম্ভা। (সহাস্য বদনে) যখন আমি এই সকল ফুল তুল্‌তে আরম্ভ কল্যেম, তখন যে কত অলি সরোষে এসে আমার চার দিকে গুনগুন কত্যে লাগ্‌লো, তা আর আপনাকে কি বল্‌বো। দুষ্ট দৈত্যকুল এইরূপেই শঙ্খধ্বনি কর্য়ে স্বর্গপুরী ঘেরে।

শচী। (সহাস্য বদনে) তা তুই কি কর্‌লি?

রম্ভা। আর কি কর্‌বো? আমি তখন আমার একাবলীর আঁচল নেড়ে এমন পবন-বাণ ছাড়্‌লেম, যে বীরবরেরা সকলেই যুদ্ধে বিমুখ হয়ে বেগে পালালেন।

ক্রন্দন করিতে করিতে মুরজার প্রবেশ

শচী। (ব্যগ্রভাবে) সখি, যক্ষেশ্বরি, এ কি?

মুর। শচী দেবি, তুমিই আমার সর্ব্বনাশ করেছো!

শচী। কেন? কেন? কি করেছি?

মুর। আর কি না করেছো? (রোদন) হায়! হায়! বাছা! আমি কি পৃথিবীর মতন নিষ্ঠুর হয়ে যাকে গর্ভে ধরেছিলুম তাকেই আবার গ্রাস কল্যেম।[১৬] আমি কি সিংহী আর

১৬. রামায়ণের সীতার পাতাল প্রবেশ প্রসঙ্গ।

বাঘিনী অপেক্ষাও মমতাহীন হলেম। হে বিধাতঃ, এ কি তোমার সামান্য লীলাখেলা! (রোদন) হায়! এমন কর্ম্ম মা হয়ে কে কোথায় করেছে? (রোদন।)

শচী। সখি, বৃত্তান্তটা কি তা তুমি আমাকে ভাল করেই বল না কেন?

মুর। সখি, আর বল্‌বো কি? ইন্দ্রনীলের মহিষী পদ্মাবতীই আমার বিজয়া। (রোদন।)

শচী। বল কি? তা এ কথা তোমাকে কে বল্‌লে?

মুর। আর কে বল্‌বে? স্বয়ং ভগবতী বসুমতীই বলেছেন। (রোদন।)

শচী। সখি, তুমি না কেঁদে বরং এ সকল কথা আমাকে খুলে বল। ভাল, যদি পদ্মাবতীই তোমার বিজয়া হবে, তবে মাহেশ্বরীপুরীর রাজা যজ্ঞসেন তাকে কোথ্‌থেকে পেলে?

মুর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতী বসুন্ধরা বিজয়াকে প্রসব কর্য্যে শ্রীপর্ব্বতের উপর কমলকাননে রেখেছিলেন, পরে রাজা যজ্ঞসেন ঐ স্থলে মৃগয়া কর্ত্যে গিয়ে, তাকে পেয়ে আপনার পাটেশ্বরীর হাতে লালন পালনের জন্যে দিয়েছিল। হায়! হায়! বাছা, চিত্রকুটপর্ব্বতের উপর তোমার চন্দ্রানন দেখে আমার স্তনদ্বয় দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়েছিল, তা আমি তোমাকে তাতেও চিন্‌লেম না? (রোদন।)

শচী। সখি, তুমি শান্ত হও।

আকাশে। (বীণাধ্বনি।)

শচী। এ কি? (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে দেবর্ষি নারদ এই দিকে আস্‌চেন। সখি, তুমি সাবধান হও, এই ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণই এ বিপদের মূল ; দেখো—ও যেন আবার কন্দল বাধাতে না পারে।

নারদের প্রবেশ

উভয়ে। ভগবন্, আমরা আপনাকে অভিবাদন করি।

নার। আপনাদের কল্যাণ হউক।

শচী। দেবর্ষি, সংবাদ কি? আজ্ঞা করুন দেখি?

নার। দেবি, সকলই সুসংবাদ। ভগবতী পার্ব্বতী আমাকে অদ্য আপনাদের সমীপে প্রেরণ করেছেন।

শচী। কেন? ভগবতীর কি আজ্ঞা?

নার। তিনি শুনেছেন যে আপনারা নাকি বিদর্ভনগরের রাজা পরম শিবভক্ত ইন্দ্রনীল রায়কে কলিদেবের সাহায্যে নানা ক্লেশ দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।—

শচী। ভগবন্, তা ভগবতী পার্ব্বতীকে এ কথা কে বল্‌লে?

নার। ভগবতী এ কথা রতি দেবীর মুখেই শ্রবণ করেছেন।

শচী। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ দুষ্টা রতির কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই? এমন কথাও কি মহেশ্বরীর কর্ণগোচর করা উচিত? (প্রকাশে) দেবর্ষি, তা ভগবতী এ কথা শুনে কি আদেশ করেছেন?

নার। ভগবতীর এই ইচ্ছা যে আপনারা এ বিষয়ে ক্ষান্ত হয়েন।

শচী। ভাল, তা যেন হলেম। কিন্তু এখন পদ্মাবতীই বা কোথায় আর ইন্দ্রনীলই বা কোথায়—তা কে জানে?

নার। (সহাস্য বদনে) তন্নিমিত্তে আপনি চিন্তিত হবেন না। রাজমহিষী পদ্মাবতী এক্ষণে তমসা নদীতীরে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে বাস কর্চ্যেন।

শচী। (স্বগত) হায়! আমার এত পরিশ্রম কি তবে বৃথা হলো? আর অবশেষে রতিই জিত্‌লে! তা করি কি? ভগবতী গিরিজার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করা কার সাধ্য? স্রোতস্বতীর পথ রুদ্ধ কর্ত্যে কে পারে?

নার। আমি মহাদেবীর আজ্ঞানুসারে যতীন্দ্র অঙ্গিরার আশ্রমে গমন কর্ত্যে আকাঙ্ক্ষা করি, অতএব আপনারা আমাকে এক্ষণে বিদায় করুন।

মুর। ভগবান্, আপনি আমাকে সেখানে সঙ্গে লয়ে চলুন।

শচী। চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই। (রম্ভার প্রতি) রম্ভা, তুই এখন অমরাবতীতে যা। আমি একবার যোগিবর অঙ্গিরার আশ্রম থেকে আসি।

রম্ভা। যে আজ্ঞে।

[নারদ, শচী এবং মুরজার প্রস্থান।

আমি আর এখানে একলা থেকে কি কর্‌বো? যাই, দেখিগে, নন্দনকাননে এখন কি হচ্যে?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক[১৭]

তমসা নদীতীরে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রম

পদ্মাবতী এবং গৌতমীর প্রবেশ

গৌত। বৎসে, তুমি এত অধীরা হইও না। তোমার প্রাণেশ্বর অতি ত্বরায়ই তোমার নিকটে আস্‌বেন, তার কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ অঙ্গিরা তোমার এ প্রতিকূল দৈব শান্তির নিমিত্তে এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেছেন।—

পদ্মা। ভগবতি, আমি কি সে শ্রীচরণের আর এ জন্মে দর্শন পাব। (রোদন।)

গৌত। বৎসে, তুমি শান্ত হও, মহর্ষির যজ্ঞ কখনই নিষ্ফল হবার নয়।

পদ্মা। ভগবতি, আপনি যা আজ্ঞা কচ্যেন সে সকলই সত্য, কিন্তু আমি এ নির্ব্বোধ প্রাণকে কেমন করে প্রবোধ দি। হায়! এ কি আর এখন কোন কথা মানে? (রোদন।)

গৌত। বৎসে, বিবেচনা করে দেখ, এ অখিল ব্রহ্মাণ্ডে কোন বস্তুই চিরকাল শ্রীভ্রষ্ট হয়ে্য থাকে না। বর্ষার সমাগমে জলহীনা নদী জলবতী হয়,—ঋতুরাজ বসন্ত বিরাজমান হলে লতাকুল মুকুলিতা ও ফলবতী হয়,—কৃষ্ণপক্ষে শশীর মনোরম কান্তি হ্রাস হয় বটে, কিন্তু আবার শুক্লপক্ষে তার পূরণ হয়,—তা তোমারও এ যাতনা অতি শীঘ্রই দূর হবে।

নেপথ্যে। ভো শার্ঙ্গরব, ভগবতী গৌতমী কোথায় হে! দেখ, দুই জন অতিথি এসে এ আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে, অতএব তাদের যথাবিধি আতিথ্য কর।

গৌত। বৎসে, এক্ষণে আমি বিদায় হলেম। তুমি এই তরুর ছায়ায় কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে বিশ্রাম কর। দেখ! ভগবতী তমসার নির্ম্মল সলিলে কমলিনী কি অনির্ব্বচনীয় শোভাই ধারণ কর্য়ে বিকশিত হয়েছে, তা তোমার বিরহ-রজনীও প্রায় অবসান হয়ে এলো।

[প্রস্থান।

পদ্মা। (স্বগত) প্রাণেশ্বর যে সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছেন তার আর কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এ হতভাগিনীকে কি আর তাঁর মনে আছে? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ! আমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি পাপ করেছিলেম যে তুমি আমাকে এত দুঃখ দিলে। তুমি আমাকে রাজেন্দ্রনন্দিনী, রাজেন্দ্রগৃহিণী করেও আবার অনাথা যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণীর মতন বনে বনে ফেরালে। (রোদন।)

নেপথ্যে। প্রিয়সখি, কৈ, তুমি কোথায়?

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) কেন? এই যে আমি এখানেই আছি।

বেগে সখীর প্রবেশ

সখী। প্রিয়সখি—(রোদন।)

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে সখীকে আলিঙ্গন করিয়া) এ কি? কেন? কেন সখি, কি হয়েছে?

সখী। (নিরুত্তরে রোদন।)

পদ্মা। সখি, কি হয়েছে তা তুমি আমাকে শীঘ্র করে বল?

সখী। প্রিয়সখি, মহারাজ আর্য্য মানবকের সঙ্গে এই আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

পদ্মা। (অভিমান সহকারে) সখি, তুমিও কি আবার আমার সঙ্গে চাতুরী কত্যে আরম্ভ কর্‌লে?

সখী। সে কি? প্রিয়সখি, আমি কি তা কখন পারি? ঐ দেখ, ভগবতী গৌতমী মহারাজ আর আর্য্য মানবককে লয়ে এদিকে আস্‌চেন। কেমন, আমি সত্য না মিথ্যা বলেছি? (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আহা! মহারাজের মুখখানি দেখ্‌লে, বোধ হয়, যে উনি তোমার বিরহে অতি দুঃখে কালযাপন করেছেন।

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! সখি, তাই ত। বিধাতা কি তবে এত দিনের পর আমার প্রতি যথার্থই অনুকূল হলেন।[১৮] (রাজার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে জীবিতেশ্বর আপনার কি এত দিনের পর এ হতভাগিনী বল্যে মনে পড়লো? (রোদন।)

১৭. ১৮. শকুন্তলা নাটকের প্রত্যক্ষ অনুসরণ লক্ষ্যণীয়

সখী। প্রিয়সখি, চল, আমরা ঐ বৃক্ষ-বাটিকায় গিয়ে দাঁড়াই। মহারাজকে তোমার সহসা দর্শন দেওয়া উচিত হয় না।

[উভয়ের প্রস্থান।

রাজা ও বিদূষকের সহিত গৌতমীর পুনঃপ্রবেশ

গৌত। হে নরেশ্বর, তার পর কি হলো?

রাজা। ভগবতি, তার পর আমি রাজ-মহিষীর কোনই অন্বেষণ না পেয়ে যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হলেম, তা আর আপনাকে কি বল্‌বো। আর এ দুরূহ শোকানল সহ্য কত্যে অক্ষম হয়ে, রাজমন্ত্রীর উপর রাজ্য-ভার অর্পণ করে, এই আমার চিরপ্রিয় বয়স্যের সহিত তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা কল্যেম।

গৌত। হে নরনাথ, আপনি এ বিষয়ে আর উদ্বিগ্ন হবেন না। রাজমহিষী এই আশ্রমেই আছেন। মহর্ষি অঙ্গিরা তাঁকে আপন দুহিতার ন্যায় পরম স্নেহ করেন। আর তাঁর আগমনাবধি বহু যত্নে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন।

রাজা। ভগবতি, সে সকল বৃত্তান্ত আমি দেবর্ষি নারদের মুখে বিশেষরূপে শ্রুত আছি। কুলায়ভ্রষ্টা পারাবতী আশ্রয়-আশায় কোন বিশাল বৃক্ষের সমীপে গমন কল্যে, তরুবর কি শরণদানে পরাঙ্মুখ হয়ে, তাকে নিরাশ করেন? ভগবান্ অঙ্গিরা ঋষিকুলের চূড়ামণি, তা তিনি যে এরূপ ব্যবহার করবেন, এ কিছু বড় অসম্ভব নয়।

গৌত। হে পৃথ্বীশ্বর, আপনি এই শিলাতলে ক্ষণেক কাল উপবেশন করুন আমি গিয়ে রাজমহিষীকে এখানে লয়ে আসি।

রাজা। ভগবতি, আপনার যা আজ্ঞা।

গৌত। আর আপনার এ আশ্রমে শুভাগমনের সংবাদও মহর্ষির নিকট প্রেরণ করা উচিত। অতএব আমি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে বিদায় হলেম।

[প্রস্থান।

রাজা। (উপবেশন করিয়া) সখে, যেমন তপনতাপে তাপিত জন সুশীতল তরুচ্ছায়া পেলে পূর্ব্বতাপ বিস্মৃত হয়, আমারও আজ অবিকল তাই হলো।

বিদূ। আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ কি? এত দিনের পর আমাদের ডিঙ্গাখানি ঘাটে এসে লাগ্‌লো। কিন্তু এ ঘাটটা আমাকে বড় ভাল লাগ্‌ছে না।

রাজা। কেন, বল দেখি?

বিদূ। বয়স্য, এ মুনির আশ্রম, এখানে সকলেই হবিষ্য করে; তা আমরাও কি একা-হারী হয়ে আবার মারা পড়বো?

রাজা। কেন? তুমি ত আর সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন কর নাই, যে তোমাকে একাহারে থাক্‌তে হবে?

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া সচকিতে) এ কি? আহা! কি মধুর ধ্বনি! সখে, আমি যে দিন মায়ামৃগের অনুসরণ করে বিন্ধ্যাচলে দেবউপবনে উপস্থিত হয়েছিলেম, সে দিনও আকাশে এইরূপ কোমল বাদ্য শুনেছিলাম।

বিদূ। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ!

রাজা। কেন? কি হলো?

বিদূ। মহারাজ! চলুন, আমরা এখান থেকে পালাই। ঐ দেখুন, এ আশ্রমবনে দাবানল লেগেছে। উঃ! কি ভয়ঙ্কর শিখা!

রাজা। (অবলোকন করিয়া) সখে, ও ত দাবানল নয়।

বিদূ। বলেন কি? মহারাজ, ঐ দেখুন, সব গাছপালা একেবারে যেন ধূ ধূ করে জ্বলে উঠ্‌ছে।

রাজা। কি হে সখে, তুমি অন্ধ হলে না কি?

বিদূ। বয়স্য, তবে ও কি?

রাজা। ওঁরা সকল দেবকন্যা। তা ওঁরাও অগ্নিশিখার মতন তেজস্বিনী বটেন। (অব-লোকন করিয়া সানন্দে) কি আশ্চর্য্য! এই যে শচী দেবী, যক্ষেশ্বরী, আর রতি দেবী আমার প্রেয়সীকে লয়ে এ দিকে আস্‌চেন। হে হৃদয়! তুমি যে এত দিন এ পূর্ণশশীর অদর্শনে বিদীর্ণ হও নাই এই আশ্চর্য্য!

(অগ্রসর হইয়া) এ দাস আপনাদিগের শ্রীচরণে প্রণাম কচ্যে। (প্রণাম।)

শচী, মুরজা, রতি, গৌতমী, পদ্মাবতী, সখী, নারদ এবং অঙ্গিরার প্রবেশ

সকলে। মহারাজের জয় হউক।

নার। হে মহীপতে, যেমন মহর্ষি বাল্মীকির পুণ্যাশ্রমে দাশরথি ভগবতী বৈদেহীকে প্রাপ্ত হন, আপনিও অদ্য তদ্রূপ মহিষী পদ্মাবতীকে এই স্থলে লাভ কল্যেন।

অঙ্গি। হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনার বাহুবলে ঋষিকুলের সর্ব্বত্রই কুশল। অতএব আপনি পুরস্কারস্বরূপ এই স্ত্রীরত্নটি গ্রহণ করুন।

শচী। (রাজার হস্তে পদ্মাবতীর হস্ত প্রদান করিয়া) হে নরনাথ, আপনি অদ্যাবধি নিঃশঙ্কচিত্তে রাজসুখভোগে প্রবৃত্ত হউন।

আকাশে। গীত।

[বেহাড়া—পোস্তা।]

সুমতি ভূপতি অতি, তুমি ওহে মহারাজ।
সুখে থাক ধনে মানে, রিপুগণে দিয়ে লাজ।
পাইলে হারা নিধি,
প্রিয়তমা পুনরায়,
বাসনা পূর্ণ হলো, সুখে কর রাজকাজ।
হয়ে সুবিচারে রত,
কর বহু যশোলাভ,
যেমন শোভে ক্ষিতি, তারাপতি দ্বিজরাজ।।[১৯]

পুষ্পবৃষ্টি

সকলে। রাজমহিষী চিরবিজয়িনী হউন।

নারদ। (রাজার প্রতি) আমিও আশীষ করি, শুন নরপতি।—

সুখে সদা কর বাস অবনী-মণ্ডলে,
পরাভবি শত্রুদলে, মিত্রকুলে পালি,
ধর্ম্মপথগামী যথা ধর্ম্মের নন্দন
পৌরব। চরমে লভ স্বর্গ ধর্ম্মবলে।
(পদ্মাবতীর প্রতি) যশঃসরে চিররুচি
কমলিনীরূপে
শোভ তুমি পদ্মাবতি—রাজেন্দ্রনন্দিনী,
যযাতির প্রণয়িনী দৈত্যরাজবালা
শর্ম্মিষ্ঠা যেমতি। তার সহ নাম তব
গাঁথুক গৌড়ীয় জন কাব্যরত্নহারে,
মুকুতা সহ মুকুতা গাঁথে লোক যথা।[২০]

ইতি পঞ্চমাঙ্ক

যবনিকা পতন

১৯. সংস্কৃত নাট্যরীতির অনুসরণে নাট্যসমাপ্তিতে সঙ্গীত সংযোজিত।
২০. নাটকের সমাপ্তিতে স্বস্তিবচন শকুন্তলা নাটকের অনুসরণে।

কৃষ্ণকুমারী নাটক

পুরুষ-চরিত্র

ভীমসিংহ (উদয়পুরের রাজা)। বলেন্দ্রসিংহ (রাজভ্রাতা)। সত্যদাস (রাজমন্ত্রী)। জগৎসিংহ (জয়পুরের রাজা। নারায়ণ মিশ্র (রাজমন্ত্রী)। ধনদাস (রাজসহচর)। ভৃত্য, রক্ষক, দূত, সন্ন্যাসী, ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

অহল্যা দেবী (ভীমসিংহের পাটেশ্বরী)। কৃষ্ণকুমারী (ভীমসিংহের দুহিতা) তপস্বিনী। বিলাসবতী। মদনিকা।

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জয়পুর, রাজগৃহ

রাজা জগৎসিংহ, পশ্চাতে পত্র হস্তে মন্ত্রীর প্রবেশ

রাজা। আঃ কি আপদ্! তোমরা কি আমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বিশ্রাম কত্তে দেবে না? তুমিই যা হয় একটা বিবেচনা করগে না।

মন্ত্রী। মহারাজ, অনন্তদেবই পৃথিবীর ভার সর্ব্বদা সহ্য করেন। তা আপনি এতে বিরক্ত হবেন না।

রাজা। হা! হা! মন্ত্রিবর, অনন্তদেবের সঙ্গে আমার তুলনাটা কি প্রকারে সঙ্গত হয়? তিনি হলেন দেবাংশ, আমি একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য মাত্র, আহার, নিদ্রা, সময়বিশেষে আরাম— এ সকল না হলে আমার জীবন রক্ষা করা দুষ্কর। তা দেখ, আমার এখন কিঞ্চিৎ অলস ইচ্ছা হচ্চে। এ সকল পত্র না হয় সন্ধ্যার পর দেখা যাবে, তাতে হানি কি? যবনদল কিম্বা মহারাষ্ট্রের সৈন্য ত এই মুহূর্ত্তে এ নগর আক্রমণ কত্যে আস্‌চে না—

ধনদাসের প্রবেশ

আরে, ধনদাস? এস, এস, তবে ভাল আছ ত?

ধন। আজ্ঞা, এ অধীন মহারাজের চিরদাস। আপনার শ্রীচরণপ্রসাদে এর কি অমঙ্গল আছে?

মন্ত্রী। (স্বগত) সব প্রতুল হলো—আর কি? একে মনসা, তায় আবার ধূনার গন্ধ! এ কর্ম্মনাশাটা থাকতে দেখছি কোন কর্ম্মই হবে না। দূর হোক্! এখন যাই। অনিচ্ছুক ব্যক্তির অনুসরণ করা পশু পরিশ্রম।

[প্রস্থান।

রাজা। তবে সংবাদ কি, বল দেখি?

ধন। (সহাস্য বদনে) মহারাজ, এ নিকুঞ্জ-বনের প্রায় সকল ফুলেই আপনার এক একবার মধুপান করা হয়েছে, নূতনের মধ্যে কেবল ভেরেণ্ডা, ধুতুরা প্রভৃতি গোটা কতক কদর্য্য ফুল বাকি আছে। কৈ? জয়পুরের মধ্যে মহারাজের উপযুক্ত স্ত্রীলোক ত আর একটিও দেখতে পাওয়া যায় না।

রাজা। সে কি হে? সাগর বারিশূন্য হলো না কি?

ধন। আর, মহারাজ! এমন অগস্ত্য অবিশ্রান্ত শুষতে লাগলে, সাগরে কি আর বারি থাকে?[১]

রাজা। তবে এখন এ মেঘবরের উপায় কি, বল দেখি?

ধন। আজ্ঞা, তার জন্যে আপনি চিন্তিত হবেন না। এ পৃথিবীতে একটা ত নয় সাতটা সাগর আছে!

রাজা। ধনদাস, তোমার কথা শুনে আমার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠলো। তবে এখন উপায় কি, বল দেখি?

ধন। আজ্ঞা, উপায়ের কথা পরে নিবেদন করচি। আপনি অগ্রে এই চিত্রপটখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন দেখি। এখানি একবার

১. পৌরাণিক অগস্ত্য কাহিনীর উল্লেখ।

আপনাকে দেখাবার নিমিত্তেই আমি এখানে আনলেম।

রাজা। (চিত্রপট অবলোকন করিয়া) বাঃ, এ কার প্রতিমূর্ত্তি হে? এমন রূপ ত আমি কখন দেখি নাই।

ধন। মহারাজ, আপনি কেন? এমন রূপ, বোধ হয়, এ জগতে আর কেউ কখন দেখে নাই।

রাজা। তাই ত! আহা! কি চমৎকার রূপ! ওহে ধনদাস, এ কমলিনীটি কোন্ সরোবরে ফুটেছে, আমাকে বলতে পার? তা হলে আমি বায়ুগতিতে এখনই এর নিকটে যাই।

ধন। মহারাজ, এ বিষয়ে এত ব্যস্ত হলে কি হবে? এ বড় সাধারণ ব্যাপার নয়। এ সুধা চন্দ্রলোকে থাকে। এর চারি দিকে রুদ্রচক্র অহর্নিশি ঘুরছে। একটি ক্ষুদ্র মাছিও এর নিকটে যেতে পারে না।

রাজা। কেন? বৃত্তান্তটা কি, বল দেখি শুনি?

ধন। আজ্ঞা, মহারাজ—

রাজা। বলই না কেন? তায় দোষ কি?

ধন। মহারাজ, ইনি উদয়পুরের রাজ-দুহিতা—এঁর নাম কৃষ্ণকুমারী!

রাজা। (সসম্ভ্রমে) বটে! (পট অবলোকন করিয়া) ধনদাস, তুমি যে বলছিলে এ সুধা চন্দ্রলোকে থাকে, সে যথার্থই বটে। আহা! যে মহদ্বংশে শত রাজসিংহ জন্মগ্রহণ করেছেন; যে বংশের যশঃসৌরভে এ ভারতভূমি চির পরিপূর্ণ; সে বংশে এরূপ অনুপমা কামিনীর সম্ভব না হলে আর কোথায় হবে? যে বিধাতা নন্দনকাননে পারিজাত পুষ্পের সৃজন করেছেন, তিনিই এই কুমারীকে উদয়পুরের রাজকুলের ললনারূপে সৃষ্টি করেছেন। আহা, দেখ, ধনদাস—

ধন। আজ্ঞা করুন।

রাজা। তুমি এ বংশনিদান বাপ্পা রায়ের যথার্থ নাম কি, তা জন ত?

ধন। আজ্ঞা—না।

রাজা। সে মহাপুরুষকে লোকে আদর করে বাপ্পা নাম দিয়াছিল; তাঁর যথার্থ নাম শৈলরাজ। আহা! তিনি যে শৈলরাজ, তা এ চিত্রপটখানি দেখলেই বিলক্ষণ জানা যায়।

ধন। কেমন করে, মহারাজ?

রাজা। মর্ মূর্খ! ভগবতী মন্দাকিনী শৈলরাজের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন কি না?

ধন। (স্বগত) মাছ ভায়া টোপটি ত গিলেছেন। এখন এঁকে কোন ক্রমে ডাঙায় তুলতে পাল্যে হয়!

রাজা। দেখ, ধনদাস!

ধন। আজ্ঞা করুন, মহারাজ!

রাজা। তুমি এ চিত্রপটখানি আমাকে দাও—

ধন। মহারাজ, এ অধীন আপনার ক্রীত দাস; এর যা কিছু আছে, সে সকলই মহা-রাজের। তবে কি না—তবে কি না—

রাজা। তবে কি, বল?

ধন। আজ্ঞা, এ চিত্রপটখানি এ দাসের নয়; তা হলে মহারাজকে এক্ষণেই দিতেম। উদয়পুর থেকে আমার একজন বান্ধব এ নগরে এসেছেন। তিনিই আমাকে এ চিত্রপটখানি বিক্রয় কত্যে দিয়েছেন।

রাজা। বেশ ত। তোমার বান্ধবকে এর উচিত মূল্য দিলেই ত হবে?

ধন। (স্বগত) আর যাবে কোথা? এইবার ফাঁদে ফেলেছি। (প্রকাশে) আজ্ঞা, তা হবে না কেন? তিনি বিক্রয় কত্যে এসেছেন; যথার্থ মূল্য পেলে না দেবেন কেন? তবে কি না, তিনি যে মূল্য প্রার্থনা করেন, সেটা কিছু অধিক বোধ হয়।

রাজা। ধনদাস, এ চিত্রপটখানি একটি অমূল্য রত্ন। ভাল, বল দেখি, তোমার বান্ধব কত চান?

ধন। (স্বগত) অমূল্য রত্ন বটে? তবে আর ভয় কি? (প্রকাশে) মহারাজ, তিনি বিশ সহস্র মুদ্রা চান। এর কমে কোন মতেই বিক্রয় কত্যে স্বীকার করেন না। অনেক লোকে তাঁকে ষোল সহস্র মুদ্রা পর্যন্ত দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তাতে তিনি—

রাজা। ভাল, তবে তিনি যা চান তাই দেওয়া যাবে। আমি কোষাধ্যক্ষকে এক পত্র দি; তুমি তার কাছ থেকে এ মুদ্রা লয়ে তোমার বন্ধুকে দিও। কৈ? এখানে যে লিখবার কোন উপকরণ নাই।

ধন। মহারাজ, আজ্ঞা করেন ত আমি এখনই সব এনে প্রস্তুত করে দি।

রাজা। তবে আন।

ধন। যে আজ্ঞা, আমি এলেম বলে।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) মহারাজ ভীমসিংহের যে এমন একটি সুন্দরী কন্যা আছে তা ত আমি স্বপ্নেও জানতেম না। হে রাজলক্ষ্মি, তুমি কোন্ ঋষিবরের অভিশাপে এ জলধিতলে এসে বাস কচ্যো?[২]

মসীভাজন প্রভৃতি লইয়া ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ

ধন। মহারাজ, এই এনেছি। (রাজার উপবেশন এবং লিপিকরণ—স্বগত) মন্ত্রণার প্রথমেই ত ফল লাভ হলো। এখন দেখা যাক, শেষটা কিরূপ দাঁড়ায়। কৌশলের ত্রুটি হবে না। তারপর আর কিছু না হয়, জানলেম যে চোরের রাত্রবাসই লাভ! আর মন্দই বা কি? কোন ব্যয় নাই অথচ বিলক্ষণ লাভ হলো?

রাজা। এই নাও। (পত্রদান।)

ধন। মহারাজ, আপনি স্বয়ং দাতা কর্ণ!

রাজা। তুমি আমাকে যে অমূল্য রত্ন প্রদান কল্লে, এতে তোমার কাছে আমি চিরবাধিত থাকলেম।

ধন। মহারাজ, আমি আপনার দাস মাত্র! দেখুন মহারাজ, আপনি যদি এ দাসের কথা শোনেন, তা হলে আপনার অনায়াসে এ স্ত্রীরত্নটি লাভ হয়।

রাজা। (উঠিয়া) বল কি, ধনদাস? আমার কি এমন অদৃষ্ট হবে?

ধন। মহারাজ, আপনি উদয়পুরের রাজকুমারীর সঙ্গে পরিণয় ইচ্ছা প্রকাশ করবামাত্রেই, আপনার সে আশা ফলবতী হবে, সন্দেহ নাই। আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ বংশে অনেক বার বিবাহ করেছেন; আর আপনি কুলে, মানে, রূপে, গুণে সবর্বপ্রকারেই কুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র যেমন পঞ্চালদেশের ঈশ্বর দ্রুপদ তাঁর কৃষ্ণাকে কৌরবকুলতিলক পার্থকে দিতে ব্যগ্র ছিলেন, আপনার নাম শুনলে মহারাজ ভীমসেনও সেইরূপ হবেন।[৩]

রাজা। হাঁ—উদয়পুরের রাজসংসারে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা বিবাহ করেন বটে; কিন্তু মহারাজ ভীমসেন নিতান্ত অভিমানী, যদি তিনি এ বিষয়ে অসম্মত হন, তবে ত আমার আর মান থাকবে না।

ধন। মহারাজ, আপনি সূর্য্যবংশ-চূড়ামণি! মহোদয় ব্যক্তিরা আপনাদের গুণবিষয়ে প্রায়ই আত্মবিস্মৃত। এই জন্যে আপনি আপন মাহাত্ম্য জানেন না। জনক রাজা কি দাশরথিকে অবহেলা করেছিলেন?[৪]

রাজা। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা—তুমি একবার মন্ত্রিবরকে ডাক দেখি।

ধন। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) দেখি, মন্ত্রীর কি মত হয়, এ বিষয়ে সহসা হস্তক্ষেপ করাটা উচিত নয়। আহা, যদি ভীমসিংহ এতে সম্মত হন, তবে আমার জন্ম সফল হবে। (উপবেশন।)

মন্ত্রীর সহিত ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ

মন্ত্রী। দেব, অনুমতি হয় ত, এ পত্র কখানি রাজসম্মুখে পাঠ করি।

রাজা। (সহাস্য বদনে) না, না! ও সব সন্ধ্যার পরে দেখা যাবে। এখন বসো। তোমার সঙ্গে আমার অন্য কোন কথা আছে।

মন্ত্রী। (বসিয়া) আজ্ঞা করুন।

রাজা। দেখ, মন্ত্রিবর, মহারাজ ভীমসিংহের কি কোন সন্তান সন্ততি আছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হাঁ আছে।

রাজা। কয় পুত্র, কয় কন্যা, তা তুমি জান?

মন্ত্রী। আজ্ঞা না, এ আশীর্ব্বাদক কেবল রাজকুমারী কৃষ্ণার নাম শ্রুত আছে।

ধন। মহাশয়, রাজকুমারী কৃষ্ণা নাকি পরম সুন্দরী?

মন্ত্রী। লোকে বলে যে যাজ্ঞসেনী[৫] স্বয়ং পুনরায় ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হয়েছেন!

২. সমুদ্রমন্থন প্রসঙ্গ। ৩. মহাভারত প্রসঙ্গ। ৪. রামায়ণ প্রসঙ্গ। ৫. দ্রৌপদী। যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন বলে এই নাম।

ধন। তবে মহাশয়, আপনি আমাদের মহারাজের সঙ্গে এ রাজকুমারীর বিবাহের চেষ্টা পান না কেন? মহারাজও ত স্বয়ং নরনারায়ণ অবতার!

মন্ত্রী। তার সন্দেহ কি? তবে কি না এতে যৎকিঞ্চিৎ বাধা আছে।

রাজা। কি বাধা?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ, মরুদেশের[৬] মৃত অধিপতি বীরসিংহের সঙ্গে এই রাজকুমারীর পরিণয়ের কথা উপস্থিত হয়েছিল; পরে তিনি অকালে লোকান্তর প্রাপ্ত হওয়াতে, সে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। আমি পরম্পরায় শুনেছি যে, সে দেশের বর্ত্তমান নরপতি মানসিংহ নাকি এই কন্যার পাণিগ্রহণ কত্যে ইচ্ছা করেন।

রাজা। বটে? বামন হয়ে চাঁদে হাত! এই মানসিংহ একটা উপপত্নীর দত্তক পুত্র, এ কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র। তা এ আবার কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ কত্যে চায়? কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা রাবণ কি বৈদেহীর উপযুক্ত পাত্র?[৭] দেখ মন্ত্রি, তুমি এই দণ্ডেই উদয়পুরে লোক পাঠাও। আমি এ রাজকন্যাকে বরণ করবো। (উঠিয়া) মানসিংহ যদি এতে কোন অত্যাচার করে, তবে আমি তাকে সমুচিত প্রতিফল না দিয়া ক্ষান্ত পাব না!

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার, এ কি ঘরোয়া বিবাদের সময়? দেখুন, দেশবৈরিদল চতুর্দ্দিকে দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে।

রাজা। আঃ, দেশবৈরিদল! তুমি যে দেশবৈরিদলের কথা ভেবে ভেবে একেবারে বাতুল হলে! এক যে দিল্লীর সম্রাট্‌, তিনি ত এখন বিষহীন ফণী। আর যদি মহারাষ্ট্রের রাজার কথা বল, সেটা ত নিতান্ত লোভী। যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পেলেই ত তার সন্তোষ।[৮] তা যাও তুমি এখন যথাবিধি দূত প্রেরণ করগে। মানসিংহের কি সাধ্য যে, সে আমার সঙ্গে বিবাদ করে?

ধন। (জনান্তিকে) মহারাজ, এ দাসকে পাঠালে ভাল হয় না?

রাজা। (জনান্তিকে) সে ত ভালই হয়। তুমি একজন সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়, তোমার যাওয়ার হানি কি? (প্রকাশে) দেখ, মন্ত্রি, তুমি ধনদাসকে উদয়পুরে পাঠায়ে দাও।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ। (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, আপনি তবে আমার সঙ্গে আসুন। এ বিষয়ে যা কর্ত্তব্য সেটা স্থির করা যাকগে।

রাজা। যাও, ধনদাস, যাও।

ধন। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[মন্ত্রী এবং ধনদাসের প্রস্থান।

রাজা। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আহা, এমন মহার্হ রত্ন কি আমার ভাগ্যে আছে? তা দেখি, বিধাতা কি করেন। ধনদাস অত্যন্ত সচতুর মানুষ; ও যদি সুচারুরূপে এ কর্ম্মটা নির্ব্বাহ কত্যে না পারে, তবে আর কে পারবে?

ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ

ধন। মহারাজ,—

রাজা। কি হে, তুমি যে আবার ফিরে এলে?

ধন। আজ্ঞা, মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটা কথার ঐক্য হচ্চে না। তারই জন্যে আবার রাজসম্মুখে এলেম।

রাজা। কি কথা?

ধন। আজ্ঞা, এ দাসের বিবেচনায় কতকগুলি সৈন্য সঙ্গে নিলে ভাল হয়; কিন্তু মন্ত্রী এতে এই আপত্তি করেন যে, তা কত্যে গেলে অনেক অর্থের ব্যয় হবে।

রাজা। হা! হা! হা! বৃদ্ধ হলে লোকের এমনি বুদ্ধিই ঘটে! তবে মন্ত্রীর ইচ্ছা যে তুমি একলা যাও?

ধন। আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে।

রাজা। কি লজ্জার কথা! একে ত মহারাজ ভীমসেন অত্যন্ত অভিমানী, তাতে এ বিষয়ে যদি কোন ত্রুটি হয়, তা হলেই বিপরীত ঘটে উঠবে।

ধন। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? এ দাসও তাই বলছিল।

রাজা। আচ্ছা—তুমি মন্ত্রীকে এই কথা বলগে, তিনি তোমার সঙ্গে এক শত অশ্ব, পাঁচটা হস্তী, আর এক সহস্র পদাতিক প্রেরণ

৬. রাজপুতানার মারবার অঞ্চল। ৭. রামায়ণ প্রসঙ্গ। ৮. ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ।

করেন। এ বিষয়ে কৃপণতা কল্যে কায হবে না।

ধন। মহারাজ, আপনি প্রতাপে ইন্দ্র, ধনে কুবের, আর বুদ্ধিতেও স্বয়ং বৃহস্পতি অবতার! বিবেচনা করে দেখুন, যখন সুরপতি বাসব সাগর মন্থন কর্য্যে অমৃতলাভের বাসনা করেছিলেন[৯], তখন কি তিনি সে বৃহৎ ব্যাপারে একলা প্রবৃত্ত হয়েছিলেন?

রাজা। দেখ, ধনদাস,—

ধন। আজ্ঞা, করুন—

রাজা। যেমন নলরাজা রাজহংসকে দময়ন্তীর নিকটে দূত করে পাঠিয়েছিলেন, আমিও তোমাকে তেমনি পাঠাচ্ছি।[১০] দেখ, ধনদাস, আমার কর্ম্ম যেন নিষ্ফল না হয়।

ধন। মহারাজ, আপনার কর্ম্ম সাধন কর্ত্যে যদি প্রাণ যায়, তাতেও এ দাস প্রস্তুত ; কিন্তু রাজচরণে একটি নিবেদন আছে।

রাজা। কি?

ধন। মহারাজ, নলরাজা যে হংসকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন, তার সোণার পাখা ছিল ; এ দাসের কি আছে মহারাজ?

রাজা। (সহাস্য বদনে) এই নাও। তুমি এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ কর।

ধন। মহারাজ, আপনি স্বয়ং দাতা কর্ণ!

রাজা। তবে আর বিলম্ব কেন? তুমি মন্ত্রীর নিকট গিয়ে, অদ্যই যাতে যাত্রা করা হয়, এমন উদ্‌যোগ করগে। যাও, আর বিলম্ব করো না। আমি এখন বিলাসকাননে গমন করি।

ধন। (স্বগত) এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা, গমন কর। আমার যা কর্ম্ম তা হয়েছে। (পরিক্রমণ) ধনদাস বড় সামান্য পাত্র নন্। কোথায় উদয়পুরের একজন বণিকের চিত্রপট কৌশলক্রমে প্রায় বিনা মূল্যেই হস্তগত করা হলো ; আবার তাই রাজাকে বিক্রয় করে বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ করলেম! এ কি সামান্য বুদ্ধির কর্ম্ম! হা! হা! হা! বিশ সহস্র মুদ্রা! হা! হা! হা! মধ্য থেকে আবার এই অঙ্গুরীটিও লাভ হয়ে গেল! (অবলোকন করিয়া) আহা! কি চমৎকার মণিখানি! আমার প্রপিতামহও এমন বহুমূল্য মণি কখন দেখেন নাই! যা হৌক, ধন্য ধনদাস! কি কৌশলই শিখেছিলে! জ্যোতির্বেত্তারা বলে থাকেন যে গ্রহদল রবিদেবের সেবা কর্য্যে তাঁর প্রসাদেই তেজঃ লাভ করেন ; আমরাও রাজ-অনুচর ; তা আমরা যদি রাজপূজায় অর্থলাভ না করি, তবে আর কিসে করব? তা এই ত চাই! আরে, এ কালে কি নিতান্ত সরল হলে কাজ চলে! কখন বা লোকের মিথ্যা গুণ গাইতে হয় ; কখন বা অহেতু দোষারোপ কর্ত্যে হয় ; কারো বা দুটো অসত্য কথায় মনঃ রাখতে হয় আর কারু কারু মধ্যে বা বিবাদ বাধিয়ে দিতে হয় ; এই ত সংসারের নিয়ম। অর্থাৎ, যেমন কর্য্যে হৌক, আপনার কার্য্য উদ্ধার করা চাই! তা না করে, যে আপনার মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলে, সেটা কি মানুষ? হুঁ! তার মন ত বেশ্যার দ্বার বল্যেই হয়! কোন আবরণ নাই। যার ইচ্ছা সেই প্রবেশ কর্ত্যে পারে! এরূপ লোকের ত ইহকালে অন্ন মেলা ভার আর পরকালে—পরকাল কি? পরকালে বাপ নির্ব্বংশ—আর কি! হা! হা! যাই, অগ্রে ত টাকাগুলো হাত করিগে ; পরে একবার মন্ত্রীর কাছে যেতে হবে। আঃ, সেটা আবার এক বিষম কণ্টক! ভাল, দেখা যাক, মন্ত্রীভায়ার কত বুদ্ধি!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জয়পুর, বিলাসবতীর গৃহ

বিলাসবতী

বিলা। (স্বগত) কি আশ্চর্য! মহারাজ যে আজ এত বিলম্ব কচ্যেন, এর কারণ কি? (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাল—আমি এ লম্পট জগৎসিংহের প্রতি এত অনুরাগিণী হলেম কেন? এ নবযৌবনের ছলনায় যাকে চিরদাস করবো, মনে করেছিলাম, পোড়া মদনের কৌশলে আমিই আবার তার, দাসী হলেম যে! আমি কি পাখীর মতন আহারের অন্বেষণে জালে পড়লেম? তা না হলে রাজাকে না দেখে আমার মনঃ এত

৯. পৌরাণিক প্রসঙ্গ। ১০. মহাভারতের প্রসঙ্গ।

চঞ্চল হয় কেন? (দীর্ঘ নিশ্বাস) রাজার আসবার ত সময় হয়েছে; আমাকে আজ কেমন দেখাচ্যে কে জানে? (দর্পণের নিকট অবস্থিতি।)

মদনিকার প্রবেশ

(প্রকাশে) ওলো মদনিকে, একবার দেখ্ ত, ভাই, আমার মুখখানা আজ আরসিতে কেমন দেখাচ্যে?

মদ। আহা, ভাই, যেন একটি কনকপদ্ম বিমল সরোবরে ফুটে রয়েছে! তা ও সব মরুক্ গে যাক। এখন আমি যে কথা বলতে এলেম, তা আগে মন দিয়ে শোন।

বিলা। কি, ভাই? মহারাজ বুঝি আসচেন?

মদ। আর মহারাজ! মহারাজ কি আর তোমার আছেন যে আসবেন?

বিলা। কেন? কেন? সে কি কথা? কি হয়েছে, শুনি—

মদ। আর শুনবে কি? ঐ যে ধনদাস দেখচো, ওকে ত তুমি ভাল করে চেন না। ও পোড়ারমুখোর মতন বিশ্বাসঘাতক মানুষ কি আর দুটি আছে?

বিলা। কেন? সে কি করেছে?

মদ। কি আর করবে? তুমি যত দিন তার উপকার করেছিলে, তত দিন সে তোমার ছিল; এখন সে অন্য পথ ভাবচে।

বিলা। বলিস্ কি লো? আমি ত তোর কথা কিছুই বুঝতে পাল্যেম না।

মদ। বুঝবে আর কি? তুমি উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের নাম শুনেছ?

বিলা। শুনবো না কেন? তিনি হিন্দুকুলের চূড়ামণি; তাঁর নাম কে না শুনেছে?

মদ। তোমার প্রিয় বন্ধু ধনদাস সেই রাজার মেয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যে!

বিলা। এ কথা তোকে কে বললে?

মদ। কেন? এ নগরে তুমি ছাড়া বোধ হয়, এ কথা সকলেই জানে! ধনদাস যে স্বয়ং কাল সকালে পত্র কত্যে উদয়পুরে যাত্রা করবে। ও কি ও? তুমি যে কাঁদতে বসলে? ছি! ছি! এ কথা শুনে কি কাঁদতে হয়? মহারাজ ত আর তোমার স্বামী নন্, যে তোমার সতীনের ভয় হলো?

বিলা। যা, তুই এখন যা—(রোদন)।

মদ। ও মা! এ কি? তোমার চক্ষের জল যে আর থাকে না! কি আপদ্! আমি যদি ভাই, এমন জানতেম, তা হলে কি আর এ কথা তোমাকে শোনাই?—ঐ যে ধনদাস এ দিকে আসচে। দেখ, ভাই, তুমি যদি এ বিষয় নিবারণ কত্যে চাও, তবে তার উপায় চেষ্টা কর। কেবল চক্ষের জল ফেললে কি হবে? তোমার চক্ষের জল দেখে কি মহারাজ ভুলবেন, না ধনদাস ডরাবে?

বিলা। আয়, ভাই, তবে আমরা একটু সরে দাঁড়াই। ঐ ধনদাস আসচে। দেখি না, ও এখানে এসে কি করে? (অন্তরালে অবস্থিতি।)

ধনদাসের প্রবেশ

ধন। (স্বগত) হা! হা! মন্ত্রীভায়া আমার সঙ্গে অধিক সৈন্য পাঠাতে নিতান্ত অসম্মত ছিলেন; কিন্তু এমনি কৌশলটি করলেম যে ভায়ার আমার মতেই শেষে মত দিতে হলো! হা! হা! রাজাই হউন, আর মন্ত্রীই হউন, ধনদাসের ফাঁদে সকলকেই পড়তে হয়! শর্ম্মা আপন কর্ম্মটি ভোলেন না! এই ত আপাততঃ সৈন্যদলের ব্যয়ের জন্যে যে টাকাটা পাওয়া যাবে সেটা হাত কত্যে হবে; আর পথের মধ্যে যেখানে যা পাব, তাও ছাড়া হবে না। এত লোক যার সঙ্গে, তার আর ভয় কি? (চিন্তা করিয়া) বিলাসবতীর উপর মহারাজের যে অনুরাগটি ছিল, তা ত দিন দিন হ্রাস হয়ে আসছে। এখন আর কেন? এর দ্বারায় ত আমার আর কোন উপকার হতে পারে না। তবে কি না—স্ত্রীলোকটা পরমাসুন্দরী। ভাল—তা একবার দেখাই যাক না কেন? (প্রকাশে) কৈ হে? বিলাসবতী কোথায়? কৈ, কেউ যে উত্তর দেয় না?

বিলাসবতীর পুনঃপ্রবেশ

বিলা। কি হে, ধনদাস? তবে কি ভাবছিলে, বল দেখি শুনি?

ধন। আর কি ভাববো, ভাই? তোমার অপরূপ রূপের কথাই ভাবছিলেম!

বিলা। আমার অপরূপ রূপের কথা? এ কথা তোমাকে কে শিখিয়ে দিলে, বল দেখি?

ধন। আর কে শিখিয়ে দেবে, ভাই? আমার এই চক্ষু দুটিই শিখিয়ে দিয়েছে।

বিলা। বেশ! বেশ! ওহে ধনদাস, তুমি যে একজন পরম রসিক পুরুষ হয়ে পড়লে হে?

ধন। আর ভাই, না হয়ে করি কি? দেখ, গৌরীর চরণ স্পর্শে একটা পাষাণ মহারত্নের শোভা পেয়েছিল, তা এ ধনদাস ত তোমারই দাস!

বিলা। ভাল ধনদাস, তুমি নাকি মহারাজের কাছে একখানা চিত্রপট বিশ হাজার টাকায় বিক্রী করেছ?

ধন। অ্যাঁ—তা—না! এ—এ কথা তোমাকে কে বললে?

বিলা। যে বলুক না কেন? এ কথাটা সত্য ত?

ধন। না, না। এমন কথা তোমাকে কে বললে? তুমিও যেমন ভাই! আজকাল বিশ হাজার টাকা কে কাকে দিয়ে থাকে?

বিলা। এ আবার কি? তুমি ভাই, এ অঙ্গুরীটি কোথায় পেলে?

ধন। (স্বগত) আঃ, এ মাগী ত ভারি জ্বালাতে আরম্ভ কল্যে হে? (প্রকাশে) এ অঙ্গুরীটি মহারাজ আমাকে রাখতে দিয়েছেন।

বিলা। বটে? তাই ত বলি! ভাল, ধনদাস, মরুভূমি আকাশের জল পেলে যেমন যত্নে রাখে, বোধ হয়, তুমিও মহারাজের কোন বস্তু পেলে তেমনি যত্নে রাখ, না?

ধন। কে জানে, ভাই? তুমি এ কি বল, আমি কিছুই বুঝতে পারি না।

বিলা। না—তা পারবে কেন? তোমার মতন সরল লোক ত আর দুটি নাই। আমি বলছিলেম কি, যে, মরুভূমি যেমন জল পাবামাত্রেই তাকে একবারে শুষে নেয়, তুমিও রাজার কোন দ্রব্যাদি পেলে ত তাই কর? সে যাক মেনে; এখন আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি নাকি উদয়পুরের রাজকন্যার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যো?

ধন। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ বাঘিনী আবার এ সব কথা কেমন করে শুনলে?

বিলা। কি গো ঘটক মহাশয়, আপনি যে চুপ করে রইলেন?

ধন। তোমাকে এ সব মিছে কথা কে বললে বল ত?

বিলা। মিছে কথা বৈ কি? আমি তোমার ধূর্ত্তপনা এত দিনে বিলক্ষণ করে টের পেয়েছি; তুমি আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছ, আর আমাকে যে সব কথা বলেছ, সে সব মহারাজ শুনলে, তোমাকে উদয়পুরে ঘটকালি কত্যে না পাঠিয়ে, একেবারে যমপুরে পাঠাতেন! তা তুমি জান?

ধন। তা এখন তুমি বলবেই ত? তোমার দোষ কি, ভাই? এ কালের ধর্ম্ম! এ কলিকাল কি না? এ কালে যার উপকার কর, সে আবার অপকার করে! মনে করে দেখ, ভাই, তুমি কি ছিলে, আর কি হয়েছ! এখন যে তুমি এই রাজ-ইন্দ্রাণীর সুখভোগ কচ্যো, সেটি কার প্রসাদে? তা এখন আমার নামে চুকলি না কাটলে চলবে কেন? তুমি যদি আমার অপবাদ না করবে, ত আর কে করবে? তুমিও ত একজন কলিকালের মেয়ে কি না।

বিলা। হাঁ—আমি কলিকালের মেয়ে বটি; কিন্তু তুমি যে স্বয়ং কলি অবতার। তুমি আমাকে পূর্ব্বের কথা স্মরণ করয়ে দিতে চাও, কিন্তু সে সব কথা তুমি আপনি একবার মনে করে দেখ দেখি। তুমিই না অর্থের লোভে আমার ধর্ম্ম নষ্ট করালে? আমি যদিও দুঃখী লোকের মেয়ে, তবুও ধর্ম্মপথে ছিলেম। এখন, ধনদাস, তুমি বল দেখি, কোন্ দুষ্ট বেদে এ পাখীটিকে ফাঁদ পেতে ধরে এনে এ সোনার পিঞ্জরে রেখেছে? (রোদন।)

ধন। (স্বগত) এ মেয়েমানুষটিকে আর কিছু বলা ভাল হয় না; এ যে সব কথা জানে, তা মহারাজ শুনলে আর নিস্তার থাকবে না। (প্রকাশে) আমি ত ভাই, তোমার হিত বৈ অহিত কখন করি নাই; তা তুমি আমার উপর এ বৃথা রাগ কর কেন?

বিলা। এ বিবাহের কথা তবে কে তুললে?

ধন। তা আমি কেমন করে জানবো?

বিলা। কেমন করে জানবে? তুমি হচ্যো এর ঘটক, তুমি জানবে না ত আর কে জানবে?

ধন। হা! হা! তোমাদের মেয়েমানুষের এমন বুদ্ধিই বটে! আরে আমি যে ঘটক হয়েছি, সে কেবল তোমার উপকারের জন্যে বৈ ত নয়! তুমি কি ভেবেছ, যে আমি গেলে আর এ বিবাহ হবে? সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক! তার পর তখন টের পাবে, ধনদাস তোমার কেমন বন্ধু।

নেপথ্যে। ওগো, ধনদাস মহাশয় এ বাড়ীতে আছেন? মহারাজ তাঁকে একবার ডাকচেন।

ধন। ঐ শোন! আমি ভাই, এখন বিদায় হই। তুমি এ বিষয়ে কোন মতেই ভাবিত হইও না। যদিও মহারাজ এ বিবাহ করেন, তবু আমি বেঁচে থাকতে তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমার যে এই নবযৌবন আর রূপ, এ ধনপতির ভাণ্ডার! (স্বগত) এখন রূপ নিয়ে ধুয়ে খাও; আমি ত এই তোমার মাথা খেতে চললেম!

[প্রস্থান।

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাস ও স্বগত) এখন কি যে অদৃষ্টে আছে কিছুই বলা যায় না! কৈ? মহারাজ ত আজ আর এলেন না।

মদনিকার পুনঃপ্রবেশ

মদ। কেমন, ভাই? আমি যা বলেছিলেম, তা সত্য কি না? তবে এখন এর উপায় কি? এ বিবাহ হলে, তুমি চিরকালের জন্যে গেলে।

বিলা। আর উপায় কি?

মদ। উপায় আছে বৈ কি? ভাবনা কি? ধনদাস ভাবে যে ওর মতন সুচতুর মানুষ আর দুটি নাই; কিন্তু এইবার দেখা যাবে ও কত বুদ্ধি ধরে। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। ও দুষ্টকে ঠকান বড় কথা নয়।

বিলা। তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক

দ্বিতীয়াঙ্ক
প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর, রাজগৃহ

অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ

অহ। ভগবতি, আমার দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন! আমি যে বেঁচে আছি, সে কেবল ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে বৈ ত নয়! আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়! ভগবতি, আমরা কি পাপ করেছি, যে বিধাতা আমাদের প্রতি একেবারে এত বাম হলেন!

তপ। রাজমহিষী, আপনি এত উতলা হবেন না। সংসারের নিয়মই এই। কখন সুখ, কখন শোক, কখন হর্ষ, কখন বিষাদ আছেই ত! লোকে যাকে রাজভোগ বলে, সে যে কেবল সুখভোগ, তা নয়। দেখুন, যে সকল লোক সাগরপথে গমনাগমন করে, তারা কি সর্ব্বদাই শান্ত বায়ু সহযোগে যায়! কত মেঘ, কত ঝড়, কত বৃষ্টি, সময়বিশেষে যে তাদের গতি রোধ করে, তার কি সংখ্যা আছে?

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, সেই প্রলয় ঝড় যে দেখেছে, সেই জানে যে সে কি ভয়ঙ্কর পদার্থ! আপনি যদি আমাদের দুরবস্থার কথা শোনেন, তা হল্যে—

তপ। দেবি, আমি চির-উদাসিনী। এ ভবসাগরের কল্লোল আমার কর্ণকুহরে প্রায়ই প্রবেশ কত্যে পারে না! তবে যে—

অহ। (অতি কাতরভাবে) ভগবতি, মহারাজের বিরস বদন দেখলে আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না! আহা! সে সোনার শরীর একেবারে যেন কালি হয়ে গেছে! বিধাতার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা!

তপ। মহিষি, সুবর্ণকান্তি অগ্নির উত্তাপে আরও উজ্জ্বল হয়! তা আপনাদের এ দুরবস্থা আপনাদের গৌরবের বৃদ্ধি বৈ কখন হ্রাস করবে না! দেখুন, স্বয়ং ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কি পর্য্যন্ত ক্লেশ না সহ্য করেছিলেন![11]

১১. মহাভারতের প্রসঙ্গ।

অহ। ভগবতি, আমার বিবেচনায় এ রাজভোগ করা অপেক্ষা যাবজ্জীবন বনবাস করা ভাল! রাজপদ যদি সুখদায়ক হতো, তা হলে কি আর ধর্ম্মরাজ রাজ্যত্যাগ কর‍্যে মহাযাত্রায় প্রবৃত্ত হতেন![১২]

তপ। হাঁ—তা সত্য বটে। ভাল, রাজ-মহিষি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; বলি, আপনারা রাজকুমারীর বিবাহের বিষয়ে কি স্থির করেছেন, বলুন দেখি?

অহ। আর কি স্থির করবো? মহারাজের কি সে সব বিষয়ে মন আছে? (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, আপনাকে আর কি বলবো, আমি এমন একটু সময় পাই না, যে মহারাজের কাছে এ কথাটিরও প্রসঙ্গ করি।

তপ। সে কি মহিষি? এ কর্ম্মে অবহেলা করা ত কোন মতেই উচিত হয় না। সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণর যৌবনকাল উপস্থিত; তা তার এ সময় বিবাহ না দিলে, আর কবে দেবেন? —ঐ না মহারাজ এই দিকে আসচেন?

অহ। ভগবতি, একবার মহারাজের মুখ-পানে চেয়ে দেখুন! হে বিধাতঃ, এ হিন্দুকুল-সূর্য্যকে তুমি এ রাহুগ্রাস হত্যে কবে মুক্ত করবে? হায়, এ কি প্রাণে সয়! (রোদন।)

তপ। দেবি, শান্ত হউন। আপনার এ সময়ে এত চঞ্চলা হওয়া উচিত নয়। মহারাজ আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে যে কত দুর ক্ষুণ্ণ হবেন, তা আপনিই বিবেচনা করুন!

অহ। ভগবতি, মহারাজের এ দশা দেখলে কি আর বাঁচতে ইচ্ছা হয়! হে বিধাতঃ, আমি কোন্ জন্মে কি পাপ কর‍্যেছিলাম, যে তুমি আমাকে এত যন্ত্রণা দিলে? (রোদন।)

তপ। (স্বগত) আহা! পতির দুঃখ দেখে পতিপরায়ণা স্ত্রী কি স্থির হত্যে পারে? (প্রকাশে) মহিষি, আপনি এখন একটু সরে দাঁড়ান, পরে কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবেন। (হস্ত ধরিয়া) আসুন, আমরা দুজনেই একবার সরে দাঁড়াই গে। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

ভৃত্যসহিত রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ

রাজা। রামপ্রসাদ!—

ভৃত্য।—মহারাজ!

রাজা। এই পত্র কখানা সত্যদাসকে দে আয়। আর দেখ্, তাঁকে বলিস্, যে এ সকলের উত্তর যেন আজই পাঠিয়ে দেন।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

রাজা। উত্তরের মর্ম্ম যা যা হবে, তা আমি প্রতি পত্রের পৃষ্ঠে লিখে দিয়েছি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) হে বিধাতঃ, একেই কি লোকে রাজভোগ বলে!

তপ। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজ, চিরজীবী হউন!

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি, বহু-দিনের পর আপনার পাদপদ্ম দর্শন করে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হল্যেম, তার আর কি বলবো? রাজমহিষি কোথায়? তাঁকে যে এখানে দেখ্‌চি নে?

তপ। আজ্ঞা, তিনি এই ছিলেন, বোধ করি, আবার এখনি আসবেন।

রাজা। ভগবতি, আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন?

তপ। আজ্ঞা—আমি তীর্থ-পর্য্যটনে যাত্রা করেছিলেম। মহারাজের সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল ত?

রাজা। এই যেমন দেখছেন। ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে রাজলক্ষ্মী এখনও ত এ রাজগৃহে আছেন, কিন্তু এর পর থাকবেন কি না, তা বলা দুষ্কর।

তব। মহারাজ, এমন কথা কি বলতে আছে? মন্দাকিনী কি কখন শৈলরাজগৃহ পরিত্যাগ করেন; কমলা এ রাজভবনে ত্রেতা-যুগ অবধি অবস্থিতি কচ্যেন। শরৎকালের শশীর ন্যায় বিপদ্‌মেঘ হত্যে পুনঃ পুনঃ মুক্তা হয়্যে পৃথিবীকে আপন শোভায় শোভিত করেছেন। এ বিপুল রাজকুল কি কখন শ্রীভ্রষ্ট হতে পারে? আপনি এমন কথা মনেও করবেন না।

অহল্যাদেবীর পুনঃপ্রবেশ

আসুন, মহিষী আসুন।

১২. মহাভারতের প্রসঙ্গ।

অহ। (রাজার হস্ত ধরিয়া) নাথ, এত দিনের পর যে একবার অন্তঃপুরে পদার্পণ কল্যে, এও এ দাসীর পরম সৌভাগ্য।

রাজা। দেবি, আমি যে তোমার কাছে কত অপরাধী আছি, তা মনে কল্যে অত্যন্ত লজ্জা হয়। কিন্তু কি করি? আমি কোন প্রকারেই ইচ্ছাকৃত দোষে দোষী নই। তা এসো, প্রিয়ে বসো। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আপনিও আসন পরিগ্রহ করুন। (সকলের উপবেশন।)

ভৃত্যের পুনঃপ্রবেশ

ভৃত্য। ধর্ম্মাবতার, মন্ত্রীমহাশয় এই পত্রখানি রাজসম্মুখে পাঠিয়ে দিলেন।

রাজা। কৈ? দেখি। (পত্র পাঠ করিয়া) আঃ, এত দিনের পর, বোধ হয়, এ রাজ্য কিছু কালের জন্যে নিরাপদ্ হলো।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

অহ। নাথ, এ কি প্রকারে হলো?

রাজা। মহারাষ্ট্রের অধিপতির সঙ্গে একপ্রকার সন্ধি হবার উপক্রম হয়েছে। তিনি এই পত্রে অঙ্গীকার করেছেন, যে ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা পেলে স্বদেশে ফিরে যাবেন। দেবি, এ সংবাদে রাজা দুর্য্যোধনের মতন আমার হর্ষবিষাদ হলো।[১৩] শত্রুবলস্বরূপ প্লাবন যে এ রাজভূমি ত্যাগ কল্যে, এ হর্ষের বিষয় বটে; কিন্তু যে হেতুতে ত্যাগ করলে, সে কথাটি মনে হল্যে আমার আর এক দণ্ডের জন্যেও প্রাণধারণ কত্যে ইচ্ছা করে না। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হায়! হায়! আমি ভুবনবিখ্যাত শৈলরাজের বংশধর, আমাকে এক জন দুষ্ট, লোভী গোপালের ভয়ে অর্থ দিয়া রাজ্যরক্ষা কত্যে হলো? ধিক্ আমাকে! এ অপেক্ষা আমার আর কি গুরুতর অপমান হতে পারে?

তপ। মহারাজ, আপনি ত সকলই অবগত আছেন। দ্বাপরে চন্দ্রবংশপতি যুধিষ্ঠির বিরাট রাজার সভাসদ্‌পদে নিযুক্ত হয়ে কালযাপন করেন[১৪]। এই সূর্য্যবংশ-চূড়ামণি নলও সারথিপদ গ্রহণ করেছিলেন[১৫]। তা এ সকল বিধাতার লীলা বৈ ত নয়।

রাজা। আজ্ঞা, হাঁ, তার সন্দেহ কি?

অহ। মহারাষ্ট্রের অধিপতি যে সসৈন্যে স্বদেশে গেলেন, এ কেবল ভগবান্ এক-লিঙ্গের অনুগ্রহে।

রাজা। (সাহস্য বদনে) দেবি, তুমি কি ভেবেছ, যে ও নরাধম আমাদের একেবারে পরিত্যাগ করে গেল? বিড়াল একবার যেখানে দুধের গন্ধ পায়, সে স্থান কি আর ছাড়তে চায়? ধনের অভাব হলেই ও যে আবার আসবে, তার সন্দেহ নাই।

তপ। মহারাজ, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কর্ত্তা, তিনিই আপনাকে ভবিষ্যতে রক্ষা করবেন; আপনি সে বিষয়ে উৎকণ্ঠিত হবেন না।

অহ। নাথ, এ জঞ্জাল ত এক প্রকার মিটে গেল। এখন তোমার কৃষ্ণার বিবাহের বিষয়ে মনোযোগ কর।

রাজা। তার জন্যে এত ব্যস্ত হবার আবশ্যক কি?

অহ। সে কি, নাথ? এত বড় মেয়ে হলো, আরো কি তাকে আইবড় রাখা যায়? (নেপথ্যে দূরে বংশীধ্বনি।)

রাজা। এ কি? আহা! এ বংশীধ্বনি কে কচ্যে?

অহ। (অবলোকন করিয়া) ঐ যে তোমার কৃষ্ণা সখীদের সঙ্গে উদ্যানে বিহার কচ্যে।

তব। আহা, মহারাজ, দেখুন, যেন বনদেবী আপন সহচরীগণ লয়ে বনে ভ্রমণ কচ্যেন!

অহ। নাথ, তোমার কি এই ইচ্ছা যে কোন পাষণ্ড যবন এসে এই কমলটিকে এ রাজসরোবর থেকে তুলে নে যায়?

রাজা। সে কি, প্রিয়ে?

অহ। মহারাজ, দিল্লীর অধিপতি কিম্বা অন্য কোন যবনরাজ, জনরবস্বরূপ বায়ুসহ-

১৩. ১৪. ১৫. মহাভারতের প্রসঙ্গ।

যোগে এ পদ্মের সৌরভ পেলে কি আর রক্ষা থাকবে? কেন, তোমার পূর্ব্বপুরুষ ভীমসেনের প্রণয়িনী পদ্মিনীদেবীর কথা তুমি কি বিস্মৃত হল্যে?[১৬] (নেপথ্যে দূরে বংশীধ্বনি।)

রাজা। আহা! কি মধুর ধ্বনি!

নেপথ্যে। গীত

[ধানী মূলতানী—কাওয়ালী]

শুনিয়ে মোহন, মুরলী গান।
করি অনুমান, গেল বুঝি কুলমান।
প্রাণ কেমন করে, সুমধুর স্বরে,
ধৈরয মন না ধরে ;
সাধ সতত হয় শ্যাম দরশনে,
লাজ ভয় হলো অবসান।
নারি,সহচরি, রহিতে ভবনে,
ত্রিভঙ্গ শ্যাম বিহনে,
চিত যে বঞ্চিত ত্বরিত মিলনে,
না দেখি তাহার সুবিধান।।

তপ। আ, মরি, মরি! কি সুধাবর্ষণ! মহারাজ, আমরা তপোবনে কখন কখন এইরূপ সুস্বর আকাশমার্গে শুনে থাকি। তাতে করে আমার জ্ঞান ছিল, যে সুরসুন্দরী ভিন্ন এ স্বর অন্যের হয় না।

রাজা। আহা, তাই ত! ভাল, মহিষি, কৃষ্ণার এখন বয়েস কত হলো!

অহ। সে কি মহারাজ? তুমি কি জান না? কৃষ্ণা যে এই পোনেরতে পা দিয়েছে!

তপ। মহারাজ, এ কলিকালে স্বয়ম্বরের প্রথাটা একেবারেই উঠে গেছে ; নতুবা আপনার এ কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ লোভে এত দিন সহস্র সহস্র রাজা এসে উপস্থিত হতেন।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি এ ভারতভূমির কি আর সে শ্রী আছে! এ দেশের পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হল্যে, আমরা যে মনুষ্য, কোন মতেই এ বিশ্বাস হয় না! জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা বলতে পারি নে। হায়! হায়! যেমন কোন লবণাম্বুতরঙ্গ কোন সুমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ কর্য়ে তার সুস্বাদ নষ্ট করে, এ দুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এ দেশের সর্ব্বনাশ করেছে। ভগবতি, আমরা কি আর এ আপদ্ হত্যে কখন অব্যাহতি পাব্যে?

অহ। হা অদৃষ্ট! এখন কি আর সে কাল আছে? স্বয়ম্বরসমারোহ দূরে থাকুক, এখন যে রাজকুলে সুন্দরী কন্যা জন্মে, সে কুলের মান রক্ষা করা ভার।

তপ। তা সত্য বটে। প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। মহারাজ, ভারতভূমির এ অবস্থা কিছু চিরকাল থাকবে না। যে পুরুষোত্তম সাগরমগ্না বসুধাকে বরাহরূপ ধরে উদ্ধার করেছিলেন,[১৭] তিনি কি এ পুণ্যভূমিকে চিরবিস্মৃত হয়ে থাকবেন? অদ্যাবধি চন্দ্রসূর্য্যের উদয় হচ্যে, এখনও এক পাদ ধর্ম্ম আছে।

রাজা। আর ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে। দেবি, তুমি কৃষ্ণাকে একবার এখানে ডাক ত। আহা! অনেক দিন হলো, মেয়েটিকে ভাল করে দেখি নাই।

অহ। এই যে ডেকে আনি।

তপ। মহিষি, আপনার যাবার আবশ্যক কি? আমিই যাচ্যি।

অহ। (উঠিয়া) বলেন কি, ভগবতি? আপনি যাবেন কেন?

রাজা। (অবলোকন করিয়া) আর কাকেও যেতে হবে না। ঐ দেখ, কৃষ্ণা আপনিই এই দিকে আসচে।

তপ। আহা! মহারাজ, আপনার কি সৌভাগ্য। মহিষি, আপনাকেও আমি শত ধন্যবাদ দি, যে আপনি এ দুর্লভ রত্নটিকে লাভ করেছেন! আহা! আপনি কি স্বয়ং উমাকে গর্ভে ধরেছেন! আপনারা যে পূর্ব্বজন্মে কত পুণ্য করেছিলেন তার সংখ্যা নাই।

অহ। (উপবেশন করিয়া সজলনয়নে) ভগবতি, এখন এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন মেয়েটি স্বচ্ছন্দে থাকে। ওর রূপলাবণ্য সচ্চরিত্র, আর বিদ্যাবুদ্ধি দেখে, আমার মনে যে কত ভাব উদয় হয়, তা বলতে পারি নে।

১৬. রাজস্থানের ইতিহাসের রানী পদ্মিনীর জহরব্রত প্রসঙ্গ। ১৭. বিষ্ণুর বরাহ অবতারের পৌরাণিক প্রসঙ্গ।

কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ

এসো, মা এসো। মা তুমি কি ভগবতী কপালকুণ্ডলাকে চিনতে পাচ্যো না?

কৃষ্ণা। ভগবতীর শ্রীচরণ অনেক দিন দর্শন করি নাই, তাইতে, মা, ওঁকে প্রথমে চিনতে পারি নাই। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি, আপনি এ দাসীর দোষ মার্জ্জনা করুন।

তপ। বৎসে, তুমি চিরসুখিনী হও। (রাণীর প্রতি) মহিষি, যখন আমি তীর্থযাত্রায় যাই, তখন আপনার এ কনকপদ্মটি মুকুল মাত্র ছিল।

রাজা। বসো, মা, বসো। তুমি ও উদ্যানে কি করছিলে, মা?

কৃষ্ণা। (বসিয়া) আজ্ঞা, আমি ফুলগাছে জল দিয়ে, শিক্ষক মহাশয় যে নূতন তানটি আজ শিখ্য়ে দিয়েছেন, তাই অভ্যাস করছিলাম। পিতঃ, আপনি অনেক দিন আমার উদ্যানে পদার্পণ করেন নাই, তা আজ একবার চলুন! আহা! সেখানে যে কত প্রকার ফুল ফুটেছে, আপনি দেখে কত আনন্দিত হবেন এখন।

অহ। ওটি কি ফুল, মা?

কৃষ্ণা। মা, এটি গোলাব; আমার ঐ উদ্যান থেকে তোমার জন্যে তুলে এনেছি। (মাতার হস্তে অর্পণ।)

রাজা। পূর্ব্বকালে এ পুষ্প এ দেশে ছিল না। যে সর্পের সহকারে আমরা এ মণিটি পেয়েছি, তার গরলে এ ভারতভূমি প্রতিদিন দগ্ধ হচ্যে। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) এ কুসুমরত্ন দুষ্ট যবনেরাই এ দেশে আনে! (দূরে দুন্দুভিধ্বনি।)

সকলে। (চকিতে) এ কি?

রাজা। রামপ্রসাদ!

নেপথ্যে। মহারাজ?

ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ

রাজা। দেখ্ ত, এ দুন্দুভিধ্বনি হচ্যে কেন?

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা। এ আবার কি বিপদ্ উপস্থিত হলো, দেখি? মহারাষ্ট্রপতি সন্ধি অহবেলা করে, আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল্যেন না কি? (উঠিয়া) আঃ, এ ভারতভূমিতে এখন এইরূপ মঙ্গলধ্বনিই লোকের কর্ণকুহরে সচরাচর প্রবেশ করে! আমি শুনেছি যে, কোন কোন সাগরে ঝড় অনবরতই বইতে থাকে; তা এ দেশেরও কি সেই দশা ঘটলো! হায়! হায়!—

ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ

কি সমাচার?

ভৃত্য। আজ্ঞা, মহারাজ সকলই মঙ্গল। জয়পুরের অধিপতি রাজা জগৎসিংহ রায় রাজসম্মুখে কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্তে দূত প্রেরণ করেছেন।

রাজা। বটে? আঃ, রক্ষা হৌক! আমি ভাবছিলাম, বলি বুঝি আবার কি বিপদ্ উপস্থিত হলো।—জয়পুরের অধিপতি আমার পরম আত্মীয়। জগদীশ্বর করুন, যেন তিনি কোন বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে আমার নিকটে দূত না পাঠিয়ে থাকেন। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আমাকে এখন বিদায় দিন। (রাণীর প্রতি) প্রেয়সি, আমাকে পুনরায় রাজসভায় যেতে হলো।

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) জীবিতেশ্বর, এ অধীনীর এমন কি সৌভাগ্য, যে ক্ষণকালও নাথের সহবাসসুখ লাভ করে!

রাজা। দেবি, এ বিষয়ে তোমার আক্ষেপ করা বৃথা! লোকে যাকে নরপতি বলে, বিশেষ বিবেচনা করে দেখলে, সে নরদাস বৈ নয়! অতএব যার এত লোকের সন্তোষণ কত্যে হয়, সে কি তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও বিশ্রাম কত্যে পারে!

[ভৃত্যের সহিত প্রস্থান।

অহ। ভগবতি, চলুন, তবে আমরাও যাই। (কৃষ্ণার প্রতি) এসো, মা—আমরা তোমার পুষ্পোদ্যানে একবার বেড়িয়ে আসিগে।

কৃষ্ণা। যাবে, মা? চল না।—দেখ, মা, আজ পিতা একবার আমার উদ্যানটি দেখলেন না?

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর, রাজপথ

পুরুষবেশে মদনিকার[১৮] প্রবেশ

মদ। (স্বগত) হা! হা! হা! তোমার নাম কি, ভাই? আমার নাম মদনমোহন। হা! হা! হা!—না না ;—এমন করে হাসলে হবে না। (আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) বড় চমৎকার বেশটা হয়েছে, যা হৌক! কে বলে যে আমি বিলাসবতীর সখী মদনিকা? হা! হা! হা!—দূর হৌক!—মনে করি যে হাসবো না; আবার আপনা আপনিই হাসি পায়। ধনদাস স্বয়ং ধূর্ত্তচূড়ামণি ; সে যখন আমাকে চিনতে পারে নাই, তখন আর ভয় কি?—বিলাসবতীর নিতান্ত ইচ্ছা যে এ বিবাহটা কোন মতে না হয় ; তা হলে ধনদাসের মুখে এক প্রকার চূণকালি পড়ে। দেখা যাক্, কি হয়। আমি ত ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আবার রাজা মানসিংহকে কৃষ্ণকুমারীর নামে জাল কর্যে এক পত্রও লিখেছি। হা! হা! হা! পত্রখানা যে কৌশল কর্যে লেখা হয়েছে, মানসিংহ তা পাবা মাত্রেই কৃষ্ণার জন্যে একবারে অস্থির হবে। রুক্মিণীদেবী, শিশুপালের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে, যদুপতিকে যেরূপ মিনতি কর্যে পত্র লিখেছিলেন, আমরাও সেইরূপ কর্যে লিখে দিয়েছি। এখন দেখা যাক্, আমাদের এ শিশুপালের ভাগ্যে কি ঘটে? ঐ যে ধনদাস মন্ত্রীর সঙ্গে এ দিকে আসচে। আমি ঐ মন্ত্রীকে বিলাসবতীর কথা যে কর্যে বলেছি, বোধ হয়, এর মন আমাদের রাজার উপর সম্পূর্ণ চটে গেছে। দেখি না, ওদের কি কথোপকথন হয়। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

সত্যদাস এবং ধনদাসের প্রবেশ

ধন। মন্ত্রীমহাশয়, যৌবনাবস্থায় লোকে কি না করে থাকে? তা আমাদের নরপতি যে কখন কখন ভগবান্ কন্দর্পের সেবক হন, সে কিছু বড় অসম্ভব নয়। মহারাজের অতি অল্প বয়েস। বিশেষতঃ, আপনিই বলুন দেখি, বড় বড় ঘরে কি কাণ্ড না হচ্যে?

সত্য। আজ্ঞা, তা সত্য বটে! কিন্তু আমি শুনেছি, যে জয়পুরের অধিপতি বিলাসবতী নামে একটা বারবিলাসিনীর এত দূর বাধ্য, যে—

ধন। হা! হা! বলেন কি মহাশয়? অলি কি কখন কোন ফুলের বাধ্য হয়ে থাকে?

সত্য। মহাশয়, আমি শুনেছি, যে এই বিলাসবতী বড় সামান্য পুষ্প নয়!

ধন। (স্বগত) তা বড় মিথ্যা নয়। নৈলে কি আমার মন টলে! (প্রকাশে) আজ্ঞা, আপনাকে এ কথা কে বল্যে? সে একটা সামান্য স্ত্রী, আজ আছে, কাল নাই।

সত্য। মহাশয়, রাজনন্দিনী কৃষ্ণা রাজ-কুলপতি ভীমসিংহের জীবনস্বরূপ। তা তিনি যে এ সব কথা শুনলে, এ বিবাহে সম্মত হন, এমন ত আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না।

ধন। কি সর্ব্বনাশ! মহাশয়, এ কথা কি মহারাজের কর্ণগোচর করা উচিত?

সত্য। আজ্ঞা, তা ত নয় ; কিন্তু জনরবের শত রসনা কে নিরস্ত করবে? এ বিবাহের কথা প্রচার হল্যে যে কত লোকে কত কথা কবে, তার কি আর সংখ্যা আছে?

ধন। মহাশয়, চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বলে কি কেউ তাঁকে অবহেলা করে?

সত্য। আজ্ঞা, না। কিন্তু এ ত সেরূপ কলঙ্ক নয়। এ যে রাহুগ্রাস! এতে আপনাদিগের নরপতির শ্রীর সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা!

ধন। (স্বগত) এ ত বিষম বিভ্রাট! বিভ্রাটই বা কেন? বরঞ্চ আমারই উপকার। মহারাজ যদি এ সারিকাটিকে পিঞ্জর খুলে ছেড়ে দেন, তা হলে আর পায় কে? আমি ত ফাঁদ পেতেই বসে আছি।

সত্য। মহাশয় যে নিরুত্তর হলেন?

ধন। আজ্ঞা—না; ভাবছি কি বলি, এ তুচ্ছ বিষয়ে যদি আপনার এত দূর বিরাগ জন্মে থাকে, তবে না হয় আমি মহারাজকে এই

১৮. নারী ও পুরুষের অপরের ছদ্মবেশ গ্রহণ বিষয়টি পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল।

সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখি, যে তিনি পত্র-পাঠমাত্রেই সে দুষ্টা স্ত্রীকে দেশান্তর করেন। তা হল্যে, বোধ করি, আর কোন আপত্তি থাক্‌বে না।

সত্য। আজ্ঞা, এর অপেক্ষা আর সুপরামর্শ কি আছে? রাজা জগৎসিংহ যদি এ কর্ম্ম করেন তা হল্যে ত আর এ বিবাহের পক্ষে কোন বাধাই নাই।

ধন। আজ্ঞা, এ না করবেন কেন? তাম্রের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ কে না গ্রহণ করে?

সত্য। তবে আমি এখন বিদায় হই। আপনিও বাসায় যেয়ে বিশ্রাম করুন। মহারাজার সহিত পুনরায় সায়ংকালে সাক্ষাৎ হবে এখন।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) আমাদের মহারাজের সুখ্যাতিটি দেখছি বিলক্ষণ দেদীপ্যমান! ভাল, এই যে জনরব, একে কি নীরব করবার কোন পন্থাই নাই? কেমন কর্য়েই বা থাক্‌বে? এর গতি মহানদের গতির তুল্য। প্রথমতঃ পর্ব্বত-নির্ঝর থেকে জল ঝরে একটি জলাশয়ের সৃষ্টি হয়; তা থেকে প্রবাহ বেরিয়ে ক্রমে ক্রমে বেগবান্ হয়; পরে আর আর স্রোতের সহকারে মহাকায় ধারণ করে। এ জনরবের ব্যাপারও সেইরূপ। (মদনিকাকে দূরে দর্শন করিয়া) আহাহা! এ সুন্দর বালকটি কে হে? এটিকে যেন চিনি চিনি বোধ হচ্যে।—একে কি আর কোথাও দেখেছি? (প্রকাশে) ওহে ভাই, তুমি একবার এই দিকে এসো ত।

মদ। (অগ্রসর হইয়া) আপনি কি আজ্ঞা কচ্যেন?

ধন। তোমার নাম কি, ভাই?

মদ। আজ্ঞা, আমার নাম মদনমোহন।

ধন। বাঃ, তোমার বাপ মা বুঝি তোমার রূপ দেখেই এ নামটি রেখেছিলেন? তুমি এখানে কি কর, ভাই?

মদ। আজ্ঞা, আমি রাজসংসারে থেকে লেখাপড়া শিখি।

ধন। হুঁ! মুক্তাফলের আশাতেই লোকে সমুদ্রে ডুব দেয়। রাজসংসার অর্থরত্নাকর। তা তুমি এমন স্থানে কি কেবল লেখাপড়াই কর? কেন? তোমাদের দেশে কি টোল নাই? সে যা হৌক তুমি রাজনন্দিনী কৃষ্ণাকে দেখেছ?

মদ। আজ্ঞা, দেখবো না কেন? যারা চন্দ্রলোকে বাস করে, তাদের কি আর অমৃত দেখতে বাকি থাকে?

ধন। বাহ্বা, বেশ! আচ্ছা ভাই, বল দেখি, তোমাদের রাজকুমারী দেখতে কেমন?

মদ। আজ্ঞা, সে রূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়; কিন্তু তিনি বিলাসবতীর কাছে নন।

ধন। অ্যাঁ—কার কাছে নন?

মদ। ও মহাশয়, আপনি কিছু কাণে খাট বটে?—বিলাসবতী! বিলাসবতী! শুনতে পেয়েছেন?

ধন। অ্যাঁ—বিলাসবতী কে?

মদ। হা! হা! বিলাসবতী কে, তা কি আপনি জানেন না? হা! হা! হা!

ধন। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! তার নাম এ ছোঁড়া আবার কোথ্‌থেকে শুনলে? (প্রকাশে) আমি তাকে কেমন কর্য়ে জানবো?

মদ। আঃ, আমার কাছে আর মিছে ছলনা করেন কেন?—আপনি মন্ত্রিবরকে যা যা বলছিলেন, আমি তা সব শুনেছি।

ধন। (স্বগত) এ কথার আর অধিক আন্দোলন কিছু নয়। (প্রকাশে) হ্যাঁ দেখ ভাই, আমার দিব্য, তুমি যা শুনেছ, শুনেছ, কিন্তু অন্যের কাছে এ কথার আর প্রসঙ্গ করো না।

মদ। কেন? তাতে হানি কি?

ধন। না ভাই, তোমাকে না হয় আমি কিছু মেঠাই খেতে দিচ্যি, এ সব রাজারাজড়ার কথায় তোমার থেকে কাজ কি?

মদ। (সরোষে) তুমি ত ভারি পাগল হে! আমাকে কি কচি ছেলে পেয়েছো, যে মিঠাই দেখিয়ে ভোলাবে?

ধন। তবে বল, ভাই, তুমি কি পেলে সন্তুষ্ট হও?

মদ। আচ্ছা, তোমার হাতে ঐ যে অঙ্গুরীটি আছে, ঐটি আমাকে দেও, তা হলে আমি আর কাকেও কিছু বলবো না।

ধন। ছি ভাই, তুমি আমাকে পাগল বলছিলে; আবার তুমিও পাগল হলে না কি? এ নিয়ে তুমি কি করবে? এ কি কাকেও দেয়?

মদ। আচ্ছা, তবে আমি এই রাজমহিষীর কাছে যাই। (গমনোদ্যত।)

ধন। ওহে ভাই, আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, রাগ ভরেই চল্যে যে? একটা কথাই শুনে যাও। (স্বগত) এ কথা প্রচার হল্যে সব বিফল হবে। এখন করি কি? এ অমূল্য অঙ্গুরীটিই বা দি কেমন করে!—কি করা যায়? দিতে হলো!—হায়! হায়! এ অঙ্গুরীটি যে কত যত্নে মহারাজের কাছ থেকে পেয়েছিলাম,—আর ভাবলেই বা কি হবে?

মদ। ও মহাশয়, আপনি কাঁদচেন না কি? হা! হা! হা!

ধন। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! একটা শিশু আমাকে ঠকালে হে? ছি! ছি! আর কি করি? দি! ভাল, এ কর্ম্মটা সফল কত্যে পাল্যে, রাজার নিকট বিলক্ষণ কিঞ্চিৎ পাবার সম্ভাবনা আছে। (প্রকাশে) এই নাও, ভাই। দেখো, ভাই, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়।

মদ। (অঙ্গুরী লইয়া) যে আজ্ঞা—তবে আমি চল্যেম। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

ধন। (স্বগত) দূর ছোঁড়া হতভাগা! আজ যে কি কুলগ্নে তোর মুখ দেখেছিলেম, তা বলতে পারি নে। আর কি হবে, যাই এখন বাসায় যাই।

[প্রস্থান।

মদ। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) হা! হা! ধনদাসের দুঃখ দেখলে কেবল হাসি পায়! হা! হা! বেটা যেমনি ধূর্ত্ত, তেমনি প্রতিফল হয়েছে!—এখনই হয়েছে কি? একে সমুচিত শাস্তি দিতে হবে, তা নৈলে আমার নামই নয়। তা এখন কেন যাই না! একবার নারীবেশ ধরে রাজকুমারী কৃষ্ণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গে। ভাল, আমার পরিচয়টা কি দেব? (চিন্তা করিয়া) হাঁ! তাই ভাল! মরুদেশের রাজা মানসিংহের দূতী। হা! হা! হা!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর, রাজ-উদ্যান

অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ

তপ। মহিষি, এ পরম আহ্লাদের বিষয় বটে। জয়পুরের রাজবংশ ভগবান্ অংশুমালীর এক মহাতেজোময় অংশুস্বরূপ। তা মহারাজ জগৎসিংহ যে কৃষ্ণকুমারীর উপযুক্ত পাত্র তার সন্দেহ নাই।

অহ। আজ্ঞা, হাঁ; এ কথা অবশ্যই স্বীকার কত্যে হবে।

তপ। আমি শুনেছি, যে রাজার অতি অল্প বয়েস; আর তিনি এক জন পরম ধর্ম্মপরায়ণ ও বিদ্যানুরাগী পুরুষ।

অহ। আপনার আশীর্ব্বাদে যেন এ সকল সত্যই হয়। প্রলয় ঝড় কমলিনীকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে; কিন্তু মলয়সমীরণ বইলে তার শোভা যেন দ্বিগুণ বেড়ে উঠে। গুণহীন স্বামীর হাতে পড়লে কি স্ত্রীলোকের শ্রী থাকে? (চিন্তা করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ভগবতি, আমি এই কৃষ্ণার বিবাহের বিষয়ে যে কত দূর ব্যগ্র ছিলাম, তার আর কি বলবো? কিন্তু এখন যে তার বিবাহ হবে, এ কথা আমার মনে উদয় হলে, আমার প্রাণটা যেন কেঁদে উঠে। (রোদন।)

তপ। আহা! মায়ের প্রাণ কি না! হতেই ত পারে।

অহ। ভগবতি, আমার এ হৃদয়সরোবরের পদ্মটি কাকে দেবো? কে তুলে লয়ে চলে যাবে? আমি যে সারিকাটিকে এত দিন প্রাণপণে পালন কল্যেম, তাকে আমি কেমন করে পরের হাতে দেবো? আমার এ আঁধার ঘরের মণিটি গেলে আমি কেমন করে প্রাণধারণ করবো? (রোদন।)

তপ। দেবি, এ সকল বিধাতার নিয়ম। যেখানে কন্যা, সেখানেই এ যাতনা সহ্য কত্যে হয়। দেখুন, গিরীশমহিষী মেনকা সম্বৎসরের মধ্যে তাঁর উমার চন্দ্রানন কেবল তিনটি দিন বই দেখতে পান না![19] তা ও চিন্তা বৃথা। চলুন, এখন আমরা অন্তঃপুরে যাই। বোধ হয়, মহারাজ এতক্ষণ রাজসভা থেকে উঠেছেন।

অহ। যে আজ্ঞা—তবে চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

কৃষ্ণকুমারী এবং মদনিকার প্রবেশ

কৃষ্ণা। বল কি, দূতি? তোমার কথা

১৯. বাংলাদেশের দুর্গোৎসবের প্রসঙ্গ।

শুনলে, আমার ভয় হয়। তুমি এত ক্লেশ পেয়ে এখানে এলে?

মদ। রাজনন্দিনি, পোষা পাখী পিঞ্জর থেকে উড়ে বেরুলে, যেমন বনের পাখীসকল তার পশ্চাতে লাগে, আমারও প্রায় সেই দশা ঘটেছিল। কিন্তু আপনার চন্দ্রবদন দেখে, আমি সে সব দুঃখ এতক্ষণে ভুললেম!

কৃষ্ণা। ভাল দূতি, রাজা মানসিংহ, আমার পিতার কাছে দূত না পাঠিয়ে, তোমাকে আমার কাছে পাঠালেন কেন?

মদ। আজ্ঞা, রাজনন্দিনি, আপনি অতি বুদ্ধিমতী। আপনি ত বুঝিতেই পারেন। যে যাকে ভাল বাসে, সে কি তার মন না জেনে কোন কর্ম্মে হাত দেয়?

কৃষ্ণা। (সাহস্যবদনে) কেন? তোমাদের মহারাজ কি আমাকে ভাল বাসেন?

মদ। রাজনন্দিনি, ভাল বাসেন কি না, তা আবার জিজ্ঞাসা কচ্চ্যেন? আমাদের মহারাজ রাত দিন কেবল আপনার কথাই ভাবচেন, আপনার নামই কচ্চ্যেন। তাঁর কি আর কোন কর্ম্মে মন আছে?

কৃষ্ণা। কি আশ্চর্য্য! তিনি ত আমাকে কখন দেখেন নাই। তবে যে তিনি আমার উপর এত অনুরক্ত হলেন, এর কারণ? ভাল দূতি, বল দেখি, তোমাদের মহারাজের কয় রাণী?

মদ। রাজনন্দিনি, মহারাজের এখন বিবাহ হয় নাই। আমি শুনেছি, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে আপনাকে না পেলে তিনি আর কাকেও বিবাহ করবেন না।

কৃষ্ণা। সত্য না কি?

মদ। রাজনন্দিনি, আমি কি আপনার কাছে আর মিথ্যা কথা বলছি? মহারাজ আপনার রূপ প্রথমে স্বপ্নে দেখেন, তার পর লোকের মুখে আপনার আবার গুণ শুনে তিনি যেন একেবারে পাগল হয়ে উঠেছেন!

কৃষ্ণা। দেখ, দূতি, আমার মাথা খাও, তুমি যথার্থ বল দেখি, তোমাদের রাজা দেখতে কেমন?

মদ। রাজনন্দিনি, তাঁর রূপের কথা এক এক করে আপনাকে আর কি বলবো? তাঁর সমান রূপবান্ পুরুষ আমার চক্ষে ত কখন দেখি নাই। আহা! রাজনন্দিনি, সে রূপের কথা আমাকে মনে করে দিলেন, আমার মনটা যেন একবারে শিহরে উঠলো। আ, মরি মরি! কি বর্ণ ; কি গঠন! যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প। রাজনন্দিনি, আমি সঙ্গে করে মহারাজের একখানা চিত্রপট এনেছি; আপনি যদি দেখতে চান, ত আমি কোন সময়ে এনে দেখাব। দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন, যে তাঁর কেমন রূপ।

কৃষ্ণা। (স্বগত) এ দূতীর কথা কি সত্য হবে? হতেও পারে। (প্রকাশে) দেখ, দূতি, তুমি আবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করো। এখন আমি যাই। আমার সখীরা ঐ সরোবরের কূলে আমার অপেক্ষা কচ্চ্যে।

মদ। যে আজ্ঞা।

কৃষ্ণা। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) দেখো, তুমি ভুল না, দূতি! তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

[প্রস্থান।

মদ। (স্বগত) লোকে বিলাসবতীকে রূপবতী বলে। কিন্তু মহারাজ যদি এ নারী-রত্নটি পান, তা হল্যে কি আর তার মুখ দেখতে চাইবেন? আহা! এমন রূপ কি আর এ পৃথিবীতে আছে? আবার গুণও তেমনি! যেন সাক্ষাৎ কমলা। আহা! এমন সরলা স্ত্রী কি আর হবে? (চিন্তা করিয়া) সে যা হৌক। এঁর মনটা রাজা মানসিংহের দিকে একবার ভাল করে লওয়াতে পাল্যে হয়। নদী একবার সমুদ্রের অভিমুখী হলে, আর কি কোন দিকে ফেরে? (চিন্তা করিয়া) রাজা মানসিংহের দূত যে অতি ত্বরাই এখানে আসবে, তার কোন সন্দেহ নাই। তিনি কি আর সে পত্র পেয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন? এই যে মহারাজ ভীমসিংহ এই দিকে আসচেন। আমি এই গাছটার আড়ালে একটু দাঁড়াই না কেন? (অন্তরালে অবস্থিতি।)

রাজার সহিত অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর পুনঃপ্রবেশ

তপ। মহারাজ, রাজদূতের নামটা কি বলছিলেন?

রাজা। আজ্ঞা, তার নাম ধনদাস। ব্যক্তিটে অতি গুণবান্ আর বহুদর্শী। আর রাজা

জগৎসিংহ স্বয়ং মহাগুণী পুরুষ, তাঁর সুখ্যাতিও বিস্তর।

তপ। মহারাজ, আপনাদের প্রতি ভগবান্ একলিঙ্গের অসীম কৃপা বলতে হবে। এই দেখুন, কি আশ্চর্য্য ঘটনা! তিনি রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রকে জানকী সুন্দরীর পাণিগ্রহণ কত্যে এনে উপস্থিত করে দিলেন। এ হতে আর আনন্দের বিষয় কি আছে, বলুন?

রাজা। আজ্ঞা, সকলই আপনাদের আশীর্ব্বাদ।

তপ। আমার মানস এই যে, এ পরিণয়-ক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হলে আমি আবার তীর্থযাত্রায় নির্গত হবো। তা এতে আর বিলম্ব কি? শুভ কর্ম্ম শীঘ্রই করা উচিত।

অহ। নাথ, তবে আর এ কর্ম্মে বিলম্বের প্রয়োজন কি? আমার কৃষ্ণা—(রোদন।)

রাজা। (হাত ধরিয়া) প্রিয়ে, এ শুভ কর্ম্মের কথা উপলক্ষে কি তোমার রোদন করা উচিত?

অহ। প্রাণেশ্বর, আমার হৃদয়নিধিকে কেমন করে এক জন পরের হাতে সমর্পণ করবো? (রোদন।)

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) দেবি, বিধাতার বিধি কে খণ্ডন কত্যে পারে? ভেবে দেখ, তুমি আপনি এখন কোথায় আছ, আর আগেই বা কোথায় ছিলে? বিধাতার সৃষ্টি এইরূপেই চলে আসচে। কত শত কুসুমলতা, কত শত ফলবৃক্ষ লোকে এক উদ্যান থেকে এনে আর এক উদ্যানে রোপণ করে; আর তারাও নূতন আশ্রমে ফলফুলে শোভমান হয়।

নেপথ্যে। গীত

[আশাগৌরী—অড়া]

অসুখী ভ্রমর দলে।
নলিনী মলিনী ক্রমে
বিষাদে সলিলে।।
অবসান দিনমান, শশী প্রকাশিল,
কুমুদী হেরি হাসিলো,
যুবক যুবতী, হরষিত অতি,
বিরহিণী ভাসিছে আঁখিজলে।
চক্রবাক চক্রবাকী, বিরহে ভাবিত,
কপোতী পতি মিলিত,
নিশি আগমনে, কেহ সুখী মনে,
কার মনঃ দহিছে দুখানলে।।

রাজা। আহা!

অহ। মহারাজ, আমার এ কোকিলটি এ বনস্থলী ছেড়ে গেলে কি আর আমি বাঁচবো! (রোদন।)

তপ। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। দেখুন, আপনার দুঃখে মহারাজও অতি বিষণ্ণ হচ্যেন!

কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ

রাজা। এসো, মা, এসো। (শিরশ্চুম্বন।)

কৃষ্ণা। পিতঃ, মা আমার এমন কচ্যেন কেন? তুমি কাঁদ কেন মা?

অহ। (কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) বাছা, তুমি কি এত দিনের পর তোমার এ দুঃখিনী মাকে ছেড়ে চললে? আমার আর কে আছে, মা, যে আমাকে এমন করে মা বলে ডাকবে? (রোদন।)

কৃষ্ণা। সে কি মা? তোমাকে ছেড়ে আমি কার কাছে যাব মা? (রোদন।)

রাজা। ভগবতি, মোহস্বরূপ কুসুমের কণ্টক কি সামান্য তীক্ষ্ণ!

তপ। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? এই জন্যেই পূর্ব্বকালে মহর্ষিকুলে প্রায় অনেকেই সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ কর্যে, বনবাসী হতেন।

ভৃত্যের প্রবেশ

রাজা। কি সমাচার, রামপ্রসাদ?

ভৃত্য। ধর্ম্মাবতার, মরুদেশের ঈশ্বর রাজা মানসিংহ রায় রাজসম্মুখে দূত প্রেরণ করেছেন।

রাজা। (স্বগত) রাজা মানসিংহ আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন কেন? (প্রকাশে) আচ্ছা, সত্যদাসকে দূতের যথাবিধি সমাদর কত্যে বল্গে যা। আমি ত্বরায় যাচ্যি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। প্রিয়ে, চল, আমরা অন্তঃপুরে যাই। আমাকে আবার রাজসভায় যেতে হলো।

কৃষ্ণ। (স্বগত) এ দূতীর কথা যদি সত্য হয়, তা হলে, বোধ হয়, এ দূত আমার জন্যেই এসেছে। এখন পিতা কি স্থির করেন, বলা যায় না।

অহ। চলুন। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আপনিও আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

মদ। (চিত্রপট হস্তে অগ্রসর হইয়া স্বগত) আহা! রাজমহিষীর শোক দেখলে বুক ফেটে যায়! তা এমন মেয়েকে মা বাপে যদি এত স্নেহ না করবে তবে আর করবে কাকে? এই যে নূতন দূত কোন্ দেশ থেকে এলো, সেটা ভাল করে জানতে পেলেম না। যাই, দেখিগে বৃত্তান্তটা কি? আমার ত বিলক্ষণ বিশ্বাস হচ্যে যে এ দূত রাজা মানসিংহই পাঠিয়েছেন।—আহা, পরমেশ্বর যেন তাই করেন। এখন গিয়ে ত আবার পুরুষবেশ ধরিগে। এ যদি মানসিংহের দূত হয়, তবে আজ ধনদাসের সর্ব্বনাশ করবো! হা! হা! যারা স্ত্রীলোককে অবোধ বল্যে ঘৃণা করে, তারা এটা ভাবে না, যে স্ত্রীলোকের শক্তিকুলে জন্ম! যে মহাদেব ত্রিভুবনকে এক নিমিষে নষ্ট কত্যে পারেন, ভগবতী কৌশলক্রমে তাঁকে আপনার পদতলে ফেলে রেখেছেন।[২০] হায়! হায়! স্ত্রীলোকের বুদ্ধির কাছে কি আর বুদ্ধি আছে? এই দেখাই যাবে, ধনদাসেরই কত বুদ্ধি, আর আমারই বা কত বুদ্ধি।—এই যে রাজনন্দিনী আবার এই দিকে ফিরে আসচেন। হয়েছে আর কি।—মুখ দেখে বেশ বোধ হচ্যে, মনটা যেন একটু ভিজেচে। তাই যদি না হবে, তা হলে আমাকে এত ঘন ঘন দেখতে চান কেন? এইবার চিত্রপটখানা দেখাতে হবে। দেখি না, তাতে কি ভাব দাঁড়ায়। হা, হা, হা! এ ত মানসিংহের কোন পুরুষেরই প্রতিমূর্ত্তি নয়। নাই বা হলো, বয়ে গেল কি? কাঠের বিড়াল হৌক না কেন, ইঁদুর ধরতে পাল্যেই হয়।

কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ

কৃষ্ণা। এই যে! দূতি, তুমি আমার তল্লাস কচ্যো না কি? তোমাদের মহারাজ যে দূত পাঠিয়েছেন আমি এই শুনে এলেম। আমি ভেবেছিলাম, তুমি যেন আমাকে একটা উপকথাই কইতেছিলে—

মদ। রাজনন্দিনি, তাও কি কখন হয়। আমাদের মতন লোকের কি কখন এমন সাহস হয়ে থাকে?

কৃষ্ণা। দেখ, দূতি এ বিষয়ে আমি দেখছি, একটা না একটা বিষম বিবাদ ঘটে উঠবে! তুমি কি শোন নি যে জয়পুরের রাজাও আমার জন্যে দূত পাঠিয়েছেন?

মদ। রাজনন্দিনি, তাতে কি আমাদের মহারাজ ডরাবেন? আপনি অনুমতি দিলে তিনি জয়পুরকে এক মুহূর্ত্তে ভস্মরাশি করে ফেলতে পারেন।

কৃষ্ণা। (সহাস্যবদনে) তুমি ত তোমার রাজার প্রশংসা সর্ব্বদাই কচ্যো। তা দেখি, কি হয়।

মদ। রাজনন্দিনি, আপনি মহারাজের দিকে হলে, তাঁকে আর কে পায়?

কৃষ্ণা। (হাসিয়া) দেখ, দূতি, পারিজাত ফুল লয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে যদুপতির বিবাদ ত আরম্ভ হলো।[২১] এখন দেখি, কে জেতেন! তুমি তবে এখন তোমাদের রাজদূতের সঙ্গে একবার দেখা করগে।

মদ। যে আজ্ঞা। (কিঞ্চিৎ গিয়া পুনরাগমনপূর্ব্বক) রাজনন্দিনি, আপনাকে যে আমাদের মহারাজের একখানা চিত্রপট দেখাব বলেছিলাম, এই দেখুন। (হস্তে প্রদান) এখানি এখন আপনার কাছে থাক্ ; আমাকে আবার ফিরে দেবেন।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! রাজা মানসিংহের কথা শুনে আমার মনটা যে এত চঞ্চল হলো এর কারণ কি? (চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি-করিয়া) অ্যাঁ! এমন রূপ! আহা! কি অধর! কি হাস্য! এমন রূপবান্ পুরুষ কি পৃথিবীতে আছে? আ মরি, মরি!—ও দূতী যা বলেছিল, তা সত্য বটে! হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে কি তা হবে?—আমার মনটা যে অতি চঞ্চল হয়ে উঠলো।—না—এখানে আর থাকা উচিত

২০. পুরাণকথার কালীমূর্ত্তির প্রসঙ্গ।
২১. পারিজাত সংগ্রহ উপলক্ষ্যে কৃষ্ণ ও ইন্দ্রের সংঘর্ষের পৌরাণিক কাহিনীর প্রসঙ্গ।

নয় ; কে আবার এসে দেখবে। যাই, আপনার ঘরে যাই। সেখানে নির্জ্জনে চিত্রপটখানি দেখিগে। আহা! কি চমৎকার—

[চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক

তৃতীয়াঙ্ক
প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর, রাজনিকেতন-সম্মুখ

মরুদেশের দূত এবং (পুরুষবেশে) মদনিকার, প্রবেশ

দূত। কি আশ্চর্য্য! তবে এ পত্রের কথাটা সত্য?

মদ। আজ্ঞা, হাঁ, সত্য বৈ কি? রাজকুমারী পত্র লিখে প্রথমে আমাকে দেন ; তার পর আমি একজন বিশ্বাসী লোক দিয়ে আপনাদের দেশে পাঠাই।

দূত। যা হউক, আমাদের মহারাজের অতি সৌভাগ্য বলতে হবে, তা না হলে তোমাদের সুকুমারী কি তাঁর প্রতি এত অনুরক্ত হন? আহা! বিধাতার কি অদ্ভুত লীলা! কেউ বা মহামণির লোভে অন্ধকারময় খনিতে প্রবেশ করে, আর কেউ বা তা পথে কুড়িয়ে পায়! এ সকল কপালগুণে ঘটে বৈ ত নয়! মহারাজ এ পত্র পাওয়া অবধি যেরূপ হয়ে উঠেছেন, তার আর তোমাকে কি বলবো?

মদ। দেখুন দূত মহাশয়, আপনি একটু সাবধান হয়ে চলবেন। এ পত্রের কথা এখানে প্রকাশ করবেন না, তা হলে রাজনন্দিনী লজ্জায় একেবারে প্রাণত্যাগ করবেন।

দূত। হাঁ! সে কি কথা? আমি ত পাগল নই। এ কথাও কি প্রকাশ কত্যে আছে?

মদ। এই যে জয়পুরের দূত ধনদাস, ওকে, বোধ হয়, আপনি ভাল করে চেনেন না।

দূত। না, ওঁর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ নাই।

মদ। মহাশয়, ওটা যে আপনাদের রাজার কত নিন্দা করে, তা শুনলে বোধ হয়, আপনি অগ্নির ন্যায় জ্বলে উঠেন!

দূত। বটে?

মদ। আর তাতে রাজনন্দিনী যে কি পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ, তা আর আপনাকে কি বলবো। মহাশয়, ওকে একবার কিছু শিক্ষা দিতে পারেন? তা হলে বড় ভাল হয়।

দূত। কেন? ওটা বলে কি?

মদ। মহাশয়, ওটা যা বলে, সে কথা আমাদের মুখে আনতে লজ্জা করে। ও লোকের কাছে বলে বেড়ায় কি যে মহারাজ মানসিংহ একটা ভ্রষ্টা স্ত্রীর দত্তক পুত্র মাত্র ; আর তিনি মরুদেশের প্রকৃত অধিকারী নন।

দূত। অ্যাঁ—কি বল্লে? ওর এত বড় যোগ্যতা! কি বলবো? আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, নতুবা এই দণ্ডেই ওর মস্তকচ্ছেদ কত্যেম!

মদ। মহাশয়, এতে এত রাগলে কাজ চলবে না। যদি বাক্যবাণ দ্বারা ও দুরাচারকে কোন দণ্ড দিতে পারেন, ভালই ; নচেৎ অন্য কোন অত্যাচার করাটা ভাল হয় না।

দূত। আচ্ছা, আমি এখন রাজমন্ত্রীর কাছে যাই। এর পর যা পরামর্শ হয়, করা যাবে। শৃগালের মুখে সিংহের নিন্দা! এ কি কখন সহ্য হয়।

[প্রস্থান।

মদ। (স্বগত) বাঃ! কি গোলযোগই বাধিয়ে দিয়েছি! এখন জগদীশ্বর এই করুন, যেন এতে রাজনন্দিনী কৃষ্ণার কোন ব্যাঘাত না জন্মে। ভাল, এও ত বড় আশ্চর্য্য! আমি একজন বেশ্যার সহচরী, বনের পাখীর মতন কেবল স্বেচ্ছার অধীন ; কখনই সংসার-পিঞ্জরে বদ্ধ হই নাই। কিন্তু এ সুকুমারী রাজকুমারীর প্রকৃতি দেখে আমার মনটা এমন হলো কেন?—সত্য বটে!—লজ্জা আর সুশীলতাই স্ত্রী জাতির প্রধান অলঙ্কার। আহা! এ দুটি পদ্ম এ সরোবর থেকে যে আমি কি কুলগ্নে তুলে ফেলেছিলাম, তা কেবল এখন বুঝতে পাচ্যি। এই যে ধনদাস এ দিকে আসচে।

ধনদাসের প্রবেশ

মহাশয়, ভাল আছেন ত?

ধন। আরে মদন যে! তবে ভাল আছ ত? ভাই, তুমি সে অঙ্গুরীটি কোথায় রেখেছো?

মদ। আজ্ঞা, আপনাকে বলতে লজ্জা

করে! আর বোধ হয়, আপনি তা শুনলেও রাগ করবেন?

ধন। সে কি? কেন? রাগ করবো কেন?

মদ। আজ্ঞা, তবে শুনুন। এই নগরে মদনিকা বলে একটি বড় সুন্দরী মেয়ে মানুষ আছে, তাকে আমি বড় ভাল বাসি! সেই আমার কাছ থেকে সে অঙ্গুরীটি কেড়ে নিয়েছে।

ধন। কি সর্ব্বনাশ! তেমন অমূল্য রত্ন কি একটা বেশ্যাকে দিতে হয়? তোমার ত নিতান্ত শিশুবুদ্ধি হে। ছি! ছি! আর তুমি এত অল্প বয়েসে এমন সব লোকের সঙ্গে সহবাস কর?

মদ। দেখুন দেখি, এই আপনি বললেন, রাগ করবো না, তবে আবার রাগ করেন কেন?

ধন। (স্বগত) তাও বটে; আমিই বা রাগ করি কেন? (প্রকাশে) হা! হা! ওহে, আমি তামাসা কচ্ছিলেম। যা হউক, তুমি যে, দেখচি, এক জন বিলক্ষণ রসিক পুরুষ হে। ভাল, তোমার এ মদনিকা কোথায় থাকে, বল দেখি, ভাই।

মদ। আজ্ঞা, তার বাড়ী গড়ের বাইরে।

ধন। (স্বগত) স্ত্রীলোকটার বাড়ীর সন্ধান পেলে অঙ্গুরীটা না হয় কিছু দিয়ে কিনে লওয়ার চেষ্টা পাওয়া যায়। আর যদি সহজে না দেয়, তারও উপায় করা যেতে পারে। (প্রকাশে) হাঁ! কোথায় বললে ভাই?

মদ। আজ্ঞা, এই গড়ের বাইরে।

ধন। ভাল, সে মেয়েমানুষটি দেখতে ভাল ত?

মদ। আজ্ঞা, বড় মন্দ নয়। মহাশয়, এ দিকে দেখছেন, রাজা মানসিংহের দূত মন্ত্রীর সঙ্গে এই দিকে আসচেন।

ধন। ভাল কথা মনে কল্যে, ভাই। তোমাকে আমি যে যে কথা অন্তঃপুরে বলতে বলেছিলেম, তা বলেছো ত?

মদ। আজ্ঞা, আপনার কাজে আমার কি কখনও অবহেলা আছে?

ধন। তোমার যে ভাই কত গুণ, তা আমি একমুখে কত বলবো?—তা বল দেখি, তোমার মদনিকা কোথায় থাকে?

মদ। তার জন্যে আপনি এত ব্যস্ত হচ্যেন কেন? এক দিন, না হয়, আপনার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দেবো, তা হলেই ত হবে? আমি এখন যাই, আর দাঁড়াব না। (স্বগত) দেখি এ ঘটক ভায়ার ভাগ্যে আজ কি ঘটে।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) অঙ্গুরীটি উদ্ধার না কল্যে আমার মন কোন মতেই স্থির হচ্যে না। সেটির মূল্য প্রায় দশ হাজার টাকা। তা সহজে কি ত্যাগ করা যায়। আহা! মহারাজকে যে কত প্রকারে ভুলিয়ে সেটি পেয়েছিলাম, তা মনে পড়লে চক্ষে জল আসে। তা বড় দায়ে না পড়লে আর সে আমার হাতছাড়া হতে পারতো না। দেখি, এই মদনিকার বাড়ীর সন্ধানটা পেলে একবার বুঝতে পারি। ধনদাসের চতুরতা কি নিতান্তই বিফল হবে?

সত্যদাসের সহিত দূতের পুনঃপ্রবেশ

সত্য। এই যে ধনদাস মহাশয় এখানে রয়েছেন। তা চলুন, একবার রাজসভাতে যাওয়া যাউক।

দূত। মহাশয়, ইনিই রাজা জগৎ-সিংহের দূত না?

সত্য। আজ্ঞা, হাঁ?

দূত। (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, আমরা যখন উভয়েই একটি অমূল্য রত্নের আশায় এ দেশে এসেছি, তখন আমরা উভয়ে উভয়ের বিপক্ষ বটি, কিন্তু তা বল্যে আমাদের পরস্পরে কি কোন অসদ্ব্যবহার করা উচিত?

ধন। আজ্ঞা, তাও কি হয়?

দূত। তবে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি;—বলি, আপনি যে নিরন্তর মরুদেশের রাজ্যেশ্বরের নিন্দা করেন, সেটা কি আপনার উপযুক্ত কর্ম্ম?

ধন। বলেন কি মহাশয়? এ কথা আপনাকে কে বললে?

দূত। মহাশয়, বাতাস না হলে বৃক্ষপল্লব কখনই নড়ে না।

ধন। মহাশয়ের আমার সঙ্গে নিতান্ত বিবাদ করবার ইচ্ছা বটে?

দূত। আপনার সঙ্গে আমার বিবাদ করার কি ফল? কিন্তু আপনি যে এ দুষ্কর্ম্মের সমুচিত ফল পাবেন, তার সন্দেহ নাই।

আপনাদের নরপতি বেশ্যাদাস ; নৃত্য, গীত, প্রেমালাপ—এই সকল বিদ্যাতেই পরম নিপুণ ; তা তিনি কি রাজেন্দ্রকেশরী মান-সিংহের সমতুল্য ব্যক্তি? না সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র?

ধন। (সত্যদাসের প্রতি) মহাশয়, শুনলেন ত? (কর্ণে হস্ত দিয়া দূতের প্রতি) ঠাকুর, কি বলবো, তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তা না হল্যে তোমাকে আমি আজ অমনি ছাড়তেম না!

দূত। কেন? তুমি কি কত্যে? ও! বড় স্পর্দ্ধা যে?

সত্য। মহাশয়রা ক্ষান্ত হউন। আপনাদের এ বৃথা বাগ্‌দ্বন্দ্বে প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ, এ স্থলে কি আপনাদের এরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করা উচিত?

ধন। আজ্ঞা, হাঁ, তা সত্য বটে। কিন্তু আপনি বিবেচনা করুন, আমার এ বিষয়ে অপরাধ কি? উনিই ত বিবাদ কচ্চেন।

বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ

বলে। এ কি এ, মহাশয়? আপনাদের মধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত যে? আপনারা কি লক্ষ্য ভেদ হতে না হতেই যুদ্ধ আরম্ভ কল্যেন?

দূত। আজ্ঞা, না। যুদ্ধ আরম্ভ হবে কেন? তবে কি না, এই জয়পুরের দূত মহাশয়কে আমি দুই একটা হিতোপদেশ দিচ্ছিলেম।

বলে। কি হিতোপদেশ দিলেন, বলুন দেখি? আপনার ত এই ইচ্ছা, যে উনি এ বিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্বদেশে প্রস্থান করেন? হা! হা! হা!

ধন। হা! হা! হা! আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে।

দূত। আজ্ঞা, হাঁ! আমার বিবেচনায় ওঁর তাই করা উচিত হচ্যে! মহাশয়, মান বড় পদার্থ। অতএব এমন যে মান, এর রক্ষার বিষয়ে অবহেলা করা অতি অকর্ত্তব্য।

বলে। হা! হা! দূত মহাশয়, আপনি যে দেখছি, স্বয়ং চাণক্য অবতার! ভাল মহাশয়, আমি শুনেছি, যে আপনাদের মরুদেশে ভগবতী পৃথিবী নাকি বন্ধ্যা নারীর স্বভাব ধরেন? তা বলুন দেখি, আপনাদের রাজকর্ম্ম কিরূপে চলে?

দূত। বীরবর, বন্ধ্যা স্ত্রী লয়ে কি কেউ সংসার করে না?

বলে। হা! হা! বেশ। (ধনদাসের প্রতি) ও গো মহাশয়, আপনাদের অম্বরদেশের বর্ণনাটা একবার করুন দেখি শুনি।

ধন। আজ্ঞা, আমার কি সাধ্য, যে তার বর্ণন করি? যদি পঞ্চানন হন, তথাপি অম্বরের সুখসম্পত্তির সুচারুরূপে বর্ণন হয় না।—মহাশয়, আমাদের অম্বর সাক্ষাৎ অম্বরপ্রদেশই বটে! সেখানে অঙ্গনাকুল তারাকুলতুল্য সুন্দর ; আর মেঘে যেমন সৌদামিনী আর বারিবিন্দু, রাজভাণ্ডারে, তেমনি হীরক ও মুক্তা প্রভৃতি, তাতে আবার আমাদের মহারাজ ত স্বয়ং শশধর—

দূত। হাঁ, শশধরের ন্যায় কলঙ্কী বটেন!

বলে। হা! হা! কি বল, ধনদাস?

ধন। আজ্ঞা, ও কথায় আর কি বলবো? পেচক সূর্য্যের আলো ত কখনই সহ্য কত্যে পারে না! আর যদিও ক্ষুধার পীড়নে রাত্রিকালে কোটরের বাহির হয়, তবু সে চন্দ্রের প্রতি কখন প্রকাশিত নয়নে দৃষ্টিপাত করতে পারে না। তেজোময় বস্তুমাত্রই তার চক্ষের বিষ!

বলে। হা! হা! হা! কেমন, দূতবর! এইবার? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) ও আবার কি? (নেপথ্যে বাদ্য।)

সত্য। এই যে মহারাজ রাজসভায় আসচেন। চলুন, আমরা এখন যাই।

রক্ষকের প্রবেশ

রক্ষক। (যোড়করে) বীরবর, গণেশ-গঙ্গাধর শাস্ত্রী নামে একজন দূত মহারাষ্ট্র-পতির শিবির থেকে সিংহদ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আপনার কি আজ্ঞা হয়?

বলে। দূত? মহারাষ্ট্রপতির শিবির থেকে? আচ্ছা তাঁকে রাজসভায় নে যাও , আমি যাচ্চি। চলুন তবে আমরা সকলেই একবার রাজসভায় যাই।

[সকলের প্রস্থান।

তোমার মা, ইনি কেমন করে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে পতির গৃহে বাস কচ্চ্যেন? তুমিও তো তাই করবে; তাতে আর ক্ষোভ কি?

কৃষ্ণা। ভগবতি,—(রোদন।)

অহ। স্থির হও, মা স্থির হও। ছি, মা, কেঁদো না। (রোদন)

কৃষ্ণ। মা, আমাকে এত দিন প্রতিপালন করে কি অবশেষে বনবাস দেবে? (রোদন)

তপ। মহিষি, ঐ যে মহারাজ এই দিকে আসছেন! উনি আপনাদের দুজনকে এ দশায় দেখলে অত্যন্ত দুঃখিত হবেন। তা আপনি এক কর্ম্ম করুন, রাজনন্দিনীকে লয়ে একটু সরে যান।

অহ। আয়, মা, আমরা এখন যাই।

[অহল্যাদেবী ও কৃষ্ণার প্রস্থান।

তপ। (স্বগত) আমি ভেবেছিলাম, যে অনিদ্রা, নিরাহার, কঠোর তপস্যা—এ সকল সংসারমায়াশৃঙ্খল থেকে মুক্তি দান করে। তা কৈ? আমি যে সে মুক্তি লাভ করেছি, এমন ত কোন মতেই বোধ হয় না। আহা! এঁদের দুজনের শোক দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হে বিধাতঃ, এই মানব-হৃদয়ে তুমি যে ইন্দ্রিয়সকলের বীজ রোপণ করেছ, তাদের নির্ম্মূল করা কি মনুষ্যের সাধ্য? বিলাপধ্বনি শুনলে যোগীন্দ্রেরও মন চঞ্চল হয়ে উঠে!

রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ

রাজা। ভগবতি, মহিষী না এখানে ছিলেন?

তপ। আজ্ঞা, হাঁ! তিনি এই ছিলেন; বোধ হয়, আবার এখনি এলেন বল্যে।

রাজা। তাঁর সঙ্গে আমার কোন বিশেষ কথা আছে। (পরিক্রমণ করিয়া) বোধ হয়, আপনিও শুনে থাকবেন, মরুদেশের অধিপতি রাজা মানসিংহ রায়ও কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ ইচ্ছায় আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন।

তপ। আজ্ঞা, হাঁ, শুনেছি বটে।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ সব কেবল আমার কপালগুণে ঘটে!

তপ। আজ্ঞা, সে কি, মহারাজ? এমত ত সর্ব্বত্রেই হচ্চ্যে।

রাজা। ভগবতি, আপনি চিরতপস্বিনী সুতরাং এ দেশের লোকের চরিত্র বিশেষরূপে জানেন না। এই বিবাহ উপলক্ষে যে কত গোলযোগ হয়ে উঠবে, তার কি সংখ্যা আছে?

অহল্যাদেবীর পুনঃপ্রবেশ

প্রেয়সি, তোমার কৃষ্ণার বিবাহ যে স্বাচ্ছন্দে সম্পন্ন হয়, এমন ত আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না।

অহ। সে কি, নাথ?

রাজা। আর বলবো কি বল? এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের অধিপতি আবার রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়ে, আমাকে অনুরোধ কচ্চ্যেন যে—

তপ। নরনাথ, তবে রাজনন্দিনীকে রাজা মানসিংহকেই প্রদান করুন না কেন? তিনিও ত একজন সামান্য রাজা নন—

অহ। জীবিতেশ্বর, এ দাসীরও এই প্রার্থনা।

রাজা। বল কি, দেবি? রাজা জগৎসিংহ আমার এক জন পরম আত্মীয়; তাতে আবার তাঁর দূতই আগে এসেছে; এখন আমি কি বলে তাঁকে এ বিষয়ে নিরাশ করি? (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হে বিধাতঃ, তুমি এই যে প্রমাদ-অগ্নির সূত্রপাত কল্যে, এ কি রক্তস্রোতঃ ব্যতীত আর কিছুতে নির্ব্বাণ হবে?

অহ। প্রাণেশ্বর, মহারাষ্ট্রপতি যে এতে হাত দেন, এর কারণ কি? তিনি না স্বদেশে ফিরে যেতে উদ্যত ছিলেন?

রাজা। দেবি, তুমি সে নরাধমের চরিত্র ত ভাল করে জান না। সে ত এই চায়। একটা ছল ছুতা পেলে হয়।

তপ। ভাল, মহারাজ, তুমি যদি এ বিষয়ে সম্মত না হও, তা হলে মহারাষ্ট্রপতি কি করবেন?

রাজা। তা হলে তার দস্যুদল আবার দেশ লুট কত্যে আরম্ভ করবে! হায়! হায়! তাতে কি আর দেশে কিছু থাকবে? ভগবতি, আমার কি আর এখন সে অবস্থা আছে, যে আমি এমন প্রবল শত্রুকে নিরস্ত করি?

তপ। মহারাজ, মা কমলার প্রসাদে আপনার কিসের অভাব?

অহ। (রাজার হস্ত ধারণ করিয়া) নাথ,

এতে এত উতলা হইও না। বোধ হচ্যে, ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে এ উদ্বেগ অতি ত্বরায়ই শান্ত হবে।

রাজা। মহিষি, তুমি ত রাজপুত্রী। তুমি কি জান না, যে এ বিবাহে আমি যাকে নিরাশ করবো, সেই তৎক্ষণাৎ অসিকোষ দূরে নিক্ষেপ করবে? প্রিয়ে, তোমার কৃষ্ণা কি সতীর মতন আপন পিতার সর্ব্বনাশ কত্যে এসেছে?[২৩] হায়, আমি বিধাতার নিকট এমন কি পাপ করেছি, যে তিনি আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন! আমার এমন অমূল্য রত্নটিও কি অনল হয়ে আমাকে দগ্ধ কত্যে লাগলো! আমার হৃদয়নিধি হতে যে আমার সর্ব্বনাশের সূচনা হবে, এ স্বপ্নেরও অগোচর।

অহ। (নিরুত্তরে রোদন।)

তপ। ও কি? মহিষি, আপনি কি করেন?

অহ। ভগবতি, শমন কি আমাকে বিস্মৃত হয়েছেন? (রোদন।)

তপ। বালাই! তিনি আপনার শত্রুকে স্মরণ করুন। মহারাজ, আজ্ঞা হয় ত, আমরা এখন অন্তঃপুরে যাই।

অহ। নাথ, আমার কৃষ্ণার এতে দোষ কি, বলুন দেখি? বাছা ত আমার ভাল মন্দ কিছুই জানে না। মহারাজ, তাকে এমন করে বল্যে কি মায়ের প্রাণে সয়?—বাছা, কেনই বা তোর এ অভাগিনীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল!—(রোদন।)

রাজা। (হস্ত ধরিয়া) দেবি, আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা কর। হায়! হায়! আমি কি নরাধম! আমার মতন ভাগ্যহীন পুরুষ, বোধ করি আর নাই। এমন অমৃতও আমার পক্ষে বিষ হলো! তা চল, প্রিয়ে, এখন অন্তঃপুরে যাই। সূর্য্যদেবও অস্তাচলে চললেন। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে দিননাথ, তোমাকে যে লোকে এই রাজকুলের নিদান বলে[২৪] তা তুমিও কি এর দুঃখে মলিন হলে!

[সকলের প্রস্থান।

কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ

কৃষ্ণা। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আহা! সে এক সময় আর এ এক সময়! আমি কেন বৃথা আবার এখানে এলেম? এ সকল কি আমার আর ভাল লাগে! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! আমি এই মল্লিকা ফুলটিকে আদর করে বনবিনোদিনী নাম দিয়েছিলাম। এই সুচারু শমীবৃক্ষটিকে সখী বলে বরণ করেছিলাম।[২৫] (সচকিতে) ও কি? আহা! সখি, তুমি কি এ হতভাগিনীর দুঃখ দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়চো? কেন? তুমি ত চিরসুখিনী; তোমার খেদের বিষয় কি? মলয়সমীরণ তোমার একান্ত অনুগত, সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে মধুর স্বরে প্রেমালাপ কচ্যে, তা তুমি কি পরের দুঃখ বুঝতে পার? কি আশ্চর্য্য! (চিন্তা করিয়া) হায়, হায়! এ মায়াবিনী যে কি কুলগ্নে এ দেশে এসেছিল, তা বলা যায় না। কি আশ্চর্য্য! আমি যাঁকে কখন দেখি নাই; যাঁর নাম কখন শুনি নাই; যাঁর সহিত কখন বাক্যালাপ করি নাই; তাঁর জন্যে আমার প্রাণ অস্থির হয় কেন? কেবল সেই দূতীর কুহকেই আমার মন এত চঞ্চল হলো? আহা! আমি কেনই বা সে চিত্রপট দেখেছিলাম? কেনই বা সে মনোহর মূর্ত্তি আমার হৃদ্পদ্মে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম? লোকে বলে, যে সে মরুদেশ অতি বন্ধ্য স্থল; সেখানে বসুমতী না কি সর্ব্বদা বিধবাবেশ ধরে থাকেন; কুসুমাদিরূপ কোন অলঙ্কার পরেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমার মনে সে দেশ যেন নন্দনকানন বোধ হচ্যে! আমি তার বিষয় যে কত মনে করি, তা আমার মনই জানে। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) একবার যাই, দেখিগে, সে দূতীর কোন অন্বেষণ পাওয়া গেল কি না! (পরিক্রমণ করিয়া সচকিতে) এ কি? এ উদ্যান হঠাৎ এমন পদ্মগন্ধে পরিপূর্ণ হলো কেন? (সভয়ে) কি আশ্চর্য্য! আমি যে গতিহীন হলেম! আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন সহসা শিহরে উঠলো। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও

২৩. পৌরাণিক দক্ষযজ্ঞ প্রসঙ্গ।
২৪. মেবারের রাজবংশ সূর্যবংশ বলে পরিচিত।
২৫. শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার প্রসঙ্গ।

কি? ও! ও! ও! (মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি; আকাশে কোমল বাদ্য।)

বেগে তপস্বিনীর প্রবেশ

তপ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! (কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) এ কি এ? সর্ব্বনাশ! বাগ্যে আমি এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলাম! উঠ, মা, উঠ! এমন কেন হলো?

কৃষ্ণা। (সুপ্তভাবে) দেবি, আপনি ঐ মিষ্ট কথাগুলিন আবার বলুন। আমি ভাল করে শুনি। কি বললেন? আহা! "যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা থাকে না।" আহা! এ অভাগিনীর কপালে কি এমন সুখ আছে?

তপ। সে কি মা? ও কি বলচো? (স্বগত) হায়, হায়, দেখ দেখি, বিধাতার কি বিড়ম্বনা! একে ত এ রাক্ষসী বেলা, তাতে আবার কৃষ্ণার নবযৌবন; কে জানে কার দৃষ্টি—

কৃষ্ণা। (উঠিয়া সসম্ভ্রমে) ভগবতি, আপনি আবার এখানে কোথ্থেকে এলেন?

তপ। কেন, মা, সে কি?

কৃষ্ণা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ভগবতি, আমি যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলাম, তা শুনলে আপনি একেবারে অবাক্ হবেন।

তপ। কি স্বপ্ন, মা?

কৃষ্ণা। বোধ হলো যেন, আমি কোন সুবর্ণমন্দিরে একখানি কমল-আসনে বসে রয়েছি, এমন সময়ে একটি পরম সুন্দরী স্ত্রী একটি পদ্ম হাতে করে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে বললেন,—বাছা, তুমি আমাকে প্রণাম কর। আমি সম্পর্কে তোমার জননী হই।

তপ। তার পর?

কৃষ্ণা। আমি প্রণাম কল্যেম। তার পর তিনি বললেন,—দেখ, বাছা, যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা নাই! আমি এই কুলেরই বধূ ছিলাম। আমার নাম পদ্মিনী। তুমি যদি আমার মত কর্ম্ম কর, তা হলে আমারই মতন যশস্বিনী হবে![২৬]

তপ। তার পর, তার পর?

কৃষ্ণা। উঃ, ভগবতি, আপনি আমাকে একবার ধরুন। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপচে।

তপ। কি সর্ব্বনাশ! চল, মা, তুমি অন্তঃ-পুরে চল। এখানে আর কাজ নাই। দেখ, মা, আমাকে যা বললে, এ কথা তুমি আর কাকেও বলো না। (আকাশে কোমল বাদ্য।)

কৃষ্ণা। আহা হা! ভগবতি, ঐ শুনুন!

তপ। কি সর্ব্বনাশ! বৎসে, আমি কি শুনবো!

কৃষ্ণা। সে কি, ভগবতি? শুনলেন না, কেমন সুমধুর ধ্বনি! আহা, হা!

তপ। চল, মা, এখানে আর থেকে কাজ নাই। তুমি শীঘ্র করে এখান থেকে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর, নগরতোরণ

বলেন্দ্রসিংহ এবং কতিপয় রক্ষকের প্রবেশ

বলে। রঘুবরসিংহ!—

প্রথ। (যোড়করে) কি আজ্ঞা, বীরবর?

বলে। দেখ, তোমরা সকলে অতি সাবধানে থেকো। আজ কাকেও এ নগরে প্রবেশ কত্যে দিও না।

প্রথ। যে আজ্ঞা! আপনার বিনা অনুমতিতে, কার সাধ্য, এ নগরে প্রবেশ করে।

বলে। আর দেখ, যদি মহারাষ্ট্রপতির শিবিরে কোন গোলযোগ শুনতে পাও, তবে তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দিও।

প্রথ। যে আজ্ঞা!

বলে। (অবলোকন করিয়া স্বগত) এই মহারাষ্ট্রের শৃগালটা কি সামান্য ধূর্ত্ত! এমন অর্থলোভী, অহিতকারী নরাধম দস্যু কি আর দুটি আছে? কিন্তু মানসিংহের সহিত এর যে সহসা এত সৌহার্দ্দ হলো, এর কারণ আমি

২৬. অলৌকিক প্রসঙ্গ।

কিছুই বুঝতে পারি নাই। (চিন্তা করিয়া) কোন না কোন কারণ অবশ্যই আছে। তা নৈলে ও এমন পাত্র নয়, যে বৃথা ক্লেশ স্বীকার করে। কৃষ্ণাকে যে বিবাহ করুক না কেন, ওর তাতে বয়ে গেল কি?

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে) রণবাদ্য।—

দ্বিতী। ভাল, রঘুবরসিংহ—

প্রথ। কি হে?

দ্বিতী। তোমাকে, ভাই, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ; তুমি না কি সর্ব্বদাই আমাদের সেনাপতি বলেন্দ্রসিংহের নিকট থাকো ; রাজসংসারের বৃত্তান্ত তুমি যত জান, এত আর কেউ জানে না।

প্রথ। হাঁ, কিছু কিছু জানি বটে। তা কি জিজ্ঞাসা করবে, বলই না শুনি।

দ্বিতী। দেখ, ভাই, আমি শুনেছিলাম, যে এই মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমাদের মহারাজের সন্ধি হয়েছিল ; তা উনি যে আবার এসে থানা দিয়ে বসলেন, এর কারণ?

প্রথ। সে কি? তুমি কি এর কিছুই শোন নাই?

দ্বিতী। না, ভাই!

তৃতী। কৈ? আমরা ত এর কিছুই জানি না।

প্রথ। মরুদেশের রাজা মানসিংহ, আর জয়পুরের অধিপতি জগৎসিংহ, উভয়েই আমাদের রাজনন্দিনীকে বিবাহ করবার আশায় দূত পাঠিয়েছেন।

তৃতী। হাঁ! তা ত জানি। বলি, এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের রাজা হাত দেন কেন?

প্রথ। আমাদের মহারাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, যে মেয়েটি জগৎ সিংহকে দেন ; কিন্তু এ রাজার সঙ্গে জগৎসিংহের চিরকাল বিবাদ ; এঁর ইচ্ছা, যে মহারাজ রাজকুমারীকে মানসিংহকে প্রদান করেন।

দ্বিতী। ভাল, ভাই, ইনি যদি বিবাহের ঘটকালি কত্তেই এসেচেন, তবে আবার সঙ্গে এত সৈন্য সামন্তের প্রয়োজন কি?

প্রথ। হা! হা! এও বুঝতে পাল্যে না, ভাই? এর মত ভিখারী ত আর দুটি নাই। এ ত এমনি গোলযোগই চায়। একটা কিছু উপলক্ষ হলেই, ছলে হোক, বলে হোক, এর ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হয়।

দ্বিতী। তা সত্য বটে। তা আমাদের মহারাজ কি স্থির করেছেন, জান?

প্রথ। আর কি স্থির করবেন? জয়পুরের রাজদূতকে বিদায় করবার অনুমতি দিয়েছেন। আর অল্প দিনের মধ্যেই মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরে সাক্ষাৎ করবেন। তার পর বিবাহের বিষয় কি হয়, বলা যায় না।

তৃতী। ভাল, তুমি কি বোধ কর, ভাই, যে জয়পুরের রাজা এতে চুপ করে থাকবেন?

প্রথ। বলা যায় না। শুনেছি, রাজা না কি বড় রণপ্রিয় নন। তবু যা হউক, রাজপুত্র কি না? এত অপমান কি সহ্য কত্যে পারবেন?

তৃতী। ওহে, এ দিকে দুজন কে আসছে, দেখ দেখি।

প্রথ। সকলে সতর্ক হও হে। যেন মন্ত্রী মহাশয় বোধ হচ্যে।

সত্যদাস ও ধনদাসের প্রবেশ

সত্য। রঘুবরসিংহ—

প্রথ। (যোড়করে) আজ্ঞা।

সত্য। সব মঙ্গল ত?

প্রথ। আজ্ঞা, হাঁ!

সত্য। আচ্ছা। (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, একটু এই দিকে আসুন।

ধন। মন্ত্রী মহাশয়, এ কর্ম্মটা কি ভাল হলো?

সত্য। আজ্ঞা, ও কথা আর বলবেন না। মহারাজ যে এতে কি পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ, তা আপনিই কেন বুঝে দেখুন না! কিন্তু কি করেন? এতে ত আর কোন উপায় নাই।

ধন। আজ্ঞা, হাঁ, এ কথা যথার্থ বটে। কিন্তু আমার, দেখছি, সর্ব্বনাশ হলো! আমি যে কি কুলগ্নে আপনাদের দেশে এসেছিলাম, তা বলতে পারিনে।

সত্য। কেন, মহাশয়?

ধন। আর কেন মহাশয়? প্রথমতঃ দেখুন, আমার যা কিছু ছিল, সে সব ঐ দস্যুদল লুটে

নিলে। তার পর রাজা মানসিংহের দূতের হাতে আমি যে কি পর্য্যন্ত অপমান সহ্য করেছি, তা ত আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, আবার—

সত্য। মহাশয়, যা হয়েছে ; হয়েছে। ও সব কথা আর মনে করবেন না। এখন অনুগ্রহ করে এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ করুন। মহারাজ এটি আপনাকে দিতে দিয়েছেন।

ধন। মহারাজের প্রসাদ শিরোধার্য্য। (অঙ্গুরীয় গ্রহণ।)

সত্য। মহাশয়, আপনি এক জন সুচতুর মনুষ্য। অতএব আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য। আপনি মহারাজ জগৎসিংহকে এ বিষয়ে ক্ষান্ত হতে পরামর্শ দেবেন। এ আত্মবিচ্ছেদের সময় নয়। (চিন্তা করিয়া) দেখুন, আপনি যদি এ কর্ম্ম কত্যে পারেন, তা হলে মহারাজ আপনাকে যথেষ্ট পরিতুষ্ট করবেন।

ধন। যে আজ্ঞা। আমি চেষ্টার ত্রুটি করবো না। তার পর জগদীশ্বরের হাত।

সত্য। আমি কর্ম্মকারকদের প্রতি রাজ-আদেশ পাঠিয়েছি। আপনার পথে কোন ক্লেশ হবে না।

ধন। তবে আমি এখন বিদায় হই।

সত্য। যে আজ্ঞা, আসুন তবে।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) দেখি দেখি, অঙ্গুরীটি কেমন? (অবলোকন করিয়া) বাঃ, এটি যে মহারত্ন! এর মূল্য প্রায় লক্ষ টাকা হবে! হা! হা! ধনদাসের ভাগ্য! মাটি ছুঁলে সোনা হয়। হা হা হা! যাকে বিধাতা বুদ্ধি দেন, তাকে সকলই দেন। (চিন্তা করিয়া) এ বিবাহে কৃতকার্য্য হলেম না বলে যদি মহারাজ বিরক্ত হন, হলেনই বা ; না হয়, ওঁর রাজ্য ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে বাস করবো। আর কি! আমার ত এখন আর ধনের অভাব নাই। হা! হা! বুদ্ধিবলেই ধনদাস ধনপতি! তবে কি না, এই একটা বাধা দেখছি ; বিলাসবতীর আশাটা তা হলে একবারে ছাড়তে হয়। যে মৃগ লক্ষ্য করে এত দিন বনে বনে পর্য্যটন কল্যেম, তাকে এখন এক প্রকার আয়ত্ত করে কেমন করে ফেলে যাই। (চিন্তা করিয়া) কেন? ফেলেই বা যাব কেন, আমি কি আর একটা বেশ্যাকে ভুলাতে পারবো না! কত কত লোক স্বর্গকন্যাকে বশ করেছে, আর আমি কি একটা সামান্য বারাঙ্গনার মনঃ চুরি কত্যে পারবো না! হা! হা! তা দেখি কি হয়।

[প্রস্থান।

প্রথ। (অগ্রসর হইয়া) ওহে, তোমরা কেউ এ লোকটিকে চেন?

দ্বিতী। চিনবো না কেন? ও যে জয়পুরের দূত। আঃ, এক দিন রাত্রে, ভাই, ও যে আমাকে কষ্টটা দিয়েছিল, তা আর কি বলবো?

তৃতী। কেন? কেন?

দ্বিতী। আমি, ভাই, পুরস্কারের লোভে মদনিকা বলে একটা মেয়েমানুষের তত্ত্বে ওর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। সমস্ত রাতটা ঘুরে ঘুরে মলেম, কিছুই হলো না। শেষ প্রাতঃকালে বাসায় ফিরে যাবার সময় বেটা আমাকে কেবল চারটি গণ্ডা পয়সা হাতে দিয়ে বল্যে কি, যে তুমি মিঠাই কিনে খেও। হা! হা! হা!

প্রথ। হা! হা! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) উঃ রাত্রি যে প্রভাত হলো।

নেপথ্যে। গীত

[ভৈরব—কাওয়ালী]

যাইতেছে যামিনী, বিকসিত নলিনী।
প্রিয়তম দিবাকর হেরিয়ে
প্রমোদিনী ভানুভামিনী ;
শশী চলিল তাই হেরে
বিষাদে বিমলিনী কুমুদিনী
অতি দুখিনী।
মধুকর ধায় মধুর কারণে ফুলবনে
বিহঙ্গের মধুর স্বরে মোহিত করে
প্রমোদ ভরে বিপিনচরে,
নব তৃণাসনে হরষিত মনোহরিণী।।

তৃতী। ঐ শুনলে ত? চল, আমরা এখন যাই। (নেপথ্যে রণবাদ্য।)

প্রথ। হাঁ—চল—। ঐ যে আর এক দল আসচে।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক

চতুর্থাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জয়পুর, রাজগৃহ

রাজা জগৎসিংহ এবং মন্ত্রী

রাজা। বল কি, মন্ত্রি? এ সংবাদ তোমাকে কে দিলে?

মন্ত্রী। মহারাজ, ধনদাস হয় অদ্য বৈকালে কি কল্য প্রাতে এসে উপস্থিত হবে। তার মুখে এ সকল কথা শুনলেই ত আপনি বিশ্বাস করবেন?

রাজা। কি আপদ্। আমি কি আর তোমার কথায় অবিশ্বাস কচ্যি হে? আমি জিজ্ঞাসা কচ্যি কি, বলি এ কথা তুমি কার কাছে শুনলে?

মন্ত্রী। মহারাজ, আমারই কোন চরের মুখে শুনেছি। সে অতি বিশ্বাসযোগ্য পাত্র।

রাজা। বটে? তবে রাজা ভীমসিংহ আমাকে অবহেলা কর্য়ে মানসিংহকেই কন্যাপ্রদান করবেন, মানস করেছেন?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, শুনেছি, যে রাজকুলপতি ভীমসিংহের আপনার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ ; তিনি কেবল দায়গ্রস্ত হয়ে আপনার বিরুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। মহারাজ, আমি ত পূর্ব্বেই এ সকল কথা রাজসম্মুখে নিবেদন করেছিলাম, কিন্তু আমার দৌর্ভাগ্যক্রমে আপনি সে সময়ে ধনদাসের পরামর্শই শুনলেন।

রাজা। আঃ, সে গত বিষয়ের অনুশোচনে ফল কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? তবে কি না, বিবেচনা করুন, ধনদাসই এই অনর্থের মূল! সেই কেবল স্বার্থ সাধনের জন্যে এ রাজ্যের সর্ব্বনাশটা কল্যে!

রাজা। কেন? কেন? তার অপরাধ কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, এ সকল কথা রাজসম্মুখে কওয়া আমার কোন মতেই উচিত হয় না। কিন্তু—

রাজা। কেন? ধনদাসের এতে অপরাধটা কি?

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজকুমারী কৃষ্ণার প্রতি-মূর্ত্তি যে ও আপনাকে কেন এনে দেখায়, তা কি আপনি এখনও বুঝতে পাচ্যেন না?

রাজা। কৈ, না! কি কারণ, বল দেখি শুনি।

মন্ত্রী। এই বিবাহের উপলক্ষে একটা গোলযোগ বাধিয়ে আপনার উদর পূর্ণ করবে, এই কারণ, আর কারণ কি? মহারাজ, ওর মত স্বার্থপর মানুষ কি আর দুটি আছে?

রাজা। বটে? তাই ও এ বিষয়ে এত উদ্যোগী হয়েছিল? আমি তখন বুঝতে পারি নাই। আচ্ছা, ও আগে ফিরে আসুক। তা এখন এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, বল দেখি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

রাজা। (সরোষে) বল কি, মন্ত্রি? তুমি উন্মাদ হলে না কি? এমন অপমান কি কেউ কোথাও সহ্য কত্যে পারে?—কেন, আমার কি অর্থ নাই?—সৈন্য নাই? না কি বল নাই?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজলক্ষ্মীর প্রসাদে মহা-রাজের অভাব কিসের?

রাজা। তবে আমাকে এতে ক্ষান্ত হতে বলচো কেন? মান অপেক্ষা কি ধন না জীবন প্রিয়তর? ছি! তুমি এমন কথা মুখেও আন! দেখ, প্রতি দুর্গপতিকে তুমি এখনই গিয়ে পত্র পাঠাও, যে তারা পত্রপাঠমাত্র সসৈন্যে এ নগরে এসে উপস্থিত হয়। আর দেখ—

মন্ত্রী। আজ্ঞা করুন—

রাজা। তুমি যে সে দিন ধনকুলসিংহের কথা বলছিলে, তিনি কে, আমাকে ভাল করে বল দেখি।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি মরুদেশের মৃত রাজা ভীমসিংহের পুত্র। কিন্তু তাঁর পিতার লোকান্তর প্রাপ্তির পর জন্ম হওয়ায়, কোন কোন লোক বলে যে তিনি বাস্তবিক ভীমসিংহের পুত্র নন।

রাজা। বটে? মরুদেশের বর্ত্তমান রাজা মানসিংহ ত গোমানসিংহের পুত্র। গোমান-সিংহ ধনকুলসিংহের পিতামহ, বীরসিংহের

কনিষ্ঠ ছিলেন ; তা ধনকুলসিংহই মরুদেশের প্রকৃত অধিকারী।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কলিকালে কি আর ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আছে? যার শক্তি, তারই জয়। কুমার ধনকুলসিংহ কি আর রাজসিংহাসন পাবেন!

রাজা। অবশ্য পাবেন! আমি তাঁকে মরুদেশের সিংহাসনে বসাবো! দেখ, মন্ত্রি, তুমি শীঘ্র গিয়ে পত্র লেখ। মানসিংহের এত বড় যোগ্যতা, যে সে আমার বিপক্ষতা করে! এখন দেখি, সে আপন রাজ্য কি করে রাখে।

মন্ত্রী। মহারাজ,—

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি? যাও—

মন্ত্রী। মহারাজ, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। এই মহৎকুলের প্রসাদে মনুষ্যত্ব লাভ করেছি। আপনার স্বর্গীয় পিতা—

রাজা। আঃ! কি উৎপাত! আমি কি আর তোমাকে চিনি না ; মন্ত্রি, তুমি যে আমাকে আপন পরিচয় দিতে আরম্ভ কল্যে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা নয়। তবে কি না আমার পরামর্শে এ বিষম কাণ্ডে সহসা প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না।

রাজা। মন্ত্রি, মানবজীবন চিরস্থায়ী নয় ; কিন্তু অপযশঃ চিরস্থায়ী। আমি যদি এ অপমান সহ্য করি, তা হলে ভবিষ্যতে লোকে আমাকে, কাপুরুষের দৃষ্টান্তস্থল করবে। বরঞ্চ ধনে প্রাণে মরবো, সেও ভাল, কিন্তু এ কথাটি যেন কেউ না বলে, যে অম্বর-অধিপতি মরুদেশের রাজার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। ছি! ছি! আমার সে অপযশঃ হতে সহস্রগুণে মরণ ভাল। তা তুমি যাও।

মন্ত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) যে আজ্ঞা, মহারাজ! (স্বগত) বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? হায়! হায়! দুষ্ট ধনদাসটাই এই অনর্থ ঘটালে!

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) এই ত আর এক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হলো! এত দিন রাজভোগে মত্ত ছিলাম, এখন একটু পরিশ্রমই করে দেখি। তরবার চিরকাল কোষে আবদ্ধ থাকলে মলিন ও কলঙ্কিত হয়। (চিন্তা করিয়া) যা হউক, ধনদাসকে এবার বিলক্ষণ দণ্ড দিতে হবে। আমি যত কুকর্ম্ম করেছি, সকলেতেই ঐ দুষ্ট আমার গুরু। ওঃ! বেটার কি চমৎকার বুদ্ধি! তা দেখি, এবারও কি হয়?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জয়পুর, বিলাসবতীর গৃহ

বিলাসবতী এবং মদনিকা

বিলা। বাঃ, তোর, ভাই, কি বুদ্ধি? ধন্য যা হউক।

মদ। (সহাস্য বদনে) সে বড় মিছা কথা নয়! আমি উদয়পুরে যে সকল কাণ্ড করে এসেছি, তা মনে হলে আপনা আপনি হেসে মত্যে হয়। হা! হা! হা!

বিলা। তাই ত? কি আশ্চর্য্য! ভাল, ধনদাস কি তোকে যথার্থই চিনতে পারে নাই?

মদ। তা পারলে কি ও আমাকে আর এ অঙ্গুরীটি দিত?

বিলা। ভাল, ভাই, তুই লোকের কাছে কি বলে আপনার পরিচয়টা দিতিস্?

মদ। কেন? উদয়পুরের লোককে বলতেম, আমার জয়পুরে বাড়ী। আর জয়পুরের লোককে বলতেম, আমার উদয়পুরে বাড়ী। আর যেখানে দেখতেম, দুই দেশেরই লোক আছে, সেখানে আদতে যেতেম না।

বিলা। বাঃ, তোর কি বুদ্ধি ভাই!

মদ। হা! হা! রাজমন্ত্রী, রাজা মানসিংহের দূত, রাজকুমারী, আমি কার সঙ্গে না দেখা করেছি? আর কত বেশ যে ধরতেম, তার আর কি বলবো?

বিলা। তাই ত? ভাল, মদনিকে, রাজকুমারী কৃষ্ণা না কি বড় সুন্দরী?

মদ। আহা! সুন্দরী বল্যে সুন্দরী? ও কথা, ভাই, আর জিজ্ঞাসা করো না। আমি বলি, এমন রূপলাবণ্য পৃথিবীতে আর কোথায়ও নাই! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

বিলা। ও কি লো? তুই যে একেবারে বিরসবদন হলি? কেন? তিনি কি এতই তোর মনঃ ভুলিয়েছেন? ই! ই! অবাক্ কল্যে মা!

মদ। ভাই, বলবো কি? রাজনন্দিনী কৃষ্ণার

কথা মনে হলে প্রাণ যেন কেঁদে উঠে। আহা! সে মুখ যে একবার দেখে, সে কি আর ভুলতে পারে!

বিলা। বলিস্ কি লো? তিনি কি এমন সুন্দরী? কি আশ্চর্য্য! আয়, ভাই, আমরা এখানে বসি। তবে আমাকে রাজকুমারীর কথাটা ভাল করে বল দেখি, শুনি।

মদ। কেন? তাঁর কথা শুনে আর তোমার কি উপকার হবে, বল?

বিলা। কে জানে, ভাই? তোর মুখে তাঁর কথা শুনে আমার এমনি ইচ্ছা হচ্যে, যে উদয়পুরে গিয়ে তাঁকে একবার দেখে আসি।

মদ। যে, ভাই, কৃষ্ণকুমারীকে কখন দেখে নাই, বিধাতা তাকে বৃথা চক্ষুঃ দিয়েছেন! — সে যাক মেনে, এখন মহারাজ কদিন এখানে আসেন নাই, বল দেখি।

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস্? আজ তিন দিন।

মদ। বটে? তবে তিনি ধনদাসের ফিরে আসবার দিন অবধি আর এখানে আসেন নাই। বোধ করি, তিনি এ বিবাহের বিষয়ে বড় ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তা হবেনই ত। তাঁর দূতকে আমি যে জুতো খাইয়ে এসেছি,—হা! হা! ধনদাস, ভাই, আর এ জন্মেও কারো ঘটকালি করবে না। হা! হা! হা!

বিলা। হা! হা! হা! বোধ হয় না।

মদ। দেখ, সখি, মহারাজ, বোধ করি, আজ এখানে আসবেন এখন। তা তুমি, ভাই, যদি তাঁকে আজ পায়ে না ধরিয়ে ছাড়, তবে আমি আর এ জন্মে তোমার সঙ্গে কথা কইবো না।

বিলা। ও মা, সে কি লো? ছি! ছি! তাও কি কখন হয়?

মদ। হবে না কেন? বুদ্ধি থাকলেই সব হয়? এই যে এসো না, তোমাকে, না হয়, মান-ভঙ্গের পালাটা অভিনয় করে দেখিয়ে দি। (উপবেশন) আমি যেন মানিনী নায়িকা, বসে আছি; তুমি নায়ক হয়ে এসে আমাকে সাধ। (বদনাবৃতকরণ।)

বিলা। হা! হা! হা! বেশ লো বেশ! তুই, ভাই, কত রঙ্গই জানিস্? তা আমি এখন কি করবো, বল?

গাত্রোত্থান করিয়া) কি আপদ্!
মদ। (গা করে বসো। আমি নায়ক
তুমিই না হয়, মান
হয়ে সাধি! (উপবেশন করিয়া) আচ্ছা—এই
বিলা। (
আমি বসলেম! মান কর।
মদ। এখন কল্যেম। (বদনাবৃতকরণ।)
বিলা। এই সুন্দরি, তোমার বদনশশীকে
মদ। হে রাহুগ্রাসে দেখে আজ আমার
আভিমানরূপ
চিত্তচকোর— হা! হা!
বিলা। হা! ছি! ও কি? ঐ ত সব নষ্ট
মদ। ছি! সময়ে কি হাসতে হয়?
কল্যে।—এমন না, মহারাজ এই দিকে
বিলা। ঐ
আসচেন? ত। দেখো, ভাই, মহারাজ
মদ। তাই করে হেসে উঠ না। আমি এখন
এলে যেন এমন পর আজ ধনদাসের মাথা
যাই। এত দিনের হয়েছে।
খাবার যোগাড় [প্রস্থান।

জগৎসিংহের প্রবেশ

রাজা (স্বগত) আজ তিন দিন এখানে
রাজা। (কেমন করেই বা আসবো?
আসি নাই। আর নিশ্বাস ত্যাগ করবার সাবকাশ
আমার কি আর দিনে প্রায় নব্বই হাজার সৈন্য
ছিল।—এ তিন একত্র হয়েছে। আর ধনকুল-
এসে এ নগরে দশ হাজার লোক সঙ্গে করে
সিংহও প্রায় আট, সহস্র বীর। দেখি, এখন মান-
আসচেন। শত কেমন করে রক্ষা করে?
সিংহ আপন রাজ্য ত পুষ্প-ধনুঃ আর পঞ্চ শর
সে যাক। এ গৃহে কোন অস্ত্রের কথা নাই। এ
ব্যতীত অন্য রণভূমি! তা কই,
ভগবান্ কন্দর্পের য়! (প্রকাশে) ওহে, বসন্ত
বিলাসবতী কোথায় নীরবে থাকে? (অবলোকন
এলে কি কোকিল —কেন প্রিয়ে, তুমি এত
করিয়া) এই যে বসে রয়েছো কেন? এ কি—
বিরসবদন হয়ে আসাতে তুমি কি আমার
এ কয়েক দিন না হয়েছ? (নিকটে উপবেশন।)
উপর বিরক্ত হয়েছ এখন এমন ভেবো না যে
দেখ, ভাই, তুমি কাছে আসি নাই।—কি
সাধ করে তোমার সঙ্গে কথা কইলে কি, ভাই,
আশ্চর্য্য! আমার যাবে? একটা কথাই কও? এ
তোমার জাত যা নিস্তব্ধ।—তা তুমি যদি ভাই,
কি? একবারে নিস্তব্ধ

আমার সঙ্গে একান্তই কথা না কবে, তবে বল, আমি ফিরে যাই। আমি শত সহস্র কর্ম্ম ফেলে রেখে তোমার এখানে এলেম, আর তুমি নীরব হয়ে বসে রইলে।

বিলা। যাও না কেন ; আমি কি তোমাকে বারণ কচ্চি ?

রাজা। কেন, ভাই, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তুমি আমার উপর আজ এত দয়াহীন হলে ?

বিলা। সে কি, মহারাজ ? আপনি হচ্যেন রাজকুল-চূড়ামণি ; তাতে আবার রাজা ভীম সিংহের জামাই হবেন ;—আমি এক জন—

রাজা। তুমি, দেখছি, ভাই, আমার উপর যথার্থই রেগেছো।—ছি! ও কি ? তুমি যে আবার নীরব হলে? দেখ, যে ব্যক্তি এত অনুগত, তার উপর কি এত রাগ করা উচিত ? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) আহা! এমন সুমধুর ধ্বনি শুনলেও কি তোমার আর রাগ যায় না ?

নেপথ্যে। গীত

[কাফীজংলা—যৎ]

মনে বুঝে দেখ না,
এ মান সহজে যাবে না,
তা কি জান না ?
যে করে তোমারে যতন অতি,
চাতুরী তাহার প্রতি ;
তার প্রতীকার, না হলে আর
কোন কথা কবে না!
যে দোষে তোমার মনোমোহিনী
হয়েছে অভিমানিনী,
সে দোষে এ বিধি, হে গুণনিধি,
পায়ে ধরে সাধ না!

রাজা। হা! হা! হা! সত্য বটে! দেখ, ভাই, তোমার সখীরা আমাকে বড় সৎপরামর্শ দিচ্যে। তা এসো, তোমার পায়েই ধরি! এখন তুমি আমার সব দোষ ক্ষমা কর। (পদধারণ।)

বিলা। (ব্যগ্রভাবে) করেন কি, মহারাজ ? ছি! ছি! আমি কেবল আপনার সঙ্গে পরিহাস কচ্ছিলেম বৈ ত নয়। বলি দেখি, মহারাজ নারীর মান রাখেন কি না।

রাজা। আর, ভাই, পরিহাস! ভাগ্যে তোমার রোগের ঔষধ পেলেম, তাই রক্ষা।—যা হউক, এখন ত আমাদের আবার ভাব হলো ?

বিলা। কেন, সখে, আমাদের ত ভাবের অভাব কখনই ছিল না!

মদনিকার পুনঃপ্রবেশ

রাজা। আরে এসো! দেখ, সখি, তোমাকে দেখলে আমার ভয় হয়।

মদ। ও মা!—সে কি, মহারাজ ? আপনি কি কথা আজ্ঞা করেন ?

রাজা। তুমি, সখি, মদন-কেতু। তুমি যে স্থানে বায়ু-চালনা কত্যে থাক, সেখানে কি আর রক্ষা থাকে। অনবরত কামদেবের রণভেরি বাজতে থাকে, প্রমাদ-প্রেমযুদ্ধ উপস্থিত হয়, আর পঞ্চশরের আঘাতে লোকের প্রাণ বাঁচান ভার হয়ে উঠে।

মদ। আপনার তার নিমিত্তে চিন্তা কি, মহারাজ ? আপনি যদি মদনের শেলাঘাতে পড়েন, তার উচিত ঔষধ আপনার কাছেই ত রয়েছে? এমন বিশল্যকরণী থাকতে আপনার ভয় কি ?

রাজা। হা! হা! সাবাশ্, সখি, ভাল কথা বলেছো। তুমি, ভাই, সরস্বতীর পিতামহী!—যা হউক, বড় তুষ্ট হলেম। এই নাও। (স্বর্ণহার প্রদান।)

মদ। (প্রণাম করিয়া) আমি মহারাজের এক জন ক্ষুদ্র দাসী মাত্র!

রাজা। বসো। (মদনিকার উপবেশন।) দেখ, সখি, তুমি ধনদাসের বিষয়ে আমাকে যে সকল কথা বলছিলে, সে কি সত্য ?

মদ। মহারাজ, আপনি যদি এ দাসীর কথায় প্রত্যয় না করেন, আমার সখীকে বরং জিজ্ঞাসা করুন।

রাজা। ধনদাস যে পরম ধূর্ত্ত আর স্বার্থপর, তা আমি এখন বিলক্ষণ টের পেয়েছি ; কিন্তু ওর যে এত দূর সাহস, এ, ভাই, আমার কখনই বিশ্বাস হয় না!

মদ। মহারাজ, স্বচক্ষে দেখলে, স্বকর্ণে শুনলে ত আপনার বিশ্বাস হবে ?

রাজা। হাঁ! তা হবে না কেন ? এর অপেক্ষা আর সাক্ষ্য কি আছে!

মদ। আজ্ঞা, তবে আমি এলেম বলে।

[প্রস্থান।

বিলা। নরনাথ, দুষ্ট ধনদাসই এ সব অনর্থের মূল।

রাজা। তার সন্দেহ কি? আমার এ বিবাহে কি প্রয়োজন ছিল? বিশেষতঃ (হস্ত ধরিয়া) বিশেষতঃ, তুমি থাকতে, ভাই, আমি কি আর কাকেও ভাল বাসতে পারি!

বিলা। ঐ তো, মহারাজ, এই সকল মধু-মাখা কথা কয়েই আপনারা কেবল আমাদের মনঃ চুরি করেন। (নিকটবর্ত্তিনী হইয়া) যথার্থ বলুন দেখি, মহারাজ, এ বিবাহে আপনার এখনও মন আছে কি না?

রাজা। রাম বল! এ বিবাহে আমার কি আবশ্যক? তবে কি না, ধনদাসের মন্ত্রণা শুনে আমার, ভাই, অহি-মূষিকের ব্যাপার হয়েছে, মানটা ত রক্ষা করা চাই। সেই জন্যেই এ সব উদ্যোগ—

মদনিকার পুনঃপ্রবেশ

মদ। মহারাজ, আপনি সত্বর এই দিকে একবার পদার্পণ কল্যে ভাল হয়। ধনদাস আসচে। (বিলাসবতীর প্রতি) ভাই, এখন মহারাজকে একবার প্রমাণটা দেখিয়ে দেও। (রাজার প্রতি) আসুন তবে, মহারাজ!

রাজা। (উঠিয়া) আচ্ছা, তবে চল। তুমি যেখানে যেতে বল, সেখানেই যাব। এমন মাজির হাতে নৌকা দেব তার ভয় কি? (উভয়ের অন্তরালে অবস্থিতি।)

বিলা। (স্বগত) ধনদাস ধূর্ত্তরাজ, কিন্তু মদনিকা আজ যে ফাঁদ পেতেছে, তা থেকে এ শৃগাল ভায়ার নিষ্কৃতি পাওয়া দুষ্কর।

ধনদাসের প্রবেশ

এসো, এসো, ধনদাস বসো। তবে, ভাই, ভাল আছ ত?

ধন। (বসিয়া) আর, ভাই, ভাল? কেমন করে ভাল থাকবো, বল? উদয়পুর থেকে ফিরে আসা অবধি, মহারাজ একবারও আমাকে রাজ-সম্মুখে ডাকেন নাই। আর কত লোকের মুখে যে কত কথা শুনি, তার আর কি বলবো? তবে তুমি যে আমাকে মনে রেখেছো, এই ভাল।

বিলা। গগন কি, ভাই, চিরকাল মেঘাবৃত থাকে?

ধন। না, তা ত থাকে না। তবে কি না তুমি যদি, ভাই, আমার এ মেঘাবৃত গগনের পূর্ণশশী হও, তা হলে আমাকে আর পায় কে?

মদ। (জনান্তিকে) মহারাজ, শুনছেন।

রাজা। (জনান্তিকে) চুপ—

ধন। (স্বগত) মদনিকা না হবে ত সহস্র বার আমাকে বলেচে, যে বিলাসবতী মনে মনে আমাকেই ভাল বাসে। আর এর ভাব ভঙ্গি দেখলে সে কথাটায় এক প্রকার বিলক্ষণ বিশ্বাসও হয়। (প্রকাশে) তুমি যে, ভাই চুপ করে রইলে? আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি, তা কি তুমি জান না?

বিলা। (ব্রীড়া-সহকারে) তা ভাই, আমি কেমন করে জানবো?

ধন। সে কি, ভাই? তুমি কি এও জান না, যে ভেক সর্ব্বদা কমলিনীর সহিত সহবাস করে বটে, কিন্তু সে ফুল যে কি সুধারসের আকর, তা কেবল মধুকরই জানে। তুমি যে কি পদার্থ, তা কি গাড়ল রাজাগুলোর কর্ম্ম বোঝা? হা! হা! হা! হা!

রাজা। (জনান্তিকে) শুনলে? শুনলে বেটার স্পর্দ্ধার কথা? ইচ্ছা হয় যে এ নরাধমের মাথাটা এই মুহূর্ত্তেই কেটে ফেলি। (অসি নিষ্কোষ করণে উদ্যত।)

মদ। (জনান্তিকে) ও কি মহারাজ? আপনি করেন কি? (হস্ত ধারণ।)

ধন। দেখ, বিলাসবতি,—

বিলা। কি বল, ভাই?

ধন। আমি ভাই, তোমার নিতান্ত চিহ্নিত দাস, আর আমি এ রাজসংসারে কর্ম্ম করে যা কিছু সংগ্রহ করেছি, সে সকলই তোমার। (স্বগত) এ মাগীর কাছে রাজদত্ত যে সকল বহুমূল্য রত্ন আছে, তার কাছে সে কোথায় লাগে? তা একে একবার হাত করবার উপায় কি? এ দেশ থেকে একে একবার নে যেতে পাল্যে হয়। (প্রকাশে) তুমি যে, ভাই, চুপ করে রইলে?

বিলা। আমি আর কি বলবো?

ধন। দেখ, কাল সকালে তো রাজা সৈন্য লয়ে মরুদেশ আক্রমণ কত্যে যাত্রা করবে। তা

সে শস্ত্রবিদ্যায় যত নিপুণ, তা কারই অগোচর নাই। রণভূমি দেখে মূর্চ্ছা না গেলে বাঁচি। হা! হা! হা! তা আমি বেশ জানি, এমন ভীত মানুষ তো আর দুটি নাই।

রাজা। (জনান্তিকে) কি! বেটা এত বড় কথা আমাকে বলে? (মারিতে উদ্যত।)

মদ। (ধরিয়া জনান্তিকে) করেন কি, মহারাজ? একটু শান্ত হউন, আরো কি বলে, শুনুন না।

ধন। আমার বিলক্ষণ বোধ হচ্যে, যে হয় এ যুদ্ধে মারা যাবে, নয় মুখে চূণকালি নিয়ে দেশে ফিরে আসবে!—

রাজা। (জনান্তিকে) ভাল, দেখি, কার মুখে চূণকালি পড়ে। কৃতঘ্ন! পামর!

ধন। তা তুমি যদি, ভাই, বল, তবে আমি সব প্রস্তুত করি। চল, আমরা কাল দুজনে এ দেশ থেকে চলে যাই। ও অধম কাপুরুষের কাছে থাকলে তোমার আর কি উপকার হবে? বালির বাঁধের ভরসা কি বল?

রাজা। (অগ্রসর হইয়া সরোষে ধনদাসের গলদেশ আক্রমণ করিয়া) রে দুরাচার নরাধম দাসীপুত্র! এই কি তোর কৃতজ্ঞতা! তুই যে দেখচি, চির-উপকারী জনের গলায় ছুরি দিতে পারিস্।

ধন। (সভয়ে) কি সর্ব্বনাশ! ইনি যে এখানে ছিলেন, তা ত আমি স্বপ্নেও জানতেম না। কি হবে? কোথায় যাব? এই বারে গেলেম, আর কি? এই দুশ্চারিণী মাগীই আমাকে মজালে।

রাজা। তোর মুখে যে আর কথাটি নাই? তুই যে কেমন লোক, তা আমি এত দিনের পর টের পেলেম। তোর অসাধ্য কর্ম্ম নাই। তা বসুমতী এমন দুরাচার পাষণ্ডের ভার আর সহ্য করবেন না! (অসি নিষ্কোষ।)

বিলা। (সসম্ভ্রমে রাজার হস্ত ধরিয়া) মহারাজ, করেন কি? ক্ষমা দেন। এ ক্ষুদ্র প্রাণীর শোণিতে আপনার অসি কলঙ্কিত হবে মাত্র। সিংহ কখন শৃগালকে আক্রমণ করে না। তা মহারাজ, আমাকে এর প্রাণটি ভিক্ষা দেন।

রাজা। প্রিয়ে, তোমার কথার অন্যথা কত্যে পারি না। আচ্ছা! প্রাণদণ্ড করবো না। (অসি কোষস্থ করিয়া) কিন্তু যাতে আমাকে ওর মুখাবলোকন কত্যে না হয়, এমন দণ্ড বিধান করা আবশ্যক।—রক্ষক!—

নেপথ্যে। মহারাজ?

রক্ষকের প্রবেশ

রাজা। দেখ্, এ দুরাচারকে নগরপালের নিকটে এই মুহূর্ত্তে লয়ে যা। আর তাকে বল্‌গে, যে এর মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গালে চূণকালি দিয়ে, একে দেশান্তর করে দেয়। আর এর যা কিছু সম্পত্তি আছে সব দরিদ্র ব্রাহ্মণ-দিগকে বিতরণ করে।

রক্ষ। যে আজ্ঞা, ধর্ম্মাবতার! (ধনদাসের প্রতি) চল—

ধন। (করযোড়ে সজল নয়নে) মহারাজ—

রাজা। চুপ্, বেহায়া। আর আমি তোর কোন কথা শুনতে চাইনে। নে যা একে! ওর মুখ দেখলে পাপ হয়।

রক্ষ। চল।

[ধনদাসকে লইয়া রক্ষকের প্রস্থান

মদ। (অগ্রসর হইয়া) আহা! প্রাণটা বেঁচেছে যে, এই রক্ষা! এখনই ভায়ার লীলা সম্বরণ হয়েছিল আর কি। হা! হা! যা হউক, ইঁদুর ভায়া সমস্ত রাত্রি চুরি করে করে খেয়ে, শেষ রাত্রে ফাঁদে পড়েছেন। হা! হা! হা!

বিলা। এ সব, ভাই, তোরই কৌশলে ঘটলো। যা হউক, মহারাজ যে ওর প্রাণটি দিলেন, এই পরম লাভ। তবে কি না, মহারাজের চোক্ দুটি যে এত দিনে খুল্‌লো, এও আহ্লাদের বিষয়।

রাজা। এ দুরাচার আমাকে যে সব কুপথে ফিরিয়েছে, তা মনে হলে লজ্জা হয়! কিন্তু কি করি, কেবল তোমার অনুরোধে ওটাকে অল্প দণ্ড দিয়ে ছেড়ে দিতে হলো।

নেপথ্যে। (রণবাদ্য) (মহারাজের জয় হউক) (রাজকুমারের জয় হউক)।

রাজা। (সচকিতে) বোধ হয়, কুমার ধন-কুলসিংহ এসে উপস্থিত হলেন। প্রিয়ে, এখন আমাকে বিদায় দিতে হবে। আমাকে এখন যেতে হলো।

বিলা। সে কি, মহারাজ? এত শীঘ্র? তবে আবার কখন দেখা হবে, বলুন?

রাজা। তা ভাই, কেমন করে বলবো? আমি কাল প্রাতেই যুদ্ধে যাত্রা করবো। যদি বেঁচে থাকি, তবে আবার দেখা হবে, নচেৎ এ জন্মের মত এই

সাক্ষাৎ হলো। (হস্ত ধরিয়া) দেখ, ভাই, যদি আমি মরেই যাই, তা হলে আমাকে নিতান্ত ভুল না, একবার মনে করো, আর অধিক কি বলবো।

বিলা। (নিরুত্তরে রোদন।)

মদ। (সজল নয়নে) বালাই, মহারাজ, এমন কথা কি মুখে আনতে আছে!

রাজা। সখি, এ বড় সামান্য ব্যাপার ত নয়। পৃথিবীর ক্ষত্রিয়-কুল এ রণক্ষেত্রে একত্র হবে। সে যা হউক। এখন এসো, বিলাসবতি, আমাকে হাস্যমুখে বিদায় দাও এসে।

মদ। এসো, সখি, মহারাজের সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত যাই। আর কাঁদলে কি হবে, ভাই? এখন পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা কর, যে মহারাজ যেন ভালয় ভালয় স্বরাজ্যে ফিরে এসেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জয়পুর, নগরপ্রান্তে রাজপথ-সম্মুখে দেবালয়
দেবালয়ের গবাক্ষদ্বারে বিলাসবতী ও মদনিকা

মদ। আর কেন, সখি? চল, এখন বাড়ী গিয়ে স্নানাদি করা যাক্‌গে, বেলা প্রায় দুই প্রহর হলো। বিশেষ দেবদর্শনের ছলে এখানে এসেছি, আর এখানে থাক্‌লে লোকে বলবে কি?

নেপথ্যে। (রণবাদ্য।)

বিলা। ঐ শোন্ লো, শোন্। মহারাজ বুঝি আবার ফিরে আসচেন।

মদ। তোমার এমনি ইচ্ছাটাই বটে। ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি, কে আসচে?

বিলা। সখি, আমি চক্ষের জলে একবারে যেন অন্ধ হয়ে পড়েছি। তা কৈ। আমি ত কাকেও দেখতে পাচ্চি না।

মদ। এখন, ভাই, কাঁদলে আর কি হবে? ঐ দেখ, মন্ত্রী মহাশয় আসচেন।

নীচে মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? হায়, একটা তুচ্ছ অগ্নিকণা এ ঘোরতর দাবানল হয়ে জ্বলে উঠলো! আহা, এতে যে কত সুন্দর তরু আর কত পশু পক্ষী পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে, তার কি আর সংখ্যা আছে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) এখন আর আক্ষেপ করা বৃথা! এ জলস্রোতঃ যখন পর্ব্বত থেকে বেরিয়েছে, তখন এর গতি রোধ করা কার সাধ্য? (নেপথ্যাভিমুখে) এ কি? অর্জ্জুনসিংহ, তোমার দল যে এখনও এখানে রয়েছে?

নেপথ্যে। আজ্ঞা, এই আমরা চললেম আর কি।

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! তোমার কি কিছুমাত্র ভয় নাই? এ কি? এ সব ময়দার গাড়ী এখনও পড়ে রয়েছে?

নেপথ্যে। মহাশয়, গরু পাওয়া ভার।

মন্ত্রী। (কর্ণ দিয়া) অ্যাঁ—কি বললে? গরু পাওয়া ভার! কি সর্ব্বনাশ! তোমরা তবে কি কত্যে আছ?

নেপথ্যে। উঠ হে, উঠ, শীঘ্র করে গাড়ী গুলন যুতে ফেল।

ঐ। আজ্ঞা, এই হলো আর কি?

ঐ। ও হে বাদ্যকরেরা, তোমরা ঘুমুতে লাগলে না কি? বাজাও! বাজাও।

ঐ। মহাশয়, আশীর্ব্বাদ করুন, এই আমরা চললেম। বাজাও হে, বাজাও।

ঐ। (রণবাদ্য) মহারাজের জয় হউক।

মন্ত্রী। (স্বগত) দেখিগে, আর কোন্ দল কোথায় কি কচ্যে? আঃ, এ সব কি একজন হতে হয়ে উঠে? ভগবান্ সহস্রলোচন পারেন কি না, সন্দেহ; আমার ত দুই চক্ষুঃ বৈ নয়।

[প্রস্থান।

বিলা। মদনিকে, চল, ভাই, আমরা ওই ময়দার গাড়ীর পেছনে পেছনে মহারাজের নিকট যাই।

মদ। তুমি, সখি, পাগল হলে না কি? চল বরং বাড়ী যাই। দেখ, বেলা প্রায় দুই প্রহরের অধিক হলো। এখন, রাজহংসীরা সরোবরে ভেসে গা শীতল কচ্যে। তা আমাদের আর এখানে থাকা উচিত হয় না।

বিলা। আমার কি আর, ভাই, ঘরে ফিরে যেতে মনঃ আছে?

মদ। হা! হা! হা! তুমি, ভাই কৃষ্ণযাত্রা আরম্ভ কল্যে নাকি? হা! হা! হা! সখি, কৃষ্ণ বিনে এ পোড়া প্রাণ আর বাঁচে না। হা! হা!

হা! ওহে রাধে! এ যমুনা-পুলিনে বসে একলা কাঁদলে আর কি হবে? তোমার বংশীবদন যে এখন মধুপুরে কুব্জা সুন্দরীকে লয়ে কেলি কচ্চ্যেন। হা! হা! হা!

বিলা। ছি; যাও মেনে, ভাই! ও সব তামাসা এখন আর ভাল লাগে না।

মদ। এ কি? ধনদাস না?

নীচে দরিদ্রবেশে ধনদাসের প্রবেশ

ধন। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত) হে বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল! আমি এত কাল রাজসংসারে থেকে নানাবিধ সুখ, ভোগ করে, অবশেষে অন্নাভাবে ক্ষুধাতুর কুক্কুরের ন্যায় আমাকে কি দ্বারে দ্বারে ফিরতে হলো? তা তোমারই বা দোষ কি? আমারই কর্ম্মের দোষ। পাপকর্ম্মের প্রতিফল এইরূপেই ত হয়ে থাকে। হায়! হায়! লোভমদে মত্ত হলে লোকের কি আর জ্ঞান থাকে? তা না হলে রঘুপতি কি সীতাকে ফেলে সুবর্ণ-মৃগের অনুসরণ কত্যেন?[২৭] এই লোভমদে মত্ত হয়ে আমি যে কত কুকর্ম্ম করেছি, তার সংখ্যা নাই। (রোদন) প্রভু, আমার অশ্রুজল দিয়া তুমি আমার পাপপঙ্কে মলিন আত্মাকে ধৌত কর! (রোদন)। হায়! হায়! আমার যদি এ জ্ঞান পূর্ব্বে হতো, তবে কি আর আমার এ দুর্দ্দশা ঘটতো।

মদ। আহা! সখি, শুনলে ত? দেখ সখি ধনদাসের দশা দেখে আমার যে কি পর্য্যন্ত দুঃখ হচ্চ্যে, তা আর কি বলবো? তুমি, ভাই, এখানে একটু থাক, আমি গিয়ে ওর সঙ্গে গোটা দুই কথা কয়ে আসি।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) ধনসঞ্চয়ের নিমিত্তে লোকে কি না করে? কিন্তু সে ধন কারো সঙ্গে যায় না। হায়, এ কথাটি যে লোকে কেন না বোঝে, এই আশ্চর্য্য। এই যে আমি এত করে একগাছি রত্নমালা গেঁথেছিলাম, সে গাছি এখন কোথায় গেলো? কে ভোগ করবে? হাঃ।

মদনিকার প্রবেশ

মদ। ধনদাস যে।

ধন। অ্যাঁ—কেন—কে ও? মদনিকা? (স্বগত) আরো কি যন্ত্রণা বাকি আছে? (প্রকাশে) দেখ, ভাই, আমি যত দূর দণ্ড পেতে হয়, তা পেয়েছি, তা তুমি আবার—

মদ। না, না, তোমার ভয় নাই। আমি তোমার আর কোন মন্দ করবো না। তোমার দুঃখে আমি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখী হয়েছি, তা তোমাকে আর কি বলবো? ধনদাস, আমি ভাই, সতী স্ত্রী নই বটে, কিন্তু আমার ত নারীর প্রাণ বটে—হাজার হউক, পরের দুঃখ দেখলে আমার মনে বেদনা হয়। তা ভাই, যা হবার হয়েছে, এখন এই নাও, আমি তোমাকে এই অঙ্গুরীটি দিলেম।

ধন। (সচকিতে) আঃ, এ অঙ্গুরীটি, ভাই, তুমি কোথা পেলে?

মদ। কেন? তুমিই যে আমাকে দিয়েছিলে। এখন ভুলে গেলে না কি? উদয়পুরের মদনমোহনকে তোমার মনে পড়ে কি? (ঈষৎ হাস্য।)

ধন। অ্যাঁ—কাকে বললে, ভাই?

মদ। মদনমোহনকে—যে তোমাকে মদনিকাকে দেখাতে চেয়েছিল। আজ তা হলো ত? এই দেখ—আমিই সেই মদনিকা!

ধন। তুমি কি তবে উদয়পুরে গিয়েছিলে?

মদ। আর কেমন করে বলবো? আমি না হলে এ সকল ঘটনা ঘটায় কে? ধনদাস, তুমি ভেবেছিলে, যে তোমার চেয়ে ধূর্ত্ত আর নাই, কিন্তু এখন টের পেলে ত, যে সকলেরই উপর উপর আছে? ভেবে দেখ দেখি, ভাই, তুমি কত বড় দুষ্ট ছিলে! সে যা হউক, ঢের হয়েছে। এখন যদি তোমার সে দুষ্ট বুদ্ধি গিয়ে থাকে তবে আমার সঙ্গে এসো। দেখি, আমি যাকে ভেঙেচি, তাকে আবার গড়তে পারি কি না।

ধন। তোমার কথা শুনে ভাই, আমি অবাক্ হয়েচি! তুমিই তবে সেই মদনমোহন? কি আশ্চর্য্য!—আমি কি কিছুমাত্র চিনতে পারি নাই?

মদ। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। ঐ দেখ, বিলাসবতী উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর কাছে ভাই আর পিরীতের কথার নামও করো না। আর দেখ, এ জন্মে কাকেও

২৭. রামায়ণের সীতাহরণ প্রসঙ্গ।

মেয়েমানুষ বলে অবহেলা করো না। তার ফল ত দেখলে? কি বল? হা! হা! হা! (বিলাসবতীর প্রতি) এসো, সখি, তুমি একবার নেবে এসো। আমার ভারি খিদে পেয়েছে। চল হে, ধনদাস, চল।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থাঙ্ক

পঞ্চমাঙ্ক
প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর, রাজগৃহ
রাজা ভীমসিংহ এবং মন্ত্রীর প্রবেশ

রাজা। কি সর্ব্বনাশ! তার পর?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজা মানসিংহ অসি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে হয় তিনি সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণাকে বিবাহ করবেন, নয় উদয়পুরকে ভস্মসাৎ করে মহারাজের রাজ্য ছারখার করবেন। রাজা জগৎসিংহেরও এইরূপ পণ।

রাজা। (ক্ষোভ ও বিরক্তির সহিত) বটে? এ কলিকালে লোকে একেই কি বীরত্ব বলে থাকে? (ললাটে করপ্রহার করিয়া) হায়! হায়! মৃতদেহে কে না খড়্গ প্রহার কত্যে পারে? আমার যদি এমন অবস্থা না হতো, তা হলে কি আর এঁরা এত দর্প কত্যে পারতেন? দেখ, আমার ধনাগার অর্থশূন্য; সৈন্য বীরশূন্য, সুতরাং আমি অভিমন্যুর মতন এ সপ্ত রথীর মধ্যে যেন নিরস্ত্র হয়ে রয়েছি; তা আমার সর্ব্বনাশ করা কিছু বিচিত্র কথা নয়।—হে বিধাতঃ, এ অপমান আমাকে আর কত দিন সহ্য কত্যে হবে? শমন আমাকে কত দিনে গ্রাস করবেন?

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনি এত চঞ্চল হলে—

রাজা। (সরোষে) বল কি, সত্যদাস? এ সকল কথা শুনে স্থির হয়ে থাকা যায়? মরুদেশের অধিপতি কে, যে তিনি আমাকে শাসান? আর রাজা জগৎসিংহও যে এখন আত্মবিস্মৃত হলেন, এও বড় আশ্চর্য্য! (পরিক্রমণ।)

মন্ত্রী। (স্বগত) হায়! হায়! এ কি রাগের সময়? আমাদের এখন যে অবস্থা, তাতে কি এ প্রবল বৈরীদলকে কটূক্তিতে বিরক্ত করা উচিত? (দীর্ঘনিশ্বাস) হা বিধাতঃ, কুমারী কৃষ্ণাকে লয়ে যে এত বিভ্রাট ঘটবে, এ স্বপ্নেরও অগোচর।

রাজা। (উপবেশন করিয়া) সত্যদাস, বসো।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ। (উপবেশন।)

রাজা। এখন এতে কি কর্ত্তব্য, তা বল দেখি? আমি ত কোন দিকেই এ বিপদ্‌সাগরের কূল দেখতে পাচ্চি না। (দীর্ঘনিশ্বাস) মন্ত্রি, এ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়া অবধি আমি কত যে সুখভোগ করেছি, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান। তা বিধাতা কি অপরাধ দেখে আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন, বল দেখি! এমন যে মণিময় রাজকিরীট, এও আমার শিরে যেন অগ্নিময় হলো! হায়! শমন কি আমাকে বিস্মৃত হলেন! এ কৃষ্ণা আমার গৃহে কেন জন্মেছিল? হায়!

মন্ত্রী। নরনাথ, এ সূর্য্যবংশীয় রাজারা পূর্ব্বকালে আপন কুল মান রক্ষার্থে যা যা কীর্ত্তি করে গেছেন, তা কি আপনার কিছুই মনে হয় না?

রাজা। সত্যদাস, তুমি ও সকল কথা আমাকে এখন আর কেন স্মরণ করিয়ে দাও? আলোক থেকে অন্ধকারে এসে পড়লে, সে অন্ধকার যেন দ্বিগুণ বোধ হয়, ও সব পূর্ব্বকথা মনে হলে কি আমার আর এক দণ্ডও বাঁচতে ইচ্ছা করে—

মন্ত্রী। মহারাজ—

রাজা। হায়, এ শৈলরাজের বংশে আমার মতন কাপুরুষ আর কে কবে জন্মগ্রহণ করেছে? ব্যাধের ভয়ে শৃগাল গহ্বরে প্রবেশ করে; কিন্তু সিংহের কি সে রীতি?

বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ

এসো, ভাই, বসো। তুমি এ সকল সংবাদ শুনেছ ত?

বলে। (উপবেশন করিয়া) আজ্ঞে, হ্যাঁ মন্ত্রীর নিকট সকলই অবগত হয়েছি। আর আমিও যে কয়েক জন দূত পাঠিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে তিন জন ফিরে এসেছে। যবনপতি আমীর আর মহারাষ্ট্রপতি মাধবজী, উভয়েই রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়েছেন।

রাজা। সে কি? আমীর না ধনকুল-সিংহের দলে ছিলেন?

বলে। আজ্ঞা, ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রবঞ্চনায় ধনকুলসিংহের প্রাণ নাশ করে, এখন আবার রাজা মানসিংহের সহায় হয়েছেন।

রাজা। আঁ! বল কি? আহা হা! আমি দেখছি, বিশ্বাসঘাতকতা এ যবনকুলের কুলব্রত!

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ নাই; ভারতবর্ষে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে।

রাজা। জয়পুর থেকে, ভাই, কি সংবাদ এসেছে, বল দেখি শুনি।

বলে। আজ্ঞা, রাজা জগৎসিংহও প্রাণপণে যুদ্ধের আয়োজন কচ্যেন। আর অনেক অনেক রাজবীরও তাঁর সহায় হয়েছেন।

মন্ত্রী। হায়! হায়! এ সমরের কথা শুনলে যে কত দিক্ থেকে কত লোক গর্জ্জে উঠবে, তার সংখ্যা নাই। ঝড় আরম্ভ হলে সাগরের তরঙ্গসমূহ কখনই শান্তভাবে থাকে না।

রাজা। না, তা ত থাকেই না। তবে এখন এতে কি কর্ত্তব্য? তুমি কি বল, বলেন্দ্র?

বলে। আজ্ঞা, আর কি বলবো? মহারাজের কিম্বা স্বদেশের হিতসাধনে, যদি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি। তবে কি না, এ বিপদ্ হতে নিষ্কৃতি পাওয়া মনুষ্যের অসাধ্য। যা হোক, যে পর্য্যন্ত আমার কায় প্রাণে বিচ্ছেদ না হয়, আমি যত্নে কখনই বিরত হবো না। এখন দেবতারা—

রাজা। ভাই, এখন কি আর সে কাল আছে, যে দেবতারা মানবজাতির দুঃখে দুঃখী হবেন। দুরন্ত কলির প্রতাপে অমরকুলও অন্তর্হিত হয়েছেন। তবে এখনও যে চন্দ্র সূর্য্যের উদয় হয়ে থাকে, সে কেবল বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধি বলে।

বলে। যদি আপনি আজ্ঞা করেন, তা হলে, না হয় একবার দেখি, বিধাতা আমাদের অদৃষ্টে কি লিখেছেন।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস) তা, ভাই, আর দেখতে হবে কেন? বুঝেই দেখ না, যদি কোন ব্যক্তি বিধাতা আমার কপালে কি লিখেছেন দেখি, এই বলে কোন উচ্চ পর্ব্বত থেকে লাফ দেয়; কিম্বা জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করে, তা হলে বিধাতা যে তার কপালে কি লিখেছেন, তা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পায়।

বলে। আজ্ঞা, তা যথার্থ বটে। তবু,—

মন্ত্রী। (বলেন্দ্রর প্রতি) আপনি একবার এই পত্রখানি পড়ে দেখুন দেখি। (পত্রপ্রদান।)

রাজা। ও কি পত্র, মন্ত্রি?

মন্ত্রী। মহারাজ, এ পত্রখানি আমি গত রাত্রে পাই। কিন্তু এ যে কে কোথ্থেকে লিখেছে, আর কে দিয়ে গেছে, তার আমি কোন সন্ধানই পাচ্চি না।

বলে। কি সর্ব্বনাশ! রাম, রাম, রাম, রাম!—এমন কথা কি মুখে আনতে আছে!

রাজা। কেন, ভাই, বৃত্তান্তটা কি, বল দেখি, শুনি?

বলে। আজ্ঞা, এ কথা আমি মুখে উচ্চারণ কত্যে পারি না, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, পড়ে দেখুন। এ কথা আপনার কর্ণগোচর করা আমার সাধ্য নয়। (রাজাকে পত্র-প্রদান।)

মন্ত্রী। কথাটা অত্যন্ত ভয়ানক বটে, কিন্তু—

বলে। রাম! রাম! আর ও কথায় প্রয়োজন কি? রাম, রাম! এও কি কথা! ছি, ছি, ছি!

মন্ত্রী। (জনান্তিকে) তা—বলি—বলি এ উপায় ভিন্ন আর যদি অন্য কোন উপায় থাকে, তা বরং আপনি বিবেচনা করে দেখুন—

বলে। আমি বিলক্ষণ বিবেচনা করেছি। মহাশয়, এ কি মনুষ্যের কর্ম্ম?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, কুল মান রক্ষা মানবজাতির প্রধান কর্ম্ম। বিশেষতঃ ক্ষত্রকুলের যে কি রীতি, তা ত আপনি জানেন।

রাজা। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক) মন্ত্রি,—

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। এ পত্রখানি তোমাকে কে লিখেছে হে?

মন্ত্রী। মহারাজ, তা আমি বলতে পারি না।

রাজা। দেখ, মন্ত্রি, এ চিকিৎসক অতি কটু ঔষধের ব্যবস্থা দেয় বটে কিন্তু এ

দেখচি, রোগ নিরাকরণ কত্তে সুনিপুণ। (দীর্ঘনিশ্বাস এবং নীরবে অবস্থান।)

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হাঁ! আর বোধ হয়, এ রোগের এই ভিন্ন আর কোন ঔষধ নাই।

রাজা। বলেন্দ্র,—

বলে। আজ্ঞা—

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাই, কি হবে?

বলে। আজ্ঞা, এ পত্রখানি আমাকে দেন, আমি ছিঁড়ে ফেলি। এ যে শত্রুর লিপি, তার কোন সন্দেহ নাই। কি সর্ব্বনাশ!

রাজা। তুমি কি বল, সত্যদাস?

মন্ত্রী। মহারাজ, বিপদ্‌কাল উপস্থিত হলে, লোকে রক্ষা হেতু আপন বক্ষঃ বিদীর্ণ করেও দেবপূজায় রক্তদান করে থাকে।

রাজা। সত্যদাস, তা যথার্থ বটে। কিন্তু বক্ষঃ বিদীর্ণ করে রক্ত দেওয়াতে আর এ কর্ম্মেতে অনেক পৃথক্।

মন্ত্রী। আজ্ঞা তা বটে। সে যাতনা অপেক্ষা এ যাতনা অধিকতর, কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন, এ সময়ে সর্ব্বনাশ হবার সম্ভাবনা; তা সর্ব্বনাশ অপেক্ষা—

রাজা। সত্যদাস, এ কথাটা মনে হলে সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত হয়, আর চতুর্দ্দিক্ যেন অন্ধকার দেখি। আঃ, কি হলো! হা পরমেশ্বর! —না, না, না,—এও কি হয়?—

মন্ত্রী। মহারাজ, মনে করে দেখুন। কত শত রাজসতী এই বংশের মানরক্ষার্থে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে দেহ ত্যাগ করেছেন; বিশেষতঃ যিনি নরপতি, তিনি প্রজাগণের পিতাস্বরূপ, তা এক জনের মায়ায় কি শত সহস্র জনকে ধনে প্রাণে নষ্ট করা উচিত?

রাজা। হাঁ, তা বটে। কিন্তু তা বলে আমি কি এই অদ্ভুত নিষ্ঠুর ব্যাপারে সম্মত হতে পারি? আর রাজমহিষী এ কথা শুনলেই বা কি বলবেন? আমাদের পুরুষকুলে জন্ম; সুতরাং আমরা অনেক সহ্য কত্তে পারি; কিন্তু—

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি এ কথা কেমন করে টের পাবেন?

রাজা। সত্যদাস, এ কথা কি গোপনে থাকবে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা না থাকতে পারে। তবে কি না, এটা একবার চুকে গেলে আর ততো ভাবনা নাই। কারণ, যে বিধাতা হতে শোকের সৃষ্টি হয়েছে, তিনিই আবার সেই শোককে অল্পজীবী করেছেন। অতএব শোক কিছু চিরস্থায়ী নয়।

রাজা। (চিন্তা করিয়া) আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।—না,—তাতেই বা কি হবে? কেবল আত্মহত্যার পাপ গ্রহণ করা। বিশেষতঃ, আপন রাজ্যের ও পরিবারের সমূহ বিপদ্ জেনে মরাও কাপুরুষতা। না, না,—কৃষ্ণা থাকতে এ বিবাদ যে মেটে, এমন ত কোন মতেই বোধ হয় না। আর এ বিবাদ ভঞ্জন না হলেও সর্ব্বনাশ। উঃ—না, না, (গাত্রোত্থান) তা বলে কি আমি এ কর্ম্মে সম্মত হতে পারি? সত্যদাস, এমন কর্ম্ম চণ্ডালেও কত্তে পারে না। আর চণ্ডাল ত মনুষ্য, এমন কর্ম্ম পশু পক্ষীরাও কত্তে বিমুখ হয়। দেখ, যে সকল জন্তুরা মাংসাশী, তারাও আবার আপন শাবকগণকে প্রাণপণ যত্নে প্রতিপালন করে।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ, এ তর্কবিতর্কের বিষয় নয়। আপনি কি বলেন, বীরবর?

বলে। আমি এতে আর কি বলবো?

রাজা। বলেন্দ্র, আমি কি, ভাই, ইচ্ছা করে আমার স্নেহপুত্তলিকা কৃষ্ণার প্রাণনাশ কত্তে সম্মত হতে পারি? যে এ পত্র লিখেছে, বোধ হয়, অপত্যস্নেহ যে কার নাম, সে তা কখনই জানে না। ভাই, এ কথাটা মনে হলে প্রাণ যে কেমন করে উঠে, তার আর কি বলবো? উঃ —(বক্ষঃস্থলে হস্তপ্রদান) হে বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি এই লিখেছিলে? আহা! এমন সরলা বালা!—আমার প্রাণপ্রতিমা নিরপরাধে— আহা! ও মা কৃষ্ণা—আঃ—(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

বলে। হায়, এ কি হলো?—কি হবে? এখানে কে আছে রে?

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। কি সর্ব্বনাশ! এ কি?—মহারাজ! —এ কি?

মন্ত্রী। বীরবর, এ দেখছি, বিষম বিপদ্ উপস্থিত। তা আসুন, আমরা মহারাজকে

এখান থেকে নিয়ে যাই। রামপ্রসাদ, তুই শীঘ্র গিয়ে রাজবৈদ্যকে ডেকে আনগে যা।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। আপনি মহারাজকে ধরুন।

[রাজাকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর, একলিঙ্গের মন্দির-সম্মুখে

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। (স্বগত) উঃ, কি অন্ধকার! আকাশে একটিও তারা দেখা যায় না। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি ভয়ানক স্থান। এখানে যে কত ভূত, কত প্রেত, কত পিশাচ থাকে, তার কি সংখ্যা আছে। মহারাজ যে এমন সময়ে এ দেউলে কেন এলেন, তা ত কিছুই বুঝতে পাচ্যি না। (সচকিতে) ও বাবা! ও কি ও? তবে ভাল!—একটা পেঁচা! আমার প্রাণটা একবারে উড়ে গেছলো! শুনেছি, পেঁচাগুলো ভূতুড়ে পাখী। তা হতে পারে। ও মধুর স্বর ভূতের কানে বই আর কার কানে ভাল লাগবে। দূর! দূর! (পরিক্রমণ) কি আশ্চর্য্য! আজ ক দিন হলো, মহারাজ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আহার, নিদ্রা, রাজকর্ম্ম, সকলই একবারে পরিত্যাগ করেছেন, আর সর্ব্বদাই "হে বিধাতঃ, আমার কপালে কি এই ছিল! হা! বৎসে কৃষ্ণা, যে তোমার রক্ষক, তাকেই কি আবার গ্রহদোষে তোমার ভক্ষক হতে হলো।" কেবল এই সকল কথাই ওঁর মুখে শুনতে পাই। (নেপথ্যে পদশব্দ—সচকিতে) ও আবার কি? লম্বা যেন তালগাছ! ও বাবা! কি সর্বনাশ! এ কি নন্দী না ভৃঙ্গী, না বীরভদ্র? বুঝি বীরভদ্রই হবে! তা না হলে এমন দীর্ঘ আকার আর কার আছে! উঃ। ও বাবা! এই দিকেই যে আসচে।

রক্ষকের প্রবেশ

কে ও? ও। রঘুবরসিংহ! আঃ! বাঁচলেম। আমি, ভাই, তোমাকে বীরভদ্র ভেবে পলাতে উদ্যত হয়েছিলাম। তা তুমিও প্রায় বীরভদ্র বট!

রক্ষ। চুপ কর হে। এত চেঁচিয়ে কথা কইও না।

ভৃত্য। কেন? কেন? কি হয়েছে?

রক্ষ। মহারাজ, বোধ হয়, অত্যন্ত সঙ্কটে পড়েছেন; বাঁচেন কি না, সন্দেহ।

ভৃত্য। বল কি, রঘুবরসিংহ?

রক্ষ। মহারাজ থেকে থেকে কেবল মূর্চ্ছা যাচ্যেন। ভগবান্ শম্ভুদাস আর তাঁর প্রধান প্রধান চেলারা অনেক ঔষধপত্র দিচ্যেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়ে উঠচে না। আহাঃ, মহারাজের দুঃখ দেখলে বুক ফেটে যায়। আর রাজকুমার বলেন্দ্রও, দেখচি, অত্যন্ত কাতর। দেখ, ভাই, বড় ঘরে ভেয়ে ভেয়ে এমন প্রণয় আমি কোথাও দেখি নাই। দুই জনে যেন এক প্রাণ।

ভৃত্য। তার সন্দেহ কি?

রক্ষ। তুমি ত, ভাই, সর্ব্বদাই মহারাজের কাছে থাক। তা মহারাজের এমন হবার কারণটা কিছু বুঝতে পার?

ভৃত্য। কৈ, না! কেন? তুমিও ত, ভাই, রাজকুমারের ওখানে থাক। তা তুমি কি কিছু জান না?

রক্ষ। কে জানে, ভাই, কিছুই ত বুঝতে পারি না! তবে অনুমানে বোধ হয়, রাজকুমারী কৃষ্ণার বিবাহ বিষয়ই এ বিপদের মূল কারণ; দেখ, এ কয়েক দিন সেনানী মহাশয়ের আর মন্ত্রী মহাশয়ের মুখে সর্ব্বদা তাঁরই নাম শুনতে পাই।

ভৃত্য। বটে? আমিও, ভাই, মহারাজের মুখে তাই শুনি।

বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ

বলে। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ; এ কি আমার কর্ম্ম; হস্তী সুকুমার কুসুমকে দলন করে ফেলে বটে? তা সে পশু বৈ ত নয়। রূপ লাবণ্য গুণবিষয়ে তার চক্ষুঃ অন্ধ। কিন্তু মনুষ্য কি কখন পশুর কাজ কত্যে পারে? না, না এ আমার কর্ম্ম নয়। আমার এখনি এ স্থান হতে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য। (প্রকাশে) রঘুবরসিংহ?

রক্ষ। কি আজ্ঞা, বীরপতি!

বলে। শীঘ্র আমার ঘোড়া আনতে বলো।

রক্ষ। যে আজ্ঞা! (ভৃত্যের প্রতি) ওহে, বড় অন্ধকারটা হয়েছে ; এসো না, ভাই, আমরা দুজনেই যাই।

ভৃত্য। আচ্ছা, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার, রক্ষা করুন, আর কি বলবো? আপনি এত বিরক্ত হলে সর্ব্বনাশ হয়! আসুন, মহারাজ আপনাকে আবার ডাকছেন।

বলে। (হস্ত ছাড়াইয়া) তুমি বল কি, মন্ত্রি? আমি কি চণ্ডাল? না পাষণ্ড? এ কি আমার কর্ম্ম? এ কলঙ্কসাগরে মহারাজ আমাকে কেন মগ্ন কত্যে চান? অ্যাঁ? আমি কি বলে মনকে প্রবোধ দেবো, বল দেখি? কৃষ্ণা আমার প্রাণপুত্তলিকা। আমি কেমন করে নিরপরাধে তার প্রাণ বিনষ্ট করি?—ঐহিক সুখের জন্যে লোক পরকাল নষ্ট করে ; কেন না পরকালে যে কি ঘটবে, তার নিশ্চয় নাই। কিন্তু তুমি বল দেখি, পাপ কর্ম্মের প্রতিফল কি ইহকালেও ভোগ কত্যে হয় না?—মন্ত্রি, তুমি এ ঘৃণাস্পদ কর্ম্ম কত্যে আমাকে আর অনুরোধ করো না।

মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার, আপনি মন্দিরের ভিতরে আসুন। এ সব কথার যোগ্য স্থল এ নয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

চারি জন সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সকলে। (মন্দিরের সম্মুখে প্রণাম করিয়া) বোম্ ভোলানাথ! (সকলের উপবেশন এবং শিবস্তব গীতান্তে) বোম্ মহাদেব!

প্রথম। গোঁসাই জি, আপনি যে বলছিলেন, অদ্য রাত্রে মহারাজের কোন বিপদ্ হবে, এর কারণ কি? আর আপনিই বা তা কি প্রকারে জানতে পারলেন?

দ্বিতীয়। বাপু, তোমরা আমার চেলা। অতএব তোমাদের নিকট আমার কোন বিষয় গোপন রাখা অতি অকর্ত্তব্য। অদ্য সায়ংকালীন ধ্যানে দেখলেম, যেন দেবদেবের চক্ষে জলধারা পড়ছে! কিঞ্চিৎ পরে রাজভবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে বোধ হলো, যেন সে স্থল হতে একটা রক্তস্রোতঃ নির্গত হচ্যে। তৎপরে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলেম, যেন প্রচণ্ড অগ্নিতে লক্ষ্মীদেবী দগ্ধ হচ্যেন, আর সকল দেবগণ হাহাকার কচ্যেন। ঐ সকলের পরেই এই ঘোরতর অন্ধকার আর মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হলো। বাপু, এ সকল কুলক্ষণ। এতে যেন কোন বিশেষ বিপদ্ উপস্থিত হবে তার সন্দেহ নাই।

প্রথম। তা আপনি কেন মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করান না।

দ্বিতীয়। বাপু, বিধাতার যা নির্ব্বন্ধ, তা অবশ্যই ঘটবে ; অতএব মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করালে কেবল তাঁকে উদ্বিগ্ন করা হবে। আর কোন উপকার নাই।

তৃতীয়। এই ত এক যুদ্ধ উপস্থিত, আর কি বিপদ্ ঘটতে পারে?

দ্বিতীয়। তা কেবল ভগবান্ একলিঙ্গই জানেন। আমার অনুমান হয়, যার নিমিত্তে এই যুদ্ধ উপস্থিত, তার প্রতিই কোন অনিষ্ট ঘটতে পারে। যা হউক, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই! এক্ষণে চল, আমরা এ স্থান হতে প্রস্থান করি। আকাশ যেরূপ মেঘাবৃত হয়েছে, বোধ হয়, অতি ত্বরায় একটা ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হবে।

সকলে। বোম্ কেদার! হর-হর-হর! বোম্-বোম্-বোম্!

[সকলের প্রস্থান।

বলেন্দ্র এবং মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ

মন্ত্রী। রাজকুমার, পিতৃসত্যপালনহেতু রঘুপতি রাজভোগ পরিত্যাগ করে বনবাসে গিয়েছিলেন।[২৮] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য। তা মহারাজের আজ্ঞা অবহেলা করা আপনার কোন মতেই উচিত হয় না।

বলে। আর ও সব কথায় আবশ্যক কি? আমি যখন মহারাজের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা

২৮. রামায়ণ প্রসঙ্গ।

করেছি, তখন কি আর তোমার মনে কোন সন্দেহ আছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, না, তা কেমন করে থাকবে?

বলে। দেখ, মন্ত্রি, তুমি মহারাজকে সাবধানে রাজপুরে আন। হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে এমন কেন ঘটলো? অবশ্য আমার পূর্ব্বজন্মে কোন পাপ ছিল; তা না হলে—

(নেপথ্যে)। বীরবর, আপনার ঘোড়া প্রস্তুত।

বলে। আচ্ছা। আমি চললেম, মন্ত্রি।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) রাজকুমার যে এ দুরূহ কর্ম্মে সম্মত হবেন, এমন ত কোন সম্ভাবনাই ছিল না। যা হউক, এখন বহু কষ্টে সম্মত হলেন। আহা! রাজকুমারী কৃষ্ণার মৃত্যু ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। হায়, হায়! হে বিধাতঃ, এ কি তোমার সামান্য বিড়ম্বনা।

রাজার প্রবেশ

রাজা। সত্যদাস, বলেন্দ্র কি গেছে? হায়, হায়! হে বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি তুমি এই লিখেছিলে? বাছা, আমি কি আর তোমার সে চন্দ্রানন দেখতে পাব না? হায়, হায়! ছিঃ, আমি কি পাষণ্ড! নরাধম—

মন্ত্রী। মহারাজ, এখন চলুন, রাজপুরে চলুন।

রাজা। সত্যদাস, আমি ও মশানে আর কেমন করে প্রবেশ করবো?

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার,—

রাজা। সত্যদাস, তুমি আমাকে কেন আর ধর্ম্মাবতার বল? আমি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম। আমি স্বয়ং কলি অবতার।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ সকল বিধাতার ইচ্ছা বৈ ত নয়!

ঝড় ও আকাশে মেঘগর্জ্জন

রাজা। (আকাশের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিয়া) রজনী দেবী বুঝি এ পামরের গর্হিত কর্ম্ম দেখে, এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন; আর চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করে, চামুণ্ডা-রূপে গর্জ্জন কচ্চ্যেন। উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার! কি কালস্বরূপ অন্ধকার! হে তমঃ, তুমি কি আমাকে গ্রাস কত্তে উদ্যত হয়েছো? উঃ! মেঘবাহন অন্ধকারকে পুনঃ পুনঃ ঐ দীপ্তিমান্ কশাঘাত করে যেন দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত কচ্চ্যেন। বজ্রের কি ভয়ঙ্কর শব্দ! এ কি প্রলয়কাল! তা আমার মস্তকে কেন বজ্রাঘাত হউক না? (উর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) হে কাল আমাকে গ্রাস কর। হে বজ্র! এ পাপাত্মাকে বিনষ্ট কর। হে নিশাদেবি! এ পাষণ্ডকে পৃথিবীতে আর কেন রাখ! বিনাশ কর।—কৈ? এখনও বজ্রাঘাত হলো না?—কৈ? বিলম্ব কেন। (হতজ্ঞানে আপন মস্তকে হস্ত দিয়া) এই নেও।—এই নেও! (কিঞ্চিৎ নীরব) কৈ? বজ্র ভয়ে পলায়ন কল্ল্যেন নাকি? (বিকট হাস্য।)[২৯]

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি বিপদ্ উপস্থিত! মহারাজ যে ক্ষিপ্তপ্রায় হলেন। (প্রকাশে) মহারাজ, আপনি ও কি করেন? আসুন, এক্ষণে রাজপুরে যাই।

রাজা। (না শুনিয়া) পরমেশ্বর কি কল্ল্যে?—মৃত্যু হবে না? কেন হবে না? কেন?—কেন?—অ্যাঁ! কি হবে? তবে কি হবে?—আমার কি হবে? (রোদন।)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি সর্ব্বনাশ! এখন কি করি? এঁকে লয়ে যাবার উপায় কি?

রাজা। এ কি? ও মা কৃষ্ণা! কেন, মা?—এস, এস, একবার তোমার মস্তক চুম্বন করি। তোমার কি হয়েছে, মা?—আহা!—আমি যে তোমার দুঃখী পিতা, মা। যাকে তুমি এত ভালবাসতে।—(রোদন) ও কি ভাই বলেন্দ্র? ও কি?—ও কি?—কি কর?—কি কর? এমন কর্ম্ম—ওঃ—(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি? এ কি? এ কি সর্ব্বনাশ!—কি হবে? এখানে যে কেউ নাই। (উচ্চৈঃস্বরে) কে আছিস্ রে!

ভৃত্য ও রক্ষকের প্রবেশ

ভৃত্য। এ কি?—কি সর্ব্বনাশ!

২৯. সেকসপীয়রের কিং লিয়র নাটকের প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

মন্ত্রী। ধর, ধর, মহারাজকে শীঘ্র রাজপুরে লয়ে চল।

[রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর, কৃষ্ণকুমারীর মন্দির

অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ

অহ। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) ভগবতি, কৈ, আমার কৃষ্ণা ত এখানে নাই?

তপ। বোধ করি, তবে রাজনন্দিনী এখনও সঙ্গীতশালা থেকে আসেন নাই। তা আপনি এত উতলা হলেন কেন?

অহ। (নিরুত্তরে রোদন।)

তপ। (হস্ত ধরিয়া) ছি, ছি! ও কি মহিষি? স্বপ্নও কি কখন সত্য হয়? তা হলে এ পৃথিবীতে যে কত শত দরিদ্র রাজা হতো ; আর কত শত রাজা দরিদ্র হতেন, তার সীমা নাই। কত লোক যে কত কি স্বপ্নে দেখে, তা কি সব সত্য হয়?

অহ। ভগবতি, আমার প্রাণটা কেমন কচ্যে ; আপনি আমার কৃষ্ণাকে ডাকুন। আমি একবার তার চাঁদবদনখানি ভাল করে দেখি। (রোদন।)

তপ। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। আপনি এমন কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন, বলুন দেখি শুনি।

অহ। ভগবতি, সে স্বপ্নের কথা মনে হলে, আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরে উঠে। (রোদন।)

তপ। কেন, বৃত্তান্তটাই কি?

অহ। আমার বোধ হলো, যেন আমি ঐ দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে এক জন ভীমরূপী বীর পুরুষ একখান অসি হস্তে করে এই মন্দিরে এসে প্রবেশ কল্যে—

তপ। কি আশ্চর্য্য! তার পর?

অহ। আমার কৃষ্ণা যেন ঐ পালঙ্কের উপর একলা শুয়ে আছে। আর ঐ বীর পুরুষ কল্যে কি, যেন ঐ পালঙ্কের নিকটে এসে তাকে খড়্গাঘাত কত্যে উদ্যত হলো ; আমি ভয়ে অমনি চীৎকার করে উঠলেম, আর নিদ্রাভঙ্গ হয়ে গেল। ভগবতি, আমার কপালে কি হবে, বলতে পারি না। (রোদন।)

তপ। আপনি কি জানেন না, মহিষি, যে স্বপ্নে মন্দ দেখলে ভাল হয়, আর ভাল দেখলে মন্দ হয়?

অহ। সে যা হৌক, ভগবতি, আমি আজ রাত্রে আমার কৃষ্ণাকে কখনই এ মন্দিরে শুতে দেবো না।

তপ। (সহাস্য বদনে) কেন মহিষি, তাতে দোষ কি? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) ঐ শুনুন! আমি বলেছিলাম কি না, যে রাজনন্দিনী সঙ্গীতশালায় আছেন। তা চলুন, আমরা সেখানেই যাই। মহিষি, আপনি কৃষ্ণার সম্মুখে কোন মতেই এত উতলা হবেন না। মেয়েটি আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে অত্যন্ত বিষণ্ন হবে। তা তাকে আর কেন বৃথা মনঃপীড়া দেবেন? আর বিবেচনা করে দেখুন না কেন, স্বপ্ন নিদ্রাদেবীর ইন্দ্রজাল বৈ ত নয়। চলুন, আমরা এখন যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

খড়্গাহস্তে বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ

বলে। (স্বগত) আমি যে কত শত বার এই মন্দিরে প্রবেশ করেছি, তার সংখ্যা নাই। কিন্তু আজ প্রবেশ কত্যে যেন আমার পা আর উঠতে চায় না। তা হবেই ত। চোরের মতন সিঁদ কেটে গৃহস্থের ঘরে ঢোকা কি বীর পুরুষের ধর্ম্ম? হায়! মহারাজ কেন আমাকে এ বিষম ঝন্ঝটে ফেললেন? এ নিদারুণ কর্ম্ম কি অন্য কারো দ্বারা হতে পারতো না? ইচ্ছা করে যে কৃষ্ণাকে না মেরে আপনিই মরি! (দীর্ঘনিশ্বাস) কিন্তু তাতে ত কোন ফল দর্শাবে না? (শয্যার নিকটবর্ত্তী হইয়া) কৈ? কৃষ্ণা ত এখানে নাই। বোধ হয়, এখনও শুতে আসে নাই। তা এখন কি করি? (পরিক্রমণ।) (নেপথ্যে গীত।) (স্বগত) আহা! হে বিধাত, আমি কি এমন কোকিলাকে চিরকালের জন্যে নীরব কত্যে এলেম? এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? এই যে কৃষ্ণা এ দিকে আসছেন! হায়, হায়! হে বিধাতঃ, তুমি কি নিমিত্ত এ রাজ-বংশের প্রতি এত প্রতিকূল হলে! এমন নিধি দিয়ে কি আবার তাকে অপহরণ করবে! হায়, হায়, বৎসে, তুমি কেন এ নিষ্ঠুর ব্যাঘ্রের গ্রাসে পড়তে আসচো! (অন্তরালে অবস্থিতি।)

কৃষ্ণার সহিত তপস্বিনীর পুনঃপ্রবেশ

তপ। বাছা, এত রাত্রি পর্য্যন্ত কি গান বাদ্যেতে মত্ত থাকতে হয়? যাও, রাজমহিষী যে শয়নমন্দিরে গেলেন। তুমিও গিয়ে শয়ন করগে, আর বিলম্ব করো না।

কৃষ্ণা। ভাল, ভগবতি, মাকে আজ এত উতলা দেখলেম কেন, বলুন দেখি? উনি আমাকে আজ রাত্রে এ মন্দিরে শুতে মানা করছিলেন কেন?

তপ। রাজনন্দিনি, একে ত মায়ের প্রাণ ; তাতে আবার তুমি তাঁর একটি মাত্র মেয়ে! আর এখন এ বিবাহের বিষয়ে যে গোলযোগ বেধে উঠেছে—

কৃষ্ণা। (সহাস্য বদনে) তবে মা কি ভাবেন, যে আমাকে কেউ এ মন্দির থেকে চুরি কর্য়ে নে যাবে?

তপ। বৎসে, তাও কি কখন হয়! চন্দ্রলোক থেকে অমৃত অপহরণ করা যার তার সাধ্য?

কৃষ্ণা। (গবাক্ষ খুলিয়া) উঃ, ভগবতি, দেখুন, কি অন্ধকার রাত্রি। নিশানাথের বিরহে রজনী দেবী যেন বেশভূষা পরিত্যাগ করে দুঃখসাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছেন।

তপ। (সহাস্য বদনে) বাছা, তুমি আবার এ সব কথা কোত্থেকে শিখলে! যাও, শয়ন করগে। আমিও এখন কুটীরে যাই। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হলো।

কৃষ্ণা। যে আজ্ঞা।

তপ। তবে আমি এখন আসিগে।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণা। (স্বগত) রাজা মানসিংহ একবার যুদ্ধে হেরেছিলেন বটে, কিন্তু শুনেছি, যে তিনি নাকি আবার অনেক সৈন্যসামন্ত লয়ে জয়পুরের রাজাকে আক্রমণ করবার উদ্যোগে আছেন ;— তা দেখি, বিধাতা, আমার কপালে কি করেন। (দীর্ঘনিশ্বাস) সুভদ্রার জন্যে অর্জ্জুন যেমন যদুকুলের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করেছিলেন এও বুঝি সেইরূপ হয়ে উঠলো।[৩০] (গবাক্ষ খুলিয়া) ইঃ, কি ভয়ানক বিদ্যুৎ। যেন প্রলয়কালের বিস্ফুলিঙ্গ পাপাত্মার অন্বেষণে পৃথিবী পর্য্যটন কচ্চ্যে। আর মেঘের গর্জ্জন শুনলে মহামহাবীর পুরুষেরও হৃৎকম্প হয়। উঃ, কি ভয়ঙ্কর ঝড়ই হচ্চ্যে। আজ এ কি মহাপ্রলয় উপস্থিত? এ মন্দির পর্ব্বতের ন্যায় অটল ; প্রবল ঝড় বইলেও এতে কোন ভয় নাই। কিন্তু যারা কুঁড়ের মত ছোট ছোট ঘরে থাকে, না জানি তাদের আজ কত কষ্ট হচ্চ্যে। আহা! পরমেশ্বর তাদের রক্ষা করুন। হে বিধাতঃ, সেই মনুষ্য, সেই বুদ্ধি, সেই আকার, কিন্তু কেউ বা অপূর্ব্ব উচ্চ সুবর্ণ অট্টালিকায় ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য ভোগ কচ্চ্যে, আর কেউ বা আশ্রয়বিহীন হয়ে বৃক্ষমূলে অতি কষ্টে কালাতিপাত করে। কিন্তু তাও বলি অট্টালিকায় বাস কল্ল্যেই যে লোকে সুখী হয় এমন নয়। আমার ত কিছুরই অভাব নাই তবে কেন আমি সুখী হই না? মনের সুখই সুখ! (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাল, আমার মনটা আজ এত চঞ্চল হলো কেন? পৃথিবীর কোন বস্তুই ভাল লাগচে না। আমার মনঃ যেন পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ব্যাকুল হয়েছে। দেখি দেখি যদি একটু শয়ন করে সুস্থ হতে পারি। তাই যাই। হে মহাদেব, এ অধীনীর প্রতি দয়া করে এর মনের চঞ্চলতা দূর কর। প্রভু, এ দাসী তোমার নিতান্ত শরণাগত। (শয়ন।)

বলেন্দ্রসিংহের পুনঃপ্রবেশ

বলে। (স্বগত) হায়! হায়! আমি এমনি কর্ম্ম কত্যে এলেম, যে পাছে একেবারে রসাতলে প্রবেশ করি, এই ভয়ে পৃথিবীতে পাদক্ষেপণ কত্যেও আশঙ্কা হচ্চ্যে। আমার এমনি বোধ হচ্চ্যে যেন পদে পদে মেদিনী আমাকে গ্রাস কত্যে আসচেন। তা হলেও এক প্রকার ভাল হয়। রজনি দেবি, তুমিই আমার সাক্ষী। আমি এ কর্ম্ম আপন ইচ্ছায় কচ্চি না (নিকটবর্ত্তী হইয়া) হায়! হায়! আমি এ রাজকুলমৃণাল থেকে এ প্রফুল্ল কনক-পদ্মটি যথার্থই কি ছিন্ন ভিন্ন কত্যে এলেম। এমন সুবর্ণমন্দিরে সিঁদ দিয়ে এর জীবনরূপ ধন অপহরণ করা অপেক্ষা কি আর পাপ আছে? (চিন্তা করিয়া) তা কি করি? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা অবহেলা

৩০. মহাভারতের সুভদ্রাহরণ কাহিনীর প্রসঙ্গ।

করাও মহাপাপ। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমার দেখচি মারীচ রাক্ষসের দশা ঘটলো,[৩১] কোন দিকেই পরিত্রাণ নাই! তা জন্মের মতন বাছার চন্দ্রবদন- খানি একবার দেখে নি! (মুখ দেখিয়া) হে বিধাতঃ, আমি কি রাহু হয়ে এমন পূর্ণ শশীকে গ্রাস কত্তে এলেম? আমি কি প্রলয়ের কালরূপে একে চিরকালের নিমিত্তে জলমগ্ন কত্তে এলেম? (নয়ন মার্জ্জন) আহা মা! আমি নিষ্ঠুর চণ্ডাল! নিরপরাধে তোমার প্রাণ নষ্ট কত্তে এসেছি। আহা! বাছা এখন নিরুদ্বেগচিত্তে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিরাম লাভ কচ্যেন; আর বোধ হয়, নানাবিধ মনোহর স্বপ্নদ্বারা পরম সুখানুভব কচ্যেন; কিন্তু নিকটে যে পিতৃব্যস্বরূপ কাল এসে উপস্থিত হয়েছে, তা ভ্রমেও জানেন না। হায়! হায়! যাকে আমি এত প্রাণতুল্য ভালবাসি, যার মমতাগুণে যুদ্ধজীবী জনের কঠিন হৃদয়ে অপার স্নেহরস প্রবাহিত হয়েছে, তাকে কি আমার নষ্ট কত্তে হলো? বলেন্দ্রের অস্ত্রের কি শেষে এই কীর্ত্তি হলো? ধিক্! ধিক্! (চিন্তা করিয়া) তবে আর কেন?—ওঃ! এ স্নেহনিগড় ভগ্ন করা কি মনুষ্যের কর্ম্ম? দ্রৌপদীর বস্ত্রের ন্যায়[৩২] একে যত খোল, ততই বাড়ে! হে পৃথিবি, তুমি সাক্ষী। হে রজনী দেবি, তুমি সাক্ষী। (মারিতে হস্ত উত্তোলন।)

কৃষ্ণা। (সহসা গাত্রোত্থান করিয়া) অ্যাঁ—অ্যাঁ—কাকা! এ কি? এ কি?

বলে। (অসি ভূতলে নিক্ষেপ।)

কৃষ্ণা। অ্যাঁ—কাকা! এ কি? আপনি যে এমন সময়ে এখানে এসেছেন?

বলে। না, এমন কিছু নয়! কেবল তোমাকে একবার দেখতে এসেছি। তা বৎসে! তা বৎসে! আমাকে বিদায় দেও। আমি চল্যেম।

কৃষ্ণা। কাকা, আপনি একজন মহাবীর পুরুষ; তা আপনার কি এ দাসীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা উচিত?

বলে। (বদনাবৃত করিয়া নিরুত্তরে রোদন।)

কৃষ্ণা। (অসি অবলোকন করিয়া স্বগত) এ কি? (অসি বক্ষঃস্থলে গোপন ও প্রকাশে) কাকা, আমি আপনার পায়ে ধচ্যি, আপনি আমাকে সকল বৃত্তান্ত খুলে বলুন।

বলে। বাছা, তুমি এ নরাধম নিষ্ঠুরকে আর কাকা বলো না। আমি ত তোমার কাকা নই, আমি চণ্ডাল, আমি তোমার কাল হয়ে এসেছিলাম। (রোদন।)

কৃষ্ণা। সে কি, কাকা?

বলে। হা আমার কুললক্ষ্মী!—হে পৃথিবী, তুমি দ্বিধা হয়ে আমাকে স্থান দান কর! (রোদন।)

কৃষ্ণা। (হস্ত ধারণ) কেন, কাকা, আপনি এত চঞ্চল হলেন কেন?

বলে। কৃষ্ণা, আমি তোমার প্রাণ নষ্ট কত্তে এসেছিলাম।

কৃষ্ণা। কেন, কাকা, আপনার কাছে আমি কি অপরাধ করেছি?

বলে। বাছা, তুমি স্বয়ং কমলা অবতীর্ণা! তুমি কি অপরাধ কাকে বলে তা জান? (রোদন) মরুদেশের রাজা মানসিংহ আর জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ, উভয়েই এই প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে হয় তোমাকে বিবাহ করবেন নয় উদয়পুরীকে ভস্মরাশি কর্য়ে এ রাজ্য লণ্ডভণ্ড করবেন। আমাদের যে এখন কি অবস্থা, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান! এই জন্যেই—

কৃষ্ণা। কাকা, আমার পিতারও কি এই ইচ্ছা যে—

বলে। মা, আমি আর কি বলবো? তাঁর অনুমতি ভিন্ন আমি কি এমন চণ্ডালের কর্ম্ম কত্তে প্রবৃত্ত হই?

কৃষ্ণা। বটে? তা এর নিমিত্তে আপনি এত কাতর হচ্যেন কেন? আপনি পিতাকে এখানে একবার ডেকে আনুন গে। আমি তাঁর পাদপদ্মে জন্মের মতন বিদায় হই। কাকা, আমি রাজপুত্রী! রাজকুলপতি ভীমসিংহের মেয়ে। আপনি বীরকেশরী। আপনার ভাইঝি। আমি কি মৃত্যুকে ভয় করি? (আকাশে কোমল বাদ্য) ঐ শুনুন! কাকা, একবার ঐ দুয়ারের

৩১. রামায়ণের কাহিনী প্রসঙ্গ।
৩২. মহাভারতের কাহিনী প্রসঙ্গ।

দিকে চেয়ে দেখুন। আহা! কি অপরূপ রূপ-লাবণ্য! উনিই পদ্মিনী সতী। উনি আমাকে এর আগে আর একবার দেখা দিয়েছিলেন ; জননি, তোমার দাসী এলো বলে। দেখ, কাকা, এ মন্দির সহসা নন্দনকাননের সৌরভে পরিপূর্ণ হলো। আহা! আমার কি সৌভাগ্য!

নেপ। (পদশব্দ।)

বলে। এ কি? এ কি?

রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্ত্রীর প্রবেশ

রাজা। (ক্ষিপ্তপ্রায় ইতস্ততঃ অবলোকন।)

মন্ত্রী। (কৃষ্ণাকে দেখিয়া স্বগত) এই যে, তবে এখনও হয় নাই। আঃ রক্ষা হউক! (অগ্রসর হইয়া বলেন্দ্রের প্রতি জনান্তিকে) রাজকুমার, আর দেখেন কি? সর্ব্বনাশ উপস্থিত! মহারাজ হঠাৎ উন্মাদপ্রায় হয়েছেন।

বলে। সে কি? সর্ব্বনাশ! (রাজার নিরাসনে উপবেশন।) হায়, হায়! কি হলো! তা মন্ত্রি, তুমি ওঁকে এখানে আনলে কেন?

মন্ত্রী। কি করি? উনি আপনিই এই দিকে এলেন। সুতরাং, আমাকে ওঁর সঙ্গে আসতে হলো। কি জানি, যদি অন্য কোথাও যান। আর একটা ভাবলেম, যে মহারাজের যখন এ অবস্থা হলো, তখন আর এ গুরুতর পাপকর্ম্মে প্রয়োজন কি? তাই আপনাকে নিবেদন কত্তে এলেম। এর পর আমার অদৃষ্টে যা হবার হবে। হায়, হায়, রাজকুমার—

রাজা। বলেন্দ্র! ছি ভাই! এমন কর্ম্মও করে। (গাত্রোত্থান করিতে করিতে) কর কি, কর কি? না,—না, না, না,—মানসিংহ, মানসিংহ, মানসিংহ! হুঁঃ! তাকে তো এখনই নষ্ট করবো। আমি এই চল্যেম। (কিঞ্চিৎ গমন) এই যে আমার কৃষ্ণা! কেন, মা? কেন?—মা, একবার বীণাধ্বনি কর।—মা, একটি গান কর।—আহাহা—ঐ, ঐ, হা আমার কুললক্ষ্মী! তুমি কোথা গেলে![৩৩] (রোদন।)

কৃষ্ণা। (রাজার অবস্থাকে শোক জ্ঞান করিয়া) কাকা, পিতা এমন কচ্যেন কেন? পিতঃ, আপনি এ সামান্য বিষয়ে এত আক্ষেপ করেন কেন? জীব মাত্রেই শমনের অধীন। তা এতে দুঃখ কল্যে আর কি হবে? জীবন কখনই চিরস্থায়ী নয়। যে আজ না মরে, সে কাল মরবে। কুলমান রক্ষার জন্যে প্রাণদান অপেক্ষা আর কি পুণ্যকর্ম্ম আছে? (আকাশে কোমল বাদ্য) ঐ শুনুন! রাজসতী পদ্মিনী আমাকে ডাকছেন! উনি এর আগে আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, যে কুলমান রক্ষার জন্যে যে যুবতী আপন প্রাণ দান করে, সুরলোকে তার আদরের সীমা নাই।" পিতঃ, আপনি এ দাসীকে জন্মের মতন বিদায় দেন! এই অন্তকালে যে মায়ের পা দুখানি দেখতে পেলেম না, এই একটা বড় দুঃখ মনে রৈল! (রোদন।)

বলে। ছি, মা, ছি! তুমি ও সকল কথা আর মুখে এনো না! তোমার শত্রুর অন্তকাল উপস্থিত হউক।

কৃষ্ণা। কাকা, এমন জীব নাই, যে বিধাতা তার অদৃষ্টে মরণ লেখেন নাই। কিন্তু সকলের ভাগ্যে মৃত্যু যশোদায়ক হয় না। অনেক তরুকে লোকে কেটে পুড়িয়ে ফেলে ; কিন্তু আবার কোন কোন তরুর কাষ্ঠে দেবপ্রতিমা নির্ম্মাণ হয়। কুলমান রক্ষার্থে কিম্বা পরের উপকারের জন্যে যে মরে, সে চিরস্মরণীয় হয়।

বলে। তুমি, মা, আর ও সব কথা কইও না। তুমি আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব! তোমার অপেক্ষা কি এ রাজপদ প্রিয়তর?

কৃষ্ণা। কাকা, আপনি এমন কথা মুখেও আনবেন না। আপনি আমাকে বাল্যকালাবধি প্রাণতুল্য ভালবাসেন, তা আপনি এখন আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করে আমাকে বিদায় দেন! পিতঃ, আপনি নরপতি ; বিধাতা আপনাকে কত শত সহস্র প্রাণীর প্রতিপালন কত্তে এই রাজপদে নিযুক্ত করেছেন ; তা আপনার তাদের সুখ দুঃখ বিস্মৃত হওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। আপনি এ দাসীকে জন্মের মতন বিদায় দেন। আপনি নীরব হলেন কেন? আমি কি অপরাধ করেছি, যে আপনি আর

৩৩. কিং লিয়রের অনুরূপ।

আমার সঙ্গে কথা কবেন না? পিতঃ, আপনার এত আদরের মেয়েকে এইবার শেষ আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এ ভবযন্ত্রণা হতে মুক্ত হয়ে সুরপুরীতে যেতে পারি। (চরণে পতন।)

রাজা। এ না মানসিংহের দূত?—এত বড় স্পর্দ্ধা, আমাকে রুদ্ধ করে?

কৃষ্ণা। (উঠিয়া) কেন, পিতঃ, আমি আপনার নিকট কি অপরাধ করেছি?

রাজা। কি অপরাধ?—আমার নিকটে ছলনা? দূর হঃ, দূর হঃ!

মন্ত্রী। এ কি সর্ব্বনাশ!—

কৃষ্ণা। হা বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? এ সময়ে পিতাও কি বিমুখ হলেন? কাকা, আমি পিতার নিকটে কি অপরাধ করেছি, যে উনি আমার প্রতি বিরক্ত হলেন? (আকাশে কোমল বাদ্য) আঃ, আমি এই যাই।—কাকা, আপনার চরণে ধরি (চরণে পতন।) আপনিই আমাকে বিদায় দেন।

বলে। উঠ মা, ছি, মা, ছি! (হস্ত ধরিয়া উত্তোলন) তুমি আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব! তোমাকে বিদায়—(আকাশে কোমল বাদ্য।)

কৃষ্ণা। জননি, এই আমি এলেম। (সহসা খড়্গাঘাত ও শয্যোপরি পতন।)

সকলে। এ কি! এ কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

বলে। হে বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল! হে পরমেশ্বর, আমাদের কি করলে! বৎসে, তুমি কি আমাদের যথার্থই ত্যাগ করলে! হায়, হায়! (রোদন।)

তপস্বিনীর প্রবেশ

তপ। এ কি? (অবলোকন করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! এ রাজকুললক্ষ্মী এ অবস্থায় কেন? হায়, হায়! এ রত্নদীপ কে নির্ব্বাণ কল্যে?—হায়, হায়! (রোদন।)

বলে। আর ভগবতি, আমাদের কি হবে! এ দিকে এই, আবার ও দিকে মহারাজের দশা দেখেচেন? আহাহা! দাদা, তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল! ভগবতি—

তপ। কেন, কেন? মহারাজের কি হয়েছে? উনি অমন কচ্যেন কেন?

বলে। আর ভগবতি, সকলই আমার অদৃষ্টে করে! মহারাজ হঠাৎ মহা উন্মাদ হয়ে উঠেছেন।

তপ। কেন? কারণ কি?

অহল্যাদেবীর বেগে প্রবেশ

অহ। (নেপথ্য হইতে) কৈ? কৈ? আমার কৃষ্ণা কোথায়? (অবলোকন করিয়া) এ কি? আমার কৃষ্ণা এমন হয়ে রয়েছে কেন? —অ্যাঁ!—এ যে রক্ত!—মহারাজ, এমন কে করলে?

তপ। মহিষি, মহারাজকে আপনি আর কেন জিজ্ঞাসা কচ্যেন? ওঁতে কি আর উনি আছেন?

অহ। তবে বুঝি উনিই এ কর্ম্ম করেছেন! ও মা, আমার কি সর্ব্বনাশ হলো! (কৃষ্ণার মুখাবলোকন করিয়া রোদন) আহা! বাছা আমার সুবর্ণলতার ন্যায় পড়ে আছেন! ও মা কৃষ্ণা, আমি তোমার অভাগিনী মা এসে ডাকছি যে। ও মা, তুমি আমাকে কি অপরাধে ছেড়ে চল্যে, মা? উঠ, মা, উঠ। ও মা, ও মা, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছো? (রোদন।)

কৃষ্ণা। (মৃদুস্বরে) মা,—এসেছো?—আমাকে পায়ের ধুল দেও। মা,—পিতা আমার উপর অত্যন্ত রাগ করেছেন,—তুমি ওঁকে আমার সকল দোষ ক্ষমা কর্‌তে বলো। মা, আমি তোমার নিকটেও অনেক বিষয়ে অপরাধী আছি, সে সকল ক্ষমা করে আমাকে এ জন্মের মতন বিদায় দেও। মা, তোমার এ দুঃখিনী মেয়েকে এর পর এক এক বার মনে করো। (মৃত্যু—আকাশে কোমল বাদ্য।)

অহ। ও মা, তুমি কি অপরাধ করেছিলে, মা! (রোদন) এ কি? আবার যে মা আমার চুপ করলেন? ও মা, কৃষ্ণা! ও মা! ও মা! ও মা! (মূর্চ্ছা।)

তপ। এ আবার কি হলো?—রাজমহিষী যে হঠাৎ অজ্ঞান হলেন। মহিষি, উঠুন, মহিষি, উঠুন, হায়, হায়! একবারে কি সব ছারখার হলো?

অহ। (চেতন পাইয়া) ভগবতি, আমি কি স্বপ্ন—মহারাজ, এ কর্ম্ম কে করলে?

ঠাকুরপো, তুমিই বল না কেন?—ও কি? (উঠিয়া) তোমরা যে সকলেই চুপ করে রৈলে?

রাজা। আঃ! (অগ্রসর হইয়া) মহিষী যে? (হস্ত ধরিয়া) দেখ, তুমি আমার কৃষ্ণাকে দেখেচো? কৈ?

অহ। মহারাজ, তুমি ও হাত দিয়ে আমাকে ছুঁও না। তোমার হাতে আমার কৃষ্ণার রক্ত লেগে রয়েছে। মহারাজ, আমি তোমার কাছে এ জন্মের মতন বিদায় হলেম।

[বেগে প্রস্থান।

মন্ত্রী। ভগবতি, আপনি একবার যান, মহিষী কোথায় গেলেন দেখুন গে।

[তপস্বিনীর প্রস্থান।

রাজা। মহিষি, কোথা যাও? কোথা যাও?—গেলে, গেলে গেলে? তুমিও গেলে। (রোদন) হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্ণা! আমি যাই মা, আমি যাই। ভাই বলেন্দ্র, কৃষ্ণা!—কৃষ্ণা! আমার কৃষ্ণা! (রোদন।)

মন্ত্রী। রাজকুমার, আমি চিরকাল এই বংশের অধীন, আমাকে কি শেষে এই দেখতে হলো। (রোদন।)

অন্তঃপুরে রোদনধ্বনি, তপস্বিনীর পুনঃপ্রবেশ

তপ। হায়! হায়! কি হলো!—রাজকুমার, রাজমহিষীও স্বর্গারোহণ কল্যেন। হায়, হায়! আমি এমন সর্ব্বনাশ কোথাও দেখি নাই। এ কি বিধাতার সামান্য বিড়ম্বনা? হায় হায়, হায়!

বলে। মন্ত্রি, আর কি? সকলই শেষ হলো। (রোদন) হায়! হায়! হায়! মৃত্যু কি আমাকে ভুলে আছেন?—দাদা, ঐ দেখুন, আমাদের রাজকুললক্ষ্মী মহানিদ্রায় অবশ হয়ে আছেন। আর এ রাজ্যে প্রয়োজন কি? হায়, হায়!

রাজা। বলেন্দ্র, ভাই, কৃষ্ণা! কৃষ্ণা!—আমার কৃষ্ণা।

বলে। আহাহা! দাদা, তোমার জ্ঞান শূন্য হয়েছে, তুমি এর কিছুই জানতে পাচ্যো না। হায়! হায়! হায়! তা, ভাই, এ তো তোমার সৌভাগ্য বলতে হবে! হায়, এমন সময়ে জ্ঞান থাকা চেয়ে অজ্ঞান হওয়া ভাল! এ যাতনা কি সহ্য করা যায়! (রোদন।)

সত্য। রাজকুমার, আর আক্ষেপ করা বৃথা। মহারাজকে এখান থেকে লয়ে যাওয়া যাক। আর আসুন, এ বিষয়ে যা কর্ত্তব্য, দেখা যাক্‌গে। এ দিকের তো সকলি শেষ হলো। হায়, হায়! হে বিধাতঃ, তোমার কি অদ্ভুত লীলা। আসুন রাজকুমার, আর বিলম্বে প্রয়োজন কি?

যবনিকা পতন

মায়া-কানন

পুরুষ-চরিত্র

বৃদ্ধ রাজা (সিন্ধুদেশাধিপতি)। অজয় (সিন্ধুর রাজকুমার, শেষ রাজা)। সিন্ধুরাজমন্ত্রী। ধূমকেতু (গুর্জ্জরদেশের রাজা)। গুর্জ্জররাজমন্ত্রী। ভীমসিংহ (গুর্জ্জররাজের সেনানী)। রামদাস (অরুন্ধতীর শিষ্য)। আত্মা (মৃত সিন্ধুরাজের আত্মা)। বৃদ্ধ (বিচারার্থী)। মদন (ঐ বৃদ্ধের কন্যা সুভদ্রার পাণিপ্রার্থী)। নৃসিংহ (ঐ)। দৌবারিক, নাগরিক, পার্শ্বচর, বীর পুরুষ, পঞ্চালের দূত, গুর্জ্জরের দূত, রক্ষক, মধুদাস, মাতাল ও ঢুলী ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

ইন্দুমতী (গান্ধারের পদচ্যুত রাজা মকরধ্বজের কন্যা)। শশিকলা (সিন্ধুরাজের কন্যা)। সুনন্দা (ইন্দুমতীর সখী)। কাঞ্চনমালা (শশিকলার সখী)। অরুন্ধতী (তপস্বিনী)। সুভদ্রা (বিচারার্থী বৃদ্ধের কুমারী কন্যা)।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতাবৃত পথ, পশ্চাতে সিন্ধু নগর, সম্মুখে মায়া-কানন

ইন্দুমতী এবং পুষ্পপাত্র ও ধূপদান হস্তে সুনন্দার ছদ্মবেশে প্রবেশ

ইন্দু। সখি! ঐ কি সেই মায়া-কানন?

সুন। হাঁ রাজকুমারি!

ইন্দু। হা, ধিক্ সখি! তোর কি কিছুই জ্ঞান নাই? আমাদের কপালগুণে বিধাতা কি তোরেও একবারে জ্ঞানহারা করেছেন?

সুন। কেন?

ইন্দু। কেন? কেন কি? আমি রাজকুমারী, এমন কি, রাজরাজেন্দ্রকুমারী,—তবুও এ অবস্থায় আমারে ওরূপ সম্বোধন করা আর কি সাজে? তুই কি কিছুই বুঝিস্ না?

সুন। (ক্ষুণ্নমনে) হা বিধাতা! তোর মনে কি এই ছিল? সখি! পোষা পাখী একবার যা শিখেছে, সে কি আর সহজে তা ভুলতে পারে? কখনো না কখনো সে কথা তার মুখ দিয়ে অবশ্যই বেরিয়ে পড়ে। তা সখি! এ বিজন দেশে এমন কে আছে যে, আমাদের এ কথা শুনলে অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা?

ইন্দু। সুনন্দা! এখানে কেউ থাক্ আর না থাক্, প্রতিধ্বনি ত আছে; আর আমাদের এখন এমনি অবস্থা যে, প্রতিধ্বনির কাণেও ও কথা তোলা অনুচিত। তা দেখিস্, তুই যেন সতত সতর্ক থাকিস্। এখন বল্ দেখি,—ঐ কি সেই মায়া-কানন? তা ওখানে গেলে আমাদের কি ফল লাভ হবে?—আর তুই ও সম্বন্ধে কি কি শুনিছিস?

সুন। সখি! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী আমারে বারংবার বলেছেন যে, "ঐ মায়াকাননে এক পাষাণময়ী দেবীমূর্ত্তি আছে।—যে লগ্নে দিনমণি কন্যারাশির সুবর্ণগৃহে প্রবেশ করেন, সেই সুলগ্নে যদি কোনো পবিত্রস্বভাবা কুমারী, কি সুপবিত্র অনূঢ় যুবা ঐ দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করে, তবে কুমারী হইলে স্বীয় ভবিষ্যৎ বরকে আর পুরুষ হইলে আপন ভাবী পত্নীকে সম্মুখে দেখ্‌তে পায়।"—আর আজ প্রাতঃকালে তপস্বিনী আমারে বলেছেন, "অদ্য দিবা দুই প্রহরের পর সেই শুভ লগ্ন।"—তা আমার এই বাসনা যে, ঐ সুসময়ে তুমি দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর, দেখি আমাদের ভাগ্যে কি আছে!

ইন্দু। সখি! এ কথাতে কি কখনো বিশ্বাস হয়?

সুন। বল কি সখি! তবে অরুন্ধতী দেবী কি মিথ্যাবাদিনী? না দৈব ব্যাপারে অনভিজ্ঞা?

ইন্দু। তা নয় সখি!—তবে কি, সে সব কথা শুনলে আমার মনে ভয় হয়। ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গর্ভে যে কি আছে, তার অনুসন্ধান করা অনুচিত কর্ম্ম। বিধাতা যখন ভবিষ্যৎকে গূঢ় আবরণ দিয়ে আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত করে

রেখেছেন, তখন সে আবরণ উত্তোলন কত্তে চেষ্টা করা কি আমাদের উচিত?

সুন। তা যা হোক্ সখি, তুমি এখন চলো।

ইন্দু। সখি! আমার পা যেন আর চলে না। এই দেখ, আমার সর্ব্বশরীর থর্ থর্ করে কাঁপছে। তুই কেন আমারে এ বিপদে ফেলতে এনিছিস্?

সুন। সখি। আমি কি তোমার শত্রু?— তুমি এই জেনো যে, তোমার সঙ্গে যাঁর বিবাহ হবে, অবশ্যই আজ তুমি তাঁকে দেখতে পাবে। তুমি রাজনন্দিনী, তোমার কি এত হীনসাহস হওয়া সাজে?

ইন্দু। সখি! কি বল্লি?—আমার বিবাহ? আমার বর?—যম।—(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) যেমন যদুপতি, বাসুদেব রুক্মিণী দেবীকে হরণ করেছিলেন,[১] তেমনি মৃত্যুপতি কৃতান্ত যদি এ দাসীরে শীঘ্র শীঘ্র হরণ করেন, তবেই আমি বাঁচি! (সজলনয়নে) এ জীবনে কি আমার আর সুখ ভোগের বাঞ্ছা আছে?— তাও কি তুমি মনে কর সখি? (দীর্ঘনিশ্বাস।)

সুন। (সজলনয়নে) সখি! কেন তুমি আমার হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ যাতনা দেও! বার বার তুমি আর ও সকল কথা বলো না। বিধাতা কি তোমারে চিরদিন এই অবস্থায় রাখবেন? —তা এখন চলো, এই সেই কাননের দ্বার।

উভয়ের মায়াকাননে প্রবেশ

সখি! ঐ দেখ, কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! আর এটি কি মনোরম কানন!—এ যে দেবস্থান, তার আর কোন সন্দেহ নাই। (করযোড় করিয়া দেবীমূর্ত্তির প্রতি) দেবি! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ;—আমার এ সখী যে কে, তা আপনি অবশ্যই জানেন। আর আমরা যে, কি অভিলাষে আপনার শ্রীচরণ-সন্নিধানে এসেছি, তাও আপনার অবিদিত নয়। প্রার্থনা করি, একটি বার ভবিষ্যতের দ্বার মুক্ত করুন।—(ইন্দুমতীর প্রতি) দেখ সখি! ভগবতী বনদেবী কখনই আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হবেন না। দেবতারা কখনই অকৃত্রিম ভক্তি অবহেলা করেন না। তা তুমি ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর।

ইন্দু। সুনন্দা! তুই কেন আমারে এখানে নিয়ে এলি?—আমি যে দাঁড়াতে পাচ্চি না,— আঃ!— আমার মন এমনি চঞ্চল হয়ে উঠেছে যে, আমি এখান থেকে যেতে পাল্লেই বাঁচি।— তা তুই আয়, আমরা দুজনে পালাই। এই ভয়ঙ্কর পর্ব্বতকাননে কত যে হিংস্র জন্তু আছে, তা কে বলতে পারে? আমরা দুজনে সহায়হীনা, সঙ্গে কেউ নাই,— আয় আমরা পালাই; — আমার হৃৎকম্প হচ্চে!

সুন। বল কি সখি! এ মহাদেবীর সম্মুখে কি কোন হিংস্র জন্তু সাহস করে আসতে পারে? তা এখন তুমি এই পুষ্প লয়ে দেবীকে অঞ্জলি দিয়ে পূজা কর।— হয় ত এর পর সে শুভ লগ্ন অতীত হয়ে যাবে।

ইন্দু। সখি! আমার মন চায় না যে আমি এ বিষয়ে হাত দিই। তোকে আমি বার বার বলেছি, ভবিষ্যৎ বিষয় জানবার চেষ্টা করা অজ্ঞানের কর্ম্ম। সে চেষ্টা কত্তেই নাই।

সুন। সখি! তুমি এত ভয় পাচ্চো কেন? এ তো তোমার স্বভাব নয়। এই নাও, ফুল নাও।

পুষ্প প্রদান

ইন্দু। সুনন্দা! দেখিস্, আমারে যেন কোনো বিষম বিপদে ফেলিস্ নি। (দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া) দেবি! যদি জনরব সত্য হয়, তবে আপনি আমার ভাবী পতিকে আমার দর্শনপথে উপস্থিত করুন, আর যদি আমার ভাগ্যে বিবাহ না থাকে,—(আকাশে বজ্রধ্বনি) সুনন্দা!—সুনন্দা!—এ কি সর্ব্বনাশ! ইস্—ইস্! বসুমতী যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্ছেন! উঃ কাননের বৃক্ষশাখা-কম্পনে যেন ঝড় উপস্থিত হলো! বোধ হচ্চে, ভগবতী বনদেবী আমার উপর প্রসন্ন নন!— সুনন্দা! তুই আমাকে ধর্ আমি আর দাঁড়াতে পারি নি! (সুনন্দা ইন্দুমতীকে ধারণ করিয়া উপবেশন)

১. ভাগবতপুরাণের কাহিনী প্রসঙ্গ।

সুন। ভয় কি?—ভয় কি? ভগবতী বন-দেবীই আমাদের এ সঙ্কটে রক্ষা কর্‌বেন।

ইন্দু। আর বনদেবী!—আমরা এ কাননে প্রবেশ করে বনদেবীর কাছে অপরাধিনী হয়েছি। আমার বোধ হচ্ছে, তিনিই আমাদের পাপের প্রতিফল দিতে উদ্যত হয়েছেন! আমি ত তোকে প্রথমেই বলেছিলেম যে আমাদের এ কাননে আসাই অনুচিত হয়েছে!—হায়! কেন যে, অরুন্ধতী দেবী তোরে অমন কথা বলেছিলেন, তা আমি এখনো বুঝ্‌তে পাচ্চি না। যা হোক্,—যা হয়েছে, আর অধিক ক্ষণ এখানে থেকে দেবতাদের কোপ বৃদ্ধি করা উচিত নয়;—তা চল্ আমরা শীঘ্র পা— (নেপথ্যে শৃঙ্গধ্বনি) ও মা! এ আবার কি?

সুন।—হাঃ হাঃ হাঃ! তোমার বর আসছেন আর কি?—ভগবতী অরুন্ধতী দেবী কি মিথ্যাবাদিনী?—(নেপথ্যে পদশব্দ)

ইন্দু। (সচকিতে) সখি! কে যেন এক জন এ দিকে আসছে! কি আশ্চর্য্য! এ দেবমায়া ত কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।—শুনেছি, এই সব নির্জ্জন প্রদেশে সর্ব্বদাই দেবদৈত্যদের গতিবিধি, হয় ত তাঁদেরই কেউ হতে পারে। তবেই ত আমরা গেলেম। আয় আমরা দেবীর পশ্চাতে লুকুই। (পশ্চাতে লুকাইয়া করযোড়ে দেবীর প্রতি সকরুণ ভয়ে) হে বনদেবি!—হে মাতঃ!—এ বিপদে আপনি আমাদের রক্ষা করুন!

মৃগয়াবেশধারী রাজকুমার অজয়ের প্রবেশ

অজয়। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! বরাহটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথা পালালো? এই না সেই মায়াকানন?—লোকে বলে, এই কাননে এক পাষাণময়ী দেবী-প্রতিমা আছেন,—সূর্য্যদেবের কন্যারাশিতে প্রবেশকালে সেই বনদেবীর পদে শুদ্ধচিত্তে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কল্লে পুরুষ আপন ভাবী পত্নীকে আর স্ত্রী আপন ভবিষ্যৎ স্বামীকে সম্মুখে দেখ্‌তে পায়!—(সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া) বা! ঐ যে! আমার সম্মুখেই সেই পাষাণময়ী দেবী রয়েছেন! আর ওঁর পদতলে পুষ্পরাশিও বিকীর্ণ দেখতে পাচ্চি!—এই যে!—এ দিকে পুষ্পপাত্রে আরও অনেক ফুল সাজানো রয়েছে!—এ সব কে রাখ্‌লে? এই বিজন অরণ্যে ত জনপ্রাণীরও সঞ্চার নাই!—(চিন্তা করিয়া) হাঁ, তাও ত বটে! আজি যে রবিদেব কন্যার সুবর্ণমন্দিরে প্রবেশ কর্‌বেন!—সেই জন্যেই বা কোনো অজ্ঞাতভাগ্য পরিণয়াকাঙ্ক্ষী এই দেবীর পদতলে আপনার অদৃষ্ট পরীক্ষা করে গিয়েছে। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) তা বেশ ত! আমিও কেন এই লগ্নে ভগবতীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি না। সেই-ই ভাল।—(পুষ্প গ্রহণ করিয়া) হে বনদেবি! হে করুণাময়ি! যদি আমার ভাগ্যে বিবাহ থাকে, তবে যিনি আমার ভাবী পত্নী হবেন, দয়া করে তাঁরে আমার সম্মুখে উপস্থিত করুন। আপনার প্রসাদে যাঁরে আমি এ স্থানে দেখ্‌তে পাবো, এ জন্মে তাঁরে ছেড়ে অপর কোন রমণীর পাণিগ্রহণ কর্‌বো না, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

পুষ্পাঞ্জলি প্রদান

সুন। (ইন্দুমতীর হস্ত ধারণ করিয়া সকৌতুকে) সখি! এখন আমারো বড় ভয় হচ্চে—(রাজপুত্রকে নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ যে যুবা পুরুষটি দেখ্‌চো,—বিলক্ষণ জেনো, উনিই তোমার স্বামী। এখন দেখ্‌লে ত বনদেবীর কি অপূর্ব্ব মহিমা!

ইন্দু। (কপট ক্রোধে) সুনন্দা! তুই চুপ কর্। তোর কি একটুও লজ্জা নাই?—ঐ মৃগয়াবেশী যে কে, তা ত আমরা জানি না।—দেখ্, ওঁর হাতে অস্ত্র আছে। হয় ত আমাদের দুজনকেই উনি বিনাশ কত্তে পাবেন।

সুন। (সহাস্যে) সখি! আমার আর সে ভয় নাই। উনিই এই সিন্ধুদেশের যুবরাজ। আমি ওঁকে অনেক বার দেখিছি।

অজয়। (পরিক্রমণপূর্ব্বক উভয়কে অব-লোকন করিয়া সবিস্ময়ে) এ কি? এঁরা কে? —দেবী কি মানবী?—আহা! কি অপরূপ রূপমাধুরী!—দেবকন্যাই বোধ হচ্চে।—নতুবা এমন নিবিড় তমসাচ্ছন্ন বনস্থলীতে মানবকুলসম্ভবা এতাদৃশ মনোহর কমলিনী কি প্রস্ফুটিত হওয়া সম্ভব? (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) হাঁ, তাও ত হতে পারে! আমার পূজায় সুপ্রসন্ন হয়েই ভগবতী বনদেবী এই দুটি রমণীকে এখানে

রেখেছেন, তখন সে আবরণ উত্তোলন কত্তে চেষ্টা করা কি আমাদের উচিত?

সুন। তা যা হোক্ সখি, তুমি এখন চলো।

ইন্দু। সখি! আমার পা যেন আর চলে না। এই দেখ, আমার সর্ব্বশরীর থর্ থর্ করে কাঁপছে। তুই কেন আমারে এ বিপদে ফেলতে এনিছিস্?

সুন। সখি। আমি কি তোমার শত্রু?—তুমি এই জেনো যে, তোমার সঙ্গে যাঁর বিবাহ হবে, অবশ্যই আজ তুমি তাঁকে দেখতে পাবে। তুমি রাজনন্দিনী, তোমার কি এত হীনসাহস হওয়া সাজে?

ইন্দু। সখি! কি বল্লি?—আমার বিবাহ? আমার বর?—যম।—(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) যেমন যদুপতি, বাসুদেব রুক্মিণী দেবীকে হরণ করেছিলেন,[১] তেমনি মৃত্যুপতি কৃতান্ত যদি এ দাসীরে শীঘ্র শীঘ্র হরণ করেন, তবেই আমি বাঁচি! (সজলনয়নে) এ জীবনে কি আমার আর সুখ ভোগের বাঞ্ছা আছে?—তাও কি তুমি মনে কর সখি? (দীর্ঘনিশ্বাস।)

সুন। (সজলনয়নে) সখি! কেন তুমি আমার হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ যাতনা দেও! বার বার তুমি আর ও সকল কথা বলো না। বিধাতা কি তোমারে চিরদিন এই অবস্থায় রাখবেন? —তা এখন চলো, এই সেই কাননের দ্বার।

উভয়ের মায়াকাননে প্রবেশ

সখি! ঐ দেখ, কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! আর এটি কি মনোরম কানন!—এ যে দেবস্থান, তার আর কোন সন্দেহ নাই। (করযোড় করিয়া দেবীমূর্ত্তির প্রতি) দেবি! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ;—আমার এ সখী যে কে, তা আপনি অবশ্যই জানেন। আর আমরা যে, কি অভিলাষে আপনার শ্রীচরণ-সন্নিধানে এসেছি, তাও আপনার অবিদিত নয়। প্রার্থনা করি, একটি বার ভবিষ্যতের দ্বার মুক্ত করুন।—(ইন্দুমতীর প্রতি) দেখ সখি! ভগবতী বনদেবী কখনই আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হবেন না। দেবতারা কখনই অকৃত্রিম ভক্তি অবহেলা করেন না। তা তুমি ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর।

ইন্দু। সুনন্দা! তুই কেন আমারে এখানে নিয়ে এলি?—আমি যে দাঁড়াতে পাচ্চি না,—আঃ!—আমার মন এমনি চঞ্চল হয়ে উঠেছে যে, আমি এখান থেকে যেতে পাল্লেই বাঁচি।—তা তুই আয়, আমরা দুজনে পালাই। এই ভয়ঙ্কর পর্ব্বতকাননে কত যে হিংস্র জন্তু আছে, তা কে বলতে পারে? আমরা দুজনে সহায়হীনা, সঙ্গে কেউ নাই,—আয় আমরা পালাই;—আমার হৃৎকম্প হচ্চে!

সুন। বল কি সখি! এ মহাদেবীর সম্মুখে কি কোন হিংস্র জন্তু সাহস করে আসতে পারে? তা এখন তুমি এই পুষ্প লয়ে দেবীকে অঞ্জলি দিয়ে পূজা কর।—হয় ত এর পর সে শুভ লগ্ন অতীত হয়ে যাবে।

ইন্দু। সখি! আমার মন চায় না যে আমি এ বিষয়ে হাত দিই। তোকে আমি বার বার বলেছি, ভবিষ্যৎ বিষয় জানবার চেষ্টা করা অজ্ঞানের কর্ম্ম। সে চেষ্টা কত্তেই নাই।

সুন। সখি! তুমি এত ভয় পাচ্চো কেন? এ তো তোমার স্বভাব নয়। এই নাও, ফুল নাও।

পুষ্প প্রদান

ইন্দু। সুনন্দা! দেখিস্, আমারে যেন কোনো বিষম বিপদে ফেলিস্ নি। (দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া) দেবি! যদি জনরব সত্য হয়, তবে আপনি আমার ভাবী পতিকে আমার দর্শনপথে উপস্থিত করুন, আর যদি আমার ভাগ্যে বিবাহ না থাকে,—(আকাশে বজ্রধ্বনি) সুনন্দা!—সুনন্দা!—এ কি সর্ব্বনাশ! ইস্—ইস্! বসুমতী যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্ছেন! উঃ কাননের বৃক্ষশাখা-কম্পনে যেন ঝড় উপস্থিত হলো! বোধ হচ্চে, ভগবতী বনদেবী আমার উপর প্রসন্ন নন!—সুনন্দা! তুই আমাকে ধর্ আমি আর দাঁড়াতে পারি নি! (সুনন্দা ইন্দুমতীকে ধারণ করিয়া উপবেশন)

১. ভাগবতপুরাণের কাহিনী প্রসঙ্গ।

সুন। ভয় কি?—ভয় কি? ভগবতী বন-দেবীই আমাদের এ সঙ্কটে রক্ষা কর্‌বেন।

ইন্দু। আর বনদেবী!—আমরা এ কাননে প্রবেশ করে বনদেবীর কাছে অপরাধিনী হয়েছি! আমার বোধ হচ্ছে, তিনিই আমাদের পাপের প্রতিফল দিতে উদ্যত হয়েছেন! আমি ত তোকে প্রথমেই বলেছিলেম যে আমাদের এ কাননে আসাই অনুচিত হয়েছে!—হায়! কেন যে, অরুন্ধতী দেবী তোরে অমন কথা বলেছিলেন, তা আমি এখনো বুঝ্‌তে পাচ্চি না। যা হোক্,—যা হয়েছে, আর অধিক ক্ষণ এখানে থেকে দেবতাদের কোপ বৃদ্ধি করা উচিত নয়;—তা চল্ আমরা শীঘ্র পা— (নেপথ্যে শৃঙ্গধ্বনি) ও মা! এ আবার কি?

সুন।—হাঃ হাঃ হাঃ! তোমার বর আসছেন আর কি?—ভগবতী অরুন্ধতী দেবী কি মিথ্যাবাদিনী?—(নেপথ্যে পদশব্দ)

ইন্দু। (সচকিতে) সখি! কে যেন এক জন এ দিকে আসছে! কি আশ্চর্য্য! এ দেবমায়া ত কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।—শুনেছি, এই সব নির্জ্জন প্রদেশে সর্ব্বদাই দেবদৈত্যদের গতিবিধি, হয় ত তাঁদেরই কেউ হতে পারে। তবেই ত আমরা গেলেম। আয় আমরা দেবীর পশ্চাতে লুকুই। (পশ্চাতে লুকাইয়া করযোড়ে দেবীর প্রতি সকরুণ ভয়ে) হে বনদেবি!—হে মাতঃ!—এ বিপদে আপনি আমাদের রক্ষা করুন!

মৃগয়াবেশধারী রাজকুমার অজয়ের প্রবেশ

অজয়। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! বরাহটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথা পালালো? এই না সেই মায়াকানন?—লোকে বলে, এই কাননে এক পাষাণময়ী দেবী-প্রতিমা আছেন,—সূর্য্যদেবের কন্যারাশিতে প্রবেশকালে সেই বনদেবীর পদে শুদ্ধচিত্তে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কল্লে পুরুষ আপন ভাবী পত্নীকে আর স্ত্রী আপন ভবিষ্যৎ স্বামীকে সম্মুখে দেখ্‌তে পায়!—(সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া) বা! ঐ যে! আমার সম্মুখেই সেই পাষাণময়ী দেবী রয়েছেন! আর ওঁর পদতলে পুষ্পরাশিও বিকীর্ণ দেখতে পাচ্চি!—এই যে!—এ দিকে পুষ্পপাত্রে আরও অনেক ফুল সাজানো রয়েছে!—এ সব কে রাখ্‌লে? এই বিজন অরণ্যে ত জনপ্রাণীরও সঞ্চার নাই!—(চিন্তা করিয়া) হাঁ, তাও ত বটে! আজি যে রবিদেব কন্যার সুবর্ণমন্দিরে প্রবেশ কর্‌বেন!—সেই জন্যেই বা কোনো অজ্ঞাতভাগ্য পরিণয়াকাঙ্ক্ষী এই দেবীর পদতলে আপনার অদৃষ্ট পরীক্ষা করে গিয়েছে। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) তা বেশ ত! আমিও কেন এই লগ্নে ভগবতীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি না। সেই-ই ভাল।—(পুষ্প গ্রহণ করিয়া) হে বনদেবি! হে করুণাময়ি! যদি আমার ভাগ্যে বিবাহ থাকে, তবে যিনি আমার ভাবী পত্নী হবেন, দয়া করে তাঁরে আমার সম্মুখে উপস্থিত করুন। আপনার প্রসাদে যাঁরে আমি এ স্থানে দেখ্‌তে পাবো, এ জন্মে তাঁরে ছেড়ে অপর কোন রমণীর পাণিগ্রহণ কর্‌বো না, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

পুষ্পাঞ্জলি প্রদান

সুন। (ইন্দুমতীর হস্ত ধারণ করিয়া সকৌতুকে) সখি! এখন আমারো বড় ভয় হচ্চে—(রাজপুত্রকে নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ যে যুবা পুরুষটি দেখ্‌চো,—বিলক্ষণ জেনো, উনিই তোমার স্বামী। এখন দেখ্‌লে ত বনদেবীর কি অপূর্ব্ব মহিমা!

ইন্দু। (কপট ক্রোধে) সুনন্দা! তুই চুপ কর্! তোর কি একটুও লজ্জা নাই?—ঐ মৃগয়াবেশী যে কে, তা ত আমরা জানি না।—দেখ্, ওঁর হাতে অস্ত্র আছে। হয় ত আমাদের দুজনকেই উনি বিনাশ কত্তে পাবেন।

সুন। (সহাস্যে) সখি! আমার আর সে ভয় নাই। উনিই এই সিন্ধুদেশের যুবরাজ। আমি ওঁকে অনেক বার দেখিছি।

অজয়। (পরিক্রমণপূর্ব্বক উভয়কে অব-লোকন করিয়া সবিস্ময়ে) এ কি? এঁরা কে? —দেবী কি মানবী?—আহা! কি অপরূপ রূপমাধুরী!—দেবকন্যাই বোধ হচ্চে।—নতুবা এমন নিবিড় তমসাচ্ছন্ন বনস্থলীতে মানবকুলসম্ভবা এতাদৃশ মনোহর কমলিনী কি প্রস্ফুটিত হওয়া সম্ভব? (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) হাঁ, তাও ত হতে পারে! আমার পূজায় সুপ্রসন্ন হয়েই ভগবতী বনদেবী এই দুটি রমণীকে এখানে

উপস্থিত করেছেন। এঁদেরি মধ্যে একটিই আমার হৃদয়তোষিণী হবেন। (করযোড়ে দেবীর প্রতি) হে বনদেবি! মা! তোমার কি অচিন্ত্য মহিমা! তোমাকে শত বার প্রণাম করি! যদি আমার অনুমান অসত্য না হয়, তা হলে এই দুটি রমণীর মধ্যে যেটি উষা-পদ্মিনীর ন্যায় সলজ্জায় ঈষৎ ফুল্লমুখী, সেইটিই অবশ্য এই সিন্ধুরাজপুরের পাটেশ্বরী হবেন। দেবি! যদি তোমার শ্রীচরণকৃপায় ভাগ্যক্রমে আমার ঐ অমূল্য স্ত্রীরত্ন লাভ হয়, তা হলেই আমার জীবন সার্থক। (আকাশে বজ্রনাদ) এ কি? এমন শুভ সময়ে এ অশুভ লক্ষণ কেন?—তবে কি দেবী আমার প্রতি সুপ্রসন্ন নন।—আর তাই বা কেমন করে বলি! প্রসন্ন না হলে এমন সুদুর্লভ স্ত্রীরত্ন আমার সম্মুখে উপস্থিত কর্‌বেন কেন?—তবে হয় ত বজ্রই অনুকূল হয়ে আমার আশাবাক্যের পোষকতা কল্লে। —(অগ্রসর হইয়া সুনন্দার প্রতি) সুন্দরি! আপনারা কে?— আর এ অসময়ে এই বিজন বিপিনেই বা কি জন্যে?

সুন। (করযোড়ে) রাজকুমার! প্রণাম করি। ইনি—

ইন্দু। (জনান্তিকে ভ্রূকুটীভঙ্গী করিয়া) সুনন্দা! তোর কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই?

সুন। (জনান্তিকে সসম্ভ্রমে) সখি! আমার অপরাধ হয়েছে বল দেখি, এখন কি পরিচয় দিই?

ইন্দু। (জনান্তিকে) বল্, আমরা বণিক্‌কন্যা, এই দেশেই বসতি।

অজয়। (সুনন্দার প্রতি) সুন্দরি! তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছো না কেন?

সুন। রাজকুমার! আমরা বেণের মেয়ে। আপনার পিতার রাজ্যেই আমাদের বাস।

অজয়। ভদ্রে! বোধ হয়, তুমি আমায় বঞ্চনা কচ্চো। তোমার সঙ্গিনী কখনই বণিকদুহিতা নন। তুমি হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করে অকপটে বল, ইনি কে?

সুন। রাজকুমার!—আমার এই প্রিয়-সখী—

ইন্দু। (গাত্রে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া জনান্তিকে) আবার?

সুন। রাজকুমার! আমি আপনাকে যে পরিচয় দিয়েছি, সেটি অযথার্থ ভাববেন না। লোকের মুখে এই বনদেবীর কথা শুনে আমরা এখানে এসেছি?

অজয়। সুন্দরি! তুমি আমারে প্রতারণা কল্লে, কিন্তু দেবতারা প্রবঞ্চক নন। তোমার সহচরী যে কোন মহৎকুলসম্ভবা, তাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। যা-ই হোক, আমি এই বনদেবীর সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করেছি, যদি কখনো সিন্ধুরাজ-সিংহাসন গ্রহণ করি, আর যদি কখনো পরিণয়ব্রতে অনুরাগী হই, তা হলে তোমার ঐ প্রিয়সখীই সিন্ধুরাজ্যের ভাবী মহারাণী, আর আমার একমাত্র সহধর্ম্মিণী হবেন। (দেবীর প্রতি) দেবি! আপনিই এর সাক্ষী। হে বনস্থলি! হে সনাতন পর্ব্বতকুল! তোমারও এর সাক্ষী। ঐ নারীরত্নই সিন্ধুদেশের ভাবী পাটেশ্বরী।—(আকাশে বজ্রধ্বনি) এ কি? এ কি কুলক্ষণের পূর্ব্বলক্ষণ? (স্বগত)—এ সকল দেবমায়া,—মানববুদ্ধির অতীত।—এরা কি তবে যথার্থই বণিক্‌কন্যা?—আর তাই-ই বা কেমন করে বলি! মানসসরোবর ভিন্ন অন্যত্র কি কখনো কনক-পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। পতিতপাবনী ভাগীরথী হিমাদ্রির মণিময় গৃহেই জন্মগ্রহণ করেন।

সুন। (সহাস্য মুখে) রাজকুমার! আপনি ক্ষত্রিয়, আর রাজচক্রবর্ত্তী,—তা আপনি একজন বেণের মেয়ে বিবাহ করবেন?

অজয়। সুমুখি! তোমার ও প্রতারণায় আমার মন প্রতারিত হতে চায় না। শকুন্তলাকে মহর্ষি কন্বের আশ্রমে দেখে রাজা দুষ্মন্তের হৃদয়ই তাঁকে তাঁর পারিচয় দিয়েছিল, "ঐ যে ঋষিপালিত স্ত্রীরত্ন, উনি কখনই ব্রাহ্মণ-কন্যা নন।"[২] আমার হৃদয়ও তেমনি আমাকে এই কথা বল্‌ছে,—তোমার ঐ সখী বণিক্-কন্যা নন।

ইন্দু। (সুনন্দার প্রতি) সখি! মানব-হৃদয়ে কখনো কি ভ্রান্তি জন্মে না?

২. শকুন্তলা কাহিনীর উল্লেখ।

অজয়। (সুনন্দার প্রতি) সখি! সে কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু—

(নেপথ্যে শৃঙ্গধ্বনি) ওরে! রাজকুমার কোথায়?—রাজকুমার কোথায়?—দেখ্, তাঁর অশ্বকে একটা ব্যাঘ্রে আক্রমণ করেছে।

অজয়। (ব্যস্ত হইয়া) তবে আমি এখন বিদায় হই। পরমেশ্বর আর ঐ বনদেবীর সমীপে প্রার্থনা এই যে,—অতি শীঘ্র যেন তোমাদের পুনর্দর্শন-সুখ লাভ করি।

(নেপথ্যে)—ওরে! আবার শৃঙ্গধ্বনি কর্। রাজকুমার না হলে এই ভীষণ ব্যাঘ্রকে আর কে নিরস্ত কত্তে পারে?

অজয়। (দেবীকে প্রণাম করিয়া সুনন্দার প্রতি) সুন্দরি! যেমন পদ্মে সুগন্ধ চিরবিরাজিত, তেমনি তোমার ঐ মনোমহিনী সখী আমার এই হৃদয়ে চিরকালের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত রইলেন।—তা আমাকে এখন বিদায় দাও।—দেখ, যেমন রথের পতাকা প্রতিকূল বায়ুতে রথের বিপরীত দিকে উড়তে থাকে, যদিও আমি এখন চল্লেম, তথাপি আমার মন তেমনি তোমার সখীর দিকেই থাকলো।

[ইন্দুমতীর প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অজয়ের প্রস্থান।

সুন। সখি! তোমার মুখে যে আর কথা সরে না! আর আঁখি দুটি জলে পরিপূর্ণ দেখতে পাচ্চি। এ কি?—এ কি?—ধৈর্য্য অবলম্বন কর।—এমন সময়ে ক্রন্দন অমঙ্গলের লক্ষণ।

ইন্দু। চল্ সখি, এখন আমরা যাই। দেখ্, যে ব্যাঘ্র ঐ রাজকুমারের অশ্বকে আক্রমণ করেছে, সে হয়ত এখানেও আসতে পারে। তা হলে কে আমাদের রক্ষা করবে?

সুন। দেখ সখি, অরুন্ধতী দেবী দৈবনির্ণয়ে কি সুপণ্ডিতা!

ইন্দু। তাই ত! কি আশ্চর্য্য! এখন দেখি, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে। তা দেখ্, তোর পেটে প্রায় কোন কথাই পাক পায় না। ঐ রাজপুত্র আবার ফিরে এলে কে জানে, তুই কি না বলে ফেলিস্।—তা আয়, আমরা এখন যাই। আজ যা দেখলেম, তা সত্য কি স্বপ্নমাত্র, এর প্রমাণ কেবল ভবিষ্যতেই হবে। তা আয় এখন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুনগর; রাজপ্রাসাদ; যুবরাজের মন্দির

বৃদ্ধ রাজার প্রবেশ

রাজা। (পরিক্রমণপূর্ব্বক স্বগত) এ যে কলিকাল, তার কোনই সন্দেহ নাই। কি আশ্চর্য্য! পুত্র হয়ে পিতার আজ্ঞা অবহেলা করে, এ কথা কি কেউ কোথাও শুনেছে? যা হোক, রোষপরবশ হয়ে সহসা কোন কর্ম্ম করা সমুচিত নয়। (প্রকাশ্যে) দৌবারিক!

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবা। মহারাজ!

রাজা। মন্ত্রীকে অতি শীঘ্র এ স্থানে আহ্বান কর।

দৌবা। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) ত্রেতাযুগে রঘুবংশাবতংস ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালনার্থে রাজভোগ ও রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে, উদাসীনের ন্যায়[৩] চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বনে পরিভ্রমণ করেন।[৪] আর, এ দুরন্ত কলিযুগে দেখছি, পিতা যদি সর্ব্বতঃপ্রযত্নে পুত্রের শুভানুষ্ঠান করেন, তবুও পুত্র তাঁর প্রতিকূল হয়। পূর্ব্বতন বিজ্ঞেরা যথার্থই বলেছেন যে "কালের গতি অতি কুটিলা।"

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজের জয় হউক! মহারাজ যে এ অধীনকে এত প্রত্যূষে স্মরণ করেছেন, এ তার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু, এ অসাময়িক স্মরণের কারণটি অনুভূত হচ্চে না।

রাজা। মন্ত্রি! এ যে কলিকাল, তার কোনই সন্দেহ নাই।

মন্ত্রী। মহারাজ! এ কথা সর্ব্বসাধারণেই

৩. ৪. রামায়ণের কাহিনীর উল্লেখ।

ত জানে। সূর্য্যদেব যে প্রথমে পূর্ব্ব দিকে উদিত হন, তা যেমন লোককে বলে দিতে হয় না, এ যে কলিকাল, তাও তেমনি লোককে বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না; সকলেই এ কথা জানে ; কিন্তু এরূপ সর্ব্বজনবিদিত বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্চে কেন, আর এখানেই বা এ সময়ে মহারাজের আগমন হয়েছে কেন, এ অধীন তাই জিজ্ঞাসু হচ্চে।

রাজা। মন্ত্রি! কাল সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হয় নাই।

মন্ত্রী। এর কারণ কি? নরবর! আপনার কিসের অভাব? স্বয়ং মা কমলা রাজগৃহে চিরবাসিনী ; এ রাজ্য, রামরাজ্যের ন্যায় সুশাসিত ; পুত্র রূপে কার্ত্তিকেয়, আর বীরবীর্য্যে পার্থসদৃশ ; কন্যা রূপে লক্ষ্মীস্বরূপিণী, গুণে সরস্বতীসদৃশী ; পৃথিবী মহারাজের যশোবাদে পরিপূর্ণ হয়েছে! মহারাজের কিসের অভাব? তা এ উৎকণ্ঠার কারণ কি?

রাজা। মন্ত্রি! তুমি যে সকল সৌভাগ্যের উল্লেখ কল্লে, এ সকল আমার পক্ষে বৃথা ; বোধ করি, আমার এই অসীম রাজ্যমধ্যে এমন একটি দরিদ্র প্রজা নাই, যে আমা অপেক্ষা শতগুণে সুখী নয়। কিন্তু, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খন্ডাতে পারে?

মন্ত্রী। (সবিস্ময়ে) এ কি মহারাজ! আজ কি ও রাজ-চক্ষে বারিবিন্দু দেখতে হলো?

রাজা। (সজল নয়নে) মন্ত্রি! আমার মত অভাগা লোক এ পৃথিবীতে আর নাই। তুমি জানো যে, অজয়ের বিবাহ প্রসঙ্গ করে, আমি পঞ্চালপতির সমীপে দূত প্রেরণ করেছি। জনরব রাজকন্যাকে নানা রূপে ও নানা গুণে ভূষিত করে। গত কল্য সায়ংকালে, আমি অজয়ের নিকট এ প্রসঙ্গ কল্লে, সে একেবারে রাগান্ধ হয়ে আমায় বল্লে, "পিতা, আমার অনুমতি বিনা, আপনি এ কর্ম্ম কেন কল্লেন?" অনুমতি! পিতারে কি কখনো ও সব বিষয়ে পুত্রের অনুমতি নিতে হয়? ইচ্ছা করে দুরাচারের মস্তকচ্ছেদন করে ফেলি? তা তুমি কি বল? মন্ত্রি! এরূপ অপমান সহ্য করা অপেক্ষা পিতৃ-পিতামহের জলপিণ্ডের লোপ করা, আমার বিবেচনায় শ্রেয়ঃ।

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ, এরূপ সঙ্কল্প কি আপনার উপযুক্ত? যে রাজসিংহ জয়দ্রথ বীরবীর্য্যে পাণ্ডব-রথিদলকে রণমুখে পরাভূত করেছিলেন, যে বীরপ্রবরকে, বীরধর্ম্মবহির্ভূত অনীতিমার্গ অবলম্বন করে ধনঞ্জয় যুদ্ধে নিহত করেন,[৫] মহারাজের এ প্রস্তাব শ্রবণ করে, সেই রাজরথী জয়দ্রথ অবধি মহারাজের স্বর্গীয় পিতা পর্য্যন্ত সমস্ত রাজর্ষির ক্রন্দনধ্বনি যেন আমার কর্ণে প্রবেশ কচ্চে। রাজকুমার অজয় নিতান্ত সুশীল, নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, তিনি যে, মহারাজের সহিত এরূপ উন্মার্গগামী জনের ন্যায় অশিষ্টাচার করেছেন, অবশ্যই এর কোন না কোন নিগূঢ় কারণ আছে। সেই গূঢ় কারণের অনুসন্ধান করা আমাদের সর্ব্বাদৌ[৬] উচিত হচ্চে। রাজকুমারী শশিকলা তাঁর অগ্রজের সাতিশয় প্রিয়পাত্রী ; এ অধীনের ক্ষুদ্র বিবেচনায়, তিনিই কেবল এ অন্ধকার দূর কর্ত্তে সক্ষম। অতএব মহারাজ, তাঁকেই স্মরণ করুন। স্ত্রীবুদ্ধি সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিতা ; তাতে আবার কুমারী শশিকলা স্বয়ং সরস্বতীরূপিণী।

রাজা। মন্ত্রি! তুমি উত্তম মন্ত্রণাই দিয়েছ। দৌবারিক!

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবা। মহারাজ!

রাজা। শশিকলাকে এখানে আসতে বল।

দৌবা। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

রাজা। এর যে কোন গূঢ় কারণ আছে তার আর কোনই সন্দেহ নাই। অজয় যেন আজ কাল ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছে। সে সর্ব্বদা সুকোমল কোকিল-স্বরে আমার সহিত কথা বার্ত্তা কহিত, কিন্তু কাল একেবারে বাজগর্জ্জন করে উঠলো।

৫. মহাভারত প্রসঙ্গ। ৬. সর্বপ্রথমে।

শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ

শশি। (গলবস্ত্রে রাজাকে অভিবাদন করিয়া) পিতঃ! দাসীকে কেন স্মরণ করেছেন?

রাজা। বৎসে! চিরজীবিনী হও। তোমার অগ্রজের এ কি অবস্থা? এর কারণ কি কিছু জান?

শশি। পিতঃ! দাদা আমাকে প্রাণাধিক স্নেহ করেন, এবং আপন সুখ-দুঃখের সকল কথাই অসন্দিগ্ধ চিত্তে আমাকে বলেন। তাঁর বর্ত্তমান চিত্ত-বিকারের সমুদায় কারণই আমি অবগত আছি। কিন্তু তিনি আমাকে সে সব কথা ব্যক্ত করতে নিষেধ করেছেন।

রাজা। বৎসে! পিতৃ-আজ্ঞা অবজ্ঞা করায় মহাপাতক জন্মে। ত তোমার এই বিশ্বাস-ঘাতকতায় যদি কোন পাপ হয়, তবে সে পাপ আমার আশীর্ব্বাদে দূর হবে। অতএব, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সে সব কথা আমাকে বল।

শশি। প্রায় দুই মাস গত হলো, এক দিন দাদা মৃগয়ার্থ এক বনে প্রবেশ করেছিলেন। একটা বরাহের অনুসরণক্রমে পর্ব্বতময় কানন-প্রান্তে উপস্থিত হন। সেই স্থানে এক পাষাণময়ী দেবী-প্রতিমা, আর তাঁর পীঠসন্নিধি পুষ্পরাশি দেখতে পান। তিনি ইতিপূর্ব্বে মায়াকাননের নাম এবং দেবী-প্রতিমার মাহাত্ম্য শুনেছিলেন। সেই দিন সেই সময়ে, সূর্য্যদেব কন্যা-রাশিতে প্রবেশ করছেন দেখে, তিনি সেই পুষ্প নিয়ে দেবীর পদতলে যেমন পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করলেন, অমনি সহসা আকাশে বজ্রধ্বনি হলো! আর দেবীর পশ্চাদ্ভাগে দুইটি ছদ্মবেশী স্ত্রীলোক দেখতে পেলেন। ঐ দুটির মধ্যে একটি মহৎকুলোদ্ভবা বলে প্রতীতি হলে তিনি দেবীর সম্মুখে তাঁরে বরণ করেছেন। আর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তাঁকে বৈ আর কোন স্ত্রীকে এ জন্মে বিবাহ করবেন না। সেই অবধি দাদার ভাবান্তর হয়েছে।

রাজা। (মস্তকে করাঘাত করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! এত দিনের পর এ মহদ্বংশ কি সত্যই বিলুপ্ত হলো?

মন্ত্রী। (সত্রাসে) মহারাজ, এরূপ আশঙ্কার কারণ কি?

রাজা। মন্ত্রি! তুমি কি জানো না, এইরূপ এক জনশ্রুতি আছে যে, এই বংশের কোন রাজা বা রাজকুমার ঐ বনাধিষ্ঠাত্রী পাষাণময়ী দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করলে, অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ-গুণশালিনী কোন রমণীকে দেখতে পায় সত্য, কিন্তু অতি শীঘ্রই তাকে সেই অভাগিনীর সহিত শমনগৃহে আতিথ্য স্বীকার কর্ত্তে হয়! আর তার সমুদয় বাসনা চিরদিনের জন্য শুষ্ক হয়ে যায়! হায়! হায়! অজয় কেন ঐ মায়াকাননে প্রবেশ করেছিল!—হা পুত্র! বিধাতা তোর ভাগ্যে কি এই লিখেছিলেন! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ) কিন্তু দেখ মন্ত্রি! এ রোগের যে নিতান্তই ঔষধ নাই, তা নয়। এখনো যদি অজয়কে এই অসৎ সঙ্কল্প হতে নিবৃত্ত করা যেতে পারে তা হলে রক্ষা আছে। দেখ মা শশিকলা! তোমার দাদা যাতে এ বাসনা পরিত্যাগ করে, তুমি মা প্রাণপণে তারই চেষ্টা দেখ।

নেপথ্যে পুরুষোক্তি বিরহ-গীত

ঐ মা, তোমার দাদা! আহা! কি দুঃখের বিষয়! তা আমি আর মন্ত্রী গুপ্তভাবে থাকি, তুমি গিয়ে তোমার দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। আর তারে এই প্রাণ-সংহারক, বংশ-নাশক সঙ্কল্প হতে নিবৃত্ত করবার জন্যে সাধ্যমতে চেষ্টা কর। ভগবতী বাগ্‌দেবী স্বয়ং তোমার রসনায় আসন পাতুন, তাঁর শ্রীচরণে এই প্রার্থনা।

[এক দিক্ দিয়া রাজা ও মন্ত্রী, অন্য দিক্ দিয়া শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রস্থান?

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুনগর; রাজপুরী; রাজসভা

কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ

প্র-না। মহাশয়! এ কি সত্য কথা যে, পঞ্চালপতি এ নগরে দূত প্রেরণ করেছেন? আর এ বিবাহে তাঁর নাকি সম্পূর্ণ সম্মতি আছে?

দ্বি-না। আজ্ঞা হাঁ; দূত মহাশয় গত কল্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন। শুনেছি, এ বিবাহে পঞ্চালরাজ সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেছেন।

তৃ-না। মহাশয়! আপনার সঙ্গে কি দূত মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল?

দ্বি-না। না মহাশয়! কিন্তু আমি লোক-পরম্পরায় শুনেছি যে, তিনি কল্য সায়ংকালে এখানে এসেছেন।

তৃ-না। আমাদের মহারাজের কি সৌভাগ্য! কারণ, পঞ্চালপতির একমাত্র কন্যা, দ্বিতীয় সন্তান সন্ততি নাই; তিনি স্বয়ংও এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। এ সময়, এ সম্বন্ধ হলে, তাঁর স্বর্গারোহণের পর, সিন্ধু ও পঞ্চালরাজ্য একত্রীভূত হবে। এইরূপেই ভগবান্ সিন্ধুনদ, বহুতর নদ-নদীর প্রবাহ সহকারে এত প্রবল-কায় হয়েছেন।

প্র-না। মহাশয়! আশা পরম মায়াবিনী! সুতরাং আমরা সকলেই এইরূপ আশা করি বটে। কেন না, আমরা সকলেই মহারাজের শুভানুধ্যায়ী, কিন্তু এ সম্বন্ধে বিলক্ষণ বাধা আছে।

সকলে। (সসম্ভ্রমে) বলেন কি, বলেন কি। কি বাধা মহাশয়?

প্র-না। জনরবের দিগন্তব্যাপী ধ্বনি কি আপনাদের কর্ণবিবরে প্রবেশ করে নাই?

সকলে। কি জনরব মহাশয়?

প্র-না। আপনারা কি শুনেন নাই যে, এক দিন আমাদের বর্ত্তমান মহারাজ, এক বরাহের অনুসরণপ্রসঙ্গে মায়া-কাননে প্রবেশ করেন। আর সেই কাননে প্রতিষ্ঠিতা পাষাণময়ী বনদেবীর পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করেন।

সকলে। (সকৌতুকে) মহাশয়! তার পর কি হলো?

প্র-না। মহারাজ যেমন বনদেবীর পাদপীঠে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন, অমনি সম্মুখে সখীসঙ্গিনী এক মনোমোহিনীকে দেখতে পেলেন। তিনি নরনারী[৭] কি সুরসুন্দরী, তা পরমেশ্বরই জানেন।

সকলে। (সবিস্ময়ে) তার পর মহাশয়?

প্র-না। তাঁকে দেখে মহারাজ একেবারে মন্ত্রমুগ্ধপ্রায় এবং তদ্গত হৃদয় হয়ে, দেবীর সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞা করলেন যে, সেই সুন্দরী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীকে কখন পত্নীত্বে গ্রহণ করবেন না। আমার ভয় হচ্ছে যে, পঞ্চালাধিপতির দূতকে ভগ্নমনোরথে ফিরে যেতে হবে। মহারাজ এখন স্বাধীন ; কর্ত্তৃপক্ষ কেহই নাই; এখন তাঁর স্বেচ্ছাচারী মনকে কে ফেরাতে পারে?

সকলে। হাঁ, এ হলে তো বিলক্ষণই বাধা বটে! তা যা হোক, মহাশয়! মায়া-কানন কি?

প্র-না। আপনাদের জন্ম এই সিন্ধুদেশে ; শৈশবাবধি এখানেই বাস করছেন ; তা আপনারা মায়া-কাননের নাম শুনেন নাই? এ কি আশ্চর্য্য! সে যা হোক, পঞ্চালাধিপতির প্রস্তাবে অসম্মত হওয়া নিতান্ত অশ্রেয় কার্য্য। এঁরা অতীব প্রাচীন বংশীয় রাজা।

তৃ-না। (সগর্ব্বে) মহাশয়! আমাদের এ রাজবংশকে তবে কি হীনতর জ্ঞান করছেন? পঞ্চালাধিপতির পূর্ব্বপুরুষ পাণ্ডবদের শ্বশুর ছিলেন বটে ; আর জামাতৃহিতৈষণার বশম্বদ হয়ে, স্বীয় তনয়যুগলের সহিত কুরুক্ষেত্রে ভীষণ রণমুখে আপনাকে উপহারী করে-ছিলেন বটে; কিন্তু আপনি কি জানেন না যে, আমাদের এই রাজাধিরাজের বংশগৌরব বীরপ্রবর জয়দ্রথ, স্বীয় বাহুবীর্য্যে এক দিবস সম্মুখসমরে সমুদয় পাণ্ডবদল পরাঙ্মুখ করেছিলেন? পরদিবস ধনঞ্জয় তাঁকে বধ করেন বটে ; কিন্তু সে কেবল শ্রীকৃষ্ণের মায়াকৌশলে।

প্র-না। যা হোক, এ সম্বন্ধ নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। বিধাতা করুন, তাঁর অনুকম্পায় আমাদের রাজকুলরবি পঞ্চাল-রাজকুল-কমলিনীকে প্রফুল্ল করুন। আর আমরা যেন তার সুসৌরভে সুখ সন্তোষ লাভ করি। যে সরোবরে কমলিনী প্রস্ফুটিত হয়, সে সরোবরের শৈবালকুলও তৎসম্পর্কে রম্য কান্তি ধারণ করে।

নেপথ্যে তোপ ও যন্ত্রধ্বনি

ঐ শুনুন, মহারাজ রাজসভায় আগমনার্থে স্বমন্দির পরিত্যাগ কচ্ছেন।

৭. নর অর্থাৎ মানবী নারী। সুরনারী নয়।

নেপথ্যে বন্দীর বন্দনা
রাজা, মন্ত্রী ও কতিপয় পার্শ্বচর বীর পুরুষের প্রবেশ

সকল সভ্য। (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজের জয় হউক! মহারাজ চিরবিজয়ী হোন!

রাজার ম্লান-বদনে ধীরে ধীরে সিংহাসনে উপবেশন

রাজা। সিংহাসনে উপবেশন, আর রাজ-মুকুট শিরে ধারণ করা, সাধারণের বিবেচনায় পরম সৌভাগ্যের লক্ষণ; এমন কি, এই নিমিত্ত শত শত জনপদ যুদ্ধানলে ভস্মীভূত হচ্ছে, শত সহস্র সুপণ্ডিত প্রবীণ ব্যক্তি উৎকট দুষ্কৃতি সাধন কচ্ছেন, অধিক কি, স্থলবিশেষে, এই সৌভাগ্যলোভে নরাধম পুত্র, পিতৃহত্যা-রূপ মহাপাপেও প্রবৃত্ত হচ্ছে। কিন্তু আমার সামান্য জ্ঞানে এ সৌভাগ্য প্রার্থনীয় নয়; অদ্যকার এ দিন আমার জ্ঞানে অশুভ দিন। কেন না, যে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী রাজেন্দ্র এক দিন স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে এই সিংহাসন সমলঙ্কৃত করেছিলেন,— যে উন্নত শিরোদেশে এক দিন এই মুকুট শোভা বিস্তার করেছিল, সেই মহাপুরুষ আজ কোথায়? সে উচ্চ শির এখন কোথায়? হায়! মাদৃশ খদ্যোত আজ কি নিশানাথের উচ্চাসন অধিকার করতে এসেছে! যা হোক, আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তি যে, এ দুর্ব্বহ ভার বহন করতে সাহসী হয়েছে, সে কেবল আপনাদের ভরসায়।

সকলে। (হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক সাহ্লাদে) মহারাজের জয় হউক!

প্র-না। (দ্বিতীয় নাগরিকের প্রতি জনান্তিকে) মহাশয়! দেখলেন, আমাদের মহারাজের কি সুশীলতা! কি অমায়িকতা! কি মিষ্টভাষিতা! যৌবনারম্ভে যাঁরা ঈদৃশ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হন, তাঁরা প্রায়ই গৌরবে ফেটে পড়েন। তা দেখুন শাণ্ডিল্য মহাশয়! এ রাজার রাজ্যে প্রজার যে কত মত সুখলাভ হবে, তা এখন বর্ণনা করে শেষ করা যায় না।

দ্বি-না। (জনান্তিকে) পরমেশ্বর তাই করুন! মহাশয়! রক্তের বড় গুণ, প্রাচীন রক্ত অমৃতধারাবৎ। অমন করে না বটে, কিন্তু হৃদয় মধুময় করে।

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার! গত কল্য পঞ্চালাধি-পতির দূত এ রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছেন! তাঁর যথাবিধি আতিথ্য করা হয়েছে। এখন তিনি প্রার্থনা করেন, মহারাজ তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করেন।

রাজা। আচ্ছা, দূতপ্রবরকে এ সভাতে আহ্বান করা হৌক। পঞ্চালপতি আমাদের নিতান্ত আত্মীয়।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

রাজা। ধনঞ্জয়! আগামী প্রাতঃকালে, আমি মৃগয়ার্থে বহির্গত হব। বল দেখি, কোন্ বনে মৃগয়া ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে? এ দেশে এমন একটিও বন নাই, যা তোমার অজানিত।

ধন। ধর্ম্মাবতার! এ আপনার অনুগ্রহ মাত্র। এ দাস কল্য মহারাজকে এমন এক অরণ্যাণীতে লয়ে যাবে, যেখানে মহারাজের ও বীরবাহুও শর ক্ষেপণে ক্লান্ত হবে, সন্দেহ নাই।

দূতের সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ

দূত। মহারাজের জয় হৌক্! এ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ পঞ্চালরাজের প্রেরিত দূত; মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করছে।

রাজা। (প্রণামপূর্ব্বক সবিনয়ে) বসতে আজ্ঞা হোক্।

দূত। (উপবেশন করিয়া) মহারাজ! আমার প্রভু পঞ্চালাধিপতির গুণকীর্ত্তন অবশ্যই আপনার কর্ণগোচর হয়েছে।

রাজা। পঞ্চালপতি আমাদের পরমাত্মীয়; তাঁর শুক্লতর যশঃ-জ্যোৎস্না, ভগবান্ রোহিণী-পতির কিরণজালবৎ এ ভারতরাজ্য সুদীপ্ত করেছে! অতএব তাঁর পরিচয় আমাকে দেওয়া বাহুল্যমাত্র। তা সে রাজচক্রবর্ত্তী, কি উদ্দেশে আপনাকে এ ক্ষুদ্র নগরে প্রেরণ করেছেন?

দূত। মহারাজ! আপনি কি অবগত নন যে, আপনার স্বর্গীয় পিতা বৃদ্ধ মহারাজ, রাজকুমারী শ্রীমতী শশিমুখীর সহিত আপনার শুভ সম্বন্ধ সংঘটন সংকল্পে আমাদের মহা-রাজের নিকট প্রস্তাব করেছিলেন? এ প্রসঙ্গে আমাদের মহারাজ পরমাপ্যায়িত হয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেছেন। সুতরাং

এ বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা এখন আপনাকেই স্থির কর্ত্তে হবে। ধর্ম্মাবতার! আপনি দ্বিতীয় পরীক্ষিত অবতার। বিধাতা আপনার মঙ্গল করুন!

রাজা। (স্বগত) কি বিপদ্! যে প্রচণ্ড বাত্যার ভয়ে আমি স্বীয় হৃদয়রূপ তরণীকে ব্যগ্রভাবে কূলাভিমুখে পরিচালন করেছিলেন, সেই বাত্যা যে সহসা আরম্ভ হলো! হে হৃদয়! তুমি শান্ত হও। বরঞ্চ এ রসনা স্বহস্তে ছেদন করে, শূকরমণ্ডলীকে উপহার দিব, তথাপি একে কখনই অঙ্গীকারভঙ্গজন্য দোষস্পৃষ্ট হতে দেব না। শশিমুখী আবার কে? সে ত আর আমার মনোমন্দিরের নিত্য পূজ্য দেবতা নয়। (প্রকাশ্যে) দূত মহাশয়! আমার স্বর্গীয় জনক যে এরূপ প্রস্তাব করেছিলেন, তা আমি লোকমুখে শ্রুত আছি। কিন্তু যখন তিনি এরূপ প্রসঙ্গ করেছিলেন, তখন তাঁর মনে এ ভাবের উদয় না হয়ে থাকবে যে দেব ও পিতৃগণ তাঁকে এত শীঘ্র স্বর্গ-ধামে আহ্বান করবেন।

দূত। (সবিস্ময়ে) মহারাজ, এরূপ আজ্ঞা কেন কচ্ছেন?

রাজা। আপনি বৃদ্ধ ও পণ্ডিত ব্যক্তি, বিশেষতঃ নীতিজ্ঞও বটেন? আপনি কি জানেন না যে, যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ কর্ত্তে অভিলাষ করে, তার রাজ্যই ভার্য্যা, আর প্রজাবর্গই সন্তানসদৃশ হওয়া উচিত। আমার এই ইচ্ছা যে, স্বীয় সুখবাসনা বিস্মৃত হয়ে, প্রকৃতিপুঞ্জের সর্ব্বাঙ্গীণ সুখান্বেষণ করি।

দূত। মহারাজ! এ সকল তপস্বী ও উদাসীনের কথা। পূর্ব্বের কত শত রাজর্ষি এই ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু, তাঁদের কেহই ত মহারাজের ন্যায় এরূপে সাংসারিক সুখভোগে বিমুখ হন নাই?

রাজা। দূত মহাশয়! সকলের মানসিক প্রবৃত্তি একরূপ নয়। আকাশে অগণ্য তারকা-রাজি বিরাজ কচ্চে; কিন্তু, সকলেই তো সমকায় নয়। খনিগর্ভে অসংখ্য মণি আছে; কি সকলেরই তো সমমূল্য ও সমজ্যোতি নয়। অন্য রাজর্ষিরা যে পথগামী হয়েছেন, আমি যে সেই পথেই গমন করবো, এও বড় যুক্তিযুক্ত হচ্ছে না।

দূত। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সরোষে) তবে কি মহারাজের এই ইচ্ছা যে, বিক্রমকেশরী পঞ্চালেন্দ্রের সহিত এ সম্বন্ধ-বন্ধন না হয়?

মন্ত্রী। দূত মহাশয়! আসন গ্রহণ করুন। এ সকল এক দিনের কথা নয়। মহারাজের অতি অল্প বয়স; বাল-স্বভাব-সহজ মানসিক চাঞ্চল্য এখন সম্যক্ বিবেচনা আয়ত্ত হয় নাই আপনি বসুন।

প্র-না। (দ্বিতীয় নাগরিকের প্রতি জনান্তিকে) কেমন মহাশয়, শুনলেন তো? এখন বলুন জনরব সত্য কি মিথ্যা? আপনি দেখ্‌বেন, এ বিবাহ কখনই হবে না। লাভে হতে কেবল মহারাজের শত্রুদলমধ্যে অতঃপর পঞ্চালপতিও একজন গণ্য হবেন। সে যা হোক্, এ বুড়ো দূত বেটার কথায় গা জ্বলে ওঠে। ওঁর রাজা বিক্রমকেশরীর পরাক্রম দেখা যাবে।

তৃ-না। ঈদৃশ সহৃদয় রাজার জন্যে কোন্ বীর পুরুষ, রণ-দেবীর সম্মুখে স্বীয় জীবন বলিস্বরূপ প্রদান কর্ত্তে কাতর হবে? কিন্তু এখন চুপ করুন, শুনি, মহারাজ কি উত্তর দেন।

রাজা। পঞ্চালাধিরাজকে আমি পিতৃস্থানে গণনা করি। সুতরাং তাঁর দুহিতার পাণিগ্রহণ বোধ হয়, আমার পক্ষে বিধেয় নয়।

দূত। মহারাজ! আপনি বিজ্ঞচূড়ামণি। পিতৃস্থলে একজনকে গণনা করি বলে যে তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করা অনুচিত, এ কথা আপনার সমযোগ্য নয়। (করযোড় করিয়া) মহারাজ! এ অধীনের বাঞ্ছা এই যে, আপনি পঞ্চালপতিকে প্রকৃতরূপে পিতৃস্থানে স্থাপন করুন! শ্বশুর যে শাস্ত্রানুসারে পিতৃবৎ পূজ্য তা মহারাজের অবিদিত নয়। এ সম্বন্ধে সংঘটন হলে, উভয় রাজ্য সুখ-সন্তোষে পরিপূর্ণ হবে। আর মহারাজের শত্রুরাজ্য খাণ্ডবের ন্যায় ভস্মীভূত হয়ে যাবে।[৮]

৮. মহাভারতের খাণ্ডবদাহন প্রসঙ্গ।

রাজা। (ঈষৎ বিকৃত স্বরে) এ বিষয় এত শীঘ্র শীঘ্র স্থির হতে পারে না। আপনি মন্ত্রিবরের সহিত এ সম্পর্কে পরামর্শ করুন! দেখুন, মন্ত্রিবর! দূত মহাশয়ের আতিথ্যকার্য্যে যেন কোনরূপ ত্রুটি না হয়।

মন্ত্রী। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবা। মহারাজের জয় হৌক! মহারাজ! তিন জন নগরবাসী একটি যুবতী স্ত্রীর সহিত রাজদ্বারে উপস্থিত হয়েছে। তার মধ্যে যে ব্যক্তি সকল অপেক্ষা প্রাচীন, সে বলে,মহারাজের নিকট তার কি নালিশ আছে।

রাজা। আচ্ছা, তাদের রাজসভায় আনয়ন কর।

দৌবা। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রিবর! এ কি ব্যাপার? যুবতী স্ত্রীলোক রাজদ্বারে উপস্থিত; এ ত সামান্য ব্যাপার না হবে!

মন্ত্রী। বোধ হয়, রাজসন্নিধানে বিচারার্থী হয়ে এসেছে। আপনি ধর্ম্ম-অবতার; আপনার সমীপে কুলকামিনীরাও সাহস করে উপস্থিত হতে পারে।

একটি যুবতী স্ত্রীলোকের সহিত তিন জন পুরুষের প্রবেশ

বৃদ্ধ। মহারাজের জয় হৌক! মহারাজ! আমি নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত ; এই যে কন্যাটি, এ আমার একমাত্র সন্ততি; এই যুবকদ্বয় ইহার পাণিগ্রহণার্থী। আমার ইচ্ছা এই যে, ঐ মদন নামক যুবকের সহিত আমার কন্যার বিবাহ হয়; কেন না, ইটি আমার সখাপুত্র। কিন্তু, এই নৃসিংহ নামক যুবা, আমার অনভিমতে কন্যাটিকে গ্রহণ কত্তে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। মহারাজ! আমি একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তি বটে, কিন্তু রাজর্ষি ভীষ্মকের[৮(১)] অবস্থা আমার ভাগ্যে। এ দিকে চেদীশ্বর শিশুপাল, ও দিকে দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণ। আমি মহা সঙ্কটে পড়ে রাজসন্নিধানে এসেছি, মহারাজ বিচার করুন।

রাজা। গোত্র ও অর্থ বিষয়ে এ উভয়ের কোনরূপ ন্যূনাধিক্য আছে কি না?

বৃদ্ধ। না মহারাজ! উভয়েই সৎকুলোদ্ভব, উভয়েই ঐশ্বর্য্যশালী। কিন্তু, এই মদন আমার পরম প্রিয়পাত্র!

মন্ত্রী। (সহাস্য বদনে) ঃ আরে তুমি তো আর বিবাহ কত্তে যাচ্চ না!

রাজা। দেখুন মহাশয়, আপনার কন্যাটি যদি যৌবনসীমায় পদার্পণ না কত্তেন, তা হলে দেশাচারমতে আপনার যেমন ইচ্ছা, তেমনি পাত্রে কন্যাটিকে সমর্পণ করা আপনার সাধ্যায়ত্ত হতো ; কিন্তু, এখন, এর হিতাহিত বোধ বিলক্ষণ জন্মেছে; এ অবস্থায় এর স্বাধীন মনোবৃত্তি পরিচালনে বাধা দেওয়া, বোধ হয় সঙ্গত নয়। কন্যাটির নাম কি?

বৃদ্ধ। মহারাজ! এর নাম সুভদ্রা।

রাজা। ভাল সুভদ্রে! বল দেখি, এই উভয় যুবকের মধ্যে তুমি কাকে মনোনীত করেচ?

সুভ। (লজ্জাবনত মুখে অবস্থিতি)

রাজা। দেখ বাছা, আমি দেশাধিপতি ; আমাকে লজ্জা করা তোমার উচিত নয়। বিশেষতঃ তোমার মনের ভাব যদি ব্যক্ত না কর, তবে আমি কখনই যথার্থ বিচার কর্ত্তে পারি না। আর নিশ্চয় জেনো, এ অবস্থায় যদি অবিচার হয়, তাতে তোমার যত ক্ষতি, এই তোমার সঙ্গীদের কাহারই তত ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। অতএব, বাছা, লজ্জা পরিত্যাগ করে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

সুভ। (মস্তক অবনত করিয়া মৃদুস্বরে) মহারাজ! মদনকে আমি আপন সহোদরস্বরূপ জ্ঞান করি।

রাজা। কি বল্লে বাছা?

নৃসিং। (ব্যগ্রে অগ্রসর হইয়া) মহারাজ! ইনি বল্লেন, মদনকে সহোদরস্বরূপ জ্ঞান করেন।

রাজা। (বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া) শুনলেন

তো মহাশয়! আপনার কন্যা, মদনের সহিত পরিণয়প্রার্থিনী নন।

মদ। মহারাজ! সুভদ্রা ত স্পষ্টরূপে কিছুই বল্লেন না। অতএব এ সিদ্ধান্ত মহারাজের সমুচিত হচ্ছে না।

মন্ত্রী। (সহাস্য মুখে) তুমি ত দেখছি বিলক্ষণ পণ্ডিত! মদনকে আমি সহোদরস্বরূপ জ্ঞান করি, এ কথাতে কি কিছু স্পষ্ট বুঝতে পারছো না? সহোদরকে কি কেউ কখন বিবাহ করে থাকে?

রাজা। আর দ্বন্দ্বে ফল কি? (বৃদ্ধের প্রতি) মহাশয়! আপনি কন্যাটি নৃসিংহকে অর্পণ করুন। বেগবতী স্রোতস্বতীর গতি আর স্বাধীন মনোবৃত্তি রোধ কত্তে প্রয়াস পাওয়া অনুচিত। আদৌ তাতে কৃতকার্য্য হওয়া দুঃসাধ্য; যদি বা কষ্টেশ্রেষ্ঠে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হওয়া যায়, তবু তাতে সাংসারিক অনিষ্ট বই ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই।

নৃসিং। (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজের জয় হোক!

রাজা। দেখুন মন্ত্রিবর! রাজকোষ হইতে দশ সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা এই কন্যার যৌতুকের স্বরূপ প্রদান করবেন।

নৃসিং। মহারাজের জয় হোক, মহারাজ, আপনি স্বয়ং বৈবস্বত মনু।

নেপথ্যে বন্দীর গীত ও মাধ্যাহ্নিক বাদ্য

মন্ত্রী। বেলা দুই প্রহর প্রায়। অতএব, এক্ষণে সভাভঙ্গের অনুমতি হোক।

রাজা। আচ্ছা, এখন সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করুন।

সকলে। (আহ্লাদ সহকারে উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজ চিরবিজয়ী হোন! মহারাজ কি সূক্ষ্ম বিচারক! আর দাতৃত্বে কর্ণ অপেক্ষাও অধিক।

[মন্ত্রী ও মদন এবং বৃদ্ধ নাগরিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মদ। (সরোষে) মন্ত্রী মহাশয়! একে কি সূক্ষ্ম বিচার বলে? কি অন্যায়!

মন্ত্রী। কেন? অন্যায় কি হলো?

মদ। যে স্ত্রীলোকের উপর আমার সম্পূর্ণ অনুরাগ, মহারাজ তাকে অন্যের হস্তে সমর্পণ কল্লেন, এ কি সম্পূর্ণ অন্যায় নয়?

মন্ত্রী। (সহাস্য মুখে) তোমার ত বিলক্ষণ বুদ্ধি দেখছি! তোমার যে স্ত্রীর উপর অনুরাগ হবে, তুমি তাকেই চাও না কি?

মদ। (বৃদ্ধ নাগরিকের প্রতি) মহাশয়, আপনি যে চুপ করে রইলেন।

বৃদ্ধ। বাপু, আমি আর কি বল্‌বো বল! মহারাজ যে বিচার কল্লেন, তা তো অন্যায় বলে বোধ হচ্চে না। দেখুন মন্ত্রী মহাশয়, আমাদের মহারাজ কর্ণতুল্য বদান্য। দশ সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা যৌতুক দেওয়া বড় সামান্য কথা নয়! ঈশ্বর-প্রসাদে মহারাজের সর্ব্বত্র মঙ্গল হোক!

মদ। (সক্রোধে) আপনি দেখচি অর্থ-পিশাচ! মনুষ্যের হৃদয়ের প্রতি দৃক্‌পাতও করেন না।

মন্ত্রী। হা! হা! হা! ভাই, এ কথাটি যে তোমার মুখে শুন্‌বো, একবারও এরূপ আশা করি নাই। তুমি কি ভাই অন্যের হৃদয়ের দিকে দৃক্‌পাত করে থাকো? তা যদি কর, তবে এ ভদ্রলোকের কন্যাটিকে তার অনিচ্ছায় কেন বিবাহ কর্ত্তে চাও? তার কি হৃদয় নাই? তা এখন নিজালয়ে গমন কর মহারাজের যে বিচার হয়েছে, তা সকলেরই শিরোধার্য্য।

[বৃদ্ধ ও মদনের প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) যদি মহারাজ পঞ্চালপতির তনয়ার পাণিগ্রহণ না করেন, তবে দেখচি, এই সিন্ধুদেশ অশান্তি-কন্টকময় দুর্গম দুর্গস্বরূপ হয়ে উঠবে। মহারাজ যে কার নিমিত্ত এরূপ উন্মত্তপ্রায় হয়েছেন, তার সন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। তা যাই দেখি, রাজনন্দিনী শশিকলা কি পরামর্শ দেন। আর, অরুন্ধতী দেবীও এ বিষয়ে কোন প্রকার সাহায্য কল্লেও কত্তে পারেন। এ সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকেরি পাণ্ডিত্য অধিক। কিন্তু তপস্বিনী যদি কোন উপায় কত্তে পাত্তেন, তা হলে এত দিন অবশ্যই আমাকে সংবাদ দিতেন। এ বিষয়ে এখন একমাত্র সৎপথ দেখতে পাচ্চি। কিন্তু, রাজনন্দিনীর অভিপ্রায় না হলে সে পথগামী হওয়া অশ্রেয়। অতএব একবার তাঁরি নিকটে যাই।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুনগর রাজপুরী; শশিকলার মন্দির
শশিকলা ও কাঞ্চনমালা আসীনা

শশি। দাদা আজ সবে প্রথমে রাজসিংহাসনে উপবেশন করেছেন। জানি না, তাঁর ব্যবহারে প্রজাবর্গ সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হয়েচে।

কাঞ্চ। সখি! তোমাকে সে চিন্তা কত্তে হবে না। কেন না, মহারাজের ন্যায় সুশীল, মিষ্টভাষী, বিনয়ী আর সদ্‌গুণান্বিত কি আর দুটি আছে?

শশি। তা সত্য বটে; কিন্তু সখি! সম্প্রতিকার ঘটনা সকল মনে পড়লে, মন নিতান্ত চঞ্চল হয়। হায়! আমার দাদা কি আর সে দাদা আছেন! কাঞ্চন! কি অশুভ ক্ষণেই যে তিনি ঐ পাপ মায়া-কাননে প্রবেশ করেছিলেন, তা আর বল্‌বার নয়! (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ) হে নির্দ্দয় বিধাতঃ! তুমি কি এত দিনের পর সত্য সত্যই এ রাজকুলের সুবর্ণ-দীপ নির্ব্বাণ কত্তে বাহু প্রসারণ কচ্চো। শুনেছি যে, পঞ্চালাধিপতি দূত এ নগরে আগমন করেচেন। কে জানে, দাদা তাঁর প্রস্তাবে কি অভিপ্রায় প্রকাশ করেচেন! তাঁর প্রস্তাবে অসম্মত হলে যে শেষে কি উৎপাত ঘটবে, তা মনে কল্লেও ভয় হয়।

কাঞ্চ। ঐ যে মন্ত্রী মহাশয় এ দিকে আসচেন। ওঁর কাছে সকল সংবাদই পাওয়া যাবে এখন।

মন্ত্রীর প্রবেশ

শশি। মন্ত্রী মহাশয়! প্রণাম করি।

মন্ত্রী। রাজনন্দিনী! চিরজীবিনী ও চিরসুখিনী হোন।

শশি। কাঞ্চনমালা! শীঘ্র মন্ত্রী মহাশয়কে বসতে আসন দাও।

আসন প্রদান

মন্ত্রী মহাশয়! বসতে আজ্ঞা হোক। আর আজিকার রাজসভার সম্বাদ কি বলুন দেখি।

মন্ত্রী। (উপবেশন করিয়া) রাজনন্দিনী! সকলি সুসম্বাদ। মহারাজ, আজ নিজগুণে প্রজাবর্গ ও সভাসদ্‌মণ্ডলীকে প্রায় বিমোহিত করেছেন। এমন কি, আজ আমরা যদি এই নগরপ্রাচীর ভগ্ন করি, তা হলেও, প্রজার প্রভুভক্তিস্বরূপ এরূপ এক সুদৃঢ় প্রাচীর এ নগর বেষ্টন করেছে যে, স্বয়ং বজ্রপাণির কঠোর বজ্রও তা ভেদ কত্তে কুণ্ঠিত হবে।

শশি। (সাহ্লাদে) এ পরম শুভ সম্বাদই বটে। ভাল, মন্ত্রী মহাশয়! পঞ্চালের দূতের প্রস্তাবে, দাদা কি অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন?

মন্ত্রী। মধুরসে তিক্ত নিম্বরস ঢালা উচিত নয়। তথাপি, সে কথা আপনার গোচর করা নিতান্ত আবশ্যক। সেই কারণেই, আমার এ সময়ে আপনার সন্দর্শনে[৯] আসা। আপনার অগ্রজ পরিণয় প্রস্তাবে কোন মতেই সম্মত নন। রাজনন্দিনি! আশঙ্কা হচ্চে যে, ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কোন না কোন অমঙ্গল সংঘটন হওয়ার এই পূর্ব্বসূচনা।

শশি। (সবিষাদে) আমিও এই ভেবেছিলেম। আমি যে দাদাকে কত সেধেছি, তা আপনি জানেন। কিন্তু, তাঁর সে স্বপ্ন, তিনি কোন মতেই বিস্মৃত হতে পারেন না। মন্ত্রী মহাশয়! আপনার কি বিশ্বাস হয় যে, তিনি, ঐ পাপ কাননে কোন নরনারীকে দেখেছেন?

মন্ত্রী। কে জানে রাজনন্দিনী! হয় তো, কোন সুরকামিনী বনবিহারার্থে সে দিন ঐ উপবনে উপস্থিত ছিলেন! মহারাজ যে চিত্রপট এঁকেচেন, তা দেখলে তাই প্রত্যয় হয়। বিধাতা তেমন রূপ কোন মানবীকে দেন না। সে যা হোক্, আমাদের এখন এই কর্ত্তব্য যে, এ বিষয় ভালরূপে অনুসন্ধান করি। যদি সেই সুন্দরী সত্যই মানবী হন, তবে তিনি নিঃসন্দেহ এই নগর-নিবাসিনী হবেন। কেন না, দূর দেশ হতে তেমন কুলবালা যে ঐ কাননে আসবেন, এ বড় সম্ভব নয়। অতএব, আমার ইচ্ছা এই যে, আমি আপনার নামে এই ঘোষণা নগরমধ্যে প্রচার করি, আপনি আগামী কল্য সায়ংকালে এক ব্রত করবেন। সেই ব্রত উপলক্ষে, এ নগরবাসিনী যত কুমারী আছেন,—কি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, যে কোন জাতিই

৯. সাক্ষাৎ করবার উদ্দেশ্যে।

হোন, সকলকেই কল্য সায়ংকালে, সিন্ধু-নদীতীরস্থ বিলাসকানন নামক পুষ্পোদ্যানে আগমন কত্তে হবে। যদি ঐ কন্যা এ নগরে থাকেন, অবশ্যই এ আহ্বানে তিনিও রাজপুরে আগমন কত্তে পারেন। আর, যদি এ উপায়ে তাঁর সন্দর্শনের অপ্রাপ্তি ঘটে, তা হলে, আপনি নিশ্চয় জানবেন যে, আপনার অগ্রজ যা দেখেছিলেন, সে তৃষাতুর পথিকের মনোমোহিনী মরীচিকা মাত্র! তা আপনি এতে কি বিবেচনা করেন?

শশি। মন্ত্রী মহাশয়! আমার বিবেচনায়, এ অতি বিহিত উপায়। বিশেষতঃ এটি যখন আপনার অভিমত, তখন আর আমার মত গ্রহণের অপেক্ষা কি?

মন্ত্রী। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) রাজকুমারি! চিরজীবিনী হোন!

শশি। দুরন্ত যম, আমাদিগকে সম্প্রতি যে গুরুজনে বঞ্চিত করেছে, আপনি এক্ষণে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত। তা দেখবেন, আমার দাদার যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে! (রোদন)

মন্ত্রী। রাজনন্দিনী! এ কি? আপনি শান্ত হোন। বিধাতা আছেন। তিনি অবশ্যই এর প্রতিকার করবেন। আর এ আশীর্ব্বাদকের যা সাধ্য, এ তা প্রাণপণে করবে। চিন্তা কি? এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, বেলাটা অধিক হয়েছে; এখন বিদায় হই।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

শশি। শুনলি তো কাঞ্চনমালা! দাদা কি তবে যথার্থই উন্মত্ত হলেন? এ বিপদে কার কাছে যাই, কার শরণাপন্ন হই, তা ভেবে স্থির কত্তে পারি না। (রোদন)

কাঞ্চ। প্রিয় সখি! তুমি এত উতলা হলে কেন? শুনলে না, মন্ত্রীবর কি বল্লেন?—বিধাতা আছেন। তা এখন এসো, বেলা হয়েছে; স্নানাদি করবে চলো।

শশি। সখি! আমি কি এমন ভাইকে হারাব! (রোদন)

কাঞ্চ। (হস্ত ধারণ করিয়া) এসো সখি, এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

ঢুলী ও প্রমত্ত ভাবে বিজ্ঞাপনী-হস্তে মধুদাসের প্রবেশ

মধু। ব্যাটা জোর করে বাজা।

কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ

প্র-না। কি হে মধুদাস! তোমাকে যে মধুরসে পরিপূর্ণ দেখছি, বৃত্তান্তটা কি বল দেখি?

মধু। আরে বাওয়া[১০]! ভ্রমর কি কখনো মধুশূন্য পেটে থাকে? নতুন রাজার মঙ্গলার্থে আজ কিছু মধুপান করে দেখা গেল।

দ্বি-না। তোমার হাতে ও কি?

মধু। চেঁচিয়ে বাজা। (উন্মত্তভাবে বিজ্ঞাপনী পাঠ) হে সিন্ধুনগরনিবাসী জনগণ! রাজনন্দিনী শশিকলার এই নিবেদন গ্রহণ কর। যাঁর গৃহে কুমারী কন্যা আছে,—কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শুদ্র, যে কোন জাতই হোন, স্বীয় স্বীয় কন্যাকে আগামী কল্য সায়ং কালে রাজপুরীতে প্রেরণ করবেন। (ঢুলির প্রতি) বাজা বেটা, জোর করে বাজা।

দ্বি-না। ওহে মধু! এর অর্থ কি?

মধু। (হাস্য করিতে করিতে প্রমত্তভাবে) আরে ভাই, সেকালে রাজকন্যারা স্বয়ম্বরা হতো। রাজারা দেশদেশান্তর হতে স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত হতেন। কিন্তু, এ ঘোর কলিকালে, পুরুষের স্বয়ম্বর হয়। বোধ করি, মহারাজের বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছে। তোমার ভাই যদি সুন্দরী মেয়ে থাকে, পাঠিয়ে দিও! ভগ্নী থাকে ত আরো ভালো!

দ্বি-না। (প্রথম নাগরিকের প্রতি জনান্তিকে) বেটা জাতিতে চণ্ডাল, রাজসংসারে পাদুকা-বাহকের কর্ম্ম করে বেটার কথা শুনলেন? ইচ্ছে করে, বেটাকে জুতো মেরে লম্বা করে দিই। দূর হোক এখান থেকে যাওয়া যাক। এ মাতাল বেটার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া অপমান মাত্র।

[নাগরিকগণের প্রস্থান।

১০. বাবা শব্দটির মত্তবিকৃত উচ্চারণ।

মধু। আরে ঢুলী, জোর করে বাজা।

ঘোষণাপত্র পাঠ করিতে করিতে ও ঢোল বাজাইতে বাজাইতে মধুদাস ও ঢুলীর প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুনগর, সিন্ধুতীরে অরুন্ধতীর আশ্রম

অরুন্ধতী আসীনা, সুনন্দার প্রবেশ

সুন। ভগবতি! আপনার শ্রীচরণে প্রণাম করি ; আশীর্ব্বাদ করুন!

অরু। বৎসে! বিধাতা তোমাকে দীর্ঘ-জীবিনী করুন! সম্বাদ কি?

সুন। ভগবতি! আপনি কি আজকের সম্বাদ শুনেন নাই?

অরু। কি সম্বাদ বৎসে?

সুন। রাজনন্দিনী শশিকলা, নগরমধ্যে এই ঘোষণা প্রচার করেছেন যে, আগামী কল্য সায়ং কালে, তিনি এক মহাব্রত করবেন। এ নগরে যত কুমারী আছে—কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকলকেই সেই ব্রত উপলক্ষে রাজপুরীতে উপস্থিত হতে হবে। তা আমাদের প্রতি আপনার কি আজ্ঞা?

অরু। বৎসে! যে রাজার আশ্রয়ে বাস কর, যার প্রতাপে ধন মান প্রাণ সকলই রক্ষা হয় সেই রাজার বা রাজপরিবারের আজ্ঞা অবহেলা করা নীতিবিরুদ্ধ ও অশ্রেয়স্কর।[১১]

সুন। যে আজ্ঞা ভগবতি! তবে, আমার প্রিয় সখীকে সে স্থলে কি বেশে যেতে আজ্ঞা করেন?

অরু। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) কেন? যে বেশে ভদ্রঘরের কন্যারা যায়, তিনিও সেই বেশে যাবেন।

সুন। তা হলে কি আমাদের গুপ্ত ভাব আর থাকবে? ভগবতি! গান্ধার দেশ পরিত্যাগ করবার সময় আমরা প্রিয় সখীর বহুমূল্য বহুতর বস্ত্রাদি ফেলে এসেছি। এখন যা কিছু সঙ্গে আছে, তার মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট সে পরিচ্ছদগুলি দেখলেও বোধ হয়, এ দেশের লোকে বিস্ময়াপন্ন হবে। প্রিয় সখীর এক একটি পরিচ্ছদ এক এক রাজ্যের মূল্যে প্রস্তুত! আর দেখুন, এমন সময় নাই যে, এখনকার অবস্থার অনুরূপ একটি সামান্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা যেতে পারে।

অরু। (সহাস্য বদনে) বৎসে! তুমি নির্ভয় হও। যে পরিচ্ছদ তোমাদের জ্ঞানে সুপরিচ্ছদ হয়, তোমরা সখীকে তাই পরিধান কর্ত্তে বলো। তাঁকে বেশভূষায় উত্তমরূপে ভূষিতা করে, আমার এখানে নিয়ে এসো ; তাঁর সঙ্গে আমার কিছু বিশেষ কথা আছে।

সুন। যে আজ্ঞা ভগবতি! তবে, এখন বিদায় হই।

[সুনন্দার প্রস্থান।

অরু। (স্বগত) এদের এ রহস্য আর যে বহুকাল অপ্রকাশ্য ভাবে থাকবে, তার কোনই সম্ভাবনা নাই। নাই থাকুক, তাতে বড় একটা হানি ছিল না। কিন্তু, দেবতারা যে এদের প্রতিকূল এই-ই দেখচি অপ্রতিবিধেয় ব্যাধি। প্রবল বায়ুসন্তাড়িত জলতরঙ্গের গতি প্রতিরোধ করা বিষম ব্যাপার! এ কি? আমার চক্ষে অশ্রুদয় হলো! ভেবেছিলেম, যেমন, ভীষণদন্ত বরাহ ভগবতী বসুন্ধরার কোমল হৃদয় বিদারণ করে, উদ্যানশোভা লতিকার মূলোৎপাটন পূর্ব্বক ভক্ষণ করে, সেইরূপ তাপসবৃত্তিও কাল সহকারে অস্মদাদির হৃদয়-কাননের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিরূপ লতাগুল্মাদির মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট করেছে। কিন্তু এখন দেখছি, আজও তা হয় নাই। তা হলে, এ মোহের লহরী আজ কোথা থেকে উপস্থিত হলো! (পরিক্রমণ করিয়া) আহা! এমন রূপসী কন্যা কি এ জগতে আর আছে! আর কেবল যে রূপসী, তাও নয় সুশীলতা, ধর্ম্মপরতা ইত্যাদি গুণ প্রফুল্ল কমলের ন্যায় এঁর মানস-সরোবরে শোভা বিস্তার করেচে। তা এমন সুরূপা ও সুশীলা কন্যার ললাটে কি বিধাতা সত্য সত্যই এত দুঃখ লিখেচেন? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ

১১. অকল্যাণজনক।

করিয়া) প্রভো! তোমারই ইচ্ছা! তোমার লীলা খেলা দেবতাদের দুর্জ্ঞেয়! আমরা ত সামান্য মনুষ্য মাত্র।

রাজমন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। ভগবতি! আশীর্ব্বাদ করুন? (প্রণিপাত)

অরু। দেবাদিদেব মহাদেব আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন! ঐ কুশাসন গ্রহণ করুন; আর বলুন দেখি, আজকের কি সম্বাদ।

মন্ত্রী। (আসন গ্রহণ করিয়া) ভগবতি! মহারাজ মায়াকাননে স্বপ্নদৃশ্যবৎ যা দেখেছিলেন, তা যদি কোন দেবমায়া মাত্র না হয়, আর সে কন্যাটি যথার্থ মানবী এবং এই নগরবাসিনী হন, তবে আগামীকল্য সায়ংকালে তাঁকে আমরা সকলেই দেখতে পাব।

অরু। মন্ত্রিবর! আপনি যে এ বিষয়ে কি উপায় অবলম্বন করেছেন, তা আমি অবগত হয়েছি। কিন্তু মহাশয়! এ কর্ম্ম ভাল হয় নাই। যদি সে কন্যাটি সুরবালা না হয়ে, সত্যই নরবালা আর এই নগরবাসিনী হয়, তা হলে মহারাজের সহিত তার পুনঃসন্দর্শনে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদানতুল্য হবে। আর যে অগ্নি বর্ত্তমান অবস্থায় দুঃসহ, সে অগ্নি দ্বিগুণ প্রবল হয়ে উঠলে কি রক্ষা থাকবে?

মন্ত্রী। তবে আপনি কি সে কন্যাটির কোন সন্ধান পেয়েছেন?

অরু। আজ্ঞে হাঁ।

মন্ত্রী। (ব্যগ্রভাবে) ভগবতি! তৃষাতুর ব্যক্তি, দূরে বিমল জলপূর্ণ জলাশয় দেখতে পেলে যেমন আহ্লাদে মগ্ন হয়ে ব্যগ্রভাবে সেই দিকে ধাবমান হয়, আপনার এই আশাসূচক মধুর বাক্যে আমার মনও তেমনি আনন্দিত, আর সবিশেষ সমস্ত শুনবার জন্যে সাতিশয় ব্যগ্র হয়েছে। অতএব, অনুগ্রহ করে শীঘ্র বলুন, তিনি কে?

অরু। আমি বোধ করি, আপনি গান্ধার দেশের মহারাজার নাম শুনেছেন।

মন্ত্রী। ভগবতী! তাঁর নাম কে না শুনেছে? তিনি এই সমুদায় ভারতরাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। বৈভব ও প্রভুত্বে দ্বিতীয় সুরপতি; শস্ত্রবিদ্যায় সাক্ষাৎ পাণ্ডবচূড়ামণি ফাল্গুনি, গদাবিদ্যায় যদুকুলতিলক বলভদ্র তুল্য; ধর্ম্মানুষ্ঠানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমতুল্য; আর, বদান্যতায় সূর্য্যসূত শ্রীমান্ কর্ণের সমকক্ষ। দেবনামসদৃশ সেই পুণ্যাত্মা রাজর্ষির নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তা তাঁর কি?

অরু। যে কন্যারত্নটিকে মহারাজ মায়াকাননে দেখেছিলেন, সেটি সেই রাজরাজেন্দ্র গান্ধারেশ্বরের একমাত্র দুহিতারত্ন।

মন্ত্রী। (সবিস্ময়ে) বলেন কি ভগবতী? রাজনন্দিনী ইন্দুমতী? যাঁর রূপের গৌরবে যে উর্ব্বশীকে কবিরা আখণ্ডলের সর্ব্বস্ব বলে থাকেন, সে উর্ব্বশী পূর্ণচন্দ্রবিরাজিত রজনীতে খদ্যোতমালার ন্যায় ম্লান হয়, মহারাজ কি সেই ইন্দুমতীকে সন্দর্শন করে ছিলেন? তা তিনি সে সময় ঐ মায়াকাননে কেন এসেছিলেন, তা আপনি আমাকে বলুন।—গান্ধার দেশ কিছু নিকট নয় যে, রাজকুমার মায়াকাননে পরিভ্রমণ করতে আসবেন।

অরু। আপনি কি শোনেন নাই যে, ধূমকেতু নামক একজন রাজসেনানী মহারাজের কতিপয় রাজবিদ্রোহীর সহিত ষড়যন্ত্র করে মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করেছে?

মন্ত্রী। হাঁ, এরূপ জনরব শ্রুত আছি বটে; কিন্তু, রাজাধিরাজ গান্ধারপতি এখন কোথায়?

অরু। তিনি ছদ্মবেশে এই নগরে অবস্থিতি করচেন।

মন্ত্রী। হে বিধাতা! অমরাবতী পরিত্যাগ করে সুরপতি মর্ত্যলোকে উদাসীনভাবে পরিভ্রমণ করচেন! যে হস্ত বজ্রপ্রভাবে অসুরদলের মস্তক চূর্ণ করে, সে হস্ত কি এখন নিরস্ত হয়েছে?

অরু। মনুষ্যের দশা এ জগতে সর্ব্বদা অপরিবর্ত্তিত থাকে না! কখন উচ্চে, কখন নীচে,—চক্রনেমির ন্যায় সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করে।

মন্ত্রী। ভগবতি! আমাদের মহারাজার কি সৌভাগ্য! গান্ধারপতি এখন বর্ষীয়ান্! এ তাঁর জীবনের সায়ংকাল। ইন্দুমতী তাঁর একমাত্র কন্যা। এঁর সহিত আমাদের মহারাজের বিবাহ হলে, কালে সিন্ধুপতি, ভারতের সম্রাট্‌পদ লাভ করবেন। এমন কি, তাঁর যদি রাজসূয়' যজ্ঞ

করতে ইচ্ছা হয়, তবে তিনি পৌরবকুলের গৌরবের লাঘব করতে পারবেন, সন্দেহ নাই।

অরু। মন্ত্রিবর! আপনাকে একটি গোপনীয় কথা বলি। এ বিবাহ হলে, মহারাজের আর এই মহারাজ্যের নিতান্ত অশুভ ঘটনা হবে; দেবতারা এ বিষয়ে নিতান্ত প্রতিকূল, আমার ইষ্টদেব ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট শিষ্য প্রেরণ করাতে তিনি আমাকে এই আদেশ করেচেন যে, "বৎসে! তুমি যদি সিন্ধুদেশের রাজকুলের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষিণী হও, তবে এ সম্বন্ধ কোন মতেই সম্পন্ন হতে দিও না।" আরও দেখুন, আমি বারম্বার আমাদের ভূতপূর্ব্ব মহারাজের স্বর্গীয় আত্মা স্বপ্নে ও জাগ্রত অবস্থায় দেখেচি। তাঁরও এই অনুরোধ। (সবিস্ময়ে) ঐ দেখুন!

শিবমন্দিরের পশ্চাৎ হইতে পট্টবস্ত্রাবৃত
বৃদ্ধ রাজর্ষির আকারবিশিষ্ট
পুরুষের প্রবেশ[১২]

মন্ত্রী। (সকম্পিত শরীরে গাত্রোত্থান করিয়া) এ কি! এ কি! (করযোড়ে) হে নরনাথ! আপনি স্বর্গধাম পরিত্যাগ করে, কেন এ পাপ মর্ত্ত্যে পুনরাগমন করেছেন? আপনার কি আজ্ঞা?

আত্মা। (গম্ভীর বচনে) চাণক্য! অজয় কুক্ষণে পাপ মায়াকাননে গান্ধারাধিপতির কন্যাকে দর্শন করেছেন! এত দিনের পর, এই পুরাতন বৃহৎ রাজবংশ ধ্বংস হয়! এখনও যদি পার, তবে পঞ্চালাধিপতির দুহিতার সহিত তাঁর পরিণয় ব্যাপার সমাধা করাও। নচেৎ আর রক্ষা নাই; সাবধান হও!

[অন্তর্দ্ধান

অরু। ঐ দেখলেন ত মন্ত্রী মহাশয়! শুন্‌লেন না?

মন্ত্রী। ভগবতি! আমার এমনি হৃৎকম্প হচ্চে যে, মুখে কথা সরে না। এ কি বিভীষিকা! উঃ! দাঁড়াতে পাচ্চি না! এখন আজ্ঞা হয় ত বিদায় হই।

অরু। মন্ত্রিবর! সাবধান হবেন, দেখবেন, এ কথা যেন কোন মতেই প্রকাশ না হয়।

মন্ত্রী। ভগবতি! এ সকল কথা এ দাসের হৃদয়ে চিরকাল গুপ্ত থাকবে। এরূপ আমি কখনও দেখি নাই, কখনও শুনিও নাই। মহারাজের মৃত্যু দেবমন্দিরে হয়, আর যখন তিনি দেহত্যাগ করেন, তখন অবিকল তাঁর এই বেশ ছিল! এ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! আশীর্ব্বাদ করুন, বিদায় হই। ভরসা করি, আপনিও অদ্য সায়ংকালে রাজনন্দিনীর ব্রতালয়ে পদার্পণ করবেন।

অরু। তা অবশ্যই যাবো।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

অরু। (স্বগত) এ সকল বৃত্তান্ত অজয়কে বিজ্ঞাত করা অনুচিত, তার অবস্থা সম্বন্ধে যেরূপ জনশ্রুতি শুন্‌তে পাই, তাতে বোধ করি, এ সব কথা শুনলে, হয় ত সে সহসা আত্মহত্যা কর্ত্তে পারে! যদি সে আপন ঈপ্সিত জনকে না পায়, তা হলে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়াও বিচিত্র নয়! প্রেমান্ধ জনের নিকট বিধাতাদত্ত অমূল্য জীবমণি কিছুই নয়!

সুনন্দার সহিত সুচারু ও উজ্জ্বল বেশে রাজনন্দিনী
ইন্দুমতীর প্রবেশ

অরু। এস বৎসে! তুমি ত এখন শারীরিক সুস্থ হয়েছ?

ইন্দু। আজ্ঞে হাঁ, এক প্রকার সুস্থ হয়েচি।

অরু। (অগ্রসর হইয়া) বৎসে! তুমি আমাকে সত্য করে বল দেখি, তুমি এই সিন্ধুদেশের নূতন মহারাজকে ভাল বাস কি না?

ইন্দু। (ব্রীড়া[১৩] প্রদর্শন)

সুনন্দা। ভাল বাসেন বই কি ভগবতি! না হলে এত লজ্জা কেন?

ইন্দু। (জনান্তিকে সুনন্দার প্রতি) তোর কি কিছু মাত্র লজ্জা নাই?

সুনন্দা। কেন? লজ্জা থাকবে না কেন? যদি তুমি এ মহারাজকে ভাল বাস, তবে তাতে দোষ কি? তিনি একজন সামান্য ব্যক্তি নন।

১২. নাটকের দৃশ্য সংস্থাপনায় প্রেতাত্মার উপস্থিতি একটি প্রাচীন নাট্যকৌশল। তুঃ সেক্‌সপীয়রের নাটক।
১৩. লজ্জা।

তাতে আবার পরম সুপুরুষ ; তুমিও নব যুবতী, তোমাদের মিলন যে সুখজনক হবে, তাতে সন্দেহ নাই। এতে আর লজ্জার বিষয় কি? আর এই ভগবতী আমাদের মাতৃসদৃশ, এঁর কাছে লজ্জা করা অনুচিত।

অরু। (স্বগত) মিলন! মিলন! তা যদি হতে পাত্তো, তবে নিঃসন্দেহে মণিকাঞ্চনের সংযোগের সদৃশ কি অপরূপই হতো! কিন্তু সিন্ধুদেশের তেমন ভাগ্য নয় যে, সে অপূর্ব্ব দৃশ্য সন্দর্শন করে। ভূভারতে কেবল ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মীস্বরূপিণী জনকরাজ-তনয়াকে বামে করে অযোধ্যার রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। (প্রকাশ্যে) দেখ বাছা ইন্দুমতি! তুমি আমাকে লজ্জা করো না, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্চি, তুমি কি এই মহারাজকে ভাল বাস!

ইন্দু। (ব্রীড়া প্রদর্শন)

অরু। (সহাস্য বদনে) লোকে বলে, "নীরবতা অনেক প্রশ্নের সম্মতিসূচক উত্তর।" তা বৎসে! তোমার মনের কথা এখন আমি বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পারলেম!

সুনন্দা। ভগবতি! আপনি কি না বুঝতে পারেন? প্রিয় সখী আপনার ফাঁদে আপনি ধরা পড়েচেন।

অরু। যা হোক বৎসে ইন্দুমতি! একটি পরামর্শ দিই, অবধান কর! রাজকুমারীর ব্রতস্থানে মহারাজের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হবে। যদি তিনি বিবাহের প্রস্তাব করেন, তবে তুমি এই বলো যে, "কোন বিশেষ কারণে আমি সম্পূর্ণ এক বৎসর আপনার এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারি না।"

ইন্দু। (মুখাবনত করিয়া মৃদুস্বরে) যে আজ্ঞা জননি!

অরু। অদ্য কয়েক দিবস নূতন রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়াতে নাগরিকেরা মহোৎসবে প্রবৃত্ত হয়েচে। রাজপথ লোকারণ্য-ময়, তোমরা বিদেশিনী তরুণী, অতএব আমার সমভিব্যাহারে রাজপুরীতে চল ; তা হলে পথে নির্ব্বিঘ্নে যেতে পারবে।

সুনন্দা। (স-উল্লাসে) আমাদের কি সৌভাগ্য ভগবতি! তবে চলুন!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুতীরে রাজোদ্যান; দূরে দেবালয়;
আকাশে পূর্ণচন্দ্র

শশিকলা, কাঞ্চনমালা ও মন্ত্রীর প্রবেশ

শশি। বলেন কি মন্ত্রী মহাশয়! এ কথা কি বিশ্বাস্য?

মন্ত্রী। রাজনন্দিনী! ঐ যে দূরে পর্ব্বত দেখচেন, ও যেমন অটল, ভগবতী অরুন্ধতীর কথাও তাদৃশ। তিনি এ পৃথিবীতে স্বয়ং সত্যের অবতার।

শশি। আজ্ঞা, এ কথা যথার্থ। কিন্তু আপনি কি জানেন না যে, যদিও অজানত খাদ্য দ্রব্য,—যদিও সে খাদ্য দ্রব্য দেবদুর্লভ হয়, তবুও ভক্ষকের সহসা তা স্পর্শ কত্তে ইচ্ছা করে না।—সর্ব্ববিধায়ে মানব-মনের সেই গতি। কোন অসম্ভব কথা শুনলে, সহসা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে এ কথা যদি সত্য হয়,—আর মিথ্যা যে, তাই বা কেমন করে বলি?—তা হলে, আমার দাদার তুল্য ভাগ্যবান্ ব্যক্তি এ ভূভারতে দ্বিতীয় আর নাই। গান্ধারপতি, রাজনন্দিনী ইন্দুমতী, এ যে প্রাতঃস্মরণীয় নাম! তা এরূপ মহদ্বংশের সহিত কি আমাদের এরূপ সম্বন্ধ সংঘটন হবে? নদকুল সাগরেই পড়ে, সাগর কি কখনো নদগর্ভে পড়েন?

মন্ত্রী। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

শশি। আপনি এ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করলেন কেন?

মন্ত্রী। রাজনন্দিনী! আমার বিবেচনায় পঞ্চালপতির দুহিতা,—যদিও তিনি গান্ধার-রাজতনয়া ইন্দুমতীর সদৃশ সুরূপা নন, তবুও সর্ব্বথা মহারাজের উপযুক্ত। কেন না, যিনি এখন গান্ধার দেশের রাজসিংহাসনে আসীন হয়েছেন, তিনি ধর্ম্মের সোপান দিয়ে সে সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই! সুতরাং অনেক রাজা এখনও তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করেন নাই! অনেক প্রজা তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা কত্তে অস্বীকৃত। অতএব, গান্ধার রাজ্য এক-প্রকার লণ্ডভণ্ড। আর সে দেশের ঐ বর্ত্তমান রাজা যদিও অতি শীঘ্র তাঁর ঐ গুরু পাপের দন্ড স্বরূপ সিংহাসনচ্যুত হবেন, এরূপ মনে করা যায়, কিন্তু তারই বা নিশ্চয়তা কি? কেন

না, চপলা লক্ষ্মী, রূপ, গুণ, কুল, শীল কিছুই দেখেন না। আর যদি বা সে পাপিষ্ঠ রাজার অধঃপাত হয়, আর বৃদ্ধ গান্ধার-রাজ পুনরায় নির্ব্বিঘ্নে সিংহাসন প্রাপ্ত হন; তথাপি, যে চঞ্চলা, গুণবান্‌কে অপবিত্র জ্ঞানে স্পর্শ করে না, সাধু জনকে সামান্য জ্ঞানে তার দিকে দৃক্‌পাত করে না, মহদ্বংশসম্ভূত জনকে সর্প জ্ঞানে লম্ফ দিয়া উল্লঙ্ঘন করে, শূরসত্তমকে কন্টকতুল্য পরিহার করে, আর বিনীত ব্যক্তিকে পাপিষ্ঠ জ্ঞানে তার দিকে চায় না, সেই পাপলক্ষ্মী যে, গান্ধার-রাজসংসারে চিরনিবাসিনী হবে, তারই বা প্রত্যাশা কি? কিন্তু পঞ্চালাধিপতির এখন তাদৃশ দশা নয়, তাঁর অবস্থাবিষয়ে সম্প্রতি এ সকল আশঙ্কা কিছুই নাই। তাঁর প্রবীণ বান্ধব-মণ্ডলী বিদ্যমান; হস্তিনাপুরে এখনো পরীক্ষিত রাজর্ষির বংশীয় অধস্তন পুরুষেরা রাজত্ব কচ্চেন; বিরাট রাজ্যের রাজারাও তাঁর মিত্র। এঁরা সকলে আর অন্যান্য রাজসিংহ যদি একত্র হয়ে মহারাজের প্রতিপক্ষে অভ্যুত্থান করেন, তবে আমরা বিষম বিপদে পড়বো, তার সন্দেহ নাই। দ্রৌপদীর হরণ-জনিত রোষাগ্নি এখনো নির্ব্বাণ হয় নাই।[১৪]

শশি। তা গান্ধার দেশের বর্ত্তমান রাজার সহিত আমাদের বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা কি?

মন্ত্রী। আপনি কি দেখচেন না যে, মহারাজের সহিত ইন্দুমতীর পরিণয় হলে, গান্ধার দেশের রাজা নূতন এক তেজস্বী শত্রুকে যেন রণস্থলবর্ত্তী দেখবেন। সুতরাং তিনি আমাদের শত্রুদলকে যে বৃদ্ধি করবেন সে বিষয় হস্তামলকবৎ[১৫] প্রত্যক্ষ। কিন্তু, তাঁকে আমি বিষদন্তহীন অহিস্বরূপ জ্ঞান করি। পঞ্চালপতি তেমন নন।

শশি। মন্ত্রিবর! এ সকল কথা ভাবলে মন অধীর হয়। হায়! কি কুক্ষণে দাদা সেই পাপ কাননে প্রবেশ করেছিলেন! ঐ শুনুন,— কুমারীরা দেবালয়ে প্রবেশ কচ্চে।

নেপথ্যে পদধ্বনি, নূপুরধ্বনি ও গীত;
সন্ধ্যাকালে বসন্তবর্ণন

মন্ত্রী। রাজনন্দিনী! আমি এখন যাই, মহারাজকে এখানে আনয়ন করে কোনো বিরল স্থানে রাখি। দেখি, এই ইন্দুমতী রাজমনো-মোহিনী কি না? আপনি গিয়ে সেই কুমারীদিগের সঙ্গে যথাবিধি সম্ভাষণ করুন।

[প্রস্থান।

শশি। কাঞ্চনমালা! এ বিবাহ হলে, সখি আমাদের সর্ব্বনাশ হবে! কিন্তু দাদাকে এ কথা যে কেমন করে বোঝাই, তা ভেবে পাচ্চি না। লোকে বলে, বিপত্তিকালে জ্ঞান-রবি যেন মেঘাচ্ছন্ন হয়। তা না হলে কি সখি, রঘুনন্দন সুবর্ণ-মৃগ দেখে বুঝতে পাত্তেন না যে সে কোন মায়াবী রাক্ষস।[১৬] হায়! হায়! আমাদের কি হলো! (রোদন)

কাঞ্চন। সখি! শান্ত হও! এ কি ক্রন্দনের সময়? তোমার ও পদ্মচক্ষু অশ্রুপূর্ণ দেখলে লোকে কি ভাববে? ঐ শোনো—আহা! কি চমৎকার গীত!

নেপথ্যে গীত; পূর্ণচন্দ্র বর্ণন

শশি। সখি! আমি যখন মন্ত্রীর পরামর্শে এ সমারোহে সম্মত হয়েছিলেম, তখন আমি পূর্ব্বাপর বিবেচনা করে দেখি নাই। আমার মনের কি এমনি অবস্থা যে, এখন আহ্লাদ আমোদ কত্তে পারি? না দশ জন পরের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদের কথাবার্ত্তা কইতে পারি? তা চলো; —যা হয়েছে তা হয়েছে! এখন যৎকিঞ্চিৎ ভদ্রতা না দেখালে অবশ্যই লোকে অযশ করবে। ঐ যে দাদা আর মন্ত্রীবর এ দিকে আসচেন!— যা বল সখি! ইন্দুমতীই হোন কি সুরনারীই হোন, এমন কার্ত্তিকেয়কে দেখলে, তাঁর মন অবশ্যই অস্থির হবে।

রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ

চল সখি! আমরা এখন যাই;—গিয়ে দেখি, ইন্দুমতীর মনের কি ভাব। আমি শুনেচি, অনেক সময় এমন ঘটে যে, কিরাত কুরঙ্গিণীকে তীরাঘাতে বিদ্ধ করে অন্যত্র চলে যায়;—আর মনেও করে না যে, সে অভাগিনীর কি দুর্দ্দশা

১৪. দুর্যোধনের ভগ্নীপতি সিন্ধুরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জয়দ্রথ। তিনি বনগৃহ থেকে দ্রৌপদীকে বলপূর্ব্বক হরণের চেষ্টা করেছিলেন। ১৫. করতলস্থ আমলকীর ন্যায়। এখানে অতি সহজে। ১৬. রামায়ণ প্রসঙ্গ।

ঘটেচে! কিন্তু, সে যেখানেই যায়, ঐ রক্তশোষক যমদূত তার পার্শে লেগে থাকে। তা চলো আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থানোদ্যম।

রাজা। শশি! একটু দাঁড়াও; কোন বিশেষ একটি কথা আছে।

শশি। দাদা। বলুন, আপনার কি আজ্ঞা।

রাজা। তুমি মন্ত্রীর মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনেছ। বল দেখি, আমার কি সৌভাগ্য? কিন্তু, মন্ত্রিবর বলেন, এ বিবাহ অপেক্ষা পঞ্চালাধিপতির দুহিতার পাণিগ্রহণ শ্রেয়স্কর। হা! হা! হা! (উচ্চ হাস্য) স্ফটিক, আর হীরা! পিত্তল, আর সুবর্ণ! দেখ দিদি! বৃদ্ধ হলে লোকের বুদ্ধির হ্রাস হয়। জ্ঞান-নদে এক প্রকার জল শেষ হয়। বোধ করি, মন্ত্রিবরেরও সেই দশা ঘটচে।

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার! এ অধীনের স্বর্গীয় পিতা, আপনার রাজপিতামহের মন্ত্রী ছিলেন। আর এ অধীনও তাঁর সহকারিত্ব কত্তো। পরে আপনার স্বর্গবাসী পিতা; এখন আপনি; অতএব ঠাকুরদাদা বলে আপনারা আমার সহিত পরিহাস কর্ত্তে পারেন। আমি কেবল আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী,—

নেপথ্যে পদশব্দ ও নূপুরধ্বনি

রাজা। শশি! চলো দিদি! আমি তোমার সঙ্গে যাই। দেখি, রাজেন্দ্রনন্দিনী ইন্দুমতী এ ক্ষুদ্র গৃহে পদার্পণ করেছেন কি না।

শশি। দাদা! আপনি বলেন কি? ও দেবালয়ে যে এ নগরের সমস্ত কুলকুমারী উপস্থিত! আপনি সহসা ওখানে গেলে তারা লজ্জায় যে কিরূপ হবে, তা আপনিই বুঝতে পারেন।

মন্ত্রী। না-না-না মহারাজ! এ আপনার অনুচিত। চলুন, আমরা উদ্যানের ঐ কোণে গুপ্ত ভাবে গিয়ে থাকি। রাজেন্দ্রনন্দিনীকে আপনি যে প্রকারে দেখতে পান, তার উপায় এর পরে করা যাবে। কপোতীমণ্ডলীর মধ্যে পক্ষিরাজ বাজ সহসা উপস্থিত হলে, তারা কি সুখ-সম্ভোগ- পরিত্যক্ত হয়ে ভয়াভিভূত হয় না? এ নগরে যে এত কুমারী কন্যা আছে, তা আমি জানতেম না। আমাদের যুবক ভায়ারা কি উদাসীনধর্ম্ম অবলম্বন করেচেন?

রাজা। (সহাস্য বদনে) এ বিষয়ে আমি কোনো উত্তর দিতে পারি না। কিন্তু এই জানি যে, আপনার জানিত একজন যুবা পুরুষের ভাগ্যে ঔদাস্যই এক মাত্র অবলম্বন হয়ে পড়েচে!

নেপথ্যে পদশব্দ ও নূপুরধ্বনি

মন্ত্রী। উঃ! এ যে রাজা দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী! তা আপনি যান রাজকুমারি! আর দেখ কাঞ্চনমালা! যদি দুই একটি, এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের যোগ্য পাত্রী দেখতে পাও, তবে সম্বাদ দিও।

কাঞ্চন। তোমার মুখে ছাই! এসো সখি, আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) সূর্য্যকিরণে গভীর নদের জল-মুখ উজ্জ্বল দেখা যায়। কিন্তু নিম্ন দেশ যে কিরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তা কে জানে। মুখে হাসলেম, কিন্তু হৃদয়ে যে সর্ব্বক্ষণ কি বেদনা, তা যিনি অন্তর্যামী, তিনিই জানেন। (প্রকাশ্যে) চলুন মহারাজ! আমরা উদ্যানের এক কোণে গুপ্ত ভাবে গিয়ে থাকি! ভগবতী অরুন্ধতীর আশীর্ব্বাদে আপনি অবশ্যই আজ সায়ংকালে সে অপূর্ব্ব রূপসীর পুনর্দর্শন পাবেন।

[উভয়ের উদ্যান-কোণাভিমুখে গমনোদ্যম।

রাজকুমারী শশিকলার বেগে পুনঃপ্রবেশ

শশি। দাদা! আজ আকাশের তারা ভূতলে পড়েচে!

রাজা। (ব্যগ্রভাবে) এর অর্থ কি দিদি?

শশি। বোধ করি, রাজেন্দ্রনন্দিনী ইন্দুমতী ঐ এসেচেন! আমরা রমণী, তবুও তাঁর রূপ দেখলে আঁখি ফেরাতে পারি না। কি অপরূপ রূপ!

রাজা। দেখলে শশিকলা? আমি ত বলেছিলেম, এ স্বপ্ন নয়! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী কোথায়?

শশি। তিনি ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গ, ভগবান্ বশিষ্ঠ, আর রাজপুরোহিত ধর্ম্মের সহিত কোন

ব্রত সমাধা কচ্চেন। ব্রত সম্পন্ন হলেই, রাজেন্দ্রনন্দিনী ইন্দুমতীর সহিত আপনার সাক্ষাৎ হবে। ভগবতী আমাকে এই কথা বল্লেন যে, যেমন তারাময়ী নিশাদেবী, উষাকে উদয়াচলের সহিত মিলিত করেন, সেইরূপ তিনিও রাজনন্দিনী ইন্দুমতীকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করবেন।

নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি

বোধ হয়, ভগবতী অরুন্ধতীর ব্রত সাঙ্গ-প্রায়। তা এ সময় আমার ও স্থানে উপস্থিত থাকা উচিত। আমি যাই।

নেপথ্যে গীত;—ব্রতসাঙ্গ-বিষয়ক

রাজা ও মন্ত্রীর, উদ্যান-কোণাভিমুখে গমন

রাজা। বলুন দেখি মন্ত্রী মহাশয়! এ বিবাহে আপনার কি আপত্তি?

মন্ত্রী। (অস্পষ্ট বাক্যে) আজ্ঞা আপত্তি কি, তা না, তবে কি গান্ধাররাজবংশের সহিত এ রাজবংশের কখনো কোন পরিণয় হয় নাই। কিন্তু, পঞ্চালপতির বংশের অনেক রাজকুমারী এ রাজ্যের পাটেশ্বরী হয়েছেন। আর এ রাজ-বংশেরও অনেক কন্যা পঞ্চালরাজ্যের রাজা-দিগের সহিত পরিণীতা হয়েচেন। এখন সহসা এ নিয়ম ভঙ্গ করা—

রাজা। ধিক্ মন্ত্রিবর! ভেবেছিলেম, আপনি সুনীতিজ্ঞ! তা এই কি নীতিজ্ঞান? আর আপনি কি পুরাণ-বৃত্তান্ত সমস্ত বিস্মৃত হয়েচেন? মহাভারতে কি আছে? গান্ধাররাজকন্যা গান্ধারী দেবী রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্রের সহিত-পরিণীতা হন। আর তাঁর কন্যা দুঃশলা আমাদিগের পূর্ব্বমাতা। কেন না, তিনি এ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ পুণ্যাত্মা জয়দ্রথের ধর্ম্মপত্নী ছিলেন ; আমরা তাঁরি সন্তান। গান্ধার দেশের রাজবংশের রক্ত আমাদের সম্বন্ধে পরের রক্ত নয়।[১৭]

মন্ত্রী। আজ্ঞা তা সত্য বটে; তবু—

রাজা। আঃ—তবু, তবু, তত্রাচ, তত্রাচ, কিন্তু, কিন্তু, এই যে আজকাল আপনার মুখে! আর কোনো শব্দই নাই! বৃদ্ধ বয়সে পাগল হচ্চেন না কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, একপ্রকার তাই বটে! তা আপনার হিতার্থে যদি পাগল হই, তাতেও দুঃখ নাই।

ইন্দুমতী ও সুনন্দার সহিত অরুন্ধতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ

রাজা। (অবলোকন করিয়া) মন্ত্রিবর! আপনি আমাকে ধরুন! (মূর্চ্ছা)

ইন্দু। (রাজাকে অবলোকন করিয়া) ভগবতি! শ্রীচরণে স্থান দিন, আমি প্রাণ পরি-ত্যাগ করি! স্বপ্নও কি কেউ সত্য দেখে? (মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)।

শশি। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! ভগবতি! এঁদের দুজনের পরস্পরের সাক্ষাৎ করানো, কোন মতেই সমুচিত হয় নাই! তা চলুন, আমরা ইন্দুমতীকে পুনরায় দেবালয়ে লয়ে যাই।

[ইন্দুমতীকে লইয়া অরুন্ধতী, শশিকলা, সুনন্দা ও কাঞ্চনমালার দেবালয়ে প্রস্থান।]

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! ওরে শীঘ্র জল নিয়ে আয়—

রাজা। (সংজ্ঞালাভান্তর) মন্ত্রি! আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণবধ শাস্ত্রে অতীব গর্হিত বলিয়া উক্ত হয়েছে, তা না হলে আমি বৃদ্ধ মন্ত্রী বধের ভয় কত্তেম না। আপনি আমাকে দুঃখার্ণবে[১৮] আরও মগ্ন করবার জন্যে এ ভান্ কেন করলেন? আপনি অবিলম্বে আমার মনোমোহিনীকে আনুন। আমার হৃদয় অন্ধকার ও মন উন্মত্ত-প্রায় হয়েছে! নতুবা আমি ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই বিস্মৃত হব। শীঘ্র উত্তর দাও!

মন্ত্রী। (সভয়ে কম্পে) মহারাজ! আমার কি সাধ্য যে, ইন্দ্রজালে আপনার মন ভুলাই।

রাজা। (উন্মত্তভাবে পরিভ্রমণ করিয়া) একবার বনদেবীর মায়াতে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল, তাতে কে এ আহুতি দিলে? কার এত সাহস? আমি সম্মুখে কেবল রক্তস্রোত দেখচি। আর ও কি? এক পরম সুন্দরী রমণী! রূপে—সেই আমার মনোমোহিনী! আর তাঁর

১৭. মহাভারত প্রসঙ্গ। ১৮. দুঃখের সাগর।

হৃদয়ে এক ছুরিকা। হে বিধাতা। এ দেখে আমি এখনও বেঁচে আছি! রে কঠিন হৃদয়! তুই বিদীর্ণ হস্‌ না কেন? (পুনর্মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)

মন্ত্রী। এই ত সর্ব্বনাশ হলো! আর এ সকলই আমার দুর্ব্বুদ্ধিতে। হায়! হায়! পদ্ম তুলতে গিয়ে আমার এই মাত্র লাভ হলো যে, মৃণালের কন্টকে হস্ত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। (উচ্চৈস্বরে) ভগবতী অরুন্ধতি! রাজনন্দিনী শশিকলা! আপনারা এ দিকে একবার শীঘ্র আসুন। মহারাজের প্রায় আসন্নকাল উপস্থিত! হে সিন্ধুরাজকুলতিলক! হে নররাজ! তুমি কি এ প্রাচীন শুভানুধ্যায়ীকে বিস্মৃত হলে? হে নর-কার্ত্তিকেয়! বৃদ্ধ মহারাজ কি এই জন্য আমাকে এ পাপময় সংসারে রেখে গিয়েচেন! আমি তোমার এই দশা স্বচক্ষে দেখব? হে নরশার্দ্দূল! মধ্যাহ্নে কি রবিদেব অস্তাচলে গমন করবেন? তবে—তোমার—এ দশা কেন? (রোদন)

বেগে অরুন্ধতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ

অরু। (সবিস্ময়ে) এ কি মন্ত্রীবর! এ কি!

শশিকলা ও কাঞ্চনমালার মৃদু রোদন

মন্ত্রী। আর কি বলবো ভগবতি! রাজনন্দিনী ইন্দুমতীকে দেখে মহারাজের জ্ঞানরবি বোধ হয় মোহ তিমিরে চির আচ্ছন্ন হয়েচে!

অরু। (রাজার মস্তক গ্রহণ করিয়া) মন্ত্রিবর! আপনি সরুন, আমি দেখি, বিধাতা কি করেন।

রাজার মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে করিয়া মালা জপ

রাজা। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) ভগবতি! আপনারা এখানে কেন? আপনারা এখান থেকে যান। আপনাদের দেখলে আমার বোধ হয়, আপনারা যেন, আমার প্রাণের প্রাণকে, জীবনের জীবনকে অগ্নিতে ভস্ম করে এসেছেন! আমিও অপবিত্র! কেন না, আমি এখন প্রাণ-শূন্য। আপনারাও এখন আর পবিত্র নন। কেন না, আপনারা শ্মশানভূমি পদস্পৃষ্ট করেছেন!

অরু। বৎস! শান্ত হও; শান্ত হও। এ প্রলাপ-বাক্য কি তোমার উপযুক্ত?

রাজা। ভগবতি! আপনারা যান।

অরু। বৎস! তোমাকে এ অবস্থায় কে পরিত্যাগ করতে পারে? (উচ্চৈঃস্বরে) রামদাস!

(নেপথ্যে)— ভগবতি!

অরু। শীঘ্র শান্তিজল আনয়ন কর।

শান্তিজল হস্তে রামদাসের প্রবেশ

অরু। (শান্তিজলে রাজমুখ প্রক্ষালন করিয়া) উঠ বৎস! যেমন নিশানাথ, রাহুর গ্রাস হতে মুক্তি পেয়ে, পুনর্ব্বার ভগবতী বসুমতীকে সহাস্যবদনা করেন, তুমিও তাই কর।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) ভগবতি! অভিবাদন করি, আশীর্ব্বাদ করুন!

অরু। বৎস! এখন ত সুস্থ হয়েছ?

মন্ত্রী। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণী আশীর্ব্বাদ করলেন না! পূর্ব্বে "চিরজীবী হও! চিরসুখী হও! বিধাতা তোমার মঙ্গল করুন!" এই সকল কথা আশীর্ব্বাদস্থলে মুখ দিয়ে বহির্গত হতো, আজ আর তা নাই! পাছে আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হয়, বোধ করি এই ভয়ে, আশীর্ব্বাদ করলেন না! মহারাজের যে বিষম অমঙ্গল উপস্থিত, তার আর কোনো সন্দেহ নাই! অমঙ্গল সূচনার পূর্ব্বানুভবে এই লক্ষণ!

রাজা। জননি! আমার কি কুক্ষণে জন্ম! এ কুজীবন, আমি প্রায় স্বপ্নেই কাটালেম।

অরু। কেন বৎস! স্বপ্নে কেন?

রাজা। ভেবেছিলেম, আজ সায়ংকালে রাজনন্দিনী ইন্দুমতীর চন্দ্রানন অবলোকন করে, পুনর্জ্জীবিত হবো। কিন্তু, তাঁকে যে কিরূপ দেখলেম,—যেমন স্বপ্নদেবী, মায়াময়ী নারীকে সঙ্গে করে, সুপ্ত জনের মনোরঙ্গ জন্মান, এও সেইরূপ হলো!

অরু। বৎস! এ তোমার ভ্রান্তি! সেই রাজনন্দিনী ইন্দুমতী, এই পুরীতেই আছেন। আর তোমার ভগ্নী শশিকলার সহিত এই অল্পকালের আলাপ পরিচয়ে তাঁর বিশেষ সম্প্রীতি হয়েছে।

রাজা। (ব্যগ্রভাবে) তবে দেবি! আমি কি তাঁর চন্দ্রানন দেখতে পাই না?

অরু। বৎস! তা হতে পারে;—কিন্তু, তিনি কুলবালা ;—আর কোন্ কুলবালা, তা তুমি ভালরূপ জান না। তিনি যে সহসা তোমার সহিত সাক্ষাৎ করবেন, এ কোন মতেই সম্ভবে না। তুমি এখন রাজপুরীতে প্রবেশ করো ; সমাগত কুলকন্যারা ওই উদ্যানে বিহারার্থ আসবে ; তা হলে অবশ্যই ইন্দুমতী তোমার দর্শনপথে পড়বেন। আর যদি তোমার তাঁকে কিছু বক্তব্য থাকে, তবে আপন ভগ্নী শশিকলাকে দিয়ে বলালেই হবে।

রাজা। (শশিকলার কর্ণে কিছু কহিয়া) এস মন্ত্রিবর! আমরা রাজপুরীতে প্রবেশ করি।

[মন্ত্রী ও রাজার প্রস্থান।

অরু। (কাঞ্চনমালার প্রতি) কাঞ্চনমালা! রাজনন্দিনী ইন্দুমতী আর তাঁর সখীকে শীঘ্র এ স্থলে আহ্বান করো।

কাঞ্চন। যে আজ্ঞা ভগবতি!

[প্রস্থান।

অরু। (শশিকলার প্রতি) রাজনন্দিনী! তোমার এখানে কিছু কাল সংগীতাদি আমোদে মহারাজের চিত্ত বিনোদন কর ;—

শশি। জননি! আপনি কি তবে আশ্রমে যেতে ইচ্ছা করেন? তা হলে কিন্তু কিছুই হবে না। দাদা যদি আবার ঐরূপ বিচলিতমন হন, তবে কে রক্ষা করবে?

অরু। বৎসে! আমি যে শান্তিজলে ওঁর মুখ প্রক্ষালন করেছি, তাতে আর কোন ভয় নাই! অমৃত যাকে স্পর্শ করে, তার কি মরণাশঙ্কা থাকে? এর উদাহরণ-স্থলে, রাহু আর কেতুকে দেখ।[১৯]

শশি। জননি! আপনার শ্রীচরণে এই মিনতি করি, আপনি এখানে থাকুন।

অরু। বৎসে! সাংসারিক সুখলোভে আমার মন সতত বিরত। তবে তোমার অনুরোধ অবহেলা কর্ত্তে মন চায় না। আচ্ছা, আমি এখানে থাকলেম।

ইন্দুমতী ও সুনন্দার প্রবেশ

শশি। (ইন্দুমতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয় সখি!—(করযোড় করিয়া) এ দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। আমি যে আপনাকে প্রিয় সখী বলি, এ আমার অনুচিত কর্ম্ম। কিন্তু ভেবে দেখুন, জনকরাজতনয়া সীতাদেবী, সরমা রাক্ষসীকেও সখী বলে সম্ভাষণ করেছিলেন, আমার কি তেমন সৌভাগ্য হবে।[২০]

ইন্দু। (শশিকলাকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয় সখি! প্রিয়তমে! তুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ! তুমি ত আমার দাসী নও, আমিই তোমার দাসী। তোমার বাহুবলেন্দ্র ভ্রাতার রাজ্যে আমাদের বসতি।

শশি। প্রিয় সখি! ও সকল কথা বিস্মৃত হও। এ বসন্ত কাল। আর দেখ, আজ পূর্ণ-চন্দ্রালোকে আকাশ, পৃথিবী সকলই যেন ধৌত হয়েছে। আরো দেখ, এ উদ্যানে কত প্রকার সুরভি কুসুম প্রস্ফুটিত হয়েছে। আর শুনেছি, তোমার এরূপ সুমধুর কণ্ঠ যে, আকাশে খেচর, আর ভূতলে ভূচর,—তোমার সঙ্গীতধ্বনি শুনলে, সকলেই স্বকর্ম্ম বিস্মৃত হয়ে, একতান মনে সেই সঙ্গীত শুনতে থাকে। তা প্রিয় সখি! এ সুখে কি আমাদের বঞ্চিত করবে? এই আমার বীণাটি গ্রহণ করে,—একটি গীত গাও।

ইন্দু। সখি! সুকণ্ঠই বলো, আর কুকণ্ঠই বলো, তা সে সকল এখন আর নাই। এখন দুঃখের হলাহলে একপ্রকার নীলকণ্ঠ! জর্জ্জরী-ভূতা হয়ে রয়েছি! তা তোমার সমান প্রিয়তমাকে অসন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য নয় ; দাও, তোমার বীণা দাও।

বীণা গ্রহণপূর্ব্বক গীত

শশি। আহা! কি সুমধুর সঙ্গীত! (অরুন্ধতীর প্রতি) ভগবতি! আপনি কি বলেন?

অরু। ত্রিদশালয়ে এইরূপ সঙ্গীত হয়।

শশি। (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয় সখি!

১৯. পৌরাণিক প্রসঙ্গ। ২০. রামায়ণের প্রসঙ্গ।

এরূপ মধু-কোকিলাকে এ রাজপুরীর উদ্যানে কি প্রকারে চিরকাল আবদ্ধ করে রাখতে পারি, তার কোন উপায় তুমি বলতে পারো?

ইন্দু। সখি!—তুমি দেখছি একজন মন্দ ঘটক নও। তার পরে কি বল দেখি?

শশি। তুমি কি তা বুঝতে পাচ্চ না? যেখানে দেবদেবী সকলেই অনুকূল, সেখানে মানব-হৃদয় কেন প্রতিকূল হবে? তা এসো তুমি আমার ভগিনী হও।

ইন্দু। (সহাস্য বদনে) তার পর তুমি ননদী হয়ে, যার পর নাই জ্বালা দেবে বুঝি?

অরু। বালিকাদের রহস্য আমাদের মত বৃদ্ধাদের শ্রোতব্য নয়।

কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিতিপূর্ব্বক মালা জপ

প্রভো! তোমারি ইচ্ছা। সুবর্ণ-প্রজাপতি, অতি অল্পকাল মাত্র জীবন ধারণ করে,—আর যে অল্পকাল সে পুষ্পমধু পানে অতিপাত করে, এরাও তাই করুক! শমনের কোষমুক্ত সুতীক্ষ্ণ অতি সর্ব্বক্ষণ যে মস্তকোপরি রয়েছে, এ যে লোকে দেখতে পায় না, এ কেবল বিধাতার অসাধারণ অনুগ্রহ। প্রভো! তুমিই দয়াময়।

শশি। (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয় সখি! আমার দাদার একটি প্রার্থনা।—তোমার নিকটেই প্রার্থনা।

ইন্দু। কি প্রার্থনা প্রিয় সখি?

শশি। (কর্ণমূলে)

ইন্দু। সখি! তোমাকে আমার দ্বিতীয় প্রাণ বলেছি, তোমার কাছে মনের কথা অব্যক্ত রাখা আমার ইচ্ছা নয়। এ প্রস্তাবে আমার কোন আপত্তি নাই। কেনই বা থাকবে? আমি তোমার কাছে ধর্ম্মকে সাক্ষী করে, অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছি, তোমার অগ্রজ ভিন্ন কখনো, অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ করবো না। কিন্তু একটি বৎসর এ কর্ম্ম হবে না। আমার পিতার শুভার্থে এক ব্রতারম্ভ করেছি।

শশি। প্রিয় সখি! তুমি এ অঙ্গীকারটি ভগবতী অরুন্ধতীর সম্মুখে কর। (উচ্চৈঃ-স্বরে অরুন্ধতীর প্রতি) ভগবতি! আপনি একবার এ দিকে পদার্পণ করুন।

অরুন্ধতীর প্রবেশ

শশি। ভগবতি! আপনি শুনুন, প্রিয় সখী ইন্দুমতী এই অঙ্গীকার কচ্চেন যে, দাদাকে ভিন্ন উনি অন্য কোন পুরুষকে পতিত্বে গ্রহণ করবেন না। কিন্তু, এক বৎসরকাল এ কর্ম্ম সম্পন্ন হবে না।

অরু। (ইন্দুমতীর প্রতি) কেমন বৎসে। এ কি সত্য?

ইন্দু। (ব্রীড়া সহকারে মস্তক অবনত করন)

সুন। আজ্ঞা হাঁ, আমার প্রিয় সখীর এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; আর এই-ই তাঁর মনের বাঞ্ছা।

অরু। এ উত্তম সঙ্কল্প! রাত্রি অধিক হতে লাগ্‌ল; তোমরা সকলে নিজ ভবনে যাও—আর আমিও এখন আশ্রমে যাই। দেখ শশি তোমার প্রিয় সখীর সহিত জনকয়েক রক্ষক দাও, নাগরিক উৎসব এখনো সাঙ্গ হয় নাই। আর দেখ কাঞ্চনমালা! তুমি মন্ত্রী মহাশয়কে একবার আমার এখানে পাঠিয়ে দাও।

শশি ও কাঞ্চন। যে আজ্ঞা ভগবতি!

অরুন্ধতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অরু। (পরিভ্রমণ করিয়া স্বগত) প্রভো তুমিই সত্য। মহারোগে মহৌষধই আবশ্যক করে। আর যদিও, সে মহৌষধ রোগীর পক্ষে কিছুক্ষণ ক্লেশজনক হয়ে দাঁড়ায়, তবুও তাতে বিরক্ত হওয়া অনুচিত কর্ম্ম। যে প্রেমাঙ্কুর ভাগ্যদোষে এদের হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়েছে সে অঙ্কুরকে যে প্রকারে হয় উন্মূলিত করতে হবে। তা না করলে, আর রক্ষা নাই।

মন্ত্রীর প্রবেশ

(প্রকাশ্যে) আসুন মন্ত্রীবর! মহারাজ কোথায়?

মন্ত্রী। তিনি শয়নমন্দিরে প্রবেশ করেছেন।

অরু। এখন কি কর্ত্তব্য, তা বলুন দেখি।

মন্ত্রী। দেবি! আমি যেন ভয়াকুল সাগরতরঙ্গে পড়েছি! কোন্ দিকে গেলে যে রক্ষা পাব, তা বুঝতে পারছি না। আমি জ্ঞানশূন্য হয়েছি, আপনি কি বলেন?

অরু। শুনুন, এরূপ জনরব হয়েছে যে, গুর্জ্জরের রাজা, রাজকর না দেওয়াতে গান্ধারের বর্ত্তমান অধিপতি ধূমকেতু সিংহ সসৈন্যে গুর্জ্জরদেশ আক্রমণ কত্তে এসেছেন। আপনি অনতিবিলম্বে তাঁকে পত্রিকার দ্বারা এই সংবাদ প্রেরণ করুন যে, গান্ধারের ভূতপূর্ব্ব রাজা, তাঁর একমাত্র কন্যা ইন্দুমতীর সহিত এই নগরে ছদ্মবেশে আছেন।

মন্ত্রী। ভগবতি! এতে কি ফল লাভ হবে?

অরু। আপনি কি দেখছেন না যে, পত্র পাঠ মাত্র সে অধর্ম্মচারী এই কন্যারত্ন ইন্দুমতীকে অবশ্যই চেয়ে পাঠাবে। কেন না, তার পুত্র জয়কেতুর সহিত এ কন্যার পরিণয় হলে, পরিণামে তার রাজ্য নিষ্কণ্টক হবে। আর যদি পঞ্চালাধিপতি রোষপরবশ হয়ে, মহারাজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন, তবে অজয় কখন ধূমকেতুর সহিত শত্রুভাবে প্রবৃত্ত হবে না। সত্য বটে, ইন্দুমতীকে ধূমকেতুর হস্তে দিতে অজয় বিষম মনঃপীড়া পাবে, কিন্তু আপনাকে আমি বারম্বার বলেছি যে, মহারোগে মহৌষধির আবশ্যক। যে বিবাহে দেবতারা প্রতিকূল, যা নিবারণার্থে স্বর্গীয় মহারাজের পবিত্র আত্মা পুনঃ পুনঃ ভূতলে অবতরণ করেছেন, সে বিবাহে সম্মতি দিলে, রাজার আমরা অশ্রেয়সাধক হব। আর, মহারাজ আমাদের যে ভার দিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, তারও প্রতিকূল অনুষ্ঠান করা হবে। এখন আপনি কি বলেন?

মন্ত্রী। (চিন্তা করিয়া) দেবি! এ আপনার দৈব বুদ্ধি! আপনি দেবাদিদেব মহাদেবের সেবা বৃথা করেন নাই! তিনিই আপনাকে এ দেবদুর্লভ জ্ঞান দিচ্ছেন। আমি আপনার প্রস্তাবে সর্ব্বথা অনুমোদন করলেম, কল্য প্রত্যূষেই গুর্জ্জর নগরে দূত প্রেরণ করবো। এখন রাত্রি অধিক হয়েছে। অনুমতি হয় তো বিদায় হই

অরু। আমিও এখন আশ্রমে যাই।

মন্ত্রী। বলেন তো সঙ্গে রক্ষক দিই।

অরু। (সহাস্য বদনে) আমাকে এ নগরের কে না চেনে? বিশেষতঃ, আমার রামদাস বীরভদ্র অবতার। তবে চলুন। এস রামদাস!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

গুর্জ্জর নগর; সম্মুখে গান্ধার-রাজশিবির

রক্ষক ও দৌবারিক দণ্ডায়মান

রক্ষক। (পরিভ্রমণ করত স্বগত) এ যুদ্ধে মহারাজের স্বয়ং আসা ভাল হয় নাই। আমাদের সেনাপতি মহাশয় একলা হলেই এ দেশ আমাদের পদানত হতো। কিন্তু আমি দেখছি, যারা নিজে অধর্ম্মাচারী, তারা অপর ব্যক্তিকে কখনই বিশ্বাস করে না। বোধ হয়, আমাদের মহারাজ এই ভাবেন যে, উনি স্বয়ং যে উপায়ে রাজ্যলাভ করেছেন, হয়তো সেনানীও তাই করবেন।

একমনে চৌদিকে ভ্রমণ ও দূতের প্রবেশ

রক্ষক। কে তুমি?

দূত। আমি সিন্ধুদেশাধিপতির দূত। রাজাধিরাজ ধূমকেতু সিংহের নামে পত্রিকা আছে।

রক্ষক। (দৌবারিকের প্রতি) ওহে দৌবারিক!

দৌবা। কি ভাই!

রক্ষক। এই ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে রাজগোচরে লয়ে যাও।

নেপথ্যে রণবাদ্য

দৌবা। ঐ যে মহারাজ, এই দিকেই আসচেন।

ধূমকেতু, মন্ত্রী ও সেনানীর প্রবেশ

দূত। মহারাজের জয় হোক!

রাজা-ধূম। আপনি কে?

দূত। মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ! সিন্ধুদেশ হতে রাজসমীপে একখানি পত্রিকা আনয়ন করেছি।

পত্র দান

রাজা-ধূম। (পত্র পাঠ করিয়া সবিস্ময়ে) অ্যাঁ—এ কি!

মন্ত্রী। কি মহারাজ?

রাজা-ধূম। পত্র পাঠ করে দেখ।

মন্ত্রীর হস্তে পত্র প্রদান

মন্ত্রী। (পাঠ করিয়া) কি আশ্চর্য্য! উত্তর গো-গৃহে রাজা দুর্যোধন যে ফল লাভ কত্তে পারেন নি,[২১] আমরা এই গুর্জ্জর নগরে এসে সেই ফল লাভ করলেম।

সেনানী। বৃত্তান্তটা কি মন্ত্রী মহাশয়?

মন্ত্রী। পত্র পাঠ করুন।

পত্র প্রদান

সেনানী। (পত্র পাঠ করিয়া) এত দিনের পর দেবগণ, হে মহীপতি! আপনার প্রতি প্রকৃতরূপে প্রসন্ন হলেন। রাজকুমারের সহিত ইন্দুমতীর পরিণয় হলে, আমাদের রাজ্য নিষ্কন্টক হবে, আর যেমন অনেক নদ দুই মুখে বিভক্ত ও অভিধাবিত হয়ে পরিশেষে সাগরদ্বারে আবার মিলিত হয়, সেইরূপ মহারাজের ভূতপূর্ব্ব রাজবংশ বিভিন্ন মুখে অভিধাবিত হলেও, এই বিবাহ ব্যাপারে মিলিত হয়ে যায়। তা মহারাজ! এই মুহূর্ত্তেই ইন্দুমতীকে সিন্ধুদেশের রাজার নিকট চেয়ে পাঠান। আর অনুমতি হয় তো দূতের সহিত আমি স্বয়ং সিন্ধুদেশে যাই। যদি সিন্ধুরাজ আপনার আজ্ঞা অবহেলা করেন, তবে তাঁর রাজ্য লণ্ডভণ্ড করবো। গান্ধারের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ অতীব বৃদ্ধ; তাঁকে যৎকিঞ্চিৎ মাসিক বৃত্তি দিলেই তাঁর জীবনের এ সায়ংকাল সুখে অতিবাহিত হবে।

রাজা-ধূম। ভীমসিংহ! তুমি আমার যথার্থ বন্ধু ও মঙ্গলাকাঙক্ষী। চলো, এ বিষয়ে পুনরায় মন্ত্রণা করা যাক্‌গে। মন্ত্রী! দেখ, এই সমাগত দূত মহাশয়কে যথোচিত আতিথ্যচর্য্যার সুবিধা করে দাও।

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য!

[সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে রণবাদ্য

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুনগর; রাজমন্দির

মন্ত্রী। (আসীন—স্বগত) অদ্য প্রায় দশ একাদশ মাস অতীত হলো, মহারাজ কোন মতেই রাজকার্য্যে মনোযোগ দেন না। আমার স্কন্ধেই সকল ভার। যদি যৌবনকালে হতো, তা হলে কোন হানিই ছিল না। কিন্তু, জীবনের অপরাহ্নকালে, এত পরিশ্রম অসহ্য হয়ে পড়েছে। উঃ! অদ্য আমি মুমূর্ষুপ্রায়। (গাত্রোত্থান করিয়া) আর এ কি অমনোযোগের সময়! পঞ্চালাধিপতির দূত যুদ্ধে আহ্বানার্থে এ নগরে প্রবেশ করেছে! বোধ করি, গুর্জ্জর নগর থেকেও দূত আগতপ্রায়।

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবা। মন্ত্রী মহাশয়! গান্ধারাধিপতির প্রেরিত দূত ও সেনানী নগর-তোরণে উপস্থিত। কি আজ্ঞা হয়?

মন্ত্রী। নগরপালকে বল, তিনি উভয়কে সম্মানসহকারে গ্রহণ করেন, আমি একবার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করি।

দৌবা। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) হে বিধাতঃ! ভগবতী অরুন্ধতী আর আমি, আমরা দুজনে যে কর্ম্ম করেছি, তাতে যেন মহারাজের কোন বিঘ্ন বিপত্তি না হয়! এইমাত্র আপনার নিকট প্রার্থনা।

অরুন্ধতীর প্রবেশ

অরু। (আসন গ্রহণ করিয়া) এ কি সত্য মন্ত্রিবর! পঞ্চালাধিপতি আমাদের মহারাজকে যুদ্ধে আহ্বানার্থে দূত প্রেরণ করেছেন? আর না কি গুর্জ্জর দেশ থেকে রাজা ধূমকেতুর দূত ও সেনানী দশ সহস্র সেনা সমভিব্যাহারে এ রাজ্যে প্রবেশ করেছে? তা মহারাজ কোথায়?

মন্ত্রী। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতি! আর কি বলবো! এ সকলিই সত্য! এ দিকে মহারাজ প্রায়ই শয়নমন্দির পরিত্যাগ করেন না!

অরু। কি সর্ব্বনাশ! তিনি এই স্থানে বিদেশীর মহদ্ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করবেন? তারা কি ভাববে, সিন্ধুরাজপুরীতে একটি সভা

২১. মহাভারত প্রসঙ্গ।

নাই। আপনি মহারাজকে আমার নাম করে শীঘ্র আহ্বান করুন।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা দেবি!

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

অরু। (স্বগত) রাজসভাতে এ সকল সমাগত ব্যক্তির সহিত যথাবিধানে সাক্ষাৎ না করলে আর মান থাকবে না। অজয় যে এত বিহ্বল হবে, এ আমি কখনই মনে করি নাই। তা দেখি, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে।

রাজার সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ

(প্রকাশ্যে) অজয়! তুমি কি বৎস, সম্ভ্রান্ত বিদেশী জনগণের সহিত এই বেশে এই মন্দিরে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা কর? আগন্তুক মহোদয়েরা মনে কি ভাববেন?—সিন্ধুরাজপ্রাসাদে কি রাজসভা নাই? আর সিন্ধুরাজের এ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পরিচ্ছদ নাই? বৎস! তোমার এ অবস্থা কেন?

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতি! এ সংসার মায়াময়। আর জীবন এক স্বপ্ন-স্বরূপ। রাজমহিমা, রাজপরিচ্ছদ, এ সকল বৃথা।

অরু। তবুও বৎস! এই বৃথা দ্রব্য, বৃথাভিমান লয়ে ভবাদৃশ লোকেরা সুখে কালাতিপাত করছেন। তোমার প্রজাবর্গ, সতৃষ্ণ নয়নে তোমার এই রাজভবনের দিকে চেয়ে আছে। অবহেলা-রূপ কীট দিয়ে এ প্রজাভক্তিরূপ কোরক কেন নষ্ট করতে চাও!

রাজা। জননি! আপনার আজ্ঞা ও উপদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু, আমি এত দুর্ব্বল যে, প্রায় পদসঞ্চালনে অক্ষম হয়ে পড়েছি। এখানে যে এসেছি সে কেবল আপনার নাম শুনে।

অরু। (স্বগত) এক বৎসর পূর্ব্বে এর শারীরিক কাঞ্চনকান্তি, দর্শকের চক্ষু বিমোহিত করতো। বোধ করি, কৃত্তিকাবল্লভ কুমারও এরূপ রূপের নিকট পরাস্ত মানতেন। কিন্তু, কি পরিবর্ত্তন! (প্রকাশ্যে) রামদাস!

রাম। (নেপথ্যে) ভগবতি!

অরু। আমার ঔষধের কৌটা শীঘ্র আনো।

কৌটা লইয়া রামদাসের প্রবেশ

অরু। কৌটা হইতে ঔষধ লইয়া রাজাকে প্রদানপূর্ব্বক) গুরু শুক্রাচার্য্য, যিনি সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রভাবে কালের করাল গ্রাস হতে শূন্য দেহে পুনর্ব্বার প্রাণ আনয়ন করেন, তিনিই এ মহৌষধির সৃষ্টিকর্ত্তা। এ ঔষধে সঞ্জীবনী মন্ত্রের কিয়ৎ পরিমাণ গুণ আছে। এ শূন্য দেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার করে না বটে, কিন্তু দুর্ব্বল দেহকে সম্যক্ সবল করে।

রাজা। (ঔষধ গ্রহণ করিয়া) ভগবতি! আপনিই ধন্য! (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রিবর! রাজসভার সজ্জা করণার্থ উদ্যোগ্র করুন!

মন্ত্রী। (স-উল্লাসে) হে আয়ুষ্মান্! বিধাতা আপনাকে দীর্ঘজীবী ও চিরজয়ী করুন।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

অরু। শুন অজয়! তুমি বৎস, কোন বিধায়ে এত অধৈর্য্য হয়ো না। আমাদের এ বিষম সঙ্কটের সময়। সমাগত বিদেশীরা যে যা বলে, সাবধানে সে সকল শ্রবণ করো, তত্তদ্বিধায়ে বিহিত বিবেচনা করো। তোমরা ক্ষত্রিয়, সহজেই ক্রোধপরতন্ত্র, কিন্তু এ সময়ে ক্রোধের তাপে মনকে উত্তপ্ত হতে দিও না। সকলকেই এই উত্তর দিও যে, আপনারা অদ্য এ ক্ষুদ্র নগরে আতিথ্য গ্রহণ করুন; আমি মন্ত্রিবর্গ ও নগরস্থ প্রধান আত্মীয়বর্গের সহিত মন্ত্রণা করে যথাবিধি উত্তর আগামী কল্য দিব।

রাজা। যে আজ্ঞা জননি!

[অরুন্ধতীর প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) আবার!—আবার এ বৃথা রাজমহিমাগর্ব্বে কি ফল? হায়! এ রাজ্যে কত শত সহস্র প্রজা আছে, যারা দুঃসহ ক্লেশ-পরম্পরায় দিনরাত্রি অতিবাহিত করে। তবু তারা যদি আমার হৃদয়ের বেদনা জানতে পারে, তা হলে বোধ হয়, আমার এ রাজমুকুট, পদাঘাতে দূরে ফেলে দেয়। আর এ বৈজয়ন্ত সমান রাজপ্রাসাদকে ঘৃণা কোরে, স্ব স্ব ক্ষুদ্রতর কুটীরকে সুখ সন্তোষের আলয় জ্ঞান করে। হে বিধাতঃ! লোকে ভাবে, ঐশ্বর্য্যই সুখ;—কিন্তু এ কি ভ্রান্তি! সূর্য্যের প্রখর তাপে তাপিত হয়ে, কৃষিবৃত্তি পরিচালনা করা, রাজপদ অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়স্কর। যদি মনে জানা যায় যে, যে আমার জীবনার্দ্ধ,—যাকে প্রাণ দিবারাত্রি

প্রার্থনা করে, আমার পরিশ্রমের ফল আমি তার সঙ্গেভোগ করবো ; তা হলে কি সুখ! যাই এখন, সং সাজিগে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুনগর; রাজসভা

কতিপয় নাগরিক আসীন

প্র-না। মহারাজ যে, এত দিনের পর রাজসভায় আসচেন, এ পরম সৌভাগ্যের বিষয়। প্রজাবর্গের আজ যে কিরূপ হৃদয়ানন্দের দিন, তা অনুভব করা আমার শক্তির অতীত। বোধ করি, চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসান্তে শ্রীরামচন্দ্রের আযোধ্যায় পুনরাগমনেও[২২] প্রজাবৃন্দের এত আনন্দ লাভ হয় নাই।

দ্বি-না। বলুন দেখি কশ্যপ মহাশয়! মহারাজের এ অবস্থা কেন ঘটেছিল?

প্র-না। মহাশয়! জনরবের অসংখ্য জিহ্বা। কোন্‌টা যে কি বলে, তার নিয়ম কি? তবে আনুমানিক সিদ্ধান্ত এই হচ্ছে যে, মহারাজের বর্ত্তমান চিত্তবৈকল্যের হেতু উপস্থিত বিবাহ-সম্বন্ধীয় আন্দোলন হতে জন্মেছে।

তৃ-না। মহাশয়! বিধাতা স্ত্রীলোকদিগকে সৃষ্টি করেছেন কেন?

প্র-না। (সহাস্য বদনে) তা না করলে, তোমার ন্যায় বিদ্যারত্ন কি এ নগরে পাওয়া যেত?

তৃ-না। আজ্ঞে হাঁ, তা বটে! কিন্তু তা হলে স্বীকার করতে হবে যে, সকল যুগে স্ত্রীলোকেই পুরুষ দলের সর্ব্বনাশের মূল! সত্যযুগে[২৩] দুঃশাসন, দ্রৌপদীকে অপমান না করলে, বোধ হয়, কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সংগ্রামের সূত্রপাতই হতো না। আরো দেখুন, দ্বাপরে[২৪] সীতার লোভে রাবণ রাজা সবংশে বিনষ্ট হলো। আরো যে পুরাণে কত কি আছে, তা আপনি অবশ্যই অবগত আছেন।

প্র-না। (জনান্তিকে দ্বিতীয়ের প্রতি) ভায়া আমাদের বিষ্ণুশর্ম্মার টোলে বিদ্যাভ্যাস করেছেন! পুরাণের যুগগুলি ঠিক ঠিক মুখস্থ আছে।

দ্বি-না। (জনান্তিকে প্রথমের প্রতি) তা না হলে আর এত অগাধ বিদ্যা!—কতকগুলো টুলো পণ্ডিত আছে, রাজার উচিত সেগুলোকে ফাঁসি দেন! বিদ্যাবিষয়ের গণ্ডগোল খুব ; কিন্তু অহঙ্কারের শেষ নাই। কে ও, তার্কিক, কে ও, তান্ত্রিক, কে ও পৌরাণিক, কে ও, স্মার্ত্ত! আমার জ্ঞানে সকলেই শিক্ষিত শূক সদৃশ। কি যে বক্তৃতা করেন, স্বয়ংই তার অর্থ গ্রহণ করতে অক্ষম। কেউ চণ্ডী পাঠ করেন, কিন্তু তার অর্থ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু" অর্থাৎ যা দেবী, সকল ভূতের কাছে যা! কিম্বা যে দেবী সকল ভূতের কাছে যায়!

নেপথ্যে তোপ ও যন্ত্রধ্বনি

তৃ-না। (স্ব-উল্লাসে) ঐ শুনুন। কালিদাস বলেচেন যে, সূর্য্যের সন্দর্শনে কুমুদ যেমন প্রফুল্ল হয়, মহারাজের আগমনে আমারও মন তেমনি হলো।

প্র-না। ভালো নকুল! এ শ্লোকটি কালিদাসের কোন্ কাব্যে পড়েছ ভাই?

তৃ-না। বোধ করি,—বোধ করি,—বোধ করি, যেন অনর্ঘ্যরাঘবে[২৫] হবে। তাতে যদি না হয়, তবে—তবে—শিশুপালবধে[২৬] যে পাবে, তার কোন সন্দেহ নাই।

প্র-না। এ সকল কি কালিদাসকৃত?

তৃ-না। আজ্ঞে, তার সন্দেহ কি? আপনি জানেন না "কাব্যেষু—মাঘ" "কবি কালিদাস" অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে যে মাঘ, তার কবি কালিদাস, এখানে "তস্য" শব্দটি উহ্য আছে।

প্র-না। আচ্ছা, শিশুপালবধের নাম "মাঘ" হলো কেন?

তৃ-না। মহাশয়! অথর্ব্ববেদের এক স্থানে লিখিত আছে যে, কালিদাস মাঘ মাসের

২২. রামায়ণ প্রসঙ্গ। ২৩. মহাভারত প্রসঙ্গ। ২৪. যুগের হিসেবে হওয়া উচিত দ্বাপরযুগ।
২৫. কবি মুরারি রচিত সপ্তাঙ্কনাটক। কবির সময়কাল ৮ম-৯ম শতাব্দী। ২৬. মহাকবি মাঘ রচিত মহাকাব্য। কবির সময়কাল দশম-একাদশ শতক।

সংক্রান্তিতে শিশুপালবধ কাব্যখানি সমাপ্ত করেন, তাতেই ওঁর এক নাম মাঘ হয়েছে।

প্র-না। ভাই! তুমি যে স্বয়ং সরস্বতীর বরপুত্র!

নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি

দ্বি-না। মহাশয়! ঐ শুনুন, মহারাজ আগতপ্রায়।

নেপথ্যে বন্দীর গীত

রাজা, মন্ত্রী ও কতিপয় রাজপুরুষের প্রবেশ

সকলে। (গাত্রোত্থান করিয়া) মহারাজের জয় হোক!

রাজা। (ধীরে ধীরে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া) শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন আমি এত দিন এ রাজসভায় উপস্থিত হই নাই। কিন্তু যেমন বিদেশে থাকলেও পিতার মন, সন্তানাদির শুভ কামনায় সর্ব্বক্ষণ সচিন্তিত থাকে, আমারও মন তেমনি আপনাদের শুভ সঙ্কল্পে পরিপূর্ণ ছিল। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রিবর! যে সকল দূত, ভিন্ন দেশীয় রাজর্ষিগণের নিকট হতে এ রাজধানীতে আগমন করেছেন, তাঁদের সকলকেই সভাতে আহ্বান করুন। আমি অতিশয় দুর্ব্বল। অতএব, সংক্ষেপে আলাপাদি সমাধান করা আবশ্যক।

মন্ত্রী। আয়ুষ্মন্! আপনি দীর্ঘজীবী ও চিরবিজয়ী হউন!

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

প্র-না। আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হে বিধাতঃ! তুমি কি দুরন্ত রাহুকে এরূপ সুবিমল শারদীয় পূর্ণচন্দ্র গ্রাস করতে দাও? মহারাজের শরীরের সে সুবর্ণকান্তি এখন কোথা?

তৃ-না। মহাশয়! আপনার আক্ষেপোক্তিতে ঘটকর্পরের নৈষধচরিতের[২৭] একটি শ্লোক আমার মনে পড়েছে;—তস্মিন্ন দৌ কতিচিদ-বলা বিপ্রযুক্ত সঃকামী, নীত্বা মাসান্ কনক বলয় ভ্রংস রিক্ত প্রকার্য্য,[২৮] এ স্থলে কোলাহল ভল্লীনাথের[২৯] টীকা অতীব মনোরম। যখন মহারাজ নলের শরীরে কলি প্রবেশ করেন, তৎকালে তাঁরো এই দশা ঘটেছিলো।

প্র-না। ভাই! রক্ষা করো!

বৈদেশিক দূতদ্বয়ের সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার! এই মহামতি পঞ্চালাধিপতির দূত, ইনি জাত্যংশে ব্রাহ্মণ।

রাজা। দূতবর, প্রাণাম করি! আসন গ্রহণ করুন!

দূত। মহারাজ! মদ্দেশীয় রাজকুলচক্রবর্ত্তী পরন্তপ রাজসিংহ পঞ্চালাধিপতির এরূপ আদেশ নাই যে, আমি আপনার গৃহে আসন গ্রহণ করি। মহারাজ আপনাকে এই অস্ত্রখানি প্রেরণ করেছেন। (তলবার প্রদর্শন করিয়া তাঁর অস্ত্রাগারে এরূপ অসংখ্য অস্ত্র আছে। প্রতি অস্ত্র আপনার যোধদলের রক্তস্রোতে স্মিত হবে। (রাজসিংহাসন সম্মুখে তলবার নিক্ষেপ) এ বিবাদের কারণ আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন।

রাজা। (সরোষে) এ কি বিষম প্রগল্ভতা?

দূত। (করযোড় করিয়া) ধর্ম্মাবতার! আমরা দরিদ্র ব্রাহ্মণ। এ প্রগল্ভতা আমাদের নয়।

রাজা। ঠাকুর! আমি তা বিলক্ষণ বুঝি। তুমি প্রণিধি মাত্র। যা হোক, অদ্য আতিথ্য পুনঃ গ্রহণ কর, কল্য সমুচিত উত্তর পাবে।—এক্ষণে বিদায় হও।

[প্রথম দূতের প্রস্থান।

২৭. দ্বাদশ শতকের কবি শ্রীহর্ষ রচিত কাব্য নৈষধচরিত। এই কাব্যে রাজা নলের কাহিনী বর্ণিত।

২৮. কালিদাসের মেঘদূতের উদ্ধৃতিটি ত্রুটিযুক্ত। মূল শ্লোকটি—তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী। নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।

২৯. কালিদাসের কাব্যের বিখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথের নাম বক্তার মুখে বিকৃত হয়ে উচ্চারিত হয়েছে—ভল্লীনাথ।

রাজা। মন্ত্রীবর! আর কোন দূত উপস্থিত আছেন?

মন্ত্রী। মহারাজ! এই ব্রাহ্মণ রাজা ধূমকেতুর দূত।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) মহাশয়! কি উদ্দেশে রাজা ধূমকেতু আপনাকে এ ক্ষুদ্র নগরে প্রেরণ করেছেন?

দূত। মহারাজ! পঞ্চালপতির দূতের ন্যায় আমার মহারাজ রণপ্রয়াসে আমাকে পাঠান নাই। পূর্ব্বকালে, মকরধ্বজ নামে গান্ধার দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর একমাত্র কন্যা; তাঁর নাম ইন্দুমতী। প্রজাবর্গ রাজার প্রতি বিরক্ত হয়ে, সেই ভূতপূর্ব্ব রাজা মকরধ্বজ-কে সিংহাসনচ্যুত করে বাহুবলেন্দ্র ধূমকেতু সিংহ মহাশয়কে সিংহাসন অর্পণ করেছে। সেই রাজা মকরধ্বজ, ইন্দুমতীর সহিত এই রাজধানীতে ছদ্মবেশে বাস করছেন। মহারাজ এই চাহেন যে, আপনি সেই রাজকুমারী ইন্দুমতীকে অতি শীঘ্র গুর্জ্জর দেশে তাঁর শিবিরে প্রেরণ করেন। এই সিন্ধু প্রদেশের রাজবংশ, গান্ধারের রাজর্ষিদের পরমাত্মীয়। আপনার পূর্ব্বপুরুষ বীরসিংহ জয়দ্রথ গান্ধারী দেবীর কন্যা দুঃশলাকে বিবাহ করেন।[৩০] আপনি তাঁরই সন্তান,—মহারাজের কোন মতে ইচ্ছা নয় যে, এতাদৃশ সামান্য বিষয়ে আত্মীয় বিচ্ছেদ হয়।

রাজা। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ কি বিপদ্! (প্রকাশ্যে) ভাল, দূতপ্রবর! এক জন আশ্রিত ব্যক্তির মঙ্গলার্থে যদি এ প্রস্তাবে অসম্মত হই, তবে গান্ধারপতি কি করবেন?

দূত। (করযোড় করিয়া) নরপতি! তা হলে, এ অধীনকেও রাজসমীপে কোষমুক্ত অসি নিক্ষেপ করতে হবে।

রাজা। (সহাস্য বদনে) কেমন হে মন্ত্রিবর! আমাদের যে বিরাট রাজার দশা ঘটলো! উত্তর গোগৃহে, আর দক্ষিণ গোগৃহে। তা দেখা যাবে, ভাগ্যে কি আছে! আপনি এখন এ দূত মহাশয়েরও আতিথ্য সৎকারের আয়োজন করুন। (দূতের প্রতি) অদ্য বিশ্রাম করুন, কল্য এর যথোচিত উত্তর দেওয়া যাবে!

দূত। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য!

[মন্ত্রী ও দূতের প্রস্থান।

রাজা। হে সভাসজ্জনগণ! আমাদের এ রাজ্য বীরপ্রসূত বোলে ভুবনবিখ্যাত ছিল। তা আমরা এখন কি এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি যে, অঙ্গদের ন্যায়[৩১] এই সকল রাজচর সভায় প্রবেশ কোরে, এত প্রাগল্ভ্য প্রদর্শন করে? কিন্তু দূত অবধ্য। সে যা হোক, আপনারা সকলে অদ্য অপরাহ্ণে মন্ত্রভবনে পদার্পণ করলে, এ বিষয়ের কর্ত্তব্যাবধারণ সম্বন্ধে মন্ত্রণা করা যাবে।

সকলে। মহারাজের জয় হোক!

নেপথ্যে বন্দীর বন্দনা

রাজা। এখন সভা ভঙ্গ করা যাক। আপনারা বিদায় হোন।

সকলে। মহারাজের জয় হোক!

দূরে তোপ ও যন্ত্রধ্বনি

[রাজা ও রাজপুরুষগণের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুতীরে পর্ব্বততলে উদ্যান; কিঞ্চিদ্দূরে
সিন্ধু নগর; অদূরে অরুন্ধতীর আশ্রম
ইন্দুমতী ও সুনন্দা আসীনা

ইন্দু। সখি! ভগবতি অরুন্ধতী দেবী কি আমার অশুভানুধ্যায়ী?

সুন। সখি! তাও কি কখনো হয়? তপস্বিনীরা সহজেই দেবনারীসদৃশীঃ স্নেহমমতাময়ী। ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা-রূপ বিষবৃক্ষ তাঁদের মনঃক্ষেত্রে কখনই জন্মে না।

ইন্দু। আচ্ছা, তবে ইনি এ সম্বৎসর আমাকে কেন বঞ্চিত করলেন?

সুন। এখন সখি, আমি তোমাকে বলতে পারি, তোমার কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই? তুমি কি শুন নাই যে, পঞ্চালাধিপতি মহারাজের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধোদ্যোগ করছেন? আর দুরাচার

৩০. মহাভারতের প্রসঙ্গ। ৩১. বাংলা কৃত্তিবাসী রামায়ণের উল্লেখ।

ধূমকেতু,—বিধাতা তাকে নির্ব্বংশ করুন,—তুমি যে এখানে গুপ্তভাবে আছ, এই বার্ত্তা পেয়ে, রাজার কাছে সে তোমাকে চেয়ে পাঠিয়েছে। মহারাজ যদি তোমাকে এই দণ্ডেই তার দূতের হস্তে অর্পণ না করেন, তা হলে, সে এ রাজ্য ভস্মসাৎ করবে!

ইন্দু। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ!—তুই বলিস্ কি?

সুন। তুমি জানো, ভগবতী অরুন্ধতী ভবিষ্যদ্বাদিনী, এই সকল জেনেই তিনি এ বিবাহে প্রতিবন্ধকতা করবার সঙ্কল্পে এই এক বৎসর ছল করেছিলেন! যদি মহারাজের সহিত তখন তোমার বিবাহ হতো, আর অবশেষে তিনি অসমর্থ হয়ে, তোমাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করতেন, তা হলে যে তোমার তারার দশা ঘটতো! বালীর পরে সুগ্রীবকে বরণ করতে হত![৩২]

ইন্দু। (সক্রোধে) দূর সুনন্দা! দূর হ! যত দিন, খড়্গে মানববক্ষ বিদীর্ণ হয়, যত দিন, বিষস্পর্শে প্রাণপতঙ্গ শূন্যে পালায়, যত দিন জলতলে, শমনের করাল করস্পর্শে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, যত দিন হুতাশনের উত্তপ্ত ক্রোড়ে দেহ ভস্মীভূত হয়, তত দিন, আমার বংশীয় রমণীগণের এরূপ কলঙ্কঘনজালে, জীবনতারা আচ্ছন্ন হয় নাই, হবারও আশঙ্কা নাই। তা এ সকল সম্বাদ তোমাকে কে দিলে?

সুন। আজ অপরাহ্নে রাজপুরীতে এক মহাসভা হয়েছে, নগরস্থ প্রবীণ ও প্রাচীন জনগণ সকলেই তথায় উপস্থিত হয়েছেন, অরুন্ধতী দেবীও সেখানে গিয়েছেন। রামদাস কোন কর্ম্মানুরোধে আশ্রমে ফিরে এসেছিলেন, এ সকল কথা আমি তাঁরি মুখে শুনেছি।

ইন্দু। তা রামদাস ঠাকুর কি বল্লেন?

সুন। তিনি বল্লেন, এখনো কিছু নির্ণীত হয় নাই। মহারাজ, প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়! ভগবতী অরুন্ধতী, রাজনন্দিনী শশিকলা আর মন্ত্রী মহাশয় ব্যতীত, কেউ কথা কইতে সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু মহারাজ ক্রমশ শান্ত হচ্ছেন।

ইন্দু। যাক প্রাণ, কিন্তু কুলকলঙ্কিনী হবো না!

সুন। সখি! তুমি কি বলছো?

ইন্দু। আর কিছু না। তোকে জিজ্ঞাসা করছি যে, সিন্ধুনদ, কলকলধ্বনিতে কি বলছেন? আর কেনই বা চন্দ্রকম্পনে থর্ থর্ করে কাঁপছেন?

সুন। সখি! এ কি বিলাসের দিন?

ইন্দু। (গাত্রোত্থান করিয়া) না কেন? যখন বিধাতার বিশ্বরাজ্যে সর্ব্বজীব সুখী, তখন আমরা অসুখিনী হব কেন? (পরিভ্রমণ করিয়া) ধূমকেতু সিংহ! সখি! সে না এক জন বৃদ্ধ পুরুষ?

সুন। হাঁ সখি! কিন্তু জয়কেতু নামে তাঁর এক অতীব সুপুরুষ যুবক পুত্র আছে।

ইন্দু। হা! হা! হা! ব্রাহ্মণী আর চণ্ডাল! অমরাবতীর সিংহাসনে দুরাচার দানবের উপবেশন! চল সখি, এই জয়কেতুকে বিবাহ করা যাক্ গে! আর তুই আমার সতীন হোস! হা! হা! হা!

সুন। ছি সখি! সিন্ধুদেশের রাজা, রাজ্যের বিনিময়ে আমাকে ধূমকেতুর হস্তে সমর্পণ করবেন! আমার পিতা শুভ-ক্ষণে বণিক্-বেশ ধারণ করেছিলেন! তাঁর একটি মাত্র কন্যা, সেটিও আজ বিনিময় হতে যাচ্চে!

সুন। (সভয়ে) এ কি সর্ব্বনাশ! প্রিয় সখী কি উন্মত্তা হলেন! (দূরে দেখিয়া) আঃ! বাঁচলেম! ঐ যে ভগবতী অরুন্ধতী আর রাজনন্দিনী শশিকলা কাঞ্চনমালার সঙ্গে এ দিকে আসছেন।

অরুন্ধতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ

শশি। (ইন্দুমতীকে আলিঙ্গন করিয়া কিঞ্চিৎকাল নীরবে রোদন)

ইন্দু। সখি! তুমি কাঁদো কেন?

শশি। প্রিয় সখি! তোমার মত অমূল্য ধন হারাতে গেলে, কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? তোমাকে কাল রাজা ধূমকেতু সিংহের শিবিরে

৩২. রামায়ণপ্রসঙ্গ।

গুর্জ্জর নগরে যেতে হবে! প্রিয় সখি! দুটি প্রাণ তোমার সঙ্গে যাবে।—আমার প্রাণ, আর আমার দাদার প্রাণ! আর এ নগরের আলোও তোমার সঙ্গে যাবে! (রোদন)

ইন্দু। কাল সখি? তা বেশ হয়েছে! আমার জন্যে তোমার দাদা তাঁর এ বিপুল রাজ্যের অনিষ্ট ঘটান, এ কখনই হতে পারে না আর আমিও এতে সম্মতি দিতে পারি না। অল্প কালের সুখলোভে কেন চিরকলঙ্কিনী হবো? তবে তোমার দাদার চরণে আমার এই প্রার্থনা যে, তিনি যেন ঐ মায়াকাননে, কাল মধ্যাহ্নকালে আমাকে ধূমকেতুর দূতের হস্তে সমর্পণ করেন। আমার সেই ব্রত কাল সম্পন্ন হবে।

শশি। (রোদন করিয়া) সখি! এ অতি সামান্য কথা। দাদা অবশ্যই এ করবেন। তবে তুমি এসো, তিনি একবার ঐ সুবচনীর মুখ থেকে শুনুন যে, তুমি এ প্রস্তাবে সম্মত আছো।

ইন্দু। সখি! তুমি এ অনুরোধ আমায় করো না। তাঁর সঙ্গে আর এ জন্মে আমার সাক্ষাৎ হবে না। দেখ, এই আমার হৃদয় শুষ্ক সরোবরের ন্যায়, চক্ষে জলবিন্দুও আর উঠে না। কিন্তু তাই বলে আমাকে তুমি নিষ্ঠুরা ভেবো না।

শশি। প্রিয় সখি! তোমার শরীর যদি অসুস্থ হয়ে থাকে, তা হলে না হয় কিছু দিন এ নগরে অবস্থিতি করো। আর আমি রাত দিন তোমার সেবা করি।

ইন্দু। না না সখি! অসুস্থ কি? এ ত আমার সুখের সময়! আমি এমন বরের অন্বেষণে যাত্রা করবো যে, তার সঙ্গে কখনো আমার বিচ্ছেদ হবে না!

এক পার্শ্বে সুনন্দা ও অরুন্ধতী

সুন। ভাল ভগবতি! আপনি বলেছিলেন, ঐ বনদেবীকে যে ঐ শুভ লগ্নে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, সে তার ভবিষ্যৎ পতিকে দেখতে পায়। আমার প্রিয় সখী, এই রাজ্যের বর্ত্তমান রাজাকে দেখেছিলেন। কিন্তু, এখন দেখছি, মহারাজ অজয় ত তাঁর পতি হলেন না! এ কি?

অরু। (চিন্তা করিয়া) বৎসে যখন উভয়ে উভয়ের দৃষ্টিপথে পড়েছিলেন, তখন কোনো অমঙ্গলসূচক লক্ষণ দেখেছিলে?

সুন। (চিন্তা করিয়া) না, এমন অমঙ্গল ত কিছুই দেখি নাই, কেবল আকাশে বজ্রধ্বনি হয়েছিল।

অরু। ঐ!—ঐ বজ্রধ্বনির অর্থ এই যে, বিধাতা প্রথমে অজয়কে ইন্দুমতীর পতি করে সৃজন করেছিলেন, কিন্তু, গ্রহদোষে তাঁর সে অভিলাষ নিষ্ফল হলো। বুঝতে পারলে ত? দেবীর কোন অপরাধ নাই। এঁদের উভয়ের কপালে অবশেষে এই কষ্ট ছিল!

সুন। দেবি! এ আমারই দোষ! আমি যদি প্রিয় সখীকে ও পাপ কাননে না নিয়ে যেতেম, তা হলে এ সব কুঘটনা কখনই ঘট্‌ত না। (রোদন)

অরু। বৎসে! এ সকল বিষয়ে বিধাতা মানব-মনকে পরিবেদনা[৩৩] করেন, তা তোমার দোষ কি?

অগ্রসর হইয়া

বৎসে ইন্দুমতি! এ বিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দাও! তোমার প্রতি যে অজয়ের অনুরাগ অতীব পবিত্র ও প্রগাঢ়, আর তোমারও অনুরাগ যে তার প্রতি সমধিক, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তোমাদের উভয়ের মিলন সঙ্ঘটন হলে সুখের শেষ থাকত না; কিন্তু অজয় তোমায় বিবাহ করলে এ মহারাজ্য ভস্মসাৎ হবে! আর এই প্রাচীন জগদ্‌বিখ্যাত রাজবংশ আকাশের তারার ন্যায় ভূতলে পতিত হবে! বৎসে! মানবজীবন চিরস্থায়ী নয়। কখন না কখন তোমরা উভয়েই কালের গ্রাসে পড়বে। তোমাদের পরে, যারা এই রাজশোণিতে জন্মে, দরিদ্রের আসনে উপবিষ্ট হবে, তারা কি ভাববে? তারা এই ভাববে যে, তাদের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ অজয় কামাতুর হয়ে, একজন রমণীর পদে, আপন, রাজকুললক্ষ্মীকে বলি প্রদান করে-

৩৩. অতিশয় বেদনা।

ছিলেন! আর তোমাকেও বৎসে! তারা ভর্ৎসনা করবে! কিছু কালের সুখভোগের নিমিত্তে কাল-নদীতীরে বৃষকাষ্ঠের[৩৪] স্বরূপ কলঙ্কস্তম্ভ স্থাপন করা, জ্ঞানী জনের কর্ত্তব্য নয়। এই বিবেচনায়, আমি এ শুভ কর্ম্মে প্রতিবন্ধক হয়েছি। আর মহারাজের মনকেও একপ্রকার শান্ত করেছি। তুমি বৎসে! এ নীতিকথায় অবধান কর।

ইন্দু। ভগবতি! আপনার আশীর্ব্বাদে আমি এ সকল বিলক্ষণ বুঝি, আর মহারাজের মন যদি শান্ত হয়ে থাকে, তবে আমার কিছু মাত্র চঞ্চলতা নাই।

অরু। বাছা! তুমি অতি বুদ্ধিমতী! এই-ই তোমার উপযুক্ত কথা বটে। আমি তোমাদের উভয়েরই শুভাকাঙ্ক্ষিণী। আমার দৃষ্টি বর্ত্তমানরূপ আবরণে আবৃত নয়। এ যা হলো, এতে উভয়েরই মঙ্গল হবে। রণরাক্ষসের হুহুঙ্কারধ্বনিতে, এ সিন্ধুনগরের কর্ণ বিদীর্ণ হবে না, আর রক্তস্রোতে রাজধানীও প্লাবিত হবে না, আর তুমিও পিতৃপিতামহের অসীম রাজ্যে রাজরাণী হয়ে, শচীদেবীর ন্যায় ইন্দ্রের বিভব সুখ সম্ভোগ করবে।

ইন্দু। দেবি! ও আশীর্ব্বাদটি করবেন না! দেখুন, এই নিশাকালে, সিন্ধুনদের পরপারে যে কি আছে, তা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কাল মধ্যাহ্নকালে যে কি ঘটবে, তা কে জানে? ইচ্ছা করি, কাল আপনিও মহারাজের সমভিব্যাহারে মায়াকাননে পদার্পণ করবেন। দেখবেন, যেন আমাকে বন্দিনীর ন্যায় না লয়ে যায়!

অরু। এ কি কথা! কার সাধ্য, এমন কর্ম্ম করে?

ইন্দু। ভগবতি! এখন রাত্রি অধিক হতে লাগলো, কাল যাত্রার আগে আপনি এলে শ্রীচরণে বিদায় হয়ে যাব!

অরু। বাছা! তোমার যা অভিরুচি।

ইন্দু। (শশিকলার প্রতি) সখি! এখন চিরকালের জন্য বিদায় করো! (আলিঙ্গন করিয়া রোদন)

শশি। প্রিয় সখি! তোমায় ছেড়ে প্রাণ যেতে চায় না! (রোদন)

ইন্দু। তোমাকে এত ভাল বাসি যে, তুমি আমার সপত্নী হও, এ বাসনাকে মনে স্থান দিতে ইচ্ছা করে না।

শশি। প্রিয় সখি! তবে কি এ জন্মে আর দেখা হবে না? (সুনন্দার প্রতি) তুমিও কি চল্লে? (রোদন)

সুন। রাজনন্দিনী! যেখানে কায়া, সেই-খানেই ছায়া। যে যমালয় পর্য্যন্ত যেতে প্রস্তুত, সে কি কখন স্বদেশে ফিরে যেতে বিমুখ হয়?

শশি। (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয় সখি! তোমার চরণে এই মিনতি করি, আমাকে তুমি কখন ভুলো না।

ইন্দু। সখি! যদি এ মর্ত্ত্যভূমির কোন কথা কখন মনে উদয় হয়, তবে তোমাকে অবশ্যই মনে করবো। তা এখন বিদায় হই। তোমার দাদাকে এই কথাটি বলো যে, ইন্দুমতী এই পর্ব্বত, ঐ নদ, আর ঐ নিশানাথকে সাক্ষী করে বিধাতার নিকট এই প্রার্থনা করে গেল যে, আপনারা চিরকাল সুখে কালাতিপাত করেন। আর সে যদি কখন আপনার স্মরণপথে উপস্থিত হয়, তবে ভাববেন, সে এক স্বপ্ন মাত্র।

সকলে। (অরুন্ধতীর প্রতি) দেবি! আপনাকে আমরা অভিবাদন করি।

অরু। আমিও তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি।

[অরুন্ধতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অরু। (স্বগত) ইন্দুমতী যে এরূপ ভয়ঙ্কর সম্বাদ শান্তভাবে শুনবে, এ আমার মনেও ছিল না। (প্রকাশ্যে) রামদাস!

নেপথ্যে। ভগবতি!

অরু। দেখ বৎস!

রামদাসের প্রবেশ

ইন্দুমতী যে, এরূপ শান্তভাবে এ ভয়ানক সম্বাদ শুনলে, তাতে আমার মনে বিশেষ সন্দেহ জন্মেছে। তুমি জানো বৎস! ঘোরতর বাত্যা-

৩৪. বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধকর্মে বৃষবন্ধনের কাষ্ঠখণ্ড।

রন্তের পূর্ব্বে জগৎ নিতান্ত শান্ত ভাব অবলম্বন করে। আহা! বালিকাটি কি উন্মাদিনী হলো! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আমরা উদাসীন, পৃথিবীর সুখ দুঃখে জলাঞ্জলি দিয়েছি, তা সাংসারিক লোকেদের সঙ্গে আমাদের সংসর্গ করা মূঢ়তা মাত্র, ক্ষুধার্ত্ত হস্তী রসালাশ্রিত স্বর্ণলতিকাকে ছিন্নভিন্ন করলে, যেমন তরুবর শ্রীভ্রষ্ট হয়, আমার এ হৃদয়েরও সেই দশা। বিধাতা কি জন্যেই বা এই স্বর্ণলতিকাটিকে অপহরণ করবেন? হায়! আমি মানবী মাত্র, তোমরা বৎস, সকলেই কায়মনঃপ্রাণে মহাদেবের আরাধনা কর, দেখ, তাঁকে যদি সুপ্রসন্ন করতে পার, তা হলে আর কোনই ভয় নাই, অজয় স্বচ্ছন্দে শত্রুমণ্ডলীকে রণে পরাজয় করতে পারবে। আর ইন্দুমতী ও অজয়ের মনস্কামনা সম্পূর্ণ হবে।

রাম। যে আজ্ঞা দেবি! আমাদের সাধ্যানুসারে এ কর্ম্মে কোনই ত্রুটি হবে না, আপনি স্বয়ং আশ্রমে আসুন, রাত্রি অধিক হতে লাগলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইন্দুমতীর একাকিনী প্রবেশ

ইন্দু। (স্বগত) নিদ্রাদেবীর এত সেবা করলেম, কিন্তু সব বৃথা হল! এ যে বড় আশ্চর্য্য, তাও নয়, তিনি দেবতা, অবশ্যই জানেন যে, অতি অল্পক্ষণমধ্যে আমাকে মহানিদ্রায় শয়ন করতে হবে। (চিন্তা করিয়া) এ প্রাণ আর রাখবো না, রাজা আমাকে বিনিময়ের সামগ্রী বিবেচনা করলেন! এই কি প্রেম? (পরিভ্রমণ করিয়া সিন্ধু নদীর দিকে দৃষ্টি করিয়া) আজ রাত্রে সিন্ধু নদীর কি শোভাই হয়েছে! ওঁর কবরীতে কত শত তারারূপ ফুল শোভা পাচ্চে! আর নিশানাথের রূপের কথা কি বলবো! যিনি ত্রিজগতের মনোহারী, তাঁকে প্রশংসা করা বৃথা। মলয় বায়ু যেন সিন্ধুর সুশীতল জলে অবগাহন করে পুষ্পদলের দ্বারে দ্বারে পরিমল ভিক্ষা করছেন। হে বিধাতঃ! তোমার বিশ্ব যে কি সুন্দর তা কে বলতে পারে? তবু এতে এরূপ সুখহীন লোক আছে যে, তাদের কাছে এ আলোকময় সুখময় ভবন অপেক্ষা, যমের তিমিরময়, প্রভাহীন গৃহ বাঞ্ছনীয়! (করযোড় করিয়া) প্রভো! এ দাসীও ঐ ভাগ্যহীন দলের মধ্যে একজন! (রোদন)

বেগে সুনন্দার প্রবেশ

সুন। সখি! এ কি? তুমি এ সময়ে এখানে কেন? আর তুমি কাঁদচো কেন? যদি এখানে আসবে, তবে আমায় জাগাও নি কেন?

ইন্দু। সখি! তুমি যে ঘোর নিদ্রায় ছিলে, তা ভাঙতে আমার মন চাইলে না। পৃথিবীর সুখভোগ আমার অদৃষ্টে আর নাই বলে, পরের সুখ আমি কেন নষ্ট করবো?

সুন। (সচকিতে) কি বল্লে সখি? তোমার পক্ষে আর সুখভোগ নাই? গান্ধার রাজ্যের ভাবী মহারাণীর মুখে কি এ সব কথা সাজে?

ইন্দু। হা! হা! হা! আমি ভেবেছিলেম যে সখি, আমিই কেবল পাগল, তা আমার চেয়েও দেখছি এ দেশে আরও পাগল আছে।

সুন। সখি! তোমার এ কথা আমি বুঝতে পারি না, তোমার মনের কথা কি, তা আমায় স্পষ্ট করে বল।

ইন্দু। আমার মনের কথা, যিনি অন্তর্যামী, তিনিই জানেন।

সুন। সখি! এমন সময় ছিল যে, তুমি একটিও মনের কথা আমার কাছে গোপন করতে না। কিন্তু আজ কাল তোমার কি হয়েচে?

ইন্দু। সখী সুনন্দা! আমরা ছেলেবেলা হতে উভয়েই উভয়কে ভালবেসে আসছি, তা আমার এখনকার মনের কথা সাগরের বাড়বানল; শুনলে তোমার মন হয় ত তার তাপে আবার সন্তপ্ত হয়ে উঠবে।

সুন। (কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া) বটে? হে নিদারুণ বিধাতঃ! তুমি এ সোণার ফুলে কি বিষম পোকারই বাসস্থান দিয়াছ! (রোদন)

নেপথ্যে। (শিবস্তুতি পাঠ)

ইন্দু। ও কি ও?

সুন। বোধ হয়, তোমার মঙ্গলার্থে ভগবতী অরুন্ধতীর শিষ্যেরা মহাদেবের আরাধনা করছেন। প্রিয় সখি! দেখ, রাত্রি প্রায় প্রভাত

হয়ে এল, তুমি কি শুনতে পাচ্চো না যে, ঐ সিন্ধুর অপর পারে,—ঐ কাননে, কত কোকিল, কত ফিঙ্গা, কত দয়েল, মধুর নিনাদ করছে? দুই প্রহর সময়ে আজ আমাদিগকে মায়াকাননে যেতে হবে। তা এস এখন, একটু বিশ্রাম কর। তা নইলে এ চন্দ্রমুখ মলিন দেখাবে ;—চল সখি চল।

ইন্দু। হে সিন্ধুনদি! তোমার তীরে অনেক সুখসম্ভোগ করেছি,—কিন্তু এ চক্ষে তোমাকে আর এ জন্মে দেখবো না। আশীর্ব্বাদ, কি অভিসম্পাত উভয়ই সমান হয়ে দাঁড়াবে। অতএব বিদায় করুন! আমি প্রণাম করি!

সুন। (চিন্তা করিয়া) বটে? আমিও রাজ-বংশীয়, আমিও ক্ষত্রিয়কন্যা ; যদিও আমার বংশীয়েরা এক্ষণে অর্থহীন,—আচ্ছা,—তা দেখবো।—চল সখি, চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অরুন্ধতীর আশ্রম; মলিনমুখে অরুন্ধতী আসীনা

রামদাসের প্রবেশ

অরু। বৎস! গত রাত্রিতে কি ফল লাভ হলো?

রাম। ভগবতি! কিছুই নয়। আমাদের আরাধনা প্রভু যেন বধিরের ন্যায় শ্রবণ করলেন ; একটিও ফুল পড়লো না।

অরু। তবেই ত সর্ব্বনাশ উপস্থিত! তা তুমি বৎস! এখন কুটীরে যাও। —ঐ সে অভাগিনী এ দিকে আসছে। আহা! কি রূপের ছটা! সিংহবাহিনী! কি স্বয়ং ইন্দিরা? কার সঙ্গে এর তুলনা করবো?

[রামদাসের প্রস্থান।

অরু। (স্বগত) রাজার চিত্ত কিছু সুস্থ হলে,—গান্ধার দেশে গমন করবো।—এই বলে আপাতত মনকে প্রবোধ দি। ওর ও চন্দ্রমুখ সতত না দেখতে পেলে যে, একরূপ অসহনীয় মনঃপীড়া উপস্থিত হবে, তার সন্দেহ নাই। প্রভো! তোমার ইচ্ছা।

সুনন্দার সহিত অতীব উজ্জ্বলবেশে ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দু। (প্রণাম করিয়া) দেবি! আপনার শ্রীচরণে চিরকালের জন্যে বিদায় হতে এসেছি।

অরু। কেন বৎসে! চিরকালের জন্যে কেন? আমার তো এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে যত শীঘ্র পারি, তোমার পৈতৃক নগরে নূতন এক আশ্রম করে অবশেষে তোমার সম্মুখে শমনের গ্রাসে জীবন অর্পণ করবো।

ইন্দু। ভগবতি! আমার কপালে কি সে সুখ আছে? (রোদন)

অরু। কি অমঙ্গলের লক্ষণ! বৎসে! এ কি ক্রন্দনের সময়? শূলী শম্ভুনাথ, তোমার সঙ্গে বিশ্ববিজয়ী শূল হস্তে করে যাবেন, আর তাঁকে পবিত্র চিত্তে পূজা করলে, তোমার সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে।

ইন্দু। (নীরবে রোদন)

অরু। আবার বৎসে! দেখ, এ মহারাজের সহিত যখন তোমার সাক্ষাৎ হবে, তখন তুমি তাঁকে কোন গ্লানিকর কথা কইও না। এ তাঁর দোষ নয়, এ নগরে এমন একটি লোক নাই যে, এ বিষয়ে মহারাজের সহিত তার নিতান্ত বাক্-বিতণ্ডা হয় নাই।

ইন্দু। দেবি! আমি আর এ জন্মে এ রাজার সহিত কোন কথা কব না।—সে দিন গেছে! তবে আপনার শ্রীচরণে আমার একটি মাত্র প্রার্থনা আছে; আপনি অবধান করুন।—(পদ ধারণ করিয়া) জননি! আমি মহারাজাধিরাজ মকরধ্বজ সিংহের একমাত্র কন্যা। যিনি অঙ্গুলি তুলিলে সূর্য্যকরসদৃশ মহাতেজস্কর লক্ষ অসি একেবারে নিষ্কোষিত হতো, যিনি একজন মাত্র ভৃত্যকে আহ্বান করলে সহস্র দাস দাসী উপস্থিত হতো, সেই নরেন্দ্র এখন কেবল দুটি বৃদ্ধা দাসী, একজন মাত্র বৃদ্ধ প্রভুভক্ত অনুচর, আর আমাদের দুই জনের দ্বারাই বৃদ্ধ বয়সে সেবা লাভ করেন! তা দুর্ভাগ্য কুঠাররূপ ধারণ করে এ দাসীর আনুকূল্যরূপ বৃক্ষকে ত চিরকালের জন্য ছেদন করলে! এই যে সুনন্দা আমার প্রিয়

সখি, একে এখানে থাকতে আমি যে কত অনুরোধ করেছি, তা বলা দুষ্কর।

সুন। ওঃ!—সখি! এ ত তোমার বড় আশ্চর্য্য কথা! তোমার এই অনুরোধ?—তুমি দেহ আর প্রাণকে বিভিন্ন করতে চাও?

ইন্দু। (অরুন্ধতীর প্রতি) দেবি! এ ত আমার অনুরোধে কখনই সম্মত নয়, তা জননি! আপনিই আমার ভরসাস্থল। আপনি আমার বৃদ্ধ পিতার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখবেন, আর যদি এ দাসী, কখনো তাঁর স্মৃতিপথে পড়ে, তবে এই কথা বলবেন যে, তোমার ইন্দুমতী সুখে আছে। (রোদন)

অরু। (নীরবে গাত্রোত্থান করিয়া সজল নয়নে) ইন্দুমতি! তুই কি আমায় কাঁদালি? তা এ সব কথা তোর আমায় বলা বাহুল্য; আমার রূপের আলোকে তোর পিতার গৃহ উজ্জ্বল হয় না বটে,—কিন্তু আমারও মানবকুলে জন্ম, এক সময়ে আমিও পিতামাতার স্নেহের পাত্রী ছিলাম। পিতৃসেবা যে কাকে বলে, তা আমি বিস্মৃত হই নি।

ইন্দু। দেবি! আপনার কথা শুনে আমার চঞ্চল প্রাণ আবার শান্ত হলো। এখন যা আমার মনের ইচ্ছা, তা আমি স্বচ্ছন্দে পরিপূর্ণ করতে পারবো।

সুন। দেবি! আমারও একটি প্রার্থনা ও শ্রীচরণে আছে।—আমরা যুবতী রমণী সহজেই চিত্তচঞ্চলা, কত যে অপরাধ আপনার চরণে করেছি, তার সংখ্যা নাই, সে সকল মার্জ্জনা করবেন, আর যদি কখন আপনার মনে পড়ে, তখন যত দোষ করেছি, তা বিস্মৃত হয়ে যদি কোন গুণের কর্ম্ম করে থাকি, তাই স্মরণ করবেন। ভগবতি! এ দাসীর একমাত্র গুণ, আমি প্রিয় সখীর নিমিত্তে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি।

অরু। বৎসে! তা আমি বিশেষরূপ জানি। (ইন্দুমতীর প্রতি) বৎসে! তুমি কেন এত রোদন করচ? তুমি এত বিমনা হলে কেন? এরূপ ঘটনা কি এ পৃথিবীতে ঘটে না? না ঘটবে না? —তুমি শান্ত হও। আর দেখ, এরূপ মনের চঞ্চলতা অপর ব্যক্তির সম্মুখে প্রকাশ করো না।

ইন্দু। ভগবতি! আমি যদি এই সুনন্দার পাপ-মন্ত্রণায় ঐ পাপ কাননে না যেতেম, তা হলে আপনার এই শান্তাশ্রমে জীবন যৌবন দেবসেবায় অতীত করতে পারতেম। কিন্তু সে ভাব আর মনে নাই, সে দিন গেছে। এখন বিদায় হই, মায়াকানন অতি নিকট নয়!

অরু। বৎসে! মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সম্পন্নের পর, আমিও সেখানে যাওয়ার মানস করেছি। বোধ করি, তুমি সিন্ধুদেশ পরিত্যাগ করবার অগ্রে, পুনরায় তোমার শিরশ্চুম্বন করবার সময় পাব। আজ এ সিন্ধুনগরের বিজয়া দশমী, যাও সাবধানে থেকো, যাও।

[ইন্দুমতীর প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সখীর সহিত প্রস্থান।

অরু। (সবিস্ময়ে স্বগত) এর কি মৃত্যুকাল নিকট? তা নইলে ওর চন্দ্রমুখ সতত এত উজ্জ্বল হয়ে, আজ এত বিবর্ণ কেন? ইচ্ছা হয়, আমি এ ব্যাপারে বাধা দিই, কিন্তু তাই বা কেমন করে হতে পারে? দেখি, বিধাতার মনে কি আছে।

নেপথ্যে শঙ্খ ঘন্টা করতাল এবং মৃদঙ্গ বাদ্য

[অরুন্ধতীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতময় পথ—সম্মুখে মায়াকানন;
পশ্চাৎ সিন্ধুনগর
ইন্দুমতী ও সুনন্দার প্রবেশ

ইন্দু। সখি! ঐ না সেই মায়াকানন?

সুন। আজ্ঞা হাঁ।

ইন্দু। ও কি লো? যখন প্রথমে আমি এই মায়াকাননের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেম তখন তুই কি বলে উত্তর দিয়েছিলি, তা তোর মনে পড়ে?

সুন। পড়বে না কেন? সে কি ভোলবার কথা? তুমি সে দিন আমায় যত মুখ করেছিলে, এত বোধ হয়,—এ বয়সে কর নাই। আমার অপরাধের মধ্যে এই যে, আমি ভুলে তোমায় রাজনন্দিনী বলেছিলেম।

ইন্দু। এখন তোর যা ইচ্ছা সখি, তুই তাই বল, সে ভয় এখন আর নাই! তা যা হোক দেখ সখি! এ কি রম্য স্থান! আমরা প্রথমে যখন এ পথ দিয়ে যাই, তখন আমার চক্ষু ভয়ে

প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি কিছুই মন দিয়ে দেখতে পাই নাই। দেখ, এই পর্ব্বতশ্রেণী কত দূর চলে গেছে! পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত; বনের উপর বন; বাঃ! মনের ভাব অন্যরূপ হলে, এর আমি এক চিত্রপট আঁকতেম! আর দক্ষিণে দেখ, সিন্ধুনদী কি অপূর্ব্বরূপে সাগরের দিকে চলেছে! দেখ সুনন্দা! আমার বোধ হয় যে, এ পথ দিয়ে লোকের গতিবিধি বড় নাই। তা হলে এর মধ্যে মধ্যে এত অম্লান দূর্ব্বা দেখা যেত না। ও মায়াকাননে যাবার কি আর পথ আছে?

সুন। বোধ করি, অবশ্যই আছে। হয় ত সেই পথ দিয়ে মহারাজ, প্রথম দর্শনদিনে এই বনে প্রবেশ করেছিলেন। আমি শুনেছি, সাধারণ লোকে সাহস করে ও কাননে আসে না। এটি বিজন পথ! হয় ত এখানে বন্য পশুর ভয় থাকতে পারে।

ইন্দু। দেখ সুনন্দা! এখন ত ঐ মায়াকানন সম্মুখে বেশ দেখা যাচ্ছে। এখন যে আমি একলা পথ চিনে ওখানে যেতে পারব, তার কোনই সন্দেহ নাই। তা তুই এখন বাড়ী ফিরে যা।

সুন। বল কি রাজনন্দিনি? তুমি পাগল হয়েছ না কি? আমি তোমায় না হয় তো প্রায় সহস্র বার বলেছি, তোমা ভিন্ন আর আমার গতি নাই।

ইন্দু। তুই কি তবে আমার সঙ্গে যমালয়ে যাবি?

সুন। কেন যাব না? তুমি না থাকলে, কি আর এ প্রাণ থাকবে? চক্ষের জ্যোতি গেলে সে চক্ষু দিয়ে লোকে আর কি কিছু দেখতে পায়? তুমি সখি, যমালয়ে যাওয়ার কথা কও কেন? বালাই, তোমার শত্রু যমালয়ে যাক! তোমার এখন তরুণ যৌবন!

ইন্দু। (সহাস্য বদনে) তরুণ বয়সে কি লোক মরে না? যমরাজ কি বয়স মানেন, না রূপ মানেন? তবে আয়, জয়কেতুর দূতই হউক বা ধূমকেতুর দূতই হউক, অথবা যমরাজের দূতই হউক, একলা এক দূতের হাতে আজ পড়তেই হবে।

নেপথ্যে বজ্রধ্বনি

সুন। (সচকিতে) ও কি ও! আকাশে ত একখানিও মেঘ দেখতে পাই না।

ইন্দু। ওলো! ও দৈববাণী! আমার কাণে যে ও কি বলচে, তা শুনলে তুই অবাক্ হবি।

সুন। সখি! এখন তুমি আপন মনের কথা আমার কাছে গোপন করতে আরম্ভ করেছ কেন? আমি কি এখন আর তোমার সে সুনন্দা নই?

ইন্দু। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি! সে ইন্দুমতীও কি আর আছে? তোর সে সোহাগের পাখী, অনেক দূরে উড়ে গেছে! এখন কেবল পিঞ্জরখানি মাত্র আছে! তা, তা ভাঙ্তে পারলে, সকলেই বিস্মৃতির গ্রাসে পড়বে।

সুন। সখি!—তোমার কথা আমি বুঝতে পারি নে। তোমার মনের যে কি অভিসন্ধি, তাই তুমি আমাকে বলো, আমি তোমায় এই মিনতি করি।

ইন্দু। খানিক পরে জানতে পারবি এখন! এত অধৈর্য্য হলি কেন?

সুন। সখি! তোমার পায়ে পড়ি, চলো আমরা ফিরে,—দেবী অরুন্ধতীর আশ্রমে যাই। আর সেখানে সমস্ত দিন লুকিয়ে থেকে রাত্রে এ পাপনগর পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবো। আমরা কিছু এ রাজ্যের প্রজা নই যে, যা ইচ্ছা, ইনি তাই করবেন।

ইন্দু। (সহাস্য মুখে) সখি! দুর্য্যোধনের ন্যায়[৩৫] যদি ঐ পাপিষ্ঠ ধূমকেতু, দেশ দেশান্তরে চর পাঠিয়ে দেয়, তা হলে শেষে কি হবে? এক রাজার আমার নিমিত্ত সর্ব্বনাশ হবার উপক্রম; আর একজনকে এরূপ বিপজ্জালে ফেলে কি লাভ? ওলো! যার মন্দ কপাল, সে কোনো দেশেই গিয়ে সুখী হতে পারে না। তা এখানেও যা, অন্যত্রও তাই। আয় আমরা ঐ বনে যাই!

উভয়ের মায়াকাননে প্রবেশ

আহা! সখি দেখ, দুই বৎসর আগে যা যা

৩৫. মহাভারত প্রসঙ্গ।

দেখেছিলেম, তা সকলই সেইরূপ আছে। ঐ সকল পর্ব্বতের শিরে, কত কত মেঘ নীলবর্ণ হস্তীর ন্যায় পড়ে রয়েছে! বৃক্ষে বৃক্ষে সেইরূপ ফুল—সেইরূপ ফল! সেই বায়ু,—সেই সুগন্ধ! আর দেবীও সেই মূর্ত্তিতে নীরবে রয়েছেন! কিন্তু আমাদের অবস্থা ভেবে দেখ, আমরা এই দুই বৎসরে কত কি না সহ্য করেছি!—কত না যন্ত্রণা পেয়েছি! মনুষ্যের এ দুর্দ্দশা কেন? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া, দেবীকে প্রণাম করিয়া) দেবি! এত দিনের পর, আবার শ্রীচরণ দর্শন করতে এসেছি! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আর এখান থেকে ফিরে যেতে না হয়! পূর্ব্বে আপনাকে কেবল পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করেছিলেম, এবার জীবন সমর্পণ করবো!

নেপথ্যে বজ্রধ্বনি

সুন। (সচকিতে) ও কি ও! এরূপ অমেঘ আকাশে যে মুহুর্মুহুঃ বজ্রধ্বনি হচ্ছে, এর কারণ কি?

ইন্দু। সখি! তোকে ত আমি বলেছি যে, ও বজ্রধ্বনি নয়, ও দৈববাণী। (দেবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া) জননি! এবারে আর ভবিষ্যৎ স্বামীকে দেখবার অভিলাষে আপনাকে পূজা করতে আসি নাই। এ পৃথিবীর মায়াশৃঙ্খল ভগ্ন করুন। অভাগিনী ইন্দুমতীর এই শেষ প্রার্থনা! (সুনন্দার গলা ধরিয়া কিঞ্চিৎকাল নীরবে রোদন) সখি! এ পৃথিবীতে যে যাকে ভালবাসে, সে কি পরকালে তার দেখা পায়? যদি তা পায়, তবে ভাল ; নইলে, চিরকালের জন্যে বিদায় হই! কখনো কখনো আমি তোর মনে পড়লে, যত অপরাধ তোর কাছে করেছি, তা মার্জ্জনা করিস্!

সুন। সখি! এ সব কথা তুমি কচ্চো কেন?

নেপথ্যে দূরে তোপ ও রণবাদ্য

সুন। (সচকিতে) বোধ করি, মহারাজ আসচেন।

ইন্দু। (স্বগত) রে অবোধ মন! তুই এত চঞ্চল হলি কেন? ও চন্দ্রমুখ আবার দেখলে, তোর কি সুখ হবে? ক্ষুধাতুরের যে সুখাদ্য অপ্রাপ্য, সে খাদ্য দেখলে তার ক্ষুধা বাড়ে মাত্র! যে মনস্তাপরূপ বিষম কীট হৃদয়ের শান্তিস্বরূপ ফুল দিবানিশি কাটছে, যদি লোকান্তরে, তার প্রখর যাতনার শমতা হয়, তবেই সান্ত্বনা হবে, নচেৎ এই আগুনে চিরকাল দগ্ধ হতে হবে! (প্রকাশ্যে) সখি! যখন তোর মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, তখন তাকে এই কথাটি বলিস যে, অভাগিনী ইন্দুমতী আপনার শ্রীচরণে বিদায় হলো! যদি পুনর্জ্জন্মে ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হয়, তবে সাক্ষাৎ হবে। নতুবা, চিরকালের জন্যে স্বপ্ন ভঙ্গ হলো! আর দেখ, মহারাজকে আরো বলিস, গান্ধারের রাজকন্যা, বিনিময়ের সামগ্রী নয়।

নেপথ্যে নিকটে রণবাদ্য

সুন। এই যে মহারাজ এলেন বলে।

ইন্দু। (আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক করযোড় করিয়া) হে বিশ্বপিতা! যে অমূল্য রত্নস্বরূপ জীবন এ দাসীকে প্রদান করেছিলেন, তা এর জ্ঞাতসারে এখনও কোন পাপে কলুষিত হয় নাই। তবে যে আপনার সম্মুখে অকালে যাত্রা করছি, এ দোষ, হে করুণাময়! মার্জ্জনা করবেন! এত দুঃখ আর সয় না! (বস্ত্রমধ্য হইতে ছুরিকা লইয়া আত্মঘাত ও ভূতলে পতন)

সুন। এ কি! এ কি! প্রিয়সখি! তোমার মনে কি এই ছিল? (রোদন করিতে করিতে মস্তক ক্রোড়ে লইয়া) হে বিধাতা! কোন্ দেবতা আকাশের এই উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রটিকে এরূপে ভূতলে পাতিত করলেন? (আকাশে মৃদু যন্ত্রধ্বনি ও পাষাণময়ী মূর্ত্তির ভূতলে পতন) এ আবার কি! প্রিয় সখি প্রিয় সখি! তুমি কি যথার্থই গেলে? সখি! তুমি এত শীঘ্র আমাদের কেমন করে ভুললে? তোমার বৃদ্ধ পিতার সেবা তুমি ভিন্ন আর কে করবে? তুমি কি সেই পিতাকেও বিস্মৃত হলে? (ক্ষণকাল রোদন, পরে গাত্রোত্থান করিয়া) সখি! তুমি ভেবেছ যে, তোমাকে ছেড়ে তোমার সুনন্দা এক দণ্ডও এ পৃথিবীতে বাঁচবে? তুমি গেলে এ ছার জীবনে তার কি আর কোন

সুখ আছে? তা এই দেখ,—যেখানে তুমি, সেখানে আমি। আলোকময় রাজভবন, কি রশ্মিশূন্য যমালয়, যেখানে তুমি, সেখানে আমি! (বিষপান) তোমার মনে যে এই ছিল, তা আমি গত রাত্রিতেই বুঝতে পেরেছিলেম। উঃ! আমার শরীরে যে অসহ্য জ্বালা উপস্থিত হলো! সখি! দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাব!

রাজা, শশিকলা, কাঞ্চনমালা, রাজমন্ত্রী ও রাজা ধূমকেতুর দূত, অরুন্ধতী, রামদাস ও কতিপয় সঙ্গীর প্রবেশ

রাজা। (অবলোকন করিয়া) এ কি! এ কি! সুনন্দা! এ কর্ম্ম কে করলে?

সুন। (অতীব মৃদুস্বরে) মহারাজ! রাজনন্দিনী স্বয়ং এ কর্ম্ম করেছেন!

প্র-স। মেয়ে মানুষটি কি বললে হে?

দ্বি-স। ও বলছে যে, রাজকুমারী স্বয়ংই আত্মহত্যা করেছেন।

অরু। (সজল নয়নে) সুনন্দা! বৎসে! তোমার এ অবস্থা কেন?

সুন। (অতীব মৃদুস্বরে) দেবি! আপনি কি ভেবেছেন যে, আমি প্রিয় সখীকে ছেড়ে এক দণ্ডও বাঁচতে পারি? আমি বিষ খেয়েছি!

প্র-স। মেয়ে মানুষটি কি বললে হে?

দ্বি-স। ও বলছে যে, আমি বিষ খেয়েছি!

অরু। রামদাস! শীঘ্র ঔষধের কৌটা আনো।

রাম। দেবি! তা ত আমি সঙ্গে করে আনি নি।

অরু। কি সর্ব্বনাশ! যত শীঘ্র পার আশ্রম হতে আনয়ন কর।

সুন। (অতীব মৃদুস্বরে) দেবি! স্বয়ং ধন্বন্তরিও আর আমাকে রক্ষা করতে পারবেন না। এ সামান্য বিষ নয়। (রাজার প্রতি) মহারাজ! আমার প্রিয় সখী আত্মহত্যা করবার আগে এই বলেছিলেন যে, "যদি মহারাজের সঙ্গে তোর সাক্ষাৎ হয়, তবে তাঁকে বলিস, যদি ভাগ্যে থাকে তবে পুনর্জ্জন্মে মিলন হবে, আর গান্ধারের রাজকন্যা বিনিময়ের দ্রব্য নয়।" ঐ দেখুন, আমার প্রিয় সখী শীঘ্র যাবার জন্যে আমাকে সঙ্কেতে ডাকছেন! প্রিয় সখি! একটু দাঁড়াও, এই আমি যাচ্চি! (সকলকে) ভগবতি! রাজনন্দিনী! মহারাজ! মন্ত্রী মহাশয়! আ—শী—র্ব্বা—দ—ক—রু—ন—আ—মি—যা—ই!

ভূতলে পতন ও মৃত্যু

রাজা। (স্বগত) পুনর্জ্জন্ম! শাস্ত্রে এরূপ কথা আছে সত্য ; কিন্তু এ পুনর্জ্জন্মে কি পূর্ব্বজন্মের কথা মনে থাকে? আর যদি না থাকে, তবে সে পুনর্জ্জন্ম বৃথা। যা হোক, পুনর্জ্জন্ম যাতে শীঘ্র হয়, তাই করি। (ইন্দুমতীর বক্ষঃস্থল হইতে ছুরিকা লইয়া অবলোকন) রে যমদূত! তুই যে রক্তস্রোত আজ পান করেছিস, সেরূপ রক্তস্রোত আর কি এ ভবমণ্ডলে আছে? তা তাতে যদি তোর তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত না হয়ে থাকে, আমিও তোকে যৎকিঞ্চিৎ পান করাচ্ছি। (সিন্ধু নগরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) হে রাজনগরি! আজ দুই বৎসর তোমাকে নানাবিধ প্রসাদালঙ্কারে অলঙ্কৃত করেছি। এমন কি, যেমন পিতা, বিবাহসভায় আনবার পূর্ব্বে আপন দুহিতাকে বহুবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করে, তেমনি আমি তোমাকে করেছি। কিন্তু এখন বিদায় কর! হে সিন্ধুনদ! তোমার কলকলধ্বনি, শৈশবে দেববীণাধ্বনিস্বরূপ সুমধুর বোধ হতো। তুমিও বিদায় কর! মন্ত্রিবর! দেবী অরুন্ধতি! আপনারা জানেন যে, আমার আর কেউ নাই! তা আমার এ রাজ্য আমি আমার প্রিয় ভগ্নী শশিকলাকে দান করলেম। ওর সন্তান পিতৃপুরুষের ও আমার পারলৌকিক উপকারের অধিকারী, তবে আর ভয় কি?

মন্ত্রী। (রাজাকে ধরিতে উদ্যত হইয়া) মহারাজ! করেন কি? করেন কি?

রাজা। মন্ত্রি! সাবধান হও! ক্ষুধাতুর সিংহের সম্মুখে পড়ো না! আর ব্রাহ্মণবধের পাপভারে এ সময়ে আমাকে ভারাক্রান্ত করো না! এ পৃথিবী কি ছার পদার্থ যে, আমি ইন্দুমতী বিনা, এক দণ্ডও এখানে কালাতিপাত করি! আমি ক্ষত্রকুলোদ্ভব। আমার কি এক দাসীর তুল্য

সাহসও নাই! আমি প্রণয়ী। আমার প্রণয় কি এক জন দাসীর প্রণয়তুল্যও নয়? হা ধিক্! হে জগদীশ্বর! যদিও পাপকর্ম্ম হয়, তবু মার্জ্জনা কর! (আত্মহত্যা ও ভূতলে পতন)

সকলে। অ্যাঁ! অ্যাঁ! হায়! এ কি সর্ব্বনাশ হলো!

রাজা। (অতীব মৃদুস্বরে) শশিকলা! একবার দিদি আমার নিকটে এসো। তোমার কর্ণ আমার মুখের কাছে একবার আনো!

শশি। (রোদন করিতে করিতে রাজার মুখের কাছে কর্ণ দান)

রাজা। (অত্যন্ত মৃদুস্বরে) সুখে রাজ্য কর,—আর দেখ যেন পিতৃপিতামহের নাম কলঙ্কে না ডুবে যায়।

রাজার মৃত্যু

শশি। (পদতলে পতিত হইয়া) দাদা! তুমি কি যথার্থই আমাকে ছেড়ে গেলে? আমি মার মুখ কখনো দেখি নি! তুমিই আমাকে প্রতিপালন করেছিলে! তা দাদা! এই বয়সে আমাকে পরিত্যাগ করে যাওয়া কি তোমার উচিত কর্ম্ম হলো? দাদা! তোমার চক্ষের স্নেহ-জ্যোতিতে আমার হৃদয় আলোকময় করতো, সে আঁখি কি চিরকালের জন্য মুদিত হলো! দাদা! যে রসনার মধুর কথা আমার কর্ণে দেবসঙ্গীতস্বরূপ বাজতো, সে রসনা কি এ জন্মের মত নীরব হলো! দাদা! তুমি কি আমায় একেবারে পরিত্যাগ করলে! আর আমার কে আছে বল দেখি? দাদা! আমাদের অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল রাজ্য, কিন্তু এ সকল দিলে কি তোমাকে পাওয়া যায়? (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

অরু। (সজল নয়নে) বৎসে! আর রোদন করা বিফল। বিধাতার সৃষ্টিতে কি রাজা, কি ভিখারী, কেহই সর্ব্বতোভাবে সুখী নয়। দুঃখের শক্তিশেল, কখনো না কখনো সকলেরই হৃদয়ে আঘাত করে। তবে সেই জনই সুখী, যে ধৈর্য্যরূপ কবচে আপন বক্ষ আচ্ছাদন করতে পারে। তা তুমি বাছা এসো।

মন্ত্রী। ভগবতি! বিধাতা কি আমার কপালে এই লিখেছিলেন যে, শেষ অবস্থায়, আমি এ সিন্ধুরাজকুলের সুবর্ণদীপ নির্ব্বাণ হতে দেখবো। হা রাজরাজেন্দ্র! এ শয্যা কি তোমার উপযুক্ত? ও রাজকান্তি কেন আজ ধূলায় ধূসর। (রোদন)

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ও কতিপয় নাগরিকের সহিত রামদাসের পুনঃপ্রবেশ

সকলে। (অবলোকন করিয়া) এ কি— এ কি—কি সর্ব্বনাশ!

ঋষ্য। অহো! বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধির অবশ্যম্ভাবিতা কে নিবারণ কত্তে পারে; দুর্নিবার দৈব ঘটনার প্রতিকূলাচরণ করা কার সাধ্য! আমি মনে করেছিলেম, এই শোচনীয় ব্যাপারে বাধা দিব, কিন্তু আমি আসিবার পূর্ব্বেই সব শেষ হয়ে গেছে। হায়! বিভো! এই বিপুল রাজকুলের এত দিনে মূলোচ্ছেদ হলো? ভুবনমোহিনী ইন্দিরা! তোমার শাপান্তে কি তোমার পিতৃকুলের জলপিণ্ডের লোপ হলো! হায়! রাজলক্ষ্মী আর মাতঃ বসুন্ধরা কি এত দিনে সহায়হীনা দীনার ন্যায়, অপর সৌভাগ্যশালী পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ কল্লেন। রতিদেবি! তুমি কি কুললক্ষ্মী অপহরণ মানসে নৃপনন্দিনীকে শাপ প্রদান করেছিলে?

মন্ত্রী। (ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতি কৃতাঞ্জলিপুটে) ভগবন্! এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান শোচনীয় ব্যাপার অবলোকন করে আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েচে, আবার আপনার মুখে ইন্দিরা দেবীর নাম শ্রবণে আরও বিস্ময়াবিষ্ট হলেম; আপনি ত্রিকালজ্ঞ, এই ঘটনাবলীর আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে আমাকে চরিতার্থ করুন।

ঋষ্য। মন্ত্রি! এই যে সম্মুখস্থ প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি শতধা বিদীর্ণ দেখচ, (সকলে অবলোকন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ) উহা, এই প্রাচীন রাজবংশের পুরস্ত্রীর শাপাবস্থা, অদ্য তাঁর শাপ অন্ত হলো।

মন্ত্রী। দেব! আপনার বাক্য শ্রবণে আমরা চমৎকৃত হয়েছি। অতএব প্রসন্ন হয়ে সবিস্তারে এই অদ্ভুত ব্যাপার কীর্ত্তন করে আমাদের সংশয়চ্ছেদ করুন।

ঋষ্য। মন্ত্রি! পূর্ব্বকালে এই মহদ্‌বংশে অসমঞ্জ নামে ভুবনবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার অলোকসামান্যা সর্ব্বগুণা-লঙ্কৃতা রূপবতী এক কন্যা ছিল, তাঁহার নাম ইন্দিরা। তৎকালে ইন্দিরাসদৃশী রূপসী ত্রিভুবনে লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু মানবী ইন্দিরা প্রথম যৌবনে রূপমদে মত্তা হয়ে, রতিদেবীর অবমাননা করায়, মন্মথমোহিনী কুপিত হয়ে ঐ অহঙ্কারিণী রাজনন্দিনীকে শাপ প্রদান করেন যে যত কাল তোর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপসী তোর সমক্ষে আত্মঘাতিনী না হয়, তত কাল তোকে এই ঘোর মায়াকাননে পাষাণী হয়ে থাকতে হবে। তাতে ঐ ইন্দুনিভাননা ইন্দিরা করুণস্বরে দেবীকে বল্লেন, দয়াময়ি! যদি দয়া করে দাসীর মুক্তির উপায় অবধারণ করে দিলেন, বলুন, কি উপায়ে এই ভয়ানক বিজন কাননে অপরূপ রূপবতীর আত্মঘাত সম্ভব হয়? তাহাতে দেবী এই কথা বলে দিলেন যে, যে দিবস ভগবান্ মরীচিমালী, কন্যার সুবর্ণমন্দিরে প্রবেশ করবেন, এই সুলগ্নে যদি কোন পবিত্র-স্বভাবা কুমারী, কি সুপবিত্র অনূঢ় যুবা তোমাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করে, তবে কুমারী হইলে স্বীয় ভবিষ্যৎ বরকে, আর পুরুষ হইলে আপন ভাবী পত্নীকে সম্মুখে দেখতে পাবে। এই প্রলোভনে অনেকেই এই মায়াকাননে সমুপস্থিত হবে।

সহসা ভূমিকম্প ও অপূর্ব্ব সৌরভে পরিপূর্ণ

সকলে। এ কি! অকস্মাৎ এই স্থান সৌরভে পরিপূর্ণ হলো কেন?

দৈববাণী। (গম্ভীর স্বরে) হে সিন্ধুদেশ-বাসিগণ! অদ্য এই শোচনীয় ব্যাপার অবলোকন করে ক্ষোভ করো না, মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গের প্রমুখাৎ যাহা শ্রবণ কল্লে, সকলই সত্য, আর এই যে ভূপতিত কুমার কুমারীকে দেখচ্ এঁরা পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বকুলে জন্মগ্রহণ করেন, ঐ যুবক যুবতী পরস্পর প্রণয়ানুরাগে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে সমীপস্থ দুর্ব্বাসা মুনিকে দেখিয়া অভ্যর্থনা না করায়, ঋষিশাপে মানবকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। অদ্য ইঁহাদেরও শাপান্ত হলো। এক্ষণে তোমরা সকলে রাজনন্দিনী শশিকলাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠান করে, সমারোহপূর্ব্বক বর্ত্তমান গান্ধারাধিপতির পুত্রের সহিত বিবাহ দাও। তাহা হইলেই সকল দিক্ বজায় থাকবে।

মন্ত্রী। এই ত সকলই অবগত হওয়া গেল, এখন এঁদের তিন জনের মৃতদেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আর তিনখানা যান শীঘ্র আনয়ন কর।

নেপথ্যে মৃতবাদ্য

মন্ত্রী। (ধূমকেতুর দূতের প্রতি) মহাশয়! এই ত দেখলেন, আর এখন কি করা যেতে পারে? মৃতদেহ রাজশিবিরে প্রেরণ করা কি কর্ত্তব্য?

দূত। তার আবশ্যক কি? যখন আমি স্বচক্ষে এ দুর্ঘটনা দেখলেম, তখন আপনার আর কি অপরাধ।

মন্ত্রী। মহাশয়! তবে রাজসন্নিধানে এই শোচনীয় ব্যাপার আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন গে। সিন্ধুদেশ ত একেবারে উচ্ছেদদশা প্রাপ্ত হলো! আর আপনাকে অধিক কি বলব। এখন চলুন। (অরুন্ধতীর প্রতি) আপনি রাজনন্দিনী আর কাঞ্চনমালাকে আপনার আশ্রমে লয়ে শান্ত করুন। উঃ—! ও রাজপুরী অদ্য শ্মশানস্বরূপ হয়েচে! ওতে প্রবেশ কত্তে কার প্রাণ চায়? বৃদ্ধ মহারাজ যে ইত্যাগ্রে কালের গ্রাসে পড়েছেন, সে তাঁর পরম সৌভাগ্য! এ পাপ মায়াকানন যত দিন থাকবে, তত দিন সকলেই এ বিষম দুর্ঘটনা বিস্মৃত হবেন না। অহো! কি ভয়ানক মায়াকানন!!

যবনিকা পতন

হেক্‌টর-বধ

অথবা

হোমেরের ঈলিয়াস্‌নামক কাব্যের উপাখ্যান ভাগ

নামাবলী

বাঙ্গালা।	লাতীন।	ইংরাজী।
জ্যুস্।	Jupiter.	Jove.
প্রিয়াম।	Priamus.	Priam.
অপ্রোদীতী।	Venus.	Venus.
হীরী।	Juno.	Juno.
আথেনী।	Minerva.	Minerva
ক্রুষা।	Chriseis.	Chriseis.
ব্রীষীশা।	Briseis	Briseis.
অদিস্যুস।	Ulysses.	Ulysses.
স্কন্দর।	Paris.	Paris.
ঈরীষা।	Iris.	Iris.
লব্ধিকা।	Laodicea.	Laodicea.
অত্রী।	Æthra.	Æthra.
ক্লিমেনী।	Clymene.	Clymene.
পণ্ডর্শ।	Pandarus.	Pandarus.
আরেশ।	Mars.	Mars.
সর্পীদন।	Sarpedon.	Sarpedon.
পশ্বেদন।	Neptune.	Neptune.
আয়াস।	Ajax.	Ajax.

উপক্রমণিকা[১]

(১)

পূর্ব্বাকালে হেলাস্ অর্থাৎ গ্রীশ দেশীয় লোকের পৌত্তলিক ধর্ম্মে আস্থা ও বহুবিধ দেবদেবীর উপর বিশ্বাস ছিল। তাঁহাদিগের দেবকুলের ইন্দ্র জ্যুস্ লীড়া নাম্নী এক নর-কুলনারীর উপর আসক্ত হওতঃ রাজহংসের রূপ ধারণ করিয়া তাহার সহিত সহবাস করিলে, লীড়া দুইটি অণ্ড প্রসব করেন। একটি অণ্ড হইতে দুইটী সন্তান জন্মে; অপরটি হইতে হেলেনী নাম্নী একটি পরমসুন্দরী কন্যার উৎপত্তি হয়। লাকীডীমন্ দেশের রাজা লীড়ার স্বামী এই তিনটি সন্তানকে দেবের ঔরসজাত জানিয়া অতিপ্রযত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যেমন কণ্বঋষির আশ্রমে আমাদের শকুন্তলা সুন্দরী প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ হেলিনী লাকীডীমন্ রাজগৃহে দিন২ প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। আমাদিগের শকুন্তলা, দুর্ভাগ্যবশতঃ, খনিগর্ভস্থ মণির ন্যায় প্রতিপালক পিতার আশ্রমে অন্তর্হিতা ছিলেন, কিন্তু হেলেনীর রূপের যশঃসৌরভে হেলাস্ রাজ্য অতি শীঘ্রই পূর্ণ হইয়া উঠিল। অনেকানেক যুবরাজেরা এ কন্যারত্ন-লাভ-লোভে লাকীডীমন্ রাজনগরে সর্ব্বদা যাতায়াতে তথায় এক প্রকার স্বয়ম্বরের আড়ম্বর হইতে লাগিল। স্বয়ম্বরের প্রথা গ্রীশ দেশে প্রচলিত ছিল না, থাকিলে বোধ হয়, মহাসমারোহ হইত।

১. মধুসূদন গ্রীকপুরাণের কাহিনী নিজভাষায় উপক্রমণিকা অংশে ব্যক্ত করেছেন। ইলিয়ড মহাকাব্যের যে আখ্যান নিয়ে এই নাটক পুরাণ কাহিনীটি তার পটভূমি।

হেক্‌টর-বধ

অথবা

হোমেরের ঈলিয়াস্‌নামক কাব্যের উপাখ্যান ভাগ

নামাবলী

বাঙ্গালা।	লাতীন।	ইংরাজী।
জ্যুস্।	Jupiter.	Jove.
প্রিয়াম।	Priamus.	Priam.
অপ্রোদীতী।	Venus.	Venus.
হীরী।	Juno.	Juno.
আথেনী।	Minerva.	Minerva
ক্রুষা।	Chriseis.	Chriseis.
ব্রীষীশা।	Briseis	Briseis.
অদিস্যূস।	Ulysses.	Ulysses.
স্কন্দর।	Paris.	Paris.
ঈরীষা।	Iris.	Iris.
লদ্ধিকা।	Laodicea.	Laodicea.
অত্রী।	Æthra.	Æthra.
ক্লিমেনী।	Clymene.	Clymene.
পণ্ডর্শ।	Pandarus.	Pandarus.
আরেশ।	Mars.	Mars.
সর্পীদন।	Sarpedon.	. Sarpedon.
পশ্বেদন।	Neptune.	Neptune.
আয়াস।	Ajax.	Ajax.

উপক্রমণিকা[১]

(১)

পূর্ব্বাকালে হেলাস্ অর্থাৎ গ্রীশ দেশীয় লোকের পৌত্তলিক ধর্ম্মে আস্থা ও বহুবিধ দেবদেবীর উপর বিশ্বাস ছিল। তাঁহাদিগের দেবকুলের ইন্দ্র জ্যুস্ লীড়া নাম্নী এক নর-কুলনারীর উপর আসক্ত হওতঃ রাজহংসের রূপ ধারণ করিয়া তাহার সহিত সহবাস করিলে, লীড়া দুইটি অণ্ড প্রসব করেন। একটি অণ্ড হইতে দুইটী সন্তান জন্মে; অপরটি হইতে হেলেনী নাম্নী একটি পরমসুন্দরী কন্যার উৎপত্তি হয়। লাকীডীমন্ দেশের রাজা লীড়ার স্বামী এই তিনটি সন্তানকে দেবের ঔরসজাত জানিয়া অতিপ্রযত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যেমন কন্বঋষির আশ্রমে আমাদের শকুন্তলা সুন্দরী প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ হেলিনী লাকীডীমন্ রাজগৃহে দিন২ প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। আমাদিগের শকুন্তলা, দুর্ভাগ্যবশতঃ, খনিগর্ভস্থ মণির ন্যায় প্রতিপালক পিতার আশ্রমে অন্তর্হিতা ছিলেন, কিন্তু হেলেনীর রূপের যশঃসৌরভে হেলাস্ রাজ্য অতি শীঘ্রই পূর্ণ হইয়া উঠিল। অনেকানেক যুবরাজেরা এ কন্যারত্ন-লাভ-লোভে লাকীডীমন্ রাজনগরে সর্ব্বদা যাতায়াতে তথায় এক প্রকার স্বয়ম্বরের আড়ম্বর হইতে লাগিল। স্বয়ম্বরের প্রথা গ্রীশ দেশে প্রচলিত ছিল না, থাকিলে বোধ হয়, মহাসমারোহ হইত।

১. মধুসূদন গ্রীকপুরাণের কাহিনী নিজভাষায় উপক্রমণিকা অংশে ব্যক্ত করেছেন। ইলিয়ড মহাকাব্যের যে আখ্যান নিয়ে এই নাটক পুরাণ কাহিনীটি তার পটভূমি।

হেলেনী মানিল্যুস্ নামক এক রাজকুমারকে পতিত্বে বরণ করিলে পর, তাহার প্রতিপালয়িতা পিতা অন্যান্য রাজপুরুষদিগকে কহিলেন, হে রাজকুমারেরা! যখন আমার কন্যা স্বেচ্ছায় এই যুবরাজকে মাল্যদান করিল, তখন আপনাদের এ বিষয়ে কোন বিরক্তিভাব প্রকাশ করা উচিত হয় না, বরঞ্চ আপনারা দেবপিতা জ্যুস্‌কে সাক্ষী করিয়া অঙ্গীকার করুন, যে যদি কস্মিন্ কালে এই নব বর বধূর কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তবে আপনারা সকলেই তাহাদের পক্ষ হইয়া তাহাদিগকে বিপজ্জাল হইতে পরিত্রাণ করিবেন।

রাজকুমারেরা রাজবাক্য শ্রবণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়া স্ব২ দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। মানিল্যুস্ আপন মনোরমা রমণীর সহিত লাকীডীমন্ রাজ্যের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

(২)

আসিয়া খণ্ডের পশ্চিম ভাগের এক ক্ষুদ্র ভাগকে ক্ষুদ্র আসিয়া বলে। পূর্ব্বকালে সেই ভাগের ঈল্যুম অথবা ট্রয় নামে এক মহা-প্রসিদ্ধ নগর ছিল। নগরের রাজার নাম প্রিয়াম। রাণীর নাম হেকাবী। রাণী সসত্ত্বাবস্থায় আমাদিগের কুরুকুল-রাণী গান্ধারীর ন্যায় এই স্বপ্ন দেখিলেন, যে তিনি এমন এক অলাত প্রসবিলেন, যে তদ্দারা রাজপুরী যেন এককালে ভস্মসাৎ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে রাণী স্বপ্ন-বিবরণ স্মরণ করিয়া মহাবিষাদে দিনপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে২ রাণীর স্বপ্নবৃত্তান্ত সমুদয় নগর মধ্যে আন্দোলিত হইতে লাগিল। যথাকালে, রাণীও এক অতীব সুকুমার রাজকুমার প্রসব করিলেন। বিদুর প্রভৃতি কুরুকুলরাজমন্ত্রীর ন্যায় মহারাজ প্রিয়ামের অমাত্য বন্ধু এই সন্তানটিকে ভবিষ্যদ্বিপজ্জনক জানিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেওয়াতে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অসদৃশে তাহাই করিলেন। অপত্য-স্নেহ রাজা প্রিয়ামকে স্বরাজ্যের ভাবী হিতার্থে অন্ধ করিতে পারিল না।

সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই আরকিলস নামক একজন রাজদাস মহারাজের আদেশের বিপরীত করিল ; অর্থাৎ শিশুটির প্রাণদণ্ড না করিয়া তাহাকে রাজপুরীর সন্নিধানস্থ ঈডানামক এক পর্ব্বতে রাখিয়া আসিল। কোন এক মেষপালক ঐ পরিত্যক্ত সন্তানটিকে পরম সুন্দর দেখিয়া আপন বন্ধ্যা স্ত্রীর নিকট তাহাকে সমর্পণ করিল। মেষপালকের স্ত্রী শিশু সন্তানটিকে পরম যত্নে স্বীয় গর্ভজাত পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিল। আমাদিগের কৃত্তিকা-কুলবল্লভ কার্ত্তিকেয়ের তুল্য রাজপুত্র মেষপালকের গৃহে দিন২ রূপে ও বিবিধ গুণে বাড়িতে লাগিলেন। আমাদের দুষ্মন্তপুত্র পুরুর ন্যায় ইনিও অতি অল্প বয়সেই বনচর পশুদিগকে দমন করিতে লাগিলেন।

মেষপালকেরা ইহার বাহুবলে স্বীয়২ মেষপালককে মাংসাহারী জন্তুগণ হইতে রক্ষিত দেখিয়া ইহার নাম স্কন্দর অর্থাৎ রক্ষাকারী রাখিলেন। ঐ ঈডা পর্ব্বত প্রদেশে এনোনী নাম্নী এক ভুবনমোহিনী সুরকামিনী বসতি করিতেন। সুরবালা রাজকুমারের অনুপম রূপ লাবণ্যে বিমোহিতা হইয়া তাঁহার প্রতি একান্ত আসক্তা হইলেন, এবং তাঁহাকে বরণ করিয়া ঐ পর্ব্বতময় প্রদেশে পরমাহ্লাদে দিন যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

(৩)

গ্রীশ দেশের এক অংশের নাম থেসেলী। সেই রাজ্যের যুবরাজ পিল্যুসের থেটীস্ নাম্নী সাগরসম্ভবা এক দেবীর সহিত পরিণয় হয়। থেটীস্ দেবযোনি, সুতরাং তাঁহার বিবাহসমারোহে সকল দেব দেবী নিমন্ত্রিত হইয়া রাজনিকেতনে আবির্ভূত হয়েন। বিবাদদেবী নাম্নী কলহকারিণী এক দেবকন্যা আহূত না হওয়াতে মহারোষাবেশে বিবাদ উপস্থিত করিবার মানসে এক অদ্ভুত কৌশল করেন। অর্থাৎ একটি স্বর্ণফলে, যে রূপে সর্ব্বোৎকৃষ্টা, সেই এ ফলের প্রকৃত অধিকারিণী, এই কয়েকটি কথা লিখিয়া দেবীদলের মধ্যস্থলে নিক্ষেপ করেন। হীরী জ্যুসের পত্নী অর্থাৎ দেবকুলের ইন্দ্রাণী শচী, আথেনী, জ্ঞানদেবী অর্থাৎ সরস্বতী এবং অপ্রোদীতী, প্রেমদেবী অর্থাৎ রতি, এই

তিন জনের মধ্যে এই ফলোপলক্ষে বিষম বিবাদ ঘটিয়া উঠিলে, তাহারা ঈডা পর্ব্বতে রাজনন্দন স্কন্দরের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তৎসন্নিধানে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহাকেই এ বিষয়ে নির্ণেতা স্থির করিলেন। হীরী কহিলেন, হে যুবক রাজকুমার! আমি দেবকুলেশ্বরী, তুমি এই ফল আমাকে দিয়া আমার প্রীতিভাজন হইলে আমি তোমাকে অসীম ধন ও গৌরব প্রদান করিব। যদ্যপিও তুমি মেষপালকদলের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছ, তত্রাচ আমি ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় তোমাকে প্রোজ্জ্বল ও শতশিখাশালী করিয়া তুলিব। আথেনী কহিলেন, আমি জ্ঞানদেবী। তুমি আমাকে উপাসনায় পরিতুষ্ট করিতে পারিলে বিদ্যা বুদ্ধি ও বলে নরকুলে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইবে। অপ্রোদীতী কহিলেন, আমি প্রেমদেবী, আমাকে প্রসন্ন করিলে আমি নারীকুলের পরমোত্তমা নারীকে তোমার প্রেমাধীনী করিয়া দিব। যৌবনমদে উন্মত্ত রাজকুমার স্কন্দর কুক্ষণে ঐ ফলটি অপ্রোদীতী দেবীর হস্তে সমর্পণ করিলে অপর দেবীদ্বয় মহাক্রোধে অন্ধ হইয়া ত্রিদিবাভিমুখে গমন করিলেন।

অপ্রোদীতী দেবী পরমহর্ষে ও অতি মৃদুস্বরে কহিলেন হে ছদ্মবেশি! তুমি মেষপালক নও। তুমি ভস্মলুপ্ত বহ্নি। ট্রয় মহানগরের মহারাজ প্রিয়াম্ তোমার পিতা। এতএব তুমি তৎসন্নিধানে গিয়া রাজপুত্রের উপযুক্ত পরিচর্য্যা যাচ্ঞা কর, আমার এ বর ফলদায়ক করিবার নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য, পরে আমি তাহা কহিয়া দিব।

রাজকুমার স্কন্দর দেবীর আদেশানুসারে রাজপুরীতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলে বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্ তাহার অসামান্য রূপ লাবণ্যে ও বীরকৃতিতে পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইলেন। কালনির্ব্বাপিত স্নেহাগ্নি পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিল। সুতরাং রাজা নবপ্রাপ্ত পুত্রকে রাজসংসারে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

কিয়দ্দিন পরে অপ্রোদীতী দেবীর আদেশ মতে রাজকুমার স্কন্দর বহুসংখ্যক সাগরযান নানা ধন ও পণ্য দ্রব্যে পরিপূরিত করিয়া লাকীডীমন্ নামক নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথাকার রাজা মানিল্যুস অতি-সম্মান্ ও সমাদরের সহিত রাজতনয়াকে স্বমন্দিরে আহ্বান করিলেন। কিছুদিনের পর কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে তাহাকে দেশান্তরে যাইতে হইল। রাণী হেলেনী এ রাজ-অতিথির সেবায় নিয়ত নিযুক্ত রহিলেন।

দৌব অপ্রোদীতীর মায়াজালে হতভাগিনী রাণী হেলেনী রাজ-অতিথি স্কন্দরের প্রতি নিতান্ত অনুরাগিণী হইয়া পতিব্রতা-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া স্বপতিগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার অনুগামিনী হইলেন এবং তাঁহার পিতা রাজচূড়ামণি প্রিয়ামের রাজ্যে সেই রাজ্যের কালরূপে প্রবেশ করিলেন। রাজা মানিল্যুস শন্য গৃহে পুনরাবর্ত্তন করিয়া স্ত্রীবিরহে একান্ত অধীর ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন।

এই দুর্ঘটনা হেলাস্ অর্থাৎ গ্রীশ দেশে প্রচারিত হইলে, তদ্দেশীয় রাজাসমূহ পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার স্মরণপূর্ব্বক সসৈন্যে মানিল্যুসের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর্গস্ দেশের অধীশ্বর আগেমেম্নন্‌কে সৈন্যাধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত করিয়া ট্রয় নগর আক্রমণাভিলাষে সাগরপথে যাত্রা করিলেন। বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্ স্বীয় পঞ্চাশৎ পুত্রকে যুদ্ধার্থে অনুমতি দিলেন। মহাবীর হেক্টর (যাহাকে ট্রয়স্বরূপ লঙ্কার মেঘনাদ বলা যাইতে পারে) দেশ বিদেশীয় বন্ধুগণের এবং স্বীয় রাজসংসারস্থ সৈন্যদলের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিলেন। দশ বৎসর উভয় দলে তুমুল সংগ্রাম হইল।

যেমন গঙ্গা যমুনা এবং সরস্বতী এই ত্রিপথা নদীত্রয় পবিত্রতীর্থ ত্রিবেণীতে একত্রীভূতা হইয়া একস্রোতে সাগরসমাগমাভিলাষে গমন করেন, সেইরূপ উপরি উল্লিখিত তিনটি পরিচ্ছেদ-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত এ স্থল হইতে একত্রীভূত হইয়া ইউরোপ খণ্ডের বাল্মীকি কবিগুরু হোমেরের ঈলিয়াস্ স্বরূপ সঙ্গীততরঙ্গময় সিন্ধু পানে চলিতে লাগিল।

কবিগুরু হোমেরের জগদ্বিখ্যাতকাব্যে দশম বৎসরের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। গ্রীকেরা ট্রয়ের

নিকটস্থ এক নগর লুট করে, এবং তত্রস্থ পূজিত সূর্য্যদেবের ক্রীস্ নামক পুরোহিতের এক পরমসুন্দরী কুমারী কন্যাকে আপনাদের শিবিরে আনয়ন করে। অপহৃত দ্রব্যজাত বিভাগের সময় সেই অসামান্য রূপবতী যুবতী সৈন্যাধ্যক্ষ রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্ননের অংশে পড়িলে, তিনি তাহাকে পরম প্রযত্নে ও সমাদরে স্বশিবিরে রাখিতেছেন; এমন সময়ে—

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেবপুরোহিত আপন অভীষ্ট দেবের রাজদণ্ড, মুকুট, ও স্বকন্যার মোচনোপযোগী বহুবিধ মহার্হ দ্রব্যজাত হস্তে করিয়া গ্রীক্-সৈন্যের শিবির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এবং সৈন্যাধ্যক্ষ রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্নন্ ও তাঁহার ভ্রাতা মানিল্যুস্ এবং অন্যান্য নেতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন ; হে বীরপুরুষগণ! ত্রিদিবনিবাসী অমরকুল তোমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, যে তোমরা অতিত্বরায় রাজা প্রিয়ামের নগর পরাভূত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বরাজ্যে পুনরাগমন কর। এই দেখ, আমি আপন দুহিতার মোচনার্থে বহুমূল্য দ্রব্যজাত সঙ্গে আনিয়াছি, অতএব এতদ্বারা তাহাকে মুক্ত করিয়া, যে ভাস্বর দেবের সেবায় আমি নিয়ত নিরত আছি, তাহার মান ও গৌরব রক্ষা কর।

গ্রীক্সৈন্যেরা পুরোহিতের এবম্বিধ বচনাবলী আকর্ণনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে এক বাক্যে কহিয়া উঠিল, যে এ অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মে আমরা কখনই পরাঙ্মুখ হইব না, বরং এই সকল পরিত্রাণ-সামগ্রী গ্রহণপূর্ব্বক এই মুহূর্ত্তেই কন্যাটীরে নিষ্কৃতি সাধন করিব। কিন্তু তাহাদের এতাদৃশ বাক্য রাজা আগেমেম্ননের মনোনীত হইল না। তিনি মহাক্রোধভরে ও পরুষ বচনে পুরোহিতকে কহিলেন, হে বৃদ্ধ! দেখিও যেন আমি এ শিবির-সন্নিধানে তোমাকে আর কখন দেখিতে না পাই। তাহা হইলে তোমার অভীষ্ট দেবও আমার রোষানল হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন না। আমি তোমার কন্যাকে কোন ক্রমেই ত্যাগ করিব না। সে আমার রাজধানী আর্গস্ নগরে আপন জন্মভূমি হইতে দূরে যাবজ্জীবন আমার সেবা করিবে। অতএব যদি তুমি আপন মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা কর, তবে অতিত্বরায় এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।

বৃদ্ধ পুরোহিত রাজার এইরূপ বাক্য শুনিয়া সশঙ্কচিত্তে তদ্দণ্ডে তাহার আদেশ প্রতিপালন করিলেন, এবং মৌনভাবে ও ম্লানবদনে চিরকোলাহলময় সাগরতীর দিয়া স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অশ্রুবারিধারায় আর্দ্রবসন হইয়া স্বীয় অভিষ্টদেবকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে রজতধনুর্দ্ধর! যদি তুমি আমার নিত্য নৈমিত্তিক সেবায় প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে শরজাল বর্ষণে দুষ্ট গ্রীক্-দলকে দলিত করিয়া, তাহারা আমার প্রতি যে দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তাহার যথাবিধি প্রতিবিধান কর। পুরোহিতের এই স্তুতিবাক্য দেবকর্ণগোচর হইলে মরীচিমালী রবিদেব মহাক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। দেবপৃষ্ঠদেশে লম্বমান তূণীরে শরজাল ভয়ানক শব্দে বাজিতে লাগিল; এবং রোষভরে দেববদন যেন তমোময় হইয়া উঠিল। গ্রীক শিবিরের অনতিদূর হইতে দিননাথ প্রথমে এক ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন, এবং ধনুষ্টঙ্কারের ভয়াবহ স্বনে শিবিরস্থ লোক সকলের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। প্রথম শরে অশ্বতর ও ক্ষিপ্রগামী গ্রামসিংহ সকল বিনষ্ট হইল; দ্বিতীয় বার শর নিক্ষেপে সৈন্যদল ছিন্ন ভিন্ন ও হত আহত হওয়াতে মুহুর্মুহুঃ চারি দিকে চিতাচয়ে শবদাহাগ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। অংশুমালীর শরমালায় গ্রীকসৈন্যেরা নয় দিবস পর্য্যন্ত লণ্ডভণ্ড ও ক্ষত বিক্ষত হইল; দশম দিবসে মহাবীর আকিলীস্ নেতৃবর্গকে সভামণ্ডপে আহ্বান করিলেন এবং রাজেন্দ্র আগেমেম্নন্কে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় আমাদিগের উচিত, যে আমরা স্বদেশে পুনরায়

ফিরিয়া যাই, কেন না, যে উদ্দেশে আমরা দুস্তর সাগর পার হইয়া আসিয়াছি, তাহা কোন ক্রমেই সফল হইল না। মহামারী এবং নশ্বর সমর এই রিপুদ্বয় দ্বারাই গ্রীকেরা পরাজিত হইল। তবে যদ্যপি এ স্থলে কোন দেবরহস্যজ্ঞ বিজ্ঞতম হোতা কিম্বা গণক থাকেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে বলুন, যে কি কারণে বিভাবসু আমাদের প্রতি এত প্রতিকূল ও ক্রূর হইয়াছেন,আর কি আরাধনাতেই বা দেববরের প্রতিকূলতা ও ক্রূরতা দূরীভূত হইতে পারে।

বীরবরের এই কথা শুনিয়া থেষ্টরের পুত্র মুনীশশ্রেষ্ঠ কালকষ্, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানা,—ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, কহিলেন, হে আকিলীস্! হে দেবপ্রিয়রথি! তোমার কি এই ইচ্ছা, যে রবিদেব কি নিমিত্ত তোমাদের প্রতি এত দূর বাম ও বিরক্ত হইয়াছেন, তাহা আমি স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করি? ভাল, আমি তোমার বাক্যে সম্মত হইলাম। কিন্তু তুমি অগ্রে আমার নিকট এই স্বীকার কর যে, যদ্যপি আমার কথায় রাজ-হৃদয়ে কোন বিরক্তভাবের উদয় হয়, তবে তুমি সে রাজক্রোধ হইতে আমাকে রক্ষা করিবে।

কালকষের এই কথা শুনিয়া মহাবাহু আকিলীস্ উত্তরিলেন হে কালকষ্! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে মনের ভাব ব্যক্ত কর। আমি দেবেন্দ্রপ্রিয় অংশুমালী রবিদেবকে সাক্ষী করিয়া শপথপূর্ব্বক কহিতেছি যে, এ সভায় এমন কোন ব্যক্তিই নাই, যাহাকে আমি তোমার অবমাননা করিতে দিব। অধিক কি বলিব, সৈন্যাধ্যক্ষপদপ্রতিষ্ঠিত রাজা আগেমেম্ননেরও এত দূর সাহস হইবে না। অতএব তুমি দৈবশক্তি দ্বারা যাহা বিদিত আছ, মুক্তকণ্ঠে ও অভয়ান্তঃ-করণে তাহা প্রচার কর।

এই কথায় কালকষ্ উত্তর দিলেন, হে বীরবর! ভাস্বর রবিদেব যে কি নিমিত্ত এ সৈন্যের প্রতি এত দূর প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন, তাহার নিগূঢ় কারণ বলি, শ্রবণ করুন। যখন তোমরা ক্রুষা নগর লুটিয়াছিলে, তৎকালে রবিদেবের কোন এক পুরোহিতের একটি কন্যা অপহরণ করা হইয়াছিল; অপহৃত দ্রব্যজাত বণ্টনকালে সেই কন্যাটি রাজচক্রবর্ত্তীর অংশে পড়ে। কয়েক দিবস হইল, গ্রহপতির পূজক স্বদেবের রাজদণ্ড, মুকুট, ও বহুবিধ মহার্হ বস্তুসমূহ সঙ্গে লইয়া শিবিরদেশে আসিয়াছিলেন, তাহার মনে এই বলবতী প্রতীতি ছিল, যে এ স্থলস্থ বীরব্যূহ বিভাবসুর রাজদণ্ড ও মুকুট দর্শন মাত্রেই তাহার সেবকের যথোচিত সম্মান করিবেন এবং তদানীত বহুবিধ মহার্হ দ্রব্যাদি গ্রহণপূর্ব্বক দেবদাসের অবরুদ্ধা দুহিতাকে মুক্তি প্রদানিবেন। কিন্তু এই দুই আশার কোন আশাই ফলবতী হইল না। তন্নিমিত্ত তাহার অর্চ্চিত দেব তদবমাননায় রোষাবিষ্টচিত্ত হইয়া এ সৈন্যদলকে এইরূপ প্রচণ্ড দণ্ড দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক্ষণে দেববরকে প্রসন্ন করিবার কেবল একমাত্র উপায় আছে। সেই পরমরূপবতী যুবতীকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া এবং দেবপূজার্থে বহুবিধ পূজোপহার ও বলি পুরোহিতের গৃহে প্রেরণ করিলে বোধ করি, আমরা এ বিপজ্জাল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি, নতুবা দশ বৎসরে রিপুকুলের অস্ত্রাগ্নি যত দূর করিতে পারে নাই, অতি অল্প দিনেই দেবক্রোধে ততোধিক ঘটিয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই। হে বীরবর! ভগবান্ অশীতরশ্মির ক্রোধেও শিবিরাবলী অতি ত্বরায় জনশূন্য হইবে। এবং ঐ দ্রুতগামী সাগরযানসমূহও, এ সৈন্যদল যে কি কুক্ষণে স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়াছিল, তাহার অভিজ্ঞানরূপে এই তীরসন্নিধানে সাগরজলে বহুকাল ভাসিতে থাকিবেক।

কালকষের এবম্বিধ বচনবিন্যাস শ্রবণে রাজা আগেমেম্নন্ ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া অতি কর্কশ বচনে কহিলেন, রে দুষ্ট প্রতারক! তোর কুরসনা আমার হিতার্থে কখন কোন কথাই কহিতে জানে না; আমার অহিত সংবাদ তোর পক্ষে বড় প্রীতিকর। এক্ষণে যদি তোরকথা সত্য হয়, তবে আমি এ কুমারীটিকে মুক্ত করি নাই বলিয়াই রবিদেব এ সৈন্যদলকে এত কষ্টে ফেলিয়াছেন। আমি যে পুরোহিতদত্ত বহুবিধ ধন গ্রহণ করিয়া তাহার কন্যাকে মুক্ত করি নাই, সে কথা অলীক নহে। এ কুমারীটি অতি সুন্দরী, এবং আমার সহধর্ম্মিণী রাণী ক্লুতিম্নিস্তরা

অপেক্ষাও আমার সমধিক নয়নানন্দিনী। এ কুমারী রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি কোন অংশেই রাণী অপেক্ষা নিকৃষ্টা নহে; তথাচ আমি ইহাকে এ সৈন্যদলের হিতার্থে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইব না। কেন না, আমি লোকপাল, স্বপালিত লোকের হিতার্থে রাজার কি না করা উচিত? কিন্তু, হে বীরবৃন্দ! যদি আমাকে এ কন্যারত্নে বঞ্চিত হইতে হয়, তবে তোমরা আমাকে অপর একটি পারিতোষিক দিতে সযত্ন ও সচেষ্ট হও। কেন না, তোমাদের মধ্যে আমি যে কেবল পারিতোষিকচ্যুত হই, ইহা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে।

রজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেষ্বাস আকিলীস্ সাতিশয় রোষাবেশে কহিলেন, হে আগেমেম্নন্! তোমা অপেক্ষা লোভী জন, বোধ হয়, এ বিশ্বে আর দ্বিতীয় নাই! এক্ষণে এ সৈন্যদল কোথা হইতে তোমাকে অন্য কোন পারিতোষিক দিবে? লুণ্ঠিত দ্রব্য সকল বিভক্ত হইয়া গিয়াচে ; এক্ষণে তো আর সাধারণ ধন নাই, যে তাহা হইতে তোমার এ লোভ সম্বরণ হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে তুমি ও কন্যাটীকে বিমুক্ত করিয়া দিলে, এই সকল নেতৃবর্গেরা ভবিষ্যতে তোমাকে এতদপেক্ষায় তিন চারি গুণ অধিক পারিতোষিক দিতে চেষ্টা পাইবে।

রাজা উত্তরিলেন, এ কি আশ্চর্য্য কথা! আমি এ নেতৃদলের অধ্যক্ষ, তুমি কি জান না, যে এ নেতৃবৃন্দের মধ্যে যিনি যাহা পারিতোষিকরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইচ্ছা করিলে, আমি তত্তাবৎ কাড়িয়া লইতে পারি? আকিলীস্ পুনরায় ক্রোধভরে কহিলেন, তুমি কি বিবেচনা কর, এ বীর পুরুষেরা তোমার ক্রীতদাস যে, তুমি তাহাদের সম্মুখে এরূপ আস্পর্দ্ধা করিতেছ। আমরা যে তোমার ভ্রাতার উপকারার্থেই বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া অতি দূরদেশ হইতে আসিয়াছি, ইহা তুমি বিস্মৃত হইলে না কি? হে নির্লজ্জ পামর! হে অকৃতজ্ঞ! হে ভীরুশীল! তোমার অধীনে অস্ত্রধারণ করা কি কাপুরুষতার কর্ম্ম! ইচ্ছা হয়, যে এ স্থলে তোমাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়া আমরা সসৈন্যে স্বদেশে চলিয়া যাই।

এই বাক্য শ্রবণে নরপতি আগেমেম্নন্ কহিলেন, তোমার যদি এরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তুমি এই মুহূর্ত্তেই এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। আমি তোমাকে ক্ষণকালের জন্যেও এ স্থানে থাকিতে অনুরোধ করিতেছি না। এখানে অন্যান্য অনেকানেক বীরপুরুষ আছে, যাহারা আমার অধীনে অস্ত্র ধারণ করিতে অবমানিত বা লজ্জিত হইবেন না। তুমি আমার চক্ষের বালিস্বরূপ, তোমার অহঙ্কারের ইয়ত্তা নাই। তুমি যাও। রবিদেবের পুরোহিতের নিকট এই সুকুমারী কুমারীটিকে প্রেরণ করিবার অগ্রে তুমি যে ব্রীষীসা নাম্নী কুমারীকে পাইয়াছ, আমি তাহাকে স্ববলে গ্রহণ করিব। দেখি, তুমি আমার কি করিতে পার।

রাজার এই কর্কশ বাণী শ্রবণে মহাবীর আকিলীস্ মহাক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া তাহার বধার্থে উরুদেশলম্বিত অসিকোষ হইতে নিশিত অসি আকর্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে সুরলোকে সুরকুলেন্দ্রাণী হীরী জ্ঞানদেবী আথেনীকে ব্যাকুলিতচিত্তে কহিলেন, হে সখি! ঐ দেখো, গ্রীক্‌সৈন্যদলের মধ্যে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়া উঠিল। দেবযোনি আকিনীস্ রাজা আগেমেম্ননের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণদণ্ডে উদ্যত হইতেছেন. অতএব, সখি! তুমি শিবিরে অতি ত্বরায় আবির্ভূতা হইয়া এ কাল কলহাগ্নি নির্ব্বাণ কর।

জ্ঞানদেবী আথেনী তদ্দণ্ডে সৌদামিনী-গতিতে সভাতলে উপস্থিত হইয়া বীরবর আকিলীসের পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া তাহার পিঙ্গ লবর্ণ কেশপাশ আকর্ষণ করতঃ কহিলেন, রে বর্ব্বর! তুই এ কি করিতেছিস্? এই কথা শুনিবামাত্র বীরকেশরী সচকিতে মুখ ফিরাইয়া দেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে দেবকুলেন্দ্রদুহিতে! তুমি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ? রাজা আগেমেম্নন্ যে আমার কত দূর পর্য্যন্ত অবমাননা করিতে পারেন, এবং আমিই বা কত দূর পর্য্যন্ত তাহার প্রগল্‌ভতা সহ্য করিতে পারি, তুমি কি সেই কৌতুক দেখিতে আসিয়াছ?

আয়তলোচনা দেবী আথেনী উত্তর করিলেন, বৎস! তুমি এ সভাতে সৈন্যাধ্যক্ষ বীরবরকে যথোচিত লাঞ্ছনা ও তিরস্কার কর তাহাতে আমার রোষ বা অসন্তোষ নাই। কিন্তু

কোনমতেই উহার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিও না। দেবী এই কয়েকটি কথা বীরপ্রবীর আকিলীসের কর্ণ কুহরে অতি মৃদুস্বরে কহিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। আর তাহাকে কেহই দেখিতে পাইল না।

দেবীর আদেশানুসারে বীর-কুলর্ষভ আকিলীস্ রাজ-কুলর্ষভ রাজা আগেমেম্‌নন্‌কে বহুবিধ তিরস্কার করিলে, তিনিও রাগে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। এই বিষম বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া, নেস্তর নামক একজন বৃদ্ধ জ্ঞানবান্ পুরুষ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সভাস্থ নেতৃদিগকে সম্বোধিয়া সুমৃদুভাষে কহিতে লাগিলেন, হায়! কি আক্ষেপের বিষয়! অদ্য গ্রীক্‌দলের উপস্থিত বিপদে রাজা প্রিয়াম্ ও তাহার পুত্রগণের যে কত দুর আনন্দলাভ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? কেন না, এই গ্রীক্‌দলের মধ্যে, যে দুই জন মহাপুরুষ অভিজ্ঞতা ও বাহুবলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহারাই দুর্ভাগ্যক্রমে অদ্য কলহরত হইলেন। আমি সর্ব্বাপেক্ষা রয়সে জেষ্ঠ, এবং তোমাদের পূর্ব্ব দুই পুরুষের মধ্যে যে সকল মহোদয়েরা বাহুবলে ও রণ-বিশারদতায় দেবোপম ছিলেন, তাঁহাদের সহিতও আমার সংসর্গ ছিল। তোমরা বলী বট, কিন্তু সে সকল প্রাচীন যোধৃদলের সহিত উপমায় তোমরা কিছুই নও। সে সকল মহাপুরুষেরাও আমার উপদেশ ও পরামর্শে কখনই অবহেলা বা অমনোযোগ করিতেন না। অতএব তোমরা আমার হিতবাক্য মনোভিনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ কর। তুমি, আগেমেম্‌নন্ ; রাজকুলশ্রেষ্ঠ। এই হেতু এই সকল মহোদয়েরা তোমাকে সেনাধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন; তোমার উচিত হয় না, যে এই বীরপুরুষদলের মধ্যে যিনি বীরপুরুষোত্তম, তাহার সহিত তুমি মনান্তর কর। তুমি, আকিলীস্, দেবযোনি ও দেবকুলপ্রিয়। বিধাতা তোমাকে বাহুবলে নরকুলতিলকরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমারও উচিত নয়, যে তুমি এ সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হও। তোমাদের দুই জনের পরস্পর মনান্তর ঘটিলে এ গ্রীক্‌দলের যে বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইবেক, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। অতএব হে বীরপুরুষদ্বয়, তোমরা স্ব স্ব রোষানল নির্ব্বাণ করিয়া পরস্পর প্রিয় সম্ভাষণ কর।

বৃদ্ধের এবম্বিধ রচনাবলী শ্রবণ করিয়া রাজা আগেমেম্‌নন্ উত্তর করিলেন, হে তাত! এই দুরাত্মার অহঙ্কারে আমি নিয়তই অসন্তুষ্ট! ইহার ইচ্ছা যে, এ সকলেরি উপরি কর্ত্তৃত্ব করে। এতাদৃশী দাম্ভিকতা আমি কি প্রকারে সহ্য করিতে পারি! আকিলীস্ কহিলেন, তোমার এতাদৃশ বাক্যে পুনরায় যদ্যপি আমি তোমার অধীনে কর্ম্ম করি, তাহা হইলে আমার নিতান্ত নীচতা ও অপদার্থতা প্রকাশ হইবে। আমি এ সৈন্যদল হইতে আমার নিজ সৈন্যদলকে পৃথক্ করিয়া লইব না; কিন্তু আমি স্বয়ং এ যুদ্ধে আর লিপ্ত থাকিব না। বীরবরের এই কথান্তে সভাভঙ্গ হইল।

তদনন্তর বীরপ্রবীর আকিলীস্ স্বশিবিরে প্রস্থান করিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা আগেমেম্‌নন্ রবিদেবের পুরোহিতের সুন্দরী কন্যাটিকে নানাবিধ পূজোপহার ও বলির সহিত স্বীয় সাগরযানে আরোহণ করাইয়া এবং সুবিজ্ঞ আদিস্যুসকে নায়কপদে অভিষিক্ত করিয়া ক্রূষানগরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। পরে সৈন্যসকলকে সাগররূপ মহাতীর্থে দেহ অবগাহনপূর্ব্বক পবিত্র হইতে আজ্ঞা দিলেন। অশস্য সাগরতীরে মহাসমারোহে দিবাকরের পূজা সমাধা হইল। ধূপ, দীপ, প্রভৃতি নানা সুরভিদ্রব্যের সৌরভ ধূমসহযোগে আকাশমার্গে উঠিল।

পরে রাজা দুই জন রাজদূতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দূতদ্বয়! তোমরা উভয়ে বীরবর আকিলীসের শিবিরে গিয়া ব্রীষীসা নাম্নী সুন্দরী কুমারীটিকে আনয়ন কর। যদ্যপি বীরপ্রবর আকিলীস্ সে রূপসীকে স্বেচ্ছায় ও অনায়াসে তোমাদের হস্তে সমর্পণ না করেন, তবে তোমরা তাহাকে কহিও, যে আমি স্বয়ং সসৈন্যে তাহার শিবির আক্রমণ করিয়া স্ববলে সেই কৃশোদরীকে লইব: আর তাহা হইলে সেই রাজবিদ্রোহীর নানা প্রকার অমঙ্গলও ঘটিবেক।

দূতদ্বয় রাজাজ্ঞায় একান্ত বাধিত হইয়া

অনিচ্ছাক্রমে ধীরে ধীরে বন্ধ্য সিন্ধুতট দিয়া মহাবীর আকিলীসের শিবিরাভিমুখে চলিতে লাগিল। বীরবর দূরদ্বয়কে দূর হইতে নিরীক্ষণপূর্ব্বক, তাহারা যে কি উদ্দেশে আসিতেছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দেবমানবকুলের সন্দেশবহ! তোমাদের কুশল ও স্বাগত তো? তোমরা কি নিমিত্ত এত মৌনভাবে ও বিষণ্ণবদনে আসিতেছ? এ কিছু তোমাদের দোষ নহে ইহাতে আমি কখনই তোমাদের উপর রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইতে পারি না। তবে যাহার সহিত আমার বিবাদ, তোমরা তাহাকে কহিও যে, তিনি কালে আমার পরাক্রমের বিশেষ আবশ্যকতা বুঝিতে পারিবেন।

তদনন্তর বীরবর আপন প্রিয়বন্ধু পাত্রক্লুস্‌কে কহিলেন, সখে, তুমি এই দূতদ্বয়ের হস্তে সুন্দরীকে সমর্পণ কর; পাত্রক্লুস্ কন্যাটীকে দূতদ্বয়ের হস্তে সম্প্রদান করিলে, চারুশীলা স্বপ্রিয়বরের শিবির পরিত্যাগ করিতে প্রচুর অরুচি প্রকাশপূর্ব্বক বিষণ্ণবদনে মৃদুপদে তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। এতদ্দর্শনে মহাধনুর্দ্ধর ক্রোধভরে অধীরচিত্ত হইয়া দূতদ্বয়কে পুনরাহ্বান করতঃ যেন জীমূতমন্দ্রে কহিলেন; "তোমরা, হে দূতদ্বয়! রাজা আগেমেম্‌নন্‌কে কহিও যে, আমি মরামরকুলকে সাক্ষী করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে আমি শত্রুদলের বিপরীতে এবং গ্রীক্‌সৈন্যের হিতার্থে আর কখনই অস্ত্র ধারণ করিব না। রাজচক্রবর্ত্তী রোষান্ধ হইয়া ভবিষ্যতে যে গ্রীক্‌দলের ভাগ্যে কি লাঞ্ছনা আছে, এখন তাহা দেখিতে পাইতেছেন না; কিন্তু কালে পাইবেন।" দূতদ্বয় বরাঙ্গনাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলে, বীরকেশরী আকিলীস্ কৃষ্ণবর্ণ অর্ণবতটে ভাবার্ণবে একান্ত মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন। এবং কিয়ৎক্ষণ পরে হস্ত প্রসারণ করতঃ জননী দেবীকে সম্বোধিয়া কাহিতে লাগিলেন, হে মাতঃ, তুমি এতাদৃশী অবমাননা সহ্য করিবার জন্যই কি এ অধীন হতভাগাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে? আমি জানি যে কুলিশনিক্ষেপী জ্যুস্ আমাকে অল্পায়ুঃ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু তথাচ তিনি যে সে অল্পকাল আমাকে অতি সম্মানের সহিত অতিবাহিত করিতে দিবেন, ইহাতে আমার তিলার্দ্ধমাত্রও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু দেখ, এক্ষণে রাজা আগেমেম্‌নন্ আমার কি দুরবস্থা না করিল!

যে স্থলে সাগরজলতলে আপন পিতৃ-সন্নিধানে থিটীস্‌দেবী বসিয়াছিলেন, সে স্থলে পুত্রের এবম্বিধ বিলাপধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে, দেবী আস্তেব্যস্তে কুজ্ঝটিকার ন্যায় জলতল হইতে উত্থিত হইলেন এবং বিলাপী পুত্রের গাত্র করপদ্মে স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, রে বৎস! তুই কি নিমিত্ত এত বিলাপ করিতেছিস্? তোর মনের দুঃখ ব্যক্ত করিয়া আমাকে তোর সমদুঃখিনী কর। তাহা হইলে তোর দুঃখভারের অনেক লাঘব হইবে।

বীর-চূড়ামণি আকিলীস্ জননী দেবীর এই কথা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ রাজা আগেমেম্‌ননের সহিত আপন বিবাদ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেন। দেবী পুত্রবরের বাক্যাবসানে অতি ক্ষুব্ধচিত্তে উত্তরিলেন, হায় বৎস! আমি যে তোকে অতি কুলগ্নে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। বিধাতা তোকে সে অল্পকাল সুখসম্ভোগে ও সম্মানে অতিপাতিত করিতে দিবেন তাহা তো কোনমতেই বোধ হইতেছে না। বৎস! বিধাতা তোর প্রতি কি নিমিত্ত এত দারুণ! হায়! কি করি, এ বিষয়ে আর কাহার প্রতি দোষারোপ করিব! এবং কাহারই বা শরণ লইব? এক্ষণে কুলিশনিক্ষেপী জ্যুস্ পূজাগ্রহণার্থে দেবদলের সহিত এতোপী-দেশে দ্বাদশ দিনের নিমিত্ত প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি দেবনগরে প্রত্যাগমন করিলে এ সকল কথা তাঁহার চরণে নিবেদন করিব; দেখি, তিনি যদি এ বিষয়ের কোন প্রতিবিধান করেন। তুই রাজা আগেমেম্‌ননের সহিত কোনমতেই প্রীতি করিস্ না; বরঞ্চ হৃদয়কুণ্ডে রোষাগ্নি নিয়ত প্রজ্বলিত রাখিস্! এই কথা কহিয়া দেবী স্বস্থানে প্রস্থানার্থে জলে নিমগ্না হইলেন।

ও দিকে সুবিজ্ঞ আদিস্যুস্ পুরোধাদুহিতাকে

এবং বিবিধ পূজোপযোগী উপহার-দ্রব্য সঙ্গে লইয়া সাগরপথে ক্রুষানগরে উত্তীর্ণ হইলেন। এবং রবিদেবের পুরোহিতকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন; হে গুরো! গ্রীক্‌সৈন্যাধ্যক্ষ মহারাজ আগেমেম্‌নন্ আপনার অতীব সুশীলা কুমারীকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এবং আপনার অর্চ্চিত দেবের অর্চ্চনার্থে বিবিধ দ্রব্যজাতও পাঠাইয়াছেন। আপনি সেই সকল দ্রব্য সামগ্রী গ্রহণ করিয়া গ্রহপতির পূজা করুন, পূজা সমাপনান্তে এই বর প্রর্থনা করিবেন যে, আলোকবর্ষী যেন গ্রীক্‌দলের প্রতি আর কোন বামাচরণ না করেন।

পুরোহিত এবম্বিধ বিনায়াবসানে মহা-সমারোহে যথাবিধি দেবপূজা সমাধা করিলেন। এবং গ্রীক্‌যোধেরা দেবপ্রসাদ লাভ করতঃ মহানন্দে সুরাপানে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া সুমধুর স্বরে গ্রহপতি ভাস্করের স্তুতিসঙ্গীত সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গ্রহপতি স্তুতিসঙ্গীতে প্রসন্ন হইয়া পশ্চিমাচলে চলিলেন। নিশা উপস্থিত হইল। গ্রীক্‌যোধেরা সাগরতীরে শয়ন করিলেন। রাত্রি প্রভাতা হইলে সকলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পুনরায় সাগরযানে আরোহণ করিয়া স্বশিবিরে প্রত্যাগত হইলেন। তদবধি বীরকুলর্ষভ আকিলীস্ কৃশোদরী প্রণয়িনীর বিরহানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া এবং রাজা আগেমেম্‌ননের দৌরাত্ম্যে রোষপরবশ হইয়া কি রাজসভায়, কি রণক্ষেত্রে, কুত্রাপি দৃশ্যমান হইলেন না। কিন্তু গ্রীক্‌সৈন্যেরা মহামারীরূপ রাহুগ্রাস হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

দ্বাদশ দিবস অতীত হইল। কুলিশাস্ত্রধারী জ্যুস্ দেবদলের সহিত অমরাবতী নগরীতে প্রত্যাগত হইলেন। জলধিযোনি বিধুবদনা থিটীস্ স্বর্গারোহণ করিয়া দেখিলেন যে, অশনিধর দেবপতি শৃঙ্গময় অলিম্পুস্‌নামক ধরাধরের তুঙ্গতম শৃঙ্গোপরি নিভৃতে উপবিষ্ট আছেন। দেবী মহাদেবের পদতলে প্রণাম করিয়া অতি মৃদুস্বরে ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিলেন; হে পিতঃ! যদ্যপি এ দাসীর প্রতি আপনার কিছুমাত্র স্নেহ থাকে, তবে আপনি এই করুন; যে জগতীতলে তাহার ভাগ্যহীন পুত্র আকিনীসের হ্রাসপ্রাপ্ত মানের পুনঃপরিপূরণে যেন তাহার বিপক্ষ গ্রীক্‌সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা আগেমেম্‌ননের অবমাননা বিলক্ষণ সম্পাদিত হয়।

দেবীর এই যাচ্ঞা শ্রবণে দেবকুলেন্দ্র কিঞ্চিৎকাল তূষ্ণীভাবে রহিলেন। দেবী দেবেন্দ্রের এবম্ভূত ভাবদর্শনে সভয়ে তাঁহার জানুদ্বয়ে হস্ত প্রদান করিয়া সকরুণে কহিলেন, হে পিতঃ! আপনিও কি আমার হতভাগা পুত্রের প্রতি বাম হইলেন! নতুবা কি নিমিত্ত আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিতেছেন না? দেবনরকুলপিতা শরণাগতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে উত্তর করিলেন, বৎসে! তুমি আমার উপরে এ একটি মহাভার অর্পণ করিতেছ, কেন না, তোমার আনন্দ সম্পাদন করিতে হইলে উগ্রচণ্ডা হীরীকে বিরক্ত করিতে হয়, এমনিই সে এই বলিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করে, যে আমি কেবল সদা সর্ব্বদা ট্রয়নগরীয় সৈন্যদলের প্রতি অনুকূলতা প্রকাশ করিয়া থাকি। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি বিবেচনা করিয়া দেখি, আর তুমিও এ বিষয়ে সতর্ক থাকিও, যদ্যপি আমি শিরোধূনন করি তবে নিশ্চয় জানিও, যে তোমার মনস্কামনা সুসিদ্ধ হইবে। এই বাক্যে দেবী ব্যগ্রভাবে একদৃষ্টে দেবপতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। সহসা দেবেন্দ্রের শিরঃ পরিচালিত হইল। শৃঙ্গধর অলিম্পুস্ থরথরে লড়িয়া উঠিল। দেবী বুঝিতে পারিলেন, যে এইবারে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে, কেন না, দেবকুলপতি যে বিষয়ে শিরশ্চালনা করেন, তাহা কখনই ব্যর্থ হয় না। সাগরসম্ভূতা থিটীস্ দেবী মহা উল্লাসে জ্যোতির্ম্ময় অলিম্পুস্ হইতে গভীর সাগরে লম্ফ প্রদান করিয়া অদৃশ্যা হইলেন! কিন্তু আয়তলোচনা হীরীর দৃষ্টিরোধ হইল না, তিনি পলায়মানা সাগরিকাকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন।

তদনন্তর দেবকুলপতি দেবসভাতে উপস্থিত হইলে, দেবদল সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেবকুলেন্দ্র রাজসিংহাসন পরিগ্রহ করিলে দেবকুলেন্দ্রাণী বিশালাক্ষী হীরী অতি কটুভাষে কহিলেন; হে প্রতারক! কোন্ দেবীর সহিত, কোন্ বিষয় লইয়া অদ্য তুমি নিভৃতে পরামর্শ করিতেছিলে? আমি নিকটে না থাকিলে, দেখিতেছি, তুমি সর্ব্বদাই এইরূপ করিয়া থাক। তোমার মনের কথা আমার নিকট কখনই স্পষ্টরূপে ব্যক্ত কর না। এই কথায় দেবদেব মেঘবাহন ক্রুদ্ধভাবে উত্তরিলেন, আমার মনের কথা তোমাকে কি কারণে খুলিয়া বলিব? আমার রহস্যমণ্ডলে তুমি কেন প্রবেশ করিতে চাহ? শ্বেতভুজা হীরী কহিলেন, আমি জানি, সাগর-দুহিতা থেটীস্ অদ্য তোমার নিকটে আসিয়াছিল, অতএব তুমি কি তাহার অনুরোধে গ্রীক্সেনাদলকে দুঃখ দিতে মানস করিতেছ? তুমি কি রাজা আগেমেম্ননের মানের হানি করিয়া আকিলীসের সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিতে চাহ? দেবেন্দ্রাণীর এতাদৃশ বাক্যে দেবেন্দ্রকে রোষান্বিত দেখিয়া তাহাদের বিশ্ববিখ্যাত পুত্র বিশ্বকর্ম্মা এ কলহাগ্নি নির্ব্বাণার্থে এক স্বর্ণপাত্র অমৃতপূর্ণ করিয়া আপন মাতাকে প্রদান করতঃ কহিলেন, হে মাতঃ! আপনারা দুই জনে বৃথা কলহ করিয়া কি নিমিত্ত সুখময়ী দেবপুরীর সুখসম্ভোগ ভঞ্জন করিতে চাহেন। পুত্রবরের এই বাক্যে আয়তলোচনা দেবেন্দ্রাণী নিরস্ত হইলেন। পরে দেবতারা সকলে একত্র হইয়া সমস্ত দিন দেবোপাদেয় সামগ্রী ভোজন ও অমৃত পান করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। দেব দিনকর করে স্বর্ণবীণা গ্রহণপূর্ব্বক নবগায়িকা দেবীর সুমধুর ধ্বনির মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়া সকলের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন। এমত সময়ে রজনীদেবীর আবির্ভাব হইল।

সুরলোকে ও নরলোকে সর্ব্বজীবকুল নিদ্রাবৃত হইল। কিন্তু নিদ্রাদেবী দেবকুলপতির নেত্রদ্বয় এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও নিমীলিত করিতে পারিলেন না। কেন না, তিনি কি রূপে আকিলীসের সম্ভ্রম বৃদ্ধি ও রাজা আগেমেম্ননের অধঃপাত সাধন করিবেন, এই ভাবনায় সমস্ত রাত্রি জাগরিত রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে দেবরাজ কুহকিনী স্বপ্নদেবীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে কুহকিনি! তুমি দ্রুতগতিতে রাজা আগেমেম্ননের শিবিরে যাও, এবং তথায় গিয়া রাজশিরোদেশে দণ্ডায়মানা হইয়া এই কহিও যে, হে আগেমেম্নন্! অলিম্পুস্নিবাসী অমর কুল দেবেন্দ্রাণী হীরীর অনুরোধে তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তুমি সসৈন্যে প্রশস্তপথশালী ট্রয় নগর আক্রমণ করতঃ তাহা পরাজয় কর। দেবেন্দ্রের এই আদেশ পালনার্থে স্বপ্নদেবী অতিবেগে শিবিরপ্রদেশে আবির্ভূত হইলেন। এবং আগেমেম্ননের শিরোদেশে দাঁড়াইয়া কহিলেন, হে বীরকুলসম্ভব রাজন্! তুমি কি নিদ্রাবৃত আছ? হে মহারাজ! যে ব্যক্তির উপর এতাদৃশ অগণ্য সৈন্যদলের হিতাহিত বিবেচনার এবং তত্তাবৎ জনগণের রক্ষার ভার সমর্পিত আছে, সে ব্যক্তির কি এরূপ নিশ্চিতভাবে সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় যাপন করা উচিত? অতএব তুমি অতি ত্বরায় গাত্রোত্থান কর এবং দেবকুলের অনুকম্পায় বিপক্ষপক্ষকে সমরশায়ী করিয়া জয়লাভ কর। স্বপ্নদেবী এই কথা কহিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। পরে রাজা এই বৃথা আশায় মুগ্ধ হইয়া গাত্রোত্থান করতঃ অতি শীঘ্র রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, এবং জ্যোতির্ম্ময় অসিমুষ্টি সারসনে বন্ধনপূর্ব্বক স্ববংশীয় অক্ষয় রাজদণ্ড হস্তে গ্রহণ করিয়া বহির্গত হইলেন।

উষাদেবী তুঙ্গশৃঙ্গ অলিম্পুস্ পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া দেবকুলপতি এবং অন্যান্য দেবকুলকে দর্শন দিলেন, বিভাবরী প্রভাতা হইল। রাজা আগেমেম্নন্ উচ্চরব বার্ত্তাবহগণকে সভামণ্ডপে নেতৃবৃন্দের আহ্বানার্থে অনুমতি দিলেন। সভা হইল। রাজা আগেমেম্নন্ সভাস্থ বীরদলকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! গত সুধাময়ী নিশাকালে স্বপ্নদেবী মান্যবর নেস্তরের প্রতিমূর্ত্তি

ধারণ করিয়া আমার শিরোদেশে দণ্ডায়মানা হইয়া কহিলেন, "হে আগেমেম্নন্! তুমি কি নিদ্রাবৃত আছ? "হে মহারাজ! যে ব্যক্তির উপর এতাদৃশ অগণ্য সৈন্যদলের হিতাহিত বিবেচনার এবং তত্তাবৎ জনগণের রক্ষার ভার সমর্পিত আছে, সে ব্যক্তির কি এরূপ নিশ্চিন্তভাবে সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় যাপন করা উচিত? অতএব তুমি অতি ত্বরায় গাত্রোত্থান কর, এবং দেবকুলের অনুকম্পায় বিপক্ষপক্ষকে সমরশায়ী করিয়া জয় লাভ কর।" স্বপ্নদেবী এই কথা বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

তদনন্তর আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। এক্ষণে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য তাহার মীমাংসা কর। আমার বিবেচনায়, 'চল, আমরা স্বদেশে ফিরিয়া যাই' এই প্রতারণা-বাক্যে আমি যোধদলকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে মন্ত্রণা দি, আর তোমরা কেহ কেহ, তাহা নয়, আইস, আমরা এখানে থাকিয়া যুদ্ধ করি, এই বলিয়া তাহাদিগকে এখানে রাখিতে চেষ্টা পাও, এইরূপ বিপরীত ভাবের আন্দোলনে যোধবৃন্দের মনের প্রকৃত ভাব বিলক্ষণ বুঝা যাইবেক।

রাজার এই কথা শুনিয়া প্রাচীন নেস্তর গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, হে গ্রীক্‌দেশীয় সৈন্যদলের নেতৃবৃন্দ! যদ্যপি এরূপ কথা আমি আর কাহার মুখ হইতে শুনিতাম, তাহা হইলে ভাবিতাম, যে সে ভীরুচিত্ত জন প্রবঞ্চনা দ্বারা আমাদিগকে লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া এ দেশ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে প্ররোচনা করিতেছে। কিন্তু যখন রাজা আগেমেম্নন্ স্বয়ং এ কথার উল্লেখ করিতেছেন, তখন এ বিষয়ে আমাদের অণুমাত্রও অবিশ্বাস করা উচিত হয় না। অতএব কিরূপে আমাদের যোধদল এখানে থাকিয়া, যে উদ্দেশে আমরা অকূল দুস্তর সাগর পার হইয়া এ দেশে আসিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিবে, তাহার উপায় চিন্তা কর। সভা ভঙ্গ হইলে রাজদণ্ডধারী নেতা সকল স্ব স্ব শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যেমন গিরি-গহ্বরস্থিত মধুচক্র হইতে মধুমক্ষিকাগণ অগণ্য গণনায় বহির্গত হইয়া কতগুলি বাসন্ত কুসুম-সমূহের উপর উড়িয়া বসে, আর কতকগুলি দলবদ্ধ হইয়া বায়ুপথে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকে, সেইরূপ গ্রীক্‌সৈন্যদল আপন আপন শিবির হইতে বদ্ধশ্রেণী হইয়া বাহির হইল। বহু-রসনাশালী জনরব বহুবিধ বার্ত্তা বহু দিকে বিস্তৃত করিতে লাগিল। সৈন্যদলে মহা কোলাহল হইয়া উঠিল।

তদনন্তর রাজসন্দেশবহ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, তোমরা সকলে নীরব হও, তোমরা সকলে নীরব হও, এই কথা বলিবা মাত্রেই যে যেখানে ছিল, অমনি বসিয়া পড়িল। সেই মহা কোলাহল-স্থলে অকস্মাৎ যেন শান্তিদেবী পদার্পণ করিলেন। রাজচক্রবর্ত্তী আগেমম্নন্ দক্ষিণ হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করতঃ উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে বীরবৃন্দ! দেবকুল-ইন্দ্র যে অঙ্গীকার করিয়া আমাদিগকে এ দূর দেশে আনিয়াছেন, এক্ষণে তিনি সে অঙ্গীকার রক্ষা করিতে বিমুখ। যে কুহকিনী আশার কুহক যেন কোন দৈব ঔষধস্বরূপ আমাদিগকে এই দুরন্ত রণে ক্লান্ত হইতে দিত না, এবং আমাদের দেহ রক্তশূন্য হইলে পুনরায় তাহা রক্তপূর্ণ করিত, আমাদের বাহু বলশূন্য হইলে পুনরায় তাহা বলাধান করিত, এক্ষণে সে আশায় আমাদিগকে হতাশ হইতে হইল। এ দুর্দ্ধর্ষ রিপুদল যে আমাদের বীর বীর্য্যে ও পরাক্রমে পরাভূত হইবে, এমত আর কোনই আশা বা সম্ভাবনা নাই। এই আদেশ আমি সম্প্রতি দেবেন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। কি লজ্জার বিষয়! আমার বিবেচনায় আমাদের এ দুঃখের কাহিনী শুনিলে, বর্ত্তমানের কথা দূরে থাকুক; বোধ হয়, ভবিষ্যতের বদনও ব্রীড়ায় অবনত ও মলিন হইবে। কি আক্ষেপের বিষয়! আমরা এমন প্রচণ্ড ও প্রকাণ্ড সৈন্য সহকারে এ ক্ষুদ্র রিপুদলকে দলিত করিতে পারিলাম না! নয় বৎসর পরিশ্রমের পর কি আমাদের তরীবৃন্দের ফলক সকল ক্ষত হইতেছে, রজ্জু সকল জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, আর আমাদিগের চিরানন্দ গৃহে পতি-বিরহ-কাতরা কলত্রবৃন্দ,

ও পিতৃ-বিরহ-কাতর শিশুসন্তান সকল আমাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় পথ নিরীক্ষণ করিতেছে। এ সকল যন্ত্রণার কি এই ফল? কিন্তু কি করি, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে? এক্ষণে আমার এই পরামর্শ, যে যখন ট্রয় নগর অধিকার করা আমাদের ক্ষমতাতীত হইল, তখন চল, আমাদের এ দেশে থাকার আর কোনই প্রয়োজন নাই

মহাবাহু সেনানীর এতাদৃশ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া, যাহারা রাজমন্ত্রণার নিগূঢ় তত্ত্ব না জানিত, তাহাদের মন যেমন শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রবল বায়ু বহিলে, শস্যশিরঃ তদ্বহনাভিমুখে পরিণত হয়, সেইরূপ রাজপরামর্শের দিকে প্রবণ হইল। সৈন্যদল আনন্দধ্বনি করতঃ এ উহাকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিল, ডিঙা সকল ডাঙা হইতে সমুদ্রজলে নামাও। চল, আমরা স্বদেশে ফিরিয়া যাই। এইরূপ কোলাহলময় ধ্বনি অমরাবতীতে প্রতিধ্বনিলে দেবকুলেন্দ্রাণী কৃশোদরী হীরী নীলকমলাক্ষী আথেনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সখি, গ্রীক্-সৈন্যদল কি এই সকলঙ্ক অবস্থায় স্বদেশে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল? তাহারা কি আপনাদের পরাভবের অভিজ্ঞানরূপে হেলেনী সুন্দরীকে ট্রয় নগরে রাখিয়া চলিল? এই জন্যেই কি এত বীরবৃন্দ এ দূর রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিল? অতএব তুমি, সখি, অতি দ্রুতগতিতে বর্ম্মধারী যোধদলের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়া সুমধুর ও প্ররোচক বচনে তাহাদিগকে সাগরযানসমূহ সাগরমুখে ভাসাইতে নিবারণ কর।

দেবীর বচনানুসারে আথেনী অলিম্পুস্ নামক দেবগিরি হইতে গ্রীক্‌সৈন্যেরা শিবির-মধ্যে বিদ্যুৎগতিতে আবির্ভূতা হইলেন; এবং দেখিলেন যে, সুকৌশলী অদিস্যুস্ ক্ষুণ্ণচিত্তে ও মলিনবদনে স্বপোতসন্নিধানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। দেবী তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, বৎস! ও যোধদল কি লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া চলিল। তোমরা কি কেবল জগন্মণ্ডলে হাস্যাস্পদ হইবার নিমিত্ত এ দেশে আসিয়াছিলে। সে যাহা হউক তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞতম। অতএব তুমি অতি ত্বরায় এই স্বদেশগমনাকাঙ্ক্ষিণী অক্ষৌহিণীর মনঃস্রোতঃ পুনরায় রণসাগরাভিমুখে বহাইতে সচেষ্ট হও। অদিস্যুস্ স্বরবৈলক্ষণ্যে জানিতে পারিলেন, যে এ দেববাক্য! এবং দেবীর প্রসাদে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিয়া দেবমূর্ত্তি সম্মুখে উপস্থিতা দেখিলেন। তদ্দর্শনে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌ননের রাজদণ্ড রাজানুমতিরূপে চাহিয়া লইয়া অনেককে অনেকানেক প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

লণ্ডভণ্ড এবং কোলাহলপূর্ণ সৈন্যদলকে শান্তশীল ও শ্রবণোৎসুক দেখিয়া অদিস্যুস্ উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন, হে বীরবৃন্দ! তোমরা কি পূর্ব্বকথা সকল বিস্মৃত হইয়া কলঙ্কসাগরে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা করিতেছ? স্মরণ করিয়া দেখ, যখন আমরা এই ট্রয় নগরাভিমুখে যাত্রা করি, তখন দেবতারা কি ছলে, আমাদের অদৃষ্টে ভবিষ্যতে যে কি আছে, তাহা জানাইয়াছিলেন। আমরা যৎকালে যাত্রাগ্রে মহাসমারোহে দেবকুলপতির পূজা করি, তৎকালে পীঠতল হইতে সহসা এক সর্প ফণা বিস্তৃত করিয়া বহির্গত হইল এবং অনতিদূরে একটি উচ্চ বৃক্ষের উচ্চতম শাখাস্থিত পক্ষিনীড় লক্ষ্য করিয়া তদ‍ভিমুখে উঠিতে লাগিল। সেই নীড়মধ্যে জননী পক্ষিণী আটটি অতি শিশু শাবকের উপর পক্ষ বিস্তৃত করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছিল। কিন্তু সমাগত রিপুর উজ্জ্বল নয়নানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া আত্মরক্ষার্থে পবনপথে বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বে আর্ত্তনাদে উড়িতে লাগিল। অহি একে২ আটটি শাবককেই গিলিল। জন্মদায়িনী এই হৃদয়কৃন্তনী ঘটনা সন্দর্শনে শূন্য নীড়ের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া উচ্চতর আর্ত্তনাদে দেশ পূরিতেছে, এমত সময়ে সর্প আচম্বিতে লম্বমান হইয়া তাহাকেও ধরিয়া উদরস্থ করিল। উদরস্থ করিবামাত্র সে আপনি তৎক্ষণাৎ পাষাণদেহ হইয়া ভূতলে পড়িল। দেবমনোজ্ঞ কালকষ্ তৎকালে এই অদ্ভুত প্রপঞ্চের ব্যঙ্গতা ব্যক্তার্থে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! তোমরা যে ট্রয় নগর অধিকার করিয়া রাজা প্রিয়ামের গৌরব-রবিকে চিররাহুগ্রাসে নিক্ষেপ

করিয়া চিরযশস্বী হইবে, দেবকুল তাহা তোমাদিগকে এই ইঙ্গিতে দেখাইয়াছেন; কিন্তু তন্নিমিত্ত নয় বৎসর কাল তোমাদিগকে দুরন্ত রণক্লান্তি সহ্য করিতে হইবেক। এই কহিয়া অদিস্যুস্ পুনরায় কহিতে লাগিলেন, হে বীরকুল! তোমরা সে দেবভেদভেদকের কথা কেন বিস্মৃত হইতেছ? দেখ, নবম বৎসর অতীত হইয়া দশম বৎসর উপস্থিত হইয়াছে। এই বর্ত্তমান বর্ষে যে আমরা কৃতকার্য্য হইব, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। তোমরা তবে এখন কি বিবেচনায় পরিপক্ক শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে অগ্নিপ্রদান করিতে চাহ। এ কি মূঢ়তার কর্ম্ম?

বীরবরের এই উৎসাহদায়িনী বচনাবলী জ্ঞানদেবী আথেনীর মায়াবলে শ্রোতৃনিকরের মনোদেশে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইল। এবং তাহারা মুক্তকণ্ঠে বীরবরের অভিজ্ঞতা ও বীরতার প্রশংসা করিতে লাগিল। আদিস্যুসের এই বাক্য প্রাচীন নেস্তর অনুমোদন করিলে রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্নন্ নেতৃদলকে যুদ্ধার্থে সুসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিলেন। যোধসকল স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক ভাবা কাল যুদ্ধ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য স্ব স্ব ইষ্টদেবের অর্চ্চনা করিলেন।

সৈন্যদল রণসজ্জায় বাহির হইল। যেমন কোন গিরিশিরস্থ বনে দাবানল প্রবেশ করিলে, বিভাবসুর বিভায় চতুর্দ্দিক্ আলোকময় হয়, সেইরূপ বীরদলের বর্ম্ম-জ্যোতিতে রণক্ষেত্র জ্যোতির্ম্ময় হইল। যেরূপ কালে সারসমালা বদ্ধমালা হইয়া পবনপথ দিয়া ভীষণ স্বনে কোন তড়াগাভিমুখে গমন করে, সেইরূপ শূরদল শূরনিনাদে রিপুসৈন্যাভিমুখে যাত্রা করিল। প্রতিনেতারাও স্ব স্ব যোধদলকে বদ্ধপরিকর হইয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন। যেমন যূথপতি যূথমধ্যে বিরাজমান হয়, সেইরূপ রাজচক্রবর্ত্তী রাজা আগেমেম্নন্ও সৈন্যদল মধ্যে শোভমান হইলেন। বীরপদভরে বসুমতী যেন কাঁপিয়া উঠিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ দিকে ট্রয় নগরস্থ রাজতোরণ হইতে বীরদল রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া ভাস্বরকিরীটী রিপুকুল-মর্দ্দন বীরেন্দ্র হেক্টরকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিয়া হুহুঙ্কার ধ্বনিতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। পদধূলিরাশি কুজ্ঝটিকারূপে আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া রণস্থল যেন অন্ধকারময় করিল। দুই দল পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া রণোদ্যোগ করিতেছে, এমত সময়ে দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর, হস্তে বক্র ধনুঃ, পৃষ্ঠে তূণ, ঊরুদেশে লম্বমান অসি, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ কুন্ত আস্ফালন করতঃ অগ্রসর হইয়া বীরনাদে বিপক্ষ পক্ষের বীরকুলেন্দ্রকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। যেমন ক্ষুধাতুল সিংহ দীর্ঘশৃঙ্গী কুরঙ্গী কিম্বা অন্য কোন বনচর অজাদি পশু সন্দর্শনে নিরতিশয় উল্লাস সহকারে বেগে তদভিমুখে ধাবমান হয়, সেইরূপ রণবিশারদ বীরকুলতিলক মানিল্যুস চিরঘৃণিত বৈরীকে দেখিয়া রথ হইতে ভূতলে লম্ফপ্রদান করিলেন। এবং এই মনে ভাবিলেন, যে দেবপ্রসাদে সেই চির-ঈপ্সিত সময় উপস্থিত হইয়াছে, যে সময়ে তিনি এই অকৃতজ্ঞ অতিথির যথাবিধি প্রতিবিধান করিতে পারিবেন। কিন্তু যেমন কোন পথিক সহসা পথপ্রান্তে গুল্মমধ্যে কালসর্পকে দর্শন করিয়া ত্রাসে পুরোগমনে বিরত হয়, সেইরূপ সুন্দর বীর স্কন্দর মানিল্যুসকে দেখিয়া ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া স্বসৈন্যমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

ভ্রাতার এতাদৃশী ভীরুতা ও কাপুরুষতা সন্দর্শনে মহেষ্বাস হেক্টর ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া এইরূপে তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন,—রে পামর! বিধাতা কি তোকে এ সুন্দর বীরাকৃতি কেবল স্ত্রীগণের মনোমোহনার্থেই দিয়েছেন। হা ধিক্! তুই যদি ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র কালগ্রাসে পতিত হইতিস্, তাহা হইলে, তোর দ্বারা আমাদের এ জগদ্বিখ্যাত পিতৃকুল

কখনই সকলঙ্ক হইতে পারিত না। তোর মূর্ত্তি দেখিলে, আপাততঃ বোধ হয়, যে তুই ট্রয় নগরস্থ একজন বীর পুরুষ! কিন্তু তোর ও হৃদয়ে সাহসের লেশ মাত্রও নাই। তোকে ধিক্! তুই স্ত্রীলোক অপেক্ষাও অধম ও ভীরু। তোর কি গুণে যে সেই কৃশোদরী রমণী বীরকুলেপ্সিতা বীরপত্নীর মন ভুলিল, তাহা বুঝিতে পারি না। তোর সেই সতত-বাদিত সুমধুর বীণা, যদ্দ্বারা তুই প্রেমদেবীর প্রসাদে প্রমদাকুলের মনঃ হরণ করিস্, অতি ত্বরায়ই নীরব হইবে। আর তোর এই নারীকুল-নিগড়-স্বরূপ চূর্ণকুন্তল ও তোর এই নারীকুল-নয়নরঞ্জন অবয়ব অচিরে ধূলায় ধূসরিত হইবে। এমন কি, যদি ট্রয় নগরস্থ জনগণের হৃদয় দয়ার্দ্র না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা এই দণ্ডেই প্রস্তর-নিক্ষেপণে তোর কঙ্কালজাল চূর্ণ করিত। রে অধম! তোর সদৃশ স্বদেশের অহিতকারী ব্যক্তি কি আর দুটি আছে।

সোদরের এইরূপ তিরস্কারে ও পরুষবচনে দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর অতি মৃদুভাবে ও নতশিরে উত্তর করিলেন—হে ভ্রাতঃ হেক্টর! তোমার এ তিরস্কার ন্যায্য! তন্নিমিত্তই আমি ইহা সহ্য করিতেছি। বিধাতা তোমাকে বলীকুলের কুলপ্রদীপ করিয়াছেন বলিয়া তুমি যে সৌন্দর্য্য প্রভৃতি নারীকুলমনোহারিণী দেবদত্ত গুণাবলীকে অবহেলা কর, ইহা কি তোমার উচিত? তবে তোমার, ভাই, যদি ইচ্ছা হয়, তুমি উভয়দলমধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দাও, যে আমি নারীকুলোত্তমা হেলেনী সুন্দরীর নিমিত্ত মহেষ্বাস মানিল্যুসের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের দুই জনের মধ্যে যে জন জয়ী হইবে, সে জন সেই সুন্দরী বামাকে জয়-পতাকা-স্বরূপ লাভ করিবে। আর তোমরা উভয় দলে চিরসন্ধি দ্বারা এ দুরন্তরণাগ্নি নির্ব্বাণপূর্ব্বক, যাহারা দ্রুতগ-তুরগ-যোনি ও কুরঙ্গনয়না অঙ্গনাময় হেলাস্‌দেশ-নিবাসী, তাহারা সেই সুদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিও।

বীরর্ষভ হেক্‌টর ভ্রাতার এতাদৃশ বচনে পরমাহ্লাদে স্বকুন্তের মধ্যস্থল ধারণ করতঃ উভয় দলের মধ্যগত হইয়া স্ববলদলকে রণকার্য্য হইতে নিবারিলেন। গ্রীক্‌যোধেরা অরিন্দম হেক্‌টরকে সহায়হীন সন্দর্শনে আস্তে ব্যস্তে শরাসনে শর যোজনা করিতে লাগিল। কেহ বা পাষাণ ও লোষ্ট্র নিক্ষেপণার্থে উদ্যত হইতেছে, এমত সময়ে রাজচক্রবর্ত্তী সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা আগেমেম্নন্ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে যোধদল! এক্ষণে তোমরা ক্ষান্ত হও। তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ না, যে ভাস্বর-কিরীটী হেক্‌টর কোন বিশেষ প্রস্তাব করণাভিপ্রায়ে এ স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজার এই কথা শুনিবামাত্র যোধদল অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া নিরস্ত হইল। হেক্‌টর উচ্চভাষে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ, আমার সহোদর দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর, যিনি এই সাংগ্রামিককুলের নির্ম্মূলকারী এ সংগ্রামের মূলকারণ, আমাদিগকে এই যুদ্ধকার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য এই প্রস্তাব করিতেছেন, যে স্কন্দপ্রিয় বীরেন্দ্র মানিল্যুস একাকী তাহার সহিত যুদ্ধ করুন, আর আমরা সকলে নিরস্ত্র হইয়া এই আহব-কৌতূহল সন্দর্শন করি। দ্বন্দ্বযুদ্ধে যিনি জয়ী হইবেন, সেই ভাগ্যধর পুরুষ হেলেনী ললনাকে পুরস্কাররূপে পাইবেন।

ভাস্বর-কিরীটী শূরেন্দ্র হেক্‌টরের এইরূপ কথা শুনিয়া স্কন্দপ্রিয় বীরেন্দ্র মানিল্যুস কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! এ বীরবরের এ বীর-প্রস্তাব অপেক্ষা আর কি শান্তি ও সন্তোষজনক প্রস্তাব হইতে পারে? আমার কোন মতেই এমন ইচ্ছা নয়, যে আমার হিতের জন্য প্রাণিসমূহ অকালে শমন-ভবনে গমন করে; কিন্তু তোমরা, হে শূরবর্গ! দেবী বসুমতীর বলির নিমিত্ত একটি শুভ্র মেষশাবক, সূর্য্যদেবের নিমিত্ত একটি কৃষ্ণবর্ণ মেষশাবক, এবং দেবকুলপতির নিমিত্ত আর একটি কৃষ্ণবর্ণ মেষশাবক এই তিনটি মেষশাবক আহরণ করিতে চেষ্টা পাও। আর

বৃদ্ধ-রাজ প্রিয়ামের আহ্বানার্থে দূত প্রেরণ কর; কেন না, তাহার পুত্রেরা অতি অহঙ্কারী, ও অবিশ্বাসী, এবং বিজ্ঞজনেরা ও বলিয়া থাকেন, যে যৌবনকালে যৌবনমদে যুবজনের মনস্থিরতা অতীব দুর্লভ। কিন্তু প্রাচীন ব্যক্তিসমূহ ভূত ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই তিন কাল বিলক্ষণ বিবেচনা না করিয়া কোন কর্ম্মেই হস্তার্পণ করেন না।

বীরবরের এইরূপ কথা শ্রবণে উভয় দল আনন্দার্ণবে মগ্ন হইল; রথী রথাসন, সাদী অশ্বাসন পরিত্যাগ করতঃ ভূতলে নামিয়া বসিল। এবং অস্ত্র শস্ত্র সকল রাশীকৃত করিয়া একত্রে রণক্ষেত্রোপরি রাখিল।

বীরবর হেক্‌টর দুই জন দ্রুতগামী সুচতুর কর্ম্মদক্ষ দূতকে দুইটি মেষশাবক আনিতে ও মহারাজের আহ্বানার্থে নগরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌নন্‌ স্বদলস্থ একজন দূতকে তৃতীয় মেষশাবক আনিবার জন্য স্বশিবিরে পাঠাইলেন।

দেবকুলালয় হইতে দেবকুলদূতী ঈরীষা সৌদামিনীগতিতে ট্রয় নগরে আবির্ভূতা হইলেন, এবং রাজা প্রিয়ামের দুহিতৃকুলোত্তমা লব্ধিকার রূপ ধারণ করিয়া দেবী হেলেনী সুন্দরীর সুন্দর মন্দিরে প্রবেশিয়া দেখিলেন, যে রূপসী সখীদলের মধ্যে শিল্পকর্ম্মে নিযুক্তা আছেন। ছদ্মবেশিনী পদ্মলোচনাকে ললিত বচনে কহিলেন, সখি হেলেনি! চল, আমরা দুজনে নগর-তোরণচূড়ায় আরোহণ করিয়া রণক্ষেত্রের অদ্ভুত ঘটনা অবলোকন করি। এক্ষণে উভয় দল রণক্ষেত্রে রণতরঙ্গ বহাইতে ক্ষান্ত পাইয়াছে ; রণনিনাদ শান্ত হইয়াছে ; কেবল স্কন্দপ্রিয় মানিল্যুস এবং দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর, এই দুই বীর পরস্পর দুরন্ত কুন্তযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। তুমি, সখি, বিজয়ী পুরুষের পুরস্কার।

দেবীর এইরূপ কথা শুনিয়া কৃশোদরী হেলেনীর পূর্ব্বকথা স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। এবং তিনি পরিত্যক্ত পতি, পরিত্যক্ত দেশ, এবং পরিত্যক্ত জনক জননীকে স্মরণ করিয়া অশ্রুজলে অন্ধপ্রায় হইয়া উঠিলেন। কিঞ্চিৎ পরে শোক সম্বরণপূর্ব্বক এক শুভ্র ও সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠিকা দ্বারা শিরোদেশ আচ্ছাদন করিয়া ননদিনী লব্ধিকার অনুগামিনী হইলেন। সুনেত্রা অত্রী ও বরাননা ক্লিমেনী এই দুই জন পরিচারিকামাত্র পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। উভয়ে স্কিয়ান নামক নগরতোরণ-চূড়ায় চড়িলেন। সে স্থলে বৃদ্ধ-রাজ প্রিয়াম্‌ বয়সের আধিক্যপ্রযুক্ত রণকার্য্যক্ষম বৃদ্ধ মন্ত্রীদলের সহিত আসীন ছিলেন।

সচিববৃন্দ দূর হইতে হেলেনী সুন্দরীকে নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন; এতাদৃশী রূপসী রমণীর জন্য যে বীর পুরুষেরা ভীষণ রণে উন্মত্ত হইবে, এবং শোণিত-স্রোতে দেবী বসুমতীকে প্লাবিত করিবে, এ বড় বিচিত্র নহে। আহা! নরকুলে এরূপ বিশ্ববিমোহন রূপ, বোধ হয়, আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। তথাপি পরমপিতা পরমেশ্বরের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে, এ বিশ্বরমা বামা যেন এ নগরে হইতে অতি ত্বরায় অন্যত্র চলিয়া যায়। মন্ত্রীদল অতি মৃদুস্বরে বারম্বার এই কথা কহিতে লাগিলেন।

রাজা প্রিয়াম্‌ হেলেনী সুন্দরীকে সম্বোধিয়া সস্নেহ বচনে এই কথা কহিলেন, বৎসে! তুমি আমার নিকটে আইস। আর এই যে রণস্বরূপ বিপজ্জালে এ রাজবংশ পরিবেষ্টিত হইয়াছে, তুমি আপনাকে ইহার মূল-কারণ বলিয়া ভাবিও না। এ দুর্ঘটনা আমারই ভাগ্যদোষে ঘটিয়াছে। ইহাতে তোমার অপরাধ কি? তুমি নির্ভয় চিত্তে আমার নিকট আসিয়া গ্রীক্‌দলস্থ প্রধান প্রধান নেতৃ-দলের পরিচয় প্রদানে আমাকে পরিতুষ্ট কর।

এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাণী হেলেনী রণক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ

২. মূল গ্রন্থের বীরপুরুষগণ হলেন : অদিস্যুস, আগামেমনন্‌, মানিল্যুস্‌ আরেস, কাস্তর ও পলিডোল্স।

রাজকুলপতি বৃদ্ধরাজ প্রিয়ামের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে বীরপুরুষদলের পরিচয় দিতেছেন, এমত সময়ে বীরবর হেক্‌টরপ্রেরিত দূতেরা তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, হে নরকুলপতি, হে বাহুবলেন্দ্র, আপনাকে একবার রণস্থলে শুভাগমন করিতে হইবেক। কেন না, উভয় দল এই স্থির করিয়াছে যে, তাহারা পরস্পর রণে প্রবৃত্ত হইবে না। কেবল মহেস্বাস মানিল্যুস্‌ ও আপনার দেবাকৃতি পুত্র সুন্দর বীর স্কন্দর এই দুই জনে দ্বন্দ্ব রণ হইবে। আর এ রণীদ্বয়ের মধ্যে যে রণী বাহুবলে বিজয়ী হইবেন, সেই রণী এ হেলেন্নী সুন্দরীকে লাভ করিবেন। এক্ষণে তাহাদের এই বাঞ্ছা, যে আপনি এ সন্ধিজনক প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন। আর শপথপূর্ব্বক এই বলেন, যে আপনি আপনার এ অঙ্গীকার রক্ষা করিবেন।

বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্‌ প্রিয়তম পুত্র-প্রেরিত দূতের এই কথা শুনিয়া চকিত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং রাজপথ সুসজ্জিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করতঃ অতি ত্বরায় তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌নন্‌ প্রথমে রাজা প্রিয়ামের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়া পরে যথাবিধি দেবপূজার আয়োজন করিলেন। এবং হস্ত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দেবকুলেন্দ্র! হে অসীমশক্তিশালী বিশ্বপিতঃ! হে সর্ব্বদর্শী গ্রহেন্দ্র রবি! হে নদকুল! হে মাতঃ বসুন্ধরে! হে পাতালকৃত-বসতি নরক-শাসক দেবদল! যাহারা পাপাত্মাদিগকে যথাযোগ্য দন্ড দিয়া থাকেন। হে দেবকুল! তোমরা সকলে সাক্ষী হও, আর আমার এই প্রার্থনা শুন যে এ দ্বন্দ্ব রণ সম্পর্কে যাহারা কূটাচরণ করিবে তোমরা পরকালে তাহাদিগকে প্রতারণা-রূপে পাপের যথোচিত দণ্ড দিবে।

রাজা এই কহিয়া অসিকোষ হইতে অসি নিষ্কোষ করিয়া পূজা সমাপনান্তে মেষশাবক সকলকে যথাবিধি বলি প্রদান করিলেন। এইরূপে পূজা সমাপ্ত হইল। পরে বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্‌ রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌নন্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রথীকুলশ্রেষ্ঠ! আপনি এ রণস্থলে আর বিলম্ব করিতে আমাকে অনুরোধ করিবেন না। রণরঙ্গে বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল জনের কোনই মনোরঙ্গ জন্মে না। এই কহিয়া রাজা স্বযানে আরোহণপূর্ব্বক নগরাভিমুখে গমন করিলেন।

মহাবীর ভাস্বর-কিরীটী হেক্‌টর ও সুবিজ্ঞ অদিস্যুস এই দুই জন উভয় জনের রণ করণার্থে রঙ্গভূমিস্বরূপ এক স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। মহাবাহু সুন্দর বীর স্কন্দর এ কালাহরের নিমিত্ত সুসজ্জ হইলেন। তিনি প্রথমতঃ সুচারু উরুত্রাণ রজত কুডুপে বন্ধন করিলেন, উরোদেশে দুর্ভেদ্য উরস্ত্রাণ ধরিলেন, কক্ষদেশে ভীষণ রজতময়-মুষ্টি অসি ঝুলিল। পৃষ্ঠদেশে প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড ফলক শোভা পাইল। মস্তক প্রদেশে সুগঠিত কিরীটোপরি অশ্বকেশনির্ম্মিত চূড়া ভয়ঙ্কররূপে লড়িতে লাগিল। দক্ষিণ হস্তে নিশিত কুন্ত ধৃত হইল। রণপ্রিয় বীর-প্রবীর মানিল্যুসও ঐরূপে সুসজ্জ হইলেন। কে যে প্রথমে কুন্ত নিক্ষেপ করিবে, এই বিষয়ে গুটিকাপাতে প্রথম গুটিকা সুন্দর বীর স্কন্দরের নামে উঠিল। পরে বীর-সিংহদ্বয় পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন। ভাবী ফল প্রত্যাশায় উভয় দলের রসনাসমূহ নিরুদ্ধ হইল বটে ; কিন্তু তত্রাচ নয়ন সকল উন্মীলিত হইয়া রহিল!

দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর রিপুদেহ লক্ষ্য করিয়া হুহুঙ্কার শব্দে কুন্ত নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র উল্কাগতিতে চতুর্দ্দিক আলোকময় করিয়া বায়ুপথে চলিল; কিন্তু মানিল্যুসের ফলকপ্রতিঘাতে ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পড়িল। ফলকের দৃঢ়তায় ও কঠিনতায় অস্ত্রের অগ্রভাগ কুণ্ঠিত হইয়া গেল। পরে স্কন্দপ্রিয় বীরকুলেন্দ্র মানিল্যুস্‌ স্বকুন্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করতঃ, মনে মনে এই ভাবিয়া দেবকুলপতির সন্নিধানে প্রার্থনা করিলেন যে হে বিশ্বপতি! আপনি আমাকে এই প্রসাদ দান করুন যে, আমি যেন এই অধর্ম্মচারী রিপুকে রণস্থলে সংহার করিতে পারি; তাহা হইলে, হে ধর্ম্মমূল, ভবিষ্যতে আর কখন কোন অধর্ম্মাচারী অতিথি কোন ধর্ম্মপ্রিয়

আতিথেয় জনের অনুপকার করিতে সাহস করিবে না। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া বীর কেশরী দীর্ঘচ্ছায় স্বকুন্ত নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র মহাবেগে প্রিয়াম্‌পুত্রের দীপ্তিশালী ফলকোপরি পড়িয়া স্ববলে সে ফলক ও তৎপরে বীরবরের উরস্ত্রাণ ভেদ করিলে তিনি আত্মরক্ষার্থে সহসা এক পার্শ্বে অপসৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে মহেস্বাস মানিল্যুস সরোষে রিপুশিরে প্রচণ্ড খড়্গাঘাত করিলেন। সুন্দর বীর স্কন্দর ভীম-প্রহারে ভূমিতলে পতিত হইলেন। কিন্তু রণ-মুকুটের কঠিনতায় খণ্ড শত খণ্ড হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল। বীরশ্রেষ্ঠ পতিত রিপুর কিরীটচূড়া ধরিয়া মহাবলে এমত আকর্ষণ করিলেন, যে চিবুক-নিম্নে সুনির্ম্মিত কিরীটবন্ধন-চর্ম্ম গলদেশ নিষ্পীড়ন করিতে লাগিল।

এইরূপে জিষ্ণু মানিল্যুস ভূপতিত রিপুকে আকর্ষণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া দেবী অপ্রোদীতী স্বগৌরববর্দ্ধক জনের কাতরতায় অতীব কাতরা হইয়া সেই বন্ধন মোচন করিলেন। সুতরাং মানিল্যুসের হস্তে কেবল শিরস্ত্রাণ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। বীরবর অতি ক্রোধভরে কিরীটটী দূরে নিক্ষেপ করিয়া কুন্তাঘাতে রিপুকে যমালয়ে প্রেরণার্থে ধাবমান হইলেন। দেবী অপ্রোদীতী প্রিয়পাত্রের এ বিষম বিপদ্‌ উপস্থিত দেখিবামাত্র তাহাকে এক ঘন মায়াঘনে পরিবেষ্টিত করতঃ বাহুদ্বয়ে ধারণপূর্ব্বক শূন্যমার্গে উঠিয়া সৌদামিনীগতিতে নগরমধ্যে সুবর্ণ-নির্ম্মিত হর্ম্ম্যে কুসুমপরিমল-পূর্ণ শয়নাগারে শয্যোপরি প্রিয় বীরকে শয়ন করাইলেন।

এ দিকে ভুবনমোহিনী রাণী হেলেনী তোরণচূড়ায় দাঁড়াইয়া রণক্ষেত্রের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন, এমত সময়ে দেবী অপ্রোদীতী সুনেত্রার ধাত্রীর রূপ ধারণ করতঃ আপন হস্ত দ্বারা তাঁহার হস্ত স্পর্শিয়া কহিলেন, বৎসে! তোমার মনোমোহন সুন্দর বীর স্কন্দর তোমার বিরহে অধীর হইয়া তোমার কুসুমময় বাসর-ঘরে বরবেশে তোমার অপেক্ষা করি-তেছেন। তাঁহাকে দেখিলে তোমার এরূপ বোধ হইবে না যে, তিনি রণস্থল হইতে প্রত্যাবৃত্ত। বরঞ্চ তুমি ভাবিবে যে, তিনি যেন বিলাসীবেশে নৃত্যশালায় গমনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছেন।

হেলেনী সুন্দরী দেবীর এই কথা শুনিয়া চকিতভাবে কথিকার দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণ করিয়া তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্যের বৈলক্ষণ্যে বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি কে। পরে সসম্ভ্রমে কহিলেন, দেবি, আপনি কি পুনরায় এ হত-ভাগিনীকে মায়ায় মুগ্ধ করিয়া নব যন্ত্রণা দিতে মন্ত্রণা করিয়াছেন? আনন্দময়ী অপ্রোদীতী ইন্দীবরাক্ষীর এইরূপ বাক্যে অদৃশ্যভাবে তাহাকে স্কন্দরের সুন্দর মন্দিরে উপনীত করিলেন। বীরবর কুসুমময় কোমল শয্যায় বিশ্রাম লাভ করিতেছেন, এমত সময়ে রাজ্ঞী হেলেনী তৎসন্নিধানে দেবদত্ত আসনে আসীন হইয়া মুখ ফিরাইয়া এই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন, হে বীরকুলকলঙ্ক! তুমি কেন যুদ্ধস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ? আমার রণপ্রিয় পূর্ব্বপতি মহেস্বাস মানিল্যুসের হস্তে তোমার মৃত্যু হইলে ভাল হইত। যখন প্রথমে আমাদের এই কুলক্ষণা প্রীতির সঞ্চার হয়, তখন তুমি যে সব আত্মশ্লাঘা করিতে, এখন তোমার সে সব আত্মশ্লাঘা কোথায় গেল? এখন তুমি কি সে সব অহঙ্কারগর্ভ অঙ্গীকার এইরূপে সুসঙ্গত করিতেছ? মহেস্বাস মানিল্যুসের সহিত তোমার উপমা উপমেয় ভাব কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

সুন্দর বীর স্কন্দর প্রাণপ্রিয়াকে এইরূপ রোষপরবশ দেখিয়া সুমধুর ও প্রবোধবচনে কহিলেন, হে বিশ্ববিনোদিনি! তোমার সুধাকরস্বরূপ বদন হইতে কি এরূপ বিষরূপ গ্লানির উৎপত্তি হওয়া উচিত? দুষ্ট মানিল্যুস এ যাত্রায় বাঁচিল বটে; কিন্তু যাত্রান্তরে কোন না কোন কালে আমার হস্তে যে তাহার মৃত্যু হইবে, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। এই কহিয়া বীরবর সোহাগে ও সাদরে কৃশোদরীর কোমল করকমল নিজ করকমল দ্বারা গ্রহণ করিলেন।

সমরান্তে দুরন্ত মানিল্যুস বিনষ্টাশন ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ বন-পশুর ন্যায় রণস্থলে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতঃ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে বীরব্রজ! তোমরা কি জান, যে দুষ্টমতি কাপুরুষ স্কন্দর কোন্‌ স্থানে লুক্কায়িত

আছে? কিন্তু কেহই সেই রণস্থল-পরিত্যাগীর কোন বার্ত্তাই দিতে পারিল না। পরে রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্নন্ অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে বীরদল! তোমরা ত সকলেই স্বচক্ষে দেখিতেছ, যে স্কন্দপ্রিয় মানিল্যুস সমর বিজয়ী হইয়াছেন। অতএব এখন শপথানুসারে মৃগাক্ষী হেলেনী সুন্দরীকে ফিরিয়া দেওয়া বিপক্ষ পক্ষের সর্বতোভাবে কর্ত্তব্য কি না? সৈন্যাধ্যক্ষের এই কথা শ্রবণমাত্র গ্রীক্‌যোধদল অতিমাত্র উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মর্ত্ত্যে এইরূপ হইতে লাগিল।

অমরাবতীতে দেব-দেবী-দল দেবেন্দ্রের সুবর্ণ-অট্টালিকায় রত্নমণ্ডিত সভায় স্বর্ণাসনে বসিলেন। অনন্তযৌবনা দেবী হীরী স্বর্ণপাত্রে করিয়া সকলকেই সুপেয় অমৃত যোগাইতে লাগিলেন। আনন্দময়ী সুধা পান করতঃ সকলেই ট্রয় নগরের দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, এমত সময়ে দেবকুলেন্দ্রাণী বিশালাক্ষী হীরীকে বিরক্ত করিবার মানসে দেবকুলেন্দ্র এই গ্লানিজনক উক্তি করিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই অমরাবতীনিবাসিনী দুই জন দেবী যে বীরবর মানিল্যুসের সহকারিতা করিতেছেন, ইহা সর্ব্বত্র বিদিত। কিন্তু আমি দেখিতেছি, যে দূর হইতে রণকৌতূহল দর্শন ভিন্ন তাঁহারা আর অন্য কিছুই করিতেছেন না। কিন্তু দেখ, সুন্দর বীর স্কন্দরের হিতৈষিণী পরিহাসপ্রিয় দেবী অপ্রোদীতী আপনার আশ্রিত জনের হিতার্থে কি না করিতেছেন। হে দেবদেবী-বৃন্দ! তোমরা কি দেখিলে না যে, দেবী বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাহাকে রণক্ষেত্রে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন।

স্কন্দপ্রিয় রথীশ্বর মানিল্যুস যে রণে জয়লাভ করিয়াছেন, তাহার আর অণুমাত্রও সংশয় নাই। অতএব আইস, সম্প্রতি আমরা এই বিষয় বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখি যে, হেলেনী সুন্দরীকে দিয়া এ রণাগ্নি নির্ব্বাণ করা উচিত, কি এ সন্ধি ভঙ্গ করাইয়া, সে রণাগ্নি যাহাতে দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া ট্রয় নগর অকস্মাৎ ভস্মসাৎ করে তাহাই করা কর্ত্তব্য।

উগ্রচণ্ডা দেবকুলেন্দ্রাণী হীরী এইরূপ প্রস্তাবে রোষদগ্ধপ্রায় হইয়া কহিলেন, হে দেবেন্দ্র! তুমি এ কি কহিতেছ? যে জঘন্য নগর বিনষ্ট করিতে আমি এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি, তুমি কি তাহা রক্ষা করিতে চাহ? মেঘশাস্তা দেবেন্দ্রও দেবেন্দ্রাণীর বাক্যে ক্রোধান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন, রে জিঘাংসাপ্রিয়ে, রাজা প্রিয়াম্ ও তাহার পুত্রগণ তোর নিকটে এত কি অপরাধ করিয়াছে, যে তুই তাহাদের নিধনসাধনে এত ব্যগ্র হইয়াছিস্? রে দুষ্টে, বোধ করি, রাজা প্রিয়াম্, ও তাহার সন্তান সন্ততির রক্ত মাংস পাইলে তুই পরম পরিতুষ্টা হস্! তুই কি জানিস্ না, যে ঐ ট্রয় নগর আমার রক্ষিত? সে যাহা হউক, এ ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া তোর সহিত আমার আর বিবাদ বিসম্বাদে প্রয়োজন নাই। তোর যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর্। কিন্তু যেন এই কথাটি তোর মনে থাকে যে, যদি তোর রক্ষিত কোন নগর আমি কোন না কোন কালে বিনষ্ট করিতে চাই, তখন তোর তৎসম্পর্কীয় কোন আপত্তিই কখন ফলবতী হইবে না। গৌরাঙ্গী দেবমহিষী দেবেন্দ্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া অতি সুমধুর স্বরে কহিলেন, দেবরাজ! আমার অধীনস্থ যে কোন নগর যখন তুমি নষ্ট করিতে ইচ্ছা কর, করিও, আমি তদ্বিষয়ে কোন বাধা দিব না। কিন্তু তুমি এখন এইটী কর, যে যেন ট্রয় নগরের লোকেরা এই সন্ধি ভঙ্গ বিষয়ে প্রথমে হস্ত নিক্ষেপ করে।

দেবপতি দেবকুলেশ্বরীর অনুরোধে সুনীল-কমলাক্ষী আথেনীকে হাস্যবদনে কহিলেন, বৎসে! তুমি রণস্থলে গিয়া দেবেন্দ্রাণীর মনস্কামনা সুসিদ্ধ কর। যেমন অগ্নিময়ী উল্কা বিস্ফুলিঙ্গ উদ্‌গিরণ করতঃ পবনপথ হইতে অধোমুখে গমন করে, এবং সাগরগামী জনগণ ও রণোন্মত্ত সৈন্যসমূহকে অমঙ্গল ঘটনারূপ বিভীষিকা প্রদর্শনপূর্ব্বক ভূতলে পতিত হয়, দেবী সেইরূপ অতিবেগে ও ভয়জনক আগ্নেয় তেজে রণস্থলে সহসা অবতীর্ণা হইলেন। উভয় দল সভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। কোলাহলপূর্ণ স্থলে সহসা যেন শান্তিদেবীর আবির্ভাব হইল। রণরসনা সহসা স্বধর্ম্ম ভুলিয়া গেল। দেবী রাজা

প্রিয়ামের পরম রূপবান্ পুত্র লব্ধকুশের রূপ ধারণ করিয়া ট্রয়দলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং পণ্ডর্শ নামক এক জন বীরবরের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন, যে বীরেশ্বর ফলকশালী কুন্তহস্ত যোধদলে পরিবেষ্টিত হইয়া এক প্রান্তভগে দাঁড়াইয়া আছেন। ছদ্মবেশিনী দেবী কহিলেন, হে বীরর্ষভ পণ্ডর্শ, তোমার যদি অক্ষয় যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে তুমি স্ব তূণ হইতে তীক্ষ্ণতম শর বাছিয়া লইয়া স্কন্দপ্রিয় মানিল্যুসকে বিদ্ধ কর।

ছদ্মবেশিনী এই কথা কহিয়া মায়াবলে পণ্ডর্শ বীরর্ষভের মনে এইরূপ ইচ্ছাবীজও রোপিত করিয়া দিলেন। পণ্ডর্শ প্রচণ্ড শরাসনে গুণ-যোজনপূর্ব্বক মানিল্যুসকে লক্ষ্য করিয়া এক মহাতেজস্কর শর পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু ছদ্মবেশিনী অদৃশ্যভাবে মানিল্যুসের নিকট-বর্ত্তিনী হইয়া, যেমন জননী করপদ্ম সঞ্চালন দ্বারা সুপ্ত সুত হইতে মশক, কিম্বা অন্য কোন বিরক্তি জনক মক্ষিকা নিবারণ করেন, সেইরূপ সেই গরুত্মান্ বাণ দুরীকৃত করিলেন বটে; কিন্তু শরীরের নিম্নভাগে কিঞ্চিৎমাত্র আঘাত করিতে দিলেন। শোণিত-স্রোতঃ বহিল। রুধিরধারা বীরবরের শুভ্র কায়ে সিন্দূর-মার্জ্জিত দ্বিরদরদের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। এ অধর্ম্ম কর্ম্মে রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌ননের রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষতবিক্ষত ভ্রাতাকে সুশিক্ষিত ও সুবিচক্ষণ রাজবৈদ্যের হস্তে ন্যস্ত করিয়া পরে বীরদলকে মহাহবে প্রবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন। রাজযোধদল আস্তে ব্যস্তে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পুরোভাগে অশ্ব ও রথারোহী জনসমূহ, পশ্চাতে পদাতিকবৃন্দ এই ত্রি-অঙ্গ সৈন্যদল সমভিব্যাহারে রাজসৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় রণব্রতে ব্রতী হইলেন।

যেমন সাগরমুখে প্রবল বাত্যা বহিতে আরম্ভ করিলে ফেনচূড় তরঙ্গনিকর পর্য্যায়ক্রমে গভীর নিনাদে সাগরতীর আক্রমণ করে, সেইরূপ গ্রীক্‌যোধবল হুহুঙ্কার শব্দ করিয়া রণক্ষেত্রে রিপুদলকে আক্রমণ করিল। তুমুল রণ আরম্ভ হইল। ত্রাস, পলায়ন, কলহ, বধিরকর নিনাদ, দৃষ্টিরোধক ধূলারাশি, এই সকল একত্রীভূত হইয়া ভয়ানক হইয়া উঠিল। এক দিকে দেবকুলসেনানী স্কন্দ, অপর দিকে সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী বীর্য্যশালী বীরদলের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

রবিদেব নগরের উচ্চতম গৃহচূড়ায় দাঁড়াইয়া উৎসাহ প্রদানহেতু উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে অশ্বদমী ট্রয়নগরস্থ বীরগ্রাম! তোমরা স্বসাহসে নির্ভর করিয়া যুদ্ধ কর। গ্রীক্‌যোধগণের দেহ কিছু পাষাণনির্ম্মিত নহে। আর ও দলের চূড়ামণি বীরকুলেন্দ্র আকিলীসও এ রণস্থলে উপস্থিত নাই। সে সিন্ধুতীরে শিবির মধ্যে অভিমানে স্থিরভাবে আছে। তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে রণক্রিয়া সমাধা কর।

ট্রয়নগরস্থ বীরদল এইরূপে দেবোৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া বৈরিবর্গের সম্মুখীন হইলে ভীষণ রণ বাজিয়া উঠিল। ফলকে ফলকাঘাত, করবালে করবালাঘাত, হন্তা ও মুমূর্ষু জনের হুহুঙ্কার ও আর্ত্তনাদ, এই প্রকার ও অন্যান্য প্রকার নিনাদে রণভূমি পরিপূরিত হইয়া উঠিল। যেমন বর্ষাকালে বহুউৎসগর্ভ হইতে বহু জলপ্রবাহ একত্রে মিলিত হইয়া গভীর গিরিগহ্বরে প্রবেশপূর্ব্বক মহারবে দেশ পরিপূরণ করে, সেইরূপ ভৈরব রবে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইল। ভগবতী বসুমতী রক্তে প্লাবিত হইয়া উঠিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রীক্‌সৈন্যদলের মধ্যে দ্যোমিদ্ নামে এক মহাবীরপুরুষ ছিলেন। সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী সহসা তাঁহার হৃদয়ে রণগৌরবের লাভেচ্ছা উৎপাদিত করিয়া দিলে বীরকেশরী হুহুঙ্কার ধ্বনি করতঃ রিপুদলাভিমুখে ধাবমান হইলেন। যেমন গ্রীষ্মকালে লুব্ধক নামক নক্ষত্র, সাগরপ্রবাহে দেহ অবগাহন করিয়া আকাশমার্গে উদিত হইলে, তাহার ধক্‌ধক্ কিরণজালে চতুর্দ্দিক্ প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ দ্যোমিদের শিরস্ক, ফলক, ও বর্ম্মসম্ভূত বিভারাশি অনিবার বহির্গত হইতে লাগিল।

এ দুর্দ্ধর্ষ ধনুর্দ্ধরকে যোধদলের কালস্বরূপ দেখিয়া দেব বিশ্বকর্ম্মার দারেস নামক এক জন নিতান্ত ভক্তজনের দুই জন রণপ্রিয় পুত্র রথে আরোহণপূর্ব্বক সিংহনাদে বাহির হইল। জ্যেষ্ঠ বীর রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্‌কে লক্ষ্য করিয়া স্বদীর্ঘাকার শূল নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু অস্ত্র ব্যর্থ হইল। বীরর্ষভ দ্যোমিদ্ আপন শূল দ্বারা বিপক্ষের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলে, বীরবর সে মহাঘাতে সহসা রথ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া কালনিকেতনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এতাদৃশী দুর্ঘটনায় নিতান্ত ভীত ও হতবুদ্ধি হইয়া সেই সুচারুনির্ম্মিত যান পরিত্যাগ পুরঃসর ভূতলে লম্ফ প্রদান করিয়া অতিদ্রুতে পলায়ন-পরায়ণ হইতেছেন, ইহা দেখিয়া দ্যোমিদ্ তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ভীষণ নিনাদ করতঃ ধাবমান হইলেন।

দেব বিশ্বকর্ম্মা ভক্তপুত্রের এই দুরবস্থা দূরীকরণার্থে তাহাকে এক মায়ামেঘে আবৃত করিলেন, সুতরাং সে আর কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িল না। ইত্যবসরে দেবী আথেনী, দেবকুলসেনানী আরেসকে ট্রয়সৈন্যদলের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে ব্যগ্রতর দেখিয়া দেবযোধবরকে সম্বোধিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আরেস্, আরেস্, হে জনকুলনিধন! হে রক্তাক্ততাবিলাসি! হে নগর-প্রাচীর-প্রভঞ্জক! এ রণক্ষেত্রে ভাই, আমাদের কি প্রয়োজন? চল, আমরা দু'জনে এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। বিশ্বপতি দেবকুলেন্দ্র, যে দলকে তাঁহার ইচ্ছা হয়, জয়ী করুন। এই কহিয়া দেবী দেবযোধবরের হস্ত ধারণপূর্ব্বক রণক্ষেত্র-নিকটস্থ স্কামন্দর নামক নদবরের দূর্ব্বাদল-শ্যাম তটে বিশ্রাম-লাভ-বাসনায় বসিলেন। রণস্থলে রণতরঙ্গ ভৈরব রবে বহিতে লাগিল। রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌নন্ প্রভৃতি মহা-বিক্রমশালী বীরপুরুষেরা বহুসংখ্যক রিপুকে পরাস্ত করিয়া অকালে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ পরাক্রম ও বাহুবলে সর্ব্বোপরি বিরাজমান হইলেন।

যেমন কোন নদ পর্ব্বতজাত স্রোতসমূহের সহকারে পুষ্ট-কায় হইয়া প্রবল বলে দৃঢ়নির্ম্মিত সেতুনিকর অধঃপাত করতঃ বহুবিধ কুসুম ও শস্যময় ক্ষেত্রের আবরণ ভঞ্জন করে, এবং সম্মুখ-পতিত বস্তু সকল স্থানান্তরিত করতঃ দুর্ব্বার গতিতে সাগরমুখে বহিতে থাকে, সেইরূপ রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ মহাপরাক্রমশালী জনগণকে সমরশালী করিয়া বিপক্ষপক্ষের ব্যূহে আবার বলে প্রবেশ করিলেন। প্রচণ্ড ধন্বী পণ্ডর্শ রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্‌কে রণমদে প্রমত্ত দেখিয়া, এ দুর্দ্দান্তশূলীকে দান্ত করিতে নিতান্ত উৎসুক হইলেন। এবং ভীষণ শরাসনে গুণ যোজনা করিয়া এক তীক্ষ্ণতর শর তদুদ্দেশে নিক্ষেপিলেন। ভীষণ অশনি-সদৃশ বাণ রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদের কবচচ্ছেদন করতঃ দক্ষিণ কক্ষে প্রবিষ্ট হইলে, সহসা শোণিত নিঃসরণে জ্যোতির্ম্ময় বর্ম্ম বিবর্ণ হইয়া উঠিল। পণ্ডর্শ সহর্ষে চীৎকার করিয়া কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! তোমরা উল্লসিত চিত্তে অগ্রসর হও; কেন না, আমি বোধ করি, গ্রীকদলের বলিশ্রেষ্ঠ যে শূর, সে আমার শরে অদ্য হতপ্রায় হইয়াছে। কিন্তু বীরর্ষভ পণ্ডর্শের এ প্রগল্‌ভ-গর্ব্ব বাক্য পণ্ড হইল। দেবী আথেনীর কৃপায় রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ সে যাত্রায় নিস্তার পাইয়া পুনঃ যুদ্ধারম্ভ করিলেন। যেমন ক্ষুধাতুর সিংহ মেষপালকের অস্ত্রাঘাতে নিরস্ত না হইয়া ভীমনাদে লম্ফ দিয়া মেষাশ্রমে প্রবেশ করে, এবং সে স্থলস্থ, ভয়ে জড়ীভূত, অগণ্য মেষসমূহের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই বধ করে, সেইরূপ রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ বৈরিদলকে নাশিতে লাগিলেন।

ট্রয়নগরস্থ বীরকুলচূড়ামণি এনেশ সৈন্য-মণ্ডলীকে লণ্ডভণ্ড দেখিয়া বীরেশ্বর পণ্ডর্শকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বীরকুলতিলক! তুমি আসিয়া অতি ত্বরায় আমার এই রথে আরোহণ কর। চল, আমরা উভয়ে এই রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্‌কে রণে মর্দ্দন করিয়া চিরযশস্বী হই। পরে বীরদ্বয় এক রথোপরি আরূঢ় হইলে, বীরেশ এনেশ অশ্বরশ্মি ধারণ করতঃ

সারথ্যকার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন। বিচিত্র রথ অতিবেগে চলিল। রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদের স্থিনিল্যুস নামক এক প্রিয় সখা কহিলেন, সখে দ্যোমিদ্। সাবধান হও-। ঐ দেখ, দুই জন দৃঢ়কক্ষী বীরবর এক যানে আরূঢ় হইয়া তোমার নিধন-সাধনার্থে আসিতেছেন। এক জনের নাম বীরকুলপতি পণ্ডর্শ। অপর জন সুধন্য বীর আঙ্কিশের ঔরসে হাস্যপ্রিয়া দেবী অপ্রোদীতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া এনেশাখ্যায় বিখ্যাত হইয়াছেন। অতএব, হে সখে, তোমার এখন কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির কর।

সখাবরের এই কথা শুনিয়া রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ উত্তরিলেন, সখে, অন্য আর কি কর্ত্তব্য! বাহুবলে এ বীরদ্বয়কে শমনভবনের অতিথি করাই কর্ত্তব্য!

বিচিত্র রথ নিকটবর্ত্তী হইলে, পণ্ডর্শ সিংহনাদে রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্‌কে কহিলেন, হে সাহসাকর রণপ্রিয় দ্যোমিদ্! আমার বিদ্যুৎগতি শর তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে অক্ষম হইয়াছে বটে; কিন্তু দেখি, এক্ষণে আমার এ শূল তোমার কোন কুলক্ষণ ঘটাইতে পারে কি না? এই কহিয়া বীরসিংহ দীর্ঘ কুন্ত আস্ফালন করতঃ তাহা নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র দুর্ম্মদ দ্যোমিদের ফলক ভেদ করিয়া কবচ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল। ইহা দেখিয়া পণ্ডর্শ কহিলেন, হে দ্যোমিদ্! নিশ্চয় জানিও, যে এইবার তোমার আসন্ন কাল উপস্থিত। কেন না, আমার শূলে তোমার কলেবর ভিন্ন হইয়াছে। রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ কহিলেন, হে সুধন্বি, এ তোমার ভ্রান্তিমাত্র। তোমার লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়াছে। এখন যদি তোমার কোন ক্ষমতা থাকে, তবে তুমি আমার এ শূলাঘাত হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার চেষ্টা পাও। এই কহিয়া বীরবর সুদীর্ঘ শূল পরিত্যাগ করিলেন।

দেবী আথেনীর মায়াবলে ভীষণ অস্ত্র প্রচণ্ড দোদণ্ডধারী পণ্ডর্শের চক্ষুর নিম্নভাগ ভেদ করিয়া চক্ষুর নিমিষে বীরবরের প্রাণ হরণ করিল। বীরবর রথ হইতে ভূতলে পড়িলেন। বহুবিধ রঞ্জনে রঞ্জিত তাহার জ্যোতির্ম্ময় বর্ম্ম ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। বীর সখা পণ্ডর্শের এই দুরবস্থা সন্দর্শন করিয়া নরেশ্বর এনেশ তাহার মৃতদেহ রক্ষার্থে ফলক ও শূল গ্রহণপূর্ব্বক ভূতলে লম্ফ দিয়া পড়িলেন। রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ এক প্রশস্ত প্রস্তরখণ্ড, যাহা অধুনাতন দুই জন বলীয়ান্ পুরুষেও স্থানান্তর করিতে পারে না, অতি সহজে উঠাইয়া এনেশকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। এনেশ বিষমাঘাতে ভগ্নোরু হইয়া রণক্ষেত্রে পড়িলেন। এনেশের শেষাবস্থা উপস্থিত হইবার উপক্রম হইতেছে, এমন সময়ে দেবী অপ্রোদীতী প্রিয়পুত্রের এতাদৃশী দুরবস্থা দর্শন করিয়া হাহাকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন, এবং আপনার সুকোমল সুশ্বেত বাহুদ্বয় দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আপনার রশ্মিশালী পরিচ্ছেদে তাহার দেহ আচ্ছাদিত করিয়া ক্ষত পুত্রকে রণভূমি হইতে দুরস্থ করিলেন।

রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ দেবী আথেনীর বরে দিব্যচক্ষুঃ পাইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি কোমলাঙ্গী দেবী অপ্রোদীতীকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। এবং তাহার পশ্চাতে২ ধাবমান হইয়া মহারোষভরে তাহার সুকোমল হস্ত তীক্ষ্ণাগ্র শূল দ্বারা বিদ্ধন করিলেন, এবং কহিলেন, হে দেবপতিদুহিতে! তুমি এ রণস্থলে কি নিমিত্ত আসিয়াছিলে? রণরঙ্গ তোমার রঙ্গ নহে। অবলা সরলা বালাকুলকে কুলের বাহির করাই তোমার উপযুক্ত রঙ্গ! অতএব তোমার এ স্থানে আসা ভাল হয় নাই, তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।

বিষমাঘাতে ব্যথিত হইয়া দেবী পুত্রবরকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলে, বিভাবসু, রবিদেব বীরেশ এনেশকে অসহায় দেখিয়া তাহার প্রাণ রক্ষার্থে তাহাকে এমত এক ঘন বন দ্বারা আবৃত করিলেন, যে কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না এবং কোন দ্রুতগামী অশ্বারোহী গ্রীক আসিয়াও তাহার প্রাণ বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইল না। দ্রুতগামিনী দেবদূতী ঈরীশা দেবী অপ্রোদীতীর হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে সৈন্যদলের বাহিরে লইয়া গেলেন। সুর-সুন্দরীর নয়ন-রঞ্জন বর্ণ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। রণক্ষেত্রের

সন্নিধানে দেবকুল-সেনানী আরেস স্কামন্দর নদ-তীরে আপন অশ্ব ও অস্ত্রজাল মায়া-অন্ধকারে অন্ধকারাবৃত করিয়া স্বয়ং সে সুদেশে বসিয়াছিলেন, ক্ষতার্ত্তা দেবী অপ্রোদীতী ভূতলে জানুদ্বয় নিপাতিত করিয়া দেবসেনানীকে কাতর বচনে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! যদি তুমি তোমার এ ক্লিষ্টা ভগিনীকে তোমার ঐ দ্রুতগতি রথখানি দাও, তাহা হইলে সে তৎসহকারে অতি ত্বরায় অমরাবতীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। দেখ, নিষ্ঠুর দুর্দ্দান্ত রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ শূলাঘাতে আমাকে বিকলা করিয়াছে।

দেবসেনানী ভগিনীর এতাদৃশী প্রার্থনায় প্রার্থনাদ হইলে, দেবদূতী ঈরীশা তৎক্ষণাৎ আস্তে ব্যস্তে ক্ষতা দেবী অপ্রোদীতীকে সঙ্গে লইয়া উভয়ে এক রথারোহণে অমরাবতীতে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া পরিহাসপ্রিয়া স্বজননী দেবী দ্যোনীর পদতলে কাঁদিয়া কহিলেন, হে জননি! দেখুন, রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ আমাকে কি যন্ত্রণা না দিয়াছে। হায়, মাতঃ! আমি প্রিয়পুত্র এনেশের রক্ষার্থে কুক্ষণে রণক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছিলাম, তাহা না হইলে আমাকে এ ক্লেশভোগ করিতে হইত না। দেবী দ্যোনী দুহিতার অসহ্য বেদনার উপশম করণ মানসে নানা উপায় করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর দেবকুলেন্দ্র হেমাঙ্গিনী অঙ্গনা-কুলারাধ্যাকে সুহাস্য বদনে কহিলেন, হে বৎসে! এতাদৃশ কর্ম্ম তোমার শোভা পায় না। রণকর্ম্ম তোমার ধর্ম্ম নহে। স্ত্রীপুরুষকে প্রেমশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা, এবং শুভ বিবাহে দম্পতীদলকে সুখসাগরে মগ্ন করা, এই সকল ক্রিয়াই তোমার প্রকৃত ক্রিয়া বটে! কিন্তু ক্রূর সংগ্রাম-সংক্রান্ত কর্ম্মে তোমার ও কোমল হস্তক্ষেপ করা কখনই উচিত নহে। সে সকল কর্ম্মে সেনানী আরেস ও রণপ্রিয়া আথেনী নিযুক্ত থাকুক। অমরা-বতীতে এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল। মর্ত্ত্যে রণক্ষেত্রে রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ বিভাবসু রবিদেবকে অবহেলা করিয়া বীরেশ এনেশ্‌কে মারিতে চলিলেন। ইহা দেখিয়া দিনপতি পুরুষ বচনে কহিলেন, রে মূঢ়! তুই কি অমর মরকে তুল্য জ্ঞান করিস্? রণ-দুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ দেব-বরকে রোষপরবশ দেখিয়া শঙ্কাকুলচিত্তে পশ্চাদগামী হইলে, গ্রহকুলেন্দ্র জ্ঞানশূন্য এনেশ্‌কে অনতিদূরে স্বমন্দিরে রাখিলেন। তথায় দুই জন দেবী আবির্ভূতা হইয়া বীরেশের শুশ্রূষাদি করিতে লাগিলেন। এ দিকে রবিদেব মায়াকুহকে বীরেশ এনেশের রূপ ধারণ করিয়া রণস্থলে রণিতে লাগিলেন। সেনানী আরেসও ট্রয়নগরস্থ সেনাদলকে যুদ্ধার্থে উৎসাহ প্রদানিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতি মধ্যে দেবীদ্বয়ের শুশ্রূষায় বীরেশ্বর এনেশ কিঞ্চিৎ সুস্থতা ও সবলতা লাভ করিয়া পুনরায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, এবং অনেকানেক বিপক্ষপক্ষ রথীদলকে ভূতলশায়ী করিলেন। বীরচূড়ামণি হেক্‌টর সর্পীদন নামক বীরের পরামর্শে রণস্থলে পুনঃ দৃশ্যমান হইলেন। ট্রয়নগরস্থ সেনা বীরবরের শুভাগমনে যেন পুনর্জ্জীবন পাইয়া মহাকোলাহলে শত্রুদলকে আক্রমণ করিল। গ্রীক্‌দল রিপুদল-পাদোত্থিত ধূলায় ধূসরিত হইয়া উঠিল। বীরচূড়ামণি হেক্‌টর সিংহনাদ করতঃ সসৈন্যে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। সেনানী আরেস্ ও উগ্রচণ্ডা দেবী বেলোনা বীরবরের সহায় হইলেন। সেনানী স্কন্দ কখন বা অরিন্দমের অগ্রে কখন বা পশ্চাতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ বীরচূড়ামণি হেক্‌টরের পরাক্রমে ভয়াক্রান্ত হইয়া অপসৃত হইলেন। যেমন কোন পথিক তমোময়ী নিশাতে কোন অজ্ঞাত পথে যাইতে যাইতে সহসা শ্রুত বর্ষার প্রসাদে মহাকায়, কোন নদস্রোতের গম্ভীর নিনাদে ভীত হইয়া পুরোগতিতে বিরত হয়, দ্যোমিদেরও অবিকল সেই দশা ঘটিয়া উঠিল। তিনি বীরদলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরপুরুষগণ! আমার বোধ হয়, যে কোন দেব যেন বীর-চূড়ামণি হেক্‌টরের সহকারিতা করিতেছেন, নতুবা বীরবর রণে এরূপ দুর্ব্বার হইয়া উঠিবেন কেন? মরামরে সমর সাম্প্রত নহে। অতএব এই রণে ভঙ্গ দেওয়া আমাদের উচিত।

বীরবরের এই বাক্য শ্রবণে এবং ভাস্বর-

কিরীটী বীরেশ্বর হেক্টরের নশ্বরাঘাতে বীরবৃন্দ রণরঙ্গে ভঙ্গ দিতে উদ্যত হইতেছে। এমত সময়ে শ্বেতভুজা ইন্দ্রাণী হীরী দেবী আথেনীকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে সখি! আমরা মহেম্বাস মানিল্যুসের সকাশে কি বৃথা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছি? দেখ, শোণিতপ্রিয় দেব-সেনানী অরিন্দম হেক্টরের সহকারে কত শত গ্রীক্ বীরেন্দ্রকে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত ও চির-অন্ধকারে অন্ধকারাবৃত করিতেছেন। হে সখি, চল, আমরা দু'জনে এই রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়া দেখি, যদি আমরা এ দুরন্ত দেবসেনানীকে কোনপ্রকারে শান্ত করিয়া এ নরান্তক হেক্টরের বলের ত্রুটি করিতে পারি।

এই কহিয়া আয়তলোচনা দেবী আপন আশুগতি বাজীরাজিকে স্বর্ণ-রণসজ্জায় সজ্জিত করিলেন। দেবকিঙ্করী হীরী হৈমময় দেবযান যোজনা করিয়া দিলেন। দেবীদ্বয় তদুপরি রণবেশে আরূঢ় হইলেন। অমরাবতীর হৈমদ্বার সুমধুর ধ্বনিতে খুলিল। বিমান নভঃস্থল হইতে আশুগতিতে ধরণীর দিকে আসিতে লাগিল। রণস্থলের নিকটবর্ত্তী কোন এক নদতটে দেবযান মায়ামেঘে আবৃত করিয়া ভীমাকৃতি দেবীদ্বয় ভীম সিংহনাদে প্রচণ্ড খণ্ডা আস্ফালন করতঃ রণস্থলে প্রবেশ করিলেন। গ্রীক্দলের সহসাগ্নি পুনর্ব্বার যেন হুতাশন-তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। দেবেন্দ্রাণী হীরীও প্রবলভাষী প্রশস্তান্তঃকরণ স্তন্তরনামক কোন এক জন বীরের প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হুহুঙ্কার ধ্বনিতে গ্রীক্দলের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদের সারথীকে অপদস্থ করিয়া তৎপদে স্বয়ং আরোহণ করিলেন। মহাভরে চক্রদ্বয় যেন আর্ত্তনাদস্বরূপ ঘোর ঘর্ঘরনাদে ঘুরিতে লাগিল। দেবী স্বয়ং অশ্বরজ্জু ও কশা ধারণপূর্ব্বক রক্তাক্ত সেনানীর দিকে অতি দ্রুতবেগে রথ পরিচালনা করিলেন। সুরসেনানী দুর্ম্মদ দ্যোমিদ্কে আসিতে দেখিয়া আপন রথ ভীষণ বেগে পরিচালিত করতঃ ভীষণ শূল দ্বারা নর-রিপুকে শমনধামে প্রেরণ করিবার জন্যে বাহু প্রসারণ করিয়া ভীষণ শূল দৃঢ়তররূপে ধারণ করিলেন। কিন্তু মায়াময়ী দেবী আথেনী স্ববলে ঐ অস্ত্র দ্বারা সুর-সেনানীর উদরতলে ভীমাঘাত করিলেন। দেববীরেন্দ্র বিষম যাতনায় গম্ভীর আর্ত্তনাদ করিলেন। যেমন রণমদে প্রমত্ত নয় কি দশ সহস্র রথীদল একত্রীভূত হইয়া হুহুঙ্কারিলে চতুর্দ্দিকে ভৈরবারবে পরিপূর্ণ হয়, বীরেন্দ্রের আর্ত্তনাদে অবিকল সেইরূপ হইল।

শঙ্কা দেবী সহসা উভয় দলের মধ্যে দর্শন দিলেন। যেমন গ্রীষ্মকালে বাত্যারম্ভে মেঘগ্রামের একত্র সমাগমে আকাশমণ্ডল ঝটিতি অন্ধকারময় হয়, সেইরূপ ভয়জনক মালিন্যে মলিনবদন হইয়া নিত্য রণপ্রিয় সুররথী অমরাবতীতে চলিলেন।

দেবেন্দ্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেববীরকেশরী নিবেদিলেন, হে বিশ্বপিতঃ! দেখুন, আপনি কেমন একটী উন্মত্তা ও পাষাণহৃদয়া দুহিতার সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবী আমেনীর উৎসাহ সহকারে রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ আমার কি দুরবস্থা না করিয়াছে? এই বাক্যে দেবপতি উত্তর করিলেন, রে দুরন্ত নিত্যকলহপ্রিয় দেবকুলাঙ্গার! তুই অন্যের উপর কোন্ মুখ দিয়া অভিযোগ ও দোষারোপ করিস্! তুই তোর গর্ভধারিণী হীরীর খর ও অনমনশীল স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিস্। সে এত দূর অদমনীয়া, যে আমিও তাহাকে দমন করিতে অক্ষম। সে যাহা হউক, তুই আমার ঔরসজাত, নতুবা আমি উরানুস্পুত্র দৈত্যদলের সহিত তোকে এই মুহূর্ত্তেই চিরকালের নিমিত্ত কারাগারে আবদ্ধ করিতাম। এই কহিয়া দেবকুলপতি দেবধন্বন্তরি পায়ন্কে যথাবিধি ঔষধে ক্ষত সেনানীকে আরোগ্য করিতে আজ্ঞা দিলেন।

রণস্থল হইতে দেবসেনানীকে পলায়মান দেখিয়া তজ্জননী অতীব বীর্য্যবতী দেবী হীরী মহাবলবতী সহকারিণী দেবী আথেনীর সহিত স্বর্গধামে পুনর্গমন করিলেন। তদনন্তর ক্রমে ক্রমে বীরকুলের পরাক্রমাগ্নি রণস্থলে যেন নিস্তেজ হইতে লাগিল। কিন্তু ইতস্ততঃ সে পরাক্রমাগ্নি যৎকিঞ্চিৎ প্রজ্বলিত রহিল।

এমত সময়ে কোন এক ট্রয়স্থ বীরবর দুর্ভাগ্যযক্রমে স্কন্দপ্রিয় বীরেশ মানিল্যুসের হস্তে পড়িলেন। ভাগ্যহীন বীরবরের অশ্বদ্বয় সচকিতে রথ সহ ধাবমান হইলে পর, রথচক্র পথস্থিত কোন এক বৃক্ষের আঘাতে ভগ্ন হইলে, বীরবর লম্ফ দিয়া ভূতলে পড়িলেন। এ দুরবস্থায় নিরস্ত্র হইয়া ভগ্নরথ রথী কালদণ্ডধারী কালের ন্যায় প্রচণ্ড শূলী রণপ্রিয় বীরসিংহ মানিল্যুসকে সকাশে দণ্ডায়মান দেখিলেন, এবং সভয়ে তাঁহার জানুদ্বয় গ্রহণ করতঃ বিনীত বচনে কহিলেন, হে বীরকুলহর্য্যক্ষ! আপনি আমাকে প্রাণ দান দিউন। আমি যে আপনার বন্দী হইয়া এ মানবলীলাস্থলে জীবিত আছি, আমার ধনাঢ্য পিতা এ সুসম্বাদ পাইলে বহুবিধ ধনে আমার মোচনক্রিয়া সমাধা করিতে সযত্ন হইবেন! রিপুবরের এতাদৃশী কাতরতায় বীরকেশরী মানিল্যুসের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি তাহার রক্ষার উপায় করিতেছেন, এমত সময়ে রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌নন্‌ আরক্তনয়নে অগ্রগামী হইয়া পরুষ বচনে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, হে কোমল-হৃদয়। ট্রয়স্থ লোকদিগের হস্তে তুমি কি এত দূর পর্য্যন্ত উপকৃত হইয়াছ যে, তোমার অন্তঃকরণ এখনও তাহাদিগের প্রতি দয়ার্দ্র! দেখ ভাই! আমার বিবেচনায় ও পাপনগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা, কি উদরস্থ শিশু যাহাকে পাও, তাহাকেই যমালয়ে প্রেরণ করা তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। সহোদরের এই ব্যঙ্গরূপ নিদাঘে বীরবর মানিল্যুসের হৃৎসরোবরস্থ করুণারূপ মুকুলিত কমল শুষ্ক হইল। তিনি হতভাগা অদ্রুস্তুস্‌কে ভ্রাতৃসন্নিধানে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলে নিষ্ঠুর জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা তাহার উদরদেশ খর শূলে ভিন্ন করিলেন। অদ্রুস্তুস্‌ ভীমার্ত্তনাদে ভূপতিত হইলেন। রাজচক্রবর্ত্তী সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় তাহার বক্ষঃস্থলে পদ নিক্ষেপ করিয়া সবলে শূল টানিয়া বাহির করিলেন। ক্লীব বিভাবরী অভাগা অদ্রুস্তুসের নয়নরশ্মি চিরকালের নিমিত্ত অন্ধকারাবৃত করিল। এবং বীরবরের দেহাগার হইতে অকালমুক্ত আত্মা বিষণ্ণবদনে যমালয়ে চলিল। গ্রীক্ সৈন্যদলমধ্যে যেন পুনরুত্তেজিত অগ্নির ন্যায় রণাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদের পরাক্রমে ট্রয়দল রণপরাঙ্মুখতার লক্ষণ প্রদর্শন করাইতে লাগিল। এতদ্দর্শনে রাজকুলপতি প্রিয়ামের সুবিজ্ঞ দৈবজ্ঞ পুত্র হেলেন্যুস ভাস্বরকিরীটী বীরেশ্বর হেক্‌টর ও বীরেশ এনেশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরদ্বয়, তোমরা রণপরাঙ্মুখ সৈন্যদলকে পুনরুৎসাহান্বিত কর। কেন না, তোমরা এ দলের বীরকুলশ্রেষ্ঠ! পরে যোধগণ দৃঢ়চিত্তে ও অধ্যবসায় সহকারে রণারম্ভ করিলে তুমি, হে ভ্রাতঃ হেক্‌টর, নগরান্তরে প্রবেশ করতঃ আমাদিগের রাজ-জননীর চরণতলে এই নিবেদন করিও, যে তিনি যেন অতি ত্বরায় ট্রয়স্থ বৃদ্ধা কুলবধূদলের মধ্যে সুকেশিনী মহাদেবী আথেনীর দুর্গশিরস্থিত মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বহুবিধ উপহারে তাঁহার আরাধনা করিয়া এই বর মাগেন যে; দেবকুলেন্দ্র-বালা যেন এ রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদের হস্ত হইতে আমাদিগেকে রক্ষা করেন। আমার বিবেচনায় এ রথীপতি দেবযোনি আকিলীসের অপেক্ষাও পরাক্রম-শালী। ভ্রাতার এই হিতকর বাক্য-শ্রবণে ভাস্বর-কিরীটী বীরেশ্বর হেক্‌টর রথ হইতে লম্ফদিয়া ভূতলে পড়িলেন। এবং স্বীয় ভীষণ দীর্ঘ-ছায় শত্রুঘ্ন শূল আন্দোলন করতঃ হুহুঙ্কার ধ্বনিতে রণক্ষেত্র পরিপূর্ণ করিলেন। গ্রীক্ সৈন্যদল বীরবরের এতাদৃশী অকুতোভয়তা সন্দর্শনে পলায়ন-পরায়ণ হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, এ রথী কি মানবযোনি, না নরমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশমণ্ডল হইতে দেবাবতার?

এ দিকে অরিন্দম ট্রয়কুলবীরেন্দু আপনাদের স্বদলকে পুনরুৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক সুন্দর স্যন্দনে আশুগতি অশ্ব যোজনা করিয়া নগরাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। কতক্ষণ পরে বীরকেশরী স্কিয়ান্‌-নামক নগরতোরণসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অমনি চতুর্দ্দিক্ হইতে কুলবালা কুলবধূ ও কুলজননীগণ বহির্গত হইয়া সুমধুর স্বরে, কেহ বা ভ্রাতা, কেহ বা প্রণয়ী জন, কেহ বা স্বামী, কেহ বা পুত্র এই সকলের কুশলবার্ত্তা

অতীব বিকল হৃদয়ে জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরপতি তাহাদিগকে এই কহিয়া বিদায় করিলেন যে তোমরা এ সকল প্রিয়পাত্রের মঙ্গলার্থে মঙ্গলকারী দেবদলের আরাধনা কর। কেন না অনেকের দুর্ভাগ্য আসন্নপ্রায়, এই কহিয়া রাজপুত্র অতিদ্রুতগমনে রাজ-অট্টালিকা নিকটবর্ত্তী হইলেন। রাজরাণী হেকাবী রাজা প্রিয়ামের রাজহর্ম্ম্য হইতে পুত্রকুলোত্তম বীরবর হেক্‌টরকে দর্শন করিয়া তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং স্নেহার্দ্র হইয়া তাহার কর গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুই কি নিমিত্ত রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া নগরমধ্যে আসিয়াছিস্। তুই কি এ জঘন্য রিপুদলের জিঘাংসায় দেবপিতা দেবেন্দ্রকে দুর্গস্থিত মন্দিরে বন্দিতে আসিয়াছিস্, তুই কিয়ৎকাল এখানে অবস্থিতি কর্। এই দেখ, আমি স্বর্ণপাত্রে করিয়া প্রসন্নকারক দ্রাক্ষারস আনিয়াছি। তুই আপনি তার কিঞ্চিদংশ পান কর, কেন না, ক্লান্ত মনের ক্লান্তিহরণার্থে সুধারূপ সুরাই পরম ঔষধ। আর কিঞ্চিদংশ দেবকুলপতির তর্পণার্থে ভূমিতে ঢালিয়া দে। ভাস্বর-কিরীটী রণীকুলেশ্বর হেক্‌টর উত্তর করিলেন, হে জননি! তুমি আমাকে সুরাপান করিতে অনুরোধ করিও না। কেন না, তাহার মাদকতা শক্তি আছে, হয় ত, তাহার তেজে বাহুবলের অনেক অনিষ্ট হইতে পারিবে, আর আমি, হে ভগবতি! এ অপবিত্র রক্তাক্ত হস্ত দিয়া পাত্র গ্রহণ করতঃ দেবেন্দ্রের তর্পণার্থে সুরা ঢালিয়া দি, ইহা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। এই উদ্দেশ্যেই নগর প্রবেশ করি নাই। আমি তোমার নিকট এই যাচ্ঞা করিতেছি যে তুমি, হে রাজমাতঃ, অবিলম্বে ট্রয়স্থ বৃদ্ধা অতি মাননীয়া কুলবধূদলের সহিত দুর্গশিরস্থ সুকেশিনী মহাদেবী আথেনীর মন্দিরে গিয়া নানাবিধ উপহারে দেবীর পূজা করিয়া এই বর প্রার্থনা কর, যে তিনি যেন রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদের পরাক্রমাগ্নি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। আমি ইত্যবসরে একবার স্কন্দরের সুন্দর মন্দিরে যাই, দেখি, যদি সে ভীরু কাপুরুষের হৃদয়ে রণপ্রবৃত্তি জন্মাইতে পারি, হায়, মাতঃ! তুমি যখন এ কুলাঙ্গারকে প্রসব করিয়াছিলে, তখন বসুমতী দ্বিধা হইয়া কেন তাহাকে গ্রাস করেন নাই। তাহা হইলে কখনই এ বিপুল রাজকুলের এতাদৃশী দুর্গতি ঘটিত না। রাজকুলতিলক এই কহিলে, দেবী হেকাবী দ্রুতগতিতে আপন সুগন্ধময় মন্দির হইতে বহুবিধ পূজোপহারের আয়োজন করিলেন। এবং দূতীদ্বারা বৃদ্ধা ও মান্যা কুলবতীদলকে আহ্বানকরতঃ মহাদেবীর মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। তেয়ানীনাম্নী কিসীশনামক কোন এক মাননীয় ব্যক্তির ইন্দুনিভাননা দুহিতা, যিনি মহাদেবীর নিত্য সেবিকা ছিলেন, মন্দির-দ্বার উদ্ঘাটন করিলে রমণীদল ক্রন্দনধ্বনিতে মন্দির পরিপূর্ণ করিলেন। এবং মনে মনে নানা মানসিক করিয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন, যে দেবকুলেন্দ্রবালা রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদের এবং অন্যান্য গ্রীক্‌যোধের বাহুবল দুর্ব্বল করিয়া ট্রয়নগরস্থ কুলবধূ ও শিশুকুলের মান ও প্রাণ রক্ষা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সুকেশিনী মহাদেবী এ বর প্রদানে বিমুখ হইলেন।

এ দিকে অরিন্দম হেক্‌টর সুন্দর বীর স্কন্দরের বিচিত্র পাষাণ-নির্ম্মিত সুন্দর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যে বিলাসী আপন সুচারু বর্ম্ম, ফলক, ও অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি রণ-পরিচ্ছদ সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতেছেন। বীরবর হেক্‌টর তাহাকে পরুষ বচনে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, রে দুরাচার দুর্ম্মতি! তোর নিমিত্ত শত শত লোক শোণিতপ্রবাহে রণভূমি প্লাবিত করিতেছে। আর তুই এখানে এরূপ নিশ্চিন্ত অবস্থায় বিশ্রাম লাভ করিতেছিস। হায়, তোকে ধিক্।

দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর ভ্রাতার এতাদৃশ বচনবিন্যাসে উত্তরিলেন, হে ভ্রাতঃ! তোমার এ তিরস্কার-বাক্য অনুপযুক্ত নহে। সে যাহা হউক, তুমি ক্ষণকাল এখানে অপেক্ষা কর, আমাকে রণসজ্জায় সজ্জিত হইতে দাও। নতুবা তুমি অগ্রগামী হও। আমি অতি ত্বরায় তোমার অনুসরণ করিব। এই কথায় বীরবর হেক্‌টর কোন উত্তর না করাতে হেলেনী রূপসী অতি

সুমধুর ভাষে কহিলেন, হে দেবর! এ অভাগিনীর কি কুক্ষণে জন্ম ; দেখুন, আমি সতীধর্ম্মে ও কুললজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া কেমন ভীরুচিত্ত জনকে বরণ করিয়াছি। আমার কি দুর্ভাগ্য! কিন্তু ও আক্ষেপ এক্ষণে বৃথা। আপনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক কিয়ৎকালের নিমিত্ত বিশ্রাম লাভ করুন। হেক্‌টর কহিলেন, হে ভদ্রে! আমার বিরহে দূর রণক্ষেত্রে রণীবৃন্দ অতীব কাতর, অতএব আমি এ স্থলে আর বিলম্ব করিতে পারি না। কেন না, আমার এই ইচ্ছা, যে আমি পুনঃ রণযাত্রার অগ্রে একবার স্বগৃহে প্রবেশ করিয়া প্রিয়তমা পত্নী, শিশু-সন্তানটী ও তাহাদের সেবানিযুক্ত সেবক-সেবিকাদিগকে দেখিয়া যাই। কে জানে, যে আমি এই রণভূমি হইতে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে পারিব কি না। এই বলিয়া ভাস্বর-কিরীটী হেক্‌টর দ্রুতগতিতে স্বধামে চলিলেন। এবং গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে শ্বেতভুজা অন্ধ্রমোকী সে স্থলে অনুপস্থিত, শুনিলেন, যে রণে গ্রীক্‌দলের জয়লাভ হইতেছে, এই সম্বাদে প্রিয়ম্বদা আপন শিশুসন্তানটী লইয়া তাহার সুবেশিনী দাসী সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্র-দর্শনাভিপ্রায়ে যাত্রা করিয়াছেন। এই বার্ত্তা শ্রবণমাত্র বীরকেশরী ব্যগ্রচিত্তে তদভিমুখে বায়ুবেগে চলিলেন। অনতিদূরে অরিন্দম, চিরানন্দ ভার্য্যার সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন, এবং দাসীর ক্রোড়ে আপনার শিশুসন্তানটীকে দেখিয়া ওষ্ঠাধর স্নেহাহ্লাদে সুহাসাবৃত হইয়া উঠিল। কিন্তু অন্ধ্রমোকী স্বামীর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া রোদন করিতে করিতে গদ্‌গদস্বরে কহিতে লাগিলেন, হায় প্রাণনাথ! আমি দেখিতেছি, এই বীরবীর্য্যই তোমার কাল হইবে, রণমদে উন্মত্ত হইলে এ অভাগিনী কিম্বা তোমার এ অনাথ শিশু-সন্তানটী, আমরা কেহই কি তোমরা স্মরণপথে স্থান পাই না? হায় তুমি কি জান না, যে আমাদের কুলরিপুদলের যোধবর্গ তোমার নিধনসাধনে নিরবধি ব্যগ্র? আর যদি তাহাদের এতাদৃশ মনস্কামনা ফলবতী হয়, তবে আমাদের উভয়ের যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা ঘটিবে। বরঞ্চ ভগবতী বসুমতী এই করুন যে, তিনি যেন এ বিষম বিপদ্‌ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই দ্বিধা হইয়া এ হতভাগিনীকে আশ্রয় দেন। হে নাথ! তোমার অভাবে এ ধরণীতলে এ অভাগিনীর ভাগ্যে কি কোন সুখভোগ সম্ভবে? তোমা ব্যতীত, হে প্রাণেশ্বর! আমার আর কে আছে? জনক, জননী, সহোদর, সকলেই এ হতভাগিনীর ভাগ্যদোষে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, হে নাথ! তোমা বিহনে আমি যথার্থই অনাথা কাঙ্গালিনী হইব। তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব! তুমি আমার প্রেমাকর। অতএব আমি তোমাকে এই মিনতি করিতেছি, যে তুমি তোমার এই শিশু-সন্তানটীকে পিতৃহীন, আর এ অভাগিনীকে ভর্ত্তৃহীনা করিও না। রিপুদলের সহিত নগর-তোরণ-সম্মুখে যুদ্ধ কর, তাহা হইলে রণ-পরাজয়কালে পলায়ন করা অতি সহজ হইবে। ভাস্বর-কিরীটী মহাবাহু হেক্টর উত্তরিলেন, প্রাণেশ্বরি, তুমি কি ভাব, যে এ সকল দুর্ভাবনায় আমারও হৃদয় বিদীর্ণ হয় না। কিন্তু কি করি, যদি আমি কোন ভীরুতার লক্ষণ দেখাই, তাহা হইলে বিপক্ষদলের আর আস্পর্দ্ধার সীমা থাকিবে না। এবং আমাদেরও বিলক্ষণ ব্যাঘাতেরও সম্ভাবনা, তাহা হইলেই এই ট্রয়স্থ পুরুষ ও সুবেশিনী স্ত্রীদের নিকট আমি আর কি করিয়া মুখ দেখাইব। বিশেষতঃ যদি আমি বিপদের সময়ে উপস্থিত না থাকি, তাহা হইলে আমাদের এ বিপুল কুলের গৌরব ও মান কিসে রক্ষা হইবে। প্রিয়ে, আমি বিলক্ষণ জানি, যে রিপুকুল রণজয়ী হইয়া অতি অল্প-দিনের মধ্যেই এ উচ্চপ্রাচীর নগর ভস্মসাৎ করিবে এবং রাজকুলতিলক প্রিয়াম্‌ তাঁহার রণবিশারদ জনগণের সহিত কালগ্রাসে পতিত হইবেন। কিন্তু রাজকুলেন্দ্র প্রিয়াম্‌ কি রাজকুলেন্দ্রাণী হেকুবা কিম্বা আমার বীরবীর্য্য সহোদরাদিগণ এ সকলের আসন্ন বিপদে আমার মন যত উদ্বিগ্ন হয়, তোমার বিষয়ে হে প্রেয়সি! আমার সে মন তদপেক্ষা সহস্রগুণ কাতর হইয়া উঠে। হায় প্রিয়ে! বিধাতা কি তোমার কপালে এই লিখেছিলেন, যে অবশেষে তুমি আরগস্‌

নগরীর কোন ভর্ত্রিণীর আদেশেত অশ্রুজলে আর্দ্রা হইয়া নদ নদী হইতে জল বহিবে, এবং ভ্রষ্ট জনসমূহে ইঙ্গিত করিয়া এ উহাকে কহিবে, ওহে ঐ যে স্ত্রীলোকটি দেখিতেছ, ও ট্রয়নগরস্থ বীরদলের অশ্বদমী হেক্টরের পত্নী ছিল। এই কথা কহিয়া বীরবর হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক শিশুসন্তানটীকে দাসীর ক্রোড় হইতে লইতে চাহিলেন, কিন্তু জ্ঞানহীন শিশু কিরীটের বিদ্যুতাকৃতি উজ্জ্বলতায় এবং তদুপরিস্থ অশ্বকেশরের লড়নে ডরাইয়া ধাত্রীর বক্ষনীড়ে আশ্রয় লইল। বীরবর সহাস্য বদনে মস্তক হইতে কিরীট খুলিয়া ভূতলে রাখিলেন, এবং প্রিয়তম সন্তানের মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, হে জগদীশ! এ শিশুটীকে ইহার পিতা অপেক্ষাও বীর্য্যবত্তর কর। এই কথা কহিয়া দাসীর হস্তে শিশুকে পুনরর্পণ করিয়া শিরোদেশে কিরীট পুনরায় দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রার্থে প্রেয়সীর নিকট বিদায় লইলেন। সুন্দরী রাজ-অট্টালিকাভিমুখে চলিলেন বটে; কিন্তু মুহুর্মুহুঃ পশ্চাৎ-ভাগে চাহিয়া প্রিয়পতির প্রতি সতৃষ্ণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ মেদিনীকে অশ্রুবারিধারায় আর্দ্র করিতে লাগিলেন।

এ দিকে সুন্দর বীর স্কন্দর দেদীপ্যমান অস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া যেমন বন্ধনরজ্জুমুক্ত অশ্ব গম্ভীর হেষারব করিয়া উচ্চপুচ্ছে মন্দুরা হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ নগরতোরণ হইতে বাহিরিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ*

[হেক্টর এবং সুন্দর বীর স্কন্দর রণভূমে ফিরিয়া আইলে ট্রয়দলের মহানন্দ জন্মিল। পরে হেক্টর গ্রীক্‌দলস্থ বীরদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধার্থে আহ্বান করিলে আয়াসনামক এক দেবাত্মজ বীরবর তাহার সহিত ঘোরতর রণ করিলেক, কিন্তু কাহারও পরাজয় হইল না, উভয় দলের অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইলে পরে সন্ধি করিয়া উভয় সৈন্য স্ব স্ব শববৃন্দ শোকবিগলিত নয়নাসারে ধৌত করিয়া ক্ষুণ্ন হৃদয়ে সর্ব্বগ্রাসী বৈশ্বানরকে বলিস্বরূপ প্রদান করিল। গ্রীকেরা শিবির সম্মুখে এক প্রাচীর রচিত করিয়া তৎসন্নিধানে এক গভীর পরিখা খনন করিল।]

রজনীযোগে লেম্‌নস্ দ্বীপ হইতে তত্রস্থ লোকপাল ঈশনপুত্র উনীয়স্‌প্রেরিত এক সুরাপূর্ণ পোত শিবিরসন্নিধানে সাগরতীরে আসিয়া উতরিলে, গ্রীক্‌যোধেরা কেহ বা পিতল, কেহ বা উজ্জ্বল লৌহ, কেহ বা পশুচর্ম্ম, কেহ বা বৃষভ, কেহ বা রণবন্দী এই সকলের বিনিময়ে সুরা ক্রয় করিয়া সকলে আনন্দে পান করিতে লাগিল। ট্রয় নগরেও এইরূপ আনন্দোৎসব হইল। পরে দীর্ঘকেশী অশ্বদমী ট্রয়স্থ যোধসকল যে যাহার স্থানে বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিল। দেবকুলপতির ইচ্ছামত আকাশ-মণ্ডল সমস্ত রাত্রি উজ্জ্বল হইয়া অশনিস্বনে চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

রজনী প্রভাতা হইলে উষাদেবী পূর্ব্বাশা হইতে ভগবতী বসুমতীর বরাঙ্গ যেন কুসুমময় পরিধানে পরিহিত করিলেন। অমরাবতীতে দেবসভা হইল। দেবকুলনাথ গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দেবদেবীবৃন্দ! তোমরা আমার দিকে মনোভিনিবেশ কর। আমার এ ইচ্ছা যে, কি দেবী কি দেব কেহই কি গ্রীক্ কি ট্রয় সৈন্যদলের এ রণক্রিয়ায় কোন সাহায্য না করেন। যিনি আমার এ আজ্ঞা অবজ্ঞা করিবেন, আমি তাঁহাকে বিস্তর শাস্তি দিব, আর তাঁহাকে এ আলোকময় স্বর্গ হইতে তিমিরময় পাতালে আবদ্ধ করিয়া রাখিব, যদি তোমাদের মধ্যে কেহ আমার রণপরাক্রমের পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তবে আইস, এক সুবর্ণ-শৃঙ্খল ত্রিদিবে উদ্বন্ধন করিয়া তোমরা ত্রিদিবনিবাসী সকল এক দিক্ ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া দেখ, তোমাদিগের সর্ব্বপ্রধান জ্যুস্‌কে স্থলচ্যুত করিতে পারক হও কি না। কিন্তু আমি মনে করিলে তোমাদিগকে সসাগরা সদ্বীপা বসুমতীর সহিত উচ্চে তুলিতে পারি। অতএব আমি তোমাদের মধ্যে বল-

* প্রথম সংস্করণে পাদটীকায় এরূপ মন্তব্য ছিল : এস্থলে ৭/৮ পাতা হারাইয়া গিয়াছে, এক্ষণে সময়াভাবে গ্রন্থকার পুনরায় লিখিতে সমর্থ হইলেন না।

জ্যেষ্ঠ। অন্যান্য দেবদেবীনিকর দেবেশ্বরের এই গম্ভীর বাক্য সসম্ভ্রমে শ্রবণ করিয়া নীরবে রহিলেন। সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী কহিলেন, হে দেবপিতঃ! হে পুরুষোত্তম! আমরা বিলক্ষণ জানি, যে তুমি পরাক্রমে দুর্ব্বার। কিন্তু গ্রীক্‌দলের দুঃখে আমার অন্তঃকরণ সদা চঞ্চল। তথাপি তোমার এ আজ্ঞা অবজ্ঞা করিতে কোন মতেই সাহস করিব না। রণকার্য্যে হস্ত নিক্ষেপ করিব না। কিন্তু এই মিনতি করি, যে তাহাদিগকে হিতকর পরামর্শ দিতে আপনি আমাকে অনুমতি দেন। মেঘবাহন সহাস বদনে উত্তর করিলেন, হে প্রিয় দুহিতে। তোমার এ মনোরথ সুসিদ্ধ কর, তাহাতে আমার কোন বাধা নাই।

এই কহিয়া দেবকুলপতি ব্যোমযানে আরোহণ করিলেন। এবং পিতলপদ, কুঞ্চিত-কাঞ্চন-কেশর-মণ্ডিত আশুগতি অশ্বসমূহে পৃথিবী ও তারাময় নভস্থলের মধ্য দিয়া অতিদ্রুতে উৎসময়ী বনচরযোনি ঈডানামক গিরিশিরে উত্তীর্ণ হইলেন। সে স্থলে গার্গর নামে দেবপতির এক সুরম্য উপবন ছিল। সেই স্থলে দেবনাথ ব্যোমযান মায়া-মেঘে আবৃত করিয়া আপনি আসীন হইয়া রণক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

বিভাবরী প্রভাতা হইলে দীর্ঘকেশী গ্রীক্‌গণ স্ব স্ব শিবিরে প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধা করিয়া ভোজনান্তে রণসজ্জা গ্রহণ করিলেন। ও দিকে ট্রয় নগরের রাজতোরণ উদঘাটিত হইলে, রণব্যগ্র রথারূঢ় ও পদাতিকগণ হুহুঙ্কারে বহির্গত হইল। দুই সৈন্য পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলে ফলকে ফলকাঘাতে কুন্তে কুন্তাঘাতে ভৈরবারব উদ্ভিবিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে আর্ত্তনাদ ও প্রগল্‌ভতাসূচক নিনাদে চতুর্দ্দিক্‌ পরিপূরিত হইল। এবং ক্ষণমাত্রেই ভূতলে শোণিত-স্রোতঃ বহিতে লাগিল। এইরূপে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত মহাহব হইতে লাগিল।

রবিদেব আকাশমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইলে দেবকুলপতি সহসা ঈডাগিরিচূড়া হইতে ইরম্মদস্রোতঃ বায়ুপথে মুহুর্মুহুঃ বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। ও বজ্রগর্জ্জনে জগজ্জনের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। পাণ্ডুগণ্ড শঙ্কা গ্রীক্‌দিগকে সহসা আক্রমণ করিল। এমন কি রাজকুল-চক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌ননাদি বীরকুল-চূড়ামণিরাও বীরবীর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কেবল বৃদ্ধ রথী নেস্তর রথের অশ্ব সুন্দর বীর স্কন্দরনিক্ষিপ্ত শরে গতিহীন হওয়াতে পলায়ন করিতে সক্ষম হইলেন ন। দূরে সামর্থ্যশালী রথী হেক্‌টরের দ্রুত রথ সৈন্যদল হইতে সহসা বহির্গত হইয়া রণক্ষেত্রাভিমুখে ধাইতেছে, এই দেখিয়া রণবিশারদ দ্যোমিদ্‌ বীরবর অদিস্যূস্‌কে ভৈরবে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন, কি সর্ব্বনাশ! হে বীরকেশরী, তুমিও কি একজন ভীরু জনের ন্যায় পলায়নপরায়ণ হইলে। ঐ দেখ, কৃতান্ত-রূপে অরিন্দম হেক্‌টর এ দিকে আসিতেছে, আইস, আমরা এ বৃদ্ধ বীরকে আপনাদের বক্ষরূপ ফলকে আশ্রয় দিয়া এ বিপদ্‌-স্রোত হইতে রক্ষা করি।

বীরবরের এই বাক্য ভয়ঙ্কর কোলাহলে প্রলীন হওয়াতে বীরপ্রবর অদিস্যূসের কর্ণগোচর হইতে পারিল না। বীরপ্রবীর শিবিরাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। এই দেখিয়া রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্‌ বৃদ্ধ বীর নেস্তরের রথাগ্রে উগ্রভাবে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং কহিলেন, হে নেস্তর, তোমার বাহুযুগলে কি আর যুবজনের বল আছে, যে তুমি ঐ আগন্তুক রিপুকুলকৃতান্তকে দেখিয়া এখানে রহিয়াছ, তুমি শীঘ্র আমার রথে আরোহণ কর।

বৃদ্ধ বীরবর আপন রথ রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদের সারথি দ্বারা সসারথি করিয়া দ্যোমিদের রথে আরোহণপূর্ব্বক রশ্মি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং সে বীরবরের সারথ্যক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রথ অতি শীঘ্র বীরকেশরী হেক্‌টরের রথের নিকট উপস্থিত হইল, এবং রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্‌ কৃতান্তদণ্ড স্বরূপ দণ্ডাঘাতে ট্রয়রাজকুলের নিত্য ভরসাস্বরূপ ভাস্বর-কিরীটী হেক্‌টরের সারথিকে মরণপথের পথিক করিলেন। অতিত্বরায় আর একজন সারথি

রাজকুমারের রথারোহণ করিলে, বীরকেশরী ক্ষুণ্ণ ও রোষান্বিত চিত্তে জলদপ্রতিম-স্বনে ঘোরনাদ করিয়া উঠিলেন এবং তদ্দণ্ডে কুলিশনিক্ষেপী কুলিশী বজ্রাঘাতে রণকোবিদ দ্যোমিদের অশ্বদলকে ভয়াতুর করিলেন। আশুগতি অশ্বদল সভয়ে ভূতলশায়ী হইল। এবং মহাতঙ্কে বৃদ্ধ সারথিবর এতাদৃশ বিহ্বলচিত্ত হইলেন, যে অশ্বরশ্মি তাঁহার হস্ত হইতে চ্যুত হইল। তখন তিনি গদ্গদ বচনে কহিলেন, হে দ্যোমিদ্! তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না যে, বিশ্বপিতা দেবেন্দ্র ঐ দুদ্ধর্ষ ধন্বীকে অদ্য সমরে দুর্নিবার করিতে অতীব ইচ্ছুক। অতএব ইহার সহিত এ সমরে রণরঙ্গে প্রবৃত্তি মতিচ্ছন্ন মাত্র। দ্যোমিদ্ কহিলেন, হে তাত, এ সত্য কথা বটে; কিন্তু পলায়ন সাধন দ্বারা এ দুরন্ত হেক্টরের আত্ম-শ্লাঘা বৃদ্ধি করা৹ কোন মতেই আমার মনোনীত নহে। বৃদ্ধবর উত্তর করিলেন, হে দ্যোমিদ্! তোমার এ কি কথা! তোমার পরাক্রম পরকুলে সর্ব্ববিদিত; যদ্যপি হেক্টর তোমাকে ভীরু ভাবিয়া হেয় জ্ঞান করে, তবে ট্রয় নগরে তোমার হস্তে বীরবৃন্দের বিধবা গৃহিণীদলকে দেখিলে তাহার সে ভ্রান্তি দূরীভূত হইবে।

এই কহিয়া বৃদ্ধ রথী শিবিরাভিমুখে রথ পরিচালিত করিতে লাগিলেন। হেক্টর গম্ভীর নিনাদে কহিলেন, হে দ্যোমিদ্! তুমি কি এক জন ভীরু কুলবালার ন্যায় বীরব্রতে ব্রতী হইতে চাহ না? হে বলীজ্যেষ্ঠ! এই কি তোমার রণব্রতের প্রতিষ্ঠা! বীরবরের এই কথা শুনিয়া রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ রণেচ্ছুক হইয়া ফিরিতে চাহিলেন ; কিন্তু ঘন ঘনঘটার গর্জ্জনে এবং সৌদামিনীর অবিরত স্ফুরণে ভীত হইয়া সে আশা পরিত্যাগ করিলেন। বীরেশ্বর হেক্টর উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে ট্রয়স্থ বীরবৃন্দ! আইস! আমরা স্বসাহসে গ্রীক্দলের রচিত প্রাচীর আক্রমণ করি, আর মূঢ়দিগকে দেখাই, যে আমাদিগের দুর্নিবার্য্য বীরবীর্য্য ওরূপ অবরোধে রুদ্ধ হইবার নহে, আর আমাদিগের বায়ুপদ অশ্বাবলী ওরূপ পরিখা অতি সহজে লম্ফদিয়া উল্লঙ্ঘন করিতে পারে। চল, আমরা ত্বরায় যাই। আমার বড় ইচ্ছা যে ঐ স্বর্ণফলক, যাহার খ্যাতি জগজ্জনবিদিতা, তাহা কাড়িয়া লই; ও রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদের বিশ্বকর্ম্মার বিনির্ম্মিত কবচও আত্মসাৎ করি। হেক্টরের এই প্রলম্ভ বাক্যে ভগবতী হীরী সরোষে যেন সিংহাসনোপরি কম্পমানা হইয়া উঠিলেন। মহাগিরি অলিম্পুষও সে আকস্মিক চালনায় থর থর করিয়া অধীর হইয়া উঠিল। দেবরাণী সক্রোধে নীরেশ পশ্বেদন্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাকায় ভূকম্পকারী জলদলপতি! গ্রীক্দলের এ অবস্থা দেখিয়া তোমার কি দয়ার লেশমাত্র হয় না। জলরাজ বরুণ উত্তর করিলেন, হে কর্কশভাষিণী হীরী! তুমি ও কি কহিলে? আমি কি দেবকুলেন্দ্রের সহিত দ্বন্দ্ব করিতে সক্ষম?

দেবদেবিতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে ট্রয়দলস্থ অশ্বাবলী ও ফলকধারীদলে সেনানী স্কন্দরূপী অরিন্দম হেক্টর প্রাচীররূপ অবরোধ ভেদ করিয়া গ্রীক্‌সৈন্যের শিবিরাবলীতে ও তন্নিকটস্থ সাগরযানসমূহে হুহুঙ্কার নিনাদে অগ্নি প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। এ দুর্ঘটনা দেখিয়া গ্রীক্‌দলহিতৈষিণী বিশালনয়নী দেবী হীরী রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌ননের হৃদয়ে সহসা সাহসাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় এক পোতের উচ্চ চূড়ায় দাঁড়াইয়া গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে গ্রীক্ যোধদল! এ কি লজ্জার বিষয়! তোমাদের বীরতা কি কেবল তোমাদের মধ্যেই দেদীপ্যমান। তোমরা কি হেক্টরকে একলা দেখিয়া, রণপরাঙ্মুখ হইতে চাহ। হে প্রজাপতি দেবকুলেন্দ্র! আপনার চিরসেবায় কি আমার এই ফল লাভ হইল! এরূপ লজ্জারূপ তিমিরে কোন দেশে কোন রাজার কোন কালে গৌরব-রবি ম্লান হইয়াছে। হে পিতঃ! তুমি অদ্য এ সেনাকে এ বিষম বিপদ্ হইতে মুক্ত কর! রাজচক্রবর্ত্তীর এতাদৃশ করুণারসান্বিত স্তুতিবাক্যে দেবকুলপতির হৃদয়ে করুণারসের সঞ্চার হইল। রাজহৃদয় শান্তকরণ-বাসনায় দেবরাজ পক্ষিরাজ গরুড়কে একটি মৃগশাবক

ক্রম দ্বারা আক্রমণ করাইয়া সমুখে উড়াইলেন। এই সুলক্ষণ লক্ষ্য করিয়া গ্রীক্‌যোধসকল বীরপরাক্রমে হুহুঙ্কার ধ্বনি করতঃ আক্রমিত রিপুদলের সহিত যুঝিতে আরম্ভ করিলেন। উভয় দলের অনেকানেক বীর পুরুষ সমরশায়ী হইল। ভাস্বর-কিরীটী বীরেশ্বরের বাহুবলে গ্রীক্‌সৈন্যমণ্ডলী চতুর্দ্দিকে লণ্ডভণ্ড হইতে লাগিল। বীরকেশরী সর্ব্বভুকের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী হইলেন।

শ্বেতভূজা দেবী হীরী প্রিয়পক্ষের এ দুর্গতিতে নিতান্ত কাতরা হইয়া দেবী আথেনীকে কহিতে লাগিলেন, হে সখি! হে দেবকুলেন্দ্র-দুহিতে! আমরা কি গ্রীক্‌দলকে এ বিপজ্জাল হইতে মুক্ত করিতে যথার্থই অশক্ত হইলাম। ঐ দেখ, রিপুকুলান্ত দুর্দ্দান্ত হেক্‌টর এক শরে অদ্য গ্রীক্‌দলের সর্ব্বনাশ করিল। দেবী আথেনী উত্তরিলেন, এ ত বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, যদ্যপি আমার পিতা দেবপতি ও দুরাত্মার সহায় না হইতেন, তবে ও এতক্ষণ কোথায় থাকিত! কিন্তু আইস! তোমার রথে তোমার বায়ুগতি অশ্ব যোজনা কর! আমি ক্ষণমধ্যে দেবধামে প্রবেশ করিয়া রণবেশ ধারণ করিয়া আসি। দেখি, রণক্ষেত্রে আমাকে দেখিয়া ভাস্বরকিরীটী প্রিয়ামপুত্রের হৃদয়ে কি আনন্দভাবের আবির্ভাব হয়। ভগবতী হীরী মনোরঙ্গে ত্বরিতগতিতে আপন তুরঙ্গম-অঙ্গ রণপরিচ্ছদে আচ্ছাদিত করিলেন।

দেবী আথেনী আপন নিত্য অতীব মনোরম বসন পরিত্যাগ করিয়া কবচাদি রণভূষণে বিভূষিত হইয়া আগ্নেয় রথে আরোহণ করিলেন। যে ভীষণ শূল দ্বারা দেবী রোষ-পরবশা হইয়া মহা মহা অক্ষৌহিণীকে রণক্ষেত্রে এক মুহূর্ত্তে ক্ষত বিক্ষত করেন, সেই ভয়গর্ভ শূল দেবীর হস্তে শোভিতে লাগিল, শ্বেতভুজা দেবী হীরী সারথ্যকার্য্যে নিযুক্তা হইলেন। অমরাবতীর কনক-তোরণ আপনা আপনি সহজে খুলিল। নভোমণ্ডলে ভীষণ স্বনে ব্যোমযান ভূতলাভিমুখে ধাইতেছে এমন সময়ে ঈড়া নামক শৃঙ্গধরের তুঙ্গতম শৃঙ্গ হইতে মহাদেব দেবীদ্বয়কে দেখিয়া অতিরোষে গরুত্মতী দেবদূতী ঈরীষাকে কহিলেন, তুমি হে হৈমবতী দেবদূতী! অতিশীঘ্র ঐ দুটি দুষ্টা কলহপ্রিয়া দেবীকে অমরাবতীতে ফিরিয়া যাইতে কহ। নচেৎ আমি এই দণ্ডে প্রচণ্ড আঘাতে উহাদিগের রথ চূর্ণ করিয়া দিব! এবং বাজীব্রজকে খঞ্জ করিয়া ফেলিব। দেবদূতী দেবাদেশে ব্যত্যাগতিতে চলিলেন। এবং দেবীদ্বয়কে অমরাবতীতে ফিরাইয়া দিলেন। কতক্ষণ পরে দেবকুলেন্দ্র আপন সুচক্র ও সুন্দর স্যন্দনে অলিম্পুষের শিরস্থিত নিত্যানন্দ ভবনে পুনরাগমন করিলেন। এবং আপনার উগ্রচণ্ডা পত্নী দেবী হীরীকে কহিলেন, যত দিন পর্য্যন্ত রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌নন্‌ বীরচক্রবর্ত্তী আকিলীসের রোষাগ্নি নির্ব্বাণ না করে, তত দিন ভাস্বরকিরীটী হেক্‌টরের নাশক পরাক্রমে গ্রীক্‌দলের এই অনির্ব্বচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিবে। অমরাবতীতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে দিননাথ জলনাথের নীল জলে যেন নিমগ্ন হইয়া আপন কাঞ্চন কিরণজাল সংবরণ করিলেন। রজনী সমাগমে গ্রীক্‌দল আনন্দসাগরে ভাসিলেন। কিন্তু ট্রয়স্থ বীরবরেরা অসন্তুষ্টচিত্তে রণকার্য্যে পরাঙ্মুখ হইলেন। ভীমশূলপাণি হেক্টর উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! ভাবিয়াছিলাম, যে অদ্য রণে গ্রীক্‌-দলের গৌরবরবিকে চির রাহুগ্রাসে নিপতিত করিব; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিরামদায়িনী নিশাদেবী, দেখ, আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সুতরাং আমাদিগের এক্ষণে বিরামলাভেই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কিন্তু অদ্য এই স্থলেই আমাদের অবস্থিতি। কেহ কেহ নগর হইতে সুখাদ্য পিষ্টকাদি দ্রব্য ও সুপেয় সুরাদি পানীয় দ্রব্য আনয়ন কর, এবং নগরবাসী জনগণকে সাবধানে রজনীযোগে নগর রক্ষার্থে কহ, এবং বাজীরাজীর রথবন্ধন নির্ব্বন্ধন কর এবং তাহাদিগের খাদ্য দ্রব্য সকল তাহাদিগকে প্রদান কর, দেখি, কোন গ্রীক্‌যোধ আগামীকল্য আমাদিগের পরাক্রম হইতে নিষ্কৃতি পায়।

বীরবরের এই বাক্যে ট্রয়স্থ যোধনিকর

মহানন্দে সিংহনাদ করিল। এবং তাঁহার বাক্যানুসারে কর্ম্ম করিল। অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া রণীগণ রণসাজে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রণভূমিতে বসিল, যেমন অভ্রশূন্য নভোমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডলী নক্ষত্ররাজের চতুষ্পার্শ্বে দেদীপ্যমান হওতঃ তুঙ্গ শৃঙ্গ শৈলসকল ও দূরস্থিত বন উপবন আলোক বর্ষণে দৃশ্যমান করায়, এবং মেশপালদলের আনন্দ উৎপাদন করে, সেইরূপ গ্রীক্‌শিবির ও স্কন্দস্ নদস্রোতের মধ্যস্থলে ট্রয়দলস্থ অগ্নিকুণ্ডসমূহ শোভিতে লাগিল। এক সহস্র অগ্নিকুণ্ড জ্বলিল। প্রতি কুণ্ডের চুতষ্পার্শ্বে পঞ্চশৎ রণবিশারদ রণী বিরাজ করিতে লাগিলেন। রণীযূথের সন্নিধানে অশ্বাবলী ধবল যব ভক্ষণ করিতে লাগিল, এইরূপে সকল কনক-সিংহাসনাসীনা ঊষার অপেক্ষায় সে রণক্ষেত্রে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজকুলেন্দ্র বৃদ্ধ প্রিয়াম্‌নন্দন অরিন্দম হেক্‌টর এইরূপ স্ববলদলে রণক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গ্রীক্‌শিবিরে এক মহাতঙ্ক উপস্থিত হইল। অনেকানেক বলীগণ সভয়ে পলায়ন-তৎপর হইল। সৈন্যের এরূপ সাহসশূন্যতায় নেতা মহোদয়েরা ব্যাকুলচিত্ত হইয়া উঠিলেন। যেমন দুই বিপরীত কোণ হইতে বেগবান্ বায়ুবহিতে আরম্ভ করিলে মকর ও মীনাকর সাগরে জলরাশি অশান্তভাবে স্ফুরিত থাকে, গ্রীক্‌সেনাপতিদলের মনও সেইরূপ বিকল ও বিহ্বল হইয়া উঠিল।

রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌নন্ অতীব ব্যথিত হৃদয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং রাজবন্দীবৃন্দকে অতি মৃদুস্বরে নেতৃবৃন্দকে সভামণ্ডপে আহ্বান করিতে আজ্ঞা করিলেন। সভা হইল, রাজচক্রবর্ত্তী জলপূর্ণ প্রস্রবণের ন্যায় অনর্গল অশ্রুবিন্দু নিপাত ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ কহিলেন, হে বান্ধবদল, হে গ্রীককুলনাশক, হে অধিপতিগণ! দেখ, নির্দ্দয় দেবকুলপিতা অদ্য আমাকে কি বিপজ্জালে পরিবেষ্টিত করিয়াছেন। যাত্রাকালে তিনি আমাকে যে আশা ভরসা দিয়াছিলেন, তাহা ফলবতী করিতে, বোধ হয়, তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক। হায়! আমরা কেবল বিফলে বহু প্রাণ হারাইবার জন্য এ কুদেশে কুলগ্নে আসিয়াছিলাম! এক্ষণে চল, আমরা দূর জন্ম-ভূমিতে ফিরিয়া যাই! এ মহানগর ট্রয় পরাভূত করা আমাদের ভাগ্যে নাই। রাজচক্রবর্ত্তীর এই বাক্যে গ্রীক্‌দল স্বশোকে যেন অবাক্ হইয়া রহিল। কতক্ষণ পরে রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ উঠিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজচক্রবর্ত্তী সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয়! আমি যাহা কহিতে বাঞ্ছা করি, সে লাঞ্ছনা-উক্তিতে আপনি বিরক্ত হইবেন না। দেবকুলপিতার ভয়ে আমরা সকলেই তোমার অধীন বটি: কিন্তু এরূপ পদপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির উপযুক্ত পরাক্রম তোমাতে নাই। তুমি এ কি কহিতেছ? বীরযোনি হেলাসের পুত্র গোত্র কি এতাদৃশ বীর্য্যবিহীন, যে তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া যাইবে। যদি তোমার এমত ইচ্ছা হয়, তবে তুমি প্রস্থান কর। তোমার ঐ পথ তোমার সম্মুখে প্রতিবন্ধকবিহীন। আর কেহই এরূপ করিতে বাসনা করে না। আর কেহই ত্রাসে পরবশ হইয়া এরূপ বাসনা করে না। রণবিশারদ দ্যোমিদের এ কথায় সকলে প্রশংসা করিলেন। বিজ্ঞবর নেস্তর কহিলেন, হে দ্যোমিদ্! তুমি যথার্থ কহিয়াছ! এ দেশ পরিত্যাগ করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। কিন্তু এ স্থলে এ বিষয়ের আন্দোলন করাও অনুচিত, অতএব হে রাজচক্রবর্ত্তী! তুমি প্রধান প্রধান নেতা মহোদয়গণকে আপন শিবিরে আহ্বান কর, এবং তদগ্রে কতিপয় রণকোবিদ বাহুবলশালী বীরদলকে পরিখার সন্নিকটে এ শিবিরের রক্ষা কার্য্যে প্রেরণ কর। বিজ্ঞবরের এ আজ্ঞা রাজা শিরোধার্য্য করিলেন। রাজশিবিরে প্রথমে লোকনাথদলের পরিতোষার্থে উপাদেয় ভোজন পান সামগ্রী দাসদলে আনয়ন করাইলেন। ভোজন পানে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারিত হইলে, বৃদ্ধ নেস্তর কহিতে লাগিলেন, হে রাজচক্রবর্ত্তী! আমি যাহা কহিতেছি, আপনি তাহা বিশেষ মনোযোগ করিয়া শ্রবণ করুন। আমার বিবেচনায় বীরকেশরী আকিলীসের সহিত কলহ করা

আপনার অতীব অন্যায় হইয়াছে, কেন না, আপনি বিলক্ষণ জানিবেন যে, বীরকুলহর্য্যক্ষের বাহুবলস্বরূপ আবৃতি ব্যতীত এমন কোন আবরণ নাই, যে তদ্দ্বারা আপনি ঐ ভাস্বর-কিরীটী হেক্টরের নাশক অস্ত্রাঘাত হইতে এ সৈন্যের রক্ষা করিতে পারেন। বিজ্ঞবরের এই কথায় রাজচক্রবর্ত্তী কহিলেন, হে ভগবন্! হে তাত! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা যথার্থ। কিন্তু আমি রোষ-পরবশ হইয়াযে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, এই তাহার সমুচিত দণ্ড বটে! এক্ষণে ভগ্ন প্রীতি-শৃঙ্খল পুনর্যুক্ত করিতে আমি সেই অস্পৃষ্টা কুমারী ব্রীষীশা সুন্দরীর সহিত তাহাকে বিবিধ মহার্হ ধন দিতে প্রস্তুত আছি, এমন কি, যদ্যপি ভগবান্ দেবকুলপিতা আমাদিগকে রণজয়ী করেন, তাহা হইলে আমার রাজপুরে তিনটি পরম সুন্দরী নন্দিনীর মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহার সহিত বিনা পণে উহার পরিণয়ক্রিয়া সমাধা করিব। আর যৌতুকরূপে জনসমাকীর্ণ সপ্তখানি গ্রাম দিব। যে ব্যক্তি সাধনা করিলে বশবর্ত্তী না হয়, সকলে তাহাকে ঘৃণা করে, এমন কি, কৃতান্ত দেব দেবকুলোদ্ভব হইয়াও এই দোষে নিখিল জগন্মণ্ডলে ঘৃণাস্পদ হইয়াছেন। বীরকেশরীকে কহিও, যে ওই সকল দ্রব্যজাত গ্রহণ করিয়া সে আমার পুনরায় আজ্ঞাকারী হউক! আমি এ সৈন্যদলের অধ্যক্ষ এবং বয়সেও তাহার জ্যেষ্ঠ!

রাজবাক্যে বিজ্ঞবর নেস্তর মহা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে রাজকুলপতি! এই তোমার উপযুক্ত কর্ম্ম বটে! অতএব এই নেতৃদলের মধ্য হইতে কতিপয় বিজ্ঞতম জনকে এ সুবার্ত্তা বহনার্থে বীরকেশরীর শিবিরে প্রেরণ কর। আমার বিবেচনায়, দেবপ্রিয় ফেনিক্স, মহেস্বাস আয়াস ও অভিজ্ঞ অদিস্যুসের সহিত হদ্যুস্ ও উরুবাতীস্ দূতদ্বয়কে এ কার্য্য সাধানার্থে প্রেরণ করিলে ভাল হয়। কিন্তু যাত্রাগ্রে শান্তিজল ইহাদের উপরিসেচন কর, আর তোমরা সকলে মঙ্গলার্থে মঙ্গলদাতা জ্যুসের সকাশে প্রার্থনা কর।

পরে পঞ্চ জন ধীরে ধীরে উচ্চ বীচিময় সাগরতটপথ দিয়া বীরকেশরী আকিলীসের শিবিরাভিমুখে চলিলেন, এবং বসুধাপরিবেষ্টিত জলদলপতিকে মঙ্গলার্থে স্তুতি করিতে লাগিলেন। বীরকেশরীর শিবির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তিনি এক সুনির্ম্মিত মধুরধ্বনি বীণা সহকারে বীরকুলের কীর্ত্তি সংকীর্ত্তন করিয়া আপন চিত্তবিনোদন করিতেছেন। সখা পাত্রক্লুস্ নীরবে সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে দেবোপম অদিস্যুস্ শিবিরদ্বারে উপনীত হইলেন। বীরকেশরী পঞ্চ জনের সহসা সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া আসন পরিত্যাগ করতঃ তাহাদিগের হস্ত আপন হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া কহিলেন, হে বীরেন্দ্রবর! আসিতে আজ্ঞা হউক! এই কহিয়া বীরকেশরী অতিথিবর্গকে সুন্দরাসনে বসাইলেন। এবং পাত্রক্লুস্‌কে কহিলেন, হে সখে! তুমি উত্তম পাত্র দ্বারা উত্তম সুরা শীগ্র আনয়ন কর। কেন না, অদ্য আমার এ বাসস্থলে আমার পরমপ্রিয় মহোদয়গণ শুভাগমন করিয়াছেন। বীর অতিথিবর্গের আতিথ্য ক্রিয়া সুচারুরূপে সমাধা হইলে অদিস্যুস্ কহিতে লাগিলেন, হে দেবপুষ্ট ধন্বী, আমরা যে কি হেতু তোমার এ শিবিরে আগমন করিয়াছি তাহার কারণ শ্রবণ কর। আমাদিগের জীবন মরণ অধুনা তোমারি হস্তে। কেন না, এ দলের সঙ্কটকারী হেক্টর স্ববলে আমাদিগের শিবির-সন্নিকটে অবস্থিতি করিতেছে, এবং তাহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, আমাদিগের পোত সকল ভস্মসাৎ করিয়া আমাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে। অতএব তুমি মনোনিকৃন্তন কারী রোষ অন্ত করিয়া পুনরায় স্বকুন্তে আমাদিগকে রক্ষা কর।

রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্নন্ তোমার সহিত সন্ধি করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র। এবং তোমাকে কৃশোদরী ব্রীষীশার সহিত বহুবিধ ধন দিতে প্রস্তুত। এবং তাঁহার তিন লাবণ্যবতী দুহিতার মধ্যে, যাহাকে তোমার ইচ্ছা, তাহার সহিত তোমার পরিণয় দিতে সম্মত আছেন, কিন্তু যদ্যপি, হে রিপুসূদন, এ সকল বস্তু গ্রহণে তোমার রুচি না হয়, তথাচ রিপুপীড়িত

গ্রীক্‌যোধদলের প্রতি তুমি দয়া কর। এবং তাহাদিগের প্রাণদানে তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ কর। আর এই সুযোগে নিষ্ঠুর রিপু হেক্টরকেও ঘোর রণে বিনষ্ট করিয়া অক্ষয় যশঃ লাভ কর।

বীরকেশরী আকিলীস্ উত্তর করিলেন, হে অদিস্যুস আমি তোমাদিগের নিকট আমার মনের কথা মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিব। সে কপট ব্যক্তি নরকদ্বার তুল্য আমার নিকট ঘৃণিত ; যে তাহার রমনঃভেদবাক্য রসনাকে কহিতে দেয় না। এরূপ ব্যক্তি নরাধন। রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌ননের সহিত আমার ভগ্ন প্রণয়শৃঙ্খল আর কোন মতেই সুশৃঙ্খল হইতে পারে না।

দেখ! যেমন বিহঙ্গী পক্ষবিহীন ও আত্ম-রক্ষাক্ষম শিশু শাবকগুলির পালনার্থে বহুবিধ আয়াস সহ্য করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করে, আপন জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করে, সেইরূপ আমি এ সেনার হিতার্থে কি না করিয়াছি ; কত শত কৃতান্তসদৃশ রিপুকুলান্তক রিপুর সহিত ঘোরতর সমর করিয়াছি। কিন্তু ইহাতে আমার কি ফল লাভ হইয়াছে। তোমরা সকলে স্বস্থানে ফিরিয়া যাও। কল্য আমি সাগরপথে স্বজন্মভূমিতে ফিরিয়া যাইব।

বীরকেশরীর এই নিষ্ঠুর বাক্যে মুগ্ধচিত্ত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রবোধবাক্যে সাধিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের যত্ন অকর্ম্মণ্য ও বিফল হইল। বীরকেশরী আকিলীসের হৃদয়কুণ্ডে প্রচণ্ড রোষাগ্নি পূর্ব্ববৎ জ্বলিত রহিল। দূত মহোদয়েরা বিষণ্ণ বদনে রাজশিবিরে প্রত্যাগমন করিলে রাজচক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রশংসাভাজন অদিস্যুস্! হে গ্রীক্‌কুলের গৌরব! কি সংবাদ। তোমরা কি কৃতকার্য্য হইয়াছ। অদিস্যুস্ উত্তর করিলেন, মহারাজ! বীরকেশরী আকিলীস্ এ সেনার হিতার্থে রণ করিতে নিতান্ত অনভিলাষুক। কল্য প্রত্যূষে তিনি সাগরপথে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন। এ কুসংবাদে রাজচক্রবর্ত্তী নিতান্ত কাতর ও উন্মনা দেখিয়া রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ কহিলেন, মহারাজ, এ দুরন্ত প্রগল্‌ভী মূঢ়ের নিকট আপনার দূত প্রেরণ করা অতীব আশ্চর্য্য হইয়াছে। কেন না, আপনার বিনীতভাবে তাহার আত্মশ্লাঘা শত গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার যাহা সে তাহাই করুক। হয় ত, কালে দেবতা তাহাকে রণোৎসুক করিবেন। এক্ষণে আমাদের সকলের বিশ্রাম লাভ করা আবশ্যক। প্রত্যূষে হৈমবতী ঊষা সন্দর্শন দিলে তুমি আপনি পদাতিক ও বাজীরাজী ও রথগ্রামে পরিবেষ্টিত হইয়া সমরক্ষেত্রে বীরবীর্য্যে কার্য্য সমাধা কর। দেখ, ভাগ্যদেবী কি করেন। রণবিশারদ দ্যোমিদের এতাদৃশী মন্ত্রণা নেতৃগোত্রে প্রশংসনীয় হইল। পরে সকলে গাত্রোত্থান করতঃ যে যাহার শিবিরে বিরাম লাভার্থে গমন করিলেন।

অন্যান্য নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব শিবিরে স্বচ্ছন্দে নিদ্রাদেবীর উৎসঙ্গ প্রদেশে বিরাম লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিরামদায়িনী রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌ননের শিবিরে যেন অভিমানে প্রবেশ করিলেন না, সুতরাং লোকপাল মহোদয় দেবীপ্রসাদে বঞ্চিত হইলেন। যেমন, সুকেশো দেবী হীরীর প্রাণেশ দেবকুলপতি যৎকালে আসার, কি শিলা, কি তুষারবর্ষণেচ্ছুক হন, বাত্যারম্ভে আকাশমণ্ডল এক প্রকার ভৈরব রবে পরিপূর্ণ হয়, অথবা যেমন, কোন দেশে রণরূপ রাক্ষস রণকুলের গ্রাসাভিপ্রায়ে আপন বিকট মুখ ব্যাদান করিবার অগ্রে এক প্রকার ভয়াবহ শব্দ সে দেশে সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ রাজ-শয়নাগার মহারাজের হাহাকারপূর্ব্বক আর্ত্তনাদে ও দীর্ঘনিশ্বাসে পূরিয়া উঠিল। যত বার তিনি রণক্ষেত্রবর্ত্তী বিপক্ষ পক্ষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অগ্নিকুণ্ডমণ্ডলীর একত্র সংগৃহীত অংশুরাশি দর্শনে তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয় অন্ধ হইয়া উঠিল। অনিলানীত মুরলী ও বেণু প্রভৃতি অন্যান্য বিবিধ সঙ্গীতযন্ত্রের সুমধুর বিশুদ্ধ তানলয়ে মিশ্রিত কোলাহল ধ্বনিতে শ্রবণালয় যেন অবরুদ্ধ হইয়া উঠিল। যত বার তিনি স্বসৈন্যের প্রতি দৃষ্টি পরিচালনা করিলেন, তাহাদিগের নিরানন্দ অবস্থায় তিনি আক্ষেপ ও রোষে কেশ ছিঁড়িতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে

যে শয্যাক্ষেত্র দুর্ভাবনারূপ কৃষীবল তীক্ষ্ণ কন্টকময় করিয়াছিল, সে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ গাত্রোত্থান করিলেন।

প্রথমে বক্ষদেশ সুবর্ণকবচে আবৃত করিলেন। পরে পদযুগে সুন্দর পাদুকাদ্বয় বাঁধিলেন। এবং পৃষ্ঠদেশে এক প্রশস্ত পিঙ্গলবর্ণ সিংহচর্ম্ম ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে স্বীয় সুদীর্ঘ শূল লইলেন। স্কন্দপ্রিয় বীরকেশরী মানিল্যুসও স্বশিবিরে সৈন্যের দুর্দ্দশাজনিত ব্যাকুলতায় নিদ্রা পরিহরণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন, এবং রণের বেশ বিন্যাস করিয়া স্বীয় রাজভ্রাতার শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে রথীদ্বয়ের সমাগমন হইল। কনিষ্ঠ কহিলেন, হে বন্দনীয়! আপনি কি নিমিত্ত এ সময়ে এ পরিচ্ছদে শয্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনার কি এই ইচ্ছা যে রিপুদলে কোন গুপ্তচরকে গুপ্তভাবে প্রেরণ করেন! এ ঘোর তিমিরময় রজনীযোগে এ অসাধ্য অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে কাহার সাধ্য হইবে।

রাজচক্রবর্ত্তী উত্তর করিলেন, হে ভ্রাতঃ! আমি সুমন্ত্রণার্থে বিজ্ঞবর তাত নেস্তরের শিবিরে যাত্রা করিতেছি। আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে দেবকুলপতি প্রিয়াম্‌নন্দন অরিন্দম হেক্‌টরের নিতান্ত পক্ষ হইয়াছেন। নতুবা কোন একেশ্বর নরযোনি বলী এরূপ অদ্ভুদ কর্ম্ম করিতে পারে? মনে করিয়া দেখ, গত দিবসে এ দুর্দ্দান্ত অশান্ত ব্যক্তি কি না করিয়াছিল। গ্রীক্‌সেনার স্মৃতিপথ হইতে ইহার অদ্বিতীয় পরাক্রমের উত্তাপ কি শীঘ্র দূরীকৃত হইবে। হে দেবপুষ্ট ভ্রাতঃ! রিপুকুলত্রাস আয়াস্ ও অন্যান্য সুহৃজ্জনকে গিয়া ডাকিয়া আন। আমি বিজ্ঞবর তাত নেস্তরের সন্নিকটে যাই। মহারাজ এইরূপে প্রিয় ভ্রাতার নিকট বিদায় লইয়া বিজ্ঞবর নেস্তরের শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, প্রাচীন রণসিংহ কোমল শয্যাশায়ী হইয়া রহিয়াছেন। একখানি ফলক দুইটা শূল এবং ভাস্বর শিরস্ক, এই সকল বিচিত্র পরিচ্ছদ নিকটে শোভিতেছে। মহারাজের পদধ্বনিতে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, বৃদ্ধ যোধপতি কহিলেন, তুমি, এ ঘোর অন্ধকার রাত্রিকালে নিদ্রা পরিহার করিয়া, আমার এ শয়নমন্দিরে সহসা উপস্থিত হইলে কেন। কারণ কহ! নতুবা নীরবে আমরা নিকটবর্ত্তী হইলে তোমার আর নিস্তার থাকিবে না, তুমি কি চাহ। দেখ, যদি স্বরসংযোগে তোমাকে চিনিতে পারি। মহারাজ উত্তর করিলেন, হে তাত! হে গ্রীক্‌বংশের অবতংস! আমি সেই হতভাগা আগেমেম্‌নন্! যাহাকে দেবরাজ দুস্তর বিপদার্ণবে মগ্ন করিয়াছেন। এ দুরবস্থা হইতে যে আমি কি প্রকারে নিষ্কৃতি পাই, এই সম্পর্কে তোমার পরামর্শাভিলাষে এরূপ স্থানে আসিয়াছি। আমি দুর্ভাবনায় একেবারে যেন জীবন্মৃত ও হতজ্ঞান। হে তাত! দেখ, রণদুর্ব্বার হেক্‌টর স্ববলে আমাদের শিবিরদ্বারে থানা দিয়া রহিয়াছে। কে জানে, তাহার কৌশলে অদ্য নিশাকালে আমার কি অনিষ্ট ঘটে। বিজ্ঞবর সস্নেহ বচনে কহিলেন, বৎস আগেমেম্‌নন্! আমার বিবেচনায় ত্রিদশাধিপতি হেক্‌টরকে এত দূর আমাদের অপকার করিতে দিবেন না। কিন্তু চল, আমরা উভয়ে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ করিগে। আমরা যে বিষম বিপজ্জালে বেষ্টিত, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। এই কহিয়া বৃদ্ধবর আস্তে ব্যস্তে রণশস্ত্র ধারণ করিয়া রাজচক্রবর্ত্তীর সহিত দেবোপম জ্ঞানী অদিস্যুসের শিবিরে গমন করিলেন। অদিস্যুস অতিশীঘ্র বীরদ্বয়ের আহ্বানে শিবিরের বহির্গত হইলেন। পরে তিন জনে একত্রে রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদের শিবিরসন্নিকটে দেখিলেন যে, বীরকেশরী রণসজ্জায় নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে শূলীদলের চ্যুত শূলাগ্র বিদ্যুতের ন্যায় চকমক করিতেছে! প্রাচীন রণসিংহ পদস্পর্শনে সুপ্ত রথীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া কহিলেন, হে দ্যোমিদ্! এ কাল নিশাকালে কি তোমার সদৃশ বীর পুরুষের এরূপ শয়ন উচিত। রণবিশারদ দ্যোমিদ্ চকিত হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, হে বৃদ্ধ! তোমার সদৃশ ক্লান্তিশূন্য জন কি আর আছে! এ সৈন্যে কি কোন যুবক পুরুষ নাই, যে সে তোমাকে বিরাম সাধনে অবকাশ দান করে। এই কহিয়া চারি জন প্রহরীদিগের

দিকে চলিলেন। যেমন বন্য পশুময় বনের নিকটে মাংসাহারী পশুগণের দূরস্থিত ঘোর নিনাদ শ্রবণে সতর্ক হইয়া মেষপালদলেরা স্ব স্ব মেষপালের রক্ষার্থে বিরামদায়িনী নিদ্রায় জলাঞ্জলি দিয়া অস্ত্র হস্তে জাগিয়া থাকে, বীরবরেরা দেখিলেন, যে প্রহরীদল অবিকল সেইরূপ রহিয়াছে। বৃদ্ধবর সন্তোষোক্তি ও সাহসোত্তেজক বচনে কহিলেন, হে বৎসদল! প্রহরীকার্য্য সমাধা করিতে হইলে বীর বীর্য্যশালী জনগণের এইরূপই উচিত। অতএব তোমরাই ধন্য! এই কহিয়া বীরবরেরা পরিখা পার হইয়া এক শবশূন্য স্থলে বসিয়া নিভৃতে নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

বিজ্ঞবর নেস্তর কহিলেন, আমাদের মধ্যে এমত সাহসিক ব্যক্তি কে আছে, যে সে গুপ্তচর-কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারে। রণবিশারদ দ্যোমিদ্ কহিলেন, আমার সাহসপূর্ণ হৃদয় এ কঠিন কর্ম্মে আমাকে উৎসাহ প্রদান করে, তবে যদি আমি কোন একজন সঙ্গী পাই, তাহা হইলে, মনোরঙ্গের আরও বৃদ্ধি হয়। বীরবরের এই কথা শুনিয়া অনেকেই তাঁহার সঙ্গে যাইবার প্রসঙ্গ করিলেন, কিন্তু তিনি কেবল বিবিধ কৌশলী অদিস্যূস্‌কে সহচর করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বীরদ্বয় ছদ্মবেশ ধরিলেন। এবং অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল দেহাচ্ছাদন-বস্ত্রে গোপনে সঙ্গে লইলেন। উভয়ে যাত্রা করিতেছেন, এমন সময়ে দেবী আথেনী বায়ুপথে একটি বক পক্ষী উড়াইলেন। সুতরাং ঘোর তিমিরযোগে বীরযুগল সেই শুভ শকুন দেখিতে পাইলেন না। তথাচ পক্ষপরিচালনার শব্দে দেবীদত্ত সুলক্ষণ তাঁহাদিগের বোধগম্য হইল। মহাদেবীর বিবিধ স্তুতি করণান্তে সিংহদ্বয় সে ঘোর অন্ধকারময় রজনীযোগে শবরাশি, ভগ্ন অস্ত্র-স্তূপ ও কৃষ্ণবর্ণ শোণিতস্রোতের মধ্য দিয়া নির্ভয় হৃদয়ে রিপুদলাভিমুখে নীরবে চলিলেন।

কতক্ষণ পরে দেবাকৃতি অদিস্যূস কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সহচরকে অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, সখে দ্যোমিদ্! বোধ হয়, যেন কোন একজন অরিপক্ষের শিবিরদেশ হইতে এ দিকে আসিতেছে। আমি এক আগন্তুক জনের পদ-ধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। কিন্তু এ কি কোন গুপ্তচর, না তস্কর মৃতদেহ হইতে বস্ত্রাদি চুরি করণাভিলাষে আসিতেছে, এ নির্ণয় করা দুষ্কর। আইস! আমরা উহাকে আমাদিগের শিবিরা-ভিমুখে যাইতে দি। পরে পশ্চাদ্ভাগ হইতে উহার পলায়নের পথ রুদ্ধ করা অতি সহজ হইবে। এই কহিয়া বীরদ্বয় মৃতদেহ পুঞ্জমধ্যে ভূতলশায়ী হইলেন। অভাগা আগন্তুক জন অকুতোভয়ে ও দ্রুতগমনে গ্রীক্ শিবিরাভিমুখে চলিতে লাগিল। অকস্মাৎ বীরদ্বয় গাত্রোত্থান করিয়া তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। যেমন তীক্ষ্ণ দন্ত শুনকদ্বয় বনপথে আর্ত্তনিনাদী কুরঙ্গ কি শশকের পশ্চাতে ধাবমান হয় বীরদ্বয় সেইরূপ পলায়নো-ন্মুখ চরের অভিমুখে ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রানপণে দৌড়িলেন। মহাতঙ্কে অভাগা সহসা গতিহীন হইল। এবং অকাতরে কহিল, "হে বীরদ্বয়! তোমরা আমার প্রাণদণ্ড করিও না। আমাকে রণবন্দী করিয়া রাখ, আমার নাম দোলন। আমার পিতা আমাকে মুক্ত করিতে অনেক অর্থ দিবেন তাহার কোনই সন্দেহ নাই; কেন না, আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র।" প্রিয়ম্বদ অদিস্যূস্ প্রিয়বচনে কহিলেন, "হে দোলন, তোমার ভয় নাই। তোমাকে বধ করিলে আমাদের কি ফল লাভ হইবে। কিন্তু তুমি আমাদের সহিত চাতুরি করিও না, করিলে প্রচুর দণ্ড পাইবে। হেক্টর কোথায়? এবং শিবিরের কোন পার্শ্বে সৈন্যদল নিতান্ত ক্লান্ত অবস্থায় নিদ্রার বশীভূত হইয়া রহিয়াছে?" দোলন রোদন করিতে করিতে কহিল, "হায়! হেক্টরই আমার এই বিপদের হেতু! সে আমাকে নানা লোভ দেখাইয়া এই পথের পথিক করিয়াছে। তাহার সহিত নেতৃবৃন্দ দেবযোনি ঈল্যুসের সমাধিমন্দির-সন্নিধানে পরামর্শ করিতেছে। কোন বিচক্ষণ বীর শিবির রক্ষা কর্ম্মে নিযুক্ত নাই। তথাচ স্থানে স্থানে যোধচয় অস্ত্র ধারণ করতঃ অতি সতর্কে আছে, কিন্তু যদি তোমরা শিবিরে প্রবেশ করিতে চাহ, তবে যে দিকে ট্রাকীয়া দেশের নরপতি হ্রীস্যূস্ শয়ন করিতেছেন, সেই দিকে যাও। কেন না,

নরেন্দ্র কেবল অদ্য সায়ংকালে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার সঙ্গীবর্গ পথশ্রান্ত হইয়া নিতান্ত অসাবধানে নিদ্রাদেবীর সেবা করিতেছে। রাজেশ্বর থ্রীস্যুসের অশ্বাবলী ত্রিভুবনে অতুল্য, তাঁহার রথ সুবর্ণরজতে নির্ম্মিত, এবং তাঁহার হৈম বর্ম্ম এতাদৃশ অনুপম যে তাহা কেবল দেববীর পুরুষেরই উপযুক্ত। হে রিপুবিমুখকারী বীরদ্বয়! দেখ, আমি তোমাদের সম্মুখে সত্য ব্যতীত মিথ্যা কহি নাই, অতএব তোমরা আমাকে, হয় ত, রণবন্দী করিয়া শিবিরে প্রেরণ কর, নচেৎ এ স্থলে গাঢ় বন্ধনে বন্ধন করিয়া রাখিয়া যাও।" প্রাণভয়ে বিকলাত্মা দোলন এইরূপে রিপুদ্বয়ের নিকট কাকুতি মিনতি করিতেছেন, এমত সময়ে নির্দ্দয়হৃদয় দ্যোমিদ্ সহসা তাহার গলদেশে প্রচণ্ড খড়্গঘাত করিলেন। মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল।

তৎপরে বীরদ্বয় অতি সাবধানে ট্রাকীয়া দেশস্থ সৈন্যাভিমুখে চলিলেন, এবং সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, অনেক বীর পুরুষ শমনাগারে চলিলেন। রাজেশ্বর থ্রীস্যুস্ও অকালে কালগ্রাসে পড়িলেন, রাজার অনুপম অশ্বাবলী একত্রে বন্ধন করিয়া বীরদ্বয় শিবিরাভিমুখে অতি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। ট্রয়-সৈন্যে সহসা মহাকোলাহল-ধ্বনি হইয়া উঠিল।

এদিকে বীরদ্বয় থ্রীস্যুস্ রাজেশের অসদৃশ অশ্বাবলী অপহরণ করিয়া আশুগতিতে স্বদলে রণাভিমুখে চলিলেন। যে স্থলে রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্নন্ ও বৃদ্ধ নেস্তরাদি পরিখার সন্নিকটে নিভৃতে বসিয়াছিলেন, সে স্থলে আগন্তুক বীরদ্বয়ের পদধ্বনি শ্রুত হইলে রাজচক্রবর্ত্তী ত্রস্ত ও সোৎকণ্ঠ ভাবে নেস্তরাদি সঙ্গী জনকে কহিলেন, "বোধ হয়, কতিপয় অশ্বারোহী জন পদাতিকদলে অতিদ্রুত গতিতে এ দিকে আসিতেছে। অতএব সকলে সাবধান।" এক জন কহিলেন, "এ বৈরী নহে, ঐ দেখ বিবিধ কৌশলশালী অদিস্যুস্ ও রিপুগর্ব্বখর্ব্বকারী দ্যোমিদ্ কয়েকটি রণতুরঙ্গ সঙ্গে করিয়া আসিতেছে।" রাজা মিত্রদ্বয়কে অমিত্রচ্ছলে দর্শন করিয়া পরমাহ্লাদে কহিলেন, "হে গ্রীক্কুলগৌরবরবি অদিস্যুস্, তোমাকে কোন দেব এ দুর্লভ প্রসাদ দান করিয়াছেন, তুমি কি এই অশ্বাবলী অংশুমালীর একচক্র রথ হইতে কৌশলচক্রে অপহরণ করিয়াছ অশ্বাবলী কি আর এ বিশ্বখণ্ডে আছে?"

মহেস্বাস অদিস্যুস্ রাজপ্রবীর থ্রীস্যুসের নিধন ও বাজীরাজীর অপহরণ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিলে সকলে আনন্দচিত্তে শিবিরে গমন করিলেন, ক্লান্ত বীরযুগল চলোর্ম্মি সাগরে রক্তার্দ্র দেহ অবগাহন করতঃ সুরভি তৈলে সুবাসিত করিলেন। পরে সুখাদ্য দ্রব্যে ক্ষুধা নিবারণ করিয়া প্রথমে মহাদেবী আথেনীর তর্পণার্থে ভূতলে কিঞ্চিৎ সুরা সিঞ্চন করতঃ অবশিষ্ট ভাগ হৃষ্টহৃদয়ে পান করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হেমাঙ্গিনী দেবী ঊষা বরাঙ্গপতি অরুণের শয্যা পরিত্যাগ করিয়া মরামরকুলে আলোক বিতরণার্থে গাত্রোত্থান করিলেন। দেবকুলেন্দ্র বিবাদদেবীনাম্নী কলহকারিণী নিষ্কৃপা দেবীকে রণোৎসাহ প্রদানার্থে গ্রীক্শিবিরে প্রেরণ করিলেন। দেবী বিবিধ কৌশলকুশল মহেস্বাস অদিস্যুসের শিবিরদ্বারে দাঁড়াইয়া ভৈরবে হুহুঙ্কার ধ্বনি করিলেন; এবং স্বমায়ায় গ্রীক্যোধবৃন্দকে রণানন্দপ্রিয় করিলেন। আর কেহই সাগরপথে জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করিতে তৎপর হইলেন না। রাজচক্রবর্ত্তী উচ্চৈঃস্বরে বীরনিকরকে সমরসজ্জা ধারণ করিতে অনুমতি দিলেন। এবং আপনি বিবিধ বিচিত্র রণপরিচ্ছদে স্বীয় মহাকায় সমাচ্ছাদন করিলেন। হেমবর্ম্মের বিভা নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত ভাতিতে লাগিল। গ্রীক্কুলহিতৈষিণী দেবকুলরাণী হীরী ও

বিজ্ঞকুলারাধ্যা দেবী আথেনী রাজসেনানীর উৎসাহার্থে আকাশে কুলিশনাদ করিলেন। বীররাজী রাজচক্রবর্ত্তীর সহিত পদব্রজে শিবির হইতে রণক্ষেত্রাভিমুখে বহির্গত হইলেন। সারথিবৃন্দ বাজীরাজীর সহিত স্যন্দনবৃন্দ পশাতে পশ্চাতে আনিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক বিভীষণ কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল।

ও দিকে এক প্রত্যন্ত পর্ব্বতের শিরোদেশে ট্রয়নগরীয় সেনা রণকার্য্যার্থে সুসজ্জ হইল। এনৈশাদি বীরবরেরা অমরাকৃতিতে বীরকেশরী হেক্‌টরের চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। যেমন কোন কুলক্ষণ নক্ষত্র ঘনাচ্ছন্ন আকাশে উদয় হইয়া ক্ষণমাত্র স্বীয় অশুভ বিভায় অমঙ্গল ঘটনার বিভীষিকায় দর্শক জনের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করতঃ পুনরায় মেঘাবৃত হয়, বীরকেশরী ট্রয়নগরীয় সৈন্যমধ্যে গ্রীক্‌সৈন্যের দর্শনপথে সেইরূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন; এবং তাঁহার বর্ম্ম হইতে যেন এক প্রকার কালাগ্নির তেজ বাহির হইতে লাগিল।

যেমন কোন ধনী জনের শস্যক্ষেত্র কৃষীবলের অস্ত্রাঘাতে শস্যশীষ চতুর্দ্দিকে পতিত থাকে, এইরূপ দুই পক্ষ হইতে বীরবৃন্দ ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। নিষ্কৃপা কলহকারিণী বিবাদদেবী হৃদয়ানন্দে উচ্চ চীৎকার প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু অন্যান্য দেব দেবীরা স্বীয় স্বীয় সুন্দর মন্দির হইতে রণক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

যে সময়ে আটবিক জন অটবী প্রদেশে নানা বৃক্ষ কাটিতে কাটিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ক্ষণকাল নিজ নিত্যক্রিয়ায় পরাঙ্মুখ হয়, ও আহারাদি ক্রিয়াতে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করে, সেই কাল উপস্থিত হইল। দিনকর আকাশমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজচক্রবর্ত্তী সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় হর্য্যক্ষ-পরাক্রমে রিপুব্যূহে প্রবেশ করিলেন। অনেকানেক রণী জন অকালে শমনালয়ে গমন করিতে লাগিলেন। যেমন রক্তদন্ত শোণিতাক্ত ক্রমশালী পরাক্রমী মৃগরাজকে, শাবকবৃন্দ নাশ করিতে দেখিলেও কুরঙ্গ তাহাকে কোন বাধা দেয় না, বরঞ্চ কম্পিত হৃদয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে গহন কাননপথ দিয়া পলায়ন করে, সেইরূপ ট্রয়-দলস্থ কোন নেতার এতাদৃশ সাহস হইল না যে, তিনি রাজচক্রবর্ত্তীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করেন। যেমন ঘোর দাবানল প্রবল বায়ুবলে দুর্ব্বার হইলে চুতর্দ্দিকে বৃক্ষ ও বৃক্ষশাখাবলী তাহার শিখাত্রাসে ভস্মসাৎ হইয়া যায়, সেইরূপ রাজচক্রবর্ত্তীর অস্ত্রাঘাতে রিপুদল পড়িতে লাগিল। পদাতিক পদাতিকে ঘোর রণ হইল। সাদীদলের সিংহনিনাদ অশ্বাবলীর হেষা রবে মিশ্রিত হইয়া কোলাহলে রণক্ষেত্র পূর্ণ করিল। উভয় দলে অগণ্য রণীগণ আর্ত্তনাদে প্রাণত্যাগ করিল। উভয় দলে অগণ্য রণীগণ আর্ত্তনাদে প্রাণত্যাগ করিল। এ সময়ে কুলিশ-নিক্ষেপী দেবেন্দ্র অরিন্দম হেক্‌টরকে এ স্থল হইতে দুরে রাখিলেন। সুতরাং তাহার বিহনে ট্রয়নগরস্থ সেনা রণরঙ্গে ভঙ্গোৎসাহ হইল, এবং রাজচক্রবর্ত্তীর অনিবার্য্য বীরবীর্য্য সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিল। যেমন ক্ষুধাতুর কেশরী ভীষণ নিনাদে কোন মেষ কিম্বা বৃষপাল আক্রমণ করিলে পশুকুল ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, এবং পশ্চাতে পড়িলে যে সে দুর্দ্দান্ত রিপুর গ্রাসে পড়িবে এই আশঙ্কায় সকলেই পুরঃসর হইবার প্রয়াসে যথাসাধ্য বেগে ধাবমান হয়, এবং সকলেরই এই দৃঢ় অধ্যবসায়ে যূথমধ্যে এক মহা বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, এবং এ উহার পদচাপনে ও শৃঙ্গঘাতে গতিহীন হইয়া পড়ে, সেইরূপ ট্রয়স্থ সৈন্যদল রণক্ষেত্র হইতে পলায়নতৎপর হইল। যাহারা যাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে সর্ব্বপশ্চাতে পড়িল, কেশরীর ন্যায় রাজচক্রবর্ত্তী প্রচণ্ডাঘাতে তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিতে লাগিলেন। অনেকানেক রথীশূন্য রথ ঘোর ঘর্ঘরে নগরাভিমুখে ধাইল। কিন্তু সে সকল রথের অলঙ্কারস্বরূপ বীরবরেরা ধরাতলে পড়িয়া গৃহানন্দ, প্রেমানন্দ, স্নেহানন্দ এ সকলে জীবনানন্দের সহিত জলাঞ্জলি দিলেন। এইরূপে রাজচক্রবর্ত্তী প্রায় নগরতোরণ পর্য্যন্ত

গমন করিলেন। ইহা দেখিয়া দেবকুলপিতা অমরাবতী হইতে উৎসফেনি ঈডাশিরঃ প্রদেশে উপনীত হইলেন, এবং হৈমবতী দেবদূতী ঈরীষাকে কহিলেন, "হে হেমাঙ্গিনী! তুমি দ্রুতগতিতে বীরকেশরী হেক্টরকে গিয়া কহ, যে যতক্ষণ গ্রীক্‌সৈন্যাধ্যক্ষ রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্নন্ শূল বা শর নিক্ষেপণে ক্ষতাঙ্গ হইয়া রণে ভঙ্গ না দেন, ততক্ষণ প্রিয়াম্‌পুত্র যেন স্বয়ং রণে প্রবৃত্ত মা হন, বরঞ্চ অন্যান্য বীরপুঞ্জকে রণক্রিয়া সাধনার্থে উৎসাহ প্রদান করেন।" যেমন বায়ু-তরঙ্গ বায়ুপথে চলে, দেবদূতী সেই গতিতে যেন শূন্যদেশ ভেদ করিয়া বীরকেশরীর কর্ণকুহরে দেবাদেশ প্রকাশ করিল। বীরকেশরী রথ হইতে ভূতলে লম্ফ দিয়া ভয়বিহ্বল যোধদলকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। বীরসিংহের সিংহনাদে ও তাঁহার বীরাকৃতি সন্দর্শনে সে রণক্ষেত্রে ভীরুতাও যেন একেবারে আত্মস্বভাব বিস্মৃত হইয়া বীরকার্য্যোপযোগী হইয়া উঠিল। রাজচক্রবর্ত্তীও অসামান্য পরাক্রমে রিপুদলকে দলিতে লাগিলেন।

ঈপীদুম্ন নামক অন্তেনরের এক পুত্র বীর-দর্পে রাজচক্রবর্ত্তীর সম্মুখবর্ত্তী হইল। কিন্তু রাজচক্রবর্ত্তীর ভীষণ শূলাঘাতে ভূতলে পতিত হইয়া আপন নবপরিণীতা বনিতার অপরূপ রূপলাবণ্যাদি দর্শন আশায় চিরকালের নিমিত্ত জলাঞ্জলি দিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার এতাদৃশ দুরবস্থা অবলোকনে কয়ন নামে বীর পুরুষ মহা রুষ্টভাবে তীক্ষ্ণতম কুন্ত দ্বারা লোকান্ত রাজা আগেমেম্ননের বাহু ভেদ করিলেন। তত্রাচ রাজচক্রবর্ত্তী রণরঙ্গে বিরত না হইয়া ভীমপ্রহরী কয়নকে ভীম প্রহারে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে যেমন গর্ভবতী রমণী সহসা প্রসব-বেদনায় কাতরা হয়, এবং সে অসহ্য পীড়ায় তাহার কোমলাঙ্গ শিথিল ও অবশ হয়, রাজসার্ব্বভৌমও সেইরূপ বিকল হওতঃ দ্রুতে রথারোহণ করিয়া সারথিকে শিবিরাভিমুখে রথ চালাইতে আজ্ঞা দিলেন। কশাঘাতে অশ্বাবলী এরূপ দ্রুত ধাবনে ঘর্ম্মজনিত ফেনায় আবৃত হইল। এইরূপে ঘোরতর রণ করিয়া অধিকারী মহোদয় যুদ্ধকর্ম্মে ভঙ্গ দিলেন। তদ্দর্শনে প্রিয়াম্‌পুত্র কুলচূড়ামণি হেক্টরের স্মরণপথে দেবাদেশ আরূঢ় হইল। যেমন কোন ব্যাধ শুভ্রদন্ত শুনকবৃন্দকে কোন বরাহ কিম্বা সিংহকে আক্রমণ করিতে সাহস প্রদান করে, সেইরূপ রিপুসূদন স্কন্দোপম অরিন্দম হেক্টর স্ববলকে অগ্রসর হইতে অনুমতি দিলেন। এবং যেমন প্রচণ্ড বাত্যা আকাশমণ্ডল হইতে কোন কোন সময়ে নীলোর্ম্মিময় সাগর আক্রমণ করে, অপনিও সেইরূপে রিপুদলে প্রবেশ করিলেন। ঘোরতর রণ হইল। অনেকানেক বীরবর ভূতলে শয়ন করিলেন। কি নেতা কি নীত ব্যক্তি কেহই তাহার সরসংঘাতে অব্যাহতি পাইল না। যেমন প্রবল বায়ুবলে জলদল আন্দোলিত হইলে তরঙ্গ সমূহ হইতে আকাশপথে অগণ্য ফেনকণা উড়িয়া পড়িতে থাকে, সেইরূপ প্রকাণ্ড বীর-বরের প্রচণ্ড দণ্ডাঘাতে মস্তকমণ্ডল চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। এরূপ ভয়াবহ ঘটনা দর্শনে কৌশলশালী অদিস্যুস্ রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্‌কে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "সখে, আমরা কি সহসা বীরবীর্য্যরহিত হইলাম?" এই কহিয়া উভয়ে ট্রয়স্থ সৈন্যদল আক্রমণ করিলেন। যেমন ভীষণদন্ত বরাহদ্বয় আক্রমী শ্বচক্রকে আক্রমিয়া লণ্ড ভণ্ড করে, বীরদ্বয় রিপুচয়কে সেইরূপ করিলেন। রিপুমর্দ্দন হেক্টর রিপুদ্বয়কে দূর হইতে দেখিয়া তাহাদের অভিমুখে হুহুঙ্কারে ধাবমান হইলেন, সে কাল হুহুঙ্কার শ্রবণে রণবিশারদ দ্যোমিদ্ সশঙ্কচিত্তে সুচতুর অদিস্যুস্‌কে কহিলেন, "সখে, ঐ দেখ, ভয়ঙ্কর হেক্টর যেন নিধনতরঙ্গরূপে এ দিকে বহিতেছে, আইস, দেখি, আমাদের ভাগ্যে কি আছে;" এই কহিয়া রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ আপন শূল আগন্তুক বীরহর্য্যক্ষকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। রিপুঘাতী অস্ত্র দেবদত্ত কিরীটে লাগিল।

এক পার্শ্ব হইতে বীর সুন্দর স্কন্দর এক নিশিত শর শরাসনে যোজনা করিয়া রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদের পদবিন্ধন করিয়া আনন্দরবে কহিলেন, "হে পরন্তপ দ্যোমিদ্! আমার শর

চাপ হইতে বৃথা নিক্ষিপ্ত হয় না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তোমার উদরদেশ ভিন্ন করিয়া তোমাকে চিররণবিরত করিতে পারে নাই।” অকুতোভয় দ্যোমিদ্ উত্তর করিলেন, “রে ধন্বী, রে গ্লানিকারক, রে অলকালঙ্কৃত অঙ্গনাকুলপ্রিয় দুর্ম্মতি! তোর অস্ত্রাঘাতে আমার কি হইতে পারে? তোর অস্ত্র নিক্ষেপণ অবলা রমণী ও শিশুর ন্যায়। তোর যদি রণস্পৃহা থাকে, তবে সম্মুখ-রণে বিমুখ হইস্ কেন?” বিখ্যাত শূলী সখা অদিস্যুস পরম যত্নে তীর ক্ষতস্থল হইতে টানিয়া বাহির করিলে দ্যোমিদ্ বিষম যাতনায় অস্থির হইয়া রণস্থল হইতে শিবিরাভিমুখে রথারোহণে চলিলেন। শূলকুশল অদিস্যুস্ একাকী রণক্ষেত্রে রহিলেন, প্রাণ অপেক্ষা মান প্রিয়তর বিবেচনায় প্রাণপণে যুঝিতে লাগিলেন। যেমন গুল্মাবৃত বরাহকে আক্রমণার্থে কিরাতবৃন্দ শুনকবৃন্দ সহকারে গুল্মের চতুষ্পার্শে একত্রীভূত হইয়া অবস্থিতি করে, আর যখন সে রক্তদন্ত কৃতান্তদূত বাহির হয় তখন সকলে সভয়ে কেবল দূর হইতে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে থাকে, ট্রয়স্থ যোধেরা গ্রীক্‌যোধবরকে সেইরূপে আক্রমণ করিল।

সুকস নামক এক মহাবীর পুরুষ সরোষে অদিস্যুসের দৃঢ় ফলকে শূল নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র দুর্ভেদ্য ফলক ভেদ করিয়া কবচ ছিন্ন ভিন্ন করতঃ চর্ম্ম পর্য্যন্ত ভেদ করিল। কিন্তু সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী এ প্রাণসংশয় অস্ত্র বীরেশ্বরের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দিলেন না। যশস্বী অদিস্যুস্ বিষমাঘাতে ব্যথিত হইয়াও প্রহারকের প্রাণ সংহার করিলেন। পরে স্বহস্তে শূল টানিয়া বাহির করিলেন। লোহরঞ্জনে বীরদেহ যেন রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বীরবরের এই অবস্থা দেখিয়া ট্রয়স্থ যোধদল তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলে তিনি উচ্চে আর্তনাদ করতঃ অপসৃত হইতে লাগিলেন।

স্কন্দপ্রিয় মানিল্যুস্ রিপুকুলত্রাস আয়াস্‌কে কহিলেন, “সখে, বোধ হইতেছে, যেন মহেস্বাস্ সমরক্ষেত্রে আর্ত্তনাদ করিতেছে, কে জানে, কৌশলীশ্রেষ্ঠ কি বিপজ্জালে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছেন।” এই কহিয়া বীরদ্বয় দ্রুতগতিতে স্বর লক্ষ্য করিয়া সমরক্ষেত্রের দিকে ধাবমান হইলেন। কতক দূর গিয়া দেখিলেন, যে যেমন কোন এক শাখাপ্রশাখাময় বিষাণ-বিশিষ্ট মৃগ কিরাতের শরাঘাতে ব্যথিত হইয়া রণপথ রক্তাক্ত করতঃ পলায়ন করে, মহেস্বাস অদিস্যুস্ সেইরূপ রক্তার্দ্র কলেবরে ধাবমান হইতেছেন, এবং যেমন সেই মৃগের পশ্চাতে পিঙ্গল শৃগাল-জাল তৎমাংসাভিলাষে দলবদ্ধ হইয়া তাহার অনুসরণ করে, ট্রয়নগরস্থ যোধদল মহাযশাঃ অদিস্যুসের বিনাশার্থে সেইরূপ হুহুঙ্কার ধ্বনি করতঃ দলে দলে তাঁহার পশ্চাতে চলিতেছে, কিন্তু এতাদৃশ অবস্থায় দীর্ঘকেশর কেশরী সহসা নয়নাকাশে উদিত হইলে যেমন সে শৃগালদল ভয়ে জড়ীভূত হইয়া পলায়ন করে, সেইরূপ বলস্তম্ভস্বরূপ রিপুত্রাস আয়াস্‌কে দেখিয়া রিপুদলের সেই দশাই ঘটিল। এবং তাহারা প্রাণভয়ে দলভ্রষ্ট হইয়া, যে যে দিকে সুযোগ পাইল সে সেই দিকে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু যেমন বারিদ-প্রসাদে মহাকায় মদস্রোতঃ পর্ব্বত হইতে গম্ভীর নিনাদে বহির্গত হইয়া কি বৃক্ষ, কি গুল্ম, কি পাষাণখণ্ড, যাহা অগ্রে পড়ে, তাহাই অনিবার্য্য বলে বহিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ দুর্ভেদ্য ফলকধারী আয়াস্ অশ্ব, পদাতিক, রথ, প্রচণ্ডাঘাতে লণ্ড ভণ্ড করিতে লাগিলেন। অনেক সেনা ভূতলশায়ী হইল, কিন্তু বীরবর হেক্‌টর এ দুর্ঘটনার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না। কেন না তিনি সৈন্যের বামভাগে স্কমন্দ্র নদতটে রণব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন। যে সকল মহা মহা বীর সে স্থলে সাহস-ভরে যুঝিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিমুখ হইলেন, পরে ভাস্বরকিরীটী রথী আয়াসের পরাক্রম প্রকাশে বীর রোষে তদভিমুখে রথ পরিচালিত করিলেন। শত শত মৃতদেহ ও অস্ত্ররাশি রথচক্রে চূর্ণ হইয়া রথ ও রথবাহন বাজীরাজীকে রক্তপ্লাবিত করিল। অরিন্দমের সমাগমে রিপুস্তম্ভ আয়াসের বীর-হৃদয়ে সহসা

যেন ভয় সঞ্চার হইল, এবং তিনি আপন দুর্ভেদ্য ফলক ফেলিয়া আরক্তনয়নে শত্রুদলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ শিবিরাভিমুখে চলিলেন। যখন কোন ক্ষুধাতুর সিংহ বৃষপরিপূর্ণ গোষ্ঠ আক্রমণার্থে দেখা দেয়, তখন সে গোষ্ঠ-পরিবেষ্টনকারী রক্ষকদল তীক্ষ্নদন্ত শুনকব্যূহ সহকারে তাহাকে নিবারণ করিবার জন্য শলাকাবৃষ্টি ও মুহুর্মুহুঃ বৃহদাকার অলাতাবলী প্রোজ্জ্বলিত করিলে, যেমন সে পশুরাজ কৃতকার্য্য না হইয়া বিকট কটাক্ষে নিবারকদলকে অবহেলা করিয়া নিশাবসানে স্বগহ্বরে ফিরিয়া যায় বীরেশ্বর আয়াস্ সেইরূপ অনিচ্ছায় ও প্রাণভয়ে রণরঙ্গে ভঙ্গ দিলেন। রিপুকুল আয়াস্কে এতদবস্থ দেখিয়া রিপুকুল ত্রাসে জলাঞ্জলি দিয়া তাহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলে উরিপ্লুস নামক যশস্বী রথী তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবাকৃতি রথী স্কন্দর তীক্ষ্নতম শরে তাহার দেহ ক্ষত করাতে তিনিও রণে বিমুখ হইলেন। এইরূপে প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ রণানন্দে নিরানন্দ হওয়াতে রথ, পদাতিক, বাজীরাজী সকলে মহাকোলাহলে রণভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবিরাভিমুখে দৌড়িয়া চলিল। সৈন্যদলের রণভঙ্গারব বীরকেশরী আকিলীসের শিবিরাভ্যন্তরে যেন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। বীরবর সচকিতে বিশেষ প্রিয়পাত্র পাত্রক্লুস্কে আহ্বান করিয়া উভয়ে একত্র বহির্গত হইয়া গ্রীক্দলের দুরবস্থা সন্দর্শনে সহাস্য বদনে কহিলেন, "হে প্রিয়তম! গ্রীকেরা যে দিন আমার পদতলে অবনত হইবে সে দিন আর অধিক দূরবর্ত্তী নহে। ঐ দেখ, দুর্দ্দান্ত হেক্টরের কুন্তাস্ফালনে কি ফল হইয়াছে। আমা ব্যতীত দেবনরযোনি কোন্ যোধ প্রিয়াম্পুত্রকে রণে নিবারণ করিতে পারে। আমারও এ হৃদয় তাহার বীর্য্যে সমরে ভূরি ভূরি কাঁপিয়া উঠে। সে যাহা হউক, তুমি এক্ষণে পিতা নেস্তরের নিকট হইতে রণবার্ত্তা লইয়া আইস!" পাত্রক্লুস্ অমনিদেবোপম সখার আজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বৃদ্ধরাজ নেস্তর পাত্রক্লুস্কে স্নেহগর্ভ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তোমার ও দেবসদৃশ সখার মঙ্গল তো? দেখ তোমার সে প্রিয় বন্ধুর বিহনে আমাদিগের কি দুর্ঘটনা না ঘটিতেছে? তুমি যদি পার, তবে তাহার রোষাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া তাহাকে আমাদিগের সহকারার্থ আন, নচেৎ স্বয়ং তাহার বীরপরিচ্ছদে স্বদেহ আচ্ছাদন করিয়া রণক্ষেত্রে দেখা দেও। দেখি, যদি এ ছলনায় রিপুকুল ভয়াকুল হইয়া আমাদিগকে ক্ষণকাল ক্লান্তি দূরীকরণার্থে অবসর দেয়," বৃদ্ধ মন্ত্রীর এই কুমন্ত্রণায় আয়ুহীন পাত্রক্লুস্ সখার শিবিরাভিমুখে ব্যগ্রপদে যাইতেছেন, এমত সময়ে ক্ষতকলেবর উরিপ্লুস্কে কতিপয় যোধ ফলকোপরি বহন করিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইল। সরল-হৃদয় পাত্রক্লুস্ রাজবীর উরি-প্লুস্কে এ হৃদয়কৃন্তনী অবস্থায় দেখিয়া তাহার শুশ্রূষাক্রিয়ায় সযত্নে রত হইলেন। সুতরাং তদ্দণ্ডে সখার শিবিরে যাইতে পারিলেন না।

রণক্ষেত্রে বিপক্ষদলে ঘোরতর রণ হইতে লাগিল। কিন্তু ট্রয়দল রিপুকুলবিনাশকারী হেক্টরের সহকারে নির্ব্বাধে পরিখা পার হইতে লাগিল। যেমন ব্যাধদল শুনকদলে কোন তীক্ষ্নদন্ত নির্ভীক বন-শূকর অথবা মৃগরাজকে আক্রমণ করিলে বিক্রমশালী পশু ক্ষণ-নিক্ষিপ্ত শলাকামালা অবহেলা করিয়া প্রহারক-দলকে সংহারার্থে ভীষণ গর্জ্জন করতঃ তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হয়, বীরসিংহ হেক্টর সেইরূপ করিতে লাগিলেন, এবং যেমন যে দলের অভিমুখে সে পশু রোষতাপে তাপিতচিত্ত হইয়া ধায়, সে দল তদ্দণ্ডে প্রাণভয়ে পলায়নোন্মুখ হয়, সেহরূপে নিধনতরঙ্গরূপ হেক্টরের দুর্ব্বার বাহুবলরূপ স্রোতে গ্রীক্সেনারা রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল। ট্রয়নগরস্থ পদাতিক দল বীরকেশরীর সহিত সাহসে পরিখা পার হইল। কিন্তু রথারোহী বীরদলের পক্ষে সে পরিখাতরণে নানাবিধ বাধা দেখিয়া রিপুদমী পলিদ্যুম্ন উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "হে বীর বৃন্দ! আমার বিবেচনায় রথ ও অশ্বারোহণে এ পরিখাতরণক্রিয়া অতীব অবিবেচনীয়; কেন না, ইহার পথের অপ্রশস্ততানিবন্ধন প্রত্যাবর্ত্তনকালে

রথ ও অশ্বসমূহের বর্ত্তমানতায় এ অপ্রশস্ত পথ রুদ্ধ হইলে আমাদের বিষম বিপদের সম্ভাবনা।” বীরবরের এই হিতোপদেশ বাক্য সকলেরই মনোনীত হইল। এবং চতুরঙ্গদলে সকলেই রথ ও তুরঙ্গম হইতে ভূতলে লম্ফ দিয়া পদব্রজে ধাবমান হইলেন। প্রতি সৈন্যদলের পুরোভাগে সুন্দর বীরস্কন্দর, মহেস্বাস এনেশ, রিপুমর্দ্দন সর্পীদন রিপুবংশধ্বংস গ্লৌকস প্রভৃতি নেতৃবর্গ হুহুঙ্কার নিনাদে পরিখা পার হইলেন। এবং এক এক দ্বার দিয়া শিবিরাভিমুখে চলিলেন। যেমন হেমন্তান্তে বারিদপটলী তুষারকণা বৃষ্টি করে, সেইরূপ উভয় দল হইতে চতুর্দ্দিকে অস্ত্রজাল পড়িতে লাগিল। এবং বীরকুলের শিরস্ত্রাণ নিস্ত্রিংশপুঞ্জে বাজিয়া ঝন্ ঝন্ স্বননে শিবিরদেশ পরিপূর্ণ করিল। দেবদেবী গ্রীক্‌দলের এ দুরবস্থা সন্দর্শনে হৈমহর্ম্ম্যময়ী অমরাবতীতে পরম নিরানন্দ হইলেন। কিন্তু দেবকুলকান্তের ত্রাসে কেহই কিছু করিতে পারিলেন না। যে স্থলে রিপুকুলান্তক হেক্‌টর প্রিয় ভ্রাতা রিপুদমন পলিদ্যুম্নের সহকারে মহাহবে প্রবৃত্ত ছিলেন, সে স্থলে তাঁহারা উভয়ে আকাশমার্গে এক অদ্ভুদ শকুন দেখিতে পাইলেন। সহসা এক বিক্রমশালী পক্ষিরাজ রক্তাক্ত ক্রমে এক প্রকাণ্ড কলেবর বিষধর ধারণ করিয়া উড়িতেছে। তীব্র বেদনায় ভুজঙ্গমের অঙ্গআকুঞ্চিত হইতেছে, তথাচ সে বৈরিনির্য্যাতনার্থে তাহার গ্রীবাদেশে দংশন করিল। পক্ষিরাজ এ অসহনীয় দংশন-পীড়ায় কাকোদরকে ছাড়িয়া দিলে সে ভূতলে সৈন্যমধ্যে পড়িল। পক্ষিরাজ শূন্য ক্রমে স্বনীড়ে উড়িয়া চলিল। পলিদ্যুম্ন বীর ভ্রাতাকে কহিলেন, “হে হেক্টর! এ কি কুলক্ষণ দেখিলাম, এ প্রপঞ্চ ব্যর্থ নহে। আমি বিবেচনা করি, যে বিপক্ষ-দলকে রণক্ষেত্রে বিনষ্ট করা আমাদের ভাগ্যে নাই। এই ক্ষত ভুজঙ্গের ন্যায় বিপক্ষচতুরঙ্গ দল আমাদের সৈন্যের ক্রমপরাক্রমে আক্রান্ত হইয়াও তাহার গলদেশ দংশন করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব হে ভ্রাত! আইস আমরা ঐ সকল সাগরযান ভস্মসাৎ করিবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পরিখার অপর পারে যাই।” ভাস্বর-কিরীটী হেক্টর ভ্রাতার এইরূপ বাক্যে বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “হে পালিদ্যুম্ন! তুমি এ কি কহিতেছ? স্বজন্মভূমির রক্ষাকার্য্য এত দূর পর্য্যন্ত শুভ, ও কর্ত্তব্য কার্য্য, যে তাহা হইতে কোন কুলক্ষণ দর্শনে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নয়।” বীরদ্বয় এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে দেবকুলপতির ঔরসজাত নর-দেবাকৃতি রথী সর্পীদন স্ববলে সিংহনিনাদে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। যেমন মৃগেন্দ্র কোন পর্ব্বতকন্দরে বহুদিন অনশনে উন্মত্তপ্রায় হইয়া আহার অন্বেষণে বাহির হইয়া বক্রশৃঙ্গ বৃষপালকে দূর হইতে দেখিতে পাইলে পালদলের ভৈরব রব ও শলাকাবৃন্দ অবহেলা করিয়া বৃষসমূহকে আক্রমণ করে এবং প্রাণান্তেও আহার লাভ লোভে বিরত হয় না, সেইরূপে রিপুকুলমর্দ্দন সর্পীদন রিপুকুলকে আক্রমণ করিলেন, বীরদলের পদচালনে ধূলারাশি আকাশমার্গে উঠিতে লাগিল।

দেবকুলপতি উৎসযোনি ঈডা পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে গ্রীক্‌দলের প্রতিকূল এক প্রবল বাত্যা বহাইলেন। অনেকানেক বীর অকালে সমরশায়ী হইলেন। মহাযশঃ হেক্‌টর কালরাত্রিরূপে শত্রুদলের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহার বর্ম্ম হইতে কালাগ্নিতেজ বাহির হইতে লাগিল। গ্রীক্‌সেনা সভয়ে পোতাভিমুখে ধাবমান হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত